কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬ খৃ.) ও হাফিয ইবরাহীম (১৮৭২-১৯৩২ খৃ.) এর কবিতায় ইসলামী উপাদান : তুলনামূলক পর্যালোচনা।

পি-এইচ.ডি.ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত

অভিসন্দর্ভ

Dhaka University Library
400492

400492.

আবু সাঈদ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ
আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

মে, ২০০২

Ph.D.

P.

GIFT

400492

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আমার গবেষণার সুপারভাইজার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'আরবী বিভাগের প্রফেসর ডক্টর মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, বর্তমান ভাইস চ্যান্সেলর, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া বহুমুখী ব্যস্ততার মধ্যেও এ অভিসন্দর্ভটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার ব্যাপারে আমাকে প্রয়োজনীয় উপদেশ, অনুপ্রেরণা ও সময়োপযোগী নির্দেশনা প্রদান করে আমার প্রতি যে মহানুভবতা প্রদর্শন করেছেন, সেজন্যে আমি তাঁর নিকট চিরকৃতজ্ঞ।

যাঁদের উৎসাহ, উদ্দীপনা, পরামর্শ ও সহযোগিতা গবেষণাকর্মটি সম্পাদনে আমাকে সদা-সক্রিয় ও উজ্জীবিত রেখেছে, তাঁদের মধ্যে সর্বজন শ্রদ্ধেয় প্রফেসর ডক্টর মুহাম্মদ সিরাজুল হক, প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান, আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢা.বি., অধ্যক্ষ ডক্টর (মরহুম) এ. কে. এম. আইউব আলী, প্রফেসর ডক্টর আ.ফ. ম. আবু বকর সিদ্দীক, প্রফেসর ডক্টর মুহাম্মদ রশীদ এবং জনাব আ.ত.ম. মুছলেহ উদ্দীন এর অবদান আমি কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করছি। আমার শ্রদ্ধেয় আব্বা মাওলানা আজিজ বখ্শ্, আমার সহধর্মিণী মিসেস শামীম আরা এবং জ্যেষ্ঠ পুত্র লুকমান এর সর্বাত্মক সহযোগিতা ও উৎসাহ আমাকে সার্বক্ষণিক প্রেরণা জুগিয়েছে, সেজন্যে তারাও ধন্যবাদার্হ।

আমার স্নেহভাজন ছাত্র-তরুণ গবেষকদের মধ্যে জয়নুল, নজরুল, তাজাম্মুল, মা'সূম এবং রশীদ এর সক্রিয় সহযোগিতা ও উদ্দীপনার জন্য তাদের প্রতি আন্তরিক মোবারকবাদ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার এবং কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরী, শাহবাগ এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, ঢাকার গ্রন্থাগার এর কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দের সর্বাত্মক সহযোগিতার জন্য আমি তাদের সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক ধন্যবাদ।

400492

আবু সাঈ'দ মুহাম্মদ 'আব্দুল্লাহ

মে, ২০০২

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

সহযোগী অধ্যাপক,
আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

সংকেত পরিচয়

আল-ক্বোরআন- ১০ ঃ ১২	ঃ	প্রথম সংখ্যা সূরার , দ্বিতীয় সংখ্যা আয়াতের ।
অনু .	ঃ	অনুবাদ
আ.	ঃ	'আলাইহিস্ সালাম, / 'আলাইহিমুস্-সালাম
খ.	ঃ	খন্ড
খৃ.	ঃ	খৃষ্টাব্দ
ড.	ঃ	ডক্টর
দ্র.	ঃ	দ্রষ্টব্য
পূ.	ঃ	পূর্ব
রা.	ঃ	রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু
সা.	ঃ	ছাল্লাল্লাহু
সম.	ঃ	সম্পাদনা
সং.	ঃ	সংস্করণ
হি.	ঃ	হিজরী
পৃ.	ঃ	পৃষ্ঠা
ঢা.বি.	ঃ	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ই. ফা. বা.	ঃ	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
বা/এ.	ঃ	বাংলা একাডেমী
শা. আ.	ঃ	শাহাবুদ্দীন আহমদ
আ. কা.	ঃ	আবদুল কাদির
না.আ.	ঃ	নাসির উদ্দিন আহমদ
র. ই.	ঃ	রফিকুল ইসলাম

400492

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

'আরবী বর্ণমালার বাংলা প্রতিবর্ণায়ন

'আরবী বর্ণ	বাংলা প্রতিবর্ণ	'আরবী বর্ণ	বাংলা প্রতিবর্ণ
ا-ء	আ / '	غ	গ
ب	ব	ف	ফ
ت	ত	ق	ক্ব
ث	ছ	ك	ক
ج	জ	ل	ল
ح	হ	م	ম
خ	খ	ن	ন/ ণ
د	দ	و	ও/উ/ভ
ذ	য	ه	হ
ر	র	ى	য়
ز	ঝ	ـُ	উ/ ু
س	স	أُو	ঊ/ ূ
ش	শ	ـِ	ই/ ি
ص	স্ব	إِي	ঈ / ী
ض	দ্ব		
ط	ত্ব		
ظ	য		
ع	'আ/ '		

বি.দ্রঃ- বাংলায় প্রচলিত নামের ক্ষেত্রে উক্ত প্রতিবর্ণায়ন রীতি অনুসরণ করা হয়নি। যেমন- (ক্বাদ্বী নয্বরুল এর স্থলে) কাজী নজরুল।

Dhaka University Institutional Repository

বিষয় সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রসঙ্গ কথা-	৬
প্রথম অধ্যায়- নজরুল ও হাফিযের সমকালীন বাংলাদেশ ও মিস্বরের অবস্থা	৮ - ২০
ক. বাংলাদেশ	৮
খ. মিস্বর	১৩
দ্বিতীয় অধ্যায়- কবিদ্বয়ের জীবনকাল:	২১ - ৩৫
ক. নজরুল	২১
খ. হাফিয	২৭
তৃতীয় অধ্যায়- কবিদ্বয়ের কাব্য সাধনা :	৩৬ - ২৪২
ক. নজরুলের কাব্য সাধনা	৩৬
খ. হাফিযের কাব্য সাধনা	১৩৯
চতুর্থ অধ্যায়- কবিদ্বয়ের কাব্যে ইসলামী উপাদান :	২৪৩ - ৩৬১
ক. নজরুলের কবিতায়	২৪৩
খ. হাফিযের কবিতায়	৩১৭
পঞ্চম অধ্যায়- কবিদ্বয়ের কাব্যে ইসলামী উপাদান : তুলনামূলক পর্যালোচনা	৩৬২ - ৩৯০
পরিশিষ্ট ঃ সহায়ক গ্রন্থাবলী	৩৯১

Dhaka University Institutional Repository

প্রসঙ্গ কথা

বাংলাদেশের জাতীয় কবি নজরুল ইসলাম এবং মিস্বরের জাতীয় কবি হাফিয ইব্‌রাহীম কাব্যজগতে দুই অসাধারণ প্রতিভাধর ব্যক্তিত্ব। উভয়ই প্রায় সমসাময়িক; উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে উভয়ের আবির্ভাব। দু'জন দু'দেশের ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে প্রতিপালিত হলেও উভয়ের কাব্যকর্মে, অভিন্নভাব ও চিন্তাধারা বিদ্যমান। উভয় কবির সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় পরিমন্ডল ছিল সাদৃশ্যপূর্ণ। উভয় কবিই অধঃপতিত, দারিদ্র, পরাধীনতার নির্মম কশাঘাতে নিস্পেষিত মুসলিম সমাজে প্রতিপালিত হন। তারা সমাজের অভাব অভিযোগ, হাসি কান্নার রূপদান করেছেন কাব্যে। বাংলাদেশ এবং মিস্বর মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দু'টি জনপদের রাজনৈতিক আকাশ ছিল তখন ঔপনিবেশিক বৃটিশ বেনিয়া গোষ্ঠীর কালোশাসনে তমসাচ্ছন্ন, তাদের অমানুবিক নির্যাতনে নিস্পেষিত উপনিবেশবাদীদের শোষণের যাতাকলে চরমভাবে নিগৃহীত-অধ:পতিত মুসলিম জাতি তথা দেশবাসীর আর্থিক দুরাবস্থা চরমরূপ ধারণ করেছিল; প্রশাসনিক ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত হয়ে মানবেতর অবস্থায় কালাতিপাত করছিল। ঔপনিবেশিক শাসকচক্রের শোষণ ও নিপীড়নের দরুন দেশের অর্থনৈতিক মেরুদন্ড সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়েছিল। সাম্রাজ্যহারা মুসলিম জাতি লাঞ্ছিত, অপমানিত জীবন যাপন করছিল, ধর্মীয় কোন কর্তৃত্ব অক্ষুন্ন ছিল না। এমনি সামাজিক,রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অধ:পতিত পরিস্থিতিতে কবিদ্বয়ের আবির্ভাব ঘটেছিল। তারা নিজেদের কবিতায় শোষিত বঞ্চিত পরাধীন মানষের মুক্তি ও স্বাধীনতার জয়ধ্বনি করেছেন। ঔপনিবেশিক বৃটিশ শাসনের শৃংখল মোচনে জনগণকে স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত করেছেন। নিজ নিজ দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে বৈপ্লবিক চেতনা জাগ্রত করতে সক্ষম হয়েছেন। উভয় কবিই ভিন্ন ভিন্ন দু'টি বৃহত্তম অঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জাতিকে অতীত ঐতিহ্য ও গৌরব পুণ: প্রতিষ্ঠার জন্য ব্রতী হতে আহবান জানিয়েছেন। তাদের কাব্যে ইসলামের সাম্য-মৈত্রী, সত্য-ন্যায় ও মানবতাবোধ যথার্থভাবে বিধৃত হয়েছে।

পৃথক পরিমন্ডলে ও পরিবেশে এঁদের কর্মক্ষেত্র হলেও আর্দশ ও লক্ষ্যের নিরিখে এঁরা ছিলেন এক মহান সূত্রে গ্রথিত। আর তা'হল সৃষ্টির কল্যাণ, অন্যায়ের অবসান, অত্যাচারের প্রতিরোধ। উভয়েই নিজ নিজ উদ্দেশ্যে ও লক্ষ্যে সাফল্য লাভ করে জনসমাদৃত হতে সক্ষম হয়েছেন। তাই উভয়কে 'জনগণের কবি', আর্তমানবতার কবি' রূপে আখ্যায়িত করা হয়।

অত্র অভিসন্দর্ভটি পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত; প্রথম অধ্যায়ে– কবিদ্বয়ের জন্মভূমি: বাংলাদেশ ও মিস্বরের সমকালীন সামাজিক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ পরিস্থিতির বর্ণনা প্রদান করা

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছে। উভয় দেশ কখন কিভাবে সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশের উপনিবেশে পরিণত হয়, উপনিবেশবাদীদের দু:শাসন ও নিপীড়ন দু'দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান জনগণের মধ্যে ইসলামী জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটে; সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে জনমত বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। এমনি বিক্ষুব্ধ পরিস্থিতিতে কবিদ্বয়ের আবির্ভাব। উপনিবেশবাদীদের অমানবিক নিপীড়ন ও দু:শাসন প্রত্যক্ষ করে কবিদ্বয়ের মনে বিদ্রোহী চেতনার সঞ্চার হয়, যাকে ধারণ করে তারা স্বীয় কাব্যকর্মকে শাণিত করেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে- কবিদ্বয়ের জীবনকালের বর্ণনা, তাদের বাল্য ও কৈশোরের ঘটনা, শিক্ষাজীবন, যৌবনে যুদ্ধে গমন, বেকার জীবন, বিভিন্ন পত্রপত্রিকার মাধ্যমে কাব্য ও সাহিত্য প্রতিভার বিকাশ। নজরুল ইসলামের ১৯১৯-১৯৪২ খৃ. পর্যন্ত ২৩/২৪ বছরের কাব্যচর্চা কালের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। তেমনিভাবে কবি হাফিযের ১৯০১-১৯১১ খৃ. পর্যন্ত ১০ বছরের সাহিত্যজীবনের বর্ণনা ও তাঁর কাব্যিক অবদানের বর্ণনা প্রদান করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে- কবিদ্বয়ের কাব্যকর্মের বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। নজরুল বহু সংখ্যক কবিতা, গান, গল্প, প্রবন্ধ, নাটক ও উপন্যাস লিখে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। তার কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা-২২, অনুবাদকাব্য গ্রন্থ-৩ ছোটদের কাব্যগ্রন্থ-১৩, গল্পগ্রন্থ-৯ নাটক-৫, প্রবন্ধ- ৬, সঙ্গীত গ্রন্থ- ১৬, সম্পাদিত পত্রিকা-৩।তৃতীয় অধ্যায়ে কবি নজরুল ইসলামের কাব্যকর্মের বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। অনুরূপভাবে কবি হাফিয ইবরাহীনের কাব্যকর্মের সম্যক পর্যালোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে- কবিদ্বয়ের ইসলামী বিষয়ভিত্তিক কবিতা সমূহের পর্যালোচনা করা হয়েছে। কবি নজরুলের ইসলামী জীবনাদর্শ, ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি ভিত্তিক কবিতা, ইসলামী জাগরণমূলক কবিতা-যেমন শাতিল আরব, খেয়াপারের তরণী, রণভেরী, কোরবানী, বিদ্রোহী, মোহররম, ফাতেহা-ই- দোয়াজদহম, মরুভাস্কর, কাব্য আমপারা, উমর ফারুক, খালেদ, অগণিত হামদ ও না'ত জাতীয় কবিতা ও গানের পর্যালোচনা করা হয়েছে। অনুরূপভাবে কবি হাফিযের ইসলামী- ভাবধারা কেন্দ্রিক কবিতা যেমন- হিজরীবর্ষ, উমর ফারুক, মুহাম্মদ 'আব্দুহ্, 'আব্দুল হালীম পাশা, সা'দ ঝগলুল, মুস্তাফা কামিল, খেদিব 'আব্বাস, অনাথ-শিশু- সমাজ কল্যাণ মূলক কবিতা, আরবী ভাষার উন্নয়ন, নারী শিক্ষা সম্প্রসারণ ইত্যাদি সামাজিক ও রাজনৈতিক কবিতার পর্যালোচনা করা হয়েছে যাতে মুসলিম জনসাধারণের সুখ দু:খের কথা ও প্রাচীন ঐতিহ্যের কথা ব্যক্ত হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে- কবিদ্বয়ের কাব্যে ইসলামী বৈশিষ্ট্য ও উপাদানের মধ্যে তুলনামূলক পর্যালোচনা করা হয়েছে। উভয়ের জীবন, চিন্তাচেতনায় সাদৃশ্য বিদ্যমান। পূর্ণাঙ্গ ইসলামী জীবন বিধান, ইসলামী ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি রূপায়নে কবিদ্বয়ের অবদানের তুলনামূলক মূল্যায়ন করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

নজরুল ও হাফিযের সমকালীন বাংলাদেশ ও মিস্বরের অবস্থা

কবি নজরুল এবং কবি হাফিয ইবরাহীম উভয়ই বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলে দু'টি ভিন্ন বৃহত্তম মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে জন্ম গ্রহণ করেন। বাংলাদেশ এবং মিস্বর উভয়দেশের তৎকালীন সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থা ছিল সাদৃশ্যপুর্ণ।

ক. কবি নজরুল ও বাংলাদেশ

কবি নজরুল তার অসাধারণ কাব্যপ্রতিভা নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন বাংলাদেশে ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে। তাঁর কাব্যপ্রতিভা মূল্যায়ন করতে তদানীন্তন বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা করা বিশেষ প্রয়োজন। কোন পরিস্থিতিতে নজরুলের আবির্ভাব হয়েছিল, তা সম্যক জানা না থাকলে তাঁর কাব্যিক প্রতিভার যথাযথ মূল্যায়ন অসম্ভব। নজরুলের আবির্ভাব লগ্নে এদেশ ঔপনিবেশিক ইংরেজ বেনিয়াদের করতলগত। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজুদ্দৌলার পরাজয়ের পর ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক পটভূমিতে বিরাট পরিবর্তন ও বিপর্যয় সূচিত হয়। উপমহাদেশের মুসলমানদের উপর দুর্ভাগ্য ও দু:খের অমানিশা ছেয়ে ফেলে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে এদেশে ঈষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী তথা বৃটিশদের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। ক্ষমতাচ্যুত মুসলমানগণ বৃটিশদের নানা প্রকার নিপীড়ন ও নির্যাতনের শিকার হয়।[১] মহিশুরের হায়দার আলী ও টিপু সুলতান এবং বাংলার মীর কাসিম প্রমুখ দেশপ্রেমিক নেতৃবৃন্দ দেশকে বিদেশী দস্যুদের কবল থেকে মুক্ত করার জন্য আমরণ সংগ্রাম করেন, কিন্তু সফল হতে পারেননি। মীর কাসিমের পতনের সঙ্গে সঙ্গে ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ঈষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার শাসনভার ও দেওয়ানী ক্ষমতা করায়ত্ত করে। বাংলার ধনজন, প্রাকৃতিক সম্পদ ইংরেজদের করতলগত হবার ফলে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিকাশের সম্ভাবনা ব্যাহত হয়।[২]

ঈষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক ১৭৮৮ থেকে ১৭৯৩ খৃ. মধ্যে এদেশের রাজস্ব ব্যবস্থায় সংস্কারের ফলে মুসলমানরা সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্থ হন। ১৭৯৩ খৃ. লর্ডকর্ণওয়ালিসের 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' প্রথার দরুন বহু মুসলমান জমিদারী হারান, অন্যদিকে ইংরেজদের কৃপাধন্য হয়ে নতুন নতুন হিন্দু জমিদারের সৃষ্টি হয়।[৩] এ প্রসঙ্গে উইলিয়াম হান্টার এর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য :-

By Permanent settlement of 1793 we usurped the functions of those higher Musalman officers, who had formally subsisted between the actual collector of the govt. and whose

Dhaka University Institutional Repository

dragoons were the recognised machinery for enforcing land-tax. Instead of the musalman Revenue- Farmers, with their troopers and spearmen,we placed an English collector in each district with an unarmed fiscal police attached like common bailiffs to his court. The Mohammedan notibility either lost their former Connection with the land tax, or become more land holders with an inelastic little a part of the profit of the soil. [8]

১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে লর্ডকর্ণওয়ালিসের 'লাখেরাজ' সম্পত্তি বাজেয়াপ্তির ঘোষনা (যা' ১৮২৮ খৃ. কার্যকর হয়) মুসলমানদের আর্থিক জীবনে বিপর্যয় ডেকে আনে।[৫]

নীল কুঠিয়ালদের অত্যাচারও মুসলমানদের আর্থিক দুর্গতির অন্যতম কারণ। নীলচাষ কৃষকদের জন্য মোটেই লাভজনক ছিলনা, বরং আর্থিক ক্ষতির কারণ ছিল। হিন্দু জমিদার এবং ইংরেজ শাসক গোষ্ঠী জোর করে, ভয় দেখিয়ে বাংলার নিরীহ মুসলমান চাষীদেরকে ভাল ভাল জমিতে নীল চাষ করতে বাধ্য করে।[৬]

বাংলার মুসলমানদের তাঁতীদের জীবিকার্জনের মাধ্যম তাঁতশিল্পকে ধ্বংস করার জন্য কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ এক আইন পাশ করে। তাঁতীদের যথার্থ মূল্য প্রদান না করায় বহুতাঁতী বেকার হয়ে পড়ে। নেহরুর উক্তিতে তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে :-

Their old profession was no longer open to them, the way to a new one was barred. They could die of Course. They did die intense of millions. [৭]

মুসলমান শিক্ষিত শ্রেণীকে নির্মূল করার জন্য বৃটিশ সরকার ভাষা ও শিক্ষানীতির ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন সাধন করেন। ১৮৩৫ খৃ. লর্ডবেন্টিংকের আমলে ফার্সী ভাষার পরিবর্তে ইংরেজীকে রাষ্ট্রভাষা ঘোষণা করা হয়। ফলে ইংরেজদের সাথে মুসলমানদের দ্বন্দ্ব বাঁধে। [৮]

মুসলমানদের ইংরেজী শিক্ষা পরিহার এবং বৃটিশ প্রবর্তিত নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা বর্জনের প্রধান কারণ-ইহা ইসলামী কৃষ্টি, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির পরিপন্থী ছিল। শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলমানদের দুর্দশার চিত্র উইলিয়াম হান্টারের উক্তিতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে :

Hundreds of ancient families were ruined and the educational systems of the musalmans which was almost entirely manintained by the rent free grants, received its death-blow. The scholastic classes of the Muhammedans emerged from the eighteen years of harrrying, ruined absolutly.[৯]

ইংরেজী শিক্ষাবর্জনের ফলে মুসলমানগণ শিক্ষাক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ে, অপরদিকে হিন্দুরা ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ করায় শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রগণ্য হয়, অফিস-আদালতে সর্বত্র চাকুরীতে বহাল হতে থাকে। লাখেরাজ সম্পত্তি বাজেয়াফতির ফলে মুসলমানদের বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায়। মুসলমানরা শিক্ষা ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ে।[১০] রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ইত্যাদি সকল দিক দিয়ে মুসলমানগণ বঞ্চনার তিক্ত আস্বাদ

Dhaka University Institutional Repository

পেতে পেতে সর্বহারার পর্যায়ে নেমে যায়। এই দীর্ঘ বঞ্চনার ফলে তারা নিজেদের ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক গৌরব বিস্মৃত হয়ে হীনমন্য ন্যুজ জাতিতে পরিণত হয়। তারা পূর্বপুরুষদের শৌর্য ও মাহাত্ম্যের ইতিহাস ভুলে বসে, হারিয়ে ফেলে প্রতিকুল শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামের শক্তি।

প্রখ্যাত সাহিত্য সমালোচক শাহাবুদ্দীন আহমদ বলেন:-[১১] "খৃষ্টঅব্দের প্রথম হাজার বছরের মধ্যপর্যায় থেকে ২য় হাজার বছরের মধ্যপর্যায় পর্যন্ত মুসলমানগণ জ্ঞান বিজ্ঞান, সাহিত্য-শিল্পের বিভিন্ন শাখা প্রশাখা তথা বিশ্বসভ্যতায় যে অবদান রাখেন, ষোড়শ শতাব্দীর পর থেকে সেই সম্ভাবনাসমূহ ধীরে ধীরে তিরোহিত হতে থাকে। ইতিপূর্বে স্পেনে মুসলিম শাসনের অবসান হয়, তাতারীদের হাতে বাগদাদে খিলাফতের পতন ঘটে এবং সর্বশেষে তুর্কী ও মোগল সাম্রাজ্যের পতনের মাধ্যমে মুসলিম গৌরব সূর্য অস্তমিত হয়।"

দুর্দশাক্রান্ত মুসলমানজাতি উনবিংশ শতাব্দী থেকে ধীরে ধীরে আবার শক্তি সঞ্চয় করে পুনরুত্থানের চেষ্টা চালায়। আরব, মিস্বর , ইরান , তুরস্ক ও ভারতবর্ষে এরূপ জাগরণের আভাস দেখা যায়। শোষক ইউরোপীয় শক্তির বিরুদ্ধে চতুর্দিকে বিদ্রোহের সুর ধ্বনিত হতে থাকে। পরাক্রমশালী ইউরোপীয়দের কুটনৈতিক ফাঁদ থেকে মুক্তি লাভ করতে বিলম্ব হয়।

ইংরেজরা ইসলামী ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার জন্য বাংলার রাজধানী মুর্শিদাবাদ থেকে কোলকাতায় স্থানান্তর করে এবং হিন্দুদের সহযোগিতায় কোলকাতায় এক নতুন সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়ে তোলে।[১২]

ভারত উপমহাদেশে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বঞ্চনা নীতির বিরুদ্ধে গণরোষের বিস্ফোরণ ঘটে বিভিন্ন সময়ে। অনেক ধর্মীয় আন্দোলন ও পরিচালিত হয়। তন্মধ্যে খিলাফত আন্দোলন, ওয়াহহাবী আন্দোলন, ফারায়েজী আন্দোলন উল্লেখযোগ্য। ১৭শ শতাব্দীতে মুহাম্মদ বিন 'আব্দুল ওয়াহহাব (১৭০৩-১৭৯২) আরবে ইসলামী সংস্কার আন্দোলন তথা ওয়াহহাবী আন্দোলন শুরু করেন। তার অনুকরণে দিল্লীর শাহ ওয়ালি উল্লাহ (১৭০৩-৬২) ভারতের পাঞ্জাবে সংস্কার আন্দোলন শুরু করেন। অত:পর সৈয়দ আহমদ শহীদ (১৭৭৬-১৮৩১) রায়বেরিলীতে সংস্কার আন্দোলন তথা তরীকায়ে মোহাম্মদীয়া আন্দোলন করেন এবং ১৮৩১ খৃ. বালাকোটের ময়দানে শহীদ হন। পূর্ববঙ্গে হাজী শরীয়তুল্লাহ (১৭৮০-১৮৩৯) ফরায়েজী আন্দোলন অত:পর তার পুত্র পীর মুহসেন উদ্দীন দুদুমিয়া (১৮১৯-৬০) সংস্কার আন্দোলন পরিচালনা করেন।[১৩] পশ্চিমবঙ্গে মৌলভী নিসার আলী (তীতুমীর-১৮২৯-৩১) বেরলভীর অনুকরণের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক আন্দোলন করেন এবং ইংরেজ বাহিনীর সাথে সংঘর্ষে শাহাদত বরণ করেন (১৮৩১)। এতদ্ব্যতীত ১৮৫৫ খৃ. সাওতালদের বিদ্রোহ, ১৮৫০-৫৭ সময়কালের মধ্যে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে মুসলিম মুজাহিদদের বিভিন্ন আক্রমণ, ১৮৫৭ সনের সিপাহী বিদ্রোহ, ১৮৫৯-৬১ খৃ. নীল কুঠিয়ালদের বিরুদ্ধে বাঙালী চাষীদের বিদ্রোহ সংগঠিত হয়। ইংরেজরা কঠোর হস্তে এসব আন্দোলন দমন করে।[১৪]

১৮৫৭ খৃ. সিপাহী বিপ্লবের সূচনা হয় বাংলাদেশের বহরমপুর ও বারাকপুরে, মীরাটে; অত:পর দিল্লী,রোহিলাখন্ডে, কানপুর, লক্ষ্ণৌ, বেনারস ও পাটনায়; ঢাকা ও চট্রগ্রামে। সিপাহী বিদ্রোহের পরে ভারতবর্ষে

Dhaka University Institutional Repository

ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসনের অবসান ঘটে। ভারতবর্ষের শাসন ক্ষমতা ইংল্যান্ডের মহারাণী স্বহস্তে গ্রহণ করেন। বৃটিশ সরকার সিপাহী বিদ্রোহের জন্য এদেশীয় মুসলমানদের দায়ী করে। তাদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে।[১৫] স্যার সৈয়দ আহমদ খান (১৮১৭-১৮৯৮) মুসলমান সম্প্রদায়ের উন্নতির জন্য সংস্কার আন্দোলন শুরু করেন। তিনি পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান শিক্ষার জন্য মুসলমানদেরকে আহবান জানান। এতদুদ্দেশ্যে তিনি ১৮৬৫ খৃ. Translation Society এবং ১৮৭৩ খৃ. Anglo Mohammedan Oriental College. (যা পরবর্তীতে আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত) স্থাপন করেন। ১৮৮৫ খৃ. ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হলে স্যার সৈয়দ আহমদ খান মুসলামানদেরকে ঐ প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত হতে বারণ করেন, তিনি পাল্টা Indian united Patriotic Association প্রতিষ্ঠা করেন। উপমহাদেশে ইংরেজ বিরোধী মনোভাব ক্রমশঃ তীব্ররূপ ধারণ করে। ১৮৬১,১৮৬৩, ১৮৬৮ থেকে ১৮৭০ পর্যন্ত বিভিন্ন ধর্মীয় ও রাজনৈতিক আন্দোলন চলতে থাকে। ১৮৯৭ খৃ. গ্রীস তুরস্ক যুদ্ধের সময় দেওবন্দ দারুল উলুম কর্তৃপক্ষ তুরস্কের পক্ষাবলম্বন করেন, কিন্ত স্যার সৈয়দ আহমদ খান তুরস্কের পক্ষাবলম্বন করেননি।[১৬] মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধী ইংরেজ বিরোধী আন্দোলন করেন। সায়্যিদ জামালুদ্দীন আফগানী (১৮৩৮-৯৭) ইংরেজ শাসনের সমালোচনায় মুখর হন। তুরস্ক, মিস্বর ও পারশ্যে তার প্রভাবে নবজাগরণ দেখাদেয়। ১৮৫৭ খৃ. এবং ১৮৬৯ খৃ. দু'বার তিনি ভারতে আসেন। ১৮৭৯ খৃ. মিস্বর থেকে বৃটিশ সরকার কর্তৃক বহিস্কৃত হবার পর তিনি ভারত বর্ষের হায়দরাবাদে আশ্রয়নেনে। অতঃপর ১৮৮৪ খৃ. মিস্বরীয় প্রখ্যাত সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও মুফতী মুহাম্মদ 'আব্দুহুর সাথে প্যারিসে চলে যান এবং সেখান العـــروة الوثقى পত্রিকা প্রকাশ করেন, যা বিশ্ব ইসলামী আন্দোলন সংগঠিত করনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

২০জুলাই,১৯০৫ সালে লর্ড কার্জনের আমলে 'বঙ্গভঙ্গ' ঘোষিত হয়। চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, ত্রিপুরা, ঢাকা, আসাম ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, বরিশাল এবং উত্তরবঙ্গের জেলাগুলোর সমন্বয়ে মুসলমানদের জন্য পৃথক প্রদেশ সৃষ্টি করা হয়। বঙ্গভঙ্গের ফলে বাঙ্গালী হিন্দু সমাজ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। হিন্দু মুসলমান বিরোধ বীভৎসরূপ ধারণ করে। নবাব স্যার সলিমুল্লাহ (১৮৭১-১৯১৫) এবং নবাব আলী চৌধুরী প্রমুখ মুসলিম নেতৃবৃন্দ বঙ্গভঙ্গের পক্ষে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। বিভিন্ন স্থানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ কবি সাহিত্যিকদের লেখনী হিন্দুদের সাম্প্রদায়িক মনোভাবকে আরো উত্তেজিত করে তোলে। এসময় থেকে সাহিত্যের ধারা ও রাজনৈতিক চিন্তাধারা ধীরে ধীরে বিভক্ত হয়ে পড়ে। উপমহাদেশের মুসলমানরা তাদের জাতীয় আদর্শে সাহিত্য রচনায় তৎপর হন এবং ভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শের স্বপ্নদেখেন। ১৯০৬ খৃ. ডিসে. ঢাকায় অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত মুসলিম শিক্ষাসম্মেলনে 'মুসলিম লীগ' এর জন্ম হয় এবং বঙ্গভঙ্গ ব্যবস্থাকে জোরালো সর্মথন করে মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচন প্রথার দাবী করা হয়। কিন্তু হিন্দুদের প্রবল প্রতিরোধ ও দাঙ্গাহাঙ্গামার মুখে ১৯১১ খৃ. বঙ্গভঙ্গ রদ করা হয়।

১৯১২ খৃ. বলকান যুদ্ধে তুরস্কের বিপর্যয়ে ভারতবর্ষের মুসলমানদের মনে বিশেষ বিক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। তুরস্কের সঙ্গে পাশ্চাত্য শক্তির দ্বন্ধে ভারতীয় মুসলমানরা তুরস্কের সুলতানের প্রতি নমনীয় ছিলেন। প্রথম

Dhaka University Institutional Repository

মহাযুদ্ধে মিত্রপক্ষের বিরোধী শক্তির সঙ্গে তুরস্কের যোগদানে ইংরেজদের প্রতি এদেশীয় মুসলমানদের আনুগত্য আরো শিথিল হয়ে পড়ে।[১৮]

বিংশ শতাব্দীর গোড়ারদিকে এদেশের রাজনীতিবিদগণ হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন! ১৯১৫ খৃ. বোম্বেতে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের যৌথ অধিবেশন হয়। পরবর্তী বছর ১৯১৬ খৃ. লক্ষ্ণৌতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের যৌথ অধিবেশনে গৃহীত লক্ষ্ণৌ চুক্তির মাধ্যমে মুসলমানদের আত্ম-নিয়ন্ত্রণাধিকার স্বীকৃত হয়। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ যৌথভাবে দেশের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যেতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়।

ইতোমধ্যে ইউরোপে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে বৃটিশ সরকার এদেশের হিন্দু-মুসলমানের সক্রিয় সমর্থন ও সহযোগিতা লাভের উদ্দেশ্য এদেশবাসীকে অধিক স্বায়ত্ব শাসন প্রদানে এবং তুর্কী খলীফার মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখার প্রতিশ্রুতি দেন, তাই এদেশের আপামর জনতা ধন-জন দিয়ে বৃটিশ সরকারকে সাহায্য করে; কিন্তু ১৯১৮ খৃ. যুদ্ধশেষে বৃটিশ সরকার তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে তুর্কী খলীফার সাম্রাজ্যকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে। তখন উপমহাদেশের হিন্দু-মুসলমান জনতা মহাত্মাগান্ধী এবং মাওলানা মোহাম্মদ আলী ও মাওলানা শওকত আলী প্রমুখ দেশবরেণ্য নেতৃবৃন্দের নেতৃত্বে দেশব্যাপী আন্দোলন শুরু করেন। ইংরেজ সরকার আন্দোলন দমনের উদ্দেশ্যে ১৯১৯ খৃ. 'রাওলাট আইন' পাশকরে দেশবাসীর উপর অকথ্য অমানবিক নিপীড়ন চালায়। ১৯১৯ খৃ. পাঞ্জাবের জালীনওয়ালাবাগে নৃশংস হত্যাকান্ড ঘটায়। ১৯২০-২১ খৃ. সারাদেশব্যাপী গান্ধীজীর নেতৃত্বে অহযোগ আন্দোলন চলতে থাকে। জনতা সম্রাজ্যবাদী বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে ক্রোধে ফেটে পড়ে।

এমনি যুগসন্ধিক্ষণে বাংলাদেশে বাংলা সাহিত্য জগতে 'সাহিত্যসারথী' রূপে কাজী নজরুল ইসলামের আবির্ভাব হয়। বৃটিশ ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ দেশে ১৮৯৯ খৃ. কাজী নজরুলের জন্ম।[২০]। দারিদ্র ও বঞ্চনার কশাঘাতে জর্জরিত পরিবার ও সমাজে তিনি প্রতিপালিত হন। মুসলমান সম্প্রদায় তথা স্বদেশবাসীর উপর সম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের নির্যাতন-নিপীড়ন স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করে বিশেষভাবে প্রভাবিত হন। শৈশবে মুসলিম পূণর্জাগরণ আন্দোলন, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন অতঃপর প্রথম মহাযুদ্ধের বিভীষিকা ও করুণ পরিণতি এবং খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের তীব্রতা তিনি স্বচক্ষে অবলোকন করেন। ফলে তাঁর কাব্য প্রতিভা আরো তেজদীপ্ত হয়ে উঠে। নজরুল শুধুমাত্র কবি ও সাহিত্যিকই ছিলেন না, স্বাধীনতা সংগ্রামের একজন সৈনিকও ছিলেন। তিনি প্রত্যক্ষভাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অংশ গ্রহণও করেছিলেন। করাচীর বাঙ্গালী পল্টনে 'হাবিলদার' থাকাবস্থায় অনেক কবিতা লিখেন। বৃটিশ সরকারের শোষণ বঞ্চণা নীতির বিরুদ্ধে তিনি বহু গান ও কবিতা লিখেন। স্বদেশবাসীকে স্বাজাত্যবোধের প্রেরণা দিয়েছেন। স্বীয় কাব্যসাধনাকে সামাজিক ও রাজনৈতিক বিপ্লবী আন্দোলনে শামিল করেছেন। নজরুলের লেখনী উপমহাদেশের হিন্দু মুসলমানকে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন' ইংরেজ শাসনের জুলুম ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে। শাতিল আরব, মোহররম, কোরবানী, খেয়াপারের তরণী, বিদ্রোহী প্রভৃতি কবিতায় মুসলিম সমাজের নিষ্ক্রিয়তা ও শক্তিহীনতাকে ধিক্কার দিয়েছেন, ইসলামের বিজয় কামনা করেছেন। খিলাফত আন্দোলন কালে তার রচিত ইসলামী কবিতাসমূহে মুসলিম দুনিয়ার দুরাবস্থায় কবির বিক্ষুব্ধ মানসিকতা পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। রণভেরী, কামালপাশা, আনোয়ার, চিরঞ্জীব

Dhaka University Institutional Repository

জগলুল,রীফ সর্দার, আমানুল্লাহ প্রভৃতি কবিতায় স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে শোষিত জনতার বিদ্রোহী মনোভাব ফুটে উঠেছে। মানুষের মুক্তি প্রচেষ্টায় শাসক-শোষকের অত্যাচার বর্ণনায়, সাধারণ মানুষের সুখ দুঃখের চিত্রাঙ্কনে, জাতীয়তাবোধের উন্মেষ সাধনে, সামাজিক ও রাজনৈতিক মুক্তি প্রচেষ্টায় নজরুল বাংলা সাহিত্যকে গানে ছন্দে-কাব্যে ভরে তোলেছেন।

খ. কবি হাফিয্ ইবরাহীম ও মিস্বর

বাংলাদেশের জাতীয় কবি, বিদ্রোহী কবি, বাংলার বুলবুল কাজী নজরুল ইসলামের সমসাময়িক, আধুনিক আরবী সাহিত্যের কবি মিস্বরীয় জনগণের কবি হাফিয ইবরাহীম বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলে মিস্বরে ১৮৭২ খৃ. জন্মগ্রহণ করেন। প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির লালনকেন্দ্র মিস্বর সুপ্রাচীনকাল থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বৈদেশিক ঔপনিবেশিক শক্তির শাসনাধীন ছিল। ফিনিশীয়, বেবিলনীয়, গ্রীক প্রভৃতি প্রাচীন জাতিসমূহ সেখানে বসবাস করেছে। এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশের সংযোগস্থলে অবস্থিত হওয়ায় এশীয় ও আফ্রিকার অধিবাসীদের সংমিশ্রিত সাংস্কৃতিক প্রভাব সেখানে পড়েছে।

মিস্বরের ভৌগলিক অবস্থান ঃ উত্তরে এশিয়া মাইনর ও ভূমধ্যসাগর, পূর্বে ফেলিস্তিন, 'আকাবা উপসাগর ও লোহিত সাগর, দক্ষিনে সূদান এবং পশ্চিমে লিবিয়া। উহার আয়তন প্রায় ৯,৯৮,০০০ বর্গকিলোমিটার। [২১]

মিস্বরের সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থা পর্যালোচনা করলে কবি হাফিয ইবরাহীমের কাব্যচর্চার প্রেক্ষাপট সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে।

ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত 'উমর ফারুকের (রাঃ) শাসনামলে ৬৩৯/৬৪০/৬৪১ খৃ. [২২] 'আমর ইবনুল 'আস্ এর নেতৃত্বে মুসলমানগণ সর্বপ্রথম মিস্বর জয় করেন। বিশ্ববিজয়ী আলেকজান্ডারের, মিস্বর জয়ের প্রায় এক হাজার বছর পর মুসলমানগণ কর্তৃক মিস্বর বিজিত হয়।[২৩] ইসলামী বিজয়ের ফলে মিস্বরের প্রাচীন ক্বিবত্বী ভাষা এবং প্রাচীন খৃষ্টধর্ম পরিবর্তিত হয়ে 'আরবী ভাষা এবং ইসলামধর্ম তার স্থান দখল করে। মিস্বরের অধিবাসীরা ব্যাপকহারে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে, 'আরবী ভাষা চর্চা করতে থাকে।

৭৫০ খৃ. বাগদাদে 'আব্বাসী খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবার পর প্রায় একশত বছর পর্যন্ত 'আব্বাসীয়রা মিস্বরে 'আরব শাসক নিয়োগ করেন। ৮৫৬ খৃ. থেকে তারা মিস্বরে তুর্কী শাসক নিয়োগ করতে শুরু করেন।[২৪] ৮৫০-১২৫০ খৃ. পর্যন্ত মিস্বরে তুর্কী, কুর্দী এবং সিরাকাসিয়ান শাসকগণ শাসন করেন। ৮৬৮ খৃ. থেকে ৩৭ বছর পর্যন্ত 'আহমদ বিন তুলুন' নামক একজন যোগ্য তুর্কী শাসক মিস্বর শাসন করেন। ৯৩৫ খৃ. মুহাম্মদ বিন তুজ্জ আল্-ইখ্শীদ তুর্কী মিস্বরের গভর্নর হন। ৯৬৫-৮ খৃ. ইখশীদী বংশের পতন পর্যন্ত ابو المسك كافور মিস্বরের শাসক ছিলেন।[২৫]

Dhaka University Institutional Repository

৯৬৮ খৃ. উত্তর আফ্রিকার ফাতেমী বংশীয় ৪র্থ খলীফা মুই'ঝ্ঝ লি- দ্বীনিল্লাহর সেনাপতি জওহর স্বাক্বালীর নেতৃত্বে এক অভিযান প্রেরণ করে মিস্বর দখল করেন। ৯৬৮-১১৭১ খৃ. দু'শতাব্দীকাল মিস্বরে ফাতেমী (ইসমাঈ'লী) রাজত্ব কায়েম থাকে। তাদের আমলে মিস্বর ইসলামী সভ্যতা- সংস্কৃতির প্রোজ্জ্বল কেন্দ্র ছিল। কায়রো শহরের প্রতিষ্ঠা এবং আল্ আঝহার মসজিদ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন তাদের অন্যতম গৌরবময় কীর্তি।[২৬]

অতঃপর স্বালাহুদ্দীন আইয়ূবী কুর্দী (১১৬৯-৯৩) মিস্বরে আইয়ূবী বংশীয় শাসন স্থাপন করেন, যা ১১৭১-১২৫০ খৃ. পর্যন্ত ৯০ বছর স্থায়ী হয়। আইয়ূবী আমল জনকল্যাণকর ছিল। সুলত্বান স্বালাহুদ্দীন ১১৮৭ খৃ. ক্রুসেডারদের কবল থেকে বায়তুল মোকাদ্দাস উদ্ধার করে তাদেরকে সিরিয়া ও ফেলিস্তিন থেকে বহিষ্কার করেন।[২৭]

আইয়ূবী বংশের সুলত্বান ১২৩৯ খৃ. বহুসংখ্যক তুর্কী ও কুর্দী ক্রীতদাস মিস্বরে আমদানী করে রাষ্ট্রের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করেন। এরাই পরবর্তীকালে প্রভাবশালী হয়ে মামলূক (مملوك) বংশীয় শাসন কায়েম করেন। ১২৫০-১৫১৭ খৃ. পর্যন্ত মিস্বরে 'মামলূক' বংশের প্রায় ৪৭ জন সুলত্বান শাসন করেন। তাদের আমলে মিস্বর পরিপূর্ণ স্বাধীনতা, প্রভাব-প্রতিপত্তি ও শৌর্যবীর্যের অধিকারী ছিল; জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিক্ষা ও স্থাপত্য কীর্তি বৃদ্ধিপায়। হালাকু খাঁ (১২১৭-১২৬৫) কর্তৃক বাগদাদ বিধ্বস্ত হবার পর ১২৫০ খৃ. মিস্বর ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতির কেন্দ্ররূপে গড়ে উঠে। ১৪শ শতাব্দীর শুরুতে মামলূকরা মক্কা ও মদীনার শরীফদেরকে নিয়োগ করতেন।[২৮]

১৫১৭ খৃ. তুর্কী সুলত্বান সেলিম-১ মিস্বরে অভিযান চালিয়ে মামলূকদেরকে পরাস্ত করে মিস্বরে 'উছমানী' খিলাফত কায়েম করেন, যা ১৮০৫ খৃ. পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। 'উছমানী সুলত্বানগণ خادم الحرمين এবং سلطان البرين والبحرين উপাধিতে আখ্যায়িত হন। তুর্কী 'উছমানী আমলের শেষের দিকে মিস্বরের অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ হয়ে পড়ে। কৃষক ও জনসাধারণের উপর অত্যাচার ও নিপীড়নের মাত্রা বৃদ্ধি পায়, করভারে নিষ্পেষিত হয়। অফিস আদালতে তারা 'আরবীর স্থলে তুর্কীভাষা চালু করেন এবং মিস্বরীয় সংস্কৃতিকে ধ্বংসের চেষ্টা চালন।[২৯]

মিস্বরীয় জনগণের দূর্দশা দূর্ভোগ প্রত্যক্ষ করে 'উছমানী তুর্কীদের নিপীড়নে অতিষ্ঠ মিস্বরীয় জনগণের পুঞ্জীভূত ঘৃণা ও ক্ষোভের প্রেক্ষিতে ফ্রান্স সরকার ১৭৯৮ খৃ. যুবক সেনাপতি নেপোলিয়ান বোনাপার্টকে (১৭৬৯-১৮২১) ৩০ হাজার সৈন্যসহ মিস্বর আভিযানে পাঠায়। আলেকজান্দ্রিয়ায় মামলূক গভর্নর ইবরাহীম এর বাহিনীকে পরাজিত করে ১লা জুলাই ১৭৯৮ মিস্বরে ফরাসী উপনিবেশ কায়েম হয়। নেপোলিয়নের সাথে প্রায় শতাধিক প্রখ্যাত ফরাসী পন্ডিত বিজ্ঞানী ছিলেন।[৩০]

১৭৯৮ খৃ. ২১ অক্টোবর মিস্বরবাসী ফরাসীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং নেপোলিয়ানের সেনাপ্রধান ও কায়রোর ফরাসী শাসককে হত্যা করে। নেপোলিয়ান বাহিনী প্রচন্ড গোলাবর্ষণ করে মিস্বরবাসীকে যুদ্ধবিরতিতে

Dhaka University Institutional Repository

বাধ্য করে। আগষ্ট, ১৭৯৯ খৃ. নেপোলিয়ান ফ্রান্সে ফিরে গেলে 'ক্লেবার' তার স্থলাভিষিক্ত হন। ২৪ শে জানুয়ারী ১৮০০ খৃ. ইংরেজদের সাথে সম্পাদিত 'আরীশ' চুক্তির ফলে ফরাসীরা অস্ত্রশস্ত্রসহ তুর্কী জাহাজে মিস্বর পরিত্যাগ করতে সম্মত হয়। কিন্তু ইংরেজরা চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করে যুদ্ধবন্দীর ন্যায় নিরস্ত্রভাবে ফরাসীদের মিস্বর ত্যাগের দাবী জানালে, ফরাসীরা তা প্রত্যাখান করে। মিস্বরবাসী বিদ্রোহ ঘোষণা করে ২০ মার্চ ১৮০০খৃ. দূর্গে আক্রমন চালিয়ে বহুসংখ্যক ফরাসীকে হত্যা করে। ক্লেবার এর প্রতিরোধের মুখে একমাস যুদ্ধের পর মিস্বরবাসীরা অস্ত্র সমর্পণ করে এবং ১২ মিলিয়ন ফ্রাঙ্ক যুদ্ধের জরিমানা প্রদান করে। ইংরেজদের উসকানিতে তুর্কীরা ফরাসীদের উপর বিভিন্ন স্থানে হামলা চালিয়ে ফরাসীদের পরাস্ত করে। অতঃপর ২১/৬/১৮০১ ইঙ্গো- ফরাসী- তুর্কী ত্রিপক্ষীয় চুক্তি মোতাবেক ফরাসীরা বৃটিশ ও তুর্কী জাহাজে মিস্বর ত্যাগ করতে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়। ১৮০১খৃ. ১৪-৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে ফরাসীরা মিস্বরে তিনবৎসর, তিন মাস উপনিবেশ স্থাপনের পর নিজেদের অস্ত্রশস্ত্র সাজসরঞ্জাম এবং জ্ঞানী গুণী পন্ডিতদের গবেষণা উপকরণাদি সহ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে।[৩১]

ফরাসীদের অভিযানের সূত্রধরেই বৃটিশরা মিস্বরে উপনিবেশ স্থাপনে আগ্রহীহয়, যা জুলাই,১৮৮২ তারিখে বাস্তবায়িত হয়। ফরাসী অভিযানের সুফলস্বরূপ মিস্বরে বস্ত্র, কাগজ, টাকশাল, বারুদ ইত্যাদি শিল্পকারখানা, আরবী ছাপাখানা, সংবাদপত্রের প্রকাশের সূচনা হয়। মিস্বরবাসীদের মধ্যে দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তাবাদী চেতনা উজ্জীবিত হয়, প্রতিনিধিত্বশীল শাসন ব্যবস্থার জন্য তারা সোচ্চার হয়।[৩২]

মোহাম্মদ আলী (১৮০৫-১৮৪৮)

ফরাসীদের বিতাড়নের পর মিস্বরের শাসনক্ষমতা দখলের জন্য 'উছমানীয়রা, মামলুকগণ, ইংরেজগণ, এবং মিস্বরীয়গণ প্রভৃতি শক্তিবর্গ পারস্পরিক দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়। ১৮০৫ খৃ. ১৩ মে মিস্বরবাসীগণ মোহাম্মদ আলীকে মিস্বরের গবর্নর (والى) রূপে নির্বাচিত করে। তিনি একজন আলবেনীয় যুবক সৈনিক, ১৮০১ খৃ. 'উছমানীয় খেলাফতের পক্ষ থেকে ফরাসীদের বিরুদ্ধে অভিযানে মিস্বরে প্রেরিত হয়েছিলেন। তিনি আধুনিক শক্তিশালী সেনাবাহিনী গঠন করে আরব, সূদান, সিরিয়া, এশিয়া মাইনর প্রভৃতি দেশ দখল করেন। কিন্তু ইউরোপীয় রাষ্ট্রবর্গ ১৮৪০ খৃ. তাকে 'লন্ডন চুক্তিতে' বাধ্য করে মিস্বর ব্যতীত অন্যান্য অঞ্চল তার দখল থেকে ফিরিয়ে নেয়। তিনি ফরাসীদের অনুকরণে মিস্বরবাসীর শিক্ষাদানের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করে অসংখ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, উচ্চশিক্ষার্থে বিদেশ প্রেরণ, চিকিৎসক ও প্রকৌশলী আনয়ন, ছাপাখানা স্থাপন, জ্ঞান বিজ্ঞানের বহু বিদেশী গ্রন্থাদি আরবীতে অনুবাদ ও প্রকাশ করেন। তার সূচিত এই রেনেসাঁ ক্রমশ বিকশিত হতে থাকে ।[৩৩] মোহাম্মদ আলীর পৌত্র খেদিব ইসমাঈল (১৮৩০-৯৫) মিস্বরের শাসক (১৮৬২-৭৯) হলে তিনি তার দাদার ন্যায় মিস্বরের শাসন ব্যবস্থা, শিক্ষা বিস্তার, জ্ঞান-বিজ্ঞান, চিকিৎসা, প্রকৌশল, সামরিক প্রশিক্ষণ ইত্যাদি ব্যাপারে ব্যাপক উন্নতি সাধন করেন। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পায়। 'আরবী ভাষায় বিভিন্ন পত্র পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এ ব্যাপারে তাকে সহযোগিতা করেন শিক্ষা মন্ত্রী 'আলী পাশা মোবারক (১৮২৩-৯৩), সায়্যিদ জামালুদ্দীন আফগানী (১৮৩৮-৯৭), মুহাম্মদ

Dhaka University Institutional Repository

'আব্দুহ (১৮৪৮ - ১৯০৫), রিফায়া' ত্বাহতাভী প্রমুখ। বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় তার আমলে মিস্বরের অর্থনৈতিক অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে। ফলে ১৮৭৯ খৃ. ইসমাঈল পাশা ক্ষমতাচ্যুত হন।[৩৪]

অত:পর ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে তার পুত্র তওফীক পাশা (১৮৫২-৯২) মিস্বরের শাসক হন। তিনি দূর্বল মনোবলের অধিকারী হওয়ায় বৃটিশ, ফরাসী, জার্মান ইত্যাদি বৈদেশিক প্রভাব বৃদ্ধি পায়। ১৮৮১ খৃ. ৯সেপ্টে., প্রখ্যাত মিস্বরীয় সেনা-কর্মকর্তা আহমদ 'উরাবীর (১৮৪১-১৯১১) নেতৃত্বে সেনাবাহিনী প্রথম বিদ্রোহ করে।[৩৫] তারা প্রতিরক্ষামন্ত্রী 'উছমান রিফকীর পদত্যাগ দাবী করে তদস্থলে আল-বারুদীকে (১৮৪০-১৯০৪) প্রতিরক্ষামন্ত্রী নিয়োগের দাবী করে। প্রধানমন্ত্রী রিয়াজপাশা বিদ্রোহে জড়িত সেনাসদস্যের বিচার করতে ব্যর্থ হন এবং গণরোষের মুখে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। ১৮৮২ খৃ. ৫ ফেব্রুয়ারী বারুদীর মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। তিনি একজন প্রথম শ্রেণীর কবিও ছিলেন। তিনি আহমদ 'উরাবীকে প্রতিরক্ষামন্ত্রী নিয়োগ করেন। কিন্তু বৃটিশ ও ফরাসীদের চাপের মুখে বারুদীর মন্ত্রীসভা পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়। এপ্রিল, ১৮৮২ খৃ. ৪০ জন তুর্কী ও জিরাকসী সামরিক অফিসারকে সামরিক আদালতে বিচারের পর সুদানে নির্বাসিত করা হয়। বৃটিশরা ১৮৮২ খৃ. ১১ জুলাই আলেকজান্দ্রিয়ায় আগ্রাসন চালিয়ে সুয়েজখাল দখল করে। আহমদ 'উরাবীর নেতৃত্বে মিস্বরীয় জনগণ ও সেনাবাহিনী মিস্বরের পূর্বাংশে ইংরেজ বাহিনীর সাথে মোকাবেলা হয়, যুদ্ধে ইংরেজ বাহিনী বিজয়ী হয় এবং ১৮৮২ খৃ. মিস্বরে বৃটিশ উপনিবেশ কায়েম হয়, যা ৭৫ বৎসর পর্যন্ত স্থায়ী থাকে। এমনিভাবে ফরাসী উপনিবেশের ৮০ বছর পর মিস্বরে বৃটিশ উপনিবেশ প্রতিষ্ঠিত হয়।[৩৬]

আহমদ 'উরাবীর নেতৃত্বে বিপ্লব ছিল বৃটিশ ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে, বৈদেশিক হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে মিস্বরীয় জনগণের এক সুসংগঠিত বিপ্লব; যার ফলে মিস্বরীয় জাতীয়তাবাদী চেতনা বিকশিত হয়। মিস্বরীয় কবি-সাহিত্যিকগণ-তথা বারুদী (১৮৪০-১৯০৪), হাফিয (১৮৭২-১৯৩২) ও শওক্বী (১৮৬৮-১৯৩২), রুসাফী (১৮৭৭-১৯৪৫), যাহাবী (১৮৬৩ - ১৯৩৬), বাশারাহ, খলীল মারদুন প্রমুখ ঐ বিপ্লবকে সমর্থন করেন।[৩৭] মিস্বরে বৃটিশ উপনিবেশ প্রতিষ্ঠিত হবার পর ইংরেজরা মিস্বরের জাতীয় উন্নয়নের যাবতীয় পন্থা বন্ধ করে দেয়, শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করে। উচ্চশিক্ষার্থে বিদেশে শিক্ষার্থীপ্রেরণ বন্ধ করে দেয়। 'আরবী ভাষার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহ বন্ধ করে, আরবী পরিবর্তে ইংরেজী ভাষা বাধ্যতামূলক করে। কিন্তু মিস্বরীয় জনগণ এসব নিপীড়ন নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। ফলে 'আরবী ভাষা তার যথার্থ মর্যাদা ফিরে পায়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধিপায় এবং বিদেশে প্রশিক্ষণার্থী প্রেরণ পূণরায় শুরু হয়।[৩৮]

তওফিক্ব পাশা (১৮৭৯-৯২) এবং তৎপরবর্তী 'আব্বাসের (১৮৯২-১৯১৪) আমলে ইংরেজগণ মিস্বরে পুলিশ, সেনাবাহিনী, প্রশাসনিক ব্যাপারে, চাকুরী-বাকরীর ক্ষেত্রে পূর্ণ আধিপত্য বিস্তার করে; সাধারণ জনগণের জন্য শিক্ষার সুযোগ সংকুচিত করে ফেলে। 'আব্বাসের পরে হোসাইন কামিল (১৮৫২-১৯১৭), অত:পর আমীর আহমদ ফুয়াদ ৯/১০/১৯১৭ মিস্বরের শাসক হন।[৩৯]

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে মিস্বরীয়গণ স্বাধীনতা লাভের প্রত্যাশায় যুদ্ধকালে ইংরেজদের সাহায্য সহযোগিতা করে; কিন্তু যুদ্ধের, পর ইংরেজরা টালবাহানার আশ্রয় নেয়। ফলে মিস্বরবাসী সা'দ ঝগলুলের নেতৃত্বে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে মার্চ, ১৯১৯ খৃ. ইংরেজদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ইংরেজরা কঠোর

Dhaka University Institutional Repository

হস্তে বিপ্লব দমন করে। আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ সা'দ ঝগলুল (১৮৫৭-১৯২৭) প্রমুখকে মাল্টা দ্বীপে নির্বাসিত করে। এসব দমন-পীড়ন সত্ত্বেও ইংরেজরা মিস্বরে তাদের অবস্থান নিরাপদ করতে পারেনি। অবশেষে অনন্যোপায় হয়ে ২৮ ফেব্রু. ১৯২২ খৃ. মিস্বরের স্বাধীনতার ঘোষণা দেয় এবং ১৫ মার্চ, ১৯২২ খৃ. স্বাধীনতার অনুষ্ঠান উদযাপিত হয়। ফুয়াদ- ১ম মিস্বরের গবর্নর হন। ১৯২৩ খৃ. মিস্বরের সংবিধান গৃহীত হয়। ১৫ মার্চ, ১৯২৪ খৃ. জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন বসে।[৪০]

কিন্তু এই স্বাধীনতা ছিল সীমিত পর্যায়ের; ইংরেজরা স্বেচ্ছাচারীভাবে মিস্বরের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে থাকে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের (১৯৩৯-৪৪) পর ১৯৪৫ খৃ. মিস্বরবাসী ইংরেজদেরকে বিতাড়িত করার জন্য আন্দোলন শুরু করে। ইতিপূর্বে ১৯৩৬ খৃ. (ফুয়াদ ১ম এর মৃত্যুর পর) ফারুক্ব (১৯২০-৬৫) মিস্বরের গবর্নর হয়েছিলেন। বৈদেশিক হস্তক্ষেপের দরুন মিস্বরের অর্থনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে পড়েছিল। ১৯৫২ খৃ,. ২৩ জুলাই সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে জনগণ বিদ্রোহ করে। ফারুক্বকে বহিষ্কার করা হয় এবং মিস্বর প্রজাতন্ত্র ঘোষনা দেয়া হয়। অবশেষে ১৯৫৬ খৃ. ১৩ জুন ইংরেজরা সম্পূর্ণ ভাবে মিস্বর ত্যাগ করলে মিস্বর পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা লাভ করে।[৪১]

১৮৮২ খৃ. থেকে ১৯০৬ খৃ. এর মধ্যে এশিয়া,ইউরোপ ও আফ্রিকার বিভিন্নদেশে সাম্রাজ্যবাদী, ইউরোপীয় সম্প্রসারণের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা ও ক্ষোভ ধূমায়িত হয়ে উঠে। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় হল্যান্ডের উপনিবেশ, ভারত এবং আফ্রিকায় বৃটিশ উপনিবেশ এবং মধ্য এশিয়ায় রাশিয়ার উপনিবেশ এর বিরুদ্ধে মুসলিম বিশ্বের তীব্র বিদ্বেষবশত: 'ধর্মীয় আন্দোলন' প্রাণবন্তরূপ লাভ করে। ভারতে সৈয়দ আহমদ শহীদের (১৭৮৬-১৮৩১) আন্দোলন এবং তুরস্কে তুর্কীদের স্বাধিকার আন্দোলন মিস্বরের মুসলিম নেতৃবৃন্দকে আন্দোলিত করে। সায়্যিদ জামালুদ্দীন আফগানী (১৮৩৮-৯৭) ভারতে, তুরস্কে, মিস্বরে এবং ইউরোপে জাতীয়তাবাদী ও রাজনৈতিক সংস্কারমূলক আন্দোলন পরিচালনা করেন। তিনি ১৮৭১ খৃ. ইউরোপীয় অধীনতা থেকে মুক্তির জন্যে 'উছমানী সাম্রাজ্যের নেতৃত্বে বিশ্বমুসলমানকে ঐক্যবদ্ধ হবার আহবান জানান। মিস্বর তথা সমগ্র বিশ্বের বিরাজমান ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে সায়্যিদ জামালুদ্দীন আফগানী বিশ্বইসলামী আন্দোলন (جامعة اسلامية) এর ডাক দেন। তাঁর শিষ্য ইমাম মুহাম্মদ 'আব্দুহু (১৮৪২-১৯০৫), আবদুর রহমান আল-কাওয়াকিবি (১৮৪৯-১৯০২), 'আবদুল্লাহ নাদীম (১৮৪৫-৯৬), মোস্তাফা কামিল (১৮৭৪-১৯০৮) এবং সা'দ ঝগলুল (১৮৫৭-১৯২৭) প্রমুখ ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং কবি হাফিয, শওকী, আহমদ মুহররম (১৮৭৭-১৯৪৫) প্রমুখ কবি সাহিত্যিকগণ আফগানীর ধর্মীয় ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে সহযোগিতা করেন। 'উরাবী বিপ্লবকে সমর্থন করায় মুহাম্মদ আব্দুহু মিস্বর থেকে বহিষ্কৃত হলে প্যারিসে গিয়ে ১৮৮৪ খৃ. জামালুদ্দীন আফগানীর সম্পাদনায় العروة الوثقى পত্রিকা প্রকাশ করেন, যাতে বিশ্বমুসলমানকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে স্বাধিকার অর্জনে উদ্বুদ্ধ করেন। মিস্বর, উত্তর আফ্রিকা এবং দূর প্রাচ্যের বিভিন্নদেশে বিশ্ব- ইসলামী আন্দোলন সাফল্য লাভ করে।[৪২]

খেদিব ইসমাঈলের শাসনামলে(১৮৬২-৭৯) মিস্বরের অর্থনৈতিক অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়েছিল। বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় দাতা দেশসমুহের চাপ বৃদ্ধি পায়। বৃটেন, ফ্রান্স, ইটালী, আফ্রিকা

Dhaka University Institutional Repository

প্রভৃতি বিদেশী শক্তিবর্গ মিস্বরের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ শুরু করে। এমনি নৈরাজ্যপূর্ণ পরিস্থিতিতে ১৮৭২ খৃ. মিস্বরের এক মধ্যবিত্ত পরিবারে হাফিয ইবরাহীম জন্ম গ্রহণ করেন। আর্থিক অনটনের মধ্যে তার শৈশব ও বাল্যজীবন কাটে। অন্ন সংস্থানের জন্য আইনজীবিদের বারে লেখকের কাজ করেন। অত:পর সামরিক একাডেমিতে ভর্তি হয়ে ১৮৯১ খৃ. সামরিক অফিসার রূপে পাশ করে বের হন এবং পুলিশ বাহিনীতে তিনবছর চাকুরী করার পর ১৮৯১ খৃ. সেনাবাহিনীতে যোগদেন। ঐবছর লর্ড কিচনারের নেতৃত্বে সুদানে বিদ্রোহ দমনের জন্য প্রেরিত হন। সেখানে দীর্ঘদিন অবস্থানের পর ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ১৮৯৯ খৃ. অন্যান্য কতিপয় সেনা অফিসারের সাথে বিদ্রোহ করেন। সামরিক আদালতে বিচারের পর ১৯০১ খৃ. সেনাবাহিনীর চাকুরী থেকে বরখাস্ত হন। প্রখ্যাত সাহিত্যিক, সাংবাদিক, ধর্মবিশেষজ্ঞ ইমাম মুহাম্মদ 'আবদুহুর সাহচর্যে জ্ঞান আহরণে আত্মনিয়োগ করেন। কবির পরবর্তী জীবন ও কাব্যধারার উপর এই মহাপন্ডিতের প্রভাব সুস্পষ্ট। অত:পর কবি দশবছর বেকার কাটান। এই দশ বছরই (১৯০১-১৯১১) কবির জীবনের সৃজনশীল অধ্যায়। এসময়ে কবি জাতীয়তাবাদের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে কবিতা রচনা করেন। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও উন্নত নৈতিক চরিত্র অর্জনের জন্য স্বজাতিকে আহবান জানান। কাব্যের মাধ্যমে মিস্বরবাসীকে মুস্তফা কামিল (১৮৭৪-১৯০৮) প্রমুখ নেতৃবৃন্দের নেতৃত্বে স্বাধিকার আন্দোলনের জন্য অনুপ্রাণিত করেন। জাতির আশা আকাঙ্খা, দু:খ দুর্দশা ব্যক্ত করেন কাব্যে। তাই তিনি شاعر الاجتماع – شاعر النيل شاعر الشعب – شاعر السياسة – شاعر الوطنية মিস্বরের কবি, জনগণের কবি, সমাজের কবি,রাজনীতির কবি, এবং জাতীয়তাবাদের কবি'রূপে খ্যাত হন। ১৯১১ খৃ. -১৯৩২ খৃ. পর্যন্ত কায়রোর পাবলিক লাইব্রেরীর পরিচালকরূপে নিযুক্ত ছিলেন। ঐসময়ে তার কাব্যচর্চার গতি ছিল মন্থর। সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যা সমূহকে কেন্দ্র করে কবিতা রচনা করেন।[৪৩] বাংলার জাতীয় কবি নজরুলের ন্যায় কবি হাফিয ইব্রাহীম প্রথম জীবনে সেনাবাহিনীতে যোগদেন এবং পরবর্তী জীবনে সাহিত্যে মনোনিবেশ করেন।

হাফিয ইববরাহীম জন্ম গত ভাবে, ছাত্রাবস্থায়, চাকুরী জীবনে সৌভাগ্যের পরিবর্তে দুর্ভাগ্যের অধিকারী ছিলেন। তার দু:খ যাতনা জাতির দু:খ দুর্দশার সাথে মিলে তার হৃদয়পটে গভীর ছায়াপাত করে। ইমাম মুহাম্মদ আব্দুহ, সা'দ ঝগলুল, মুস্তাফা কামিল, কাসিম আমীন, 'হাসান 'আস্বিম', মাহমুদ সোলায়মান প্রমুখ জাতীয় নেতৃবৃন্দের সাথে ঘনিষ্ঠতা অর্জন করেন এবং তাদের সাথে একাত্ম হয়ে সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সংস্কারের জন্য কাব্যে আহবান জানান। সাম্রাজ্যবাদী উপনিবেশবাদীদের সমালোচনা করে সাধারণ জনগণের সুখ দু:খের কথা কাব্যে ব্যক্ত করেছেন।[৪৪]

১৯১৯ খৃ. সা'দ ঝগলুলের নেতৃত্বে সংঘটিত জাতীয় বিপ্লবকে স্বাগত জানিয়ে হাফিয ইব্রাহীম কবিতা রচনা করেন। ১৯২২ খৃ. ২৮ ফেব্রুয়ারী মিস্বরের স্বাধীনতা ঘোষণা প্রদানে সা'দ ঝগলুল রাজী না হওয়ায় জনতা প্রতিবাদ করে, তখন হাফিয্ ইব্রাহীম কবিতা রচনা করেন।[৪৫]

হাফিযের কাব্যে মিস্বরের মুসলিম সম্প্রদায়ের ধর্মীয়, সামাজিক, মানসিক ও রাজনৈতিক অভিব্যক্তি ব্যক্ত হয়েছে; উপনিবেশবাদের প্রতি তীব্র ঘৃণা ও ক্ষোভ প্রতিফলিত হয়েছে। এসকল দিক বিবেচনায় হাফিয্ ইব্রাহীম মিস্বরীয় জনগণের শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ:

১. আ.ফ.ম. ইসহাক, মুসলিম রেনেসাঁয় নজরুলের অবদান, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ (ই.ফা.বা), ঢাকা, ১৯৮৭, ৩ সং, পৃ.১।

২. গোলাম মঈনুদ্দীন, কবি ফররুখ: ঐতিহ্যের নব মূল্যায়ন, ই.ফা.বা. ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ. ৩ - ৪।

৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪

৪. Hunter, W.W. Indian Musalman, Lahore, 1964, P.P. 120

৫. গোলাম মঈনুদ্দীন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪; মু. আ.হাই এবং সৈয়দ আলী আহসান, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত; আধুনিক যুগ, ৪র্থ সং ঢা.বি. ১৩৮১, পৃ. ৪

৬. গোলাম মঈনুদ্দীন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫

৭. Nehru, Jawaher lal. The discovery of India. Calcutta. 1946, P 352.

৮. ড. কাজী দীনমোহাম্মদ, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা, ১৯৬৮,৩খ, ১সং পৃ ৪৪৭

৯. Hunter. Ibid, P.III

১০. গোলাম মঈনুদ্দীন, পূর্বোক্ত, পৃ.- ৮

১১. শাহাবুদ্দীন আহমদ, ইসলাম ও নজরুল ইসলাম, ই.ফা.বা. ঢাকা, ২সং , ১৯৮৭, পৃ.১০

১২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯

১৩. আ.ফ.ম. ইসহাক, পূর্বোক্ত, পৃ. ১ ; শাহাবুদ্দীন আহমদ, পূর্বোক্ত পৃ. ১০। ড.আনিসুজ্জামান, মুসলিম মানস ও বাংলাসাহিত্য , ৩সং, ১৯৮৩, মুক্ত ধারা, ফরাশ গঞ্জ, ঢাকা, পৃ. ৫-৭।

১৪. পূর্বোক্ত,

১৫. আনিসুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৫।

১৬. পূর্বোক্ত পৃ. ৫৬; শা.আ. পূর্বোক্ত পৃ. ১২।

১৭. আনিসুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৩-১০৬

১৮. পূর্বোক্ত পৃ. ১০৬

১৯. আ.ফ.ম. ইসহাক, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫

২০. আব্দুল কাদির, নজরুল পরিচিতি, পাকিস্তান পাবলিকেশনস্, ৪সং,১৯৬৮, পৃ. ১-৫।

২১. আল্- মুনজিদ, দার-আল্- মাশ্‌রিক পাবলিশার্স, বৈরুত, লেবানন, ১৯৭৫, পৃ. ৬৫

২২. Marsoot AFAF Lutfi Sayyid, A short History of Modern Egypt, cambridge University Press, 1994. P.6;
শওক্বী দ্বাইফ, আল্- ফান্নু ও মাযাহিবুহু ফি-আল-শে'র আল 'আরবী, দারুল মা'আরিফ, কায়রো, মিস্বর, ১৯৬০, পৃ. ৪৫ ;
Prof. VATIKIOTIS. Modern History of Egypt. Cambridge Universty Press. 1994. P.6

Dhaka University Institutional Repository

২৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪।

২৪. পূর্বোক্ত পৃ. ১৫।

২৫. পূর্বোক্ত পৃ. ১৬; Marsoot sayyid, পূর্বোক্ত পৃ. ৭

২৬. Prof Vatikiotis, ibid. P. 17

২৭. Ibid, P. 18

২৮. Ibid, P.21; Marsoot Sayyid, Ibid, P. 39

২৯. Vatikiotis, Ibid, P.24-7; Dr. Shahata E'asa Ibrahim, Al-Qahira, Darul Helal, Egypt. 1958, P. 181.

৩০. Vatikiotis, Ibid, P.34.

৩১. Prof. Dr. Shahata, Ibid, P.212-7

৩২. Ibid. P.218-9

৩৩. Ibid, P.222-237

৩৪. Vatikiotis, P.82-5; শওকী যাইফ, দিরাসাত ফি আল-শি'র আল-আরবী- আল-মু'আস্বির, দারুল মা'আরিফ, মিস্বর, ১৯৫৯, পৃ. ৯-১০।

৩৫. ড. শাহাতা ঈসা, আল্-ক্বাহেরা, পৃ. ২৩৭, ২৪৯; ড. মুহাম্মদ মুস্তাফা সাফওয়াত, মিস্বর-আল্-মু'য়াস্বিরাহ, মাকতাবাতুন নাহ্দ্বাতিল মিস্বরিয়্যাহ, কায়রো, ১৯৫৯, পৃ. ১৫.।

৩৬. Sir Auckland colvin, Making of Modern Egypt, London, 1906, P.11; Dr. Mustafa Yunus, Takikh al- Adab-al Arabi-al-Hadith, Cairo, Egypt, 1980, P.15.; Ahmad Hasan-al zayyat, Tarikh-al-adab-al Arabi, P.418; Dr.Mohd. Mustafa Safwat, Misr-al-Mu'asira, Maktabat al- Nahdah-al-Misriyyah, Cairo, 1959, P.28;

৩৭. পূর্বোক্ত।

৩৮. Zayyat, Ibid, P.418.

৩৯. D.Shahata, Ibid, P.250

৪০. Ibid, P. 250; zayyat, lbid, P 418.

৪১. Ibid, P. 250;

৪২. Vatikiotis, Ibid, P.170-181; Dr.Safwat, Misr-al–Mu'asirah, P.304

৪৩. শওক্বী দ্বাইফ, আল্-আদবুল আরবী আল্-মু'আস্বির, দারুল মা'আরিফ, মিস্বর, ১৯৬০, পৃ. ১০।

৪৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪;

৪৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ২১-৪ । Prof vatikiotis, lbid, P- 427-8

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

কবিদ্বয়ের জীবনকাল

ক. নজরুল ঃ

কাজী নজরুল ইসলাম ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের ২৪শে মে/১৩০৬ বঙ্গাব্দের ১১ই জ্যৈষ্ঠ[১] পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার জামুরিয়া থানার চুরুলিয়া গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু সূফী জুলফিকারের মতে-নজরুলের জন্মদিন ১১ই বৈশাখ।[২] নজরুলের পূর্ব পুরুষগণ পাটনার অধিবাসী ছিলেন। মোগল সম্রাট শাহ আলমের সময় তারা পাটনার হাজীপুর থেকে চুরুলিয়া এসে বসবাস শুরু করেন। বাদশাহী আমলে তাদের পূর্ব পুরুষরা বিচারকের কাজ করতেন বলে তাদের গৌরব বোধ ছিল।[৩] তাঁর পিতার নাম কাজী ফকীর আহমদ, পিতামহ কাজী আমান উল্লাহ। মাতা জাহেদা খাতুন, মাতামহ মুন্‌শী তোফায়েল আলী। তাঁর ডাকনাম ছিল 'দুখুমিয়া'।

১৯০৮ খৃ./১৩১৪ সালের ৭ চৈত্র নজরুলের আট বৎসর বয়সে তার পিতৃবিয়োগ ঘটে। নজরুল তখন গ্রামের মক্তবের ছাত্র। ১৯০৯/১৩১৬ নজরুল ঐ গ্রাম্য মক্তব থেকে প্রাইমারী পরীক্ষা পাশ করেন। অতঃপর আর্থিক অস্বচ্ছলতা হেতু লেখাপড়া চালিয়ে যেতে পারেননি। মাত্র দশ বছর বয়সে জীবিকার্জনের তাগিদে ঐ মক্তবে শিক্ষকতা ও পীর পুকুর মসজিদের ইমামতি করেন। পারিবারিক ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশ তথা মক্তব ও মসজিদের সংসর্গ নজরুলকে ধর্মপ্রাণ করতে সহায়ক হয়েছিল। অত্যল্প বয়সেই তার ধর্মীয় রীতিনীতি আচার অনুষ্ঠান ও মুসলিম সমাজ সম্পর্কে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ হয়েছিল। প্রথম বয়সে রচিত 'সালেক' গল্পে ও 'মুক্তি' কবিতায় শেষদিকের রচনার আধ্যাত্মিকতা বাল্যের ঐ সংসর্গ ও অভিজ্ঞতারই ফল।[৪]

চুরুলিয়া মক্তবের শিক্ষক নজরুলের পিতৃব্য (বাবার চাচাতভাই) মৌলভী কাজী বজলে করীমের নিকট নজরুল আরবী ও ফারসী ভাষা শিক্ষা লাভ করেন এবং তারই অনুপ্রেরণায় অত্যল্প বয়সে নজরুল আরবী-ফার্সী-উর্দূ মিশ্রিত 'মুসলমানী বাংলায়' পদ্য রচনা করতে উদ্বুদ্ধ হন। অর্থোপার্জনের উদ্দেশ্যে (১২) বার বৎসর বয়সে লেটোগানের দলে যোগদেন এবং লেটোদলের জন্য 'শকুনিবধ', 'মেঘনাদবধ', 'রাজপুত্র', 'চাষার সঙ', প্রভৃতি গীতিনাট্য ও প্রহসন, মারফতী ও কবিগান রচনা করে 'ছোট উস্তাদ্‌জী' খ্যাতি অর্জন করেন।[৫]

সে সময়ে রচিত 'চাষীর গীত' কবিতায় ইসলামী আহকাম ও ঈমানের মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। লেটোর দলের অভিজ্ঞতা বালক কবিকে পূর্ণ কবিত্বের যাত্রাপথে সহায়তা করেছিল। লেটোর দল পরিত্যাগ করে নজরুল ১৯১০/১৩১৬ বর্ধমানের মাথরুন স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হন। কিন্তু অর্থাভাবে স্কুল পরিত্যাগ করেন। অতঃপর ১৯১২ খৃ. রাণীগঞ্জের / প্রসাদপুরের [৬] জনৈক রেল গার্ডের ব্যক্তিগত বাবুর্চীর চাকুরী করেন দু'মাস। অতঃপর আসানসোল শহরে এক বেকারীর দোকানে ১৩১৭ সনে চাকুরী নেন এবং ঐ বেকারী সংলগ্ন একটি তিনতলা বাড়ির সিঁড়ির নীচে রাত্রি যাপন করতেন। ঐ বাড়িতে পুলিশের সাবইনস্পেক্টর কাজী রফিজ উল্লাহ থাকতেন। তার বাড়ী ছিল ময়মনসিংহের ত্রিশাল থানার কাজীর সিমলা গ্রামে। তার বাসায় নজরুল তিনমাস

Dhaka University Institutional Repository

গৃহভৃত্যের কাজ করেন। দারোগা দম্পতি নিঃসন্তান থাকায় নজরুলকে পুত্রতুল্য স্নেহ করতেন। ১৯১৪ খৃ. দারোগা সাহেব নজরুলকে নিয়ে স্বগ্রাম কাজীর সিমলায় চলে আসেন এবং পাঁচ মাইল দূরবর্তী দরিরামপুর হাইস্কুলে ৭ম শ্রেণীতে ভর্তি করান (১৩২০/১৯১৪)। ১৯১৪ সনের ডিসেম্বরে বার্ষিক পরীক্ষার পর নজরুল দেশে ফিরে যান এবং ১৯১৫ জানুয়ারীতে রাণীগঞ্জ সিয়ারসোল হাইস্কুলে অষ্টম শ্রেণীতে ভর্তি হন এবং ১৯১৫-১৭ খৃ. পর্যন্ত প্রায় আড়াই বছর দশম শ্রেণী পর্যন্ত ঐ স্কুলের ছাত্র ছিলেন। ঐ স্কুলের ফার্সীর শিক্ষক হাফিজ নূরুন্নবীর নিকট নজরুল ফার্সীভাষা শিখেন। নূরুন্নবী একজন উর্দূ সাহিত্যিক ছিলেন।

স্কুলে পড়ার সময় ১৯১৭/১৩২৪ নজরুল সর্বপ্রথম 'রাজার গড়' ও 'রাণীরগড়' শীর্ষক দুটি কবিতা রচনা করেন। এতদ্ব্যতীত 'চড়ুই পাখীর ছানা', 'করুণ গাঁথা' ও 'বেদন বেহাগ' কবিতা সে সময়েই রচনা করেন।[৭]

সৈনিক জীবন ঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের তৃতীয় বৎসরে ১৯১৭ খৃঃ নজরুলের দশম শ্রেণীর প্রিটেস্ট পরীক্ষা চলাকালে ইংরেজ ও জার্মানদের মধ্যে যুদ্ধ বাঁধলে ঐ বছরের মাঝামাঝি সময়ে নজরুল ৪৯ নং বাঙালী পল্টনে ভর্তি হন। অতঃপর হাওড়া থেকে ট্রেনে লাহোর হয়ে নওশেরওঁয়ায় যান। সেখানে তিনমাস প্রশিক্ষণ লাভের পর নিজ কোম্পানীর সঙ্গে করাচী যান। স্বীয় কর্মদক্ষতা বলে অত্যল্পকালের মধ্যেই 'ল্যান্সনায়ক', 'ব্যাটেলিয়ন কোয়ার্টার মাষ্টার', 'হাবিলদার' পদসমূহে উন্নীত হন। ১৯১৭-১৯ পর্যন্ত তিনবছর সেনা বাহিনীতে কাটান। এই তিন বছরে তার বিদ্রোহী সত্তার উন্মেষ ঘটে; অনুরূপভাবে তার সাহিত্যিক জীবনের সূচনা হয়। করাচীর সেনানিবাস থেকেই তার প্রকৃত সাহিত্য সাধনা শুরু হয় এবং তার লেখা জনসমাজে প্রচারিত হয়। অসামান্য প্রতিভার জন্য আর্ন্তজাতিক খ্যাতি লাভ করেন। সামরিক জীবন তাকে স্থিরভাবে কাব্য ও জ্ঞান চর্চার সুযোগ এনে দেয়। বাঙালী পল্টনে মুসলমান সৈনিকদের তদারকীর জন্য নিয়োজিত পাঞ্জাবী মৌলবী সাহেবের নিকট নজরুল 'দিওয়ানে হাফিজ', 'মসনভী-রুমী' ইত্যাদি বিখ্যাত ফার্সি কাব্য গ্রন্থাদি পাঠ করে এক মহত সাহিত্য ও মহানজীবনের সন্ধান লাভ করেন।

করাচী থেকে প্রেরিত 'বাউন্ডেলের আত্মকাহিনী' নামে তার সর্বপ্রথম গল্প ১৩২৬ জৈষ্ঠ সংখ্যা সওগাতে প্রকাশিত হয়। বাঁধন হারা উপন্যাস, রিক্তের বেদন, ব্যথার দান, সালেক ইত্যাদি গল্প করাচী থাকাকালেই এদেশের বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সে সময়ে 'দিওয়ানে হাফিজ' থেকে মূল ছন্দের অনুকরণে আটটি গজল বাংলায় অনুবাদ করেন। পরিণত বয়সে রুবাইয়াত-ই-হাফিজ, এবং 'রুবাইয়াত-ই-ওমর খৈয়াম' মূল ফার্সী থেকে বাংলা পদ্যের অনুবাদ করেন। করাচী থেকে নজরুল অসংখ্য কবিতা ও ছোটগল্প এ দেশের বিভিন্ন সাহিত্য সাময়িকীতে প্রকাশের জন্য পাঠাতেন। (১) বাউন্ডেলের আত্মকাহিনী (গল্প ১৩২৬), (২) মুক্তি (কবিতা-১৩২৬), (৩) স্বামী হারা (গল্প-১৩২৬), (৪) কবিতা সমাধি (১৩২৬), (৫) তুর্কী-মহিলার ঘোমটা খোলা (প্রবন্ধ-১৩২৬), (৬) হেনা (গল্প-১৩২৬), (৭) আশায় (১৩২৬), (৮) ব্যথার দান (গল্প-১৩২৬), (৯) মেহের নিগার (গল্প-১৩২৬), (১০) ঘুমের ঘোরে (গল্প-১৩২৬) এদেশের বিভিন্ন পত্রিকায় এক বছরের মধ্যেই প্রকাশিত হয়। সৈনিক জীবন নজরুলকে আন্তর্জাতিক চেতনাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে পূর্ণতা লাভে সহায়তা করেছে। অত্যল্প বাঙ্গালী কবির ভাগ্যেই সৈনিক জীবনের অভিজ্ঞতা রয়েছে। নজরুল পাঠকমহ-লে প্রথমে প্রধানতঃ 'গল্প লেখক' রূপেই পরিচিতি লাভ করেছিলেন।[৮]

Dhaka University Institutional Repository

মার্চ, ১৯২০/চৈত্র, ১৩২৬ করাচীর বাঙালী পল্টন ভেঙ্গে দেয়া হলে নজরুল কোলকাতাস্থ বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য সমিতির অফিসে এসে উঠেন। পরবর্তী দু'তিন মাসের মধ্যে কবি মোজাম্মেল হকের সম্পাদনায় 'মোসলেম ভারত' পত্রিকায় নজরুলের 'বাঁধন হারা' উপন্যাস প্রকাশিত হয়। (যা পরপর সাত সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়।) এবং জৈষ্ঠ, ১৩২৭/মে, ১৯২০ সংখ্যায় সুবিখ্যাত 'শাতিল আরব' কবিতা প্রকাশিত হয়। ১৩২৭ সালের বৈশাখ থেকে চৈত্র এক বছরের মধ্যেই নজরুলের সাহিত্য সাধনা ও কবি কীর্তির পরিচয় মূর্ত হয়ে উঠে। কবিতা, গল্প, উপন্যাস, গান এবং অনুবাদ কবিতা সৃষ্টিতে প্রভূত সাফল্য অর্জন করেন। বাইশ বছরের যুবক কবির কয়েকটি বিখ্যাত কবিতা 'বোধন', 'শাতিল আরব', 'বাদল প্রাতের শরাব', 'আগমনী', 'খেয়াপারের তরণী', 'অবেলায়', ফাতেহা-ই-দোয়াজহম' মাত্র সাত মাসের মধ্যে প্রকাশিত হয়, যা বাংলা সাহিত্যে গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন রূপে নজরুলকে উল্লেখযোগ্য মর্যাদার অধিকারী করে। 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা ও 'মোসলেম ভারত' পত্রিকা এ ব্যাপারে তাকে সবিশেষ সহায়তা করে।[৯]

সাংবাদিক নজরুল ঃ প্রথম মহাযুদ্ধের পর ভারত উপমহাদেশ বিভিন্ন রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহে চঞ্চল হয়ে উঠে। ইংরেজরা ভারতে দমন-নীতি গ্রহণ করে। সমগ্র মুসলিম বিশ্বকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য জামালুদ্দীন আফগানীর প্রবর্তিত নিখিল বিশ্ব ইসলামী আন্দোলন (Pan Islamism) এর প্রভাবে ভারতবর্ষের মুসলমানদের মধ্যেও জাগরণের ভাব দেখা দেয়। প্রথম মহাযুদ্ধ শেষে মুসলিম তুরস্ক সাম্রাজ্য ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যায়। জুলাই ১৯২০এর শেরে বাংলার পৃষ্ঠপোষকতায় নজরুল এবং মুজাফ্ফর আহমদের সম্পাদনায় 'দৈনিক নবযুগ' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। নবযুগে নজরুলের বহু সংখ্যক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, যা পরবর্তী কালে 'যুগবাণী' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। 'মুহাজিরীন' হত্যার জন্য দায়ী কে ? শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশের অপরাধে জানুয়ারী, ১৯২১এ উক্ত পত্রিকা বন্ধ করে দেয়া হয়। ডিসেম্বর, ১৯২০ নজরুল নবযুগের চাকুরী ছেড়ে দিয়ে হাওয়া পরিবর্তনের জন্য 'দেওঘর' চলে যান। এপ্রিল, ১৯২১/চৈত্র, ১৩২৭ 'ভিশতী বাদ্‌শাহ', বাবর প্রভৃতি নাটকের রচয়িতা আলী আকবর খানের সাথে তার স্বগ্রাম, কুমিল্লার দৌলত পুরে যান। সেখানে 'ছায়ানট', 'পূবের হাওয়া' গান সমূহ এবং 'খোকার বুদ্ধি' 'খোকার গল্প বলা', 'মা', চিঠি ইত্যাদি শিশু কবিতা সমূহ রচনা করেন।১৮ জুন, ১৯২১ (আষাঢ়, ১৩২৮) আলী আকবর খানের ভাগ্নী সৈয়দা খাতুন নার্গিসের সঙ্গে নজরুলের আক্দ সম্পাদিত হয়, কিন্তু বিয়ের আসরে কাবিনের শর্ত নিয়ে মনোমালিন্যের দরুণ বিয়ের রাতেই নজরুল শ্বশুড় বাড়ী ত্যাগ করে কুমিল্লার কান্দির পাড় গ্রামে ইন্দ্রকুমার সেন গুপ্তের বাসায় চলে যান। ৮ জুলাই, ১৯২১ মুজাফফর আহমদের সাথে কোলকাতায় ফিরে যান।

ঐ বছরের জুলাই-নভেম্বরের মধ্যে বিষের বাঁশী, আনোয়ার পাশা, কামাল পাশা, রণভেরী প্রভৃতি কবিতা রচনা করেন। ১৯২১ ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে কোলকাতায় তার সর্ব শ্রেষ্ঠ কবিতা 'বিদ্রোহী' রচনা করেন। শাতিল আরবের করি বিদ্রোহী আখ্যায় ভূষিত হন। মোসলেম ভারত, বিজলী, ধুমকেতু, প্রবাসী ইত্যাদি পত্রিকায় উহা প্রকাশিত হয়।

১৯২২, মে-জুন মাওলানা আকরম খাঁর দৈনিক 'সেবক' পত্রিকায় স্বল্পকাল কাজ করেন। ১১ আগষ্ট, ১৯২২ (২৫শ্রাবণ, ১৩২৯) কোলকাতা থেকে নজরুল অর্ধ-সাপ্তাহিক 'ধূমকেতু' প্রকাশ করেন। প্রথম সংখ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

তার 'ধূমকেতু' কবিতা প্রকাশিত হয়। ১৯২২ এর ২২ সেপ্টেম্বর সংখ্যা 'ধূমকেতু'তে 'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতা লিখায় নজরুলের নামে গ্রেফতারী পরওয়ানা জারী হয়। ২২ নভেম্বর নজরুল কুমিল্লায় গ্রেফতার হয়ে কোলকাতায় নীত হন। কোলকাতার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে রাজদ্রোহের অপরাধে ৮ জানুয়ারী, ১৯২৩ এক বছরের সশ্রম কারাদন্ড হয়। ১৯২৩ খৃ. ১৫ ডিসেম্বর মুক্তিলাভ করেন।

১৯২২, নভেম্বরে নজরুলের 'অগ্নিবীণা' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। প্রলয়োল্লাস, বিদ্রোহী, ধুমকেতু, কামাল পাশা, আনোয়ার, রণভেরী, শাতিল আরব, খেয়াপারের তরণী, কোরবাণী, মহররম প্রভৃতি অগ্নিবীণার কবিতা গুলো ১৯২০ সালে আজাদী তথা খিলাফত আন্দোলন এর আবহাওয়ায় রচিত।

জেলে থাকাকালীন শিকল পরা ছল, পউস, পথহারা, দোদুল দুল, অবেলার ডাক, সমর্পন, ব্যথার গরব, সৃষ্টি সুখের উল্লাসে, অভিশাপ, জাতের নামে বজ্জাতি, আশান্বিতা, দোলন চাপা প্রভৃতি কবিতা বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। হুগলী জেলে রাজবন্দীদের সাথে খারাপ ব্যবহারের প্রতিবাদে নজরুল ৩৯ দিন অনশন ধর্মঘট করেন, সে সময়েই কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার 'বসন্ত' নাটিকাটি নজরুলের নামে উৎসর্গ করেন ১০ ফাল্গুন ১৩২৯ বাং। [১০]

২৫ এপ্রিল , ১৯২৪/১২ বৈশাখ, ১৩৩১ কুমিল্লার গিরিবালা সেনগুপ্তার কন্যা আশালতা সেন প্রমীলার সাথে কোলকাতায় নজরুলের বিয়ে হয়। তখন থেকে নজরুল সপরিবারে হুগলীতে বসবাস করেন। তখন তিনি আর্থিক অনটনে ছিলেন। কিন্তু তার কাব্যচর্চা ব্যাহত হয়নি। সে সময়ে 'সুবেহ উম্মীদ', মুক্তিকাম, কৃষাণের গান, চরকার গান, নকীব, সাম্য, দ্বীপান্তরের বন্দিনী ইত্যাদি কবিতা রচনা করেন।

১৯২৫ খৃ. ১৬ ডিসেম্বর নজরুলের পরিচালনায় [শ্রমিক প্রজাস্বরাজ সম্প্রদায়ের] সাপ্তাহিক 'লাঙল' পত্রিকা বের হয়। উহার প্রথম সংখ্যায় তাঁর 'সাম্যবাদী' কবিতা প্রকাশিত হয়। পাঁচ মাস পর 'লাঙল' পত্রিকা বন্ধ হয়ে যায়। ১২ আগষ্ট, ১৯২৬ লাঙলের নাম পরিবর্তন করে 'গণবাণী' করেন এবং উহাতে তাঁর বহুগান কবিতা ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

জুন ১৯২৭ (আষাঢ়, ১৩৩৪) 'নওরোজ পত্রিকায় নজরুলের 'কুহেলিকা' উপন্যাস, ঝিলিমিলি ও সেতুবন্ধ নাটিকা প্রকাশিত হয়। 'নওরোজ' বন্ধ হবার পর 'কুহেলিকা' এবং মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাস মাসিক সওগাতে প্রকাশিত হয়। ১৯২৬ জুনের শেষের দিকে নজরুল ঢাকা বিশ্ববিদ্যায়ের সলিমুল্লাহ মুসলিমহলে মুসলিম সাহিত্য সমাজের বৈঠকে ভাষণ দেন এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরদ্ধে সকলকে সতর্ক করে দেন।

১৯২৬ জুলাই মাসে নজরুল ঢাকা বিভাগ থেকে কেন্দ্রীয় আইন সভার সদস্যপদ প্রার্থী হন। [১১] ১৯২৬ এর ২ জুলাই নারায়ণগঞ্জে 'অভিযান' কবিতা রচনা করেন। জুলাইর শেষদিকে চট্টগ্রাম ভ্রমণকালে সিন্ধু হিন্দোল, অনামিকা ইত্যাদি কবিতা রচনা করেন।

১৯২৭ খৃ. ২৭ ফেব্রুয়ারী সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে মুসলিম সাহিত্য সমাজের প্রথম বার্ষিক সম্মেলনে নজরুল বিদ্রোহী, কামাল পাশা ইত্যাদি কবিতা আবৃত্তি করেন।

Dhaka University Institutional Repository

১৯২৮ মার্চে ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজের ২য় বার্ষিক সম্মেলনের উদ্বোধন করেন এবং 'চল চল চল / উর্ধ গগনে বাজে মাদল' গানটি আবৃত্তি করেন।[১২]

১৯২৯ খৃ. ১৫ ডিসেম্বর কোলকাতার এলবার্ট হলে জাতির পক্ষ থেকে কবিকে বিরাট সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। উপমহাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে কবির অনন্য ভূমিকার প্রশংসা করা হয়।

মে, ১৯৩০ (বৈশাখ ১৩৩৭) রাজদ্রোহের অভিযোগে তার 'প্রলয়শিখা' গ্রন্থ বাজেয়াফত হয়। বিচারে কবির ছ'মাসের সশ্রম কারাদন্ড হয়। ৪ মার্চ, ১৯৩১ গান্ধী-আরউইন চুক্তি অনুসারে নজরুল মুক্তি লাভ করেন।[১৩]

৫ নভেম্বর ১৯৩২ সিরাজগঞ্জে বঙ্গীয় মুসলিম তরুণ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। ২৫ ডিসেম্বর ১৯৩২ কোলকাতায় 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলনে পঞ্চম অধিবেশনের উদ্বোধন করেন।

১৯৩৩ খৃ. আমপারার কাব্যানুবাদ করেন। অক্টোবর, ১৯৪০ শেরে বাংলার পৃষ্ঠপোষকতায় দৈনিক 'নবযুগ' পুনঃপ্রকাশিত হলে নজরুল উহার প্রধান সম্পাদক হন। সে সময়ে 'নবযুগ এবং সওগাত' প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত কবিতাবলী 'নতুনচাঁদ' এবং 'শেষ সওগাত' নামক কাব্য গন্থে সংগ্রথিত হয়েছে।

১৯৪০ এর শেষ দিকে কবি নজরুল শেষবারের মত ঢাকায় আসেন এবং বনগ্রাম পাকিস্তান ক্লাবে বক্তৃতা দেন। ঢাকা থেকে প্রত্যাবর্তনের পর ২৩ ডিসেম্বর কোলকাতা মুসলিম ছাত্র সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে বলেন ঃ "আপনারা জেনে রাখুন, আল্লাহ ছাড়া আর কিছুর কামনা আমার নেই।" ১৬ মার্চ, ১৯৪১ যশোরে বনগাঁ সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে কবি বলেনঃ "আমি কবি যশঃপ্রার্থী হয়ে জন্ম গ্রহণ করিনি ; আমি আমার অস্তিত্বকে, আমার প্রাণশক্তিকে খুঁজতে এসেছিলাম পৃথিবীতে, তাঁর দেখা পেয়েছি, তার পরম সুন্দর নয়নের পরম প্রসাদ পেয়েছি। এই কথাই যেন আমার ফিরে পাওয়া বেণুকায় গেয়ে যেতে পারি।"

৫-৬ এপ্রিল, ১৯৪১ কোলকাতা মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির 'রজতজুবিলী উৎসবে' সভাপতির ভাষণে কবি নজরুল বলেন ঃ (এটিই তার জীবনের সর্বশেষ ভাষণ) ঃ "যদি আর বাঁশী না বাজে আমায় আপনারা ক্ষমা করবেন ; মনে করবেন - পূর্ণত্বের তৃষ্ণা নিয়ে যে একটি অশান্ত তরুণ এই ধরায় এসেছিল, অপূর্ণতার বেদনায় তারই বিগত আত্মা যেন স্বপ্নে আপনাদের মাঝে কেঁদে গেল।"

২৫ মে, ১৯৪১ (১১ জৈষ্ঠ্য, ১৩৪৮) বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে কোলকাতার ডেন্টাল কলেজ হল প্রাঙ্গণে কবির ৪৩ তম জন্মোৎসব পলিত হয়।[১৪]

চৈত্র, ১৩৪৮ সংখ্যা সওগাতে কবি নজরুলের সর্বশেষ কবিতা 'কবির মুক্তি' ছাপা হয়। এর কিছুদিন পর বৈশাখ, ১৩৪৯ থেকে নজরুল অসুস্থ বোধ করেন এবং পাঁচ মাস পর ভদ্র মাসে স্মৃতি শক্তি হারিয়ে ফেলেন।

১০ জুলাই, ১৯৪২ কবি দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হন। তিনি স্মৃতি শক্তি, বাকশক্তি ও সম্বিত হারিয়ে ফেলেন। চিকিৎসার জন্য মধুপুর এবং পরে রাঁচী পাঠানো হয়। কিছুদিন লুম্বিনী পার্কেও রাখা হয়। কিন্তু কিছুতেই ব্যধির উপশম হয়নি।

Dhaka University Institutional Repository

১০ মে, ১৯৫৩ নজরুল নিরাময় সমিতির সহায়তায় সুচিকিৎসার জন্য কবিকে লন্ডন পাঠানো হয়। সেখানে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ চিকিৎসায় ব্যর্থ হলে ৭ ডিসেম্বর ভিয়েনায় নিয়ে যাওয়া হয়। ভিয়েনার বিশ্ববিখ্যাত বিশেষজ্ঞ প্রফেসর হ্যান্স হফ কবিকে সযত্নে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে কবির রোগ চিকিৎসাতীত বলে অভিমত দিলে ১৫ ডিসেম্বর কবিকে কোলকাতায় নিয়ে আসা হয়। বাইশ বছরের কর্মব্যস্ত জীবনে কবি নজরুল বাংলা কাব্যে সাহিত্যে ও সঙ্গীতে যা দান করেছেন তা দেশবাসীর স্বীকৃতি লাভ করেছে।

১৯৪৫ খৃ. কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কবির অসাধারণ কাব্য প্রতিভার স্বীকৃতি স্বরূপ রোগাক্রান্ত কবিকে 'জগত্তারিনী' স্বর্ণ পদক প্রদান করে। ১৯৬০ খৃ. ভারত সরকার কবিকে 'পদ্মভূষণ' উপাধি প্রদান করেন। ১৯৬৯ খৃ. রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কবিকে সম্মানসূচক ডি. লিট. উপাধি দান করে।

২৩ মে, ১৯৭২ কবি নজরুলকে বাংলাদেশ সরকার স্বাধীন বাংলাদেশে আনয়ন করেন এবং কবির ভরণ-পোষনসহ যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করেন। ২৫ জানুয়ারী ১৯৭৫ খৃ. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বাংলাসাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য তাকে 'ডি-লিট' উপাধি প্রদান করেন তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট মুহাম্মদ উল্লাহ কর্তৃক বঙ্গভবনে। ১৯৭৬ খৃ. ২১ ফেব্রুয়ারী তাকে রাষ্ট্রীয়ভাবে 'একুশে পদকে' সম্মানিত করা হয়। ১৮ ফেব্রু, ১৯৭৬ খৃ. তাকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রদান করা হয়। ১৯৭৬ খৃ. ২৯ আগষ্ট সকাল দশটায় ঢাকার পি.জি হাসপাতালে কবি নজরুল ইনতেকাল করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যায়ের কেন্দ্রীয় মসজিদের উত্তর পাশে ২১ বার তোপধ্বনিসহকারে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তাকে দাফন করা হয়। জানাযা ও দাফন অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সায়েম এবং তিনবাহিনী প্রধান সহ সর্বস্তরের অজস্র জনতা অংশ গ্রহণ করেন। সমাধির পাশে দাঁড়িয়ে সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল জিয়াউর রহমান কবির বিখ্যাত সঙ্গীত 'চল, চল, চল' কে ঈষ্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের রণ-সঙ্গীত হিসেবে ঘোষণা করেন। ১৯৩৫ খৃ কবি রচনা করেছিলেন ঃ

"মসজিদেরই পাশে আমার কবর দিও ভাই, [১৫]
যেন গোরে থেকেও মুয়াজ্জিনের আজান শুনতে পাই।
আমার গোরের পাশ দিয়ে ভাই নামাজীরা যাবে,
পবিত্র সে পায়ের 'ধ্বনি এ বান্দা শুনতে পাবে-
গোর-আজাব থেকে এ গুনাহগার পাইবে রেহাই"।

কবি নজরুল ছিলেন মানবতার কবি, দেশাত্মবোধের কবি, সর্বহারাদের কবি, গানের কবি, সৌন্দর্যবোধের কবি, বিপ্লবের কবি, মুসলিম জাতীয়তাবাদের কবি, জাতীয় জাগরণের কবি, কথাশিল্পী, নাট্যকার ইত্যাদি বহুগুণের অধিকারী। সে যুগের আর কোন মুসলমান কবি রাজনৈতিক এবং সামাজিক চেতনার এমন শক্তি সাহস, আর উদ্দীপনা নিয়ে সাহিত্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হননি। স্বাধীনতাকামী মানুষের মনে নজরুল দিয়ে ছিলেন শক্তি ও সাহস। উৎপীড়িত জনগণের বেদনা তার কাব্য ও গানে প্রতিফলিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

খ. হাফিয ইবরাহীম ঃ

আধুনিক আরবী সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি হাফিয ইব্‌রাহীম মিস্বরের আস্‌য়ূত প্রদেশের দাইরুত্ব শহরে এক মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি 'হাফিয ইবরাহীম' নামেই খ্যাত। তার পিতা ইব্‌রাহীম ফাহমী আফেন্দী মিস্বরের একজন স্থায়ী অধিবাসী এবং দাইরুত্ব অঞ্চলে সেতু নির্মাণ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ছিলেন। মাতা হানম তুর্কী বংশোদ্ভুত আহমদ বুরসাহলি বেগ এর কন্যা ছিলেন। তার জন্ম সন সম্পর্কে মতানৈক্য রয়েছে ; কারো মতে ১৮৭০ খৃ., কারো মতে ১৮৮০ খৃ. আবার কারো মতে এ দুয়ের মধ্যবর্তী কোন এক সময়। ১৯১১ খৃ. ৪ ফেব্রুয়ারী তারিখে মিস্বরের পাবলিক লাইব্রেরীতে হাফিযের চাকুরীতে নিয়োগের সময় ডাক্তার বেটসী কর্তৃক পরিচালিত ডাক্তারী পরীক্ষায় (চেক আপে) হাফিযের জন্মতারিখ ৪ ফেব্রুয়ারী, ১৮৭২ খৃ. ধার্য করা হয়। ঐ তারিখটিকেই নির্ভরযোগ্য ভিত্তি বলে মনে করা হয়।[১৬]

হাফিযের চার বছর বয়সে তার পিতার মৃত্যু হলে তার মা তাকে নিয়ে কায়ারোতে হাফিযের মামা প্রকৌশলী মুহাম্মদ আফেন্দী নিয়াজীর নিকট চলে আসেন এবং সেখানে পরপর দূর্গস্থিত অবৈতনিক বিদ্যালয়, প্রাথমিক বিদ্যালয়, খেদিব বিদ্যালয় ইত্যাদি বিভিন্ন বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। ১৮৮৮ খৃ. তার মামা ত্বান্‌ত্বায় (طنطا) বদলীহলে হাফিযও মামার সাথে ত্বান্‌ত্বায় যান এবং সেখানে আহমদী ইনস্টিটিউটে ভর্তি হন। তার বয়স তখন ১৬ বৎসর।

সে সময়ে তার মধ্যে কাব্যস্ফুরণ পরিলক্ষিত হয়। তিনি বিভিন্ন আরবী সাহিত্য ও কাব্য গ্রন্থাদি অধ্যয়ন শুরু করেন এবং প্রাচীন কবিদের উৎকৃষ্ট কবিতা ও প্রবন্ধ মুখস্থ করেন। তিনি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বেশীদিন অব্যাহত রাখতে পারেননি। এর পরিবর্তে সাহিত্য ও কাব্যানুরাগী শিক্ষার্থীদের সমাবেশে প্রতিরাতে সাহিত্য ও কাব্য চর্চা করতে লাগলেন। ঐ আহমদী প্রতিষ্ঠানের তৎকালীন জনৈক ছাত্র প্রফেসর শায়খ আব্দুল ওয়াহহাব নাজ্জার হাফিযের সাহিত্যের ভক্ত ছিলেন।[১৭]

কর্মহীনতা, পিতৃহীনতা, দারিদ্র ও নৈরাশ্যের গ্লানি তার মনকে এমনভাবে প্রভাবান্বিত করে যে, ঐ সময়ে রচিত কবিতার বিষয় বস্তু ঐ সব ঘটনা কেন্দ্রিক ছিল। হাফিযের এই কর্মহীন ভবঘুরে জীবন যাপনে তার মামা অতিষ্ঠ ও বিরক্ত হয়ে উঠেন। হাফিয মামার মানসিক বিরক্তিভাব অনুভব করতে পেরে চার পংক্তি কবিতা লিখে মামার গৃহ পরিত্যাগ করেন ঃ [১৮]

ثقلت عليك مؤنتى # إنى أراها واهيه

فافرح فإنى ذاهب # متوجه فى داهيه

আপনার নিকট আমার ভরণ পোষণ বোঝা ঠেকেছে। আমি উহা অনুশোচনাময় মনে করছি। আপনি পুলকিত হোন আমি চলে যাচ্ছি মৃত্যুর অভিমুখে।

Dhaka University Institutional Repository

জীবিকা সংস্থানের তাগিদে হাফিয ত্বান্‌ত্বায় আইনজীবিদের বারে গমন করেন এবং পরপর এডভোকেট মুহাম্মদ আল্‌-শাইমী, এডভোকেট মুহাম্মদ আবু শাদী, এডভোকেট আব্দুল কারীম আফেন্দী, এডভোকেট ইবর-াহীম আল্‌-হালবাভী প্রমুখ আইনজীবির দফতরে শিক্ষানবীশ রূপে কাজ করেন। কিন্তু এ পেশায় দীর্ঘদিন থাকেননি।

আইন পেশার প্রতি বিরাগভাজন হয়ে হাফিয উহা পরিত্যাগ করে ত্বানত্বা থেকে কায়রো চলে আসেন এবং ১৮৮৮ খৃ. সেখানে ক্যাডেট কলেজে ভর্তি হন এবং ১৮৯১ খৃ. মাত্র ২০ বৎসর বয়সে 'সেকেণ্ড অফিসার' রূপে পাশ করে বের হন এবং প্রতিরক্ষা বাহিনীতে যোগ দেন। সেনাবাহিনীর বাঁধা ধরা জীবন এবং ঔপনিবেশিক বৃটিশদের অস্বাভাবিক কর্তৃত্বভাব প্রদর্শন এবং তাদের প্রতি অন্ধ আনুগত্য তথা জাতীয়তাবাদী চেতনাশূন্যতা ইত্যাদি কারণে স্বাধীনচেতা হাফিযের মন অতিষ্ট হয়ে উঠে। ফলে ১৮৯৫ খৃ. তার চাকুরী স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ট্রান্সফার করা হয় এবং তাকে পুলিশ বিভাগে 'সুপারভাইজার' (ملاحظ) রূপে নিয়োগ দেয়া হয়। কায়রোর উপকণ্ঠে 'বনী সুয়াইফ' শহরে কিছুদিন থাকার পর 'ইবরাহীমিয়্যার' বদলী হন। সাতমাস পর কর্তব্যে অবহেলা ও অমনোযোগিতার দরুন পুনরায় প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে তার চাকুরী প্রত্যাবৃত হয় এবং প্রথমবারের মত তাকে 'সাসপেণ্ড' করা হয়। ঐ বছরই সূদানের 'মাহদী বিপ্লব' দমনের জন্য লর্ড কিচনারের নেতৃত্বে মিস্বরীয় সেনাবাহিনী সূদানে প্রেরিত হয়, তখন হাফিযের 'বরখাস্ত' আদেশ প্রত্যাহার করে হাফিযকেও মিস্বরীয় সেনাদলের সাথে ১৮৯৬ সালে পূর্ব সূদানে প্রেরণ করা হয়।[১৯]

প্রথমে আর্টিলারীর সৈনিকরূপে অতঃপর সেনাবাহিনীর রসদ তদারকীর দায়িত্ব তাকে দেয়া হয়। ঔপনিবেশিক বৃটিশদের অধীনে মিস্বরীয় সেনাবাহিনী অত্যন্ত লাঞ্ছিতাবস্থায় ছিল। মিস্বরীয় জাতীয়তাবদী 'উরাবী বিপ্লব ব্যর্থ হবার পর বৃটিশ সরকার মিস্বরীয়দের উপর নির্যাতন নিপীড়ন শুরু করে, পত্রপত্রিকা বাজেয়াপ্ত করে, তাদেরকে সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করে। বৃটিশ সেনারা মিস্বর ও সূদানে মিস্বরীয় সৈনিকদের সাথে দুর্ব্যবহার করতে শুরু করে। সেনাবাহিনী প্রধান লর্ড কিচনারের সাথে হাফিযের সম্পর্ক খারাপ হয়ে পড়ে। তার গ্রুপ লীডার 'রাফ'আতবেগ' তার বিরুদ্ধে খারাপ রিপোর্ট দিতেন - বিধায় লর্ড কিচনারের মন হাফিযের প্রতি বিদ্বেষী হয়ে উঠে। হাফিযের নামের পাশে রেকর্ড করে রাখে لا يرقى ولا يرفت (এর পদোন্নতি দেয়া হবে না এবং বরখাস্ত ও করা যাবেনা।)। হাফিয ও তার গ্রুপ লীডার এর বিরুদ্ধে নিন্দা কবিতা লিখে স্বীয় বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে আবৃত্তি করতেন। যেমন -[২০]

تراه إذا ينفخ فى المزمار # تحسبه فى رتبة السردار
يجتنب العاقل والنبيها # يعشق الجاهل والسفيها

বাঁশীতে ফুকদান কালে তাকে সর্দার পদে সমাসীন মনে করবে। বুদ্ধিমান, দুরদর্শীদেরকে দূরে ঠেলে মূর্খ-নির্বোধকে ভালবাসে।

আর্থিক অনটন বশত: হাফিযের জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠে। ১৮৯৯ খৃ. কতিপয় সামরিক অফিসারের সাথে হাফিয বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। আদালতে বিচারানুষ্ঠানের পর হাফিযসহ মোট (১৮) আঠারো জনকে অভিযুক্ত করা হয়। ১৯০০ খৃ. ৩ মে হাফিযকে সেনাবাহিনীর চাকুরী থেকে বরখাস্ত করা হয়, তখন তিনি '১ম অফিসার' পদ মর্যাদায় ছিলেন। ১৯০৩ খৃ. ১ নভেম্বর তাকে অবসর প্রদান করা হয়।[২১]

Dhaka University Institutional Repository

সূদান হতে প্রত্যাবর্তনের পর হাফিয পুণরায় কর্মহীন ভবঘুরে জীবন যাপন শুরু করেন। মাসিক চার পাউণ্ড পেনশন ভাতায় জীবিকা নির্বাহ অত্যন্ত দু:সাধ্য হয়ে উঠে। বিভিন্ন স্থানে কর্মপ্রার্থী হয়ে ব্যর্থ হন, নৈরাশ্য তার মনোবলকে পঙ্গু করে দেয়। সে সময়ে রচিত কবিতায় তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে : [২২]

إذا نطقت فقاع السجن متكأ # وإن سكت فإن النفس لم تطب

আমি যখন সত্য কথা বলি, তখন কারাগারের ভূমি প্রস্তুত ; আর সত্যকথা বলা থেকে নিশ্চুপ থাকলে মন মানেনা।

চরম নৈরাশ্যের দরুন তিনি মৃত্যু কামনা করেন। তিনি দার্শনিক 'মানী'র ন্যায় বংশ বিস্তার বন্ধের আহবান জানান। যাতে এই পৃথিবীর দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে মানব বংশ বিলীন হয়ে যায়। কবি বলেন : [২৩]

وددت لو طرحوا بى يوم جئتهم # فى مسبح الحوت أو فى مسرح العطب

لعل «مانى» لا قى ما أكابده # فود تعجيلنا من عالم الشجب

(আমার আগমনের (জন্মের) দিন যদি আমার মা বাবা আমাকে মৎস্যের কিংবা ধ্বংসের বিচরণ ক্ষেত্রে নিক্ষেপ করতেন, তবে কতইনা ভালো হতো। আমি যে কষ্ট যন্ত্রণা ভোগ করছি, হয়ত দার্শনিক 'মানী' তদ্রুপ যন্ত্রণা ভোগ করেছেন, তাই তিনি (মানী) এই যাতনাপূর্ণ পৃথিবী থেকে আমাদের দ্রুত প্রস্থান কামনা করেছেন।

১৯০৬ খৃ. 'আবেদীন' মহল্লার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের ইসমাঈ'ল স্বাবরী নামক জনৈক ধনাঢ্য ব্যক্তির মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন কিন্তু তা' চারমাসের অধিক স্থায়ী হয়নি, কোন সন্তানও হয়নি। কবি জীবনে আর কোন বিয়ে করেননি। ১৯০৮ খৃ. মামীর ইন্‌তেকাল হয়।

সূদান হতে প্রত্যাবর্তনের পর থেকেই কবি হাফিয কর্মহীন ভবঘুরে এক রেস্তোরা থেকে অন্য রেস্তোরাঁয়, এক বৈঠক থেকে অন্য বৈঠকে গমন করে সময় কাটাতেন। ইতিমধ্যে তিনি মিস্বরের তদানীন্তন গ্র্যাণ্ড মুফতি, প্রখ্যাত পণ্ডিত, সাহিত্যিক ও সাংবাদিক শায়খ মুহাম্মদ 'আব্দুহুর (১৮৪৮-১৯০৫) সাহচর্যে গমন করে তাঁর নিকট জ্ঞান আহরণ করেন। কবির পরবর্তী জীবন ও কাব্য ধারার উপর এই মহাপণ্ডিতের প্রভাব অত্যন্ত সুস্পষ্ট। অনুরূপভাবে হাফিয তদানীন্তন অন্যান্য পণ্ডিত-মনীষী সাহিত্যিক যেমন-সা'দ ঝগলুল (১৮৫৭-১৯২৭), মুস্তফা কামিল (১৮৭৪-১৯০৮), কাসিম আমীন (১৮৬৫-১৯০৮), খলীল মাত্বরান (১৮৭১-১৯৪৯), বিশরী (মৃ.১৯৪৩) প্রমুখের আসরে উপস্থিত হতেন, তাদের পান্ডিত্য ও সাহিত্য দ্বারা উপকৃত হতেন এবং তাদেরকেও কাব্য ও সাহিত্য আবৃত্তি করে শোনাতেন। এমনি ভাবে হাফিয দশ বছর বেকার কাটান। প্রকৃত পক্ষে এই দশ বছর কালই (১৯০১-১৯১১) কবির জীবনের সৃজনশীল অধ্যায়। জীবিকার তাগিদে হাফিয কিছুদিন 'আল-আহরাম' পত্রিকায় কাজ করেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে তা পরিত্যাগ করেন।

মিস্বরের জনগণ ঔপনিবেশিক বৃটিশদের হাতে নির্যাতিত নিষ্পেষিত হচ্ছিল। সাম্রাজ্যবাদীদের সমালোচনা করে সাধারণ জনগণের সুখদুঃখের কথা বর্ণনা করে হাফিয কবিতা রচনা করেন। ইমাম মুহাম্মদ 'আব্দুহু (১৮৪৮-১৯০৫), সা'দ ঝগলুল (১৮৫৭-১৯২৭), মুস্তাফা কামিল (১৮৭৪-১৯০৮), ক্বাসিম আমীন (১৮৬৫-১৯০৮) প্রমুখ জাতীয় নেতৃবৃন্দের সাথে একাত্ম হয়ে সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সংস্কারের জন্য কাব্যে আহবান জানান।[২৪] আল-আহরাম, আল মুক্বাত্তাম, আল-মুআইয়্যাদ, আল-মানার,

আল-হিলাল, আল-লিওয়া, মিছবাহুস শারক, মাজাল্লাতু সার্কিস, আল-উস্তাদ ইত্যাদি পত্রিকা হাফিযের কাব্য প্রতিভা বিকাশে সহায়তা করেছে। তার সুখ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তিনি شاعر النيل উপাধিতে ভূষিত হন। স্বজাতির আশা আকাঙ্খা, দুঃখ দুর্দশার বাস্তব চিত্র, সাধারণ মানুষের অবস্থা ও সমস্যাবলী, তাদের মতামত এবং সাম্প্রতিক ঘটনাবলী কাব্যে রূপদান করেন। এরই ফলশ্রুতিতে তিনি স্বদেশ বাসীর নিকট شاعر الوطنية، شاعر الشعب (জনগণের কবি, জাতীয়তাবাদের কবি) شاعر الاجتماع 'সামাজিক কবি'রূপে খ্যাতি লাভ করেন।

কবি হাফিয বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন শাসক রাজা-বাদশাহ, সুলতান, মন্ত্রী, রাজনীতিক, পন্ডিত মনীষী, কবি-সাহিত্যিক প্রমুখ প্রতিভাবান ও প্রভাবশালী ব্যাক্তিদের গুণ ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করে কবিতা রচনা করেছেন। অনুরূপভাবে তাদের তিরোধানে শোক-কবিতাও লিখেছেন।

স্বদেশ প্রেমে অনুপ্রাণিত হয়ে দেশে বিরাজমান পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে দেশাত্মবোধক ও রাজনৈতিক কবিতা লিখেছেন। পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনে, জাতির দুঃখ-দুর্দশা মোচনে, জাতীয় উন্নয়ন লাভে, মাতৃভাষার যথাযথ উন্নয়নে, নারী সমাজের মর্যাদা দানে, জাতীয় ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা অবলম্বনের জন্য কবি হাফিয স্বদেশবাসীকে আহবান জানিয়েছেন কবিতায়। বৃটিশ সরকারের প্রতি প্রথমতঃ সুসম্পর্ক থাকায় কবি তাদের স্তুতি গাঁথা, অভিনন্দন জ্ঞাপক কবিতা-লিখেছেন। কিন্তু পরবর্তীকালে নিজ আশা আকাঙ্খা, দুঃখ দুর্দশাকে জাতির আকাঙ্খা ও দুর্দশার সাথে একাত্ম করে কবিতায় ফুটিয়ে তুলতে প্রয়াসী হন। হৃদয়তন্ত্রী সমূহে বিপ্লবের অনুপ্রেরণা দ্বারা ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করেন। যুগ যন্ত্রনা বর্ণনায় কবি ছিলেন মুখর। বাংলার কবি কাজী নজরুল ইস-লামের ন্যায় তিনি ছিলেন বিদ্রোহী কবি। প্রথম জীবনে সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন এবং পরবর্তী জীবনে সাহিত্য সাধনায় মনোনিবেশ করেন। কবি হিসাবে নিঃসন্দেহে তিনি প্রথম শ্রেণীর কবি। সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যা বহুল বিষয়বস্তু তার কবিতার উপজীব্য।

কবি হাফিয ইসলাম ধর্মের প্রতি অতিশয় শ্রদ্ধাশীল ছিলেন; সুদৃঢ় আকীদার অধিকারী, আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থাবান ছিলেন। তিনি আরব জাতি, আরব্য সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। ধর্মের ন্যায় মাতৃভূমির প্রতি ও তার গভীর ভালোবাসা ছিল। অন্যধর্ম বা ভিন্ন ধর্মাবলম্বীর প্রতি তার কোন বিদ্বেষ ছিলনা।[২৫]

কবি হাফিযের প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যা সীমিত হলেও তিনি আরবী সাহিত্যের প্রাচীন মৌলিক গ্রন্থাদি তথা- কিতাবুল আগানী, দিওয়ানুল হামাসাহ, আল্-কামিল, আল্-আমালী, আল্-অহিলাতুল আদবিয়্যাহ, আল মুকাফাআহ, আল-জাহিযের রচনাবলী ইত্যাদি গ্রন্থ অধ্যয়ন করে মুখস্থ করেছেন। এ ব্যপারে তার অসাধারণ স্মৃতি শক্তি তাকে সাহায্য করেছে।[২৬]

কবি হাফিয আজীবন সমকালীন ভাষা-সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও রাজনীতির প্রখ্যাত মনীষীদের সাহচর্যে কাটান। ইমাম মুহাম্মদ 'আব্দুহু, হাম্যা ফাতহুল্লাহ, ইব্রাহীম ইয়াঝিজী, মুহাম্মদ মাহদী, সামী বারুদী, মুস্তাফা কামিল, সা'দ ঝগলুল, ফাতহী, ক্বাসিম আমিন, ইসমাঈ'ল স্বাবরী, হাফনী নাসীফ, আহমদ হাশমত, আলী

Dhaka University Institutional Repository

ইউসুফ, ইবরাহীম আল-মুআইলিহী, মুহাম্মদ আল-মুআইলিহী প্রমুখের সাহচর্য লাভ করেন। তাদের বৈঠকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনা, রাজনৈতিক ইস্যু এবং বিভিন্ন সামাজিক ব্যপার নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা হতো। হাফিয ঐ সকল আলোচনায় অংশ নিতেন।

কখনো কবি খলিল মাত্বরানের সাথে বিভিন্ন রেস্তোরায় পান্থশালায়, আড্ডা খানায় যেতেন, সেখানে শায়খ 'আব্দুহু-আল্ হামূলী, ইমাম মুহাম্মদ 'আব্দুহু, মুহাম্মদ আল বাবেলী প্রমুখ রসালাপী, বাগ্মী এবং মাত্বরান, অলী উদ্দীন ইয়াকন, ইবরাহীম দাব্বাগ, ফুয়াদ প্রমুখ কবি সাহিত্যিকগণ-উপস্থিত হতেন। কবি হাফিয ঐ সমস্ত সমাবেশে উপস্থিত হয়ে স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করে শোনাতেন; উপস্থিত সভাসদদের স্বীকৃতি ছাড়া হাফিযের কোন কবিতা প্রকাশিত হতো না। এসব বৈঠকের দ্বারা কবি হাফিয অনেক উপকৃত হয়েছেন এবং তার জ্ঞান, মেধা ও সংস্কৃতি বিকাশে সহায়ক হয়েছে। সমকালীন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার সাথে, ওগুলোর স্বত্বাধিকারীদের সাথে এবং সম্পাদকদের সাথেও হাফিযের ঘনিষ্টতা ছিল, তাদের সাহচর্যে সাহিত্য, সংস্কৃতি, সমাজ ও রাজনীতি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা লাভ করতেন হাফিয।[২৭]

কবি হাফিয আল আহরাম, আল-মুক্বাত্ত্বাম, আল-মুআইয়্যাদ, আল-মানার, আল-হেলাল, আল-লিওয়া, মাজাল্লাতু সার্কিস প্রভৃতি পত্রপত্রিকায় স্ব-রচিত কবিতা প্রকাশ করতেন।

আল-মুআইয়্যাদ পত্রিকার স্বত্বাধিকারী শায়খ আলী ইউসুফ কবি হাফিযকে কবি শওক্বীর প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দাড় করানোর উদ্দেশ্যে হাফিযকে شاعر النيل উপাধি দেন।

আল-লিওয়া পত্রিকার মালিক মুস্তফা কামিল কবি হাফিযকে شاعر الوطنية/ شاعر الحزب الوطني উপাধি প্রদান করেন।

مجلة سركيس ম্যাগাজিনের স্বত্বাধিকারী সেলীম সার্কিসের সৌজন্যে ও বদান্যতায় হাফিয কবি শওক্বীর সমপর্যায়ে উন্নীত হন। ১৯০৮ খৃঃ ২৩ মার্চ সিরীয় সাহিত্যিকগণ স্থানীয় শোবরা হোটেলে نابغة النثر والشعر حافظ ابراهيم কে সম্বর্ধনা প্রদান করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে কবি হাফিয الأ متان تتصافحان শীর্ষক কবিতা আবৃত্তি করেন।

الأساتذة ঃ- কবি হাফিয তৎকালীন প্রখ্যাত কবি-সাহিত্যিক, জ্ঞানী গুণী, মনীষীদের নিকট জ্ঞান অর্জন করেন। তম্মধ্যে শায়খ তাওফীক বাক্‌রী, যার বাসগৃহে শায়খ শানক্বেত্বী, শায়খ মুহাম্মদ আল-খুদ্বারী, কবি ও ভাষাবিদ হাফনী নাসীফ প্রমুখ মনীষীগণ সমবেত হতেন। কবি হাফিয স্বীয় তীক্ষ্ণধী ও প্রতিভা বলে ঐসব পন্ডিত মনীষীদের পান্ডিত্য ও জ্ঞানের দ্বারা উপকৃত হতেন।

অনুরূপভাবে কবি হাফিয কবি ইসমাঈ'ল স্বাবরীর (১৮৫৫-১৯২৩) আসরে যেতেন, সেখানে শওক্বী, মাত্বরান, আহমদ নাসীম, মুহাম্মদ আব্দুল মোত্তালেব, আব্দুল হালীম মিস্বরী প্রমুখ যুবক কবিগণ সমবেত হতেন এবং সর্বসম্মতভাবে ইসমাঈল স্বাবরীকে নিজেদের শিক্ষাগুরু (أستاذ) রূপে গণ্য করে شيخ الشعراء (কবিগুরু) উপাধি প্রদান করেন। তারা সবাই তার নিকট তাদের কবিতা পেশ করতেন এবং তার মতামতকে অত্যন্ত গুরুত্ব প্রদান করতেন। কবি হাফিযের শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও মননশীলতার গঠনে আরো দু'জন মনীষীর প্রভাব অপরিসীম। একজন আধুনিক আরবী কাব্যান্দোলনের অগ্রদূত মাহমূদ সামী আল-বারূদী

Dhaka University Institutional Repository

(১৮৩৮-১৯০৪); অন্যজন-প্রখ্যাত ধর্মীয় পন্ডিত শায়খ মুহাম্মদ 'আব্দুহ (১৮৪৮-১৯০৫)। কবি হাফিয সৈনিক জীবনে স্বীয় গুরু বারুদীকে পুরোপুরি অনুকরণ করেছেন। সৈনিক জীবনে তথা যুদ্ধবিগ্রহে, শৌর্যে-বীর্যে হাফিয সফল হতে না পারলেও আধুনিক আরবী কাব্য ক্ষেত্রে অবিস্মরণীয় কবি হয়েছেন। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে কবি আল-বারুদী শ্রীলংকা-নির্বাসন থেকে কায়রো প্রত্যাবর্তন করলে কবি হাফিয নিয়মিত তার গৃহে গমন করতেন এবং সেখানে অন্যান্য যুবক কবিদের সাথে মিলিত হতেন। তারা স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করে বারুদীকে শোনাতেন। বারুদী তাদেরকে প্রয়োজনীয় মূল্যবান পরামর্শ ও নির্দেশনা প্রদান করতেন।[২৮] সুদান থেকে প্রত্যাবর্তনের পর কবি হাফিয ইবরাহীম ইমাম মুহাম্মদ 'আব্দুহর সান্নিধ্যে পাঁচ বছর অতিবাহিত করেন (১৯০৫ সনে ইমামের মৃত্যু অবধি)। তাঁর নিকট থেকে হাফিয জ্ঞান, নৈতিকতা, জীবন-সমস্যার সঠিক জ্ঞান লাভ করেন। ইমামের মজলিসেই মুস্তাফা কামিল, সা'দ ঝগলুল, মুহাম্মদ ফরীদ, কাসিম আমীন প্রমুখ প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ, জ্ঞানীগুণী, পন্ডিত-মনীষীদের সাহচর্য লাভের সুযোগ পান। সেই মজলিসেই জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোচনা পর্যালোচনা, মিস্বর তথা সমগ্র আরব জগতের পরিস্থিতি, উহার সমস্যা ও সমাধানের ব্যাপারে আ-লোচনা পর্যালোচনা হতো। হাফিয এসব থেকে বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জন করতেন।[২৯]

সূদান থেকে প্রত্যাবর্তনের পর দশবছর বেকার থাকায় হাফিযের দুরাবস্থায় তদানীন্তন শিক্ষা অধি-দফতরের মহাপরিচালক আহমদ হাশমত পাশা দয়া পরবশ হয়ে ১৯১১ খৃঃ ৭ ফেব্রুয়ারী মিস্বরের পাবলিক লাইব্রেরীর সাহিত্য বিভাগের প্রধান রূপে হাফিযকে নিয়োগদেন, অতঃপর ৭ ফেব্রুয়ারী, ১৯১৬ তারিখে পাবলিক লাইব্রেরীর প্রধান নিযুক্ত হন। ১৯৩২ খৃঃ ৪ ফেব্রুয়ারী ষাট বছর বয়সে দ্বিতীয় বার পেনশন লাভ করেন। তিনি প্রায় বিশবছর উক্ত গ্রন্থাগারে কর্মরত ছিলেন। উক্ত সময়ে তিনি অত্যল্পই কবিতা রচনা করেছেন। এ ব্যাপারে প্রখ্যাত সাহিত্যিক আহমদ আমীনের মন্তব্য ঃ[৩০]

كانت تلك الفترة فترة نضوب فى شعره وجمود قريحته إلا نادراً، فكان منصبه نعمة عليه ونقمة على فنه ومنفعة له مضرة على الناس.

হাফিযের গ্রন্থাগারে চাকুরীকাল তার কাব্যের স্থবিরতার কাল। ঐ চাকুরী ব্যক্তিগত ভাবে তার জন্য কল্যাণকর হলে ও তার কাব্যশিল্পের জন্য অকল্যাণকর ও ক্ষতিকর হয়েছে।

পাবলিক লাইব্রেরীর চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণের সাড়ে চারমাস পর ১৯৩২ খৃঃ ২১ জুলাই কবি হাফিয মিস্বরে ইনতেকাল করেন।

কবি মুহাম্মদ হাফিয নিম্নোক্ত গ্রন্থাদি রচনা করেছেন ঃ

(১) দিওয়ান হাফিয ঃ দু'খন্ডে প্রকাশিত কাব্য সংকলন গ্রন্থ। উহাতে হাফিযের সমকালীন যুগের চিত্র ফুটে উঠেছে। সর্বশেষ সংস্করণ ১৯৩৭ খৃ. ড. আহমদ আমীনের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে।

(২) কবি হাফিয ফরাসী ভাষা জানতেন বিধায় ঐ ভাষার সাহিত্যাদি অধ্যয়ন করেছেন। ফরাসী কবি, উপন্যাসিক ও নাট্যকার ভিক্টর হুগো (১৮০২-১৮৮৫) এর বিখ্যাত উপন্যাস Les Miserables এর আরবী কাব্যানুবাদ করেছেন ১৯০৩ খৃঃ এবং البؤساء নামে প্রকাশ করেছেন। গ্রন্থটিতে যেহেতু দুর্ভাগা

Dhaka University Institutional Repository

অসহায়দের জীবনের কথা বিবৃত হয়েছে, কবি হাফিয নিজেও দুর্দশা গ্রস্ত ছিলেন, তাই গ্রন্থটির আরবীকরণে অনুপ্রাণিত হয়েছেন।

(৩) J. J. রুশোর কিছু সংখ্যক খন্ড কবিতার আরবী অনুবাদ করেছেন।

(৪) كتاب موجز الاقتصاد হাফিয ইবরাহীম কবি খলীল মাত্বরানের সহযোগিতায় অর্থনীতির এ গ্রন্থের আরবী অনুবাদ করেন এবং ১৯১৩ খৃ. উহা প্রকাশিত হয়। তদানীন্তন শিক্ষা মন্ত্রী আহমদ হাশমত পাশা কবিদ্বয়কে (شاعر القطرين) আরবী অনুবাদ করনের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। অর্থনীতির ফরাসী পরিভাষার যথাযথ আরবীশব্দ প্রয়োগে কবিদ্বয় যথাসাধ্য চেষ্টা সাধনা করে ধন্যবাদার্হ হয়েছেন।

(৫) ليالى سطيح (অগভীর রজনী সমূহ) কবির ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক গুরু মুফতী শায়খ মুহাম্মদ 'আব্দুহুর ইন্তিকালের পর মানসিক হতাশাগ্রস্থ হয়ে কবি হাফিয ১৯০৭ এবং ১৯০৮ সনের মধ্যবর্তী সময়ে গ্রন্থটি রচনা করেন এবং মরহুম ইমামের নামে তা উৎসর্গ করেন। গ্রন্থটি প্রখ্যাত সাহিত্যিক (মরহুম) মুহাম্মদ আল্‌মুআইলিহী এর গ্রন্থ "হাদীছ ঈসা ইব্‌ন্ হিশাম" এর অনুকরণে সমালোচনামূলক একটি সামাজিক উপন্যাস। এতে হাফিয মিস্বরীয় সাহিত্য-সমাজ ও রাজনীতির ব্যপারে তার নিজস্ব দৃষ্টি ভঙ্গী ও মনোভাব ব্যক্ত করেছেন। ঔপনিবেশিক শক্তির যাঁতাকলে নিষ্পেষিত মিস্বরের অবস্থা বর্ণনা করেছেন এবং অতি সাবধানে বৃটিশদের কার্যকলাপের নিন্দা জ্ঞাপন করেছেন।

(৬) التربية الأولية (প্রাথমিক প্রশিক্ষণ) বিষয়ে একখানি ছোট পুস্তিকা হাফিয ইবরাহীম শিক্ষামন্ত্রনালয়ের অনুরোধে ফরাসী ভাষা থেকে আরবীতে অনুবাদ করেন; যা ১৯১২ খৃ শিক্ষা মন্ত্রনালয় প্রকাশ করে।

কবি হাফিয ১৯২৪ খৃঃ ২৫ দিনের সফরে ইটালী, ফ্রান্স, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করেন এবং সে সব দেশের নৈতিক ও বৈষয়িক উন্নয়ন পর্যবেক্ষণ করেন; পাশ্চাত্যের উন্নতি-অগ্রগতি প্রত্যক্ষ অবলোকন করেন। এ ব্যপারে الرحلة إلى ايطاليا শীর্ষক কবিতায় তার অভিব্যক্তি ব্যক্ত করেছেন।

কবি তাঁর 'দিওয়ান-হাফিয ইবরাহীমে'র অবদানে বিশ্বের নিপীড়িত মানবতার নিকট সমাদৃত ও জনপ্রিয় হয়ে থাকবেন।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ :

১. ড.রফিকুল ইসলাম, নজরুল জীবনী, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭২, পৃ. ১।

২. সূফী জুলফিকার হায়দার, নজরুল জীবনের শেষ অধ্যায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পুস্তক কেন্দ্র, ঢাকা, ২ সং, ১৯৬৯, পৃ. ১১৯

৩. মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন, সওগাত যুগে নজরুল, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা, জুন, ১৯৮৮,১ সং,পৃ. ১০

৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০।

৫. আব্দুল কাদির , নজরুল পরিচিতি, পাকিস্তান পাবলিকেশন্স, ঢাকা, সেপ্টে. ১৯৬৮, ৪সং, পৃ. ১-১০; ড.র.ই, পূর্বোক্ত, পৃ. ১-২০।

৬. আ.কাদিরের মতে- রানীগঞ্জ এবং রফিকুল ইসলামের মতে-প্রসাদপুর।

৭. র.ই, পূর্বোক্ত পৃ. ৩৫।

৮. আ.কা.পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮।

৯. র,ই, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২০

১০. আ.কা. পূর্বোক্ত, পৃ.১২; র.ই. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫০; মঈনুদ্দীন খান, যুগস্রষ্টা নজরুল, বা/এ, ঢাকা, ১৯৭৮, ৩ সং, পৃ. ২৩।

১১. আ. কাদির, নজরুল প্রতিভার স্বরূপ, নজরুল ইন্সটিটিউট, ১৯৮৯, ১ সং, পৃ. ৩৫।

১২. আ.কা.নজরুল পরিচিতি, পৃ. ১৮।

১৩. আ.কা. নজরুল প্রতিভার স্বরূপ, পৃ. ৩৮।

১৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯-৪০।

১৫. নজরুল রচনাবলী, বাংলা একাডেমী (বা/এ), ঢাকা, ১৯৯৩, ৩খ. পৃ. ৪৬১।

১৬. ড. ইয়াহইয়া শামী, হাফিয ইবরাহীম; হায়াতুহু ও শে'রুহু, দারুল ফিক্‌র-আল আরবী, বাইরুত, লেবানন, ১সং, ১৯৯৫, পৃ. ১৩।

১৭. আহমদ আমীন, দিওয়ান হাফিয ইবরাহীম- মুক্বাদ্দিমা, বাইরুত, ১৯৬৯, পৃ. -৭।

১৮. পূর্বোক্ত, পৃ.৮।

১৯. ড.ইয়াহইয়া শামী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫; মুক্বাদ্দিমা দিওয়ান হাফিয, পৃ. ১৩; মুহাম্মদ ইবরাহীম সালীম, হাফিয ইবরাহীম শা-ইরুন্নীল, দারুত্ত্বালা ই', কায়রো, ১৯৯২, পৃ. ৯।

২০. মুক্কাদ্দিমা দিওয়ান হাফিয, পৃ. ১৩।

২১. ড.আব্দুল হামীদ আল্-জুন্দী, হাফিয ইবরাহীম: শা'ইরুন্নীল, দারুল মা'আরিফ, মিস্বর, ২সং ১৯৬৮, পৃ. ৩৩

২২. মুক্বাদ্দিমা, দিওয়ান হাফিয, পৃ. ১৪; জুন্দী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪।

২৩. জুন্দী. আ. হামীদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫।

২৪. শাওক্বী দ্বাইফ, আল-আদবুল 'আরবী আল্- মু'আস্বির, দারুল মা'আরিফ, আল্-ক্বাহিরা মিস্বর, ১৯৬০, পৃ. ১৪।

২৫. জুন্দী আ: হামীদ, পূর্বোক্ত, পৃ.৬২ ও ১৭৭।

২৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৯।

২৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭২-৭৭।

২৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮২-৯০।

২৯. পূর্বোক্ত, পৃ.৯১।

৩০. মুক্বাদ্দিমা দিওয়ান হাফিয ইবরাহীম, পৃ. ১৯।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

কবিদ্বয়ের কাব্যসাধনা

ক. নজরুলের কাব্য সাধনা

আধুনিক বাংলাসাহিত্যে কবি নজরুল ইসলাম বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। তিনি বাংলা কাব্যে বৈচিত্র ও অভিনবত্ব আনয়ন করেছেন। স্বীয় কাব্য সাধনাকে সামাজিক ও রাজনৈতিক সংস্কারে নিয়োজিত করেছিলেন। তাঁর সাহিত্য প্রতিভার প্রথম বিকাশ ঘটে করাচীতে। কিশোর বয়সে পল্লীর লেটোদলের সংস্পর্শে এসে চাষার সঙ, শকুনি-বধ, দাতাকর্ণ, মেঘনাদ বধ, রাজপুত্র, কালিদাস, বাদশাহ আকবর, বন্দনাগীতি ইত্যাদি নাটক ও প্রহসন রচনা করেন।[১] ১৯১৫-১৬ খৃ. সিয়ারসোল হাইস্কুলে অধ্যয়নকালে 'রাজার গড়, রাণীর গড় বেদনবেহাগ, করুণ গাথা, ও 'চড়ুই-পাখীর ছানা' কবিতা রচনা করেন। করাচীর সেনানিবাসে বিকশিত তার অসামান্য শিল্প প্রতিভার জন্য তিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেন। করাচী থেকে প্রেরিত গল্প, কবিতা, উপন্যাস ইত্যাদি এদেশের বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তাঁর প্রথম প্রকাশিত কবিতা 'মুক্তি' বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকার শ্রাবণ, ১৩২৬ (১৯১৯) সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। ১৩২৬ জৈষ্ঠে সওগাতে নজরুলের সর্বপ্রথম গল্প 'বাউন্ডেলের আত্মকাহিনী' প্রকাশিত হয়।[২]

১৩২৭ সালের বৈশাখ-চৈত্র (১৯২০-২১) একবছরের মধ্যে নজরুল বহু কবিতা, গল্প, পত্রোপন্যাস, গান এবং অনুবাদ-কবিতা সৃষ্টিতে প্রভূত সাফল্য অর্জন করেন। তার বিখ্যাত কয়েকটি কবিতা-বোধন, শাতিল আরব, বাদলপ্রাতের শরাব, আগমনী, খেয়াপারের তরণী, কোরবানী, মোহররম, অবেলায়, ফাতেহা-ই-দোয়াজদহম ইত্যাদি মাত্র সাত মাসের মধ্যে প্রকাশিত হয়। এই কবিতাগুলো বাংলা সাহিত্যে গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন, যা 'বিদ্রোহী' বা 'কামালপাশা' প্রকাশের পূর্বেই নজরুলকে যথাযোগ্য মর্যাদার অধিকারী করে। বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা এবং মোসলেম ভারত পত্রিকা এ ব্যাপারে তাকে বিশেষ সহায়তা করে।

নজরুল পাঠকমহলে প্রথমতঃ গল্পলেখক হিসেবেই পরিচিতি লাভ করেন। তার কবিতা অপেক্ষা ছোট গল্পই পাঠকের দৃষ্টি বেশী আকর্ষণ করে। ১৩২৬ সালের ভদ্র সংখ্যা সওগাতে 'স্বামীহারা' ছোটগল্প, এবং আশ্বিন সংখ্যায় 'কবিতা-সমাধি' এবং কার্তিক সংখ্যায় 'তুর্ক মহিলার ঘোমটা খোলা' প্রবন্ধ, পৌষ সংখ্যা প্রবাসীতে 'আশায়' কবিতা এবং মাঘ সংখ্যা, সাহিত্য পত্রিকায় 'ব্যথারদান' গল্প এবং 'মেহের নিগার' গল্প প্রকাশিত হয়। ১৩২৭ বৈশাখ-কার্তিক মোসলেম ভারতে সাত সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে 'বাঁধনহারা' উপন্যাস প্রকাশিত হয়। জৈষ্ঠ, ১৩২৭ মোসলেমভারতে 'বোধন' (হাফিজের গজলের কাব্যানুবাদ) এবং শাতিল আরব, আষাঢ়ে 'বাদলপ্রাতের শরাব, শ্রাবণে খেয়াপারের তরণী, ভাদ্রে কোরবানী, আশ্বিনে-মোহররম, অবেলায়, ফাতেহা-ই-দোয়াজদহম প্রকাশিত হয়। যার ফলে নজরুল বাংলা সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য মর্যাদার অধিকারী হন।[৩]

বাংলা সাহিত্যে নতুনগানে, নতুন ছন্দে ভরে তোলেন - মানুষের মুক্তির প্রচেষ্টায়, শাসক-শোষকের অত্যাচার বর্ণনায়, সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ ও বিক্ষোভের চিত্রাঙ্কনে জাতীয়তা বোধের উন্মেষ সাধনে, সামাজিক, রাজনৈতিক বিপ্লব ও মুক্তির প্রচেষ্টায়। এদিক দিয়ে তাঁকে ফরাসী লেখক ভল্টেয়ার (১৬৯৪-১৭৭৮) এবং রুশোর (১৭১২-১৭৭৮) সাথে তুলনা করা যায়। ভল্টেয়ার ও রুশোর সাহিত্যদর্শন যেরূপ ফ্রান্সের জনগণকে অনুপ্রেরণা দিয়েছিল, নজরুলের লেখনীও তদ্রুপ ভারত উপমহাদেশের হিন্দু-মুসলমানকে অনুপ্রেরণা

Dhaka University Institutional Repository

জুগিয়েছিল। দেশের স্বাধীনতা এবং ঔপনিবেশিক শাসক-গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সংগ্রামের আহবান জানিয়ে কবিতা লিখেছেন। ইসলামী ঐতিহ্যেরপুণর্প্রতিষ্ঠার আহবান জানিয়ে ইসলামী সাম্যের, ইসলামী রেনেসাঁর জন্য মুসলিম জাতিকে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন। সর্বস্তরের মানুষের চিরন্তন আশা আকাঙ্খা, সুখ-দুঃখ, যৌবন-প্রেম, বীরধম ইত্যাদি মানব জীবনের প্রতিটি দিক সম্পর্কে কবিতা লিখেছেন, তাই তাকে 'গণ-মানুষের কবি' বলা যায়। শোষিত বঞ্চিত, পরাধীন দেশকে মুক্ত ও স্বাধীন করার জন্য নজরুলের অবদানের স্বাক্ষর পাওয়া যায় তার যুগবাণী, রুদ্রমঙ্গল, দুর্দিনের যাত্রী, দুরন্ত পথিক, অগ্নিবীণা, বিষের বাঁশী, ভাঙার গান, প্রলয়শিখা, জিঞ্জীর প্রভৃতি পুস্তকে।

ঔপনিবেশিক শাসনামলে সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে স্বকীয়তালুপ্ত মুসলিম জাতির দুঃসময়ে নজরুলের আবির্ভাব। পশ্চাদপদ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, হীনমন্য, লক্ষ্যভ্রষ্ট, নৈরাশ্যে সমাচ্ছন্ন বাঙ্গালী মুসলমানদের দুর্দশার ছাপ ফুটে উঠেছে তার কবিতা ওগানে। তাই তাঁকে বাঙ্গালী মুসলমানদের জাগরণের অগ্রদূত (Pioneer) বলা যায়।

প্রথম মহাযুদ্ধের বিভীষিকা, খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন এবং কৃষক আন্দোলন এর ছাপ পড়েছে তার কবিতায়। খিলাফত আন্দোলনকালে রচিত কবিতা যেমন-রণভেরী, কামালপাশা, আনোয়ারপাশা, চিরঞ্জীব জগলুল, রীফসর্দার, আমানুল্লাহ প্রভৃতি কবিতায় স্বৈরাচারী রাজশক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও জিহাদের আহবান জানিয়েছেন।[৪] উপনিবেশিক শাসকদের বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলনের আহবান জানিয়ে-মানুষ, ফরিয়াদ, কৃষকের ঈদ, শ্রমিক-মজুর-কৃষাণের গান, চোর-ডাকাত, রাজাপ্রজা ইত্যাদি গানও কবিতা রচনা করেছেন। শাতিল আরব, মোহররম, কোরবানী, খেয়াপারের তরণী, বিদ্রোহী ইত্যাদি কবিতায় মুসলমানদের ইসলামী ঐতিহ্যের অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। এককথায়-কবি নজরুলের কাব্যে সমসাময়িক রাজনৈতিক ঘটনা, মুসলিম পুনর্জাগরনের প্রেরণা, নির্যাতিত মানবতার উদ্বোধন, মুসলিম বিশ্বের জাতীয় বীরদের প্রশস্থি, মানবীয় প্রেম-প্রীতির মাহাত্মের বর্ণনা রয়েছে।

১৩২৫/১৯১৮ থেকে ১৩৪৮/১৯৪২ খৃ. পর্যন্ত বাইশ বছর নজরুলের সাহিত্যজীবন। এর মধ্যে তার ১৮ খানা কবিতার বই, ৩ খানা গল্পের বই, ৩ খানা নাটক, ১ খানা ছোটদের নাটক, ৪খানা প্রবন্ধের বই এবং ১৪ খানা সঙ্গীত গ্রন্থ রচনা করেছেন। এটা তাঁর অসামান্য কীর্তি।

১৯৪২ খৃষ্টাব্দে কবি নজরুল দুরারোগ্য ব্যধিতে আক্রান্ত হবার পূর্ব পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা-তাঁর সাহিত্য কর্ম প্রকাশের বাহনরূপে ভূমিকা পালন করেছে। সুসাহিত্যিক মোহাম্মদ নাসির উদ্দীনের সম্পাদনায় (১৯১৮/১৩২৫ সালে প্রকাশিত) মাসিক 'সওগাত' বাকেরগঞ্জের কবি মোজাম্মেল হকের সম্পাদনায় এবং মুজাফফর আহমদের সহ সম্পাদনায় (বৈশাখ ১৩২৫/এপ্রিল ১৯১৮) প্রকাশিত 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা', শান্তিপুরের কবি মোজাম্মেল হকের সম্পাদনায় (বৈশাখ-১৩২৭) প্রকাশিত 'মোসলেম ভারত', শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের পৃষ্ঠপোষকতায় (মে,১৯২০) প্রকাশিত-দৈনিক 'নবযুগ' কাজী নজরুল ইসলামের সম্পাদনায় (আগষ্ট, ১৯২২) প্রকাশিত 'ধূমকেতু', শ্রমিক-প্রজাস্বরাজ পার্টির পরিচালনায় (২৫, ডিসেম্বর, ১৯২৫) প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'লাঙল', মোঃ আফজালুল হকের পরিচালনায় (আষাঢ়,১৩৩৪) প্রকাশিত মাসিক 'নওরোজ', মাওলানা আকরম খাঁর পরিচালনায় মাসিক 'মোহাম্মদী', কবি আব্দুল কাদিরের পরিচালনায় 'জয়তী' ইত্যাদি পত্রিকায় কবি নজরুলের কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, উপন্যাস, ছোটগল্প, পত্রোপন্যাস, গান ইত্যাদি প্রকাশিত হয়। নজরুল গ্রাম্য-জীবনে বাল্যকাল থেকেই গান রচনা

Dhaka University Institutional Repository

করতেন এবং গাইতেন। তার সাহিত্যিক জীবন শুরু হয় গল্প লেখার মাধ্যমে। তাঁর প্রথম প্রকাশিত গল্প 'বাউন্ডেলের আত্মকাহিনী' ১৩২৬ বঙ্গাব্দের জৈষ্ঠ্য সংখ্যা (১৯১৯) 'সওগাতে' ছাপা হয়। ১৩২৬ বাংলার শ্রাবণ সংখ্যা বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকায় প্রথম কবিতা 'মুক্তি' প্রকাশিত হয়। ভদ্র সংখ্যা সওগাতে-দ্বিতীয় গল্প 'স্বামীহারা' এবং আশ্বিনের সওগাতে 'কবিতা সমাধি', কার্তিকের সওগাতে-প্রথম প্রবন্ধ 'তুর্ক মহিলার ঘোমটা খোলা' এবং কার্তিক সংখ্যা বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকায় 'হেনা' গল্প প্রকাশিত হয়। তখন নজরুলের কবিতার চাইতে ছোটগল্পই পাঠকদেরকে বেশী আকৃষ্ট করেছিল। তাই পাঠক মহলে নজরুল 'গল্প-লেখক' হিসেবেই প্রথম পরিচিতি লাভ করেন।[৫]

নজরুলের কাব্যকর্ম 'সমাজ-দর্পন'। সমাজের সুখ-দুঃখ, হাসিকান্না, আশা আকাঙ্খা, অভাব-অভিযোগের বাস্তব প্রতিফলন ঘটেছে তার সাহিত্যে ও কাব্যে। তৎকালীন উপমহাদেশে চলমান রাজনৈতিক চিন্তাধারা ও সামাজিক আন্দোলনের প্রভাব নজরুলের সাহিত্য কর্মে প্রভাব বিস্তার করেছে। তন্মধ্যে প্যান-ইসলামিজম, মুসলমানদের 'খিলাফত' আন্দোলন, গান্ধীজীর 'অসহযোগ আন্দোলন, তুর্কী জাতীয় বীর কামাল পাশার প্রতি ভক্তির নিদর্শন স্বরুপ 'কামালবাদ' সন্ত্রাসবাদ, সর্বহারা সাম্যবাদ এবং ইসলামী সাম্যবাদ অন্যতম।

নজরুলের সাহিত্যকর্ম ও কাব্যকর্মকে পারিপার্শ্বিক ঘটনা প্রবাহের প্রভাবের ভিত্তিতে কয়েকটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যায় :-[৬]

প্রথম পর্যায়ে- পারিবারিক পরিবেশ এর ছাপ ঃ কাজী নজরুল ইসলামী আদর্শে বিশ্বাসী এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম কাজী পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন ও প্রতিপালিত হয়েছেন। ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছেন। নামাঝ, রোঝা, ইত্যাদি ইসলামী অনুষ্ঠান পালন করেছেন। বাল্যবয়সে রচিত কবিতায় তাঁর ইসলামী ভাবধারা পরিলক্ষিত হয়।

দ্বিতীয় পর্যায়ে- মাসিক 'মোস্‌লেম ভারত' পত্রিকায় প্রকাশিত নজরুলের বিভিন্ন কবিতা থেকে। জৈষ্ঠ, ১৩২৭/১৯২০ থেকে দিওয়ানে হাফিযের কাব্যানুবাদ-বোধন, শাতিল আরব, বাদল প্রাতের শরাব, খেয়াপারের তরণী, কোরবানী, মোহররম, ফাতেহা-ই দোয়াজদহম, রুবা-ঈয়াত-ই-হাফিজ,মরমীগান রণভেরী কামাল, আনোয়ার এবং বিদ্রোহী (ডিসে.১৯২১) ইত্যাদি কবিতা মোসলেম ভারতের বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

তৃতীয় পর্যায়ে- কবি নজরুল সমকালীন স্বদেশী আন্দোলন, স্বরাজ আন্দোলন, সাম্যবাদ তথা সমাজতন্ত্রবাদের অনুপ্রেরণায় কবিতা লিখেন। কৃষকের গান, শ্রমিকেরগান, চরকারগান, ভাণ্ডারগান, ধুমকেতু, আনন্দময়ীর আগমনে, রক্তাম্বরধারিনী মা, জাতের নামে বজ্জাতি, রাজবন্দীর জবানবন্দী, রৌদ্রদগ্ধেরগান, সাম্যবাদী, চিত্তনামা, ফরিয়াদ, সর্বহারা ইত্যাদি কবিতা এ পর্যায় ভূক্ত।

চতুর্থ পর্যায়ে- ইসলামী সাম্যবাদের অনুপ্রেরণায় নকীব, সুবেহ উম্মীদ, উমর, খালেদ, জগলুল, আমানুল্লাহ, অগ্রপথিক, ঈদ-মোবারক, খোশ-আমদেদ, তরুণের গান, ইত্যাদি জাগরন-মূলক গান ও কবিতা রচনা করেছেন।

পঞ্চম পর্যায়ে- মুক্তবুদ্ধির সমর্থনে লিখিত কবিতা 'প্রলয়শিখা' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভূক্ত।

৬ষ্ঠ পর্যায়ে- হাম্‌দ ও না'ত এবং ইসলামী গান। রাসূলে করীমের জীবন-চরিত-'মরুভাস্কর', 'কাব্যে-'আমপারা', শহীদী ঈদগাহে জমায়েত ভারী, দীন-ইসলামী লাল-মশাল, ইত্যাদি।

সপ্তম পর্যায়ে- ভক্তিমূলক গান, মরমীগান, শ্যামাসঙ্গীত, এক আল্লাহ জিন্দাবাদ, মহাসমর, সাম্যের জয় হোক ইত্যাদি কবিতা।

কবি নজরুলের সুস্থাবস্থায় (১৯৪২ খৃ. পর্যন্ত) তাঁর লিখিত কবিতা গান, গল্প, প্রবন্ধ, উপন্যাস সম্বলিত

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থাবলীর কালানুক্রমিক বর্ণনা নিম্নরূপ :-[৭]

১। ১৯২২/ ১৩৩০- অগ্নিবীণা (কবিতা), ব্যথারদান (গল্প), যুগবাণী (প্রবন্ধ)

১। ১৯২২/১৩৩০-অগ্নিবীণা (কবিতা), ব্যথারদান (গল্প), যুগবাণী (প্রবন্ধ)।

২। ১৯২৩/১৩৩০-দোলন-চাঁপা (কবিতা), রাজবন্দীর জবানবন্দী (প্রবন্ধ)।

৩। ১৯২৪/১৩৩১-বিষের বাঁশী (কবিতা), ভাঙার গান (কবিতা), ছায়ানট (কবিতা)

৪। ১৯২৫/১৩৩২-পূবের হাওয়া (কবিতা), সাম্যবাদী (কবিতা), চিত্তনামা (কবিতা) রিক্তের বেদন (গল্প)।

৫। ১৯২৬/১৩৩৩-সর্বহারা (কবিতা), ঝিঙেফুল (কিশোর কাব্য), দুর্দিনের যাত্রী (প্রবন্ধ)

৬। ১৯২৭/১৩৩৪-ফনি-মনসা, (কবিতা), সিন্ধুহিন্দোল (কবিতা), বাঁধনহারা (উপন্যাস)।

৭। ১৯২৮/১৩৩৫-জিঞ্জীর (কবিতা), সঞ্চিতা (কাব্যসঙ্কলন), বুলবুল ১খ. (গান)।

৮। ১৯২৯/১৩৩৬-চক্রবাক (কবিতা), সন্ধ্যা (কবিতা), চোখের চাতক (গান)।

৯। ১৯৩০/১৩৩৭-প্রলয়-শিখা (কবিতা), রুবাইয়াত-ই হাফিজ (কাব্যানুবাদ), নজরুল-গীতিকা (গীতি সংকলন), চন্দ্রবিন্দু (গান), মৃত্যুক্ষুধা (উপন্যাস), ঝিলিমিলি (নাটক)।

১০। ১৯৩১/১৩৩৮-সুরসাকী (গান), শিউলিমালা (গল্প), কুহেলিকা (উপন্যাস), আলেয়া (গীতিনাট্য), নজরুল স্বরলিপি।

১১। ১৯৩২/১৩৩৯-জুলফিকার (গান), বন-গীতি (গান)।

১২। ১৯৩৩/১৩৪০-কাব্য-আমপারা, (কাব্যানুবাদ), গুল-বাগিচা (গান), রুদ্রমঙ্গল (প্রবন্ধ)

১৩। ১৯৩৪/১৩৪১-গীতিশতদল (গান), গানের মালা (গান), সুরলিপি (স্বরলিপি), সুরমুকুর (স্বরলিপি)।

১৪। ১৯৩৬/১৩৪৩-মক্তব সাহিত্য।

১৫। ১৯৩৮/১৩৪৫-নির্ঝর কাব্য।

১৬। অজ্ঞাত-প্রলয়ঙ্কর।

কবি অসুস্থ হওয়ার পর প্রকাশিত গ্রন্থাদির বর্ণনা ঃ

১। ১৯৪৪/১৩৫১- নতুনচাঁদ (কবিতা),।

২। ১৯৫২/১৩৫৯-বুলবুল ২য় খন্ড (গান),।

৩। ১৯৫৭/১৩৬৪- মরুভাস্কর (রসূলচরিত)

৪। ১৯৫৮/১৩৬৫-শেষ সওগাত

৫। ১৯৫৯/১৩৬৬-রুবাইয়াত-ই-ওমর খৈয়াম।

৬। ১৯৬০/১৩৬৭-ঝড়

৭। ১৯৬৬/১৩৭৩-রাঙাজবা

৮। ১৯৬৯/১৩৭৬-নজরুল গীতি-সন্ধানে

৯। ১৯৭০/১৩৭৭-সন্ধ্যামালতি।

Dhaka University Institutional Repository

১০। ১৯৭২/ ১৩৭৮-নজরুল গীতি-১ম-৫ম খন্ড।

নজরুলের জীবনী লেখক ও গবেষক কবি আব্দুল কাদির কবি নজরুল ইসলামের প্রকাশিত কবিতা ও গান কালানুক্রমিক বর্ণনা দিয়েছেন-'নজরুল প্রতিভার স্বরূপ' গ্রন্থে। [৮] এছাড়াও আরো কিছু কবিতা, যা উক্ত তালিকায় উল্লেখিত হয়নি, তা' তথ্য-নির্দেশক্রমে সমন্বিত করে সংযোজিত করা হল।

১। 'মুক্তি'-বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশিত নজরুলের সর্বপ্রথম প্রকাশিত কবিতা, শ্রাবণ, ১৩২৬/ জুলাই-আগষ্ট, ১৯১৯।

২। 'কবিতা সমাধি'-(ব্যঙ্গ কবিতা)-সওগাত, আশ্বিন, ১৩২৬/অক্টো.১৯১৯।

৩। 'আশায়'-(দিওয়ানে হাফিজ এর অনুকরণে কাব্যানুবাদ) ছ'পংক্তি, 'প্রবাসী', পৌষ, ১৩২৬/ডিসে. ১৯১৯।

৪। 'প্রিয়ার শরাব' ব.মু.সা. পত্রিকা,[৯] বৈশাখ, ১৩২৭/১৯২০

৫। মানিনি বধুর প্রতি, ঐ

৬। 'উদ্বোধন'-সওগাত, বৈশাখ, ১৩২৭

৭। চিঠি-বঙ্গনূর, বৈশাখ, ১৩২৭

৮। 'বোধন'-মোসলেম ভারত, জৈষ্ঠ/ ১৩২৭/১৯২০

৯। 'শাত-ইল্-আরব'- ঐ

১০। 'কালোর উকিল'-বঙ্গনূর, জৈষ্ঠ, ১৩২৭/১৯২০

১১। 'বাদল-প্রাতের শরাব'- মোসলেম ভারত, আষাঢ় ১৩২৭

১২। 'বকুল'-বকুল, আষাঢ়,১৩২৭

১৩। 'খেয়াপারের তরণী'-মোসলেম ভারত, শ্রাবণ, ১৩২৭/জুলাই, ১৯২০

১৪। 'স্মরণে' (গান)- ব. মু. স. পত্রিকা, শ্রাবণ, ১৩২৭

১৫। 'কোরবানী'-মোসলেম ভারত, ভদ্র, ১৩২৭/আগষ্ট ১৯২০

১৬। 'সুন্দরী' (গান)-বঙ্গনূর, ভদ্র, ১৩২৭

১৭। 'মোহররম'-মোসলেম ভারত, আশ্বিন, ১৩২৭/সেপ্টে.১৯২০

১৮। 'গরীবের ব্যথা'-বঙ্গনূর, আশ্বিন, ১৩২৭

১৯। দূরের বন্ধ, আশা, মরমী, পথের স্মৃতি-ইত্যাদি গান ও কবিতা আশ্বিন, ১৩২৭ এ বরিশাল ভ্রমন কালে রচিত।[১০] মোসলেম ভারত, কর্তিক, ১৩২৭/অক্টো, ১৯২০

২০। 'অবেলায়'-সাধনা, কর্তিক, ১৩২৭

২১। 'বাঁশীর ব্যথা'-(রুমী থেকে কাব্যানুবাদ)-বঙ্গনূর, কার্তিক,১৩২৭

২২। 'ফাতেহা-ই দোয়াজদহম' (আবির্ভাব)-মোসলেম ভারত, অগ্রহায়ন, ১৩২৭

২৩। 'দিওয়ান-ই-হাফিজ (গজল-১-২,৩-৪,৫-৬), মোসলেম ভারত, অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ ধারাবাহিক তিনসংখ্যায়।

২৪। 'মা'-'নারায়ন', ১৩২৭

Dhaka University Institutional Repository

২৫। 'আশা'-(গান)-মোসলেম ভারত, পৌষ, ১৩২৭।

২৬। 'কলঙ্ক প্রিয় '- সওগাত, পৌষ, ১৩২৭

২৭। 'বিরহ-বিধুরা'-মোসলেম ভারত, মাঘ, ১৩২৭

২৮ 'বেদনহারা'-সওগাত, মাঘ, ১৩২৭/জানু.১৯২১।

২৯। 'আবাহন'- (গান) সওগাত, মাঘ, ১৩২৮ ।[১১]

৩০। 'মরমী গান'-মোসলেম ভারত, ফাল্গুন, ১৩২৭

৩১। 'নীলপরী' [১২] ট্রেনে কুমিল্লায় যাবার পথে, চৈত্র, ১৩২৭/মার্চ, ১৯২১

৩২। পূবের হাওয়া " "

৩৩-৪০। পাপড়ীখোলা, অনাদৃতা, হার মানাহার, বিদায়বেলার, হারামনি, 'বেদনা অভিমান', মানসবধু, পথিকপ্রিয়া ইত্যাদি কবিতা-দৌলতপুরে অবস্থানকালে বৈশাখ-জৈষ্ঠ, ১৩২৮/এপ্রিল মে, ১৯২১।

৪১। 'আজান'-সাধনা, বৈশাখ,১৩২৮

৪২। পরশপূজা - কুমিল্লায় অবস্থানকালে, আষাঢ়, ১৩২৮/জুন,১৯২১

৪৩ মনের মানুষ " "

৪৪। বিজয়গান-ব, মু,সা-পত্রিকা, শ্রাবণ, ১৩২৮

৪৫। উৎসর্গ -- উপাসনা, শ্রাবণ, ১৩২৮ (অগ্নিবীনার উৎসর্গ)

৪৬। পাগল পথিক (গান)- মোসলেম ভারত, ভদ্র, ১৩২৮

৪৭। কার বাঁশী বাজিল ? " "

৪৮। অনাদৃতা-নারায়ন, ভদ্র, ১৩২৮

৪৯। কবির চাওয়া-সাধনা, ভদ্র, ১৩২৮

৫০। রণভেরী-সাধনা, আশ্বিন,. ১৩২৮/সেপ্টে .১৯২১

৫১। বাদল-দিনে-মোসলেম ভারত, আশ্বিন, ১৩২৮

৫২। চিরন্তনী প্রিয়া-মানসী, কার্তিক, ১৩২৮

৫৩। মরণ বরণ- ব. মু.সা. পত্রিকা, কার্তিক, ১৩২৮

৫৪। বন্দীবন্দনা (আলীভ্রাতৃদ্বয়ের কারারুদ্ধ উপলক্ষে)-কার্তিক, ১৩২৮

৫৫। কামাল পাশা-(গ্রীকরা তুর্কীদের নিকট পরাস্ত হলে)-মোসলেম ভারত, কার্তিক, ১৩২৮

৫৬। আনোয়ার-সাধনা, কার্তিক, ১৩২৮/অক্টোবর, ১৯২১

৫৭। অতৃপ্ত কামনা, সাঁঝের তারা, নিশীথ প্রীতম ইত্যাদি ব, মু, সা- পত্রিকায় শ্রাবন, ১৩২৬ থেকে মাঘ, ১৩২৮ মধ্যে প্রকাশিত ।

৫৮। 'বিদ্রোহী'-মোসলেম ভারত, কার্তিক, ১৩২৮

৫৯। ফাতেহা-ই-দোয়াজদহম (তিরোভাব), মোসলেম ভারত, অগ্রহায়ণ, ১৩২৮

৬০। বিজয়িনী- (কুমিল্লায় অবস্থানকালে প্রমীলার প্রেমে)[১৩] অগ্রহায়ণ, ১৩২৮/নবেম্বর, ১৯২১

৬১। প্রিয়ার রূপ-(ফাল্গুন, ১৩২৮), কুমিল্লায় অবস্থানকালে,

Dhaka University Institutional Repository

৬২। প্রলয়োল্লাস-বৈশাখ, ১৩২৯/এপ্রিল, ১৯২২, কুমিল্লায় থাকাকালে

৬৩। শায়কবেঁধা পাখী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯ " "

৬৪। স্তব্ধবাদল-আষাঢ়, ১৩২৯/জুন, ১৯২২ কুমিল্লায় থাকাকালে

৬৫। ভাঙার গান, কুমিল্লায় থাকাকালে রচিত

৬৬। জাগরণী, নবেম্বর, ১৯২২

৬৭। ধুমকেতু, ধূমকেতু, ভদ্র, ১৩২৯/আগষ্ট,১৩২৯/কুমিল্লায়

৬৮। আনন্দময়ীর আগমনে-ধুমকেতু, আশ্বিন, ১৩২৯/সেপ্টে.১৯২২

৬৯। রক্তাম্বর ধারিনীমা-ধূমকেতু

৭০। শিকল পরা ছল -২৩/১১/১৯২২ থেকে ১৪/১২/১৯২৩ পর্যন্ত কারাগারে থাকাকালে লিখিত।

৭১। জেল-সুপার বন্দনা " "

৭২। সৃষ্টি সুখের উল্লাসে " "

৭৩। জাতের নামে বজ্জাতি-ব. মু. সা. পত্রিকা, শ্রাবর্ন, ১৩৩০

৭৪। ইন্দুপ্রয়াণ গীতি-শ্রাবর্ন, ১৩৩০

৭৫। আলতা স্মৃতি-অগ্রহায়ণ, ১৩৩০ (বহরমপুর জেলে)

৭৬। রৌদ্রদগ্ধেরগান-ফাল্গুল, ১৩৩০/মার্চ, ১৯২৪

৭৭। সুবেহ উম্মীদ-অগ্রহায়ণ, ১৩৩১/ডিসে. ১৯২৪।

৭৮। মুক্তিকাম

৭৯। দ্বীপান্তরের বন্দিনী

৮০। আত্তপ্রয়াণ গীতি

৮১। সব্যসাচী,

৮২-৮৮। নকীব, সাম্য, ঝড়, ফাল্গুনী, বিদায় স্মরণে, গোকুল-নাগ, চরকার গান, কৃষকের গান ইত্যাদি (৭৮-৮৮ পর্যন্ত) কবিতাগুলো মে, ১৯২৪ থেকে ডিসেম্বর, ১৯২৫ খৃ. এর মধ্যে লিখিত হুগলীতে অবস্থানকালে। [১৪]

৮৯। সাম্যবাদী-পৌষ, ১৩৩২/ডিসে, ১৯২৫।

৯০। চিত্তনামা-জুন, ১৯২৫

৯১। কান্ডারী হুশিয়ার-চৈত্র, ১৩৩২/এপ্রিল, ১৯২৬

৯২। ছাত্রদলের গান-জুন, ১৯২৬

৯৩। অভিযান (নারায়নগঞ্জে)-জুলাই, ১৯২৬।

৯৪। সর্বহারা-আশ্বিন ১৩৩৩/অক্টোবর, ১৯২৬ সওগাত।

৯৫। শিখা- "

৯৬। খালেদ-অগ্রহায়ণ, ১৩৩৩/ডিসে.১৯২৬। [১৫]

৯৭। অগ্রানের সওগাত - "

Dhaka University Institutional Repository

৯৮। খোশআমদেদ-মাঘ, ১৩৩৩/ফেব্রু, ১৯২৭ ঢা.বি. এস.এম.হলে।

৯৯। মিসেস এম, রহমান স্মরণে-সওগাত, মাঘ, ১৩৩৩

১০০। নওরোজ-আষাঢ় ১৩৩৪

১০১। জগলুল-নওরোজ, ভদ্র, ১৩৩৪/সেপ্টে, ১৯২৭

১০২। ভীরু ঐ

১০৩। অগ্রপথিক, সওগাত, অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪

১০৪। উমর ফারুক-সওগাত, পৌষ-১৩৩৪

১০৫। চল, চল, চল-মাঘ, ১৩৩৪

১০৬। এ মোর অহঙ্কার [১৬] সওগাত, চৈত্র, ১৩৩৪/এপ্রিল, ১৯২৮।

১০৭। রহস্যময়ী (ফজিলার উদ্দেশ্য) সওগাত, বৈশাখ, ১৩৩৫ এপ্রিল/১৯২৮

১০৮। হিংসাতুর [১৭] (নার্গিসের উদ্দেশ্যে) সওগাত, জৈষ্ঠ,১৩৩৫

১০৯। যৌবন জলতরঙ্গ- সওগাত, কার্তিক, ১৩৩৫

১১০। ব্যর্থ প্রেমের গান - সওগাত, ফাল্গুন, ১৩৩৫ (ফজিলাকে)

১১১। তরুণের গান- শ্রাবণ, ১৩৩৬ / আগষ্ট,১৯২৯

১১২। যৌবন " "

১১৩। হবে জয় (কবিতা)- সওগাত, আশ্বিন,১৩৩৬

১১৪। জীবনে যারা বাঁচিলনা - সওগাত,চৈত্র ১৩৩৬

১১৫। জাগোনারী-বৈশাখ, ১৩৩৭ (আকা - পৃ ৩৭) মাসিক জয়তী পত্রিকায়।

১১৬। রুবাইয়াত-ই-হাফিজ, জয়তী, জৈষ্ঠ, ১৩৩৭

১১৭। হিতে বিপরীত- জয়তী, শ্রাবণ , ১৩৩৭

১১৮। কাব্য আমপারা- জৈষ্ঠ্য, ১৩৪০ জুন, ১৯৩৩

১১৯। গুলবাগিচা - সওগাত, মার্চ, ১৯৩৪/ফাল্গুন, ১৩৪১।

১২০। রুবাইয়াত-ই-ওমার খৈয়াম - মোহাম্মদী, নবে, ১৯৩৩

১২১। মরু ভাস্কর - (রসূলচরিত), ১৯৫০/১৩৫৭ (প্রথম প্রকাশ সওগাতে ১৩৩৭)

উপরিউক্ত কবিতা ও গান ছাড়া ও কবি নজরুল অসংখ্য গল্প, প্রবন্ধ, উপন্যাস, নাটক, ছোট গল্প ও শিশুসাহিত্য রচনা করেছেন। সে গুলোর কালানু ক্রমিক বর্ণনা নিম্নে উল্লেখ করা হল ঃ[১৮]

গল্প ঃ

১। বাউন্ডেলের আত্মকাহিনী, জৈষ্ঠ, ১৩২৬(১৯১৮) সওগাত

২। স্বামীহারা ------ ভদ্র, ১৩২৬/ ১৯১৯ "

৩। হেনা ------ কার্তিক, ১৩২৬ ব.মু.সা.প.

Dhaka University Institutional Repository

৪। ব্যথারদান --- মাঘ, ১৩২৬/১৯২০ "

৫। মেহের নিগার ---- " " " " "

৬। রিক্তের বেদন ----- ১৩৩২/১৯২৫

৭। শিউলি মালা, সওগাত, ১৩৩৭

৮। জিনের বাদশা, অগ্নিগিরি, জুলাই ১৯৩১

৯। রাক্ষুসী (ছোটগল্প) মাঘ, ১৩২৭ সওগাত

প্রবন্ধ ঃ

১। তুর্কমহিলার ঘোমটা খোলা, কার্তিক্ ১৩২৬- সওগাত

২। যুগবাণী, কার্তিক, ১৩২৯/অক্টোবর, ১৯২২ নবযুগ।

৩। রাজবন্দীর জবানবন্দী, মাঘ, ১৩২৯/সেপ্টে, ১৯২৩ ধূমকেতু।

৫। রুদ্রমঙ্গল " " " " ১৩৩৩/১৯২৬

৬। ধূমকেতু - ১৩৬৭

উপন্যাস ঃ

১। বাঁধন হারা– বৈশাখ ১৩২৭/১৯২০ মোসলেম ভারত

২। মৃত্যুক্ষুধা, আষাঢ়, ১৩৩৭ / জুন, ১৯৩০ (অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪ থেকে ফাল্গুন, ১৩৩৫ এর মধ্যে ধারাবাহিক সওগাতে)

৩। কুহেলিকা, আষাঢ়, ১৩৩৭/ জুন, ১৯৩০ নওরোজ ও সওগাত।

নাটক ঃ

১। ঝিলিমিলি - আষাঢ়, ১৩৩৪ নওরোজ।

২। সেতুবন্ধ ১৩৩৭/১৯৩০ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত।

৩। আলেয়া (গীতিনাট্য) - ১৩৩৮

৪। মধুমালা (গীতিনাট্য) - ১৯২৯খৃ চট্টগ্রামে লিখা) গ্রন্থাকারে প্রকাশ ১৩৬৫

৫। দেবীস্তুতি - ১৩৭৫

শিশু সাহিত্য ঃ

১। ঝিঙেফুল, ১৩৩৩/১৯২৬

২। পুতুলের বিয়ে ১৩৪০

৩। মক্তবসাহিত্য ১৩৪৩

৪। সঞ্চয়ন - ১৩৬২

Dhaka University Institutional Repository

৫। পিলেপটকা ১৩৭০

৬। ঘুমজাগানো পাখী - ১৩৭১

উপরে উল্লেখিত তালিকা প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস, নাটক, কবিতা, গান ইত্যাদি বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় নজরুলের প্রভূত অবদান ও অগাধ দক্ষতার স্বাক্ষর বহন করছে। নজরুলের কাব্য সাধনার মূল্যায়ন করতে হলে কাব্য ক্ষেত্রে তার অবদানের পূর্ণ পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। বর্ণিত তালিকানুযায়ী নজরুলের কাব্যগ্রন্থাবলীর সংখ্যা মোট ১৮, কাব্যানুবাদ গ্রন্থ - ৩, শিশু সাহিত্য - ২ এবং সঙ্গীত গ্রন্থ - ১৪। কালানুক্রমিক আলোচনা করে সর্বশেষ সঙ্গীত গ্রন্থ পর্যন্ত পর্যালোচনার আওতাভূক্ত থাকবে, যাতে কাব্য ক্ষেত্রে নজরুলের অপরিসীম অবদান ও তার প্রতিভার মূল্যায়ন করা সহজ হয়। এব্যপারে আমরা বাংলা একাডেমী প্রকাশিত নজরুল রচনাবলীর প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ খন্ডকে নির্ভরযোগ্য মাধ্যম ও ভিত্তিরূপে গ্রহণ করেছি।

১৯১১ খৃ. কিশোর বয়সে নজরুল লেটোর দলের জন্য 'চাষীরগীত' কবিতা লিখেন :-[১৯]

(১) চাষকর দেহ জমিতে,
হবে নানা ফসল এতে
নামাজে জমি উগালে,
রোজাতে জমি 'সামালে'
কালেমার জমিতে মইদিলে
চিন্তা কিহে এই ভবেতে।
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ তে
বীজ ফেলা তুই বিধি মতে
পাবি ঈমান ফসল তাতে
আর রইবি সুখেতে।

(২) নামাজ পড়ো মিঞা ওগো নামাজ পড়ো মিঞা
সবার সাথে জমায়েতে মসজিদেতে গিয়া,
তাতে যে নেকী পাবে বেশী
পর সে হবে খেশী
সে নামাজ আর বন্দেগীতে নাই ফল ভাই যে,
যাতে দেহের সাথে দিলের যোগ নাইরে।

এই বাল্যরচনায় মুসলমানী ঈমান ও আহকামের বর্ণনা করা হয়েছে; এতে নজরুলের স্বকীয়তার ছাপ সুস্পষ্ট।

নজরুলের সর্বপ্রথম প্রকাশিত 'মুক্তি' কবিতাটি শ্রাবণ, ১৩২৬ (জুলাই-আগষ্ট, ১৯১৯) এর ত্রৈমাসিক বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। রাণীগঞ্জের এক মৌনী ফকিরের কাহিনী অবলম্বনে লিখিত কবিতাটিতে আধ্যাত্মিক অলৌকিক শক্তির প্রতি নজরুলের প্রত্যয় ব্যক্ত হয়েছে। কবিতাটির কিয়দংশ উদ্ধৃত হল :-[২০]

Dhaka University Institutional Repository

রাণী গঞ্জের অর্জুন পট্টির বাঁকে

যেখান দিয়ে নিতুই সাঁঝে ঝাঁকে ঝাঁকে

রাজার বাঁধে জল, নিতে যায়
সেই সে বাঁকের শেষে
*　　*　　*

তে-মাথার সেই দেখাশুনা স্থলে

বিরাট একটা নিম্ব গাছের তলে,
জটওয়ালা সে সন্যাসীদের জটলা বাঁধত সেথা,
*　　*　　*

ভোরের সারা আকাশ আলো ব্যেপে
উঠল কেঁপে কেঁপে

দরবেশের সে ব্যাকুল বাণী অমৃত-নিষ্যন্দী!

চিরবন্ধ হাতের শিকল অমনি গেল খুলে

মুক্তি হবে তোর ! (নির্ঝর কাব্য)

কবি নজরুলের দ্বিতীয় প্রকাশিত কবিতা 'কবিতা-সমাধি' নামে একটি ব্যঙ্গ কবিতা ১৩২৬ আশ্বিন সংখ্যা 'সওগাতে'প্রকাশিত হয়। উক্ত কবিতার কয়েকটি পংক্তি :-[২১]

পরিশ্রমে গলদ্‌ঘর্ম, সারা নিশি জেগে

ভাব-শিরে মুহুর্মুহু লাঠ্যাঘাতি' রেগে

সে কি লিখা লিখিলাম মহা মহা পদ্য,

অক্ষর একুন করি' যোজিলাম চৌদ্দ।

মৃচ্ছকটিক আর শব্দসার ভ্রমি'

আনিলাম কাব্য এক শব্দ কল্পদ্রুমি !

রচিলাম একি বিকট শব্দ বাছি বাছি'

জাহাজে বেঁধেছে যেন শত শক্ত কাছি।

কবিদের ভাবসব 'না-বলিয়া নিয়া'
সাহিত্য আসরে এনু গুম্ফ আস্ফালিয়া।
*　　*　　*

চাটু বাক্যে লুব্ধ হয়ে কবিতা রাশিকে

পাঠালাম ছোটবড় সকল মাসিকে।

'দিওয়ানে হাফিজ' ফার্সী কাব্য গ্রন্থের ভাব অবলম্বনে কাব্যানুবাদ করেন নজরুল। ছ'টি পংক্তির একটি কবিতা 'আশায়' [২২] শিরোনামে প্রকাশিত হয় পৌষ, ১৩২৬ সংখ্যা প্রবাসী পত্রিকায়।

নাই বা পেল নাগাল, শুধু সৌরভেরই আশে

অবুঝ সবুজ দূর্বা যেমন জুঁই কুঁড়িটির পাশে

বসেই আছে, তেমনি বিভোর থাক্ রে প্রিয়ার আশায়

তার অলকের একটু সুবাস পশবে তোর এ নাসায়।

বরষ শেষে একটি বারও প্রিয়ার হিয়ার পরশ

জাগাবে রে তোরও প্রাণে অমনি অবুঝ হরষ।

(নির্ঝর কাব্য)

কবি নজরুলের সাহিত্য জীবনের প্রথম দিকে রচিত ও প্রকাশিত কয়েকটি কবিতা দৃষ্টান্তস্বরূপ উদ্ধৃত করা হল। তাঁর কবিতা ও গান সম্বলিত প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর কালানুক্রমিক পর্যালোচনা করলে কাব্য ক্ষেত্রে নজরুলের অবদান সম্পর্কে কিঞ্চিদধিক ধারণা লাভ করা যাবে।

কবি নজরুল ইসলামের সর্ব প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'অগ্নিবীণা', যা' ১৯২২ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি প্রকাশের ফলে বাংলা সাহিত্যের এক নবযুগের সূচনা হয়। এতে সর্বমোট বারটি কবিতা সংকলিত হয়েছে। সেগুলো প্রকাশ কালের ভিত্তিতে নিম্নরূপ :-

১। 'শাতিল আরব' - মে, ১৯২০/জৈষ্ঠ্য, ১৩২৭, মোসলেম ভারতে।

২। 'খেয়াপারের তরণী'- জুলাই, ১৯২০/ শ্রাবণ, ১৩২৭, মোসলেম ভারতে

৩। 'কোরবানী' - আগষ্ট ১৯২০/ভদ্র, ১৩২৭, মোসলেম ভারত

৪। মোহররম - সেপ্টেম্বর, ১৯২০ / আশ্বিন, ১৩২৭ মোসলেম ভারতে

৫। রণভেরী - সেপ্টেম্বর, ১৯২১/আশ্বিন, ১৩২৮, সাধনা পত্রিকায়

৬। কামালপাশা - অক্টোবর, ১৯২১/কার্তিক, ১৩২৮, মোসলেম ভারতে

৭। 'আনোয়ার' - অক্টোবর, ১৯২১/কার্তিক, ১৩২৮, সাধনা

৮। 'বিদ্রোহী' - অক্টোবর, ১৯২১/কার্তিক, ১৩২৮ মোসলেম ভারতে

৯। 'প্রলয়োল্লাস' - এপ্রিল, ১৯২২/বৈশাখ, ১৩২৯

১০। 'ধূমকেতু' (কবিতা) - আগষ্ট, ১৯২২/ভদ্র, ১৩২৯ ধূমকেতুতে

১১। 'রক্তাম্বর ধারিণী মা'-সেপ্টেম্বর, ১৯২২/আশ্বিন, ১৩২৯, ধূমকেতুতে

১২। আগমণী, অক্টোবর, ১৯২২/কার্তিক, ১৩২৯

প্রথমোক্ত ৭টি কবিতায় ইসলামী আদর্শ, ঐতিহ্য ভাবধারা রূপলাভ করেছে। ত্যাগ ও বীরত্ব, আত্মদান ও আত্মমর্যাদা, শক্তি ও স্বাধীনতার যে রূপ অতীতের গৌরবময় দিনগুলোতে ইসলাম স্থাপন করেছে, তা অতিসুন্দর ও বলিষ্ঠ ভাষায় কবি নজরুল কাব্যরূপ দান করেছেন।

প্রথম কবিতা 'শাতিল আরব' ১৯২০ খৃ. মে সংখ্যা 'মোসলেম ভারত' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। 'টাইগ্রিস' (দাজলা) ও ফোরাত (ইউফ্রেটিস) নদীদ্বয়ের মিলন কেন্দ্র 'শাতিল আরব' বেবিলনীয় ও সুমেরীয় প্রাচীন সভ্যতার উত্থান-পতনের সাক্ষী। সেখানে ইসলামের সোনালী যুগে খোলাফায়ে রাশিদীনের যুগে যুদ্ধ বিগ্রহ এবং কারবালার হৃদয় বিদারক মর্মান্তিক ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। সেখানে প্রথম বিশ্ব যুদ্ধকালে ইংরেজ এবং তুর্কী বাহিনীর মধ্যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়েছিল,পরিণামে তুর্কী সুলতানাতের পতন এবং ইংরেজরা মেসোপটেমিয়া দখল করে। এ কবিতায় কবি নজরুল আরব-বীরদের শৌর্যবীর্যের বর্ণনা দান করে বাঙ্গালী

Dhaka University Institutional Repository

মুসলমান তরুণ সমাজকে আত্মমর্যাদাবোধ এবং স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় অনুপ্রেরণা দান করেছেন। সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা শোষিত বঞ্চিত আরবভূমির সাথে এদেশবাসীর একাত্মতা ঘোষণা করেছেন। কবিতার উদ্ধৃতি :-[২৩]

শাতিল্-আরব! শাতিল-আরব! পূত যুগে যুগে তোমারতীর!
শহীদের লোহু, দিলীরের খুন ঢেলেছে যেখানে আরব-বীর।
যুঝেছে এখানে তুর্ক-সেনানী,
য়ুনানী মিস্‌রি আরবী কেনানী ;
লুটেছে এখানে মুক্ত আজাদ্ বেদুঈনদের চাঙ্গা-শির
নাঙ্গা-শির-
শম্‌শের হাতে, আঁসু-আঁখে হেথা মূর্তি দেখেছি বীর-নারীর!
শাতিল-আরব! শাতিল-আরব! পূত যুগে যুগে তোমার তীর।
'কূত-আমারার রক্তে ভরিয়া
দজ্‌লা এনেছে লোহুর দরিয়া ;
উগারি সে খুন তোমাতে দজলা নাচে ভৈরব 'মস্তানীর'
ত্রস্তা-নীর।
গর্জে রক্তগঙ্গা ফোরাত, - 'শান্তি দিয়েছি গোস্তাখীর'।
দজ্‌লা ফোরাত-বাহিনী শাতিল! পূত যুগে যুগে তোমারতীর।
বহায়ে তোমার লোহিত বন্যা
ইরাক আজমে করেছ ধন্য।
বীর প্রসূ দেশ হ'ল বরেণ্যা মরিয়া মরণ মর্দমীর! মর্দবীর
সাহারায় এরা ধূঁকে মরে তবু পরে না শিকল পদ্ধতির।
শাতিল আরব! শাতিল আরব! পূত যুগে যুগে তোমার তীর।
'জুলফিকার' আর 'হায়দরী' হাঁক হেথা আজো হজরত আলীর–

*   *   *

ইরাক-বাহিনী ! এ যে গো কাহিনী,
কে জানিত কবে বঙ্গ বাহিনী
তোমারও দুঃখে জননী আমার' বলিয়া ফেলিবে তপ্তনীর।
রক্তক্ষীর -
পরাধীনা ! একই ব্যথায় ব্যথিত ঢালিল দু' ফোটা ভক্ত-বীর।
শহীদের দেশ ! বিদায় ! বিদায়!! এ অভাগা আজ নোয়ায় শির।

Dhaka University Institutional Repository

'অগ্নিবীণা' কাব্যগ্রন্থের দ্বিতীয় কবিতা 'খেয়া পারের তরণী' শ্রাবণ, ১৩২৭/জুলাই, ১৯২১ সংখ্যা 'মোসলেম ভারতে' প্রকাশিত হয়। এ কবিতায় অন্যায় অসত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামীদের সম্মুখে অনেক বাধা-বিপত্তি আসতে পারে, এসব প্রতিকুল পরিস্থিতিতে হৃত-মনোবল না হয়ে ন্যায় সত্য - সুন্দরের প্রতিষ্ঠায় অব্যাহত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবার জন্য কবি নজরুল আহবান জানিয়েছেন। কবি দ্বীন-ইসলামকে একটি তরীরূপে এবং খিলাফতে রাশেদার চার খলীফাকে ঐ তরীর মাঝি-মাল্লারূপে কল্পনা করেছেন। সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম অব্যাহত রাখলে ইসলাম– তরী অবশ্যি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছবে। এক আল্লায় বিশ্বাসী, এবং রাসূল মুহাম্মদ (সাঃ) যাদের দিশারী, তাদের কোন ভয়-শঙ্কা নেই। কবিতা থেকে উদ্ধৃতি :-[২৪]

যাত্রীরা রাত্তিরে হ'তে এল খেয়া পার,
বজ্রেরি তূর্যে এ গর্জেছে কে আবার ?
প্রলয়েরি আহবান ধ্বনিল কে বিষাণে ?
ঝঞ্ঝা ও ঘন দেয়া স্বনিল রে ঈশানে।
*　　*　　*
তমসাবৃতা ঘোরা 'কিয়ামত' রাত্রি,
খেয়া-পারে আশা নাই, ডুবিল রে যাত্রী !
*　　*　　*
পুণ্য পথের এ যে যাত্রীরা নিষ্পাপ,
ধর্মেরি বর্মে সু-রক্ষিত দিল-সাফ্।
নহে এরা শঙ্কিত বজ্র নিপাতে ও
কান্ডারী আহমদ, তরী ভরা পাথেয় !
আবুবকর, উসমান উমর আলী হায়দর
দাঁড়ি যে এ তরণীর , নাই ওরে নাই ডর।
কান্ডারী এ তরীর পাকা মাঝি মাল্লা,
দাঁড়ি-মুখে সারিগান - লা শরীক আল্লাহ !
'শাফায়াত' - পাল-বাঁধা তরণীর মাস্তুল,
'জান্নাত' হতে ফেলে হুরী রাশ রাশ ফুল।

'অগ্নিবীণা' কাব্য গ্রন্থের তৃতীয় কবিতা 'কোরবানী' ভাদ্র ১৩২৭/আগষ্ট, ১৯২০ সংখ্যা 'মোসলেমভারতে" প্রকাশিত হয়। এই কবিতায় কবি নজরুল কোরবানীকে 'হত্যাযজ্ঞ' নয়, বরং 'সত্যগ্রহ' এবং শক্তি ও কল্যাণ লাভের উপায় রূপে আখ্যায়িত করেছেন। শক্তি ছাড়া মুক্তি সম্ভব নয়। শক্তিমানই সংগ্রাম ও ধ্বংসের মধ্য দিয়ে মুক্তি ও কল্যাণ লাভ করতে পারে। ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা, অন্যায়ের প্রতিরোধ, কল্যাণের প্রতিষ্ঠার জন্য, স্বাধীনতার জন্য আত্মত্যাগের কোন বিকল্প নেই। আত্ম-শক্তির উদ্বোধন ঘটলেই মানুষ সত্যকে লাভ করতে, আল্লাহর সান্নিধ্য অর্জন করতে সক্ষম হয়। আল্লাহর উপর সম্পূর্ণ ভরসা রেখে জান কবুল করে সত্য-প্রতিষ্ঠা করার এমন জোরালো আহবান সত্যিই দুর্লভ। ভারতের পরাধীনতার শৃঙ্খল মুক্তকরনে সচেষ্ট করতে, ভারতবাসীর পৌরুষ

Dhaka University Institutional Repository

জাগাতে চেষ্টা করেছেন কবি নজরুল তার 'কোরবানী' কবিতায়। কবি বলেন :-[২৫]

ওরে হত্যানয় আজ 'সত্য-গ্রহ' শক্তির উদ্বোধন!
দুর্বল ! ভীরু ! চুপরহো, ওহো খামকা ক্ষুব্ধ মন।
ধ্বনি ওঠে রণি দূর বাণীর
আজিকার এ খুন কোরবানীর !
দুম্বা-শির রুম-বাসীর
শহীদের শির-সেরা আজি। – রহমান কি রুদ্র নন ?
আজ শোর ওঠে জোর , "খুনদে, জান্ দে, শির দে বৎস" শোন।
ওরে হত্যা নয় আজ "সত্য-গ্রহ" শক্তির উদ্বোধন।
আস্তানা সিধা রাস্তা নয়,
'আজাদী' মেলে না পস্তানোয়
*　　*　　*
ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্য-গ্রহ' শক্তির উদ্বোধন !
জোর চাই, আর যাচনা নয়,
কোরবানী দিন আজ না ওই?
বাজনা কই ? সাজনা কই ?
কাজ না আজিকে জান্‌মাল দিয়ে মুক্তির উদ্ধরণ ?
বল - 'ঝুঝবো জান ভি পণ।'
ঐ খুনের খুঁটিতে কল্যাণ কেতু, লক্ষ্য ঐ তোরণ,
আজ আল্লার নামে জান্ কোরবানে ঈদের মত পূত বোধন।
ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্য-গ্রহ' শক্তির উদ্বোধন।

'অগ্নিবীণা' কাব্য গ্রন্থের চতুর্থ কবিতা 'মোহররম' আশ্বিন, ১৩২৭/ সেপ্টেম্বর, ১৯২০ সংখ্যক 'মোসলেম ভারত পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই কবিতায় প্রায় ১৪ শ বছর পূর্বে কারবালার মর্মবিদারক ঘটনা বিবৃত হয়েছে। অন্যায় অসত্যের বিরুদ্ধে, স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে মহানবীর (সঃ) দৌহিত্র ইমাম হোসাইন (রাঃ) এই মোহররম চান্দ্র্যমাসে কুফার 'কারবালা' প্রান্তরে শাহাদাত বরণ করেছিলেন। এই মর্মান্তিক ঘটনাই বর্ণিত হয়েছে - 'মোহররম' কবিতায়। শুধু ইমাম হোসাইনের স্মৃতি রোমন্থন করে মর্সিয়া ও অশ্রু বিসর্জনের মধ্যেই কারবালার শিক্ষা সীমাবদ্ধ নয়, বরং সত্যের জন্য, ন্যায়ের জন্য, আল্লাহর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠার জন্য জান-মাল উৎসর্গ করার প্রেরণা দান করাই এই কবিতার বৈপ্লবিক তাৎপর্য। মোহররমের শোকাবহ ঘটনা থেকে তৎকালীন পরাধীন ভারতের মুসলমান তথা সাধারণ জনতার দুঃখ দুর্দশা ও পরাধীনতা মোচনের আহবান ধ্বনিত হয়েছে অত্র কবিতায়। কবির ভাষায় :-[২৬]

নীল সিয়া আসমান লালে লাল দুনিয়া,
"আম্মা ! লাল তেরী খুন কিয়া খুনিয়া।"

Dhaka University Institutional Repository

কাঁদে কোন ক্রন্দসী কারবালা ফোরাতে,
সে কাঁদনে আঁসু আনে সীমারের ও ছোরাতে!
রুদ্রমাতম ওঠে দুনিয়া– দামেশ্‌কে
"জয়নালে পরালো এ খুনিয়ারা বেশ কে?"
*　　　*　　　*
নিয়ে তৃষা সাহারার দুনিয়ার হাহাকার,
কারবালা প্রান্তরে কাঁদে বাছা আহা কার।
দ্রিম দ্রিম বাজে ঘন দুন্দুভি দামামা;
হাঁকে বীর : 'শির দেগা, নেহি দেগা আমামা'।
*　　　*　　　*
হাইদরী হাঁক হাঁকি দুলদুল আস্‌ওয়ার
শম্‌শের চমকায় দুশমনে ত্রাসবার।
খসে পড়ে হাত হ'তে শত্রুর তরবার,
ভাসে চোখে কিয়ামতে আল্লাহর দরবার।
*　　　*　　　*
ফিরে এলো আজ সেই মোহররম মাহিনা,
ত্যাগ চাই, মর্সিয়া ক্রন্দন চাহিনা।
উষ্ণীষ কোরানের, হাতে তেগ্‌ আরবীর,
দুনিয়াতে নত নয় মুসলিম কারো শির,
তবে শোন ঐ শোন বাজে কোথা দামামা,
শমশের হাতে নাও, বাঁধো শিরে আমামা!
বেজেছে নাকাড়া, হাঁকে নকীবের তূর্য,
হুশিয়ার ইসলাম, ডুবে তব সূর্য।
জাগো, ওঠো মুসলিম, হাঁকো হায়দরি হাঁক
শহীদের দিনে সব লালে-লাল হয়ে যাক্‌।

'অগ্নিবীণা' কাব্য গ্রন্থের পঞ্চম কবিতা 'রণ-ভেরী' আশ্বিন, ১৩২৮/সেপ্টেম্বর, ১৯২১ সংখ্যা 'সাধনা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ১৯২১ সেপ্টেম্বর আঙ্গোরায় গ্রীকদের বিরুদ্ধে পরিচালিত তুর্কী সরকারের জেহাদে তুর্কী সেনাপতি মুস্তাফা কামাল পাশার সাহায্যার্থে ভারতবর্ষ থেকে দশজাহার স্বেচ্ছা সৈনিক প্রেরণের প্রস্তাব উপলক্ষে কবি নজরুল 'রণ-ভেরী' শীর্ষক মহাকাব্যটি রচনা করেন, এতে ইসলামকে রক্ষা এবং পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য কবির গভীর আন্তরিক আকুলতা ব্যক্ত হয়েছে। সত্য ও ন্যায়ের যুদ্ধে যোগদানের জন্য কবি মুসলমানদের আহবান জানিয়েছেন। আল্লাহর পথে দ্বীনের জন্য, দেশের জন্য, খিলাফতের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করার জন্যই এই রণ-ধ্বনি। মুজাহিদদের লক্ষ্য সত্যের মুক্তি ও জীবনের স্বাধীনতা। কবি বলেন:-[২৭]

ওরে　　　আয়

Dhaka University Institutional Repository

ঐ মহাসিন্ধুর পার হতে ঘন রণ-ভেরী শোনা যায় -

ঐ ইসলাম ডুবে যায়।

যত শয়তান

সারা ময়দান

জুড়ি, খুন তার পিয়ে হুঙ্কার দিয়ে জয়-গান শোন গায়

* * *

তোর জান যায় যাক, পৌরুষ তোর মান যেন নাহি যায়

ধরে ঝঞ্ঝার ঝুঁটি দাপটিয়া শুধু মুসলিম পাঞ্জায়

কর কোরবান আজ তোর জান্‌দিল্ আল্লাহর নামে ভাই

ঐ দীন্-দীন্-রব আহব বিপুল বসুমতী ব্যোম ছায়।
হাঁকে 'বর্জন নয়, অর্জন' আজ, শির তোর চায় মায় !!

* * *

তবে বাজহ দামামা, বাঁধহ আমামা, হাতিয়ার পাঞ্জায়
মোরা সত্য ন্যায়ের সৈনিক, খুন গৈরিক বাস গায়।

* * *

ঝুটা দৈত্যেরে
নাশি সত্যেরে

দিবি জয়-টীকা তোরা, ভয়নাই ওরে ভয় নাই হত্যায়

মোরা খুন-জোশী বীর, কঞ্জুসী লেখা আমাদের খুনে নাই।

দিয়ে সত্য ও ন্যায়ে বাদশাহী, মোরা জালিমের খুন খাই।

লাল পল্টন মোরা সাচ্চা

মোরা সৈনিক, মোরা শহীদান বীর বাচ্চা।

মোরা অসি বুকে বরি' হাসি মুখে মরি 'জয় স্বাধীনাতা' গাই

'অগ্নিবীণা' কাব্যগ্রন্থের ষষ্ঠ কবিতা 'কামালপাশা' কার্তিক, ১৩২৮/ অক্টোবর, ১৯২১ সংখ্যা মোস্‌লেম ভারতে প্রকাশিত। ১৯২১ খৃ. সেপ্টেম্বর মাসে বৃটিশ সমর্থিত গ্রীক সেনা 'সাকারিয়া' রণাঙ্গনে তুর্কীদের হাতে পর্যুদস্ত হয়। তুর্কী বাহিনী কামাল পাশার নেতৃত্বে 'স্বার্না' দখল করে। বিজয়োম্মত্ত তুর্কী বাহিনী কামাল পাশার নেতৃত্বে মহাকল্লোলে রণক্ষেত্র থেকে তাবুতে ফিরছে; উদ্দাম বিজয়োম্মাদনার নেশায় মৃত্যুকাতর রণ-ক্লান্তি ভুলে আরো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। ভূমিকম্পের সময় সাগর-কল্লোলের ন্যায় তাদের বিজয় ধ্বনি আকাশে বাতাসে প্রকম্পনের সৃষ্টি করেছে। আনন্দের আতিশয্যে অনেকেরই দেহ রোমাঞ্চিত হচ্ছিল, আবার কারো করো চোখে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছিল। বীরত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ তুর্কী জাতীয় পরিষদ কামালকে 'গাজী' উপাধিতে ভূষিত করে। প্রাচ্য তথা সমগ্র এশীয়বাসী কামালের ঐতিহাসিক বিজয়ে গৌরবান্বিত। এতদুপলক্ষে নজরুল স্ফূর্তিতে কোলকাতার রাজপথে মিছিলে গাইলেন "কামাল তুনে কামাল কিয়া ভাই!" এই আনন্দোল্লাস ধ্বনির মাধ্যমে কবি দেশমাতৃকার স্বাধীনতার জয়গান গেয়েছেন। দেশের মুক্তির জন্য কামাল পাশার ন্যায় বীরের প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করেছেন। কবি বলেন :-[২৮]

ঐ ক্ষেপেছে পাগলি মায়ের দামাল ছেলে কামাল ভাই

Dhaka University Institutional Repository

অসুর পুরে শোর উঠেছে, জোরসে সামাল সামাল ভাই।
কামাল ! তু নে কামাল কিয়া ভাই !
হো হো কামাল ! তু নে কামাল কিয়া ভাই !
* * *
খুব কিয়া ভাই খুব কিয়া !
বুজদিল ঐ দুশমন সব বিলকুল সাফ হো গিয়া ।
খুব কিয়া ভাই খুব কিয়া
* * *
হিংসুটে ঐজীবগুলো ভাই নাম ডুবালে সৈনিকের,
তাই তারা আজ নেস্ত-নাবুদ, আমরা মোটেই হইনি জের !
পরের মুলুক লুট করে খায়, ডাকাত তারা ডাকাত
তাই তাদের তবে বরাদ্দ ভাই আঘাত শুধু আঘাত !
* * *
আজাদ মানুষ বন্দী করে, অধীন করে স্বাধীন দেশ,
কুল মুলুকের কুষ্টি করে জোর দেখালে কদিন বেশ,
* * *
সাচ্চা ছিল সৈন্য যারা শহীদ হ'ল ম'রে।
তোদের মতন পিঠ ফেরেনি প্রাণটা হাতে করে -
ওরা শহীদ হল ম'রে।
পিটনি খেয়ে পিঠ যে তোদের টিট হয়েছে ! কেমন ?
পৃষ্ঠে তোদের বর্শা বেঁধা বীর সে তোরা এমন।
* * *
মার দিয়া ভাই মার দিয়া
দুশমন সব হার গিয়া
কিল্লা ফতে হো গিয়া।

'অগ্নিবীণা' কাব্য গ্রন্থের সপ্তম কবিতা 'আনোয়ার' কার্তিক, ১৩২৮/ অক্টোবর, ১৯২১ খৃ. 'সাধনা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। 'আনোয়ার' কবিতাটি[২৯] 'কামাল পাশা' কবিতার সমার্থক। আনোয়ার পাশা (১৮৮২-১৯২২) একজন তুর্কী সেনাপতি ছিলেন। তুর্কী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে এবং সুলত্বান আব্দুল হামীদকে সিংহাসন চ্যুত করনে তার বিরাট ভূমিকা ছিল। ১৯১৪ খৃ. বিশ্বযুদ্ধে তুরস্ককে জড়াইয়া ফেলেন এবং 'ককেসাস' (ففقاس) ও বল্‌কান অঞ্চলে সেনা বহিনীর নেতৃত্ব দেন। ১৯১৮ খৃ. অক্টোবরে তুরস্কের পরাজয়ের পর জার্মানীতে পালিয়ে যান। সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশদের বিরুদ্ধে ভারত-তথা প্রাচ্যবাসীদেরকে সংগঠিত করার লক্ষ্যে ভারতীয় খিলাফত আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ এবং আফগান বাদশাহ আমানুল্লাহর সাথে যোগাযোগ করেন। অতঃপর রুশ বিপ্লবের বিরুদ্ধে নেতৃত্ব দানের জন্যে তুরস্কে প্রত্যাবর্তন করেন এবং যুদ্ধে নিহত হন, সমরকন্দে তার মৃত্যু হয়।

'আনোয়ার' কবিতাটি কনস্টান্টিনোপলে শত্রু হস্তে বন্দী আনোয়ারের জাতীয় সৈন্যদলের সহকারী একতরুণ সৈনিকের উক্তি। মৃত্যুদন্ড প্রাপ্ত ঐ সৈনিক তার গুরু 'আনোয়ার কে চিৎকার করে ডাকছে, শৌর্য বীর্যহীন, পরাধীন মুসলিম বিশ্বকে ধিক্কার দিচ্ছে তীব্র, তীক্ষ্ম ও জ্বালাময়ী ভাষায়। কবি নজরুল ভারত তথা বিশ্বের

Dhaka University Institutional Repository

স্বাধীনতা কামী মানুষকে জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন। মুসলিম জাতির ভীরুতাকে কটাক্ষ করে তাদের অতীত ঐতিহ্য পুণরুদ্ধারে অনুপ্রেরণা দান করেছেন।

আনোয়ার ! আনোয়ার !
দিলওয়ার তুমি, জোর তলওয়ার হানো , আর
নেস্ত ও নাবুদ কর, মারো যত জানোয়ার।
আনোয়ার ! আফসোস !
বখ্‌তেরই সাফ্‌দোষ,
রক্তের ও নাই ভাই আর সে যে তাপ জোশ,
ভেঙে গেছে শমশের পড়ে আছে খাপ কোষ !
*　　　*　　　*
আনোয়ার আনোয়ার
দুনিয়াতে মুসলিম আজপোষা জানোয়ার !
আনোয়ার ! আর না ! -
দিল কাঁপে কার না ?
তলোয়ারে তেজ নাই ! তুচ্ছ স্মার্ণা,
*　　　*　　　*
বুক ফেড়ে আমাদের কলিজাটা টানো, আর
খুন কর– খুন কর ভীরু যত জানোয়ার
আনোয়ার ! জিঞ্জীর
পরা মোরা খিঞ্জীর ?
*　　　*　　　*
বেঈমান মোরা , নাইজান আধ-খানও আর।
কোথা খোঁজো মুসলিম ? শুধু বুনো জানোয়ার।
আনোয়ার ! সবশেষ
দেহে খুন অবশেষ
*　　　*　　　*
যে বলে সে মুসলিম জিভ ধরে টানো তার !
বেঈমান জানে শুধু জানটা বাঁচানো সার !
আনোয়ার ! ধিক্কার !
কাঁধে ঝুলি ভিক্ষার–
তলওয়ারে শুরু যার স্বাধীনতা শিক্ষার !
যারা ছিল দুর্দম আজ তারা দিকদার !
আনোয়ার ! ধিক্কার !
*　　　*　　　*
ইসলামও ডুবে গেল, মুক্ত স্বদেশ ও নাই
তেগ ত্যাজি বরিয়াছি ভিখারীর বেশ ও তাই ।
আনোয়ার! এসো ভাই !

Dhaka University Institutional Repository

'অগ্নিবীণা' কাব্য গ্রন্থের অষ্টম কবিতা 'বিদ্রোহী' 'ডিসেম্বর ১৯২১/ কার্তিক-অগ্রহায়ণ, ১৩২৮ সংখ্যা 'মোসলেম ভারতে' প্রকাশিত হয়। এ কবিতায় কবি নজরুল সারা দুনিয়ার অত্যাচার ও অত্যাচারীর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছেন। সকল অন্যায়- অনাচার, অকল্যাণ, অবিচার, অধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে ঘুমন্ত মুসলমান জাতিকে আত্মবিশ্বাসে জাগিয়ে তোলেন। তিনি দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন - মুসলমান এক আল্লাহ ছাড়া কারো কাছে কখনও শিরনত করবে না। এদেশের পরাধীন কৃষক, শ্রমিক ও সাধারণ মানুষের উপর বলদর্পী সাম্রাজ্যবাদীদের সীমাহীন উৎপীড়ন, অবিচার ও নৃশংতার বিরুদ্ধে নজরুল বিদ্রোহের মশাল জ্বালান। তার উদ্দেশ্য ছিল সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে জনগণের মনে ঘৃণা ও ক্ষোভের সৃষ্টি করে স্বাধীনতার পক্ষে জনমত সৃষ্টি করা। 'বিদ্রোহী'প্রকাশের সাথে সাথে ঔপনিবেশিক শাসক গোষ্ঠী সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে; ভারতবাসীদের কণ্ঠে এত 'সুস্পষ্ট বলিষ্ঠতা' তারা কখনো দেখতে পায়নি। কবি বলেন :-[৩০]

বল বীর -
বল উন্নত মমশির।
শির নেহারি' আমারি, নতশির ওই শিখর হিমাদ্রির!
আমি চির দুর্দম, দুর্বিনীত নৃশংস,
প্রলয়ের আমি নটরাজ, আমি সাইক্লোন, আমি ধ্বংস
*　　*　　*
আমি বেদুঈন, আমি চেঙ্গিস,
আমি আপনারে ছাড়া করিনা কাহারে কুর্নিশ।
আমি বজ্র, আমি ঈশান -বিষানে ওঙ্কার,
আমি ইস্রাফিলের শিঙ্গার মহা- হুঙ্কার।
*　　*　　*
আমি উথান, আমি পতন, আমি অচেতন- চিতে চেতন
আমি বিশ্বতোরণে বৈজয়ন্তী, মানব-বিজয়-কেতন
ছুটি ঝড়ের মতন করতালি দিয়া
স্বর্গ মর্ত করতলে ,
*　　*　　*
আমি পরশুরামের কঠোর কুঠার,
নিঃক্ষত্রিয় করিব বিশ্ব, আনিব শান্তি শান্ত উদার
আমি হল বলরাম- স্কন্ধে,
আমি উপাড়ি' ফেলিব অধীন বিশ্ব অবহেলে নবসৃষ্টির মহানন্দে
মহাবিদ্রোহী রণ ক্লান্ত,
আমি　সেইদিন হব শান্ত,
যবে　উৎপীড়িতের ক্রন্দন- রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না

Dhaka University Institutional Repository

অত্যাচারীর খড়গ-কৃপাণ ভীম রণ- ভূমে রণিবে না
বিদ্রোহী রণ ক্লান্ত
আমি সেইদিন হব শান্ত।
আমি চির- বিদ্রোহী বীর-
বিশ্ব ছাড়ায়ে উঠিয়াছি একা চির- উন্নত শির।

অগ্নিবীণার নবম কবিতা ' প্রলয়োল্লাস' বৈশাখ, ১৩২৯/ এপ্রিল, ১৯২২ সংখ্যা 'প্রবাসীতে' প্রকাশিত হয়েছিল। এ কবিতায় কবি নজরুল ঝড়কে 'নূতন সৃজন-বেদন' বলেছেন, যা' সৃষ্টি ছাড়া ব্যথা' বা' অনাসৃষ্টি' নয়। পুরাতন জরাজীর্ণ সমাজ ব্যবস্থার আমূল সংস্কার সাধন করে উদার সাম্যনীতির ভিত্তিতে নতুন সমাজ বিনির্মাণে দেশ সেবকগণ এগিয়ে আসবেন ইহাই নজরুলের একান্ত কামনা। কবি বলেন :-[৩১]

তোরাসব জয়ধ্বনি কর।
তোরাসব জয় ধ্বনি কর।
ঐ নূতনের কেতন ওড়ে কাল বোশেখীর ঝড়।
*   *   *
আসছে এবার অনাগত প্রলয় নেশার নৃত্য- পাগল,
সিন্ধুপারের সিংহদ্বারে ধমক হেনে ভাঙল আগল !
ধ্বংস দেখে ভয় কেন তোর ? প্রলয় নূতন সৃজন- বেদন !
আসছে নবীন- জীবন হারা অসুন্দরে করতে ছেদন ।
তাই সে এমন কেশে বেশে
প্রলয় বয়ে ও আসছে হেসে–
মধুর হেসে।
ভেঙে আবার গড়তে জানে সে চির সুন্দর।
তোরা সব জয়ধ্বনি কর।

'অগ্নিবীণা' কাব্যগ্রন্থের দশম কবিতা 'ধূমকেতু' ভদ্র, ১৩২৯/ আগষ্ট, ১৯২২ সংখ্যার 'ধূমকেতু'পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। 'ধূমকেতু' শব্দের আভিধানিক অর্থ- ১। সপুচ্ছ জ্যোতিষ্ক, ২। অগ্নি,৩।সূর্য, ৪। ধ্বংস বিধায়ী ৫। ধূমাভ তারকাভেদ উৎপাত বিশেষ। জ্যোতির্বিদদের মতে-'ধূমকেতু' অমঙ্গলের স্মারক; এই পুচ্ছধারী নক্ষত্রটি প্রতিরাত্রে গোচরীভুত হয়না; ভিম্বাকারবৃত্তে ইহা সূর্যকে প্রদক্ষিন করে এবং ১০/১২ বৎসর পর রাতের আকাশে উহা দেখা যায়। যে বছর ধূমকেতুর উদয় হয়, সে বছর পৃথিবীতে যুদ্ধ বিগ্রহ দুর্ভিক্ষ, মহামারী ইত্যাদি ধ্বংসলীলা সাধিত হয়। [৩২]

কবি নজরুল সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশের শোষণ ও শাসনের বিরুদ্ধে, সামাজিক অন্যায়-অনাচার ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও বিপ্লব স্বরূপ প্রতীক অর্থে 'ধূমকেতু' নামটি ব্যবহার করেছেন। ধূমকেতুতে কবি বিপ্লবের

Dhaka University Institutional Repository

মাধ্যমে দেশের স্বাধীনতা দাবী করেন। তার মতে বিপ্লবেই প্রকৃত কল্যাণ ও মুক্তি লাভ করা যায়। 'ধূমকেতু' কবিতা প্রত্যক্ষ মহা বিপ্লবের লেলিহান অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত করে। 'ধূমকেতু' কবিতার উদ্ধৃতি : -[৩৩]

আমি যুগে যুগে আসি আসিয়াছি পুনঃ মহাবিপ্লব হেতু
এই স্রষ্টার শনি মহাকাল ধূমকেতু।
সাত - সাতশ' নরকজ্বালা জ্বলে মম ললাটে।
*　　　　*　　　　*
আমি সর্বনাশের ঝান্ডা উড়ায়ে বোঁও বোঁও ঘুরি শূন্যে,
আমি বিষ -ধূম- বাণ হানি একা ঘিরে ভগবান অভিমুন্যে
আমি জানি জানি ঐ স্রষ্টার ফাঁকি, সৃষ্টির ঐ চাতুরী।
তাই বিধি ও নিয়মে লাথি মেরে, ঠুকি বিধাতার বুকে হাতুড়ি
আমি জানি জানি ঐ ভূয়ো ঈশ্বর দিয়ে যা হয়নি হবে তা'-ও।
তাই বিপ্লব আনি, বিদ্রোহ করি, নেচেনেচে দিই গোঁফে তাও।
আমি যুগে যুগে আসি, আসিয়াছি পুনঃ মহাবিপ্লব হেতু
এই স্রষ্টার শনি মহাকাল ধূমকেতু।

অগ্নিবীণার একাদশ কবিতা 'রক্তাম্বরধারিণী মা' ২২ সেপ্টেম্বর, ১৯২২/ আশ্বিন, ১৩২৯ সংখ্যা 'ধূমকেতু' পত্রিকার প্রকাশিত হয়। কবি পরাধীন নিপীড়িত জাতিকে জাগানোর চেষ্টা করেছেন। শ্বেতাঙ্গ সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিদ্বেষ প্রকাশ করেছেন। কবির ভাষায় :- [৩৪]

রক্তাম্বর পর মা এবার
জ্বলে পুড়ে যাক শ্বেতবসন;
দেখি ঐ করে সাজে মা' কেমন
বাজে তরবারী ঝনন - ঝন।
টুটি টিপে মারো অত্যাচারে মা
গল-হার হোক নীল ফাঁসি,
নয়নে তোমার ধূমকেতু জ্বালা
উঠুক সরোষে উদ্ভাসি,
নিদ্রিত শিবে লাথি মার আজ
ভাঙো মা ভোলার ভাঙ- নেশা,
ধ্বংসের বুকে হাসুক মা তোর
সৃষ্টির নব পূর্ণিমা।

Dhaka University Institutional Repository

'অগ্নিবীণা' কাব্যগ্রন্থের দ্বাদশ ও সর্ব শেষ প্রকাশিত কবিতা। 'আগমনী' অক্টোবর, ১৯২২/ কার্তিক, ১৩২৯ ধূমকেতুতে প্রকাশিত হয়। এই কবিতাটি 'রক্তাম্বর ধারিণী মা' কবিতার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। এই কবিতায় কবি নজরুল হিন্দু দেবদেবীর রুদ্ররূপ ফুটিয়ে তুলেছেন। দূর্গাদেবী যে রূপধারণ করে দূর্গতিনাশ করেছিলেন, কবি সেই রুদ্ররূপের আহবান করেছেন। শ্বেতাঙ্গ শাসকদেরকে দানব শক্তির সাথে তুলনা করেছেন। দানব শক্তিকে প্রতিহত করে মানবাত্মা প্রতিষ্ঠিত হবে। কবিতার উদ্ধৃতি :- [৩৫]

একি রণ-বাজা বাজে ঘনঘন -
ঝন রণরণ রণ ঝনঝন।
সেকি দমকি'দমকি'
ধমকি' ধমকি'
দ্রামা- দ্রিমি- দ্রিমি- গমকি' গমকি'
আজ রণ- রঙ্গিনী জগৎ মাতার দেখ মহা-রণ,
দশদিকে তাঁর দশহাতে বাজে দশ প্রহরণ।
পদতলে লুটে মহিষাসুর,
মহামাতা ঐ সিংহ-বাহিনী জানায় আজিকে বিশ্ববাসীকে
শাশ্বত নহে দানব- শক্তি, পায়ে পিষে যায় শির পশুর।

কবি নজরুল ইসলামের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ' 'দোলন চাঁপা' ১৩৩০/১৯২৩ খৃঃ সনে প্রকাশিত হয়। এতে সর্বমোট ২১ টি কবিতা নারীপ্রেম কেন্দ্রিক। তার প্রেম, ক্ষোভ, কামনা-বাসনা, এই কাব্যে প্রতিফলিত হয়েছে। অধিকাংশ কবিতাই উপনিবেশবাদীদের হাতে অন্তরীণ থাকাবস্থায় রচিত। তাই তার 'বিদ্রোহী' রোমান্টিকতার সাথে প্রেম রোমান্টিকতার সাদৃশ্য বিদ্যমান। এ গ্রন্থের কবিতা সমূহের মধ্যে ঃ- ১। আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে, ২। দোদুল দুল, ৩। পউষ, ৪। পথহারা ৫। অবেলার ডাক, ৬। পূজারিনী ৭। অভিশাপ ৮। আশা ৯। শেষ প্রার্থনা ইত্যাদি। নমূনা স্বরুপ কিছু উদ্ধৃতি পেশ করছি ঃ- [৩৬]

আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে
মোর মুখ হাসে মোর চোখ হাসে,মোর টগবগিয়ে খুন হাসে
আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে।
আজকে আমার রুদ্ধ প্রাণের পল্বলে
বান ডেকে ঐ জাগল জোয়ার দুয়ার- ভাঙা কল্লোলে।
আজ জাগল সাগর, হাসল মরু,
কাঁপল ভূধর, কানন তরু,
বিশ্ব-ডুবান আসল তুফান, উছলে উজান,
ভৈরবীদের গান ভাসে
আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে।

Dhaka University Institutional Repository

ধ্বংস নবসৃষ্টির পূর্ববর্তী সোপান। কবির প্রাণ নবসৃষ্টির প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে উঠেছে। তার সাথে জল, স্থল, অন্তরীক্ষ তথা সমগ্র বিশ্বব্রহ্মান্ড নবজাগরণের চেতনায় আন্দোলিত হয়ে উঠেছে।

আশা-৩৭

আমি শ্রান্ত হয়ে আসব যখন পড়ব দোরে ট'লে,
আমার লুটিয়ে পড়া দেহ তখন ধরবে কি ঐ কোলে ?
বাড়িয়ে বাহু আসবে ছুটে ?
ধরবে চেপে পরান পুটে ?
বুকে রেখে চুমবে কি মুখ
নয়ন জলে গলে ?

কবি নজরুলের তৃতীয় কাব্য গ্রন্থ 'বিষের বাঁশী' ১৩৩১/১৯২৪ খৃ. প্রকাশিত হয়। এতে সর্বমোট ২৭ টি কবিতা সংকলিত হয়েছে। তন্মধ্যে ৬টি কবিতা ইসলামী ভাব ও বিষয় ভিত্তিক; অবশিষ্ট সব কটিই গান। 'বিষের বাঁশী' কাব্যের মূল চালিকা শক্তি সাম্রাজ্যবাদী উপনিবেশবাদীদের কবল থেকে নিপীড়িত মাতৃভূমিকে মুক্ত করা। তাই কবি স্বৈরাচারী, স্বেচ্ছাচারী, সাম্রাজ্যবাদী শাসন, অর্থনৈতিক শোষণ, সামাজিক বৈষম্য ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। এই গ্রন্থের কয়েকটি কবিতার শিরোনাম :-

১। ফাতেহা-ই- দোয়াজদহম(আবির্ভাব এবং তিরোভাব) ২। সেবক, ৩। জাগৃহি, ৪। তূর্য-নিনাদ, ৫। বোধন, ৬। উদ্বোধন, ৭। অভয়-মন্ত্র, ৮। আত্মশক্তি, ৯। মরণ-বরণ, ১০। বন্দীবন্দনা, ১১। মুক্তি সেবকের গান, ১২। শিকল পরার গান, ১৩। চরকার গান, ১৪। জাতের বজ্জাতি, ১৫। বিদ্রোহীর বাণী ১৬। অভিশাপ ১৭। মুক্তপিঞ্জর ১৮। ঝড় ইত্যাদি।

'বিষের বাঁশী' কাব্য গ্রন্থের সর্ব প্রথম প্রকাশিত কবিতা 'উদ্বোধন' যা ১৩২৭ বৈশাখ/এপ্রিল ১৯২০ সংখ্যা 'সওগাতে' প্রকাশিত হয়েছিল। কবি নজরুল অত্র কবিতায় বিশ্ববিধাতার নিকট বজ্রহুঙ্কারে বিশ্বকে সতর্ক করে দেয়ার আহবান জানিয়েছেন ; যাতে পৃথিবীতে অত্যাচারিত, নিপীড়িত, অধিকার বঞ্চিত ব্যক্তিগণ নিজেদের শক্তি-সামর্থ ও সাধনাবলে অত্যাচার নিপীড়ন ও বঞ্চনাকে বিদূরিত করতে পারে। এ পৃথিবীতে উন্নত জাতিরূপে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে। কবির ভাষায় :- ৩৮

বাজাও প্রভু বাজাও ঘন বাজাও
ভীম বজ্র-বিষাণে দুর্জয় মহা আহবান তব,
বাজাও।

অগ্নি তূর্য কাঁপাক সূর্য
বাজুক রুদ্রতালে ভৈরব

Dhaka University Institutional Repository

দুর্জয় মহা-আহবান তব, বাজাও।
দাসত্বের এ ঘৃণ্য তৃপ্তি
ভিক্ষুকের এ লজ্জা-বৃত্তি
বিনাশ জাতির দারুণ এ লাজ দাও, তেজ দাও মুক্তি-গরব।
খুন দাও নিশ্চল এ হস্তে
শক্তি-বজ্র দাও নিরস্ত্রে ;
শীর্ষ তুলিয়া বিশ্বে মোদের ও দাঁড়াবার পুন দাও গৌরব
দুর্জয় মহা-আহবান তব বাজাও।
ঘুচাতে ভীরুর নীচতা দৈন্য
প্রের হে তোমার ন্যায়ের সৈন্য
শৃঙ্খলিতের টুটাতে বাঁধন আন আঘাত প্রচন্ড আহব।
দুর্জয় মহা-আহবান তব, বাজাও।

দ্বিতীয় কবিতা ' বোধন' ১৩২৭ জৈষ্ঠ/মে, ১৯২০ সংখ্যা 'মোসলেম ভারত' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এ কাব্য গীতিটি 'দিওয়ানে হাফিজ শিরাজীর' একটি বিখ্যাত গজল یوسف گم گشت باز آید بکنعان غم مخور এর অবলম্বনে রচিত। ঈর্ষাপরায়ন ভাইদের দ্বারা অন্ধকার কূপে পরিত্যক্ত ইউসুফকে (আ.) ভারতবর্ষের হারানো স্বাধীনতা রূপে কবি কল্পনা করেছেন। হারান ইউসুফ (আ.) এর পুনঃ প্রাপ্তির ন্যায় ভারতের স্বাধীনতাও একদিন না একদিন পুনরুদ্ধার হবে- ইহাই কবির আন্তরিক বাসনা। কবি বলেন : - [৩৯]

দুঃখ কি ভাই, হারানো সুদিন ভারতে আবার আসিবে ফিরে,
দলিত শুষ্ক এ মরুভূ পুন হ'য়ে গুলিস্তাঁ হাসিবে ধীরে
কেঁদো না, দমো না, বেদনা-দীর্ণ এ প্রাণে আবার আসিবে শক্তি
দুলিবে শুষ্ক শীর্ষে তোমার ও সবুজ প্রাণের অভিব্যক্তি।
* * *
অত্যাচার আর উৎপীড়নে সে আজিকে আমরা পর্যুদস্ত
ভয় নাই ভাই ! রয়েছে খোদার মঙ্গলময় বিপুল হস্ত
কি ভয় বন্দী, নিঃস্ব যদিও, অমার আঁধারে পরিত্যক্ত
যদি রয় তব সত্য-সাধনা স্বাধীন জীবন হবেই ব্যক্ত।

'বিষের বাশী' কাব্যের অন্যতন কবিতা 'ফাতেহা-ই-দোয়াজদহম' 'আবির্ভাব' এবং 'তিরোভাব' শীর্ষক দু'টি কবিতা মহানবীর (স:) এর জন্ম এবং ওফাত নিয়ে লিখিত। কবিতা দু'টিতে সমকালীন ঘটনাবলীর ছাপ সুস্পষ্ট ও প্রত্যক্ষভাবে ফুটে উঠেছে। মুসলিম তরুণদেরকে ইসলামী ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার ও পুনঃ প্রতিষ্ঠার আহবান জানিয়েছেন। ইসলামের উম্মেষ যুগের ঐতিহ্যকে উপস্থাপনের মাধ্যমে ঐতিহাসিক ধর্মীয় অনুভূতি সৃষ্টি করেছেন। যে মুসলিম জাতি একদিন প্রায় সমগ্র বিশ্ব শাসন করেছে, আজ তারা রিক্ত। রাসূলের শিক্ষা ও

Dhaka University Institutional Repository

জীবনাদর্শ গ্রহণ করে পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনে তৎপর হতে আহবান জানিয়েছেন কবি। কবিতার প্রারম্ভেই পরাধীনতার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। কবি বলেন :- [৪০]

(আবির্ভাব)

নাই তা- জ
তাই লা-জ ?
ওরে মুসলিম, খর্জুর – শীষে তোরা সাজ !
করে তস্‌লিম হর্ কুর্নিশে শোর্ আওয়াজ
শোন্ কোন মুজ্‌দা সে উচ্চারে 'হেরা' আজ
ধরা মাঝ !
উর্‌জ্ য়্যামেন্ নজদ হেযাজ তাহামা ইরাক শাম
মেসের ওমান্ তিহ্‌রান-স্মরি' কাহার বিরাট নাম ;
পড়ে "সাল্লাল্লাহু আলায়হি সাল্‌লাম।"
চলে আঞ্জাম
দোলে তাঞ্জাম
খোলে হুর-পরী মরি ফিরদৌসের হাম্মাম।
টলে কাঁখের কলসে কওসরভর, হাতে 'আব-জমজম-জাম।'
শোন্ দামামা কামান তামাম সামান্
নির্ঘোষি কার নাম
পড়ে "সাল্লাল্লাহু আলায়হি সাল্‌লাম।"

* * *

আজি বান্দা যে, ফেরঊন শাদ্দাদ নমরুদ মারোয়ান
তাজি বোর্‌রাক হাঁকে আসমানে পর্‌ওয়ান,
ও যে বিশ্বের চির সাচ্চারই বোর্‌হান -
'কোরআন্'।
'কোন যাদুমণি এলি ওরে' - বলি রোয়ে মাতা আমিনায়
খোদার হাবিবে বুকে চাপি' আহা, বেঁচে আজস্বামী নাই।

* * *

ধায় দাদা মোত্‌লেব কাঁদি ; গায়ে ধুলা কর্দম।
"ভাই ! কোথা তুই ?" বলি' বাচ্চারে কোলে কাঁদিছে
হাম্‌জা দুর্দম।
ওই দিক্‌হারা দিক্‌পার হতে জোর শোর আসে,
ভাসে 'কালাম' –
"এয় শামসোজ্জোহা বদ্‌রোদ্দাজা কামারোজ্জমাঁ সালাম"।

Dhaka University Institutional Repository

ফাতেহা - ই - দোয়াজদহম [৪১]

(তিরোভাব)

একি বিস্ময় ! আজরাইলের ও জলে ভর-ভর চোখ !
বে-দরদ দিল কাঁপে থর থর যেন জ্বর-জ্বর-শোক।

* * *

জিবরাইলের দেনা মিটে যায় আজ তবু জান আন্‌-চান্‌।
মিকাইল অবিরল
লোনা দরিয়ার সবই জল
ঢালে কুল মুল্লুকে, ভীম বা'তে খায় অবিরল ঝাউ দোল
একি দ্বাদশীর চাঁদ আজ সেই ? সেই রবিউল আউওল ?
ঈশানে কাঁপিছে কৃষ্ণ নিশান, ইসরাফিলেরও প্রলয় বিষাণ আজ

* * *

রসুলের দ্বারে দাঁড়িয়ে কেন রে আজাজিল শয়তান ?
তারও বুক বেয়ে আঁসু ঝরে, ভাসে মদিনার ময়দান।
আবুবকরের দরদর আঁসু দরিয়ার পারাঝরে,
মাতা আয়েশার কাঁদনে মুরছে আসমানে তারা ডরে
শোকে উম্মাদ ঘুরায় উমর ঘুর্ণির বেগে ছোরা,
বলে " আল্লার আজ ছাল তুলে নেবো মেরে তেগ, দেগে কোঁড়া
উসমানের আর হুঁশ নাই কেঁদে কেঁদে ফেনা উঠে মুখে,
আলী হাইদর যায়েল আজিরে বেদনার চোটে (ধুঁকে)
নিবে গেছে আজ দিনের দীপালী, খসেছে চন্দ্র তারা,
আঁধিয়ারা হয়ে গেছে দশ দিশি, ঝরে মুখে খুন-ঝারা।

* * *

বেহেশ্‌ত সব আরাস্তা আজ, সেথা মহাধূম ধাম,
গাহে হুর পরী যত "সাল্লাল্লাহু আলায়হি সাল্লাম।"

দোয়াজদহম' ফার্সীশব্দ, অর্থ - 'দ্বাদশ'; 'ফাতেহা' - অর্থ পর্ব বা উপলক্ষ । 'রবিউল আউয়াল' চান্দ্র মাসের বারো তারিখে বিশ্বনবীর (সঃ) জন্ম এবং তেষট্টি বছর পর এই রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখেই মহানবী এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন। রাসূলে করীমের ইনতিকালে সমগ্র বিশ্বজগত শোকভিভভূত। ফেরেশতাকুল শোকে মুহ্যমান। হজরত আবু বকর এবং উম্মুল মোমেনীন'আয়েশা (রাঃ) নবীজীর বিরহে কাতর। হজরত উমর নবীজীর মৃত্যুকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করতে পারেন নি। উছমান এবং আলী রাসূলের জামাতাদ্বয় শোকে বিহ্বল হয়ে বেদনা ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েন।

Dhaka University Institutional Repository

'সেবক'- কবিতায় অন্যায়-অসত্যের বিরুদ্ধে, নির্যাতন-নিপীড়নের বিরুদ্ধে আত্মত্যাগের জন্য বীর পুরুষদের প্রতি কবি নজরুল উদাত্ত আহবান জানিয়েছেন। সাম্রাজ্যবাদী শোষকদের অধীনতা থেকে মাতৃভমিকে মুক্ত করার ডাক দিয়েছেন। কবি বলেন :- [৪২]

সত্যকে হায় হত্যা করে অত্যাচারীর খাড়ায়,
নেই কি রে কেউ সত্য সাধক বুক খুলে আজ দাঁড়ায় ?
নাজাত পথের আজাদ মানব নেই কি রে কেউ বাঁচা,
ভাঙতে পারে ত্রিশ কোটি এই মানব মেষের খাঁচা ?
ঝুটার পায়ে শির লুটাবে এতই ভীরু সাঁচা ?
*   *   *
দিন দুনিয়ায় আজ খুনিয়ার রোজ-হাশরের মেলা,
করছে অসুর হক-কে না-হক, হক-তায়ালায় হেলা।
দানব দ'লে শান্তি আনে নাই কি এমন ছেলে ?
একি দেখি গান যেয়ে ঐ অরুণ আখি মেলে,
পাবক-শিখা হস্তে ধরে কে বাছা মোর এ'লে ?
বিশ্বগ্রাসীর ত্রাস নাশি আজ আসবে কে বীর এসো।
ঝুট শাসনে করতে শাসন, শ্বাস যদি হয় শেষ ও।
"বন্দী থাকা হীন অপমান" হাঁকবে যে বীর তরুণ,
শির-দাঁড়া যার শক্ত তাজা, রক্ত যাহার অরুণ,
সত্য মুক্তি স্বাধীন জীবন লক্ষ্য শুধু যাদের,
খোদার রাহায় জান দিতে আজ ডাক পড়েছে তাদের ।

'বিষের বাঁশী" কাব্যগ্রন্থের অন্যতম কবিতা - 'বন্দী বন্দনা' ১৩২৮ কার্তিক সংখ্যার 'নারায়ন' এবং বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ১৯২০ খৃ. জুলাই মাসে খিলাফত আন্দোলনের নেতাগণ বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগ কর্মসূচী ঘোষণা করেন। তখন নজরুলের লেখনী হয়ে উঠে অগ্নিক্ষরা। ১৯২১ আগষ্ট মাসে করাচীতে খিলাফত কনফারেন্সে অংশ গ্রহণের অভিযোগে খিলাফত আন্দোলনের নেতা মাওলানা মোহাম্মদ আলী ও মাওলানা শওকত আলী (আলী ভ্রাতৃদ্বয়) সেপ্টেম্বরে গ্রেফতার হন। নজরুল তাদের বন্দনা গেয়ে রচনা করলেন 'বন্দী-বন্দনা'।কবিতাটিতে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ভয় ও শঙ্কা মোচনের অভয়বাণী উচ্চারিত হয়েছে। কবি বলেন :-[৪৩]

আজি   রক্ত নিশি-ভোরে
    একি এ শুনি ওরে
    মুক্তি কোলাহল বন্দী শৃঙ্খলে,
ঐ   কাহারা কারাবাসে
    মুক্তি-হাসি হাসে

Dhaka University Institutional Repository

টুটেছে ভয় বাঁধা স্বাধীন হিয়া তলে।।
ওরা দু'পায়ে দলে গেল মরণ শঙ্কারে,
সবারে ডেকে গেল শিকল-ঝঙ্কারে।
* * *
আজি কারার সারা দেহে মুক্তি ক্রন্দন,
ধ্বনিছে হাহা স্বরে ছিঁড়িতে বন্ধন।
কেন রে কারা ত্রাসে মরিবে বীর দলে
জয় হে বন্ধন' গাহিল তাই তারা
মুক্ত নভ-তলে ॥

এতদ্ব্যতীত বন্দনা গান, মুক্তি সেবকের গান, শিকল পরার গান, যুগান্তরের গান, চরকারগান, বিজয় গান, মরণ-বরণ, জেল-সুপার বন্দনা ইত্যাদি কাব্যগানগুলি ভারতে ১৯২০-২১ খৃ. খিলাফত আন্দোলন তথা অসহযোগ আন্দেলনের অগ্নিক্ষরা দিনগুলোতে নজরুল রচনা করেন। ১৯২৩ খৃ. এপ্রিলে নজরুল হুগলী জেলে বন্দী থাকাকালে কারাবন্দীদের সাথে জেল কর্তৃপক্ষের নির্মম অমানবিক আচরণের প্রতিবাদে 'শিকল পড়া ছল', 'জেল সুপার বন্দনা ইত্যাদি কবিতা রচনা করেন। 'শিকল পড়া ছল' গানটি ১৩৩১ জৈষ্ঠের ভারতীতে মুদ্রিত হয়। কবিতাটি সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশের বিরুদ্ধে তীক্ষ্ণ আঘাত হানে। উদ্বৃতি :- [৪৪]

এই শিকল পরাছল মোদের এ শিকল পরা ছল।
এই শিকল পরেই শিকল তোদের করব রে বিকল।।
তোদের বন্ধ কারায় আসা মোদের বন্দী হতে নয়,
ওরে ক্ষয় করতে আসা মোদের সবার বাঁধন ভয়
এই বাঁধন প'রেই বাঁধন -ভয়কে করবো মোরা জয়,
এই শিকল-বাঁধা পা নয় এ শিকল-ভাঙা কল ॥
* * *
তোমরা ভয় দেখিয়ে করছ শাসন, জয় দেখিয়ে নয়,
সেই ভয়ের টুটিই ধরব টিপে, করব তারে লয়।
মোরা আপনি ম'রে মরার দেশে আনব্ বরাভয়,
মোরা ফাঁসি পরে আন্‌ব হাসি মৃত্যু জয়ের ফল।

'জাতের বজ্জাতি' শীর্ষক কবিতাটি জুলাই, ১৯২৩ শ্রাবণ, ১৩৩০ বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। হিন্দু সমাজের জাতিভেদ বৈষম্য রীতির বিরুদ্ধে নিন্দাজ্ঞাপন করে নজরুল কবিতাটি রচনা করেন। জাত বিচারের হীন মন্যতাকে বিদ্রূপ করেছেন এবং ইসলামের সাম্যনীতির বর্ণনা দান করেছেন:- [৪৫]

জাতের নামে বজ্জাতি সব জাত-জালিয়াৎ খেলছে জুয়া,
ছুলেই তোর জাত যাবে ? জাত ছেলের হাতের নয় তো মোয়া

Dhaka University Institutional Repository

হুকোর জল আর ভাতের হাঁড়ি, ভাবলি এতেই জাতির জান,
তাইত বেকুব করলি তোরা এক জাতিকে একশ'খান।
এখন দেখিস ভারত জোড়া
প'চে আছিস বাসি মড়া,
মানুষ নাই আজ, আছে শুধু জাত-শেয়ালের হুক্কাহুয়া ॥
জানিস না কি ধর্ম সে যে বর্ম সম সহনশীল,
তাকে কি ভাই ভাঙতে পারে ছোঁওয়া - ছুয়ির ছোট্ট ঢিল ?
*   *   *
সকল জাতই সৃষ্টি যে তাঁর, এ বিশ্বমায়ের বিশ্বঘর
মায়ের ছেলে সবাই সমান, তাঁর কাছে নাই আত্ম পর।
*   *   *
বলতে পারিস, বিশ্ব-পিতা ভগবানের কোন সে জাত
কোন্ ছেলের তাঁর লাগলে চাওয়া অশুচি হন জগন্নাথ ?

'বিষের বাঁশী' গ্রন্থের অন্যতম কবিতা জাগৃহি, তুর্যনিনাদ এবং 'অভয় মন্ত্র' কবিতায় পরাধীন ভারতের শোচনীয় অবস্থার বর্ণনা করে তার মুক্তির জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানোর আহবান জানিয়েছেন কবি। 'পাগল পথিক' গীতি কবিতায় [৪৬] পরাধীন দেশবাসীকে স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত করেছেন।

এ কোন পাগল পথিক ছুটে এলো বন্দিনী মা'র আঙ্গিনায়
ত্রিশ কোটি ভাই মরণ হরণ গান গেয়ে তা'র সঙ্গে যায়
অধীন দেশের বাঁধন-বেদন
কে এলো রে করতে ছেদন ?
শিকল-দেবীর বেদীর বুকে মুক্তি শঙ্খ কে বাজায়॥
*   *   *
ইসরাফিলের শিঙ্গা বাজে আজকে ঈষান বিষাণ সাথে
প্রলয়-রাগে নয় রে এবার ভৈরবীতে দেশ জাগাতে।

'ঝড়' কবিতাটি ১৩৩১ আষাঢ়ের 'কল্লোল' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। 'ঝড়'[৪৭] কে নজরুল 'বিপ্লব' এর প্রতীকরূপে চিত্রিত করেছেন। মাতৃভূমির পরাধীনতার অবসানের জন্য বৈপ্লবিক পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য কবির আহবান। ঝড়, বিদ্রোহ, ধূমকেতু, প্রলয়োল্লাস সবক'টি কবিতাই সমগোত্রীয়, সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশদের নিপীড়ন নির্যাতনের বিরুদ্ধে লিখিত।

'বিষের বাঁশী' কাব্য গ্রন্থের অধিকাংশ কবিতা বিপ্লবাত্মক এবং বৃটিশ বিদ্বেষাত্মক হওয়ায় তদানীন্তন বৃটিশ সরকার ১৯২৪ খৃ. ২২ অক্টোবর গ্রন্থটি নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। এতদসত্ত্বেও গ্রন্থটির প্রচার, প্রসার ও জনপ্রিয়তা বন্ধ করতে পারেনি।

Dhaka University Institutional Repository

কবি নজরুলের চতুর্থ কাব্য গ্রন্থ 'ভাঙার গান' প্রকাশিত হয় ১৩৩১ / ১৯২৪ খৃ. । এতে মোট এগারটি কবিতা স্থান পেয়েছে। সেগুলোর মধ্যে ১। ভাঙার গান, ২। জাগরণী, ৩। জেল সুপার বন্দনা, ৪। আশুপ্রয়াণ গীতি, ৫। শহীদী ঈদ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ভাঙার গান কাব্যগ্রন্থ 'অগ্নিবীণা' এবং 'বিষের বাঁশীর' সমপর্যায়ের। কবি ভাঙার গানে ঔপনিবেশিক শোষক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হবার আহবান জানিয়েছেন।

'ভাঙার গান' বিদ্রোহী'র সমসাময়িক ১৯২২ সনের গোড়ার দিকে রচিত। বৃটিশ শাসনের মূলোৎপাটন করা ছিল কবির মুখ্য উদ্দেশ্য। ঔপনিবেশিক শোষণ নির্যাতনে অতিষ্ঠ সমগ্র দেশবাসী স্বাধিকার অর্জনের জন্য সোচ্চার হয়ে উঠলে অসহযোগ আন্দোলন পূর্ণ মাত্রায় চলতে থাকে। বৃটিশ সরকার কবিতাটি ও কাব্যগ্রন্থটি বাজেয়াপ্ত করে ১৯২৪ খৃ. ১১ সেপ্টেম্বর। এ নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হয়নি। স্বৈরাচারী শাসকগোষ্ঠী জেল জুলুম নির্যাতন চালিয়েও কবিকে ন্যায়ের সংগ্রাম থেকে বিরত রাখতে পারেনি। কবির ভাষায় :- [৪৮]

কারার ঐ লৌহ কপাট
ভেঙে ফেল, কররে লোপাট,
রক্ত জমাট
    শিকল পূজোর পাষাণ বেদী !
ওরে ও তরুণ ঈশান !
বাজা তোর প্রলয় -বিষাণ !
    ধ্বংস নিশান
উড়ুক প্রাচী'র প্রাচীর ভেদি।

ইংল্যান্ডের যুবরাজের 'ভারত ভ্রমণোপলক্ষে ১৯২১ খৃ. ১১ নভেম্বর এদেশে হরতাল পালনকালে কুমিল্লায় মিছিলে যোগ দিয়ে কবি নজরুল গাইলেন 'জাগরণী' শীর্ষক গান [৪৯]

আল্লায় ওরে হক তা'য়ালায়
পায়ে ঠেলে যারা অবহেলায়,
আজাদ-মুক্ত আত্মারে যারা শিখায়ে ভীরুতা
    করেছে দাস -
সেই আজ ভগবান তোমার।
কার তরে জ্বাল উৎসব-দীপ ?
    দীপ নেবাও!দীপ নেবাও !!
*   *   *
পরাধীন ব'লে নাই তোমাদের
    সত্য তেজের নিষ্ঠা কি
অপমান স'য়ে মুখ পেতে নেবে বিষ্ঠা ছি !

Dhaka University Institutional Repository

মরি লাজে, লাজে মরি !
অপমান সে যে অপমান !
জাগো জাগো ওরে হতমান !

'ভাঙার গান' কাব্য গ্রন্থের অন্যতম গান 'মিলনগান' গীতি কবিতায় কবি নজরুল ভারত উপমহাদেশের অধিবাসীদের মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাস ও অনৈক্যের সুযোগে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজরা তাদের উপর নির্যাতনের স্টীম রোলার চালাবার সুযোগ পেয়েছে। নজরুল ইংরেজদের কুটচালের ব্যাপারে দেশবাসীকে সতর্ক করে পারস্পরিক বিভেদ ভুলে গিয়ে দেশের স্বার্থে দশের স্বার্থে,ঐক্যবদ্ধ হবার আহবান জানান।[৫০]

১৯২৩ খৃ. হুগলী জেলে বন্দী থাকাবস্থায় জেলের নির্যাতন নিপীড়নের বিরুদ্ধে কবি রচনা করেন - 'জেল সুপার বন্দনা' [৫১]

তোমারি জেলে পালিছ ঠেলে, তুমি ধন্য ধন্য হে।
আমার গান তোমারি ধ্যান, তুমি ধন্য ধন্য হে॥
রেখেছ সান্ত্রী পাহারা দোরে
বেঁধেছ শিকল-প্রণয়-ডোরে।
তুমি ধন্য ধন্য হে ॥

১৩২৯ (১৯২২) 'ধূমকেতু' তে প্রকাশিত 'দুঃশাসনের রক্তপান' কবিতায় কবি নজরুল সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশদের শোষণ-নির্যাতন-নিপীড়ন এর বর্ণনা দান করে তাদেরকে বিতাড়নের জন্য প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হবার আহবান জানান দেশবাসীর প্রতি। কবি বলেন :- [৫২]

বলরে বন্য হিংস্র বীর
দুঃশাসনের চাই রুধির।
চাই রুধির রক্ত চাই,
ঘোষো দিকে দিকে এই কথাই,
দুঃশাসনের রক্ত চাই।
অত্যাচারী সে দুঃশাসন
চাই খুন তার চাই শাসন,
হাঁটু গেড়ে তার বুকে বসি'
ঘাড় ভেঙে তার খুন শোষি।
ওরে এ যে সেই দুঃশাসন
দিল শত বীরে নির্বাসন,
কচি শিশু বেঁধে বেত্রাঘাত
করেছে রে এই ক্রুর স্যাঙাত।
মা বোনদের হরেছে লাজ
দিনের আলোকে এই পিশাচ।

Dhaka University Institutional Repository

'ভাঙারগান' কাব্যগ্রন্থের সর্বশেষ কবিতা 'শহীদীঈদ'। এ কবিতায় কবি নজরুল ঈদুল আদ্বহা উপলক্ষে পশু কোরবানীর পরিবর্তে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের জন্য জীবন-কোরবানী তথা আত্মত্যাগের আহবান জানিয়েছেন। কবি ইসলামের মৌলিক শিক্ষা এক আল্লার প্রতি অগাধ বিশ্বাস স্থাপনের এবং যাবতীয় ধর্মকর্ম পালনের উপযোগী মুক্ত পরিবেশ অর্জনের জন্য স্বাধীনতার লক্ষ্যে আন্দোলন করার অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। কবির ভাষায় : - ৫৩

শহীদের ঈদ এসেছে আজ
শিরোপরি খুন লোহিত তাজ,
  আল্লার রাহে চাহে সে ভিখ্ ;
*   *   *
চাহি না ক' গাভী দুম্বা উট,
কতটুকু দান ? ও দান ঝুট।
  চাই কোরবানী, চাই না দান
রাখিতে ইজ্জত ইসলামের
শির চাই তোর, তোর ছেলের,
  দেবে কি ? কে আছ মুসলমান ?
*   *   *
শুধু আপনারে বাঁচায় যে,
মুসলিম নহে, ভন্ড সে!
  ইসলাম বলে-বাঁচ সবাই।
দাও কোরবানী জান ও মাল,
বেহেশ্‌ত তোমার কর হালাল।
  স্বার্থ পরের বেহেশ্‌ত নাই।
*   *   *
পশু কোরবানী দিস তখন
আজাদ- মুক্ত হবি যখন।
  জুলুম মুক্ত হবে রে দীন।
কোরবানীর আজ এই যে খুন
শিখা হয়ে যেন জ্বালে আগুন,
  জালিমের যেন রাখে না চিন
  আমিন্ রাব্বিল আলামিন।

Dhaka University Institutional Repository

কবি নজরুল ইসলামের পঞ্চম কাব্যগ্রন্থ 'ছায়ানট' ১৩৩১/১৯২৪ খৃ. প্রকাশিত হয়। এতে সর্বমোট ৫০ টি কবিতা ও গান সংকলিত হয়েছে। অধিকাংশই প্রেমমূলক গান। তম্মধ্যে ১। বিজয়িনী ২। বেদনা--অভিমান, ৩। নিশীথ প্রীতম, ৪। অ-বেলায়, ৫। হার-মানা-হার, ৬। চিরন্তনী প্রিয়া, ৭। পরশপূজা, ৮। অনাদৃতা, ৯। শায়ক বেঁধা পাখী, ১০। হারামণি, ১১। মানস-বধু, ১২। বিদায়-বেলায়, ১৩। দূরের বন্ধু, ১৪। মনের মানুষ ১৫। প্রিয়ার রূপ, ১৬। স্তব্ধবাদল, ১৭। পূবের হাওয়া ১৮। আলতা স্মৃতি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

অধিকাংশ কবিতা ১৩২৮ বঙ্গাব্দে কুমিল্লায় অবস্থানকালে, ১৩২৭ বরিশাল অবস্থানকালে, ১৩২৭-৩০ এরমধ্যে কোলকাতা ও হুগলী অবস্থানকালে রচিত। উদাহরণ স্বরূপ কিছু উদ্ধৃতি উপস্থাপিত করছি। 'বিজয়িনী' কাব্যগানটি কবি নজরুল কুমিল্লায় অবস্থানকালে 'প্রমীলা'র প্রেমে রচনা করেন। 'বিদ্রোহী' কবিতা প্রকাশের একমাস পর অগ্রহায়ণ, ১৩২৮ (১৯২১) 'বিজয়িনী' কবিতাটি প্রকাশিত হয় :- [৫৪]

হে মোর রাণী! তোমার কাছে হারমানি আজ শেষে
আমার বিজয়-কেতন লুটায় তোমার চরণ-তলে এসে।
আমার সমর-জয়ী অমর তরবারী,
দিনে দিনে ক্লান্তি আনে, হয়ে ওঠে ভারী ;
এখন এ ভার আমার তোমায় দিয়ে হারি,
এই হার-মানা-হার পরাই তোমার কেশে ॥

*　　　　*　　　　*

আজ বিদ্রোহীর এই রক্ত-রথের চূড়ে
বিজয়িনী! নীলাম্বরীর আঁচল তোমার উড়ে,
যত তূণ আমার আজ তোমার মালায় পূরে,
আমি বিজয়ী আজ নয়ন-জলে ভেসে॥

কবি নজরুলের ষষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ 'পূবের হাওয়া' ১৩৩২/১৯২৫ প্রকাশিত হয়। উহাতে মোট ১১ টি কবিতা সংকলিত হয়েছে। এ গুলোর মধ্যে ১। বাদল প্রাতের শরাব ২। আশা ৩। মানিনী ৪। বে-শরম, ৫। সোহাগ, ৬। শরাবন তহুরা, ৭। বিরহ-বিধুরা ৮। প্রণয়-নিবেদন ইত্যাদি। অধিকাংশ কবিতাই প্রণয় মূলক গান। কিছু উদ্ধৃতি পেশ করছি :- বাদল প্রাতের শরাব [৫৫]

বাদলা-কালো স্নিগ্ধা আমার কান্তা এলো রিমঝিমিয়ে,
বৃষ্টিতে তার বাজলো নূপুর পায় জোরেরই শিঞ্জিনী যে।
ফুটলো উষার মুখটি অরুণ, ছাইল বাদল তাম্বু ধরায়,
জম্‌লো আসর বর্ষা-বাসর, লাও সাকি লাও ভর-পিয়ালায়
ভিজলো কুঁড়ির বক্ষ-পরাগ হিম্-শিশিরের আনেজ পেয়ে,
হরদম! হরদম দাও মদ, মস্ত করো গজল গেয়ে।
ফেরদৌসের ঝরকা বেয়ে গুল-বাগিচায় চলছে হাওয়া
এই ত রে ভাই ওক্ত খুশীর, দ্রাক্ষারসে দিলকে নাওয়া।

Dhaka University Institutional Repository

কুঞ্জে জরীন ফারসী ফরাস বিছিয়েছে আজ ফুল বালারা
আজ চাই-ই চাই লাল শিরাজী স্বচ্ছ সরস খোর্মা পারা।

শরাবন তহুরা [৫৬]

নার্গিস-বাগ্ মে বাহার কি আগ্ মে ভরাদিল দাগ্ মে-
কাহাঁ মেরি পিয়ারা, আও আও পিয়ারা।
দুরু দুরু ছাতিয়া ক্যায়সে এ রাতিয়া কাটু বিনু সাথিয়া
ঘাব্রায়ে জিয়ারা, তড়পত জিয়ারা।
দরদে দিল জোর, রঙ্গিলা কওসর
শরাবন তহুরা লাও সাকী লাও ভর।

কবি হিন্দী ভাষার সংমিশ্রণে মদ ও প্রণয়ীকে নিয়ে ভোগবিলাসেমত্ত নিশিযাপনের আনন্দের কথা ব্যক্ত করেছেন।

কবি নজরুলের অন্যতম কাব্যগ্রন্থ 'সাম্যবাদী' পৌষ ১৩৩২/ ডিসেম্বর ১৯২৫ খৃ. প্রকাশিত হয়। উক্ত গ্রন্থে মোট ১১টি কবিতা সংকলিত হয়েছে। তন্মধ্যে ১। সাম্যবাদী, ২। সাম্য ৩। ঈশ্বর, ৪। মানুষ ৫। পাপ, ৬। চোর-ডাকাত, ৭। বীরাঙ্গনা ৮। মিথ্যাবাদী ৯। নারী ১০। রাজাপ্রজা ১১। কুলিমজুর।

'সাম্যবাদী' কবিতাটি ১৯২৫ ডিসে লাঙল' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। 'সাম্যবাদী' ও 'সাম্য' কবিতাদ্বয়ে কবি নজরুল মানুষের মর্যাদা, শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈষম্যহীনতার ঘোষণা করেছেন। মানুষে মানুষে কোন ভেদাভেদ থাকবে না, জন্মগতভাবে দুনিয়ার সকল মানুষ একসমান। অর্থনৈতিক, সামাজিক কিংবা ধর্মীয় দিকদিয়ে মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ সৃষ্টি করা বাঞ্চনীয় নয়। সকল জাতিকে বৈষম্য ভূলে ঐক্যবব্ধ হবার আহবান জানিয়েছেন কবি "সাম্যবাদী কবিতায়" :- [৫৮]

গাহি সাম্যের গান
যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা-ব্যবধান ,
যেখানে মিশেছে হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম-ক্রীশ্চান।
*   *   *
তোমাতে রয়েছে সকল কেতাব সকল কালের জ্ঞান,
সকল শাস্ত্র খুঁজে পাবে সখা খুলে দেখ নিজ প্রাণ ।
তোমাতে রয়েছে সকল ধর্ম, সকল যুগাবতার,
তোমার হৃদয় বিশ্ব দেউল সকলের দেবতার।
*   *   *
এই কন্দরে আরব-দুলাল শুনিতেন আহবান,
এই খানে বসি, গাহিলেন তিনি কোরানের সাম-গান।

Dhaka University Institutional Repository

এ কবিতায়-সকল ধর্মাবলম্বীর সমান গণতান্ত্রিক অধিকার ঘোষিত হয়েছে।। সকল মানুষ ধনী-নির্ধন, রাজা-প্রজা, আমীর-ফকীর, সাদা-কালো, আশরাফ-আতরাফ সকলেই একসমান, সকলেই আল্লাহর সৃষ্টদাস । নজরুলের এই 'সাম্যবাদ' ছিল ইসলামী সাম্যবাদ, তা' মার্কসবাদী সাম্যবাদ ছিল না। নজরুল জড়বাদী, বস্তবাদী কিংবা নিরীশ্বরবাদী ছিলেন না, তিনি ছিলেন কোরআন সুন্নাহ অনুসৃত ইসলামী সাম্যবাদের প্রবক্তা। তার কাব্যে আল্লাহ, খোদা, ভগবান, ঈশ্বর, মসজিদ, মন্দির, গীর্জার উল্লেখ রয়েছে; কিন্তু মার্কসবাদে এসবকিছুর অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় না।

মানুষ [৫৯] কবিতায় কবি মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের কথা ঘোষণা করেছেন। মানুষ মহীয়ান, গরীয়ান। মানুষের অস্তিত্ব না থাকলে পৃথিবীতে যুগে যুগে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ এবং ধর্মপ্রচারক নবী রাসূলের আগমন ঘটত না। সকলেরই একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল মানুষের কল্যান সাধন। মানুষ আল্লাহর সৃষ্টির সেরা "আশরা ফুল মাখলুক্বাত।"

গাহি সাম্যের গান
মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান
নাই দেশ-কাল পাত্রের ভেদ, অভেদ ধর্মজাতি,
সবদেশে, সব কালে, ঘরে ঘরে তিনি মানুষের জ্ঞাতি।

ইশ্বর [৬০] কবিতায় কবি পরমারাধ্য সত্তার স্বীকৃতি ঘোষণা করেছেন। মানুষকে আত্মজ্ঞানের মাধ্যমে আল্লাহর অস্তিত্ব অনুসন্ধানের প্রেরণা দিয়েছেন। আত্মজ্ঞান লাভ না করলে আল্লাহর অস্তিত্ব অনুভব করা যায় না। "মান আরাফা নাফ্সাহু, ফাক্বাদ আরাফা রাব্বাহু" । হজরত ইবরাহীম (আ :) আত্মগবেষণার মাধ্যমে আত্মজ্ঞান ও সঠিক উপলব্ধি লাভ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

কে তুমি খুঁজিছ জগদীশে ভাই আকাশ পাতাল জুড়ে ?
কে তুমি ফিরিছ বনে জঙ্গলে, কে তুমি পাহাড় চূড়ে ?
সৃষ্টি রয়েছে তোমা পানে চেয়ে, তুমি আছ চোখ বুঁজে,
স্রষ্টারে খোঁজো আপনারে তুমি আপনি ফিরিছ খুঁজে।
আঁখি খোলো, দেখ দর্পনে নিজ কায়া,
দেখিবে, তোমারি সব অবয়বে পড়েছে তাহার ছায়া।

সাম্য [৬১] কবিতায় কবি সাম্যবাদী ব্যবস্থায় সকল মানুষ জাতি- ধর্ম -বর্ণ ভাষা- ধনী নির্ধন নির্বিশেষে সবাই এক সমান ; তাদের মধ্যে কোন জাত্যাভিমান নাই। সবাই একক স্রষ্টা আল্লাহর সৃষ্টি, তাই তাদের মধ্যে কোন ভেদাভেদ নাই। সর্বাধিক খোদাভীরু ব্যক্তিই সামাজিক সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী।

গাহি সাম্যের গান –
বন্ধু এখানে রাজা -প্রজা নাই, নাই দরিদ্র-ধনী
হেথা পায় না ক কেহ ক্ষুদ্ ঘাঁটা, কেহ দুধ সর-ননী।

Dhaka University Institutional Repository

ঘৃণা জাগে না ক' সাদাদের মনে দেখে হেথা কালা দেহ
নেই ক' এখানে ধর্মের ভেদ শাস্ত্রের কোলাহল,
পাদরী-পুরুত-মোল্লা- ভিক্ষু এক গ্লাসে খায় জল।
সাড়া দেন তিনি (স্রষ্টা) এখানে তাঁহারে যে নামে যে কেহ ডাকে ;
যেমন ডাকিয়া সাড়া পায় শিশু যে নামে ডাকে সে মাকে।

নারী ৬২ কবিতায় নজরুল পৃথিবীতে নারী ও পুরুষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য-ব্যবধান দূরকরার কথা, সমান অধিকার প্রদানের কথা বলেছেন। ইসলামে নারী ও পুরুষ পরস্পরের সম্পূরক ও আবরণ স্বরূপ। ইসলাম নারী জাতিকে পর্যাপ্ত অধিকার, মর্যাদা ও স্বাধীনতা প্রদান করেছে, নজরুল তা অকপটে স্বীকার করেছেন।

সাম্যের গান গাই -
আমার চক্ষে পুরুষ রমণী কোনো ভেদাভেদ নাই।
বিশ্বের যা' কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।
নরক কুন্ড বলিয়া কে তোমা করে নারী হেয়-জ্ঞান ?
তারে বল, আদি পাপ নারী নহে সে যে নর-শয়তান
এ বিশ্বে যত ফুটিয়াছে ফুল, ফলিয়াছে যত ফল,
নারী দিল তাহে রূপ-রস-মধু-গন্ধ সুনির্মল।

'পাপ'-৬৩ কবিতায় নজরুল বলেছেন-মানুষকে পাপপ্রবণতা দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। আল-কোরআনে বলা হয়েছে-"ইন্নান্নাফ্ছা লা আম্মারাতুম বিছু-ই।" (আল্-ক্বোরআন-১২ ঃ ৫৩) মানুষ পাপ করার পর অনুতপ্ত হয়ে আত্মসংশোধন করবে। মানুষ পাপকে ঘৃণা করবে, পাপীকে নয়। এই পাপ-পঙ্কিল জগতে 'হারুত' এবং 'মারুত' দু'ফেরেশতার ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন নজরুল। কবির ভাষায় :-

যত পাপীতাপী সবমোর বোন, সব হয় মোর ভাই
এ পাপ মুলুকে পাপ করেনি ক' কে আছে পুরুষ নারী

কবি নজরুলের অন্যতম কাব্যগ্রন্থ 'সর্বহারা' ১৩৩৩/১৯২৬ সালে প্রকাশিত হয়। এতে সর্বমোট ১১টি কবিতা সংকলিত হয়েছে। সেগুলো অধিকাংশই গান ১। সর্বহারা, ২। কৃষাণের/শ্রমিকের/ধীবরের /ছাত্রদলের গান সমূহ ৬। কান্ডারী হুশিয়ার ৭। ফরিয়াদ, ৮। আমার কৈফিয়ত ৯। প্রার্থনা, ১০। গোকুলনাগ।

'সর্বহারা' শীর্ষক কবিতায় কবি নজরুল এই পৃথিবীর নীল আকাশের নীচে এবং জমীনের উপরে বসবাসকারী একই আলো বাতাস-পানিতে জীবনধারনকারী মানুষের মধ্যে বৈষম্যের তীব্র সমালোচনা

Dhaka University Institutional Repository

করেছেন। শোষিত-বঞ্চিত, নিপীড়িত জনগণের ভাগ্য পরিবর্তন কামনা করেছেন। কবির ভাষায় :- ৬৬

ব্যথার সাতার-পানি-ঘেরা
চোরাবালির চর,
ওরে পাগল! কে বেঁধেছিস
সেই চরে তোর ঘর ?
হীরা-মানিক চাস্‌নি ক' তুই
চাসনি ত সাত ক্রোর,
একটি ক্ষুদ্র মৃৎপাত্র –
ভরা অভাব তোর
চাইলি রে ঘুম শ্রান্তি-হরা
একটি ছিন্ন মাদুর ভরা
একটি প্রদীপ-আলো করা
একটু কুটির-দোর।
আস্‌ল মৃত্যু, আসল জরা
আস্‌ল সিঁদেল-চোর।

কবি নজরুল ভাগ্য বিড়ম্বিত, শোষিত বঞ্চিত কৃষক সমাজের ভাগ্য উন্নয়নের জন্য সক্রিয় হবার আহবান জানিয়ে রচনা করেন-'কৃষাণের গান'। আধুনিক সভ্যতা ও স্থাপত্যের নির্মাতা শ্রমিক-মজুরদের আর্থিক অবস্থা উন্নয়নের জন্য অনুপ্রেরণা দিয়েছেন- 'শ্রমিকের গানে'। জেলেও মৎস্যজীবীদের সম্মেলনে 'ধীবরদের গান' আবৃত্তি করেন (১৯২৬ খৃ ১৮ মার্চ-ফরিদপুরে)। তেমনিভাবে ছাত্রদলের সম্মেলনে আবৃত্তি করেন-'ছাত্রদলের গান'। মোট কথা- কবি নজরুল সমাজের সর্বস্তরের মানুষের দুঃখ-দুর্দশা, আশা আকাঙ্খাকে কেন্দ্র করে কবিতা ও গান রচনা করেছেন, তাই তিনি 'জনগণের কবি' বলে খ্যাত। কবিতার উদ্ধৃতি :-৬৭

মোদের উঠান-ভরা শস্য ছিল হাস্যভরা দেশ
ঐ বৈশ্য-দেশের দস্যু এসে লাঞ্চনার নাই শেষ,
ও ভাই আমরা ছিলাম পরমসুখী, ছিলাম দেশের প্রাণ
তখন গলায় গলায় গান ছিল ভাই, গোলায় গোলায় ধান,
আজ কোথায় বা সে গান গেল ভাই কোথায় সে কৃষাণ,
এই ক্ষুধার জোরেই করব এবার সুধার জগৎ জয়।

এদেশের কৃষক সমাজ ছিল পরমসুখী। তাদের ছিল প্রাচুর্য ও বিলাসী জীবন। কোন অভাব তাদের ছিলনা। কিন্তু ঔপনিবেশিক বর্গীরা এদেশে এসে শোষণ নিষ্পেষণ চালিয়ে এদেশের অর্থনৈতিক মেরুদন্ডকে পঙ্গু করে দেয়। কবি কৃষক সমাজকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এ দুরাবস্থা মোচনে তৎপর হবার অনুপ্রেরণা দিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

'ছাত্র দলের গান' কবিতায় - [৬৬] তরুণ ছাত্রদের তারুণ্য শক্তির নিকট সামাজিক অন্যায় অনাচার পদাবনত হয়। আধুনিক প্রগতিশীল সমাজ গঠনে ছাত্রদের ভূমিকা অপরিসীম।

আমরা শক্তি আমরা বল
আমরা ছাত্রদল।
মোদের পায়ের তলায় মূর্ছে তুফান
উর্ধ্বে বিমান ঝড় বাদল।
আমরা ছাত্রদল॥
মোদের আঁধার রাতে বাঁধার পথে
যাত্রা নাঙ্গা পায়,
আমরা শক্ত মাটি রক্তে রাঙাই
বিষম চলার যায়॥
যুগে যুগে রক্তে মোদের
সিক্ত হল পৃথ্বীতল॥
আমরা ছাত্রদল॥
মোদের চোখে বিশ্ববাসীর॥
স্বপ্ন দেখা হোক সফল।
আমরা ছাত্রদল॥

'সর্বহারা' কাব্যগ্রন্থের অন্যতম গান 'কান্ডারী হুশিয়ার'। ১৯২৬ খৃ. ২ এপ্রিল (১৯ চৈত্র, ১৩৩২) কোলকাতায় হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হলে নজরুল এর চরম বীভৎসরূপ লক্ষ্য করে 'কান্ডারী হুশিয়ার' কবিতাটি রচনা করেন এবং হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের প্রয়োজনীয়তার কথা ব্যক্ত করেন। উত্তাল বিক্ষুব্ধ তরঙ্গায়িত সমুদ্র এবং পাপপঙ্কিলতায় নিমজ্জিত এধরণীতে মুসলমানদের একমাত্র সহায় সর্বশক্তিমান আল্লাহ, তাই তাদের ভীত-সন্ত্রস্থ হবার কোন কারণ নেই। কবির ভাষায় :-[৬৭]

দুর্গম গিরিকান্তার-মরু দুস্তর পারাবার
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে, যাত্রীরা হুশিয়ার।
দুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল, ভুলিতেছে মাঝি পথ,
ছিড়িয়াছে পাল, কে ধরিবে হাল, আছে কার হিম্মত ?
কে আছ জোয়ান হও আগুয়ান হাঁকিছে ভবিষ্যত।
এ তুফান ভারী, দিতে হবে পাড়ি, নিতে হবে তরী পার॥
অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া, জানেনা সন্তরণ,
কান্ডারী! আজ দেখিব তোমার মাতৃ মুক্তিপণ।
"হিন্দু না ওরা মুসলিম?" ওই জিজ্ঞাসে কোন্ জন ?
কান্ডারী! বল ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মা'র।

Dhaka University Institutional Repository

*   *   *

কান্ডারী! তব সম্মুখে ঐ পলাশীর প্রান্তর,
বাঙালীর খুনে লাল হল যেথা ক্লাইভের খঞ্জর!
ঐ গঙ্গায় ডুবিয়াছে হায়, ভারতের দিবাকর।
উঁদিবে সে রবি আমাদেরি খুনে রাঙিয়াপুনর্বার।

'ফরিয়াদ' কবিতায় [৬৮] কবি নজরুল পৃথিবীর সর্বহারাদের দুঃখদুর্দশা, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য ও বিভেদনীতির প্রতিলক্ষ্য করে বিশ্ব বিধাতার নিকট ফরিয়াদ জানিয়েছেন। নিপীড়িত জনতার জয়ধ্বনি করেছেন।

এই ধরণীর ধূলি-মাখা তব অসহায় সন্তান
মাগে প্রতিকার, উত্তর দাও আদি-পিতা-ভগবান।
*   *   *
শ্বেত, পীত, কালো করিয়া সৃজিলে মানবে, সে তব সাধ।
আমরা যেকালো তুমি ভাল জান, নহে তাহা অপরাধ।
  তুমি বল নাই, শুধু শ্বেত দ্বীপে
  জোগাইবে আলো রবি-শশী-দীপে,
সাদা রবে সবাকার টুটি টিপে, এ নহে তব বিধান।
সন্তান তব করিতেছে আজ তোমার অসম্মান।
  ভগবান! ভগবান!
তোমারে ঠেলিয়া তোমার আসনে বসিয়াছে আজ লোভী,
রসনা তাহার শ্যামল ধরায় করিছে সাহারা গোবী

'সর্বহারা' কাব্য গ্রন্থের-একটি গুরুত্বপূর্ণ কবিতা 'আমার কৈফিয়ত'। এ কবিতায়-কবি নজরুল তার ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বিশ্বাস ও মতাদর্শ সম্পর্কে বিভিন্ন সমালোচকের সমালোচনার জবাব দিয়েছেন। কবি বলেন :[৬৯]

বর্তমানের কবি আমি ভাই, ভবিষ্যতের নই 'নবি'।
কবি ও অকবি যাহাবল মোরে মুখ বুঁজে তাই সইসবি,
  কেহ বলে, তুমি ভবিষ্যতে যে
  ঠাঁই পাবে কবি ভবীর সাথে হে।
যেমন বেরোয় রবির হাতে সে চিরকেলে বাণী কই কবি?
দুষিছে সবাই, আমি তবু গাই শুধু প্রভাতের ভৈরবী।
*   *   *
বন্ধুগো আর বলিতে পারিনা, বড় বিষজ্বালা এই বুকে
দেখিয়া শুনিয়া ক্ষেপিয়া গিয়াছি, তাই যাহা আসেকই মুখে
  রক্ত ঝরাতে পারিনা ত একা
  তাই লিখে যাই এ রক্ত-লেখা,

Dhaka University Institutional Repository

বড় কথা বড় ভাব আসেনা ক' মাথায়, বন্ধু, বড় দুখে
অমর কাব্য তোমরা লিখিও, বন্ধু, যাহারা আছ সুখে।

কবি নজরুলের অন্যতম কাব্যগ্রন্থ 'চিত্তনামা', যা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যুতে (১৬/৬/১৯২৫) ১৯২৬ খৃ. প্রকাশিত হয়। পরাধীন ভারতের মুক্তির জন্য চিত্তরঞ্জনের অবদান ও ভূমিকার স্বীকৃতি স্বরূপ নজরুল এই গ্রন্থটি সংকলন করেন। এতে মোট পাঁচটি কবিতা স্থান পেয়েছে ঃ ১। অর্ঘ্য, ২। অকাল-সন্ধ্যা, ৩। সান্ত্বনা, ৪। ইন্দ্রপতন, ৫। রাজ-ভিখারী।

কবির আরেকটি কাব্যগ্রন্থ 'ফণি-মনসা' ১৯২৭/১৩৩৪ সনে প্রকাশিত হয়; উহাতে মোট ২৩টি কবিতা সংকলিত হয়েছে। তন্মধ্যে ১। সব্যসাচী, ২। দ্বীপান্তরের বন্দিনী, ৩। আশীর্বাদ, ৪। মুক্তিকাম, ৫। বিদায়-মাভৈঃ, ৬। বাঙলার মহাত্মা, ৭। ইন্দু-প্রয়াণ, ৮। রক্ত-পতাকার গান, ৯। অন্তর ন্যাশনাল সঙ্গীত, ১০। জাগর-তূর্য, ১১। হিন্দু-মুসলিম যুদ্ধ ইত্যাদি। 'ফণি-মনসা' কাব্যগ্রন্থের অধিকাংশ কবিতায় ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে নজরুলের বিক্ষুব্ধ মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে।

'সুদক্ষ তীরন্দাজ'কে প্রতীকরূপে 'সব্যসাচী' কবিতায় নিপীড়িত-বঞ্চিত জনতার দুর্দশা দূরীকরণে সব্যসাচীকে আহবান জানিয়েছেন :-[৭০]

ওরে ভয় নাই আর, দুলিয়া উঠেছে হিমালয়-চাপা প্রাচী,
গৌরী শেখরে তুহিন ভেদিয়া জাগিছে সব্যসাচী,
দ্বাপর যুগের মৃত্যু ঠেলিয়া
জাগে মহাযোগী নয়ন মেলিয়া,
মহাভারতের মহাবীর জাগে, বলে আমি আসিয়াছি।"
নব-যৌবন-জলতরঙ্গে নাচেরে, প্রাচীন প্রাচী।
দিকে দিকে ঐ বাজিছে ডঙ্কা
জাগে শঙ্কর বিগত-শঙ্কা।
*　　*　　*
নবীন মন্ত্রে দানিতে দীক্ষা আসিতেছে ফাল্গুনী,
জাগোরে জোয়ান! ঘুমায়ো না ভুয়ো শান্তির বাণী শুনি,
সূতা দিয়ে মোরা স্বাধীনতা চাই, বসে বসে কাল গুণি,
জাগোরে জোয়ান! বাত ধরে গেল মিথ্যার তাত বুনি।

ভারতে জাগরণ শুরু হয়েছে; তাই অলস অচেতনভাবে নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকার সময় নেই। নওজোয়ানরা তৎপর হয়ে স্বাধীনতার মন্ত্রে উজীবিত হোক-কবির কামনা। 'মুক্তিকাম' [৭১] কবিতায় নজরুল স্বাধীনতার উদগ্র বাসনা ব্যক্ত করেছেন। জাতি আজ নিষ্প্রাণ-কঙ্কালসার, তাই শকুনীরা চারদিকে মৃত্যুৎসব করছে। নজরুল জাতিকে জাগাতে চেষ্টা করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

স্বাগত বঙ্গে মুক্তিকাম!
সুপ্তবঙ্গে জাগুক আবার লুপ্ত স্বাধীন সপ্তগ্রাম।
*　　　　*　　　　*
রক্ত-মাংস খেয়েছে তোদের, কঙ্কাল শুধু বাকি,
ঐ হাড় নিয়ে উঠে দাঁড়া তোরা, "আজো বেঁচে আছি" বল ডাকি!
জীবনের সাড়া যেই পাবে, ভয়ে সিন্ধু-শকুন পালাবে দূর
ঐ হাড়ে হবে ইন্দ্র-বজ্র, দগ্ধ হবে রে বৃত্রাসুর।

১৯২৬ খৃ. কোলকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রেক্ষিতে কবি নজরুল 'হিন্দু-মুসলিম যুদ্ধ'[৭২] শীর্ষক কবিতা লিখেন :-

মাভৈঃ.মাভৈঃ এতদিনে বুঝি জাগিল ভারতে প্রাণ,
সজীব হইয়া উঠিয়াছে আজ শ্মশান-গোরস্থান।
ছিল যারা চির-মরণ আহত
উঠিয়াছে জাগি' ব্যথা জাগ্রত,
খালেদ আবার ধরিয়াছে অসি, 'অর্জুন' ছোঁড়ে বাণ।
জেগেছে ভারত, ধরিয়াছে লাঠি হিন্দু-মুসলমান

'যা শত্রু পরে পরে'[৭৩] শীর্ষক কবিতায় নজরুল বৃটিশ সাম্রাজ্যের পতনের বার্তা ঘোষণা করেছেন :-

রাজ্যে যাদের সূর্য অস্ত যায়না কখনো, শুনিস হায়,
মেরে মেরে যারা ভাবিছে অমর, মরিবেনা কভু মৃত্যু যায়;
তাদের সন্ধ্যা ঐ ঘনায়।
চেয়ে দেখ্ ঐ ধূম্র চূড়
অসন্তোষের মেঘ গরুড়
সূর্য তাদের গ্রাসিল প্রায়,
ডুবেছে যে পথে রোম গ্রীক প্যারী-সেইপথে যায় অস্ত যায়
ওদের সূর্য!-দেখবি আয়।

১৩৩৩/১৯২৬ খৃ. কবি নজরুলের আরেকটি কাব্যগ্রন্থ 'ঝিঙেফুল' শিরোনামে প্রকাশিত হয়। উহাতে মোট ১৪টি শিশু-কিশোর কবিতা সংকলিত হয়। তম্মধ্যে-১। খুকি ও কাঠবেরালি, ২। খোকার খুশি, ৩। খাঁদু-দাদু, ৪। মা, ৫। খোকার বুদ্ধি, ৬। খোকার গল্প বলা, ৭। লিচুচোর ইত্যাদি।

১৩৩৪/১৯২৭ সনে নজরুলের 'সিন্ধু হিন্দোল' নামে একটি কাব্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এতে মোট ১৯টি কবিতা সংকলিত হয়েছে। এ গ্রন্থের অধিকাংশ কবিতাই ১৯২৬ সনে কবির চট্টগ্রাম ও বরিশাল সফরকালে

Dhaka University Institutional Repository

রচিত। গ্রন্থখানি হাবিবুল্লাহ বাহার এবং তাঁর বোন শামসুন্নাহার এর নামে উৎসর্গ করা হয়েছে। সংকলিত কবিতা সমূহের মধ্যে ১। সিন্ধু ২। গোপন প্রিয়া, ৩। অনামিকা, ৪। বিদায় স্মরণে ৫। পথের স্মৃতি, ৬। দারিদ্র ৭। চাঁদনী-রাতে, ৮। অভিযান, ৯। ফাল্গুনী এবং ১০। দ্বারে বাজে ঝঞ্ঝার জিঞ্জীর উল্লেখযোগ্য।

'দারিদ্র' [৭৪] কবিতায় কবি দারিদ্রকে স্বাগতম জানাচ্ছেন। দারিদ্রের দরুন বিপুল সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হতে পেরেছেন, সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় নির্ভীক হতে পেরেছেন।

হে দারিদ্র্য, তুমি মোরে করেছ মহান।
তুমি মোরে দানিয়াছ খ্রিষ্টের সম্মান।
কন্টক-মুকুট শোভা।-দিয়াছ, তাপস,
অসঙ্কোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস,
উদ্ধত উলঙ্গ দৃষ্টি, বাণী ক্ষুরধার,
বীণা মোর পাপে তব হল তরবার।

'অভিযান'-কবিতায় [৭৫] অভিযাত্রিককে নবজীবনের প্রতিষ্ঠায় নবউদ্যমে ঘাত প্রতিঘাত ও প্রতিবন্ধকতাকে উপেক্ষা করে সম্মুখে অগ্রসর হবার আহ্বান জানিয়েছেন।

নতুন পত্রের যাত্রা-পথিক
চালাও অভিযান
উচ্চকণ্ঠে উচ্চার আজ-
"মানুষ মহীয়ান।"
চারদিকে আজ ভীরুর মেলা
খেলবি কে আয় নতুন খেলা?
জোয়ার জলে ভাসিয়ে ভেলা
বাইবি-কি উজান?
পাতাল ফেড়ে চলবি মাতাল
স্বর্গে দিবি টান॥
অভিযানের বীর সেনাদল।
জ্বালাও মশাল, চল্ আগে চল্।
কুচকাওয়াজের বাজাও মাদল,
গাও প্রভাতের গান।
উষার দ্বারে পৌঁছে গাবি
"জয় নব উত্থান।"

Dhaka University Institutional Repository

কবি নজরুল ইসলামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ 'জিঞ্জীর' ১৩৩৫ / ১৯২৮খৃ. সনে প্রকাশিত হয়। এতে সর্বমোট ১৬টি কবিতা সংকলিত হয়েছে। এগুলো - ১। সুবহ্ উম্মীদ, ২। নকীব ,৩। খালেদ ৪। অঘ্রানের সওগাত, ৫। মিসেস এম রহমানকে, ৬। খোশ আমদেদ, ৭। নওরোজ, ৮। ভীরু, ৯। চিরঞ্জীব জগলুল ১০। অগ্রপথিক, ১১। আমানুল্লাহ ১২। ঈদ মোবারক, ১৩। বেহেশ্তে কে যাবি আয় ? ১৪। এ মোর অহঙ্কার, ১৫। বার্ষিক সওগাত, ১৬। উমর ফারুক। খালেদ, উমর ফারুক, আমানুল্লাহ, সুবহ উম্মীদ, ঈদ মোবারক, নকীব, অগ্রপথিক, চিরঞ্জীব জগলুল ইত্যাদি কবিতায় বীরত্বের জাগরণ এবং স্বাধীনতার অনুপ্রেরণা দান করা হয়েছে।

'সুবহ উম্মীদ' [৭৬] কবিতাটি অগ্রহায়নণ ১৩৩১ / ডিসেম্বর ১৯২৪ প্রকাশিত হয়। খিলাফত আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ প্যান-ইসলামী ভাবধারায় কবিতাটি রচিত। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে মধ্য প্রাচ্যের মুসলিম দেশসমুহ তথা আরব, ইরান, ইরাক, মরক্কো প্রভৃতি দেশে এবং ভারতবর্ষে স্বাধিকার লাভের জাগরণ দেখাদেয়। এসকল দেশে অধঃপতিত মুসলমানদের সার্বভৌমত্ব রক্ষার উদ্দীপনা দেখে কবি নজরুল আনন্দিত হয়ে উঠেন। 'সুবহ্ উম্মীদ' কবিতায় অধঃপতিত মুসলমানদের উথানের জয়গান ধ্বনিত হয়েছে। কবি ইসলামের দুর্দিনে পুণর্জাগরণের ডাক দিয়েছেন। মহানবী হিজরত করে মদীনায় পদার্পনের পর ইসলাম বিশ্ববিজয়ী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। সমগ্র জাঝিরাতুল আরবে ইসলাম সম্প্রচারিত হয়। ইরান, তুরাণ, মরক্কো, হেজাঝ, নজদ,তুরক, সূদান, স্পেন, মিস্বর, আফগানিস্তান সর্বত্রই ইসলামী রেনেসাঁর জোয়ার বইছে। আমাদের এ ভারত-উপমহাদেশবাসীর প্রাণে-জাগরণের দোলা লাগেনি। কবি সর্বশক্তিমানের নিকট এদেশবাসীর জাগরণ কামনা করছেন :-

সর্বনাশের পর পৌষমাস
    এল কি আবার ইসলামের ?
মন্বন্তর অন্তে কে দিল
    ধরণীরে ধন-ধান্য ঢের ?
হিজরত করে হজরত কি রে
    এল এ মেদিনী-মদিনা ফের?
নতুন করিয়া হিজরী গণনা
    হবে কি আবার মুসলিমের ?
বদর-বিজয়ী বদরুদ্দোজা
    ঘুচাল কি অমা রৌশনীতে ?
সিজ্‌দা করিল নিজ্‌দ্- হেজাজ
    আবার 'কাবা'র মসজিদে।
আরবে করিল দারুল হারব
    ধ'সে পড়ে বুঝি 'কাবার' ছাদ।
'দীন দীন' রবে শমশের হাতে

Dhaka University Institutional Repository

ছুটে শের-নর 'ইব্‌নে সাদ'।
মাজার ফাড়িয়া উঠিল হাজার
জিন্দান-ভাঙা জিন্দা বীর।
গারত হইল করদ হুসেন,
উঁচু হল পুন শির নবীর।
ঘোষিল উহুদ আল্লা আহাদ
ফুকারে তূর্য তুর পাহাড়
মন্দ্রে বিশ্ব-রন্ধ্রে-রন্ধ্রে
মন্ত্র আল্লা-হু-আকবার।
জাগিয়া শুনিনু প্রভাতী আজান
দিতেছে নবীন মোয়াজ্জিন।
মনে হল এল ভক্ত বেলাল
রক্ত এ দিনে জাগাতে দীন!
জেগেছে তখন তরুণ তুরাণ
গোর চিরে যেন আঙ্গোরায়।
গ্রীসের গরুরী গারত করিয়া
বোঁও বোঁও তলোয়ার ঘোরায়।
*   *   *
বিরান মুলুক ইরান ও সহসা
জাগিয়াছে দেখি ত্যাজিয়া নিঁদ।
মরা মরক্কো মরিয়া হইয়া
মাতিয়াছে করি মরণ-পণ,
স্তম্ভিত হয়ে হেরিছে বিশ্ব
আজো মুসলিম ভূলেনি রণ।
জ্বালাবে আবার খেদিব-প্রদীপ
গাজী আব্দুল করীম বীর,
দ্বিতীয় কামাল-রিফ সর্দার-
স্পেন ভয়ে পায়ে নোয়ায় শির।
মেষ সম ছিল যারা এতদিন
শের হল আজ সেই মেসের
এ-মেষের দেশ মেষ-ই রহিল
কাফ্রির অধম এরা কাফের
ফেরাউন আজও মরেনি ডুবিয়া?

Dhaka University Institutional Repository

দেরী নাই তার ডুবিবে কাল।
জালিম-রাজার প্রাসাদে প্রাসাদে
জ্বলেছে খোদার লাল মশাল
*　　*　　*
জাগিল আরব ইরান তুরান
মরক্কো আফগান মেসের।
সর্বনাশের পরে পৌষমাস
এলো কি আবার ইসলামের ?
এয় খোদা ! এই জাগরণ - রোলে
এই মেষের দেশও জাগাও ফের।

'জিঞ্জীর' কাব্য গ্রন্থের অন্যতম কবিতা 'নকীব' অগ্রহায়ণ, ১৩৩২/ডিসে, ১৯২৫ প্রকাশিত। কবি ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সংগ্রামের আহবান জানিয়ে স্বাধীন-মুক্ত জীবন গড়ার ডাক দিয়েছেন। 'নকীব' অর্থ 'সুসংবাদ যোষক'। কবি দুর্বল, অসহায়, লাঞ্ছিত, বঞ্চিত, ভাগ্যাহত জনগণকে আত্মচেতনায় জাগ্রত করার জন্য নকীবের আগমন কামনা করেছেন। কবিতার উদ্ধৃতি :-[৭৭]

নব জীবনের নব-উত্থান-আজান ফুকারি' এস নকীব।
জাগাও জড় ! জাগাও জীব।
জাগে দুর্বল, জাগে ক্ষুধা-ক্ষীণ
জাগিছে কৃষাণ ধূলায়-মলিন,
জাগে গৃহহীন, জাগে পরাধীন
জাগে মজলুম বদ-নসীব।
মিনারে মিনারে বাজে আহবান
'আজ জীবনের নব উত্থান ।'
শঙ্কাহরণ জাগিছে জোয়ান,
জাগে বলহীন জাগিছে ক্লীব ,
নবজীবনের নব উত্থান
আজান ফুকারি এস নকীব।

'জিঞ্জীর' কাব্য গ্রন্থের অন্যতম কবিতা 'খালেদ' ১৩৩৩ অগ্রহায়ণ / ডিসেঃ ১৯২৬ সংখ্যার 'সওগাতে' প্রকাশিত হয়। এ কবিতায় নজরুল হদ্বরত খালিদ বিন ওয়ালীদের (মৃ.৬৪২ খৃ.) বীরত্ব, ঔদার্য এবং ইসলামের বিজয় অভিযান ব্যক্ত করেছেন। ইসলামের আবির্ভাবলগ্ন এবং খালেদের বীর চরিত্র প্রকাশে নজরুলের ভাষা ও ছন্দ অভিনব ওজস্বিতা এবং গতিশক্তির পরিচয় দিয়েছে। 'খালেদ' বিশ্বের মজলুম জনগণের নেতা এবং তাদের দুঃখ-দুর্দশা মোচনে ও মুক্তি সংগ্রামের দিশারী। খালেদের ন্যায় যোগ্য সাহসী নেতার অভাবেই মুসলিম সমাজের এই দুর্দশা ও লাঞ্ছনা। মুসলমানদের আত্মত্যাগের অভাবে, ভীরুতা ও কাপুরুষতা এবং বিলাসিতাই তাদের এবং ইসলামের অধঃপতনের মূল কারণ। কবি বলছেন :- [৭৮]

Dhaka University Institutional Repository

খালেদ ! খালেদ ! শুনিতেছ না কি সাহারার আহা-জারি ?
কত "ওয়েসিস্' রচিল তাহার মরু নয়নের বারি।

*　　　*　　　*

খালেদ ! খালেদ ! ভাঙিবে না কি ও হাজার বছরী ঘুম ?
মাজার ধরিয়া ফরিয়াদ করে বিশ্বের মজলুম।
শহীদ হয়েছ ? ওফাত হয়েছে ? ঝুটবাত । আলবৎ !
খালেদের জান কব্‌জ্‌ করিবে ঐ মালেকুল-মৌৎ ?

*　　　*　　　*

ওলিদের বেটা খালেদ সে বীর যাহার নামের ত্রাসে
পারশ্য রাজ নীল হয়ে উঠে ঢলে পড়ে নাকি পাশে।

*　　　*　　　*

খালেদ ! খালেদ ! ফজর হল যে, আজান দিতেছে কৌম
ঐ শোন ! শোন ! "আস্‌সালাতু খায়র মিনান্নৌম।"
যত সে জালিম রাজা-বাদশারে মাটিতে করেছ গুম,
তাহাদেরি সেই খাকেতে খালিদ করিয়া তয়ম্মুম
বাহিরিয়া এস হে রণ-ইমাম, জমায়েত আজ ভারী।
আরব, ইরান,তুর্ক, কাবুল দাঁড়ায়েছে সারি সারি।
তোমার ঘোড়ার ক্ষুরের দাপটে মরেছে যে পিপীলিকা,
মোরা আজ দেখি জগত জুড়িয়া তাহাদেরি বিভীষিকা।
চারিটি জিনিস চিনেছিলে তুমি, জানিতে না হেরফের,
আল্লা, রসুল, ইসলাম আর শের-মারা শমশের।
উমর যেদিন বিনা অজুহাতে পাঠাইল ফরমান,
'সিপাহ্ সালার খালেদ পাবে না পূর্বের সম্মান ;
উমরের নয়, এ যে খলিফার ফরমান, ছি ছি আমি
লজ্ঘিয়া তাহা রোজ কিয়ামতে হ'ব যশ বদনামী ?'

*　　　*　　　*

ভাবিলাম বুঝি তোমারে এবার মুগ্ধ আরব-বাসী
সিজদা করিবে, বীর পূজা বুঝি আসিল সর্বনাশী !

খলীফা উমর খালেদকে সেনাপতির পদ থেকে বরখাস্ত করার পর খালেদ বিনাবাক্যব্যয়ে অবনত মস্তকে খলীফার সে আদেশ মেনে নেন।

খালেদ ! খালেদ ! মিস্‌মার হল তোমার ইরাকশাম,
জর্ডন নদে ডুবিয়াছে পাক জেরুজালেমের নাম।

Dhaka University Institutional Repository

*　　　　*　　　　*

খালেদ ! খালেদ ! জাজিরাতুল আরবের পাকমাটি
পলিদ হইল, খুলেছে এখানে য়ুরোপ পাপের ভাঁটি।
মওতের দারু পিইলে ভাঙে না হাজার বছরী ঘুম ?
খালেদ ! খালেদ ! মাজার আকড়ি কাঁদিতেছে মজলুম।
খোদার হাবিব বলিয়া গেছেন আসিবেন ঈসা ফের
চাই না মেহ্‌দী, তুমি বীর হাতে নিয়ে শমশের।

ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদীদের দুঃশাসনে জাঝিরাতুল আরবের মাটি অপবিত্র হয়েছে, উহাকে মুক্ত করার জন্য খালেদের ন্যায় বীরের আগমণ কামনা করেছেন।

'জিঞ্জীর' গ্রন্থের অন্যতম 'উমর ফারুক' (১৩৩৪ বঙ্গাব্দের ১৪ পৌষ জানুয়ারী , ১৯২৮ 'সওগাতে' প্রকাশিত) কবিতায় নজরুল মুসলিম জাহানের দ্বিতীয় খলীফা 'উমরের (রাঃ) বিভিন্ন মহৎ গুণের বর্ণনা করেছেন। নামাঝের আহ্বান ধ্বনি 'আয়ান' প্রচলনের সাথে 'উমরের স্মৃতি বিজড়িত ; তাঁরই পরামর্শে মহানবী (সঃ) আযান' চালু করেন, হয়ত বর্তমান কালের অনেক মুসলমানই সেই ইতিহাস জানেনা। খোদায়ী বিধান বাস্তবায়নে 'উমর ছিলেন আপোষহীন। ইসলামের বর্তমান দুর্দিনে কবি নজরুল 'উমরের মত সুদৃঢ় ব্যক্তিত্বের আগমন কামনা করেছেন। তাঁর অভাবে সমাজে স্বৈরাচারী স্বেচ্ছাচারী শয়ত্বানের দুঃশাসন কায়েম হয়েছে। লক্ষ্যভ্রষ্ট মুসলিম জাতি আস্‌হাবে কাহাফের ন্যায় গভীর নিদ্রায় অবচেতন। উদ্ধৃতি :-[৭]

আমির -উল-মুমেনিন,
তোমার স্মৃতি যে আজানের ধ্বনি - জানেনা মুয়াজ্জিন।
উমর ! ফারুক ! আখেরী নবীর ওগো দক্ষিন বাহু!
আহবান নয়-রূপ ধরে এস।-ত্রাসে অন্ধতা রাহু
ইসলাম-রবি, জ্যোতি তার আজ দিনে দিনে বিমলিন।
সত্যের আলো নিভিয়া - জ্বলিছে জোনাকীর আলোক্ষীণ
শুধু আঙ্গুলী হেলনে শাসন করিতে এ জগতের
দিয়াছিলে ফেলি মুহম্মদের চরণে যে-শমশের,
ফিরদৌস ছাড়ি নেমে এস তুমি সেই শমশের ধরি,
আর একবার লোহিত সাগরে লালে লাল হয়ে মরি।
নাই তুমি নাই, তাই সয়ে যায় জামানার অভিশাপ,
তোমার তখতে বসিয়া করিছে শয়তান ইনসাফ!
মোরা"আসহাব - কাহাফে"র মতো দিবানিশা দিই ঘুম
"এশার আজান কেঁদে যায় শুধু-নিঃঝুম নিঃঝুম।
উমর আনিল ইমান! গরজি' গরজি' উঠিল স্বর

Dhaka University Institutional Repository

গগন পবন মন্থন করি' " আল্লাহ্ আক্‌বর!
কোরান এনেছে সত্যের বাণী, সত্যে দিয়াছে প্রাণ,
তুমি রূপ তবমাঝে সে সত্য হয়েছে অধিষ্ঠান।,
কী যে ইসলাম, হয়ত বুঝিনি, এই টুকু বুঝি তার
উমর সৃজিতে পারে যে ধর্ম, আছে তার প্রয়োজন।
ইসলাম সে তো পরশ মানিক তারে কে পেয়েছে খুঁজি
পরশে তাহার সোনা হল যারা তাদেরই মোরা বুঝি।
আজ বুঝি-কেন বলিয়াছিলেন শেষ পয়গম্বর
"মোর পরে যদি নবী হত কেউ হ'ত সে উমর"।

* * *

করেছ শাসন অপরাধীদের তুমি করনিক' ক্ষমা,
করেছ বিনাশ অসুন্দরের বলনি ক' মনোরমা
অর্ধ পৃথিবী করেছ শাসন ধূলার তখতে বসি'
খেজুর পাতার প্রাসাদ তোমার বারেবারে গেছে খসি
সাইমুম-ঝড়ে।

* * *

উর্ধ্বের যারা পড়েছে তাহারা, তুমি ছিলে খাড়াভূঁয়ে
(ভৃত্য) কাদিয়া কহিল, "উমর ! কেমনে এ আদেশ করতুমি ?
উষ্ট্রের পিঠে আরাম করিয়া গোলাম রহিবে বসি'
আর হেঁটে যাবে খলিফা উমর ধরি' সে উটের রশি ?
ইসলাম বলে সকলে সমান, কে বড় ক্ষুদ্র কেবা!
ভৃত্য চড়িল উটের পৃষ্ঠে উমর ধরিল রশি,
মানুষে স্বর্গে তুলিয়া ধরিয়া ধুলায় নামিল শশী।
জর্ডন নদী হও যবে পার, শত্রুরা কহে হাঁকি ?
যার নামে কাঁপে অর্ধ পৃথিবী, এই সে উমর নাকি ?
সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করি শত্রু গীর্জাঘরে
বলিলে, "বাহিরে যাইতে হইবে এবার নামাজতরে।"
ইসলামের এ নহে ক' ধর্ম,নহে, খোদার বিধান,
কারো মন্দির গির্জারে করে মজিদ মুসলমান।"

* * *

তুমি নির্ভীক, এক খোদা ছাড়া করনিক' কারে ভয়,
সত্যব্রত তোমায় তাইতে সবে উদ্ধত কয়

Dhaka University Institutional Repository

মহাবীর খালেদেরে তুমি পাঠাইলে ফরমান
সিপাহ সালারে ইঙ্গিতে তব করিলে মামুলী সেনা।

মহানবীর ইনতেকালের পর খলীফা নির্বাচন এর ব্যপারে নবী-দুলালী বিবি ফাতেমাকে উমরের হুমকী প্রদান, খলীফা উমরের রাতের আঁধারে প্রজাদের অবস্থা অবলোকনের সময় ক্ষুধার্ত শিশুদের ও তাদের মায়ের ঘটনা, নিজের মদ্যপায়ী পুত্রের কঠোর শাস্তিদানে উমরের ন্যায়পরায়নতা, খলীফা উমরের একটি মাত্র জামা শুকানোর ঘটনা এবং তার শাহাদতের ঘটনা ইত্যাদি বিষয়কে কবি নজরুল চিত্তাকর্ষক ছন্দে কাব্যে রূপদান করেছেন। পরিশেষে কবির কামনা-

মৃত্যুর হাতে মরিতে চাহিনা, মানুষের প্রিয় করে
আঘাত খাইয়া যেন গো আমার শেষ নিঃশ্বাস পড়ে।

খলীফা 'উমর অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন, তার প্রশাসনিক যোগ্যতা ছিল। তাঁর অবর্তমানে খোদাদ্রোহী শক্তির স্বেচ্ছাচারী দুঃশাসন কায়েম হয়েছে। নজরুল মুসলমান জাতির এই দুর্দিনে খলীফা 'উমরের আগমন কামনা করেছেন। জীবন বিধান আল্ কোরআন সত্যদীন ইসলাম নিয়ে এসেছে। ইসলামের বাস্তবতা বাহ্যতঃ বুঝা না গেলে ও ইসলামের মহান প্রভাবে উমরের ন্যায় মহান সুদৃঢ় ব্যক্তিত্বের সৃষ্টি হয়েছে, সেই দীন-ইসলামের প্রয়োজনীয়তা বুঝা যায়। উমরের ব্যক্তিত্ব, মহত্ত্ব, প্রজ্ঞা, দূরদর্শিতা ইত্যাদি কারণে রাসূলেকরীম (সা.) বলেছিলেন যে, তিনি খাতেমুন্নবীয়্যীন; যদি তাঁর পরে কোন নবীর আগমন হতো, তবে তিনি হতেন উমর (রা.)। খলীফা উমর ছিলেন জাকজমকবিহীন খলীফা, তার কোন রাজপ্রাসাদ ছিলনা, তিনি খেজুরপাতার ছাউনিযুক্ত মাটির ঘরে বসে অর্ধেক পৃথিবী শাসন করে গেছেন। তিনি পার্থিব ভোগ বিলাস ও প্রাচুর্যের নিকট নতিস্বীকার করেননি। জেরুজালেমের সন্ধির জন্যে ভ্রমণকালে নিজভৃত্যের সাথে পালাক্রমে উটের পিঠে আরোহন করে ভ্রমণ করেন। জেরুজালেম শহরে প্রবেশকালে উটের পিঠে পালাক্রমে তার গোলাম সওয়ার ছিল। সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরের পর ইয়াহুদীদের উপাসনালয়ের অভ্যন্তরে নামাঝ আদায় না করে বাইরে এসে স্বালাত আদায় করেন।

'জিঞ্জীর' গ্রন্থের 'চিরঞ্জীব জগলুল' [৮৫] (ভদ্র, ১৩৩৪/সেপ্টে. ১৯২৭ এর নওরোজে প্রকাশিত) কবিতাটিতে ইসলামী ঐতিহ্য মূর্ত হয়ে উঠেছে। মিস্বরের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতা, স্বাধীনতা সংগ্রামের নির্ভীক-নিঃস্বার্থ নায়ক জগলুল পাশার মৃত্যুতে নজরুল এই শোক কবিতাটি রচনা করেন। প্রাচীনতম সভ্যতা ও ঐতিহ্যের লীলাভূমি মিস্বরের এবং উহার উদ্ধারকর্তা ও বীরসন্তান জগলুল পাশার মাহাত্ম্য ও অবদানকে বর্ণনা করেছেন। মিস্বরবাসীর জাতীয় মুক্তিসংগ্রামকে অতীতের বনী ইসরাঈলের মুক্তির সাথে তুলনা করেছেন এবং অতীতের ফেরআউন আজিকার স্বৈরাচারী সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ শাসকে রূপান্তরিত। পরাধীন ভারতের আত্মকলহরত জাতীয় চেতনাহীন, জনতার মনোভাবকে বিদ্রূপের কশাঘাত হেনেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

প্রাচী'র দুয়ারে শুনি কলরোল সহসা তিমির রাতে,
মেসেরের শের, শির, শমশের - সব গেল একসাথে।
* * *
মিশরে খেদিব ছিল বা ছিল না, ভুলেছিল সবলোক,
জগলুলে পেয়ে ভুলেছিল ওরা সুদান হারার শোক।
জানিনা কখন ঘনাবে ধরার ললাটে মহাপ্রলয়,
মিশরের তরে 'রোজ কিয়ামত' ইহার অধিক নয়।
'ফেরাউন' ডুবে না মরিতে হায় বিদায় লইল মুসা,
'প্রাচী'র রাত্রি কাটিবে না কি গো, উদিবে না রঙিন উষা ?
* * *
মুসারে আমরা দেখিনি, তোমায় দেখেছি মিশর - মুনি,
ফেরাউন মোরা দেখিনি দেখেছি নিপীড়ন ফেরাউনী।
* * *
মনুষ্যত্বহীন এই সব মানুষেরেই মাঝে কবে
হে অতি মানুষ, তুমি এসেছিলে জীবনের উৎসবে।
পয়গম্বর ছিলেনা ক' তুমি-পাওনি ঐশী বাণী,
স্বর্গের দূত ছিল না দোসর, ছিলে না শস্ত্র-পাণি;
তবুও এশিয়া আফ্রিকা গাহে তোমার মহিমাগান,
মনুষ্যত্ব থাকিলে মানুষ সর্ব শক্তিমান।
দেখাইলে তুমি, পরাধীন জাতি হয় যদি ভয়হারা,
হোক নিরস্ত্র, অস্ত্রের রণে বিজয়ী হইবে তারা।
অসি দিয়া নয়, নির্ভীক করে মন-দিয়া রণ জয়,
অস্ত্রে যুদ্ধ জয় করা সাজে দেশজয় নাহি হয়।
* * *
এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে হে ঋষি,
তেত্রিশ কোটি বলির ছাগল চরিতেছে দিবা নিশি।
* * *
..... মিশরের নহে এই শোক এই দুর্দিন আজি,
এশিয়া আফ্রিকা দুই মহাভূমে বেদনা উঠছে বাজি
অধীন ভারত তোমার স্মরণ করিয়াছে শতবার,
তব হাতে ছিল জলদস্যুর ভারত-প্রবেশ-দ্বার।
তোমার বিদায়ে করিব না শোক, হয়ত দেখিব কাল,
তোমার পিছনে মরিছে ডুবিয়া, ফেরাউন দজ্জাল

Dhaka University Institutional Repository

জিঞ্জীর কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'আমানুল্লাহ' কবিতায় কবি নজরুল আফগানিস্থানের বাদশাহ আমানুল্লাহর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। সেনাবাহিনীর সমর্থনে শাসন ক্ষমতা দখল করেন। ভারতের বৃটিশ সরকারের সাথে সংঘাত সৃষ্টি হয়। রাওয়ালপিন্ডি চুক্তির ফলে আফগান স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়। ১৯২২ খৃ, পর্যন্ত উত্তর সীমান্তে এবং ১৯২৪ খৃ. পর্যন্ত দক্ষিণ পূর্ব সীমান্তে উত্তেজনা ও অস্থিতিশীলতা বিরাজ করে। ১৯২৬ খৃ. আমানুল্লাহ 'বাদশাহ' উপাধি ধারণ করেন। নতুন বিধান জারী করেন এবং সামাজিক সাংস্কৃতিক ও আইনগত সংস্কার করেন। হাবীবউল্লাহ খানের নেতৃত্বে উপজাতীয় বিদ্রোহে আমানুল্লাহ ক্ষমতাচ্যুতহন। কবি নজরুল 'আমানুল্লাহ' কবিতায় বলেন-ইসলাম ত্যাগের ধর্ম, ভোগ বিলাস কিংবা আভিজাত্যের ধর্ম নয়। রাজা বাদশাহরা সাধারণতঃ ভোগবিলাসী এবং অহমিকায় বিভোর থাকে। কবি বলেন :-[৮১]

খোশ আম্‌দেদ আফ্‌গান শের ! অশ্রু রুদ্ধকণ্ঠে আজ
সালাম জানায় মুসলিম-হিন্দ শরমে নোয়ায়ে শির বে-তাজ।
বান্দা যাহারা বন্দেগী ছাড়া কি দিবে তাহারা, শাহান শাহ !
নাই সে ভারত মানুষের দেশ ! এ শুধু পশুর কতলগাহ

*　　*　　*

আমানুল্লাহর করি বন্দনা, কাবুল রাজার গাহি না গান,
মোরা জানি ঐ রাজার আসন মানবজাতির অসম্মান
ঐ বাদশাহী তখ্‌তের নীচে দীন-ই-ইসলাম শরমে, হায়,
এজিদ হইতে শুরু করে আজো কাঁদে আর শুধু মুখ লুকায়
বুকের খুশির বাদশাহ তুমি, - শ্রদ্ধা তোমার সিংহাসন,
রাজাসন ছাড়ি মাটিতে নামিতে দ্বিধা নাই - তাই করি বরণ।

'জিঞ্জীর' গ্রন্থের অন্তর্গত 'অগ্রপথিক' [৮২] (অগ্রহায়ন, ১৩৩৪/ডিসেম্বর, ১৯২৭ সংখ্যার সওগাতে প্রকাশিত) কবিতায় নজরুল বাংলার ঘুমন্ত মুসলিম সমাজকে বিশেষতঃ তরুণ-যুবকদেরকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য এবং সামাজিক কুসংস্কার দূরীকরণের উদ্দেশ্যে আহবান জানিয়েছেন :-

অগ্র-পথিক হে সেনাদল,
জোর কদম্‌ চল্‌রে চল্‌।
রৌদ্র দগ্ধ মাটি মাখা শোন্‌ ভাইরা মোর,
বাসি বসুধায় নব অভিযান আজিকে তোর।
রাখ তৈয়ার হাথেলিতে হাথিয়ার জোয়ান,
হান্‌রে নিশ্চিত পাশুপতাস্ত্র অগ্নিবাণ।
কোথায় মানিক ভাইরা আমার, সাজ রে সাজ।
আর বিলম্ব সাজেনা, চালাও কুচকাওয়াজ।

Dhaka University Institutional Repository

আমরা নবীন তেজ-প্রদীপ্ত বীর তরুণ,
বিপদ বাধার কণ্ঠ ছিড়িয়া শুষিব খুন।

* * *

আমরা চলিব পশ্চাতে ফেলি পচা অতীত,
গিরি-গুহা ছাড়ি' খোলা প্রান্তরে গাহিব গীত।
লঙ্ঘিব খাড়া পর্বত-চূড়া অনিমিষে,
জয় করি' সব তছনছ করি, পায়ে পিষে।

* * *

অভয় চিত্ত ভাবনা মুক্ত যুবারা শুন।
মোদের পিছনে চিৎকার করে পশু, শকুন।
জোর্ কদম চলরে চল॥

'জিঞ্জীর' কব্যের অন্যতম কবিতা 'বেহেশতে কে যাবি আয়' (পৌষ, ১৩৩৩ প্রকাশিত)। কবি এখানে জান্নাতের ভোগ বিলাস পূর্ণ জীবনের বর্ণনা দান করে সেই সৌভাগ্য লাভের জন্য তৎপর হতে মুসলিম তরুণদের অনুপ্রাণিত করেছেন। কবি বলেন :- [৮৩]

আয় বেহেশতে কে যাবি, আয়,
প্রাণের বুলন্দ দরওয়াজায়,
"তাজা-ব-তাজা"র গাহিয়া গান
চির-তরুণের, চির-মেলায়,
আয় বেহেশ্‌তে কে-যাবি, আয়।
যুবা-যুবতীর সেদেশে ভিড়,
সেথা যেতে নারে বুঢ্‌ঢা পীর,
শাস্ত্র শকুন জ্ঞান-মজুর,
যেতে নারে সেই হুর-পরীর
শারাব সাকীর গুলিস্তাঁয়।
আয় বেহেশ্‌তে কে যাবি আয় ॥
আসিতে পারে না হেথা বে-দিন
মৃত প্রাণ-হীন জরা মলিন
নৌ-জোয়ানীর এ- মহফিল
খুন ও শারাব হেথা অ-ভিন
হেথা ধনু বাঁধা ফুলমালায়।
আয় বেহেশ্‌তে কে যাবি আয় ॥

Dhaka University Institutional Repository

জান্নাতে সবাই যৌবনাস্থায় গমন করবে, কেউ বৃদ্ধ থাকবেনা। কোন বে-দীন অমুসলিম বেহেশ্‌তে যেতে পারবেনা। কবি বেহেশতের উচ্চ মর্যাদা অর্জন করার জন্য সাধারণ জনতাকে অনুপ্রেরণা দিয়েছেন।

'জিঞ্জীর' কাব্য গ্রন্থের অন্যতম কবিতা 'ঈদ-মোবারক' ইসলাম এবং মুসলিম সমাজ বিষয়ক। ঈদের শিক্ষা হচ্ছে-সকল মুসলমান পরস্পর ভাই; ছোট-বড়, ধনী-নির্ধন কোন ভেদাভেদ নাই। ইসলামী সমাজে কোন শ্রেণী বৈষম্যের স্থান নেই। পরস্পর পরস্পরের সুখদুঃখের সমান অধিকারী। এককভাবে ধনসম্পদ সঞ্চয় করে, সামাজিক অর্থনীতির ভারসাম্য নষ্ট করে অন্যের দুর্ভোগ সৃষ্টি করার অনুমতি ইসলাম কাউকে দেয় না। ইসলামে রাজা প্রজার বাছ বিচার নেই, শাসক জনগণের সেবক রূপে জনগণের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করবে। ঈদ মোবারক কবিতার উদ্ধৃতি :-[৮৪]

শত যোজনের কত মরুভূমি পারায়ে গো
কত বালুচরে কত আঁখি-ধারা ঝরায়ে গো,
বরষের পরে আসিলে ঈদ।
ভুখারির দ্বারে সওগাত বয়ে রিজওয়ানের,
কন্টক-বনে আশ্বাস এনে গুলবাগের।
আজি আরফাত-ময়দানে পাতা গাঁয়ে গাঁয়ে,
কোলাকুলি করে, বাদশা ফকিরে ভায়ে ভায়ে,
কা'বা ধরে নাচে 'লাত-মানাত '
আজি ইসলামী ডঙ্কা গরজে ভরি জাহান,
নাই বড় ছোট সকল মানুষ এক সমান,
রাজা প্রজা নয় কারো কেহ।
কে আমির তুমি নওয়াব বাদশা বালাখানায় ?
সকল কালের কলঙ্ক তুমি ; জাগালে হায়
ইসলামে তুমি সন্দেহ ॥
ইসলাম বলে, সকলের তরে মোরা সবাই
সুখ-দুখ- সমভাগ করে নেব সকলে ভাই,
নাই অধিকার সঞ্চয়ের
কারো আঁখি - জলে কারো ঝাড়ে কিরে জ্বলিবে দীপ
দু'জনার হবে বুলন্দ-নসিব, লাখে লাখে হবে বদনসীব
এ নহে বিধান ইসলামের ॥
ঈদ-অল-ফিতর আনিয়াছে তাই নববিধান
ওগো সঞ্চয়ী, উদ্বৃত্ত যা করিবে দান
ক্ষুধার অন্ন হোক তোমার

Dhaka University Institutional Repository

ভোগের পেয়ালা উপচায়ে পড়ে তব হতে,
তৃষ্ণাতুরের হিস্‌সা আছে ও পিয়ালাতে
দিয়া ভোগ কর বীর দেদার ॥
বুক খালি করে আপনারে আজ দাও জাকাত,
করো না হিসাবী, আজ হিসাবের অঙ্কপাত
পথে পথে আজ হাঁকিব বন্ধু ঈদ মোবারক !
আস্‌সালাম

কবি নজরুলের কাব্যগ্রন্থ 'চক্রবাক' ১৩৩৬ / ১৯২৯ খৃ. সনে প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থের অধিকাংশ কবিতাই প্রণয়মূলক। এতে মোট ২২টি কবিতা স্থান পেয়েছে ; তন্মধ্যে ১। ওগো চক্রবাকী, ২। তোমারে পড়িছে মনে, ৩। এ মোর অহঙ্কার, ৪। হিংসাতুর, ৫। তুমি মোরে ভুলিয়াছ, ৬। ১৪০০ সাল, ৭। কর্ণফুলী, ৮। শীতের সিন্ধু, ৯। মিলন মোহনায় ইত্যাদি।

'এ মোর অহঙ্কার' কবিতাটি [৮৫] নজরুল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিতশাস্ত্রে মাষ্টার্সপরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকারী প্রথম মহিলা ফজিলাতুন্নেসার প্রতি ভালোবাসার আকর্ষণ হেতু ১৩৩৪ চৈত্র সংখ্যা সওগাতে প্রকাশ করেন।

নাই বা পেলাম আমার গলায় তোমার গলার হার,
তোমায় আমি করব সৃজন - এ মোর অহঙ্কার।
এমনি চোখের দৃষ্টি দিয়া
তোমায় যারা দেখল প্রিয়া
তাদের কাছে তুমি তুমিই ! আমার স্বপনে
তুমি নিখিল রূপের রাণী - মানস আসনে।
নাই বা পেলাম কণ্ঠে আমার তোমার কণ্ঠহার
তোমায় আমি করব সৃজন এ মোর অহঙ্কার
এইত আমার চোখের জলে
আমার গানে সুরের ছলে
কাব্যে আমার, আমার ভাষায়, আমার বেদনায়,
নিত্যকালের প্রিয়া আমায় ডাকছ ইশারায়।

'হিংসাতুর' কবিতাটি, নজরুল তার প্রথম পরিণীতাবধু নার্গিসের উদ্দেশ্যে রচিত, যা ১৩৩৫ জৈষ্ঠ্যের সওগাতে প্রকাশিত হয়। ১৩২৮ সনের ৩ আষাঢ় নার্গিস-নজরুল আক্‌দ হয়েছিল। [৮৬]

হিংসাই শুধু দেখেছ এ চোখে ? দেখ নাই আর কিছু ?
সম্মুখে শুধু রহিল তাকায়ে, চেয়ে দেখিলে না পিছু

Dhaka University Institutional Repository

সম্মুখ হতে আঘাত হানিয়া চলে গেল যে - পথিক
তার আঘাতেরি ব্যথা বুকে ধরে জাগো আজো অনিমিখ্ ?
তুমি বুঝিলে না, হায়,
কত অভিমানে বুকের বন্ধু ব্যথা হেনে চলে যায় !
আঘাত তাহার মনে আছে শুধু, মনে নাই অভিমান ?
তোমারে চাহিয়া কত নিশি জাগি' গাহিয়াছে কত গান,
সে জেগেছে একা - তুমি ঘুমায়েছ বেভুল আপন সুখে,
কাঁটার কুঞ্জে কাঁদিয়াছে বসি' সে আপন মনোদুখে।

চট্টগ্রামের 'কর্ণফুলী' নদী সম্বন্ধে নজরুলের কবিতা -[৮৭]

ওগো কর্ণফুলী
উজাড় করিয়া দিনু তব জলে আমার অশ্রুগুলি।
যে লোনাজলের সিন্ধু - সিকতে নিতি তব আনাগোনা,
আমার অশ্রু লাগিবে না সখি তার চেয়ে বেশী লোনা
তুমি শুধু জল কর টলমল; নাই তব প্রয়োজন
আমার দু ফোঁটা অশ্রু জলের এ গোপন আবেদন।
যুগ যুগ ধরি বাড়াইয়া বাহু তব দু'ধারের তীর
ধরিতে চাহিয়া পারেনি ধরিতে, তব জল মঞ্জীর
বাজাইয়া তুমি ওগো গর্বিতা চলিয়াছ নিজপথে।
কুলের মানুষ ভেসে গেল কত তব অকূল স্রোতে।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আজিহতে শতবর্ষ পরে' কবিতা পাঠকরে কবি নজরুল রচনা করেন - '১৪০০ সাল'। [৮৮]

আজিহ'তে শতবর্ষ আগে
কে কবি, স্মরণ তুমি করেছিলে আমাদের
শত অনুরাগে,
আজি হতে শতবর্ষ আগে।
আসিয়াছ আমাদের দুরন্ত যৌবনে।
কাব্য হয়ে, গান হয়ে, সিক্ত কণ্ঠে রঙ্গিলা স্বপনে।
আজিকার যত ফুল - বিহঙ্গের যতগান
যত রক্ত রাগ
তব অনুরাগ হতে, হে চির - কিশোর কবি,

Dhaka University Institutional Repository

আনিয়াছে ভাগ
আজি নব - বসন্তের প্রভাত বেলায়
গান হয়ে মাতিয়াছ আমাদের যৌবন-মেলায়

নজরুলের 'সন্ধ্যা' কাব্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৩৩৬ / ১৯২৯ সালে। এতে সর্বমোট ২৪টি কবিতা স্থান পেয়েছে। অধিকাংশ কবিতা মাতৃভূমির স্বাধীনতার উদ্দেশ্যে রচিত। কবি পরাধীন দেশ ভারতের সন্ধ্যার অন্ধকারের অবসান কামনা করেছেন। তিনি যৌবনের গান গেয়েছেন। এই গ্রন্থের কবিতা সমূহের মধ্যে ১। সন্ধ্যা, ২। তরুণ তাপস, ৩। তরুণের গান, ৪। চল্ চল্ চল্, ৫। ভোরের সানাই, ৬। ভোরের পাখী, ৭। যৌবন জল-তরঙ্গ, ৮। জীবন-বন্দনা, ৯। জাগরণ, ১০। রীফসর্দার ১১। বাংলার "আজিজ" ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। অধিকাংশ কবিতায় উপনিবেশবাদীদের বিতাড়নের জন্য, অন্যায়-অনাচার-নিপীড়ন ও বৈষম্য দূরীকরনের জন্য শক্তি ও সাহসের অনুপ্রেরণা দান করেছেন। তরুণদের জাগিয়ে তোলা এবং রক্ষনশীল সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে কুঠারাঘাত হানার উদ্দেশ্যেই নজরুল এসব অনুপ্রেরণাধর্মী রচনা করেন। তার 'চল চল চল' কবিতাটি ১৩৩৫ মাঘ/১৯২৮ ফেব্রুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম হলে ছাত্রদের সম্মেলনে আবৃত্তি করেন। উদ্ধৃতি :- [৮৯]

চল্ চল্ চল্
ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল,
নিম্নে উতলা ধরণী-তল
অরুণ প্রাতের তরুণ দল
চল্ রে চল্ রে চল্
চল্ চল্ চল্॥
উষার দুয়ারে হানি আঘাত
আমরা আনিব রাঙাপ্রভাত
আমরা টুটাব তিমির রাত
বাধার বিন্ধ্যাচল।
নব নবীনের গাহিয়া গান
সজীব করিব মহাশ্মশান,
আমরা দানিব নতুন প্রাণ
বাহুতে নবীন বল।

'সন্ধা' কাব্যগ্রন্থের-'ভোরের সানাই' শীর্ষক কবিতায় কবি বলেন :- [৯০]

বাজল কিরে ভোরের সানাই নিঁদ মহলার আঁধার-পুরে
শুনছি আজান গগন-তলে অতীত রাতের মিনার-চূড়ে।

Dhaka University Institutional Repository

আজ কি আবার কাবার পথে ভিড় জমেছে প্রভাত হতে
নামল কি ফের হাজার স্রোতে "হেরার জ্যোতি জগৎ জুড়ে।
আবার খালেদ তারিক মুসা আনল কি খুন-রঙিন ভূষা,
আসল ছুটে হাসীন উষা নও-বেলালের শিরীন সুরে।
তীর্থ-পথিক দেশ বিদেশের আরফাতে আজ জুটল কি ফের
'লা-শরীক আল্লাহ' মন্ত্রের নামল কি বান পাহাড় 'তুরে'।
আঁজলা ভরে আনল কি প্রাণ কারবালাতে বীর শহীদান,
আজকে রওশন জমীন-আসমান নওজোয়ানীর সুরখ্ নূরে।

কবি অচেতন নিস্পৃহ মুসলমান জাতিকে ইসলামের অতীত ইতিহাস স্মরণ করিয়ে দিয়ে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় ব্রতীহবার আহবান জানিয়েছেন। তরুণ-যুবকগণ যখন কোন অন্যায়-অনাচারের প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠে, কোন বাঁধা বিঘ্ন তাদের অভীষ্ঠ লক্ষ্য অর্জন থেকে বিরত রাখতে পারেনা।

কবি নজরুল নবেম্বর ১৯২৮ রচিত অগ্রহায়ণ ১৩৩৫ সওগাতে প্রকাশিত 'যৌবন-জল-তরঙ্গ' কবিতায় বলেন :- [৯১]

এই যৌবন-জল-তরঙ্গ রোধিবি কি দিয়া বালির বাধ?
কে-রোধিবি এই জোয়ারের টান গগনে যখন উঠেছে চাঁদ?
*　　　*　　　*
যুগে যুগে ধরা করেছে শাসন গর্বোদ্ধত যে যৌবন
মানে নি কখনো, আজো মানিবেনা বৃদ্ধত্বের এই শাসন।
আমরা সৃজিব নতুন জগৎ, আমরা গাহিব নতুন গান,
সভ্রমে -নত এই ধরা-নেবে অঞ্জলি পাতি মোদের দান।
যুগে যুগে যারা বৃদ্ধত্বেরে দিয়াছি কবর মোরা তরুণ
ওরা দিক গালি, মোরা হাসি' খালি বলিব "ইন্না-----রাজেউন।"

একই সুরের অনুরণন শুনতে পাওয়া যায় 'তরুণের গান'-[৯২] কবিতায় কবি বলেন :-

যে দুর্দিনের নেমেছে বাদল তাহারি বজ্র শিরে ধরি'
ঝড়ের বন্ধু, আঁধার নিশীথে ভাসায়েছি মোরা ভাঙাতরী।
*　　　*　　　*
নবজীবনের ফোরাত কুলে গো কাঁদে কারবালা তৃষ্ণাতুর,
উর্ধ্বে শোষন-সূর্য, নিম্নে তপ্ত বালুকা ব্যথা-মরুর।
ঘিরিয়া য়্যুরোপ এজিদের সেনা এপার, ওপার, নিকট, দূর।

400492
ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

এরি মাঝে মোরা আব্বাস সম পানি আনি প্রাণ পণ করি

* * *

যখন জালিম ফেরাউন চাহে মুসা ও সত্যে মারিতে, ভাই,
নীল দরিয়ার মোরা তরঙ্গ, বন্যা আনিয়া তারে ডুবাই;
আজো নমরুদ ইব্রাহীমেরে মারিতে চাহিছে সর্বদাই।
আনন্দ-দূত মোরা সে আগুনে ফোটাই পুষ্প মঞ্জরী
ভরসার গান শুনাই আমরা ভয়ের ভূতের এই দেশে
জরা জীর্ণেরে যৌবন দিয়া সাজাই নবীন বর-বেশে।

নানা ঘাত প্রতিঘাতে পরিপূর্ণ এই জীবন সংগ্রামে তরুণরা দৃঢ় সংকল্প দিয়ে উৎরিয়ে যাবে।

রীফ সর্দার আব্দুল করীম মরক্কোর জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতা ছিলেন। কবি নজরুল তাঁর শৌর্য-বীর্যে-বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে তার স্তুতিপাঠ করে কবিতা-রচনা করেন। ১৮৮২ খৃ. মরক্কোর রীফ প্রদেশে তাঁর জন্ম । শিক্ষাসমাপ্তির পর স্পেনীয় সরকারের পররাষ্ট্র দফতরে চাকুরী গ্রহণ করেন। তার পিতার সাথে মিলে স্পেনীয় শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন এবং ১৯২০ খৃ. বন্দী হয়ে ১১ মাস কারারুদ্ধ থাকেন। মুক্তিলাভের পর পুণরায় স্পেনীয় বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করে তাদেরকে পরাস্ত করেন এবং মরক্কোর সুলতান হন। ১৯২৬ খৃ. ফরাসী স্পেনীয় যৌথ আক্রমণের মুখে-পরাস্ত হন এবং রি-ইউনিয়ন দ্বীপে নির্বাসিত হন। ১৯৪৭ সনে পালিয়ে মিস্বরে চলে আসেন এবং ফরাসী উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে মুক্তি সংগ্রাম সংগঠিত করেন, ফলে ১৯৫৬ খৃ. মরক্কো স্বাধীনতা লাভ করে; কিন্তু তিনি ১৯৬৩ খৃ. মৃত্যুবধি মিস্বরেই থাকেন, মৃত্যুর পর তাঁকে স্বদেশে দাফন করা হয়। মরক্কোর বাদশাহ ১৯৫৮ খৃ. তাকে 'জাতীয় বীর' খেতাব প্রদান করেন। কবি নজরুল তাঁর 'রীফ সর্দার'- কবিতায়[৯৩] মরক্কোর জাতীয় বীর-আব্দুল করীমের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে ভারতবাসীদেরকে স্বাধীনতার অনুপ্রেরণা দিয়েছেন :-

তোমারে আমরা ভুলেছি আজ,
  হে নবযুগের নেপোলিয়ন,
তোমার পরশে হ'ল মলিন,
  কোন সে দ্বীপের দীপালী রাত
তব অপমানে, বন্দী রাজ,
  লজ্জিত সারা নব-সমাজ
হে মরু-কেশরী আফ্রিকার।
  কেশরীর সাথে হয়নি রণ,
তোমারে বন্দী করেছে আজ
  সভ্য ব্যাধের ফাঁদ গোপন।

* * *

Dhaka University Institutional Repository

তুমি দেখাইলে আজও ধরায়
  শুধু খৃষ্টের রাসভ নাই,
আজ ও আসে হেথা বীর মানব,
  ইবনে-করীম, কামাল ভাই।
আজও আসে হেথা ইবনে-সৌদ,
  আমানুল্লাহ, পহলবী,
আজও আসে হেথা আল্-তরাশ
  আসে সনৌসী-লাখ রবি।
বদ্-কিস্মত শুধু রীফের
  নহে বীর, ইসলাম-জাহান
তোমারে স্মরিয়া কাঁদিছে আজ,
  নিখিল গাহিছে তোমার গান।
*   *   *
জানিনা আজিকে কোথা তুমি
  নয়ি দুনিয়ার মুসা তারিক।
আছে "দীন" নাই সিপা'-সালার
  আছে শাহী তখ্ত্, নাই মালিক।
*   *   *
শহীদ হতে ত পারি না কেউ-
  দেখি কে কোথায়, হ'ল শহীদ।
ক্ষমিও বন্ধু, তব জাতের
  অক্ষমতার এ অপরাধ,
তোমারে দেখিয়া হাঁকি সালাত
  ওগো মগ্‌বেরী ঈদের চাঁদ।

১৩৩৬/১৯২৯ খৃ, সনে প্রকাশিত নজরুলের গানের বই 'চোখের চাতক'। এতে সর্বমোট ৫৩ টি প্রেম-প্রণয় মূলক গান সংকলিত হয়েছে। ইতিপূর্বে ১৩৩৫/১৯২৮ খৃ, ৪৯ টি গীতি কবিতা সম্বলিত গ্রন্থ 'বুলবুল' প্রকাশিত হয়েছিল। উপরিউক্ত 'বুলবুল' এবং 'চোখেরচাতক' গানের গ্রন্থ ছাড়া ও নজরুলের তিন সহস্রাধিক গান সম্বলিত একাধিক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে- চন্দ্রবিন্দু (১৩৩৭/১৯৩০ সনে প্রকাশিত-গানের সংখ্যা-৪৩), নজরুল গীতিকা (১৩৩৭/১৯৩০ সনে প্রকাশিত, গানের সংখ্যা ২৯), সুরসাকী (১৩৩৮/১৯৩১ প্রকাশিত, গানের সংখ্যা-৯৭), জুলফিকার (১৩৩৯/১৯৩২ সনে প্রকাশিত, গানের সংখ্যা-২৪), বনগীতি (১৩৩৯/১৯৩২ সনে প্রকাশিত, গানের সংখ্যা-৬৬), গুল-বাগিচা (১৩৪০/১৯৩৩ সনে প্রকাশিত, গানের সংখ্যা-৮৫), গীতি শতদল (১৩৪১/১৯৩৪ প্রকাশিত, গানের সংখ্যা-১০১), গানের মালা (১৩৪১/১৯৩৪ প্রকাশিত, গানের সংখ্যা-৯৫)।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৩০ খৃ. এর পর নজরুল কবিতার চাইতে গান বেশী লিখেছেন। ১৯৩১-৩৭ খৃ. থেকে ১৯৪১ পর্যন্ত সময়ে মাত্র ২১টি কবিতা লিখেছেন। ১৯৩০-৩৯ এর মধ্যে দারিদ্রের কশাঘাত থেকে মুক্তি লাভের উদ্দেশ্যে গ্রামোফোন কোম্পানীর জন্য নিরন্তর গান লিখেন। ১৯৪০ এর পর তা' পরিত্যাগ করে কবিতায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং বহু সংখ্যক কবিতা রচনা করেন। [৯৪]

১৩৩৭/১৯৩০ সনে কবি নজরুলের কাব্যগ্রন্থ 'প্রলয়-শিখা' প্রকাশিত হয়। এতে মোট ২০টি কবিতা সংকলিত হয়েছে, তন্মধ্যে ৬/৭টি গান। গ্রন্থটি নজরুলের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। কবি সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে গণ-বিস্ফোরণের মুহূর্তে 'প্রলয়-শিখা' উদগীরন করেছেন, রাজদ্রোহিতা প্রচারের অভিযোগে কবি নজরুল গ্রেফতার হন এবং গ্রন্থটি বাজেয়াফ্‌ত হয়। ছ'মাস সশ্রম কারাদন্ড ভোগের পর 'গান্ধী-আরউইন' চুক্তি অনুযায়ী নজরুল মার্চ, ১৯৩১ খৃ. মুক্তি পান। 'প্রলয়শিখা' গ্রন্থের কবিতা সমূহের মধ্যে-১। প্রলয়শিখা, ২। হবেজয়, ৩। পূজা অভিনয়, ৪। যৌবন, ৫। চাষার গান, ৬। জাগরণ, ৭। রক্ততিলক ইত্যাদি অন্যতম। 'প্রলয়শিখা' কবিতার উদ্ধৃতি :- [৯৫]

বিশ্ব জুড়িয়া প্রলয়-নাচন লেগেছে ঐ
নাচে নটনাথ কাল-ভৈরবী তাথৈ থৈ।
সে নৃত্যবেগে ললাট-অগ্নি-প্রলয়-শিখ
ছড়ায়ে পড়িল হেররে আজিকে দিগ্বিদিক।
*   *   *
আমরা শুনেছি লাঞ্ছিতের সে পথ-বিলাপ
সজল আকাশে উঠিয়াছি তাই বজ্র-শায়ক ইন্দ্র চাপ
মুক্তি দিতে এসেছি আমরা দেব-অভিশাপ দৈত্যত্রাস,
দশদিক জুড়ি' জ্বলিয়া উঠেছে প্রলয়-বহ্নি সর্বনাশ।
উর্ধ্ব হতে এসেছি আমরা প্রলয়ের শিখা অনির্বাণ,
জতু গৃহদাহ - অন্তে করিব জ্যোতির স্বর্গে মহাপ্রয়াণ।

ধ্বংস সৃষ্টির পূর্ববর্তী ধাপ। পুরাতন জরাজীর্ণকে ধ্বংস করে নবসৃষ্টির জন্য তরুণরা প্রয়াসী হবে। অত্যাচারিত লাঞ্ছিতদের নিপীড়ন বন্ধ করে চতুর্দিকে সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করবে এই কবির কামনা।

'হবে জয়' কবিতায়-[৯৬] ভারতে উপনিবেশবাদের নিপীড়ন - নির্যাতন দূরীকরনের উদ্দেশ্যে তরুণদেরকে আহবান জানিয়েছেন।

আবার কি আঁধি এসেছে হানিতে
ফুলবনে লাঞ্ছনা ?
দু'হাত ভরিয়া ছিটাইছে পথে

Dhaka University Institutional Repository

মলিন আবর্জনা ?

করিয়ো না ভয়, হবে হবে লয়

আপনি এ উৎপাত ;

তুমি কি বন্দী হইয়া রহিবে

আঁধারের কারাগারে ?

* * *

মোরা যুবাদল, সকল আগল

ভাঙিতে চলেছি ছুটি

চাহিনা জানিতে - বাঁচিবে অথবা

মরিবে তুমি এ পথে।

'জাগরণ' কবিতায়-[৯৭] নজরুল পরাধীন ঘুমন্ত স্বজাতিকে জাগানোর ব্যর্থ চেষ্টার জন্য অনুশোচনা প্রকাশ করেছেন। ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে জাগরণের আহবান জানিয়েছেন।

জেগে যারা ঘুমিয়ে আছে

তাদের দ্বারে আসি'

ওরে পাগল,আর কতদিন

বাজাবি তোর বাঁশি।

ঘুমায় যারা মখমলের ঐ

কোমল শয়ন পাতি'

অনেক আগেই ভোর হয়েছে

তাদের দুঃখের রাতি।

আরাম সুখের নিদ্রা তাদের

তোর এ জাগার গান।

ছোঁবে না ক' প্রাণ-রে তাদের

যদিই বা ছোঁয় কান।

তারাই দানব-অত্যাচারী

যারা মানুষ মারে।

সভ্য-বেশী ভন্ডপশু

মারতে ডরাস কারে ?

নতুন-যুগের নতুন নকীব

বাজা নতুন বাঁশী

স্বর্গ রাণী হবে এবার

মাটির মায়ের দাসী।

Dhaka University Institutional Repository

'বিংশ শতাব্দী' শীর্ষক কবিতায়- [৯৮] আধুনিক যুগের তরুণদের জরাজীর্ণতার বিরুদ্ধে সর্বাত্মক সংগ্রামে অবতীর্ণ হবার আহবান জানিয়েছেন। প্রাচ্য প্রতীচ্যে সর্বত্র স্বাধিকার অর্জনের শোর উঠেছে। বিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের জোয়ারে তরুণদের উন্নতি-অগ্রগতির জন্য আগুয়ান হবার অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। পরাধীনতার বন্ধন ছিন্ন করে শির উন্নত করে দাঁড়াবে। প্রাচ্য প্রতীচ্যে ইউরোপ, আফ্রিকা ও এশিয়ায় সবাই একতাবদ্ধ হয়ে পরাধীনতার গ্লানি মোচনে চেষ্টা সাধনা করবে।

হইল প্রভাত বিংশ শতাব্দীর,
নব-চেতনায় জাগো জাগো, ওঠ বীর।
  নব ধ্যান নব ধারণায় জাগো,
  নব প্রাণ নব প্রেরণায় জাগো,
সকল কালের উচ্চে তোলো গো শির।
সর্ব-বন্ধন-মুক্ত জাগো হে বীর।
পূবে, পশ্চিমে, উত্তরে, দক্ষিণে
য়ুরোপ, রাশিয়া আরব, মিসর, চীনে
আমরা আজিকে এক প্রাণ একদেহ
এক বাণী " কারো অধীন র'বে না কেহ।"
চলি এক্কে এক্কে দৈত্য প্রাসাদ জিনে।
পারি নাই যাহা পারিব দু'এক দিনে।

নজরুলের অন্যতম কাব্য গ্রন্থ 'রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ' আষাঢ়, ১৩৩৭/১৯৩০ খৃ. প্রকাশিত হয়। করাচীর পল্টনে থাকাকালে পল্টনের পাঞ্জাবী মৌলবী সাহেবের নিকট নজরুল ফার্সী ভাষা শিখেন এবং দিওয়ান-ই-হাফিজের অনুবাদ শুরু করেন। তার অনুদিত হাফিজের কবিতাগুলো ১৩২৭ এর অগ্রহায়ণ-মাঘ সংখ্যক 'মোসলেম ভারতে' প্রকাশিত হয়, অতঃপর 'প্রবাসী' এবং বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকায়। ত্রিশ-পয়ত্রিশটি গজল অনুবাদের পর ক্ষান্ত হন। অতঃপর পুণরায় শুরু করে সর্বমোট ৭৫ টি গজল (রুবাঈর) অনুবাদ সমাপ্ত করেন।

ইরানের কবি হফিজ শিরাজ শহরের অন্তর্গত 'মোসল্লা'নামক স্থানে চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে জন্ম গ্রহণ করেন। ৭৯১/১৩৮৯ খৃ. মৃত্যুবরণ করেন। তার নাম শামসুদ্দীন মোহাম্মদ এবং পিতার নাম বাহাউদ্দীন। তাঁর পিতা ব্যবসা উপলক্ষে 'ইস্বফাহান' থেকে শিরাজে এসে বসবাস করেন। 'হাফিজ' তার উপনাম ছিল। কৈশোরেই স্বীয় প্রতিভাবলে কাব্য রচনা শুরুকরেন। তার মৃত্যুর পর তার কবিতা সমূহ 'দিওয়ান' আকারে সংকলিত হয়। যৌবনে তিনি ' শরাব-সাকীর' প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। পরবর্তীকালে 'সূফী' সাধকরূপে খ্যাতি অর্জন করেন। [৯৯] দিওয়ানে হাফিজে প্রায় পাঁচ শতাধিক কবিতা সংকলিত হয়েছে।

রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ থেকে কিছু উদ্ধৃতি :-[১০০]

Dhaka University Institutional Repository

আমার সকলধ্যানে জ্ঞানে
বিচিত্র সে সুরে সুরে
গাহি তোমার বন্দনা-গান,
রাজাধিরাজ, নিখিল জুড়ে।
কী বলেছে তোমার কাছে
মিথ্যা করে আমার নামে
হিংসুকেরা - ডাকলে না আজ
তাইতে আমায় তোমার পুরে ॥

* * *

রবি, শশী, জ্যোতিক সব
বান্দা তোমার জ্যোতির্মতি !
যেদিন হ'তে বান্দা হ'ল-
পেল আঁধার-হরা জ্যোতি।
রাগে অনুরাগে মেশা
তোমার রূপের রৌশনীতে
চন্দ্র হ'ল স্নিগ্ধ-কিরণ
সূর্য হ'ল দীপ্ত অতি ॥

ভাদ্র, ১৩৩৭ / সেপ্টে ১৯৩০ খৃ. 'নজরুল গীতিকা' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। এতে মোট ১২৭টি গান সংকলিত হয়েছে। তন্মধ্যে ২৮টি গান নতুন রচিত, এবং বাকী ৯৯টি গান অগ্নিবীণা, দোলনচাপা, ছায়ানট, পূবের হাওয়া, সর্বহারা, ফণি-মনসা, জিঞ্জীর, বুলবুল, চোখের চাতক, সন্ধ্যা, প্রলয় শিখা, চন্দ্র বিন্দু ইত্যাদি কাব্য গ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে।

কবি নজরুল ইসলামের অন্যতম কাব্যগ্রন্থ 'চন্দ্রবিন্দু ১৩৩৭/১৯৩০খৃ. প্রকাশিত হয়। প্রকাশের পর সরকার বইটির প্রচার নিষিদ্ধ করে বাজেয়াপ্ত করেন। ১৯৪৫ খৃ. ডিসেম্বরে সেই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হয়। এতে মোট ৪৩টি গান কবিতা সংকলিত হয়েছে। অধিকাংশ ব্যঙ্গ বিদ্রূপাত্মক, হাস্যরসাত্মক হলে ও তদানীন্তন বৃটিশ শাসকদের জন্য ছিল তীব্রবাণ স্বরূপ। গ্রন্থের বিভিন্ন কাব্যের মধ্যে ১। বক্ষে আমার কাবার ছবি, ২। কে যাবি পারে আয়, ৩। হিতে বিপরীত ৪। প্যাক্ট ৫। লীগ অব নেশন, ৬। ডোমিনিয়ন স্টেটাস, ৭। রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স অন্যতম। নমূনা স্বরূপ কিছু কবিতার উদ্ধৃতি এখানে পেশ করা হল :-

নাহি নাহি ভয় -১০১
মৃত্যু সাগর মন্থন শেষ
আসে মৃত্যুঞ্জয় ॥

Dhaka University Institutional Repository

হত্যায় আসে হত্যা নাশন,
শৃঙ্খলে তার মুক্তি ভাষণ,
অন্ধ কারায় তমো-বিদারণ
  জাগিছে জ্যোতির্ময় ॥
ব্যথিত হৃদয় - শতদলে
আঁখি জল ঘেরা আসন-বিথার।

'কে যাবি পারে' কবিতায় [১০২] কবি মুক্তিকামী জনতাকে আহবান জানিয়েছেন। ইসলাম নামক তরীর কান্ডারী হলেন রাসূল মোহাম্মদ (সাঃ); চার খলীফা দাঁড়ী। খেয়াপারাপারের জন্য ভাড়া হচ্ছে-ঈমান। অতএব ঈমানদার ব্যক্তিকে তরীতে আরোহন করে পরকালে নাজাত লাভের অনুপ্রেরণা দিয়েছেন কবি।

  কে যাবি পারে আয় ত্বরা করি'
  তোর খেয়া-ঘাটে এল পূণ্য-তরী ॥
আবু বকর, উমর ,উস্‌মান, আলী হাইদর,
দাঁড়ী এ সোনার তরণীর পাপীসব নাই নাই আর ডর,
এ তরীর কান্ডারী আহমদ, পাকাসব মাঝি ও মাল্লা
মাঝিদের মুখে সারী-গান শোন ঐ -লা - শরীক আল্লাহ
  মোরা নরক আগুনে আর নাহি ডরি।
শাফায়ত-পাল ওড়ে তরীর অনুকূল হাওয়ার ভরে,
ফেরেশ্‌তা টানিছে তার গুণ, ভিড়িবে বেহেশ্‌তী চরে।
ইমানের পারানী - কড়ি আছে যার আয় এ সোনার নায়
যাবি চল পারের পথিক কলেমার জাহাজ ঘাটায় ।
  ফিরদৌস হতে ডাকে হুর পরী

'বক্ষে আমার কাবার ছবি' কবিতায় [১০৩] কবি নজরুল বলেন-একজন ঈমানদার ব্যক্তি কিয়ামত দিবসের ভীতি বিহ্বলতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকবে।

বক্ষে আমার কা'বার ছবি।
  চক্ষে মোহাম্মদ রসুল।
শিরোপরি মোর খোদার আরশ,
  গাই তারি গান-বেভুল ॥
লাইলির প্রেমে মজনু পাগল,

Dhaka University Institutional Repository

আমি পাগল 'লা-ইলা'র

*　　　*　　　*

ভয় করিনা 'রোজ-কিয়ামত'

পুলসিরাতের কঠিন পুল ॥

একজন মুসলমানের প্রাণের অভিব্যক্তি থাকে কা'বা কেন্দ্রিক, এবং মোহাম্মদ রাসূল তার নয়নমনি; মাথার উপরে সপ্তর্ষি আকাশের উপরে আরশের উপরে মহানপ্রভূ অধিষ্ঠিত। মুসলমান তারই মহিমা গান গায়। অতএব বিচারদিবসে পুলসিরাতের কঠিন পরীক্ষায় মুসলমান ভীত নয়।

'প্যাক্ট' কবিতায় কবি নজরুল নির্ভীকভাবে বৃটিশ উপনিবেশবাদীদের সাথে 'আপোষ নীতির' সমালোচনা করে তা' হিন্দু মুসলিম সম্প্রীতির পক্ষে নিষ্ফল বলে ঘোষণা করেন :-[১০৪]

বদনা-গাড়ু তে গলাগলি করে,
　　নব-প্যাক্টের আস্‌নাই,
মুসলমানের হাতে নাই ছুরি
　　হিন্দুর হাতে বাঁশ নাই ॥
বদনা-গাড়ু তে পুন ঠোকাঠুকি,
　　রোল উঠিল হা' হন্ত ! "
উর্ধ্বে থাকিয়া সিঙ্গী-মাতুল
　　হাসে ছিরকুটি দন্ত !
মস্‌জিদ পানে ছুটিলেন মিঞা
　　মন্দির পানে হিন্দু ;
আকাশে উঠিল চির-জিজ্ঞাসা
　　করুণ চন্দ্রবিন্দু।

লীগ অব নেশন [১০৫] কবিতায়-কবি নজরুল জাতিসংঘের নামে বিশ্বের পরাশক্তিবর্গের ধূর্ততা, ভন্ডামী ও স্বার্থ সিদ্ধির কথা ব্যঙ্গাত্মক সুরে ব্যক্ত করেছেন। কবি ইংরেজদেরকে সিংহ, ভারতবর্ষকে হাতি, ফ্রান্সকে বাঘ, রাশিয়াকে ভালুক, আমেরিকাকে হায়েনা, জার্মানীকে ঈগল, গ্রীসকে শিবা, অষ্ট্রিয়াকে নেকড়ে এবং ইটালীকে হাঙ্গর প্রতীকে চিত্রিত করেছেন। কবি বলেন :-

বসেছে শান্তি বৈঠকে বাঘ
　সিংহ, হাঙর, নেকড়ে।
বৈষ্ণব গরু, ছাগ, মেষ এসে,
　হরি বোল বলে দেখ্‌রে।

Dhaka University Institutional Repository

'ডোমিনিয়ন স্টেটাস' কবিতায়-১০৬ উপনিবেশবাদী বৃটিশ কর্তৃক-ভারতবর্ষকে সীমিত স্বাধীনতা প্রদানে সম্মত হওয়ায় ব্যঙ্গ কবিতা রচনা করেন। কবির কামনা এ দেশের পূর্ণ-স্বাধীনতা লাভ। কবি বলেন :-

বগল বাজা দুলিয়ে মাজা,
বসে কেন অম্‌নি রে ?
ছেঁড়া ঢোলে লাগাও চাঁটি
মা হবেন আজ ডোম্‌নী রে !!
রাজা শুধু রাজাই হবেন
পগার পারে নির্বাসন,
রাজ্য নেবে দু'ভাই মিলে
দুর্যোধন আর দুঃশাসন।
অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র র'বে
সিংহাসনে মাত্র নাম।
কোঁৎকা যাবে, রইবে শুধু
বোঁটকা খানিক গাত্র-ঘাম॥

'সুর সাকী' নামে নজরুলের একটি গানের গ্রন্থ ১৩৩৮/১৩৩১ প্রকাশিত হয়। এতে সর্বমোট ৯৭ টি গান সংকলিত হয়েছে। অধিকাংশ কবিতাই প্রণয়মূলক; যেমন-"গানগুলি মোর আহত পাখীর সম", প্রিয়, তুমি কোথায় আজি ? কে দুয়ারে এলে মোর তরুণী ভিখারী ইত্যাদি।

কবি নজরুলের আরেকটি গীতি কাব্যগ্রন্থ 'জুলফিকার' ১৯৩২/১৩৩৯ সনে প্রকাশিত হয়েছে, উহাতে মোট ২৪টি গান সংকলিত হয়েছে, তন্মধ্যে প্রায় ২০টিই ইসলামী গীতি কবিতা। এসব কবিতায় কবি অধঃপতিত মুসলিম জাতিকে ঈমানের বলে বলীয়ান হয়ে ইসলামকে বিজয়ীর ভূমিকায় সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট হবার আহবান জানিয়েছেন। এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা সহ সারা বিশ্বে ইসলামী রেনেসাঁর জোয়ার বইছে, এ দেশীয় মুসলমান তথা বিশ্ব-মুসলিমকে ইসলামী আন্দোলনে শরীক হয়ে অতীত ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠিত করার আহবান জানিয়েছেন। 'জুলফিকার' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি পেশ করছি :-১০৭

(১) দিকে দিকে পুন জ্বলিয়া উঠেছে
দীন-ই-ইসলামী লাল মশাল।
ওরে বে-খবর, তুইও ওঠ জেগে
তুইও তোর প্রাণ-প্রদীপ জ্বালা॥
গাজী মুস্তাফা কামালের সাথে
জেগেছে তুর্কী সুর্খ-তাজ,
রেজা পহলবী সাথে জাগিয়াছে
বিরান মুলুক ইরান ও আজ,
গোলামী বিসরি' জেগেছে মিসরী
জগলুল সাথে প্রাণ-মাতাল॥

Dhaka University Institutional Repository

ভূলি গ্লানি লাজ জেগেছে
হেজাজ নেজ্‌দ্ আরবে ইব্‌নে সউদ
আমানুল্লাহর পরশে জেগেছে
কাবুলে নবীন আল-মাহমুদ,
মরা মরক্কো বাঁচাইয়া আজ
বন্দী করীম রীফ-কামাল॥
জাগে ফয়সল ইরাক আজমে
জাগে নব হারুন-আল্-রশীদ
জাগে বায়তুল মোকাদ্দাস রে
জাগে শাম দেখ্ টুটিয়া নিঁদ
জাগে না কো শুধু হিন্দের
দশ কোটি মুসলিম বে-খেয়াল
মোরা আসহাবে কাহ্‌ফের মত
হাজারো বছর শুধু ঘুমাই,
আমাদের কেহ ছিল বাদশাহ
কোনকালে, তারি করি বড়াই,
জাগি যদি মোরা, দুনিয়া আবার,
কাঁপিবে চরণে টালমাটাল॥

তুরস্ক, মিস্বর, সৌদী আরব, আফগানিস্থান, মরক্কো, ইরাক, বায়তুল মোকাদ্দাস, সিরিয়া প্রতিটি মুসলিম দেশে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার অর্জনের জন্য সংগ্রাম চলছে। শুধুমাত্র আমাদের এই উপমহাদেশের মুসলমানেরা ঔপনিবেশিক বৃটিশদের অধীনতা থেকে মুক্তি লাভের জন্য চেষ্টা না করে আস্থহাবে কাহাফের ন্যায় দীর্ঘ-গভীর নিদ্রা-তথা অলসতায় নিমজ্জিত। নজরুল তাদেরকে অলসতা পরিহার করে নব-জাগরনের আন্দোলনে শরীক হবার আহবান জানিয়েছেন। অন্য একটি কবিতায়

(২) কোথায় তখত তাউস[১০৮]
কোথায় সে বাদশাহী
কাঁদিয়া জানায় মুসলিম
ফরিয়াদ য়্যা এলাহী ॥
কোথায় সে বীর খালেদ,
কোথায় তারেক মুসা
নাহি সে হজরত আলী,.
সে জুলফিকার নাহি
নাহি সে উমর খাত্তাব

Dhaka University Institutional Repository

নাহি সে ইসলামী জোশ
করিল জয় যে দুনিয়া
আজ নাহি সে সিপাহী ॥
কোথায় সে তেজ ঈমান
কোথায় সে শান শওকত,
তকদীরে নাই সে মাহ্তাব,
আছে পড়ে শুধু সিয়াহি ॥

কবি উক্ত কবিতায় বলেন-হজরত উমর ফারুক; আলী, হাসান, হোসাইন; খালেদবিন ওয়ালীদ, তারেক এবং মূসার ন্যায় হাতে পারলে ইসলামের লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার ও পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা আজো সম্ভব। অতীতের মুসলিম বীর পুরুষগণ অদম্য মনোবল ও ঈমানের বলে বলীয়ান হয়ে সারা পৃথিবী জয় করেছেন ; তাকবীর ধ্বনির সাহায্যে শির্ক্ ও কুফরে পরিপূর্ণ বিশ্বকে পরিবর্তন করে আল্লাহর বিধান প্রবর্তন করেছেন, কিন্তু বর্তমানে মুসলমানদের মধ্যে সে ঈমানের তেজনাই।

অন্য একটি কবিতায় কবি বলেন ঃ

(৩) জাগে না জোশ লয়ে আর মুসলমান[১০৯]
করিল জয় যে তেজ লয়ে দুনিয়া জাহান ॥
যাহার তক্বীর ধ্বনি
তকদীর বদলালো দুনিয়ার
নাফরমানীর জামানায়,
আনিল ফরমান খোদার
নাহি সাচ্চাই সিদ্দিকের
উমরের নাহি সে ত্যাগ আর
নাহি সে বেলালের ঈমান
নাহি আলীর জুলফিকার,
নাহি আর সে জেহাদ লাগি' বীর শহীদান ॥

সমার্থক অন্য কবিতায় - কবি নজরুল দ্বীন ইসলামকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য মুসলিম তরুণদের প্রতি উদাত্ত আহবান জানিয়েছেন। মহানবীর (সা.) গৌরব ও মহিমা, বিবি ফাতেমার ন্যায় করুণা, আবুবকর সিদ্দীকের ন্যায় সত্যবাদিতা, উমরের ন্যায় নির্ভীক সত্যাশ্রয়ী, আলীর ন্যায় শৌর্যবীর্য, ইমাম হাসান ও হোসাইনের আত্মত্যাগ, এবং কারবালায় আত্মত্যাগী শহীদানের আত্মত্যাগের অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে ইস-লামের প্রাচীন ঐতিহ্যকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সক্রিয় হবার আহবান জানিয়েছেন, যাতে আল্লাহর বন্ধু মোহাম্মদ (সা.) এর বন্ধুত্ব লাভে সক্ষম হয়। কবি বলেন :-

(৪) আন্ নয়া দীনী ফরমান [১১০]

Dhaka University Institutional Repository

দরাজ দিলের দৃপ্ত গান,
আন্ মহিমা হজরতের
শক্তি আন শেরে খোদার,
কোরবানী আন্ কারবালার
আন্ রহম মা ফাতেমার
আন্ উমরের শৌর্যবল,
সিদ্দিকের আন্ সাচ্চা মন,
হাসান হোসেনের সে ত্যাগ
শহীদানের মৃত্যুপণ।
খোদার হাবিব শেষ নবী,
তুই হবি নবীর হাবিব ॥

'জুলফিকার' কাব্যগ্রন্থের অধিকাংশ কবিতা গান ইসলামী আহকাম ও ঐতিহ্য বিষয়ক। যেমন :-

(৫) ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে
এল খুশীর ঈদ
তুই আপনাকে আজ বিলিয়ে দে
শোন্ আস্‌মানী তাকিদ ॥

(৬) শহীদী ঈদগাহে দেখ্ আজ জমায়েত ভারি[১১১]
হবে দুনিয়াতে আবার ইসলামী ফরমান জারি।
তুরান ইরান হেজাজ মেসের হিন্দ মোরক্কো ইরাক
হাতে হাত মিলিয়ে আজ দাঁড়িয়েছে সারি সারি

(৭) মোহররমের চাঁদ এল ঐ কাঁদাতে ফের দুনিয়ায়[১১২]
ওয়া হোসেনা, ওয়া হোসেনা তারি মাতম শোনা যায় ॥

(৮) তোমারি মহিমা সব বিশ্বপালক করতার[১১৩]
করুণা কৃপার তব নাহি সীমা নাহি পার
বিশ্বপালক করতার ॥
(সুরা ফাতিহা'র বঙ্গানুবাদ)-

(৯) আল্লাহ আমার প্রভূ, আমার নাহি নাহি ভয়[১১৪]

Dhaka University Institutional Repository

আমার নবী মোহাম্মদ, যাঁহার তারিফ জগৎময় ॥

আমার কিসের শঙ্কা

কোরআন আমার ডঙ্কা,

ইসলাম আমার ধর্ম, মুসলিম আমার পরিচয়।

(১০) আহমদের ঐ মিমের পর্দা,[১১৫]

উঠিয়ে দেখ্ মন।

আহাদ সেথা বিরাজ করেন

হেরে গুণীজন ॥

ঐরূপ দেখেরে পাগল হল

মনসুর হল্লাজ

সে 'আনাল্ হক' 'আনাল হক' বলে

ত্যজিল জীবন ॥

'বন-গীতি' নামে কবি নজরুলের একটি গানের গ্রন্থ আশ্বিন, ১৩৩৯ / ১৯৩২ খৃ. প্রকাশিত হয়। এতে মোট ৬৬টি গান সন্নিবিষ্ট হয়েছে। অধিকাংশই প্রেম মূলক। এ গ্রন্থের দু'একটি গান উদ্ধৃত করছি :-

(১) হে বিধাতা !

দুঃখ শোক মাঝে তোমারি পরশ রাজে,[১১৬]

কাঁদায়ে, জননী প্রায় কোলে কর পুনরায়

শান্তি-দাতা

হে বিধাতা ॥

ভুলিয়া যাই হে যবে সুখ-দিন তোমারে

স্মরণ করায়ে দাও আঘাতের মাঝারে

দুঃখের মাঝে তাই হে প্রভু তোমারে পাই

দুঃখ ত্রাতা,

হে বিধাতা ॥

(২) কোথায় তুই খুঁজিস ভগবান[১১৭]

সে যে রে তোরি মাঝারে রয়।

চেয়ে দেখ্ সে তোরি মাঝারে রয় ॥

সাজিয়া যোগী ও দরবেশ

খুঁজিস যারে পাহাড় জঙ্গলময়

সে যে রে তোরি মাঝারে রয়।

দেখিবি তোরি এই দেহে

নিরাকার তাহার পরিচয়।

কবি নজরুলের অন্যতম গীতি কাব্য গ্রন্থ 'গুল-বাগিচা জুন' ১৯৩৩ / শ্রাবণ ১৩৪০ সনে প্রকাশিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

এতে সর্বমোট ৮৫ টি গীতি কবিতা সন্নিবেশিত হয়েছে ; তম্মধ্যে ১৩টি ইসলামী গান এবং অবশিষ্ট গুলো প্রেমমূলক ও দেশাত্মবোধক কবিতা ও গান। নমুনা স্বরূপ কয়েকটি উদ্ধৃতি পেশ করা হল :-

(১) গুল-বাগিচা [১১৮]

গুল-বাগিচার বুলবুলি আমি
রঙিন প্রেমের গাই গজল।
অনুরাগের লাল শারাব মোর
চোখে ঝলে ঝলমল ॥
লাল শিরাজীর গেলাস হাতে তন্বী সাকী পড়ে ঢুলে,
আমার গানে মিঠা পানির লহর বহে নহর কূলে।

(২) আমার দেশের মাটি [১১৯]

ও ভাই খাঁটি সোনার চেয়ে খাঁটি ॥
এই দেশেরই মাটি জল
এই দেশেরই ফুলে ফলে
তৃষ্ণা মিটাই মিটাই ক্ষুধা
পিয়ে এরি দুধের বাটি ॥

(৩) ইসলামী গান :

ভুবন জয়ী তোরা কি হায় সেই মুসলমান।[১২০]
খোদার রাহে আনল যারা দুনিয়া না-ফরমান ॥
এশিয়া য়ুরোপ আফ্রিকাতে যাহাদের তকবীর
হুঙ্কারিল, উড়ল যাদের বিজয় নিশান॥
যাদের নাঙ্গা তলোয়ারের শক্তিতে সেদিন
পারস্য আর রোম রাজত্ব হইল খান খান
শুকনো রুটি খোর্মা খেয়ে যাদের খলিফা
হেলায় শাসন করিল রে অর্ধেক জাহান ॥

ইসলামের সোনালী যুগে মুসলমানগণ আল্লাহর উপর অগাধ বিশ্বাস ও আস্থাবলে সমগ্র বিশ্ব জয় করেছিলেন। তদানীন্তন পরাশক্তিদ্বয় রোম ও পারশ্য সাম্রাজ্য মুসলমানদের করতলগত হয়। মুসলিম জাহানের খলীফা উমর অর্দ্ধেক পৃথিবীর শাসন ক্ষমতাধিকারী হয়েও অত্যন্ত অনাড়ম্বর সাধাসিধা জীবন যাপন করতেন, শুকনা রুটি এবং খোর্মা ছিল তাঁর দৈনন্দিন খাদ্য।

Dhaka University Institutional Repository

(৪) বাজিছে দামামা, বাঁধরে আমামা[১২১]
শির উঁচু করি' মুসলমান।
দাওত এসেছে নয়া জামানার
ভাঙা কিল্লায় ওড়ে নিশান ॥
মুখেতে কলমা হাতে তলোয়ার
বুকে ইসলামী জোশ দুর্বার
হৃদয়ে লইয়া এশক আল্লার
চল্ আগে চল্ বাজে বিষাণ।
ভয় নাই তোর গলায় তাবিজ
বাঁধা যে রে তোর পাক কোরান।
ভিখারীর সাজে খলিফা যাদের
শাসন করিল আধাজাহান
তারা আজ পড়ে ঘুমায় বেহুশ
বাহিরে বহিছে ঝড় তুফান।
ঘুমাইয়া কাজা করেছি ফজর
তখনো জাগিনি যখন জোহর
হেলা ও খেলায় কেটেছে আসর
মগ্‌রেবের আজ শুনি আজান
জমাত শামিল হও রে এশাতে
এখনো জমাতে আছে স্থান ॥
শুকনো রুটিরে সম্বল করে
যে ঈমান আর প্রাণের জোরে
ফিরেছি জগৎ মন্থন করে
সে শক্তি আজ ফিরিয়ে আন্
আল্লাহু আকবর রবে পুন
কাঁপুক বিশ্ব দূর বিমান ॥

কবি অত্র কবিতায় মুসলিম জাতিকে পুণরায় ঈমানের বলে বলীয়ান হয়ে দ্বীন ইসলামকে বিজয়ীর ভূমিকায় সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট হওয়ার আহবান জানিয়েছেন। সমগ্র বিশ্বে ইসলামী রেনেসাঁর জোয়ার বইছে; এদেশের মুসলমান তথা বিশ্ব মুসলিমকে ইসলামী আন্দোলনে শরীক হয়ে ইসলামের অতীত গৌরব ও ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠিত করার আহবান জানিয়েছেন। কবির কামনা :-

Dhaka University Institutional Repository

তওফিক দাও খোদা ইসলামে[১২২]
মুসলিম জাহাঁ পুন হোক আবাদ
দাও সেই হারানো সুলতানাত
দাও সেই বাহু সেই দিল আজাদ
দাও বে-দেরেগ তেগ জুলফিকার
খয়বর জয়ী শেরে খোদার
হোক বিশ্ব মুসলিম এক জামাত
উড়ুক নিশান ফের যুক্ত চাঁদ ॥

কাব্য আমপারা :- ১৩৪০/১৯৩৩ নভেম্বর কবি নজরুল ইসলামের 'কাব্য আমপারা' কোলকাতা করীম বখ্‌শ ব্রাদার্স প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়। বাংলা ভাষা ভাষী মুসলমানদের জন্য সহজে আল্‌ কোরআন পাঠ, কণ্ঠস্থ এবং মর্মার্থ উপলব্ধি করার সুবিধার্থে কবি নজরুল আল্‌ কুরআনুল করীমের ত্রিশতম পারা (অধ্যায়) আ-মপারার মোট ৩৮ টি সূরার সরল পদ্যে বঙ্গানুবাদ করেন। শিশু কিশোররাও যাতে অতি সহজে কোরআন মুখস্ত করতে পারে, সেই মহত উদ্দেশ্য নিয়েই এই মহান কাজটি সুসম্পন্ন করেন। তিনি মাওলানা মোহাম্মদ আলীর আল্‌-কোরআন, তাফসীর হোসাইনী, তাফসীরে বায়দ্বাভী, তাফসীরে কবীরী, তাফসীরে আজিজী, তাফসীরে মাওলানা আব্দুল হক দেহ্‌লভী, তাফসীরে জালালাইন, Sales Quran এবং মাওলানা আকরম খাঁ এবং মা-ওলানা রুহুল আমীনকৃত 'আমপারা প্রভৃতি তাফসীরগ্রন্থ সমূহের সহায়তায় এবং ধর্মীয় বিশেষজ্ঞ ও ভাষা পন্ডিতদের সম্পাদনায় তাফসীরের কাব্যানুবাদ সম্পাদনা করেন। নমুনা পেশ করছি :-

সূরা ফাতেহা [১২৩]

(শুরু করিলাম) লয়ে নাম আল্লাহর
করুণা ও দয়া যার অশেষ অপার।
সকলি বিশ্বের স্বামী আল্লাহর মহিমা,
করুণা কৃপার যার নাই নাই সীমা।
বিচার-দিনের বিভু ! কেবল তোমারি
আরাধনা করি আর শক্তি ভিক্ষা করি।
সরল সহজ পথে মোদেরে চালাও,
যাদেরে বিলাও দয়া সে পথ দেখাও।
অভিশপ্ত আর পথ-ভ্রষ্ট যারা, প্রভু,
তাহাদের পথে যেন চালায়ো না কভু।

'আমপারা'র ২০ তম সুরা আল-'আলাক্ব'; মোট আয়াত ২৯ টি । প্রথম ৫টি আয়াত মক্কায়; মহানবীর (সা.) উপর নাজিলকৃত প্রথম অহী। এর অনুবাদ :-

সূরা 'আলাক[১২৪]

পাঠ কর প্রভুর নামে, স্রষ্টা যে জন,
করেছেন যিনি ঘন সে শোণিতে মানবে সৃজন।
পাঠ কর, তব বিধাতা মহিমা মহান সেই
দিয়াছেন সবে লেখনীর দ্বারা শিক্ষা যেই।
সে জানিত না যাহা
মানুষেরে তিনি দেছেন শিক্ষা তাহা,
ধনগৌরবে মত্ত যে ভাবে সে আপনায়,
না, না, মানুষ সীমা লঙ্ঘন করিয়া থাকে।
নিশ্চয় তব প্রভুর পানে যে ফিরিতে হবে।

মরুভাস্কর ঃ কবি নজরুল বিশ্বনবী হজরত মুহাম্মদের (সা.) জীবনবৃত্তান্ত নিয়ে ইতিহাস ভিত্তিক মহাকাব্য "মরুভাস্কর" রচনা শুরু করেন ১৯৩০ খৃ.। প্রথম কবিতা 'অবতরণিকা' ১৯৩০/১৩৩৭ বৈশাখ জৈষ্ঠ্যের 'সওগাত' পত্রিকায় 'মরুভাস্কর' শিরোনামে প্রকাশিত হয়। কিন্তু মাত্র ৪২ বছর বয়সে কবি দুরারোগ্য ব্যধিতে আক্রান্ত হওয়ায় এই মহাকাব্যখানি সমাপ্ত করতে পারেননি।[১২৫]

গ্রন্থটিতে সর্বমোট ১৮ টি কবিতা সংকলিত হয়েছে। মোট ৪টি সর্গে (অধ্যায়ে) বিভক্ত। প্রথম সর্গ (১) অবতরণিকা (২) অনাগত, (৩) অভ্যুদয়, (৪) স্বপ্ন, (৫) আলো-আঁধারি, (৬) দাদা, (৭) পরভৃত এই পরিচ্ছেদে বিভক্ত।

দ্বিতীয় সর্গ - (১) শৈশবকাল, (২) প্রত্যাবর্তন, (৩) শাককুস্ সাদর, (৪) সর্বহারা চারটি- পরিচ্ছেদে বিভক্ত;
তৃতীয় সর্গে - (১) কৈশোর ও (২) সত্যাগ্রহী মোহাম্মদ- দু'টি পরিচ্ছেদ,
চতুর্থ সর্গে- (১) শাদী মোবারক, (২) খাদীজা, (৩) সম্প্রদান, (৪) নওকাবা এবং (৫) সাম্যবাদী পাঁচটি পরিচ্ছেদ। এককথায় গ্রন্থ খানিতে নবীজীবনের ২৫ বছরের ইতিহাস বিবৃত হয়েছে।

১ম সর্গের 'অবতরণিকা' পরিচ্ছেদে মহানবীর আবির্ভাবের আনন্দ সংবাদ বিবৃত করেছেন। তাঁর শুভাগমণে সারাবিশ্বে আনন্দের সাড়া পড়েছিল। কবি বলেন :-[১২৬]

জেগে ওঠ তুইরে ভোরের পাখী, নিশি-প্রভাতের কবি
লোহিত সাগরে সিনান করিয়া উদিল আরব রবি।
রবি-শশী গ্রহ-তারা ঝলমল গগনাঙ্গনতলে
সাগর ঊর্মি-মঞ্জীর পায়ে ধরা নেচে নেচে চলে।
*　　　*　　　*
আরব ছাপিয়া উঠিল আবার ব্যোমপথে 'দীন', 'দীন',
কাবার মিনারে আবার আসিল নবীন মুয়াজ্জিন।
*　　　*　　　*
আঁধার নিখিলে এল আবার, আদি প্রাতের সে সম্পদ,
নূতন সূর্য উদিল ঐ　　- মোহাম্মদ ! মোহাম্মদ !

Dhaka University Institutional Repository

'অনাগত' পরিচ্ছেদে কবি স্রষ্টা কর্তৃক বিশ্বের আদিমানব আদমের সৃষ্টি, এবং তার মধ্যে মোহাম্মদের নূর প্রদানের কথা বলেছেন :-[১২৭]

আদমের মাঝে বারে বারে যায় বারে বারে ফিরে আসে
চারিদিকে ঘোর বিভীষিকা শুধু, কাঁপিয়া মরে সে ত্রাসে।
কহিলেন প্রভূ, 'ভয় নাই, দিনু আমার যা' প্রিয়তম,
তোমার মাঝারে জ্বলিবে সে জ্যোতি তোমাতে আমারি সম

সৃষ্টির আদিলগ্ন থেকে বহুসংখ্যক নবী রাসূলের আগমন এই ধরাধামে ঘটেছে :-[১২৮]

শত শতাব্দী যুগ যুগান্ত বহিয়া যায়
ফিরে নাহি আসা স্রোতের প্রায়
চলে গেল্‌'হাওয়া,'আদম','শিশ' ও'নূহ' নবী
জ্বলিয়া নিভিল কতরবি !
চলে গেল'ঈসা,'মুসা' ও দাউদ,'ইবরাহীম'
ফিরদৌসের দূর সাকিম।
যাদের কণ্ঠে উঠিয়াছিল গো মহান বিভুর মহিমা গান
উড়ে গেল তারা দূর বিমান।

মক্কা নগরীতে আব্দুল্লাহর ঔরসে, মা-আমিনার গর্ভে মহানবীর (সা.) জন্ম; তাই সমগ্র বিশ্বজগত তাঁর, তাঁর পিতামাতার ও পিতামহের জয়গানে মুখরিত :-[১২৯]

দশদিক ছাপি ওঠে আবাহন, ধন্য ধন্য মুত্তালিব !
তব কনিষ্ঠ পুত্র ধন্য আব্দুল্লাহ খোশ নসীব,
ঔরসে যার লভিল জনম বিশ্বভূমান মহামানব,
'ধেয়ানে যাহারে ধরিতে না পারি' নিখিল ভুবন করে স্তব।
ধন্য গো তুমি 'আমিনা' জননী কেমনে জঠরে ধরিলে তায়,
যোগী মুনি ঋষি পয়গাম্বর গেয়ানে যাহার সীমা না পায়।

'অভ্যুদয়' - পরিচ্ছেদে-[১৩০] কবি প্রাক-ইসলামী যুগের অধঃপতিত আরবের সামাজিক চিত্র তুলে ধরেছেন। আরব তথা পৃথিবীর এই চরম দুর্দিনে তমসাচ্ছন্ন বিশ্বের আকাশে আবির্ভূত হলেন হজরত মোহাম্মদ (সা.)।

মানুষের মনে বেঁধেছিল বাসা বনের পশুরা যত
বন্য বরাহে ভল্লুকে রণ, নখর দন্ত ক্ষত।

*   *   *

Dhaka University Institutional Repository

এশিয়া, য়ুরোপ আফ্রিকা এই পৃথিবীর যত দেশ,
যেন নেমেছিল প্রতিযোগিতায় দেখিতে পাপের শেষ।
*　　　　*　　　　*
ঘন তমসার সূতিকা আগারে জনমিল নব শশী,
নব আলোকের আভাসে ধরণী উঠিল গো উচ্ছসি'।
*　　　　*　　　　*
পুলকে শ্রদ্ধা সম্ভ্রমে ওঠে দুলিয়া দুলিয়া কাবা,
বিশ্ববীণায় বাজে আগমনী, 'মার্হাবা' ! 'মার্হাবা' !

মা আমিনার স্বপ্ন, পিতা আব্দুল্লাহর মৃত্যু, দাদা আব্দুল মুত্তালিবের অভিভাবিকত্ব, বিবি হালীমা সা'দিয়ার লালন পালনের দায়িত্ব গ্রহণ, শাক্কুস্সদ্‌র (বক্ষচ্ছেদ) করার ঘটনা, ছ'বছর বয়সে মা-আমিনার নিকট প্রত্যাবর্তন, মদীনা থেকে প্রত্যাবর্তন কালে মায়ের মৃত্যু, আরো দু'বছর পর দাদা আব্দুল মোত্তালিবের মৃত্যু, অতঃপর পিতৃব্য আবু তালিবের অভিভাবকত্বে প্রতিপালিত হন। বাণিজ্যোপলক্ষে চাচার সাথে সিরিয়ায় গমন এবং বুহায়রা পাদ্রীর ভবিষ্যদ্বাণী, উকাজ মেলাকে কেন্দ্র করে ভ্রাতৃঘাতী 'ফেজার' যুদ্ধ মহানবীর (সা.) মধ্যস্থতায় অবসান, মুহাম্মদের পঁচিশ বছর বয়সে মক্কার ধনাঢ্যমহিলা বিবি খাদিজার সাথে বিবাহ এবং সম্প্রদান ; কাবা ঘরের পুনর্নির্মাণ কালে হজরে আস্‌ওয়াদকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন গোত্রের ঝগড়া কলহের সুষ্ঠু শান্তিপূর্ণ সমাধান, ইত্যাদি ঘটনাবলী অতি সুন্দর ও সাবলীলভাবে কাব্যরূপদান করেছেন কবি নজরুল। সর্বশেষ সাম্যবাদী অনুচ্ছেদে দেব-দেবী মূর্তির উপাসনা অস্বীকার করে একেশ্বরবাদের অনুপ্রেরণা উজ্জীবিত।

গীতি শতদল : [১৩১]

১৩৪১ বৈশাখে / ১৯৩৪ 'গীতি-শতদল' নামে কবি নজরুলের একটি গানের গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এতে প্রায় ১০১ টি গান উৎকলিত হয়েছে। তন্মধ্যে ১। শুকনো পাতার নুপুর পায়ে নাচিছে ঘুর্ণিবায়, জলতরঙ্গে ঝিলমিল ঝিল্‌মিল ঢেউতুলে সে যায়। ২। চমকে চমকে ধীর ভীরু পায় পায়, পল্লী বালিকা বন-পথে যায়। ৩। হুল ফুটিয়ে গেলে শুধু পারলে না হায় ফুল ফোটাতে ; মৌমাছি যে ফুলও ফোটায় হুল ফোটানোর সাথে সাথে। ৪। জাগো জাগো, রে মুসাফির, হয়ে আসে নিশিভোর / ডাকে সুদূর পথের বাঁশি / ছাড় মুসাফির-খানা তোর ॥ ৫। আমি যে দিন রইব না গো / লইব চির বিদায়/ চিরতরে স্মৃতি আমার / জানি মুছে যাবে হায় ॥ ৬। বহু পথে বৃথা ফিরিয়াছি, প্রভু / আর হইব না পথ হারা / বন্ধু স্বজন সব ছেড়ে যায় / তুমি একা জাগো ধ্রুবতারা। ৭। জাগো জাগো! জাগো নব আলোকে জ্ঞান - দীপ্ত চোখে, / ডাকে উষসী আলো / জাগে আঁধার সীমায় রবি রাঙা মহিমায়/গাহে, প্রভাত পাখি হের নিশি পোহালো ॥ ইত্যাদি প্রেম প্রণয় মূলক গানের সমাহার।

'গানের মালা' নামে গানের গ্রন্থটি [১৩২] আশ্বিন, ১৩৪১ / ১৯৩৪ প্রকাশিত হয়। এতে মোট ৯৫ টি গান সন্নিবেশিত হয়েছে। তন্মধ্যে ১। ভুল করে যদি ভালোবেসে থাকি / ক্ষমিও সে অপরাধ / অসহায় মনে কেন জেগেছিল ভালোবাসিবার সাধ। ২। বল্‌রে তোরা বল ওরে ও আকাশ ভরা তারা/ আমার নয়ন তারা কোথায়

Dhaka University Institutional Repository

কোথায় হল হারা। ৩। শঙ্কাশূণ্য লক্ষকণ্ঠে বাজিছে শপথ ঐ / পূণ্য চিত্ত মৃত্যু তীর্থ পথের যাত্রী কই । ৪। চল্ রে চপল তরুণ দল বাঁধন হারা / চল অমর সমরে, চল ভাঙি কারা / জাগায়ে কাননে নবপথের ইশারা / ওরে চল্ জোয়ার আনি মরা নদীতে পাহাড় টলায়ে মাতোয়ারা। ৫। বীরদল আগেচল্ / কাঁপাইয়া পদভারে ধরণী টলমল/ যৌবন সুন্দর চিরচঞ্চল। ৬। জননী মোর জন্মভূমি, তোমার পায়ে নোয়াই মাথা / স্বর্গাদপী গরীয়সী স্বদেশ আমার ভারত মাতা / ৭। দাও শৌর্য বীর্য হে উদার নাথ / দাও দাও প্রাণ / দাও অমৃত মৃতজনে / দাও ভীত চিত জনে শক্তি অপরিমাণ / সে সর্বশক্তিমান। দাও স্বাস্থ্য দাও আয়ু / স্বচ্ছ আলো মুক্ত বায়ু / দাও শুদ্ধ জ্ঞান হে সর্ব শান্তিমান ॥ (ভজন)

১৩৪৫ / ১৯৩৮ সনে কবি নজরুলের কাব্য গ্রন্থ নির্ঝর[১৩৩] কোলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। এতে মোট ২৫টি কবিতা সংকলিত হয়েছে তা হচ্ছে ১। অভিমানী, ২। বাঁশির ব্যথা, ৩। আশায়, ৪। সুন্দরী, ৫। মুক্তি, ৬। চিঠি, ৭। আরবী ছন্দের কবিতা, ৮। প্রিয়ার দেওয়া শরাব, ৯। মানিনি বধূর প্রতি ১০। গান ১১। গরীবের ব্যথা ১২। তুমি কি গিয়াছ ভুলে ?১৩। হবে জয় ১৪। পূজা অভিনয় , ১৫। চাষার গান, ১৬। জীবনে যাহারা বাঁচিলনা, ১৭-২৪। দিওয়ানে হাফিজ এর ৮ টি গজল, ২৫। নমস্কার।

বাঁশির ব্যথা [১৩৪]

(রুমীর অনুকরণে)

শোন্ দেখি বাঁশের বাঁশির বুক ব্যেপে কি উঠ্‌ছে সুর,
সুর ত নয় ও, কাঁদছে যে রে বাঁশরি বিচ্ছেদ বিধুর
কোন অসীমের মায়াতে
সসীম তার এই কায়াতে।
এই যে আমার দেহ-বাঁশি কান্না সুরের গুমরে তায়
হায়রে, সে যে সুদূর আমার অচিন প্রিয়ায় চুমতে চায়
প্রিয়ায় পাবার ইচ্ছে যে,
উড়ছে সুরের বিচ্ছেদে।

আরবী ছন্দের কবিতা :[১৩৫] আরবী পদ্যের ছন্দ সর্বমোট ১৮টি ; যেমন তবীল,মদীদ, বসীত , ওয়াফির, কামিল, হজয, রজয, রমল, সরী'অ, মুনসারি'অ, খফীফ, মোদ্বারে'অ, মুজতছ্, মুতাক্বারিব, মুতাদারিক, করীব, জদীদ, মশাকেল। কবি নজরুল আরবী ছন্দের অনুকরণে বাংলা কাব্য রচনা করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ :-

১। طويل 'তবীল' ছন্দে

مفاعيلن فعولن
مفاعيلن فعولن

Dhaka University Institutional Repository

ফউলুন মাফাআয়লুন

ফউলুন মাফাআয়লুন

চোখের জল। আবার আয় ভাই

হিয়ায় মোর সোহাগ তোর চাই।

২। مديد 'মদীদ' ছন্দে

فاعلن فاعلاتن

فاعلن فاعلاتن

ফাএলাতুন ফা এলুন

ফাএলাতুন ফা এলুন

হায়, এ কান্নার নাইক শেষ ?

কই মা শান্তির কোন দেশ ?

৩। بسيط 'বসীত' ছন্দে

فاعلن مستفعلن

فاعلن مستفعلن

মোসতাফ আলুন ফা এলুন

মোসতাফ আলুন ফা এলুন

কোনবন এমন শ্যাম শোভায়

প্রাণ - মন জুড়ায় চোখ ডুবায়?

৪। وافر ওয়াফির ছন্দে :-

مفاعلتن مفاعلتن

مفاعلتن مفاعلتن

মোফাআল্‌তুন মোফাআল্‌তুন

মোফআলতুন মোফাআলতুন

কানের তার দুল্‌ দোদুল দুল দুল

কোথায় তার তুল্‌ কোথায় তার তুল ?

দুলের লালচায় গালের লাল ছায়

শরম পায় গাল নধর তুলতুল

এ ভাবে আঠারটি ছন্দের অনুকরণে কবি কবিতা রচনা করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

'গরীবের ব্যথা' কবিতাটি [১৩৬] ১৩২৭ আশ্বিনের 'বঙ্গ নূরে' প্রকাশিত হয়েছিল। গরীব দুঃখীদের দুঃখ কষ্টে জর্জরিত জীবনের চিত্র অঙ্কন করেছেন।

এই যে মায়ের অনাদরে ক্লিষ্ট শিশুগুলি,
পরনে নেই ছেঁড়া কানি, সারা গায়ে ধুলি,
সারাদিনের অনাহারে শুষ্ক বদন খানি,
ক্ষিধের জ্বালায় ক্ষুণ্ণ, তাতে জ্বরের ধুকধুকানি,
এদের ফেলে ওগো ধনী, ওগো দেশের রাজা,
কেমন করে রোচে মুখে মন্ডা মিঠাই খাজা?
রাখছো যে চাল মরাই বেঁধে, চারটি তারই পেলে,
আ- লোনা মাড়-ভাত খেয়ে যে বাঁচে এসব ছেলে।
এত দুখেও খোদার নাকি মঙ্গলেচ্ছা আছে,
এই টুক্ যা' সান্ত্বনা মা, এ গরিবদের কাছে।

' নির্ঝর' কাব্য গ্রন্থের কবিতা হবে জয়' :-[১৩৭]

আবার কি আঁধি এসেছে, হানিতে
ফুলবনে লাঞ্ছনা?
দু'হাত ভরিয়া ছিটাইছে পথে
মলিন আবর্জনা।
করিয়ো না ভয়, হবে হবে লয়,
আপনি এ উৎপাত
সূর্যে ডাকিতে ছুটে যায় নভে
পায়ের তলার ধুলি,
সূর্য কি তাই লুকাবে আকাশে
আপন পথ ভুলি?
তড়িত - প্রদীপ জ্বালাইয়া আস
তোমরা বরষা-ধারা,
তোমাদের জলে সব ধুলো মাটি
নিমিষে হইবে হারা
যৌবন- সেনাদল তব সখা
বন্ধুগো নাহি ভয়
পোহাবে রাত্রি, গাহিবে যাত্রী

Dhaka University Institutional Repository

নব আলোকের জয়।

'জীবনে যাহারা বাঁচিল না' কবিতায় [১৩৮] লাঞ্ছিত-বঞ্চিত অধিকার বঞ্চিত হীনমন্য, অলস, পরাধীন মুসলমান জাতিকে নজরুল ধিক্কার দিয়েছেন। যারা এই পৃথিবীতে সম্মান জনক আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারলোনা, তারা পরকালে অনেক কিছু অর্জনের আকাশ কুসুম স্বপ্ন দেখে এটা মরীচীকার পেছনের দৌড়ানোর ন্যায়। কবি বলেন :-

জীবন থাকিতে বাঁচিলি না তোরা,
মৃত্যুর পরে রবি বেঁচে
বেহেশ্‌তে গিয়ে বাদশার হালে
আছিস দিব্যি মনে এঁচে।
এই দুনিয়ার নিয়ামত হতে
নিজেরে করিল বঞ্চনা,
কিয়ামতে তারা ফল পাবে গিয়ে
ঝুড়ি ঝুড়ি পাবে হুর পরী?
আপনারা সয়ে অপমান, যারা
করে অপমান মানবতার,
অমূল্য প্রাণ বহিয়াই ম'লো
মণি মাণিক্যে পিঠে গাধার।

'পূজা অভিনয়' কবিতায় [১৩৯] কবি মূর্তি পূজারীদের বিদ্রুপ ও সমালোচনা করেছেন। পূজারীরা মাটি দিয়ে নিজ হাতে দেব দেবীর মূর্তি তৈরী করে তাদের উপাসনা করে, তাদের নিকট নিজেদের কামনা বাসনা যাঞ্চা করে, অথচ এসব প্রাণহীন মাটির তৈরী মূর্তির পক্ষে পূজারীদের জন্য কোন কল্যাণ বা অকল্যাণ কিছুই করা সম্ভব নয়। এমনকি এসব মূর্তি নিজেদের আত্মরক্ষা করতে অক্ষম।

মানুষের পদ-পূত মাটি দিয়া দেবতা রচিছে পূজারীদল
সে দেবতা গেল স্বর্গে, মানুষ রহিল আঁকড়ি মর্ত্যতল।
দেবতারে যারা করিছে সৃজন, সৃজিতে পারে আপনারে
আসেনা শক্তি, পায় না আশিস, ব্যর্থ সে পূজা বারে বারে
মাটির প্রতিমা মাটিই রহিল, হায় কারে দিবে শক্তিবর
দেবতার বর নিতে পারে হাতে, হেথা কোথা সেই শক্তিধর?

কবি নজরুল শিশু কিশোরদের উপযোগী কবিতা,গল্প প্রবন্ধ লিখেছেন, যে গুলো গ্রথিত করে ১৯৩৫ জুলাই ' মক্তব- সাহিত্য' নামে প্রকাশিত হয়। এতে বিভিন্ন প্রবন্ধ ছাড়াও বিভিন্ন কবিতার মধ্যে রয়েছে :-১। মোনাজাত, ২। আলস্যের ফসল ৩। কুটির ৪। মৌলবী সাহেব, ৫। চাষী ৬। হজরতের মহানুভবতা, ৭। আদর্শ ছেলে ৮। ঈদের চাঁদ ৯। হার জিত। নমুনা স্বরূপ মৌলবী সাহেব কবিতার উদ্ধৃতি দিচ্ছি :- [১৪০]

Dhaka University Institutional Repository

ওয়ালেদরই মতন বুজুর্গ
মক্তবের ঐ মৌলবী সাহেব,
তাই উঁহারে কেতাবে কয়
"হজরত রসূলের নায়েব ।"
দুনিয়াদারীর কাজ নিয়ে সব
দুনিয়ার লোক থাকে মাতি,
মৌলবী সাহেব দুনিয়া ভুলে
জ্বালিয়ে রাখেন দীনের বাতি
শিক্ষা দিয়ে দীক্ষা দিয়ে
ঢাকেন মোদের সকল আয়েব
পাক কদমে সালাম জানাই
নবীর নায়েব মৌলবী সাহেব।

কবি নজরুল ইসলামের কাব্যগ্রন্থ 'নতুন চাঁদ' ১৯৪৫/১৩৫২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এতে মোট ১৮ টি কবিতা উৎকলিত হয়েছে ; সে গুলো হচ্ছে নতুন চাঁদ, সে যে আমি, অভেদম আর কতদিন ? ওঠরে চাষী, মোবারকবাদ, কৃষকের ঈদ, আজাদ,. ঈদের চাঁদ, চিরজনমের প্রিয়া, আমার কবিতা তুমি, নিরুক্ত, দুর্বার যৌবন ইত্যাদি। নতুন চাঁদ কাব্য গ্রন্থের 'নতুন চাঁদ' শীর্ষক কবিতায় ইসলামের সার্বজনীন আদর্শ ও সূফী তত্ত্ব জ্ঞানের গভীর পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রথম কবিতা 'নতুন চাঁদ' [১৪১] ১৯৪১ খৃ. ৫ নভেম্বর দৈনিক নবযুগ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এ কবিতায় ইস-লামের সাম্য মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্ব ফুটে উঠেছে। ইসলাম শান্তি, মৈত্রী ও কল্যাণের ধর্ম।

দেখেছি তৃতীয় আসমানে চিদাকাশে
চির পথ চাওয়া মোর নতুন চাঁদ হাসে
দেহ ও মনের রোজা আমার
'এফতার' করে গেরেফতার (করিব চাঁদে),
নামিবে ও চাঁদ মোর হৃদয় আসমানে,
মত্ত হইব আনন্দের রসপানে
বদলাবে তকদীর আমার
ঘুচিবে সর্ব অন্ধকার।
সাম্যের রাহে আল্লাহের
মুয়াজ্জিনেরা ডাকিবে ফের,
পরমোৎসব হবে সেদিন ময়দানে
সাত আসমান দোল খাবে জয় গানে

Dhaka University Institutional Repository

এক আল্লাহর জয়-গানে
মহামিলনের জয়-গানে
"শান্তি" "শান্তি" জয়-গানে ॥

আলো ও বৃষ্টি তাঁহার দান,
সবঘরে ঝরে একসমান

একসে স্রষ্টা সবকিছুর সবজাতির
আসিছে তাহারি চন্দ্রালোক একবাতির
নিত্য অভেদ উদার প্রাণ নৌজোয়ান, নৌজোয়ান।

অভেদম' কবিতায় [১৪২] কবি নজরুল সূফীতত্ত্বের ভিত্তিতে পরম সত্যকে অনুসন্ধান করার আহবান জানিয়েছেন। প্রখ্যাত সূফী ইবনুল 'আরাবীর' (মৃ. ১২৪০ খৃ.) সর্বখোদাবাদ (প্যানথিজম) ভাব প্রতিফলিত হয়েছে। আত্মদর্শনই আল্লাহ দর্শন।

দেখিয়াছ সেই রূপের কুমারে গড়িছে যে এই রূপ ?
রূপে রূপে হয় রূপায়িত যিনি নিশ্চল নিশ্চুপ !
কেবলই রূপের আবরণে যিনি ঢাকিছেন নিজকায়া
লুকাতে আপন মাধুরী যে জন কেবলি রচিছে মায়া !
সেই বহুরূপী পরম একাকী এই সৃষ্টির মাঝে,
নিকাম হয়ে কিরূপে সতত রত অনন্তকাজে।
মোরে 'আমি' ভেবে তারে স্বামী বলি দিবাযামী নামি উঠি;
কভু দেখি আমি তুমি যে অভেদ, কভু প্রভু বলে ছুটি।

'আর কতদিন' [১৪৩] কবিতায় ও সূফীতত্ত্বের ভাব ফুটে উঠেছে। উদ্ধৃতি :-

আমি ছিনু পথ-ভিখারিনী, তুমি কেন পথ ভুলাইলে,
মুসাফির-খানা ভুলায়ে আনিলে কোন্ এই মঞ্জিলে ?
মঞ্জিলে এনে দেখাইলে কার অপরূপ তসবির
'তসবি'তে জপি যত তার নাম তত ঝরে আঁখি-নীর
'তশবিহি' রূপ এই যদি তাঁর, 'তন্‌জিহি' কিবা হয়,
নামে যার এত মধু ঝরে, তার রূপ কত মধুময়।

*   *   *

কোটি তারকার কীলক রুদ্ধ অম্বরদ্বার খুলে
মনে হয় তার স্বর্ণ জ্যোতি দুলে ওঠে কৌতুহলে।

Dhaka University Institutional Repository

'আমার কবিতা তুমি;, সে যে আমি', চিরজনমের প্রিয়া, কবিতায় একই ধরনের আত্মদর্শনের মরমীভাব প্রতিফলিত হয়েছে। দুর্বার যৌবন, ওঠরে চাষী, মোবারকবাদ, কৃষকের ঈদ, ঈদের চাঁদ, আজাদ, অভয়-সুন্দর ইত্যাদি কবিতায় কবির স্বভাব সিদ্ধ বিদ্রোহী সত্তা, স্বাধীনতা ও সাম্য চেতনা প্রকাশ পেয়েছে।

"কৃষকের ঈদ" কবিতায় ইসলামের সাম্য-মৈত্রীর প্রকৃতরূপ ফুটে উঠেছে। শোষিত কৃষকশ্রেণীর দুঃসহ জীবনের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। কবি বলেন :-[১৪৪]

জীবনে যাদের হররোজ রোজা ক্ষুধায় আসে না নিঁদ
মুমূর্ষু সেই কৃষকের ঘরে, এসেছে কি আজ ঈদ ?
আল্লা-তত্ত্ব জেনেছ কি, যিনি সর্বশক্তিমান ?
শক্তি পেলনা জীবনে যেজন সে নহে মুসলমান।
কোথা শক্তি-সিদ্ধ ইমাম, প্রতি পদাঘাতে যার,
আবে-জমজম শক্তি উৎস বাহিরায় অনিবার ?
আপনি শক্তি লভেনি যে জন, হায় সে শক্তিহীন
হয়েছে ইমাম, তাহারি খোৎবা শুনিতেছি নিশিদিন।
দীন কাঙালের ঘরে ঘরে আজ দেবে যে নব তাগিদ
কোথা সে মহান শক্তি-সাধক আনিবে যে পুনঃ ঈদ।

একই সাম্যের প্রতিধ্বনি হয়েছে-'ঈদের চাঁদ' কবিতায়। ঈদের চাঁদ এসেছে ধনী গরীব, আমীর-ফকীর, ছোট-বড়, সাদা-কালো সবার মধ্যে সাম্য ও মৈত্রী প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে। কবি বলেন :-[১৪৫]

সিঁড়ি-ওয়ালাদের দুয়ারে এসেছে আজ
চাষা মজুর ও বিড়ি-ওয়ালা;
মোদের হিস্‌সা আদায় করিতে ঈদে
দিল হুকুম আল্লাতা'লা।
দ্বার খোলো সাত-তলা বাড়ি-ওয়ালা, দেখ কারা দান চাহে,
মোদের প্রাপ্য নাহি দিলে যেতে নাহি দেবো ঈদগাহে।
প্রজারাই রোজ রোজা রাখিয়াছে, আজীবন উপবাসী,
তাহাদেরই তরে এই রহমত, ঈদের চাঁদের হাসি।
এক আল্লার সৃষ্টিতে আর রহিবে না কোনো ভেদ,
তাঁর দান কৃপা কল্যাণে কেহ হবে না না-উমেদ।

'আজাদ' [১৪৬] কবিতায় কবি নজরুল মুসলমান সমাজকে বিদ্রুপের কশাঘাত হেনেছেন। প্রাণ-হীন, সাহসহারা উদ্দীপনা বঞ্চিত সমাজকে 'কলের পুতুল' বলে অভিহিত করেছেন। কবি বলেন :-

Dhaka University Institutional Repository

কোথা সে আজাদ ? কোথা সে পূর্ণ-মুক্ত মুসলমান ?
আল্লাহ্ ছাড়া করেনা কারে ও ভয়, কোথা সেই প্রাণ ?
যেন দলে দলে কলের পুতুল শক্তি শৌর্যহীন,
নাহিক ইমাম, বলিতে হইবে- ইহারা মুস্‌লেমিন!
পরম পূর্ণ শক্তি-উৎস হইতে জনম লয়ে,
কেমন করিয়া শক্তি হারাল এজাতি ? কোন সে ভয়ে
তিলে তিলে মরে, মানুষের মত মরিতে পারেনা তবু ?
আল্লাহ যার প্রভু ছিল, আজ শয়তান তার প্রভু।
* * *
অন্যেরে দাস করিতে কিংবা নিজে দাস হতে, ওরে
আসেনি ক দুনিয়ায় মুসলিম, ভুলিলি কেমন করে ?
ভাঙিতে সকল কারাগার সব বন্ধন ভয়লাজ
এল যে কোরান, এলেন যে নবী, ভুলিলি যে সব আজ

'রুবা'ইয়াত-ই ওমর খৈয়্যাম' নামক ফার্সী চতুষ্পদী কাব্য গ্রন্থের বাংলা কাব্যানুবাদ করেছিলেন কবি নজরুল। ঐ গ্রন্থটি ১৩৬৬/১৯৫৯ খৃ. প্রকাশিত হয়। এতে মোট ১৯টি রুবাঈ সংকলিত হয়েছে। করাচীতে বাঙ্গালী পল্টনে থাকা কালেই নজরুলের ওমর খৈয়্যামের রুবাইয়াতের কাব্যনুবাদ প্রকাশিত হয়১৩৩৬/১৯২৯ পৌষের সওগাতে। অতঃপর ১৯৩৩/১৩৪০ এর কার্তিক-পৌষ সংখ্যা মাসিক মোহাম্মদীতে নজরুলের অনুদিত ওমর খৈয়াম এর ৫৯টি রুবাঈ ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়। মূল রুবাইয়াত ফার্সী গ্রন্থের প্রায় একহাজার রুবাঈ থেকে বাছাই করে বাংলায় কাব্যরূপ দান করেন মাত্র ১৯৭টি রুবাঈর। প্রথমে চতুষ্পদীরূপ ক খ ক খ রীতিতে, অতঃপর ক ক খ ক রীতি অনুযায়ী।

'ওমর খৈয়্যাম' এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি প্রসঙ্গে বলা যায়-[১৪৭] তাঁর নাম গিয়াসুদ্দীন আবুল ফাত্হ 'উমর ইবন ইবরাহীম আল্ খৈয়্যান; ইরানের নিশাপুরে জন্ম, তবে জন্ম সন তারিখ অজ্ঞাত, মৃত্যুসন আনুমানিক ১১২৩ খৃ. বলে ধরাহয়। 'খৈয়্যাম' শব্দের অর্থ-'তাবু-নির্মাতা,' ইহা তাদের বংশগত, পদবী। তিনি গণিতশাস্ত্রে অসাধারণ পন্ডিত ছিলেন। অবসর সময়ে চতুষ্পদী কবিতা মাঝে মধ্যে লিখতেন। তাঁর নামে প্রচলিত কোন গজল, মসনবী, বা দীর্ঘ কবিতা অদ্যাবধি পাওয়া যায়নি। তিনি নির্জনে ভোগ বিলাসপূর্ণ জীবনে অভ্যস্ত ছিলেন। জীবনের অধিকাংশ সময় বিজ্ঞান, জ্যোতিষশাস্ত্র, গণিতশাস্ত্র এবং যৎসামান্য কাব্যচর্চায় ব্যয় করেছেন। তাঁর এককালের সহপাঠী বন্ধু নিজাম-উল-মুলক এর পক্ষথেকে 'উচ্চ রাজপদ' অফার পাওয়া সত্ত্বেও তা' প্রত্যাখান করেন, বরং বিনিময়ে অভাব অনটনহীন নিরুদ্বিগ্ন জীবনের সুযোগ লাভেই সন্তুষ্ট থাকেন। কবি নজরুল ওমর খৈয়্যামকে একজন খাঁটি সূফী মুসলমান এবং 'নবীকরীমের প্রতি শ্রদ্ধাশীল' বলে মনে করেন। কিছু নমুনা উদ্ধৃত করছি :-[১৪৮]

Dhaka University Institutional Repository

রাতের আঁচল দীর্ণ ক'রে আসল শুভ ঐ প্রভাত,
জাগো, সাকী! সকাল বেলায় খোঁয়ারি ভাঙো আমার সাধ,
ভোলো ভোলো বিষাদ-স্মৃতি, এমনি প্রভাত আসবে ঢের
খুঁজতে মোদের এইখানে ফের করবে, করুণ নয়নপাত। (১নং রুবাঈ)

*   *   *

দয়ার তরেই দয়া যদি, করুণাময় স্রষ্টা হন,[১৪৯]
আদমেরে স্বর্গ হতে দিলেন কেন নির্বাসন ?
পাপীর তরে করুণা যে-করুণা সে-ই সত্যিকার,
তারে আবার প্রসাদকে কয় পূণ্য যা করে অর্জন। (১২৭ নং রুবাঈ)

*   *   *

যোগ্য হাতে জ্ঞানীর কাছে ন্যস্ত কর এই জীবন [১৫০]
নির্বোধদের কাছ থেকে ভাই থাকবে তফাত দশযোজন।
জ্ঞানী হাকিম বিষ যদি দেয় বরং তাহাই করবে পান,
সুধাও যদি দেয় আনাড়ি-করবে তাহা বিসর্জন। (১৪৪ নং রুবাঈ)

*   *   *

দশ বিদ্যা, আট স্বর্গ, সাত গ্রহ আর নয় গগন, [১৫১]
করল স্রষ্টা, সৃষ্টি রে ভাই, দেখছে যাহা জ্ঞান-নয়ন।
চার উপাদান, ইন্দ্রিয় পাঁচ, আত্মা তিন ও দুই জগৎ -
পারল না সে সৃষ্টি করতে আরেকটি লোক মোর মতন। (১৪৮ নং রুবাঈ)

'বুলবুল দ্বিতীয় খন্ড' ১৩৫৯ বঙ্গাব্দের ১১ জৈষ্ঠ্য/ ১৯৫২ খৃ. গ্রন্থকারে প্রকাশিত হয়। এতে সর্বমোট ১০১ টি গান সংকলিত হয়েছে। অধিকাংশ কবিতাই প্রণয়মূলক। উদ্ধৃতি পেশ করছি :-

যারে হাত দিয়ে মালা দিতে পার নাই [১৫২]
কেন মনে রাখ তারে।
ভুলে যাও তারে ভুলে যাও একেবারে॥
আমি গান গাহি, আপনার দুখে,
তুমি কেন আসি দাঁড়াও সুমুখে,
আলেয়ার মত ডাকিওনা আর
নিশীথ - অন্ধকারে॥

*   *   *

গভীর রাতে জাগি' খুঁজি তোমারে [১৫৩]
দূর গগনে প্রিয় তিমির-পারে॥

Dhaka University Institutional Repository

জেগে যবে দেখি হায় তুমি নাই কাছে
আঙিনায় ফুটে ফুল ঝরে পড়ে আছে,
বাণ-বেঁধা পাখি সম আহত এ প্রাণ মম
লুটায়ে লুটায়ে কাঁদে অন্ধকারে

*　　*　　*

ধর্মের পথে শহীদ যাহারা আমরা সেই যে জাতি [১৫৪]
সাম্য মৈত্রী এনেছি আমরা বিশ্বে করেছি জ্ঞাতি
আমরা সেই সে জাতি॥
উচ্চ-নীচের ভেদ ভাঙি' দিল সবারে বক্ষ-পাতি'
কেবল মুসলমানের লাগিয়া আসেনি ক ইসলাম
সত্যে যে চায় আল্লায় মানে মুসলিম তারি নাম
আমরা সেই সে জাতি
আমির-ফকিরে ভেদনাই সবে ভাইসব এক সাথী
আমরা সেই সে জাতি
নারীরে প্রথম দিয়াছি মুক্তি নর-সম অধিকার,
মানুষের গড়া প্রাচীর ভাঙিয়া করিয়াছি একাকার।

কবি মুসলমান জাতির অতীত ঐতিহ্য স্মরণ করে বলছেন। আমরা সেই বীর পুরুষদের বংশধর, যারা আশরাফ আতরাফ জাত্যাভিমানকে চূর্ণ করে বিশ্বমানবসমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ইসলাম বিশ্বজনীন ধর্ম, সত্যাশ্রয়ী সকল মানুষের ধর্ম ইসলাম। ইসলাম নারী স্বাধীনতা প্রদান করে পুরুষের সমান অধিকার সুনিশ্চিত করে নারীজাতিকে সামাজিক মর্যাদা প্রদান করেছে।

ইতিপূর্বে ১৩৩৫/১৯২৮ সনে নজরুলের ৪৯টি গীতি-কবিতা সম্বলিত 'বুলবুল-১ম খন্ড' গ্রন্থকারে প্রকাশিত হয়েছিল। নমূনা স্বরূপ :-

বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুল শাখাতে [১৫৫]
দিসনে আজি দোল
আজো তার ফুলকলিদের ঘুম টুটেনি
তন্দ্রাতে বিলোল।
আজো হায় রিক্তশাখায় উত্তরী বায়
ঝুরছে নিশিদিন।
আসেনি দখ্‌নে হাওয়া গজল গাওয়া
মৌমাছি বিভোল॥

Dhaka University Institutional Repository

'জুলফিকার-দ্বিতীয়খন্ড' ১৩৫৯/১৯৫২ সনে প্রকাশিত হয়। এতে সর্বমোট ৩০টি গীতি-কবিতা সংকলিত হয়েছে। তন্মধ্যে অধিকাংশ ইসলামী গান তথা আল্লাহ ও রাসূলের প্রশস্তি বিষয়ক। যেমন-[১৫৬] ১। রোজহাশরে আল্লাহ, আমার করো না বিচার। ২। তোমার নূরের রওশনি মাখা/নিখিল ভুবন অসীম গগন। ৩। ওমন কারো ভরসা করিসনে তুই/একআল্লার ভরসা কর, ৪। সকাল হল, শোন রে আজান, ৫। দূর আজানের মধুর ধ্বনি বাজে, ৬। হে নামাজি ! আমার ঘরে নামাজ পড় আজ। ৭। আল্লা নামের বীজ বুনেছি এবার মনের মাঠে। ৮। তৌহিদেরই বান ডেকেছে/ সাহারামরুর দেশে, ৯। আল্লা রসুল জপের গুনে কিহল দেখ চেয়ে। ১০। ফেরি করি ফিরি আমি আল্লাহ নবীর নাম। ১১। আমিনার কোলে---দুলেশিশু নবী আহমদ ১২। তোরা যা হালিমার কাছে, ১৩। ওগো আমিনা! তোমার দুলালে আনিয়া আমি ভয়ে মরি, ১৪। হেরা হতে হেলে দুলে নূরানী তনু ও কে আসে, ১৫। সোনার চাঁদ কাঁদে হেরা গিরির পরে ১৬। তৌহিদের মুর্শিদ আমার মোহাম্মদের নাম, ১৭। মদিনার শাহানশাহ কোহ-ই-তুর-বিহারি/মোহাম্মদ মোস্তফা নবুয়ত ধারী। ১৮। ত্রাণ কর মওলা মদিনার/উম্মত তোমার গোনাহগার ১৯। সুদুর মক্কা মদিনার পথে আমি রাহি মুসাফির ২০। আজি ঈদ ঈদ খুশির ঈদ, এল ঈদ ২১। ঈদুজ্জোহার তকবির শোন্ ঈদগাহে। ২২। মদিনায় যাবে কেআয়/হিজরত করে যে দেশে ২৩। নাম মোহাম্মদ বোলরে মন, নাম আহমদ বোল ২৪। তোমায় যেমন করে ডেকেছিল আরব মরুভূমি। ২৫। যেয়ো না যেয়ো না মদিনা দুলাল।

ওমন, কারো ভরসা করিসনে তুই[১৫৭]
এক আল্লার ভরসা কর।
আল্লা যদি সহায় থাকেন
ভাবনা কিসের, কিসের ডর
রোগে শোকে দুখে ঋণে
নাই ভরসা আল্লা বিনে,
তুই মানুষের সহায় মাগিস
তাই পাস্‌নে খোদার নেক নজর
রাজার রাজা বাদশা যিনি
গোলাম হ তুই সেই খোদার
বড়লোকের দুয়ারে তুই
বৃথাই হাত পাতিসনে আর

কবি আত্মপ্রত্যয় ব্যক্ত করে এক আল্লাহ সর্বশক্তিমানের উপর নির্ভরশীল হবার অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। আল্লাহর উপর নির্ভরকারীদের কোন ভয় শঙ্কা নেই। তিনিই সুখে-দুঃখে, বিপদ-আপদে সহায়ক। তাওহীদের বাণী ব্যক্ত হয়েছে।

রোজ হাশরে আল্লাহ আমার করো না বিচার [১৫৮]
বিচার চাহিনা, তোমার দয়া চাহে এ গুনাহগার

Dhaka University Institutional Repository

বিচার যদি করবে, কেন 'রহমান' নাম নিলে ?

কবি গাফুরুর রাহীমের নিকট হাশরের বিচারের দিনে তার নিকট পাপ-তাপের মার্জনা প্রার্থনা করেছেন। এতে কবির আখিরাতের উপর ঈমান এবং আল্লাহর ক্ষমার প্রতি ভরসা ব্যক্ত হয়েছে।

কবি নজরুল ইসলামের অন্যতম কাব্যগ্রন্থ 'শেষ সওগাত' ১৩৬৫ বৈশাখ / ১৯৫৮ খৃ. কোলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। উক্ত গ্রন্থে সর্ব মোট ৪১টি কবিতা সংকলিত হয়েছে। অধিকাংশ কবিতা নজরুল নবযুগের 'সম্পাদক' থাকাকালে রচিত। তন্মধ্যে ১। নারী, ২। নিত্য প্রবল হও, ৩। চির বিদ্রোহী, ৪। ভয় করিও না, মানবাত্মা ৫। নবযুগ ৬। মোহররম, ৭। আর কতদিন, ৮। বিশ্বাস ও আশা ৯। ডুবিবে না আশাতরী ১০। বকরীদ ১১। আল্লাহর রাহে ভিক্ষাদাও, ১২ একি আল্লার কৃপা নয় ১৩। মোহসিন স্মরণে, ১৪। এক আল্লাহ জিন্দাবাদ ১৫। গোড়ামী ধর্ম নয়, ১৬। কবির মুক্তি।

নারী [১৫৯]

হায় ফিরদৌসের ফুল!
ফুটিতে আসিলে ধূলির ধরায় কেন ?
সে কি মায়া ? সে কি ভুল ?
হে পবিত্র চির কল্যাণী, কে বলে তোমায় মায়া।
এই সুন্দর রবি শশী তারা
গিরি প্রান্তর নদী জলধারা
অসীম আকাশ সাগর ধরিতে পারেনা তোমার কায়া
তুমি তাঁর তেজ, তব তেজ জ্বলে আমার এই জীবন,
সূর্যের মত চাঁদসম আকাশের কোলে অনুখন।
*   *   *
যে দেশে নারীরা বন্দিনী, আদরের নন্দিনী নয়,
সে দেশে পুরুষ ভীরু কাপুরুষ জড় অচেতন রয়।

নারী জাতিকে স্বর্গীয় ফুলের সাথে তুলনা দিয়েছেন। নারী অনুপ্রেরণাময়ী।

নিত্য প্রবল হও কবিতায় - [১৬০] কবি ঈমানদার ব্যক্তিকে এক আল্লাহ ব্যতীত অন্যকোন শক্তির নিকট মাথানত করতে বারণ করেছেন।

অন্তরে আর বাহিরে সমান নিত্য প্রবল হও
যত দুর্দিন ঘিরে আসে ততো অটল হইয়া রও।
সত্যের তরে দৈত্যের সাথে করে যাও সংগ্রাম

Dhaka University Institutional Repository

রণ-ক্ষেত্রে মরিলে অমর হইয়া রহিবে নাম।
ভালোবাসেন না আল্লাহ অবিশ্বাসী ও দূর্বলেরে
"শেরে-খোদা" সেই হয় যে পেয়েছে অটল বিশ্বাসেরে।
ধৈর্য ও বিশ্বাস হারায়, সে মুসলিম নয় কভু,
বিশ্বে কারেও করে না ক ভয়, আল্লাহ যার প্রভু।

ঈমান এবং স্ববরের সম্পর্ক অঙ্গা-অঙ্গিভাবে জড়িত। অবিচল ধৈর্য ও নিষ্ঠার সাথে বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাত ও প্রতিবন্ধকতার মুখে সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠায় দৃঢ় থাকার কথা ব্যক্ত করেছেন। আল্লাহর উপর আস্থা এবং ধৈর্যহারা ব্যক্তি প্রকৃত ঈমানদার নয়।

মোহররম :- [১৬১]

ওরে বাঙলার মুসলিম, তোরা কাঁদ!
এনেছে এজিদী বিদ্বেষ পুন মোহর্রমের চাঁদ।
একধর্ম ও একজাতি তবু ক্ষুধিত সর্বনেশে,
তখতের লোভে এসেছে এজিদ কম্‌বখ্‌তের বেশে।
মুসলিমে মুসলিমে আনিয়াছে বিদ্বেষের বিবাদ
কাঁদে আসমান, জমীন, কাঁদিছে মোহর্রমের চাঁদ।
ঐক্য যে ইসলামের লক্ষ্য এরা তাহা দেয় ভেঙে।
ফোরাত নদীর কূল যুগেযুগে রক্তে উঠেছে রেঙে।
এরা ইসলামী সাম্যবাদেরে করিয়াছে খান খান।
শোনেনি এরা আল-আরবীর সাম্য প্রেমের বাণী।
লোভ ও অহঙ্কার ইহাদেরে করিয়াছে অজ্ঞান,
সাম্য-মৈত্রী মানেনা, তবু এরা যে মুসলমান।

মহানবীর (সা.) প্রিয় দৌহিত্র ইমাম হোসাইন (রা.) অন্যায়-অসত্য-অবিচারের বিরুদ্ধে, অনৈসলামের বিরুদ্ধে স্বৈরাচার-স্বেচ্ছাচার ইয়াজীদের দুঃশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে জিহাদ ঘোষণা করে কারবালা প্রান্তরে ইয়াজীদের সৈন্যদলের হাতে শাহাদতবরণ করেন। মুসলিম জাহানের জন্য হৃদয় বিদারক ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল মোহররম মাসে। সমগ্র মুসলিম বিশ্বে এই দিনটি জাতীয় শোক দিবস রূপে পালিত হয়। কবি নজরুল এদেশে ঔপনিবেশিক বৃটিশরাজকে প্রতীক অর্থে 'এজীদ' রূপে আখ্যায়িত করেছেন। উপনিবেশবাদী বৃটিশরাজ এদেশের মুসলমানদের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করে পরাভূত করে রেখেছে। ফলে মুস-লমানদের মধ্যে অনৈক্য হিংসা-বিদ্বেষ, পরস্পর মারামারি, কাটাকাটি সৃষ্টি হয়েছে। অথচ ইসলামের নবী ইস-লামী সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের আহবান জানিয়েছেন। 'মোহররম' মুসলমানদের মধ্যে মাজহাবী অনৈক্য সৃষ্টির

Dhaka University Institutional Repository

পরিবর্তে ঐক্য ও আত্মত্যাগের আহবান জানায়।

শেষ সওগাতের 'আর কতদিন' কবিতায় কবি অবহেলিত মুসলিম সমাজের লাঞ্ছিত গঞ্জিত অবস্থার বর্ণনা করেছেন। কবি বলেন :-[১৬২]

প্রভু, আর কতদিন
তোমার প্রথম বেহেশত পৃথিবী রহিবে গ্লানি-মলিন
* * *
ধূর্তের কাছে বিশ্বাস সরলতা রবে দীন হীন ?
স্বার্থান্বেষী চতুরের কাছে "সবর" ধৈর্য আর
ওগো কাঙালের পরম বন্ধু কত দিন খাবে মার ?
যত মার খায় তত তারা জপে নিত্য তোমার নাম।

এ পৃথিবীতে ধূর্ত, স্বেচ্ছাচারীদের নৈরাজ্য চলছে। সততা, বিশ্বাস ও ধৈর্যের যথাযথ মূল্যায়ন করা হচ্ছে না, তাই কবির অনুশোচনা।

'শেষ সওগাত' কাব্যের 'বিশ্বাস ও আশা' কবিতায়-[১৬৩] কবি ইসলাম ধর্মকে 'আশার ধর্ম' বলেছেন ; ইহা নিরাশার ধর্ম নয়। মানুষ নিজ চেষ্টা সাধনা বলে নিজের ভাগ্যের, নিজের অবস্থার উন্নতি সাধন করবে। শুধু ভাগ্যের উপর নির্ভর করে হাতপা গুটিয়ে বসে থাকলে কস্মিনকালেও ভাগ্যের উন্নতি ও সমৃদ্ধি লাভ হবে না। আল্ কুরআনে বলা হয়েছে :- لَيْسَ لِلإِنْسَانِ الاَّ مَا سَعَى(القرآن– ٥٣ :٤٠)

চেষ্টা সাধনা অনুযায়ী মানুষের ফল লাভ হয়ে থাকে। অন্য আয়াতে বলা হয়েছে-

اِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَابِقَوْمٍ حَتّى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ (القرآن – ١٣ : ١١)

মানুষ নিজেরা নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন না করা অবধি আল্লাহ তাদের অবস্থার পরিবর্তন করেন না। একমাত্র বিশ্ব নিয়ন্তার উপর অগাধ আস্থা রেখে নির্ভীকভাবে জীবন সংগ্রামে ব্রতী হওয়ার আহবান জানিয়েছেন কবি নজরুল।

বিশ্বাস আর আশা যার নাই, যেয়োনা তার কাছে
নড়াচড়া করে, তবু ও সে মড়া, জ্যান্ত সে মরিয়াছে।
* * *
হয়ত কী হবে এই ভেবে যারা ঘরে বসে কাঁপে ভয়ে,
জীবনের রণে নিত্য তারাই আছে পরাজিত হয়ে।
এদের মুক্তি অদৃষ্টবাদ, বসে বসে ভাবে একা,
এ মোর নিয়তি বদলানো নাহি যায় কপালের লেখা।
পৌরুষ এরা মানে না, নিজেরে দেয় শুধু ধিক্কার,
দুর্ভাগ্যের সাথে নাহি লড়ে মেনেছে ইহারা হার।
ইহা আল্লাহর বাণী যে, মানুষ যাহা চায় তাহা পায়,
এই মানুষের হাত পা চক্ষু আল্লার হয়ে যায়।

Dhaka University Institutional Repository

'ভয় করিও না, হে মানবাত্মা' কবিতায় [১৬৪] কবি অন্যায়-অসত্যের সংগ্রামে অটল মনোবল নিয়ে সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার আহবান জানিয়েছেন। আল্লায় বিশ্বাসী ব্যক্তি বাতিলের নিকট নতি স্বীকার করেনা। সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী। কবি বলেন :-

তখ্‌তে তখ্‌তে দুনিয়ায় আজি কমবখতের মেলা
শক্তি মাতাল দৈত্যের সেথাকরে মাতলামী খেলা।
জয়ে পরাজয়ে শান্ত রহিব আমরা সবে,
জয়ী যদি হই, এক আল্লার মহিমার জয় হবে।
সজ্ঞানে যারা করে নিপীড়ন মানুষের অধিকার,
কেড়ে নিতে চায়, তাহাদেরি তরে আল্লার তলোয়ার।
বিশ্বাস আর ধৈর্য হউক আমাদের চিরসাথী
নিত্য জ্বলিবে আমাদের পথে সূর্য চাঁদের বাতি।
ভয় নাহি,নাহি ভয়
মিথ্যা হইবে ক্ষয়
সত্য লভিবে জয়।

ডুবিবে না আশা-তরী কবিতায়- [১৬৫] আল্লাহর উপর আস্থাশীল ব্যক্তির কোন বিপদাশঙ্কা নেই। আল্লাহ তারি জন্য যথেষ্ট, সহায়ক। ومن يتوكل على الله فهو حسبه (القرآن – ٦٥ :٣)

তুমি ভাসাইলে আশাতরী প্রভু, দুর্দিন ঘন-ঝড়ে
ততবার ঝড় থেমে যায়, তরী যতবার টলে পড়ে।
তুমি যে তরীর কান্ডারী তার ডুবিবার ভয় নাই,
তোমার আদেশে সে তরীর দাঁড় বাহি, গুন টেনে যাই।
এ তরীর কান্ডারী আল্লাহ সর্বশক্তিমান
বিশ্বাস রাখো তার শক্তিতে, এ তাঁহার অভিযান।
পূর্ণ ধৈর্য ধারণ করিয়া থির করো প্রাণমন,
তাঁর সাথে ভাব হয় যার, তার অভাব থাকে না কোনো।

"এক আল্লাহ জিন্দাবাদ" কবিতায়- [১৬৬] মুসলমানরা আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠায় প্রয়াসী; অমুসলমানরা হিংসা-বিদ্বেষ, অশান্তি প্রচারে লিপ্ত থাকে।

উহারা প্রচার করুক হিংসা বিদ্বেষ আর নিন্দাবাদ;
আমরা বলিব সাম্য, শান্তি, এক আল্লাহ জিন্দাবাদ,
উহারা চাহুক দাসের জীবন, আমরা শহীদী দর্জা চাই;

Dhaka University Institutional Repository

নিত্য মৃত্যুভীত ওরা, মোরা মৃত্যু খোঁজে বেড়াই।

কাজী নজরুল ইসলামের অন্যতম কাব্যগ্রন্থ 'ঝড়' ১৩৬৭, অগ্রহায়ণ/১৯৬০ খৃ. প্রকাশিত হয়। এতে মোট আটটি কবিতা স্থান পেয়েছে, তন্মধ্যে উঠিয়াছে ঝড়, শাখ-ই নবাত, দিওয়ান-ই-হাফিজ, ক্ষমাকরো হজরত, সাম্পানের গান, অনামিকা উল্লেখযোগ্য। মহানবীর সমীপে নিজের অনুশোচনা ব্যক্ত করে কবি নজরুল বলছেন 'ক্ষমাকরো হজরত' কবিতায় :- [১৬৭]

তোমার বাণীরে করিনি গ্রহণ,ক্ষমা,করে হজরত
ভুলিয়া গিয়াছি তব আদর্শ তোমার দেখানো পথ
বিলাস বিভব দলিয়াছ পায়ে, ধূলিসম তুমি প্রভু
তুমি চাহ নাই আমরা হইব-বাদশা নওয়াব কভু।
তোমার ধর্মে অবিশ্বাসীরে তুমি ঘৃণা নাহি করে
আপনি তাদের করিয়াছ সেবা ঠাঁই দিয়ে নিজ ঘরে।
তুমি চাহ নাই ধর্মের নামে গ্লানিকর হানাহানি
তলওয়ার তুমি দাও নাই হাতে, দিয়াছ অমর বাণী।

১৯২৯, জানুয়ারীতে চট্টগ্রামে রচিত 'সাম্পানের গান' কবিতা :- [১৬৮]

ওরে মাঝি ভাই।
ওরে সাম্পান ওয়ালা ভাই।
তুই কি দুখ পাইয়া কুল হারাইলি অকুল দরিয়ায় ॥
তুই কুলে যাহার কুল না পেলি তারে অগাধজলে
কেন খুইজা মরিস ওরে পাগল সাম্পান বাওয়ার ছলে।
ও ভাই দুই ধারে এর চোরাবালু রে
তোর হেথায় মনের মানুষ নাই।

'রাঙাজবা' গীতিগ্রন্থ ১৩৭৩/১৯৬৬ প্রকাশিত হয়। এতে মোট গানের সংখ্যা-৯৯, অধিকাংশই প্রণয়মূলক, শ্যামা ও শ্যামসঙ্গীত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ :- [১৬৯]

বলরে জবা বল।
কোন সাধনায় পেলি শ্যামা মায়ের চরণতল॥
মায়া তরুর বাঁধন টুটে
মায়ের পায়ে পড়লি লুটে
মুক্তি পেলি, উঠলি ফুটে আনন্দ-বিহবল।
তোর সাধনা আমার লেখা জীবনে হোক সফল॥

Dhaka University Institutional Repository

কবি নজরুল ইসলামের গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত কবিতা ও গানের সংখ্যা ও প্রচুর। বাংলা একাডেমী প্রকাশিত নজরুল রচনাবলী, ৩য় খন্ডে (প্রকাশকাল-২৫মে, ১৯৯৩) সর্বমোট ১১৭১টি অপ্রকাশিত কবিতা সংকলিত করা হয়েছে। তন্মধ্যে ১। বন্দনা গান, ২। চাষীরগীত, ৩। চড়ুই পাখীর ছানা, ৪। করুণ-গাথা, ৫। করুণ-বেহাগ, ৬। কবিতা-সমাধি, ৭। আজান, ৮। আনন্দময়ীর আগমনে, ৯। রবিয়ল আউলের চাঁদ এসেছে, ১০। হে মদিনার বুলবুলি, ১১। মোহাম্মদ নাম যতই জপি, ১২। মোহাম্মদ মোর নয়ন-মণি, ১৩। মোহাম্মদ জপেছিলি বুলবুলি তুই আগে, ১৪। খোদা, এই গরিবের শোন মোনাজাত, ১৫। জাগোরে তরুণ ছাত্রদল, ১৬। গুণে গরিমায় আমাদের নারী আদর্শ দুনিয়ায়, ১৭। তোমার নামে এ কি নেশা ? ১৮।কাবার জিয়ারতে তুমি কে যাও মদীনায় ? ১৯। দূর আরবের স্বপন দেখি বাঙলা দেশের কুটির হতে, ২০। নামাজ পড়, রোজা রাখ, ২১। নিশিদিন জপে খোদা দুনিয়া, ২২। শোনো শোন য়্যা এলাহি, ২৩। মহাত্মা মোহসিন, ২৪। মোবারকবাদ, ২৫। তুমি আশা পুরাও খোদা, ২৬। যেদিন রোজ হাশরে করতে বিচার, ২৭। আবে হায়াতের পানিদাও, ২৮।ওরে ও নতুন ঈদের চাঁদ ২৯। মসজিদেরই পাশে আমার কবর দিও ভাই ৩০। আল্লাহ, তুমি রক্ষাকর দুনিয়া ও দ্বীন, ৩১। কলেমা শাহাদতে আছে খোদার জ্যোতি, ৩২। দে জাকাত, দে জাকাত ৩৩। খাতুনে জান্নাত ফাতেমা জননী, ৩৪। আল্লাহতে যার পূর্ণ ঈমান কোথা সে মুসলমান ? ৩৫। খোদার পাইয়া বিশ্ব বিজয়ী হল একদিন যারা, ৩৬। আল্লাকে যে পাইতে চায় হজরতকে ভালোবেসে, ৩৭। খরবর-জয়ী আলী হায়দর, ৩৮। ত্রিভুবনের প্রিয় মোহাম্মদ, ৩৯। মসজিদে শোনরে আজান, চল নামাজে। ৪০। অগ্রনায়ক, ৪১। জয় হোক, জয়হোক, ৪২। আল্লা পরম প্রিয়তম, ৪৩। চির নির্ভয়, ৪৪। দরিদ্র মোর পরমাত্মীয়, ৪৫। মহাসমর ৪৬। শ্রমিক-মজুর ৪৭। প্রেম ও প্রহার, ৪৮। আশীর্বাদ, ৪৯। সাম্যের জয়হোক, ৫০। তোমারি মহিমা গাই বিশ্ব পালক করতার ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

'চিরনির্ভয়' কবিতায়-[১৭০] কবি বলেন :- আল্লাহর উপর নির্ভরশীল ব্যক্তির জন্য আল্লাই সহায়। তার কোন ভর-ভয়-শঙ্কা নাই।

আমি পেয়ে আল্লার সাহায্য হইয়াছি চির-নির্ভয়,
আল্লা যাহার সহায় তাহার কোনো ভয় নাহি রয়
কোনো বন্ধন বাধা নাই তার কোনো অভিযান পথে
যত বাধা আসে তার কোটী গুণ শক্তি উর্ধ্ব হতে,
আল্লার সেই বান্দার বুকে স্রোত সম নেমে আসে
হাতে তার সংহারী-তলোয়ার নেচে ওঠে উল্লাসে।
আমি আল্লার সৈনিক, মোর কোনো বাধা ভয় নাই
তাহার তেজের তলোয়ারে সব বন্ধন কেটে যাই।
তুফান আমার জন্মের সাথী, আমি বিপ্লবী হাওয়া
'জেহাদ' জেহাদ, বিপ্লব, বিদ্রোহ মোর গান গাওয়া।

Dhaka University Institutional Repository

'মহাসমর' কবিতায় কবি নজরুল বলেন-ইসলাম জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে বিশ্বের সমগ্র মানব জাতির ধর্ম। জাতিতে জাতিতে কোন ভেদাভেদ, হিংসা বিদ্বেষ থাকবে না। কবিতার উদ্ধৃতি :-[১৭১]

তৌহিদ আর বহুত্ববাদে বেঁধেছে আজিকে মহাসমর,
লা-শরীক 'এক' হবে জয়ী' কহিছে 'আল্লাহ্ আকবার।
জাতিতে জাতিতে মানুষে মানুষে অন্ধকারের এ ভেদ-জ্ঞান
অভেদ 'আহাদ' - মন্ত্রে টুটিবে, সকলে হইবে এক সমান
এই তৌহিদ একত্ববাদ বারে বারে ভুলে এই মানব
হানাহানি করে, ইহারাই হয় পাতাল তলের ঘোর দানব।
ইহারাই 'জ্বিন', এরাই অসুর এরাই শত্রু জান্নাতের,
যুগে যুগে আসি পয়গাম্বর সংহার করে এই কাফের।
এদেরই সংস্কারের লাগিয়া ঐশীশক্তি আসে নেমে,
কখনো করেন সংহার তিনি, কখনো গলান মহাপ্রেমে।
আগেও এসেছে, আজিও আসিবে তারই ইচ্ছায় 'মুজাদ্দাদ'
সংহার করি এই ভেদ জ্ঞানে শেখাবেন তিনি এক আহাদ।
আসিছেন তৌহিদের মহা জ্যোতিলয়ে আল-আমীন
মানুষ লভিবে পরম মুক্তি, হইবে আজাদ, চির স্বাধীন ॥

'প্রেম ও প্রহার' কবিতায়-[১৭২] কবি নজরুল বলেন – শুধুমাত্র প্রেম প্রীতি ভালোবাসার মাধ্যমে অন্যায় অসত্য, অনাচার, অবিচার, দুর্নীতি দারিদ্র বিদূরিত করে সত্যের প্রতিষ্ঠা অনেক সময় সম্ভবপর হয়না, বরং শক্তি প্রয়োগে, প্রহার করে, জেহাদের মাধ্যমে সত্য - ন্যায় ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হয়। কবি বলেন :-

'প্রেম' ও 'প্রহার' এই দু'টি মোর নীতি।
এই দু'টি মোর আল্লার দান গাহি ইহাদেরই গীতি।
বহু তপস্যা করিয়া জেনেছি ভাই,
প্রেম জাগাইতে প্রহারের মত অমোঘ ওষুধ নাই।
মানব দানব মদ-গর্বীরা সকলেই হয় বশ্
বক্ষে বসিয়া টুটি টিপে যদি খাওয়াও প্রহাররস।
তাই প্রহারের সেনাদল চাই শৌর্য দীপ্ত প্রাণ,
জরা ও মরার তরায় যাহারা নিত্য নৌজোয়ান।

'জয়হোক! জয়হোক' কবিতায়-[১৭৩] এক আল্লাহর জয়ধ্বনি ঘোষণা করেছেন এবং শোষিত-বঞ্চিত, নির্যাতিত-নিপীড়িত ভাগ্যবিড়ম্বিত অধিকার বঞ্চিত জনগনের বিজয় ধ্বনি ঘোষণা করেছেন। কবি বলেন :-

Dhaka University Institutional Repository

জয়হোক ! জয়হোক, আল্লাহ্ জয় হোক!
শান্তির জয় হোক, সাম্যের জয়হোক ।
সত্যের জয়হোক, জয়হোক, জয়হোক।
সর্ব অকল্যাণ পীড়ন অশান্তি
সর্ব অপৌরুষ মিথ্যা ও ভ্রান্তি
হোকক্ষয়, ক্ষয়হোক।
জয়হোক, জয়হোক।
দূর হোক অভাব ব্যাধি শোক-দুখ,
দৈন্য গ্লানি বিদ্বেষ অহেতুক!
জাগো লাঞ্ছিত জনগণ সবে সংঘবদ্ধ হও।
আপনার অধিকার জোর করে কেড়ে লও।
দুনিয়াতে আবার সর্বভ্রাতৃত্ব সমন্বয় হোক!
জয় হোক, জয় হোক !

এ পর্যন্ত কবি নজরুল ইসলামের কাব্য সাধনার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোকপাত করা হল। নজরুল বাংলা সাহিত্য জগতে একজন খ্যাতিম্যান ' কবি' রুপে প্রতিষ্ঠা লাভ করলেও তিনি প্রথমত একজন 'গদ্য- লেখক' রুপেই সাহিত্য জীবন শুরু করেছিলেন। তার সর্বপ্রথম প্রকাশিত গল্প 'বাউন্ডেলের আত্মকাহিনী। জৈষ্ঠ্য ১৩২৬ এর মাসিক সওগাতে প্রকাশিত হয়েছিল।

কবিতা ও গান ছাড়াও বহু সংখ্যক গল্প, উপন্যাস প্রবন্ধ, ছোট গল্প ইত্যাদি ক্ষেত্রে তাঁর অসামান্য অবদান সাহিত্যরসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। তার সর্বপ্রথম প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ ' ব্যথার দান' ১৯২২ ফেব্রুয়ারী/ফাল্গুন, ১৩২৮ প্রকাশিত হয়েছিল; এতে ১। ব্যথারদান ২। হেনা, ৩। অতৃপ্তকামনা, ৪। বাদল বরিষনে ৫। ঘুমের ঘোরে গল্পগুলো সন্নিবেশিত হয়েছে।

'রিক্তের বেদন' নামে আরেকটি গল্পগ্রন্থ ১৯২৪ খৃ. ডিসেম্বরে প্রকাশিত হয়। এতে ১। বাউন্ডেলের আত্মকাহিনী, ২। স্বামীহারা, ৩। রিক্তের বেদন, ৪। সালেক, ৫। দুরন্ত পথিক,৬। মেহের-নিগার ৭। সাঁঝের তারা, ৮। রাক্ষুসী গল্পগুলো সংকলিত হয়েছে।

'বাঁধন হারা' পত্রোপন্যাস গ্রন্থটি ১৩৩৪/ ১৯২৭খৃ; প্রকাশিত হয়। 'যুগবাণী' নামে একটি প্রবন্ধগ্রন্থ ১৯২২/ ১৩২৯ প্রকাশিত হয়।

১৯২০ সালে দৈনিক 'নবযুগ' পত্রিকার সম্পাদক থাকাকালে কবি নজরুল যে সকল সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখেন, এরি কতগুলো প্রবন্দ এখানে গ্রন্থবদ্ধ হয়। এতে মোট ১৭টি প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হয়েছে। তন্মধ্যে ১। মুহাজিরীন হত্যার জন্য দায়ী কে ? ২। আবার তোরা মানুষ হ,৩। জাগরণী ইত্যাদি প্রবন্ধ উল্লেখ যোগ্য। গ্রন্থটি ২৩, নভেম্বর, ১৯২২ খৃ. সরকার নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।

Dhaka University Institutional Repository

রাজবন্দীর জবানবন্দী' নামে প্রবন্ধ গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৩২৯ বঙ্গাব্দে।

'দুর্দিনের যাত্রী' গ্রন্থটি ১৯২৬ প্রকশিত হয়, এতে মোট ৭টি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে।

'রুদ্র মঙ্গল' গ্রন্থ ১৯২৭ খৃ. প্রকাশিত, এত মোট ৮টি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। তন্মধ্যে রুদ্রমঙ্গল, মোহররম, হিন্দু মুসলমান, মন্দির ও মসজিদ বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য।

'মৃত্যুক্ষুধা, উপন্যাস ১৩৩৭/ ১৯৩০ প্রকাশিত হয়। 'কুহেলিকা' উপন্যাস ১৩৩৮/ ১৯৩১ প্রকাশিত হয়। 'শিউলীমালা' গল্প গ্রন্থ ১৩৩৮/ ১৯৩১ প্রকাশিত হয়। এতে জিনের বাদশা ; অগ্নিগিরি, শিউলীমালা, পদ্ম গোখরো গল্প স্থান পেয়েছে।

১৩৩৭/ ১৯৩০ সনে 'ঝিলিমিলি' এবং ১৩৩৮/১৯৩১ সনে 'আলেয়া' নামে দু'খানি নাটকের বই প্রকাশিত হয়।

নজরুল রচনাবলী চতুর্থ খন্ডে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উপলক্ষে লিখিত কবি নজরুলের মোট ৫১টি প্রবন্ধ সংকলিত করা হয়েছে। তন্মধ্যে তুর্কমহিলার ঘোমটা খোলা, জীবন বিজ্ঞান, আমার ধর্ম, সাঁঝের মায়া, শেকওয়া ও জওয়াবে শেকওয়া ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

এতদ্বতীত ১৪টি অভিভাষণ ও উৎকলিত হয়েছে; তন্মধ্যে যৌবনের গান, তরুণের সাধনা, মুসলিম সংস্কৃতির চর্চা, আল্লাহর পথে আত্মসমর্পন উল্লেখ্য।

চতুর্থ খন্ডে ২০ টি নাটক নাটিকা সন্নিবেশিত হয়েছে; তন্মধ্যে মধুমালা, ভূতের ভয় ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

যেহেতু আমাদের মূল উদ্দেশ্য কবি নজরুলের কাব্য সাধনা সম্পর্কে পর্যালোচনা, তাই গল্প প্রবন্ধ, উপন্যাস, নাটক, ছোট গল্প ইত্যাদি ক্ষেত্রে নজরুলের অবদান সম্পর্কে গভীর ও বিস্তারিত পর্যালোচনায় প্রয়াসী হইনি।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ :

১. আব্দুল কাদির (আ.কা.), নজরুল প্রতিভার স্বরূপ, নজরুল ইন্সটিটিউট, ১৯৮৯, পৃ. ৯১। আ. মান্নান সৈয়দ, নজরুল ইসলাম: কালজ কালোত্তর, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯০, পৃ.১৮৪।

২. মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন, সওগাত যুগে নজরুল ইসলাম, নজরুল ইন্সটিটিউট, ১৯৮৮, পৃ. ১৭।

৩. আ.কা. নজরুল পরিচিতি, পাকিস্তান পাবলিকেশন্স, ঢাকা, সেপ্টেম্বর, ১৯৬৮, ৪র্থ সং, পৃ. ২৯২

৪. আ.ফ.ম. ইসহাক, মুসলিম, রেনেসাঁয় নজরুলের অবদান, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ (ই.ফা.রা.) ৩য় সং, ১৯৮৭ পৃ. ৯-১০।

৫. আ.কা. নজরুল প্রতিভার স্বরূপ, পৃ. ২৬-৭।

৬. শাহাবুদ্দীন আহমদ, ইসলাম ও নজরুল ইসলাম, ই.ফা.বা, ২য় সং, ১৯৮৭, পৃ. ১১৭-১২১।

৭. আ.মান্নান, সৈয়দ, নজরুল ইসলাম কালজ কালোত্তর, পৃ. ১৪৯; আ.কা. নজরুল প্রতিভা, পৃ.৩৪১-৩

৮. আ.কা. নজরুল প্রতিভা, পৃ. ২৯২।

৯. ব.মু.সা: বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা।

১০. আ.কা.নজরুল প্রতিভা, পৃ. ১৫।

১১. নাসির উদ্দীন, সওগাত যুগে নজরুল, পৃ. ২০।

১২. আ.কা.নজরুল প্রতিভা, পৃ. ১৫-৬

১৩. ক্রমিক নং ৫৯ 'বিজয়িনী' থেকে ৬৭ 'আনন্দময়ীর আগমনে' পর্যন্ত সূত্র নির্দেশিকার জন্য আ.কা. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬-৭,৩৩।

১৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪-৫।

১৫. নাসির উদ্দীন, সওগাত যুগে নজরুল, পৃ. ৯৯

১৬. আ.কা. নজরুল প্রতিভা, পৃ.২৬৩।

১৭. নাসির উদ্দীন, সওগাত যুগে নজরুল, পৃ. ২৫৫, ১২৭; আ.কা. পূর্বোক্ত।

১৮. আ.কা. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪২।

১৯. নজরুল রচনাবলী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩, ৩খ , পৃ. ৩৮৩।

২০. নজরুল রচনাবলী, ২খ. পৃ. ৫০৮।

২১. নজরুল রচনাবলী, ৩খ, পৃ. ৩৯০

২২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০৬

২৩. পূর্বোক্ত, ১খ, পৃ. ৩৪।

২৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫

২৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬

২৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮-৪১।

Dhaka University Institutional Repository

২৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১-৩।
২৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮-২৭।
২৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮-৩১
৩০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭
৩১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫
৩২. শা.আ. নজরুল সাহিত্য বিচার, পৃ. ১১১।
৩৩. নজরুল রচনাবলী, ১খ.পৃ. ১৫।
৩৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১।
৩৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২।
৩৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭।
৩৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮২
৩৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ১খ. পৃ. ১০৪।
৩৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৩।
৪০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৩ (আবির্ভাব পর্ব' অগ্রহায়ণ, ১৩২৭/নবে, ১৯২০ মোসলেম ভারতে প্রকাশিত হয়।
৪১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৬ তিরোভাব' অগ্রহায়ণ, ১৩২৮ প্রকাশিত।
৪২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৯
৪৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৯
৪৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১১
৪৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৬
৪৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২১
৪৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৯
৪৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৯
৪৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪০
৫০. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৩
৫১. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫০
৫২. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫১
৫৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৪
৫৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৩
৫৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৫
৫৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৮

Dhaka University Institutional Repository

৫৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৩
৫৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৪
৬০. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৪
৬১. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৫
৬২. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪১
৬৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৬
৬৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৯
৬৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮০
৬৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮৬
৬৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮৮
৬৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮৯
৬৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯২
৭০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০৩
৭১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১০
৭২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩৫
৭৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩৩
৭৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫৭
৭৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬৬
৭৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪১
৭৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩৪
৭৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩৫
৭৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬৫
৮০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৫৯-৪৬৩
৮১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬৩
৮২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৫০
৮৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৫৭
৮৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৫৫
৮৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০২
৮৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫১২
৮৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৮৭

Dhaka University Institutional Repository

৮৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫২২

৮৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৪২

৯০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৪৩

৯১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৪৪

৯২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৪১

৯৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৪৫-৫৫০

৯৪. শাহাবুদ্দীন আহমদ, নজরুল সাহিত্য বিচার, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, ১৯৯৯, পৃ. ১৪৮-৯।

৯৫. নজরুল রচনাবলী, বা.এ,ঢাকা, ১৯৯৩, ২খ. পৃ. ৪৯।

৯৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০

৯৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৫

৯৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭০

৯৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪

১০০. পূর্বোক্ত, পৃ. ২০-২২

১০১. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৬

১০২. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৮

১০৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৯

১০৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৭

১০৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩২

১০৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৫

১০৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৯-২২৬

১০৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ২২০

১০৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ২২১

১১০. পূর্বোক্ত, পৃ. ২২১

১১১. পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৩

১১২. পূর্বোক্ত, পৃ. ২২২

১১৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৪

১১৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৬

১১৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৯

১১৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৫

১১৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৮

Dhaka University Institutional Repository

১১৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮৫

১১৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২২

১২০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২৮

১২১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২৮

১২২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২৫

১২৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩৯

১২৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪৭

১২৫. শাহাবুদ্দীন আহমদ,নজরুল সাহিত্যবিচার, পৃ.২৮৮।

১২৬. নজরুল রচনাবলী, ৩খ, পৃ. ৪৩

১২৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩খ, পৃ. ৪৬

১২৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭

১২৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৯

১৩০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০

১৩১. নজরুল রচনাবলী, ২খ. পৃ. ৩৮১-৪৩৮।

১৩২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪৩-৪৯৮

১৩৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৯৯-৫৪৫

১৩৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০৫

১৩৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫১২-৫১৮

১৩৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫২১

১৩৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫২৪

১৩৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫২৯

১৩৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫২৭

১৪০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৭২

১৪১. নজরুল রচনাবলী, ৩খ, পৃ. ৩

১৪২. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭

১৪৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮

১৪৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩

১৪৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯

১৪৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬

১৪৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০১৯

Dhaka University Institutional Repository

১৪৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৭

১৪৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৭

১৫০. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩০

১৫১. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩১

১৫২. পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৪

১৫৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৮

১৫৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৩

১৫৫. নজরুল রচনাবলী, ১খ, পৃ. ৩৯১

১৫৬. নজরুল রচনাবলী, ৩খ, পৃ. ২৭৩-২৮৫

১৫৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮৫

১৫৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮০

১৫৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০০

১৬০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০২

১৬১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২৪

১৬২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২৭

১৬৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২৮

১৬৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১১

১৬৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩০

১৬৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪৩

১৬৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭৭

১৬৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭৮

১৬৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪২

১৭০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫১৭

১৭১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫২১

১৭২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫২৫

১৭৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫১৩

খ. হাফিযের কাব্য সাধনা

আধুনিক আরবী সাহিত্যের কবি, মিশ্বরের জাতীয় কবি "شاعر النيل" "মুহাম্মদ হাফিয ইবরাহীম অসামান্য কাব্য প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। প্রাতিষ্ঠানিক কোন সনদ না থাকলেও হাফিয স্বীয় জন্মগত মেধা ও তীক্ষ্ম প্রতিভা বলে এবং বিভিন্ন কবি-সাহিত্যিক তথা আবু তাম্মাম (৭৮৮-৮৪৫), ইবনুল মু'তাজ্জ (৮৬১-৯০৮), শরীফ আল্-রাদ্বী প্রমুখ কবিদের কাব্য গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করে স্বীয় কাব্য প্রতিভাকে শাণিত করেছেন। অনুরূপভাবে প্রাচীন ইতিহাস, সাহিত্যের গ্রন্থাদি যেমন- কিতাবুল আগানী, আল্-কামিল, আল্-আমালী ইত্যাদি ব্যাপকভাবে অধ্যয়ন করে একাডেমিক ডিগ্রীর চাইতেও অধিক দক্ষতা অর্জন করেন। এতদ্ব্যতীত সমকালীন কবি-সাহিত্যিক, পন্ডিত-মনীষী, রাজনীতিবিদ যেমন- ইমাম শায়খ মুহাম্মদ 'আব্দুহু, ক্বাসিম আমীন, সা'দ ঝগলুল, মুস্তাফা কামিল, ইমাম-আল্-'আব্দ, খলীল মাত্বরান, আব্দুল আজীজ আল্-বশরী প্রমুখের সান্নিধ্যে গমন করে তাদের পান্ডিত্য, সাহিত্য-সংস্কৃতি ও কাব্য প্রতিভা দ্বারা উপকৃত হতেন। স্বীয় সাধনা বলে তৎকালীন শ্রেষ্ঠ কবি মাহমুদ সামী বারুদী, শওকী, ইসমাঈল স্বাবরী প্রমুখ কবিদের সমপর্যায়ে উন্নীত হতে সক্ষম হন। কেউ কেউ কবি হাফিযকে আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠতম কবি (أعظم شعراء العصر الحديث) মনে করেন; আবার কেউ কেউ তাঁকে 'শ্রেষ্ঠতম আরব কবি' (أعظم شعراء العربية) মনে করেন।[১]

কবি হাফিয নিজেকে 'আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠতম কবি' বলে মনে করতেন, কবি শওকী ব্যতীত অন্যকোন কবিকে তাঁর সমকক্ষ মনে করতেন না। কবির নিজের কবিতায় ঃ[২]

قل للألى جعلوا للشعر جائزة # فيم الخلاف ألم يرشدكم الله

إنى فتحت لها صدرا تليق به # إن لم تحلوه فالرحمن حلاه

لم أخش من أحد فى الشعر يسبقنى # إلا فتى ماله فى السبق إلاه

ذاك الذى حكمت فينا يراعته # وأكرم الله والعباس مثواه

যারা কবিতার জন্য পুরস্কার নির্দ্ধারণ করেছেন, তাদেরকে বলুন মতানৈক্য কিসের? আল্লাহ কি আপনাদেরকে সুবুদ্ধি দেননি? আমি ঐ পুরস্কারের জন্য উপযুক্ত বক্ষ উন্মুক্ত করেছি; আপনারা উহা অনুধাবন না করলেও করুণাময় অনুধাবন করবেন। কাব্যক্ষেত্রে আমার চাইতে অগ্রগন্য কাউকে আমি পরোয়া করি না, একজন মাত্র যুবক ব্যতীত, যার প্রতিদ্বন্দ্বী একমাত্র তিনিই স্বয়ং। তার কাব্য প্রতিভাই আমাদের মধ্যে এ ফয়সালা করেছে, আল্লাহ এবং খেদিব 'আব্বাস তাঁকে সসম্মানে স্থান দিয়েছেন।

কবি হাফিয তাঁর কাব্য সাধনাকে সামাজিক ও রাজনৈতিক সংস্কারে নিয়োজিত করেছেন। স্বজাতির গণ-মানুষের আশা আকাঙ্খা, অভাব অভিযোগ, দুঃখ দুর্দশাকে কাব্যে রূপদান করেছেন। শোষিত বঞ্চিত মানব ও মানবতার মুক্তি ও জয়গান গেয়েছেন। বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসক ও শোষকদের তীব্র সমালোচনা করেছেন। স্বজাতি ও স্বদেশবাসীকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে পরাধীনতার শৃঙ্খলমুক্তির জন্য সচেষ্ট হবার আহ্বান

Dhaka University Institutional Repository

জানিয়েছেন। সমকালীন বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যা যেমনঃ জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, ঔপনিবেশিক শৃঙ্খল মুক্তির আন্দোলন, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আন্দোলন, নারী শিক্ষা ও নারীর সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন, মাতৃভাষার উন্নয়ন ও মর্যাদা দানের আন্দোলন ইত্যাদি জাতীয় ও সামাজিক ইস্যুকে কেন্দ্র করে কবিতা রচনা করেছেন। হিজরী নববর্ষকে স্বাগতম জানিয়ে ঐতিহ্য বিস্মৃত মুসলিম জাতিকে নিজেদের অতীত ঐতিহ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা কল্পে ইসলামী রেনেসাঁর জন্য আরব জাতির ঐক্য, ইসলামী ঐক্য, বিশ্বমুসলিম ঐক্যের আহ্বান জানিয়েছেন। হাফিযের কবিতায় জাতীয় সংবাদপত্রের ন্যায়, কিংবা জাতীয় বাগ্মী বক্তাদের ন্যায়, কিংবা সমাজ সংস্কারক নেতৃবৃন্দের ন্যায়, সাধারণ জনগণের মতামতের প্রতিফলন ঘটত। তিনি সাধারণ জনতার সাথে মিশে তাদের সাথে আলাপ আলোচনা ও মত বিনিময় করে তদনুযায়ী কবিতা রচনা করতেন এবং ঐ সকল কবিতা সর্বাগ্রে জনসমাবেশে আবৃত্তি করে শোনাতেন। জনগণের সমর্থন ও অনুমোদন পেলেই তিনি সেই কবিতা প্রকাশ করতেন। জনগণের রুচী মাফিক ভাব ও মর্মস্পর্শী ভাষা চয়ন করতেন বিধায় হাফিয 'জাতীয়তাবাদের কবি', 'জনগণের কবি', 'সমাজ ও রাজনীতির কবি' রূপে জনসমাদর লাভে সক্ষম হয়েছিলেন। সমকালীন অন্য কোন কবি তাঁর সমকক্ষতা লাভে সক্ষম হননি।

কবি হাফিয ইবরাহীম শাসকবর্গ তথা সুলতান, রাজা বাদশাহ, মন্ত্রীবর্গ, পন্ডিত মনীষী, কবি সাহিত্যিক, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব প্রমুখের প্রশংসায় কবিতা রচনা করেছেন। অনুরূপভাবে বিভিন্ন সদ্গুণাবলীর অধিকারী ব্যক্তিদের মৃত্যুতে শোকগাথা, কিংবা নিন্দনীয় ব্যক্তিদের সমালোচনায় ব্যঙ্গাত্মক কবিতা, কিংবা বিভিন্ন সামাজিক অভাব অভিযোগের বর্ণনা করে কবিতা রচনা করেছেন। গণ-মানুষের আশা-আকাঙ্খা, সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, দুঃখ-দুর্দশাকে নিজ জীবনের হাসি-কান্না, দুঃখ-দুর্দশার সাথে সংমিশ্রিত করে কাব্যে রূপদান করেছেন। হাফিয ১৮৯৭ থেকে ১৯১১ খৃ. পর্যন্ত মোট ১৫ বছর কাব্যচর্চা করেন।[৩]

কবি হাফিয ইবরাহীমের সমগ্র কাব্য সাধনাকে বিষয়বস্তু অনুসারে নিম্নোক্তভাগে বিন্যস্ত করা যায় :–[৪]

১. الوطنيات – দেশাত্মক বা জাতীয়তাবাদী কবিতা,

২. السياسيات – রাজনৈতিক কবিতা,

৩. الاجتماعيات – সামাজিক কবিতা,

৪. المدائح والتهانى – স্তুতি ও প্রশংসামূলক কবিতা,

৫. المراثى – শোকগাথা,

৬. الوصفيات – বর্ণনাত্মক কবিতা,

৭. الاخوانيات – বন্ধুবান্ধব সম্পর্কিত কবিতা,

৮. الشكوى – অভিযোগমূলক কবিতা,

৯. الأهاجى – ব্যঙ্গাত্মক কবিতা,

১০. الخمريات – মদ্য বিষয়ক কবিতা,

১১. الغزليات – প্রেমমূলক কবিতা,

Dhaka University Institutional Repository

১২. المعارض التاريخية – ঐতিহাসিক ঘটনাবলী কেন্দ্রিক কবিতা।

১। الوطنيات দেশাত্মবোধক/জাতীয়তাবাদী কবিতা

মুসলিম বিশ্ব তথা আরব বিশ্ব দীর্ঘ ঊনবিংশ শতাব্দী ব্যাপী ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের যাতাকলে নির্যাতিত হচ্ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে মুসলিম তথা আরব বিশ্ব দীর্ঘকাল পরাধীনতার গ্লানি ভোগের পর গণজাগরনের জন্য এবং ঔপনিবেশিক শৃঙ্খল মুক্তির জন্য তৎপর হয়। ঘুমন্ত অবচেতন জাতিকে জাগ্রত করতে, তাদেরকে স্বাধীনতার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে কবিগণ প্রতিটি আরব ভূখন্ডে জনগণের আশা আকাঙ্খা, দুঃখ দুর্দশাকে ব্যক্ত করে দেশাত্মবোধক জাতীয়তাবাদী কবিতা রচনা করে। মিসরেও জাতীয়তাবাদী চেতনার স্ফূরণ দেখা যায়। বিশ্ব ইসলামী আন্দোলনের আহ্বায়ক সাইয়্যেদ জামালুদ্দীন আফগানীর অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে ১৮৯০ খৃ. যুবক মুস্তাফা কামিল পরাধীনতার শৃঙ্খল মুক্তির ডাক দেন। মিসরের কবিদ্বয় 'হাফিয' এবং 'শওকী' জাতীয় নেতৃবৃন্দের সাথে একাত্ম হয়ে দেশাত্ববোধক কবিতার মাধ্যমে জনতাকে জাগ্রত করার আহ্বান জানান। সে সময়ে বিরাজমান বিভিন্ন রাজনৈতিক পরিস্থিতির দরুন কবি হাফিয ইবরাহীমের জাতীয়তাবাদী চেতনা বিভিন্নরূপ ধারণ করে; যেমন মাতৃভূমি মিসরের প্রতি তার ভালোবাসা, ইসলামী খিলাফতের প্রতিভূ তুর্কী 'উছমানী সাম্রাজ্যের প্রতি তার ভালোবাসা এবং ঔপনিবেশিক বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রতি তার মনোভাব।[৫]

এদিক বিবেচনায় কবি হাফিযের দেশাত্মবোধক জাতীয়তাবাদী কবিতাকে তিন পর্যায়ে বিন্যস্ত করা যায়; ক) তুর্কী 'উছমানী পর্যায়, (খ) ঔপনিবেশিক বৃটিশ পর্যায় এবং (গ) মিস্বরীয় পর্যায়।

ক) 'উছমানী' প্রশাসকদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত কবিতা

ইসলামী খিলাফতের প্রতিভু তুর্কী 'উছমানী সাম্রাজ্যের প্রতি বিশ্ব মুসলিমের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার আকর্ষণ ছিল অতি প্রবল। মিস্বরের ন্যায় একটি বৃহত্তর মুসলিম জনপদের অধিবাসী রূপে কবি হাফিযও সে প্রভাব মুক্ত ছিলেন না। তিনি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উপলক্ষে 'উছমানীয়দের স্বাগতম জানিয়ে কবিতা লিখেছেন। যেমন 'উছমানী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা উৎসব উপলক্ষে কবি হাফিয কবিতা রচনা করেছেন :-[৬]

لقد مكن الرحمن فى الأرض دولة # لعثمان لا تعفو ولا تتشعب

وقام رجال بالامامة بعده # فزادوا على ذلك البناء وطنبوا

وردوا على الاسلام عهد شبابه # ومدوا له جاها يرجى ويرهب

করুণাময় 'উছমান বিন আরতুগ্রুলকে এ ধরাধামে একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ক্ষমতা দিয়েছেন, যা নিশ্চিহ্ন হবে না, বিভক্তও হবে না। 'উছমানের পর বিভিন্ন ব্যক্তি এই ভিত্তিকে আরো সুদৃঢ় ও স্থায়ী করেছেন। ইসলামের যৌবনাবস্থা ফিরিয়ে এনেছেন এবং উহার ঈপ্সিত যশঃ ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করেছেন।

সুলত্বান 'আব্দুল হামীদের বিরুদ্ধে জনগণ বিপ্লব করে তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা করলে কবি হাফিয 'উছমানী বিপ্লব এবং স্বাধিকার উৎসবকে স্বাগত জানিয়ে কবিতা লিখেন। বিপ্লবের নায়ক শওকত ফারুক, নিয়াযী, সেনা নায়ক আনোয়ার পাশা প্রমুখ জাতীয় বীরদেরকে স্বাগত জানান।[৭]

رعى الله شعبا جمع العدل شمله # وتمت على عهد الرشاد رغائبه

خذوا بيد الاصلاح والأمر مقبل # فانى أرى الاصلاح قد طر شاربه

Dhaka University Institutional Repository

وردوا على الملك الشباب الذى ذوى # فانى رأيت الملك شابت ذوائبه

'উছমানী সাম্রাজ্যের সামরিক শক্তির প্রতীক 'উছমানী নৌবহরকে স্বাগত জানিয়ে বিশ্ব মুসলিমকে 'উছমানী সাম্রাজ্যের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ঔপনিবেশিক শক্তির মোকাবেলা করার আহ্বান জানান:-[৮]

حى يا مشرق أسطول الألى # ضربوا الدهر بسوط فاستقاما

ملكوا البر فلما لم يسع # مجدهم نالوا من البحر المراما

أيها الشرقى شمر لا تنم # وانفض العجز فان الجد قاما

وامتط العزم جوادا للعلى # واجعل الحكمة للعزم زماما

যারা সুদৃঢ় প্রশাসনিক ব্যবস্থার মাধ্যমে দেশকালকে স্থিতিশীল করেছে, তাদের নৌবহরকে শ্রদ্ধা করোহে প্রাচ্য! স্থলভাগে তাদের মর্যাদা ও ঐতিহ্যের সংকুলান না হওয়ায় জলভাগও তারা অধিকার করেছে। ওহে প্রাচ্যবাসী। উঠো, অলসনিদ্রা যেও না, অক্ষমতা পরিত্যাগ করো, সক্রিয় হবার সময় এসেছে। উন্নতি ও অগ্রগতির বাহন দৃঢ় মনোবল এবং দূরদর্শিতাপূর্ণ সংকল্প ধারণ করো।

(খ) বৃটিশদের উদ্দেশ্যে রচিত কবিতা ঃ

মিস্বর ও মিস্বরবাসী ঔপনিবেশিকদের শোষণ ও নির্যাতনে নিষ্পেষিত হচ্ছিল, তাই কবি হাফিয ঔপনিবেশিক ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে অনল উদগীরণ করেছেন। তিনি উপনিবেশবাদীদের বিরুদ্ধে স্বীয় লেখনীকে কামানরূপে ব্যবহার করে স্বদেশবাসীর অন্তরে ঘৃণা ও ক্ষোভের সঞ্চার করেন দেশাত্মবোধক রাজনৈতিক কবিতার মাধ্যমে। মিস্বরবাসীকে ঐক্যবদ্ধভাবে ঔপনিবেশিক বৃটিশদের অধীনতার শৃঙ্খলমুক্ত হয়ে হৃত স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জন্য সচেষ্ট হবার আহ্বান জানান। 'দিনশওয়াই হত্যাযজ্ঞ' (حادثة دنشواى) শীর্ষক কবিতায় ইংরেজদের প্রতি কবির রুক্ষ বিদ্রোহী মনোভাব ফুটে উঠেছে। লর্ড ক্রোমারকে তিরস্কার করে বলছেন :–[৯]

قد كان حولك من رجالك نخبة # ساسوا الأمور فدربوا وتدربوا

أقصيتهم عنا وجئت بفتية # طاش الشباب بهم وطار المنصب

فاجعل شعارك رحمة ومودة # ان القلوب مع المودة تكسب

হে ক্রোমার। আপনার পাশে একদল বিশিষ্ট রাজনীতিক রয়েছেন তাদেরকে আমাদের থেকে বিদূরিত করেছেন এবং এমন একদল যুবককে এনেছেন, যারা অপরিণামদর্শী এবং পদগর্বী। অতএব দয়া ও সৌহার্দকে আপনার প্রতীকরূপে ধারণ করুন; ভালোবাসার দ্বারা হৃদয় জয় করা যায়।

(গ) মিস্বরীয় জাতীয়তাবাদী কবিতা

কবি হাফিয স্বদেশ মিস্বরকে পরাধীনতার শৃঙ্খল মুক্ত করণের জন্য আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সম্মানজনক মর্যাদা লাভের জন্য সচেষ্ট হতে দেশবাসীকে অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। ইংরেজদের কুটকৌশলের নিকট বশ্যতা স্বীকার করার ব্যাপারে দেশবাসীকে সতর্ক করে দিয়েছেন। মিস্বরীয় আইনসভার সভাপতি আমীর হোসাইন কামিল এবং জাতীয় নেতা সা'দ ঝগলুলকে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা কল্পে ঔপনিবেশবাদীদের বিরুদ্ধে কঠোর ভূমিকা অবলম্বন

Dhaka University Institutional Repository

করার আহ্বান জানিয়েছেন। স্বজাতির আশা আকাঙ্খা, দুঃখ দুর্দশার চিত্র অঙ্কন করেছেন কাব্যে:-[১০]

أيجمل بالأديب أديب مصر # بكاء الطفل أرهقه الفطام
ويصرفه الهوى عن ذكر مصر # ومصر فى يد الباغى تضام
لعمرك ما أرقت لغير مصر # ومالى دونها أمل يرام

মিস্বরের সাহিত্যিকদেরকে দুগ্ধপোষ্য শিশুর ক্রন্দন কি ভালো লাগে ? ব্যক্তিস্বার্থ তাদেরকে মিস্বরের কথা ভূলিয়ে দেয়। মিস্বর অত্যাচারীর হাতে নিপীড়িত; মিস্বর ব্যতীত অন্য কোন দেশের প্রতি আমার আসক্তি নেই, আমার কোন কামনা-বাসনাও নেই।

مصر تتحدث عن نفسها 'মিস্বরের আত্মকথা' শীর্ষক কবিতায় কবি স্বজাতির অতীত ঐতিহ্য ও গৌরব রক্ষার্থে স্বজাতিকে দৃঢ়তা, স্থিরতা, সংযম, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও নৈতিক গুণাবলী ধারণের আহ্বান জানিয়েছেন:-[১১]

وقف الخلق ينظرون جميعا # كيف أبنى قواعد المجد وحدى
وبناة الأهرام فى سالف الدهر # كفونى الكلام عند التحدى
أنا تاج العلا فى مفرق # الشرق ودراته فرائد عقدى
أى شيئ فى الغرب قد بَهَرَ # الناسَ جمالا ولم يكن منه عندى
فترابى تبر ونهرى فرات # وسمائى مصقولة كالفرند
أناإن قَدَّرَ الالهُ مماتى# لاترى الشرق يرفع الرأس بعدى
مارمانى رام وراح سليمًا # من قديم عناية الله جندى
كم بغت دولة على وجارت # ثم زالت وتلك عقبى التعدى
اننى حرة كسرت قيودى # رغم رقبى العدا وقطعت قدى
قل لمن أنكروا مفاخر قومى # مثلما أنكروا مآثر ولدى
هل رأيتم تلك النقوش اللواتى # أعجزت طوق صنعة المتحدى
ذلك فن التحنيط قد غلب الدهر # وأبلى البلى وأعجز ندى
قد عقدت العهود من عهد فرعون # وفى مصر كان أول عقدى
إن مجدى فى الأوليات عريق # من له مثل أولياتى ومجدى
أنا أم التشريع قد أخذ الرو # مان عنى الأصول فى كل حد
ورصدت النجوم منذ أضاءت # فى سماء الدجى فأحكمت رصدى
وشدا بنتئور فوق ربوعى # قبل عهد اليونان أوعهد نجد
وقد يما بنى الأسطول قومى # ففرقن البحار يحملن بندى

Dhaka University Institutional Repository

أى شعب أحق منى بعيش # وارف الظل أخضر اللون رغد

أمن العدل أنهم يردون الـ # ـسماء صفواً وأن يكدر وردى

نصف قرن الإ قليلا أعانى # ما يعانى هوانَه كل عبد

نظرالله لى فأرشد أبنائى # فشدوا الى العلا أى شد

انما الحق قوة من قوى الديان # أمضى من كل أبيض هندى

خلق الصبر وحده نصر القوم # وأغنى عن اختراع وعد

أننا عند فجر ليل طويل # قد قطعناه بين سهد و وجد

فاستبينوا قصدالسبيل وجدوا # فالمعالى مخطوبة المُجِد

মিস্বর প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল। কবি হাফিয তা' চিত্তাকর্ষক ভাষায় বর্ণনা করেছেন। মিস্বরের প্রাচীন সভ্যতার প্রতি সমগ্র বিশ্বজগত অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখছে। প্রাচীন কালের পিরামিড মিস্বরের ঐতিহাসিক নির্দশন। মিস্বরের ভূমি সুজলা সুফলা, স্বর্ণ-প্রসূতি, নীলনদের পানি সুমিষ্ট, আকাশ স্বচ্ছ। আগ্রাসনকারী মিস্বরে আক্রমন চালিয়ে সফল হতে পারেনি। প্রাচীন কালে মিস্বরেই সর্বপ্রথম মিত্রচুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল। তারাই সর্বপ্রথম প্রশাসনিক বিধান চালু করে। তাদের নিকট থেকে গ্রীক রোমানরা তা শিক্ষালাভ করে। মিস্বরবাসীর ভাস্কর্য শিল্প এবং 'মমী' সংরক্ষণ শিল্প সমগ্র বিশ্বকে এবং প্রতিদ্বন্দ্বীদেরকে জব্দ করে দিয়েছে। মিস্বরবাসীরা সর্বপ্রথম জ্যোতিষ শাস্ত্র চর্চা করে। গ্রীক কবিদের এবং নজদের আরব কবিদের বহুপূর্বে মিস্বরীয় কবি 'বিনতাউর' সর্বপ্রথম কাব্য চর্চা করেন। মিস্বরই সর্ব প্রথম নৌবহর নির্মাণ করে সমুদ্র যাত্রা করে। আল্লাহর অনুগ্রহে মিস্বরের সন্তানরা দক্ষতা অর্জন করে কঠোর সংযম, সাধনা ও অধ্যবসায় সহকারে মিস্বরকে উন্নত ও সমৃদ্ধশালী জাতি রুপে গড়ে তুলবেন- কবির এই কামনা।

হাফিয বিভিন্ন দেশাত্মবোধক জাতীয়তাবাদী কবিতায় স্বদেশবাসীকে স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত করেছেন, অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। এ ধরনের কিছু কবিতা নিম্নে উদ্ধৃত করছি:-[১২]

فيأيها الناشئون اعملوا # على خير مصر وكونوا يدا

ستظهر فيكم ذوات الغيوب # رجالا تكون لمصر الفدا

হে যুবকগণ, মিস্বরের কল্যাণের জন্য সক্রিয় ও তৎপর হও। অদৃশ্য ভাগ্য তোমাদের মধ্য থেকে দেশের জন্য নিবেদিত প্রাণ ব্যক্তিদেরকে প্রকাশ করবে।

কবি যুবকদেরকে অতীত ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারে সচেষ্ট হবার আহ্বান জানিয়ে বলেন :-[১৩]

أهلا بنابتة البلاد ومرحبا # جددتم العهد الذى قد أخلقا

لا تيأسوا أن تستردوا مجدكم # فلرب مغلوب هوى ثم ارتقى

فتجشموا للمجد كل عظيمة # ءانى رأيت المجد صعب المرتقى

দেশের উদীয়মান তরুণগণ! আপনাদেরকে স্বাগতম, পুরাতন অঙ্গীকার নবায়ন করেছেন। নিজেদের ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারে হতাশ হবেন না। বহু ব্যর্থকাম ব্যক্তি অধঃপতনের পরও পুনরুত্থান লাভ করেছে। তাই কৌলিন্য

Dhaka University Institutional Repository

লাভের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালান, কারণ কৌলিন্য অর্জন সুকঠিন।

পরাধীন মিস্বরের প্রতি কবি তার মানসিক অভিব্যক্তি নিম্নোক্তভাবে প্রকাশ করেছেন:-[১৪]

وما أنا والغرام وشاب رأسى # وغال شبابى الخطب الجسام

لعمرك ما أرقت لغير مصر # ومالى دونها أمل يرام

বিভিন্ন বিপদাপদ আমাকে, আমার দেশপ্রেমকে, আমার জীবন-যৌবনকে পর্যুদস্ত করে দিয়েছে, মাথার চুলে পাক ধরিয়েছে, মিস্বর ব্যতীত অন্যকোন দেশের প্রতি আমার আসক্তি নেই এবং উহা ছাড়া অন্য কোন দেশের প্রতি আমার আশা আকাঙ্খাও সম্পৃক্ত নয়।

অন্যত্র:-[১৫]

كم ذا يكابد عاشق ويلاقى # فى حب مصر كثيرة العشاق

انى لأحمل فى هواك صبابة # يا مصر قد خرجت عن الأطواق

لهفى عليك متى اراك طليقة # يحمى كريم حماك شعب راقى

স্বদেশ মিস্বরের ভালোবাসায় বহু দেশপ্রেমিক অনেক দুঃখ কষ্ট, লাঞ্ছনা গঞ্জনা ভোগ করেছেন; হে মিস্বর! আমি মনে প্রাণে তোমার প্রতি গভীর ভালোবাসা পোষণ করছি, যা আমার সাধ্যাতীত (অর্থাৎ প্রকৃতিগত)। মিস্বরের পরাধীনতার জন্য কবি আক্ষেপ করছেন যে, কখন উহাকে মুক্ত স্বাধীন দেখতে পাবেন, একটি উন্নত স্বাধীন জাতি উহার সীমান্তের মর্যাদা সংরক্ষন করবে।

(২) السياسيات - রাজনৈতিক কবিতা

মিস্বরে চলমান রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহকে কেন্দ্র করে কবি মুহাম্মদ হাফিয বহু সংখ্যক রাজনৈতিক কবিতা রচনা করেছেন। জাতীয় নেতৃবৃন্দ মুস্তাফা কামিল সা'দ ঝগলুল, ক্বাসিম আমীন প্রমুখের রাজনৈতিক আন্দোলনের সমর্থনে কবিতা লিখেছেন। মিস্বরবাসীর ঐক্যের প্রতি হুমকী ঔপনিবেশিক ইংরেজদের প্রতি তাঁর ঘৃণ্য মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে। ১ম বিশ্বযুদ্ধ, রুশ-জাপান যুদ্ধ, জাপানী কুমারীর দেশপ্রেম, দিনশ্ওয়াই হত্যাযজ্ঞ, ত্রিপলী যুদ্ধ, উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে মিস্বরের ফরিয়াদ, মিস্বরস্থ বৃটিশগভর্নর সমীপে ইত্যাদি বিষয়ে কবি হাফিয অসংখ্য রাজনৈতিক কবিতা রচনা করেছেন।

সা'দ ঝগলুলের উদ্দেশ্যে :

সা'দ ঝগলুল (১৮৫৭-১৯২৭) মিস্বরীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতা ছিলেন। তিনি আল আঝহার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন শেষে বিখ্যাত الو قائع المصرية পত্রিকায় সম্পাদনার কাজ করেন। অতঃপর সরকারী চাকুরী গ্রহণ করেন, কিন্তু মিস্বরে উরাবী জাতীয়তাবাদী বিপ্লবে জড়িত থাকার সন্দেহে চাকুরিচ্যুত হন। অতঃপর আইন পেশায় নিয়োজিত থাকেন। ১৮৯২ খৃ. বিচারক রুপে নিয়োগলাভ করেন। অতঃপর যথাক্রমে শিক্ষা মন্ত্রনালয়ের, এবং আইন মন্ত্রনালয়ের দায়িত্ব লাভ করেন। পরে আইন সভার সদস্য হন। ১৯২৪ খৃ. প্রধানমন্ত্রী হন এবং প্রতিনিধি পরিষদের সভাপতি হন। 'আলওয়াফ্দ পার্টি' র প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। ১৯১৯থেকে ১৯২৭ সাল পর্যন্ত মিস্বরীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতা ছিলেন। তার আমলে মিস্বর

Dhaka University Institutional Repository

স্বাধিকার অর্জন করে। একজন সুবক্তা ছিলেন। কায়রোতে তার সমাধি অবস্থিত। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের ১২ জুলাই কায়রো রেলস্টেশনে আততায়ীর গুলিতে আহত হন। কবি হাফিয সমগ্র জাতির পক্ষথেকে সা'দের দীর্ঘ নিরাময় জীবন কামনা করে কবিতায় বলেন :-১৬

١- الشعب يدعو الله يا زغلول # أن يستقل على يديك النيل

٢- إن الذى اندس الأثيم لقتله # قد كان يحرسه لنا جبريل

٣- أيموت سعد قبل أن نحيا به # خطب على أبناء مصرجليل

٤- يا سعد انك أنت أعظم عدة # ذخرت لنا نسطوبها ونصول

٥- ولأنت أمضى نبلة نرمى بها # فانفذ واقصد فالنبال قليل

٦- النسر يطمع أن يصيد بأرضنا # سنريه كيف يصيده زغلول

٧- انا رميناهم بندب حُوّل # عن قصد وادى النيل ليس يحول

٨- فاوض ولا تخفض جناحك ذلة # ان العد و سلاحه مفلول

٩-فاوض فخلفك أمة قدأقسمت # ألا تنام وفى البلا د دخيل

١٠- عزل ولكن فى الجهاد ضراغم # لا الجيش يفزعها ولا الأسطول

١١- مالحرب تذ كيها قنا والصوارم # كالحرب تذ كيها نهى وعقول

١٢- خضها هنالك باليقين مدرعا # والله بالنصر المبين كفيل

١٣- لك وقفة فى الشرق تعرفهاالعلا # ويحفها التكبير والتهليل

١٤- زلزل بهافى الغرب كل مكابر # ليرى ويعلم ماحواه الغيل

١٥- فاحذرسيا ستهم وكن فى يقظة # سعديه إن السياسة غول

١٦- يا سعد أنت زعيمنا وكيلنا # وعليك عند مليكنا التعويل

١٧- فارفع وناضل عن مطالب أمة # يا سعد أنت أمامها مسئول

١٨- لم يبق فيها ناطق الا دعا # لك ربّه ودعاؤه مقبول

١٩- لولا دفاع الله لا نطوت المنى # عند انطوائك وانقضى التأميل

٢٠- فى كل عصر للجناة جريرة # ليست على مر الزمان تزول

٢١- جاروا على الفاروق أعد ل من قضى # فينا و زكى رأيه التنزيل

٢٢- وعلى على وهو أطهرنا فما # ويداً وسيف نبينا المسلول

Dhaka University Institutional Repository

٢٣- فاوض فان أوجست شرا فاعتزم # واقطع فحبلك بالهدى موصول

٢٤- انا سنعمل للخلاص ولاننى # والله يقضى بيننا ويد يل

সা'দ ঝগলুল মিস্বরবাসীর নেতা; সমগ্র জাতি তার নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ; তিনি তাদের একমাত্র মুখপাত্র, তাদের আশা ভরসার স্থল, তাদের সুখদুঃখের দাবী আদায়ের একমাত্র মাধ্যম ও মোক্ষম হাতিয়ার। তার নেতৃত্বে মিস্বরের স্বাধীনতা অর্জিত হোক- আল্লাহর নিকট মিস্বর বাসীর এই কামনা। তিনি ঈমানের বলে বলীয়ান হয়ে তাকবীর ধ্বনি সহকারে সমগ্র জাতিকে নিয়ে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীদেরকে বিতাড়িত করবেন- কবির এই আন্তরিক কামনা। সমগ্রজাতি তার পিছনে ঐক্যবদ্ধ, যারা সিংহতুল্য অকুতোভয়, কোন ভারী সৈন্যদল কিংবা যুদ্ধবহরে ভীত নয়। তাই সা'দ যেন তার দৃঢ় ব্যক্তিত্ব বলে নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে অব্যাহত প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। পাশ্চাত্যের হঠকারী দাম্ভিকদের দাঁত ভাঙ্গা জবাব দেন এবং তাদের কুট কৌশলের ব্যাপারে সতর্ক থাকেন। সমগ্র জাতি সা'দের জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করছে। যুগে যুগে অপরাধীরা অপরাধ সংঘটিত করেছে। তাই সা'দ যেন আততায়ীর হীন প্রচেষ্টায় মনোবল না হারান । মুসলিম জাতির ন্যায়-পরায়ণতার প্রতীক, কোরান স্বীকৃত সঠিক সিদ্ধান্তের অধিকারী মুসলিম জাহানের দ্বিতীয় খলিফা হযরত 'উমরকে এবং পবিত্রতম ব্যক্তি রাসূলে করীমের (সাঃ) তরবারীর তুল্য ৪র্থ খলিফা হযরত আলীকে (রাঃ)ও অপরাধীরা গুপ্তহত্যার শিকারে পরিণত করেছে, তাঁদেরকে হত্যা করেছে। অতএব সা'দ ঝগলুল ঈপ্সিত লক্ষ্য অর্জনে হিম্মত হারা না হয়ে অটল অচল থাকবেন- কবির এই কামনা। কবিতাটিতে মিস্বরে বিরাজমান উপনিবেশবাদ এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে কবি হাফিযের সচেতনতা মূর্ত হয়ে উঠেছে। তেমনিভাবে তার দেশাত্মক জাতীয়তাবোধ তীক্ষ্ণভাবে ব্যক্ত হয়েছে। তাই কবিতাটি রাজনৈতিক এবং জাতীয়তাবাদী উভয় পর্যায়েই গন্য করা যেতে পারে।

الى البرنس حسين كامل খেদিব ইসমাঈলের পুত্র, তওফিক পাশার ছোটভাই হোসাইন কামিল (১৮৫৩- ১৯১৭) ১৯১৪ খৃ. খেদিব আব্বাসের পর মিস্বরের আলী বংশের ৭ম শাসক হয়েছিলেন এবং 'সুলতান' উপাধি ধারণ করেন। ১৯০৯ সালে কবি হাফিয প্রিন্স হোসাইন কামিল (সাধারণ পরিষদ এবং কেন্দ্রীয় আইন সভায় সভাপতি থাকাকালে) এর উদ্দেশ্যে নিবেদিত কবিতায় মিস্বর বাসীর আশা আকাঙ্খা, সুখ দুঃখের কথা ব্যক্ত করে বলেন:- [১৭]

١- أفض فى قاعة الشورى وئاما # فتد أودى بنا وبها الخصام

٢ وعلمهم مصادمة العوادى # فمثلك لايروعه الصدام

٣- ففى حزب اليمين لديك قوم # وإن قلُّوا فانهم كرام

٤- وفى حزب الشمال لديك أسد # كماة لايطيب لها انهزام

٥- أبا الفلاح إن الأمر فوضى # وجهل الشعب والفوضى لزام

٦- فأسعد نا بنشر العلم وأعلم # بأن النقص يعقبه التمام

٧- وليس العلم يمسكنا وحيدا # اذا لم ينصر العلم اعتزام

Dhaka University Institutional Repository

৮- وان لم يدرك الدستور مصراً # فما لحياتها أبدا قوام

সংসদে অনৈক্য ও নৈরাজ্য বিদূরিত করে ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্যোগী হবার জন্য কাব হাফিয হোসাইন কামিলের প্রতি আহবান জানিয়েছেন। জাতীয় সমস্যা মোকাবেলায় ঐক্যের প্রভাব অপরিসীম। নৈরাজ্য ও অশিক্ষার অভিশাপ দূরীকরণে দলমত নির্বিশেষে সকলের সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রয়োজন। অটুট মনোবলের ও সুদৃঢ় ব্যক্তিত্বের দ্বারা শিক্ষা সম্প্রসারণের মাধ্যমে জাতিকে সৌভাগ্য মন্ডিত করার আহবান জানিয়েছেন কবি। মিস্বরে সাংবিধানিক ব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত করে দেশে স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনার জন্য আহবান জানিয়েছেন। এই কবিতাটিও রাজনৈতিক পর্যায়ের।

মুস্তাফা কামিল এর সমর্থনে কবিতা ঃ-

মিস্বরের রাজনৈতিক ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতা মুস্তাফা কামিল (১৮৭৪-১৯০৮) এর সমর্থনে কবি হাফিয একাধিক কবিতা লিখিছেন। الحزب الوطنى রাজনৈতিক দলের প্রতিষ্ঠাতা এবং جريدة اللواء পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। আজীবন দেশের পক্ষে, জনগণের পক্ষে, ইসলামের পক্ষে আন্দোলন করেছেন। মিস্বরবাসীকে উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে শিক্ষা সম্প্রসারণ আন্দোলন পরিচালনা করেন। দেশবাসীকে জ্ঞান-বিজ্ঞানে, শিল্পে-সাহিত্যে দক্ষতা অর্জন করে যোগ্য নাগরিক রূপে গড়ে উঠে দেশের স্বাধীনতা ও সমৃদ্ধির জন্য সচেষ্ট হবার আহ্বান জানিয়েছেন। কবি হাফিয مدرسة مصطفى كامل শীর্ষক কবিতায় বলেন :-[১৮]

فديناك يا شرق لا تجزعن # إذا اليوم ولى فراقب غدا

فلا ييئسنك قيل العداة # وان كان قيلا كحز المدى

أتودع فيك كنوز العلوم # ويمشى لك الغرب مسترفدا

وتبعث فى أرضك الأنبياء # ويأتى لك الغرب مسترشدا

أتشقى بعهد سما بالعلوم # فأضحى الضعيف بها أيدا

٦- وهاأمةالصفرقدمهدت # لنا النهج فاستبقوا الموردا

٧- أ يجمل من بعدهذا وذاك # بأن نستكين وأن نجمدا

٨- فيا أيها النا شئون اعملوا # على خير مصر وكونوا يدا

٩- ستظهرفيكم ذوات الغيوب # رجالا تكون لمصر الفدا

١٠- فيا ليت شعرى من منكم # اذا هى نادت يلبى الندا

হে প্রাচ্য! আমরা তোমার তরে উৎসর্গীত, তুমি অনুশোচনা করোনা, আজিকার দিন ব্যর্থতায় অতিক্রম হলেও আগামী দিনের প্রতীক্ষা করো। শত্রুদের সমালোচনায় তুমি হতাশ হয়োনা। যদিও তাদের সমালোচনা শাণিত তরবারীর ন্যায় হয়। তোমার জ্ঞান বিজ্ঞান সঞ্চিত হয়ে থাকবে, আর পাশ্চাত্য তোমার আনুগত্য লাভের আশায় তোমার পেছনে দৌড়াবে। তোমার দেশে নবীরাসূল প্রেরিত হবেন আর পাশ্চাত্য তোমার নিকট সঠিক পথ লাভের উদ্দেশ্যে আগমন করবে। জ্ঞান বিজ্ঞানের অধিকারী হয়েও তুমি দুর্ভাগা হবে? আর অন্যান্য দুর্বল

Dhaka University Institutional Repository

জাতি তোমাদের নিকট থেকে জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষা লাভ করে শক্তিশালী হবে? এটা হতে দেয়া যায়না। জাপানী জাতি আমাদের জন্য আদর্শ স্থাপনের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁচেছে সর্বাগ্রে। এতকিছুর পরও লাঞ্ছিত অপমানিত হয়ে থাকা কি আমাদের জন্য শোভনীয়। ওহে তরুণগণ! স্বদেশ মিস্বরের কল্যাণের জন্য তৎপর হও, উহার জন্য সক্রিয় হও। তোমাদের মধ্যে এমন ব্যক্তির আবির্ভাব হবে, যিনি মিস্বরের জন্য আত্মত্যাগী হবেন। তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি, যে দেশের আহবান মুহূর্তে সাড়া দিবে।

দিন্‌শ্‌ওয়াই হত্যাযজ্ঞ (حادثة دنشواى) প্রসঙ্গে ঃ-[১৯]

দিন্‌শ্‌ওয়াই হত্যাযজ্ঞে কবি হাফিয অত্যন্ত মর্মাহত হয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে পাশবিক নির্যাতনের অভিযোগ উথাপন করে মানবীয় সদ্ব্যবহার করার আহবান জানিয়েছেন। প্রকারান্তরে দেশবাসীর জনমত সংগঠিত করতে প্রয়াসী হয়েছেন। ঘটনার প্রেক্ষাপট নিম্নরুপ:- ১৯০৬ খৃ. ১৩ জুন (১৩১৪ হি.) পাঁচজন ইংরেজ সৈন্য পাখী শিকারের উদ্দেশ্যে مركزتلا প্রদেশের অন্তর্গত منوفيه অঞ্চলের 'দিন্‌শওয়াশই' গ্রামে গমন করে। সেখানে বন্ধুকের গুলি লক্ষ্যচ্যুত হয়ে কিছু সংখ্যক গ্রামবাসী আহত হয়। ফলে উত্তেজিত জনতা ইংরেজ সৈন্যদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হলে জনৈক সৈনিক আহত হয়ে মারা যায়। মিস্বরস্থ তদানীন্তন বৃটিশ গবর্নর লর্ড ক্রোমার ক্রুদ্ধ হন এবং বিশেষ ট্রাইবুনালে অভিযুক্তদের বিচার কার্য সম্পন্ন করেন। বিচারে ৪ জন মিস্বরীয়ের ফাঁসি এবং আটজনের বেত্রাঘাত ও কারাদন্ডাদেশ প্রদান করা হয়। বিচারে রায় তাৎক্ষণিক ভাবে প্রকাশ্যে কার্যকর করা হয়। এ ধরনের কঠোর বিচার এবং তাৎক্ষণিক কার্যকরী করণের নিষ্ঠুরতা ও নির্মমতার দরুন মিস্বরবাসী উত্তেজিত হয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ জনগণকে সংগঠিত করেন।

এই অমানুবিক হৃদয় বিদারক ঘটনাকে কেন্দ্র করে হাফিয আলোচ্য কবিতাটি রচনা করেন। মিস্বরের মুসলিম জনতার পুঞ্জীভূত রোষকে অমুসলিম খৃষ্টান স্বৈরাচারী ইংরেজদের বিরুদ্ধে উদগীরণ করেছেন। কবি বলেন :-

١- واذاأعـوزتـكـم ذات طـوق # بـيـن تلك الربا فصـيـدوا العبادا

٢- إنـمـا نـحـن والحـمـام سـواء # لم تـغـادر أطـواقـنـا الأجـيـادا

٣- لا تـقـيـدوا من أمـة يـقـتـيـل # صادت الـشـمـس نـفـسـه حـين صادا

٤- جاء جهـالـنـا بـأمر وجئتـم # ضـعـف ضـعـفيه قسوةً واشتدادا

٥- أحسنوا القتل إن ضننتم بعفو # أقـصـاصـا أرد تم أم كـيـادا ؟

٦- أحسنواالقتل إن ضننتم بعفو # أنـفـوسًـا أصبـتـم أم جـمـادا

٧- ليت شعرى أتلك محكمة التـفـ # ـتـيـش عـادت أم عـهـد نيرون عادا

٨- كيف يحلومن القوى التشفـى # مـن ضـعـيـف القى إلـيـه القيادا

٩- إنها مثلة تشف عـن الغيظ # ولـسـنـا لـغـيـظكـم أنـدادا

١٠-أكرمونا بأرضنا حيث كنتم # إنـمـا يـكـرم الـجـوادُ الـجـوادا.

Dhaka University Institutional Repository

কবি হাফিয ইংরেজদের তিরস্কার করে বলেন- তারা কবুতর শিকারে ব্যর্থ হয়ে মানুষ শিকার করেছে। মানুষ এবং কবুতর তাদের চোখে সমান। রৌদ্রদগ্ধ হয়ে মৃত ব্যক্তির প্রতিশোধে মিস্বরীয় জাতিকে হত্যা করেছে ইংরেজ। কতিপয় অর্বাচীন মিস্বরীয়ের লঘু অপরাধে ইংরেজরা নির্মম ও নিষ্ঠুরভাবে গুরুদন্ড প্রদান করেছে। কবি বলছেন - ইংরেজ ক্ষমা করতে কার্পন্য করলে যেন মার্জিতভাবে হত্যা করে; তারা কি রক্তপণ চেয়েছে ? না কৌশল ? তারা কি কিছু প্রাণ হরণ করতে চেয়েছে, না নির্জীব ? এটা কি (আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ প্রদান ব্যতীত) অনুসন্ধান আদালত ? না রোম সম্রাট নীরোর যুগ ? (রোম যখন পুড়ছিল, তখন নীরো আপন মনে বাঁশী বাজাচ্ছিল)। বরং এই গণহত্যা ইংরেজদের ক্রোধ ও বিদ্বেষ প্রসূত প্রতিশোধ; মিস্বরীয়রা এই আক্রোশের যোগ্য বা সমকক্ষ নয়। গুণীর মর্যাদা অন্যগুনী দিতে জানে, তাই কবি হাফিয মিস্বরীয়দের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদানের জন্য ইংরেজদের প্রতি আহবান জানিয়েছেন।

কবিতাটিতে বৃটিশ বেনিয়া গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে কবি হাফিযের দেশাত্মবোধক জাতীয়তাবাদী চেতনা সুস্পষ্ট ভাবে পরিস্ফুটিত হয়েছে। তেমনিভাবে তদানীন্তন রাজনৈতিক চিত্র ও ফুটে উঠেছে।

الحرب العظمى প্রথম বিশ্বযুদ্ধ প্রসঙ্গে হাফিযের কবিতা: - [২০]

আধুনিক যুগ বিজ্ঞানের যুগ। বিজ্ঞানের বিভিন্ন আবিষ্কারের ফলে মানুষের জীবন উন্নত ও সমৃদ্ধ হয়েছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় (১৯১৪-১৭) বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত বিভিন্ন যন্ত্রপাতি, অস্ত্রশস্ত্র, কামান, গোলা-বারুদ, রাসায়নিক পদার্থ, বৈদ্যুতিক চুল্লী ইত্যাদির ব্যবহারের ফলে মানব সভ্যতা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, বহু শহর, নগর-বন্দর বিধ্বস্ত হয়। এ সব ধ্বংসলীলা সাধিত হয় বিজ্ঞানের আশীর্বাদে নয়- অভিশাপে। কবি হাফিয প্রথম মহাযুদ্ধকালীন অমানবিক বিভীষিকার প্রেক্ষাপটে কবিতা রচনা করেন:-

لا هم إن الغرب أصبح شعلة # من هولها أم الصواعق تفرق

العلم يذكى نارها وتثيرها # مدنية خرقاء لا تترفق

لقد حسبت العلم فينا نعمة # تأسو الضعيف ورحمة تتدفق

فاذا بنعمته بلاء مرهق # وإذا برحمته قضاء مطبق

عجز الرماة عن الرماة فارسلوا # كسفا يموج بها دخان يخنق

تتعوذ الأفاق منه وتنثنى # عنه الرياح ويتقيه الفيلق

وتنابلوا بالكمياء فأسرفوا # وتساجلوا بالكهرباء فأغرقوا

إن كان عهد العلم هذا شأنه # فينا فعهد الجاهلية أرفق

হে আল্লাহ! যুদ্ধের বিভীষিকায় সমগ্র পাশ্চাত্য জগত অগ্নিপিন্ডের রূপ ধারণ করেছে, যার বিভীষিকা থেকে বজ্র ধ্বনিও ভীত সন্ত্রস্ত। বিজ্ঞান এই মশালের আগুন তীব্রতর করেছে এবং নির্মম নির্বোধ সভ্যতাও উহাকে উজ্জীবিত করেছে। বিজ্ঞানকে অসহায় দূর্বলের প্রতি সহানুভূতিশীল দান এবং করুণারূপে মনে করা হলেও কার্যত উহা নিপীড়নকারী বিপদরূপে এবং সর্বব্যাপী আপদরূপে প্রমাণিত হয়েছে। তীরন্দাজ ও গোলন্দাজরা

Dhaka University Institutional Repository

অপারগ হয়ে বিষাক্ত রাসায়নিক গ্যাস নিক্ষেপ করে গণহত্যা করে, যা থেকে পরিবেশ আশ্রয় প্রার্থনা করে, বায়ুমন্ডল দুষিত হয় এবং বিশাল সৈন্যদল আত্মরক্ষা করে। যুদ্ধবাজরা ব্যাপকহারে রাসায়নিক বোমা বর্ষণ করেছে এবং ব্যাপক ধ্বংসের নিমিত্ত বৈদ্যুতিক শক ব্যবহার করেছে। এই যদি বিজ্ঞানের যুগের অবস্থা হয়, তবে জাহেলী বা অজ্ঞতা যুগই শ্রেয় ছিল। বিজ্ঞানের আবিষ্কার সৃষ্টির কল্যাণের জন্য; কিন্তু তা' ধ্বংসের কাজে ব্যবহৃত হয়ে অভিশাপে রূপান্তরিত হয়েছে। মানবতা বিধ্বংসী যুদ্ধের বিভীষিকার বর্ণনা দিয়েছেন কবি।

الحرب اليابانية الروسية 'রুশ-জাপান যুদ্ধ' শীর্ষক কবিতায়, ১৯০৪ খৃ. ৯ ফেব্রুয়ারি রাশিয়া আগ্রাসন চালিয়ে জাপানের মানসুরিয়া অধিকার করলে জাপানের সাথে যুদ্ধ বাঁধে। আর্থার বন্দরে জাপান রাশিয়ার নৌবহর বিধ্বস্ত করে। ১৯০৫ খৃ. সেপ্টেম্বরে দুই পক্ষের মধ্যে সন্ধি চুক্তি হয়। ফলে রাশিয়া মানসুরিয়া থেকে উচ্ছেদ হয় এবং কোরিয়ায় জাপানের কর্তৃত্ব স্বীকৃত হয়। কবি হাফিয ঐ যুদ্ধ সম্পর্কে কবিতা লিখেন :- [২১]

أساحة للحرب أم محشر # ومورد الموت أم الكوثر؟

وهذه جند أطاعوا هوى # أربابهم أم نعم تنحر؟

لله ما أقسى قلوبَ الألى # قاموا بأمر الملك واستأثروا

وغرهم فى الدهر سلطانهم # فأمعنوا فى الأرض واستعمروا

قد أقسم البيض بصلبانهم # لا يهجرون الموت أو ينصروا

وأقسم الصفر بأوثانهم # لا يغمدون السيف أو يظفروا

والبيض لا ترضى بخذلانها # والصفر بعد اليوم لا تكسر

أضحى رسول الموت ما بينها # حيران لا يدرى بما يؤمر

عزريل ، هل أبصرت فيما مضى# وأنت ذاك الكيس الأمهر

تسوءنا الحرب وإن أصبحت # تدعو رجال الشرق أن يفخروا

أتى على الشرق حين إذا # ما ذكر الأحياء لا يذكر

ومر بالشرق زمان وما # يمر بالبال ولا يخطر

যুদ্ধক্ষেত্রে বিপুল সংখ্যক সৈন্যের সমাগমে কবি বিস্মিত হয়ে বলছেন-এটা কি যুদ্ধক্ষেত্র, না হাশরের ময়দান ? এটা কি মৃত্যুসুধা পান করার স্থল, না 'কাওসার' সুমিষ্ট পানীয় পানের স্থল? এই অগনিত সৈন্যদল তাদের প্রভূদের আদেশ পালনার্থে এসেছে? না বলীর পশু ? এদের হৃদয় কতই না নিষ্ঠুর, যারা দেশের সমস্যা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সম্পাদনে ব্রতী হয়েছে। তাদের সাম্রাজ্য তাদেরকে বিভ্রান্ত করেছে, ফলে সুদূর দেশে এসে উপনিবেশ স্থাপন করেছে। শ্বেতাঙ্গী রুশরা ক্রুসেডের শপথ করেছে যে, বিজয়ী না হওয়াবধি মৃত্যুকে পরিত্যাগ করবে না; অনুরূপভাবে হরিদ্রাভ জাপানীরাও তাদের মূর্তির শপথ করেছে যে, সাফল্য লাভ না হওয়া পর্যন্ত তরবারী কোষবদ্ধ করবেনা। শ্বেতাঙ্গরা অপদস্ত হতে রাজী নয়। ইয়েলোরাও কখনও পরাস্ত হবে না। 'মাকদুন' শহরে ইয়েলোরা ভীষণ যুদ্ধে প্রায় লক্ষাধিক যোদ্ধা হতাহত হয়। তাই মৃত্যুদূত ঐ শহরে অস্থির চিত্তে গমন করছিলেন কি জানি কখন কি আদেশ হয়। হে আজরাইল! অতীতে কি এরূপ ঘটনা আপনি দেখেছেন?

Dhaka University Institutional Repository

আপনার তো বাস্তব অভিজ্ঞতা ও দূরদর্শিতা রয়েছে। কবি স্বদেশ ও প্রাচ্যবাসীর কাপুরুষতার প্রতি ইঙ্গিত করে বলছেন- আমাদের নিকট যুদ্ধ খারাপ মনে হয়, যদিও যুদ্ধ প্রাচ্যবাসীদেরকে গৌরব করার আহ্বান জানায়। প্রাচ্যে এমন সময় সমুপস্থিত যে তাদের অমর ব্যক্তিদের কথা স্মরণ করানো হলেও তাদেরকে স্মরণ করা হয়না। প্রাচ্যে এমন কাল অতিক্রান্ত হয়েছে যে, তাদের মনে কোন চিন্তা ভাবনার উদ্রেক হয় না। সম্পূর্ণ নির্জীব নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছে।

রুশ জাপান যুদ্ধ তথা আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করে কবিতা রচনা করা হাফিযের বিশ্ব রাজনীতি সচেতনতার পরিচায়ক। তিনি শুধু মিস্বরীয় কিংবা আরবীয় সমস্যা নিয়ে কবিতা লিখেন নি,বহির্বিশ্বের সমকালীন ঘটনাবলীকে নিয়ে কবিতা লিখেছেন। এরই অন্যতম বাস্তব স্বাক্ষর দেখতে পাওয়া যায়- তাঁর রচিত 'জাপানের কুমারী' (غادة اليابان) শীর্ষক কবিতায় । রুশ জাপান যুদ্ধে দেশমাতৃকারজন্য জাপানীদের আত্মত্যাগের কথা ব্যক্ত করেছেন ।

غادة اليابان 'জাপানের কুমারী' শীর্ষক কবিতায় রুশ জাপান যুদ্ধে অংশগ্রহণে ইচ্ছুক জনৈকা জাপানী যুবতীর দেশ প্রেমের জ্বাজ্জ্বল উদাহরণ পেশ করে কবি হাফিয স্বজাতি ও স্বদেশবাসীকে দেশ প্রেমে উজ্জীবিত করে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য ব্রতী হওয়ার অনুপ্রেরণা দিয়েছেন।

কবি বলেন :- ২২

لا تلم كفى إذا السيف نبا # صح منى العزم والدهر أبى

أنا لولا أن من أمتى # خاذلا ما بت أشكو النوبا

أمة قد فت فى ساعدها # بغضها الأهل وحب الغربا

تعشق الألقاب فى غير العلا # وتفدى بالنفوس الرتبا

لا تبالى لعب القوم بها # أم بها صرف الليالى لعبا

ليتها تسمع منى قصة # ذات شجو وحديثا عجبا

كنت أهوى فى زمانى غادة # وهب الله لها ما وهبا

ذات وجه مزج الحسن به # صفرة تنسى اليهود الذهبا

حملت لى ذات يوم نبأ # لا رعاك الله يا ذاك النبا

ثم قالت لى بثغر باسم # نظم الدر به والحببا

نبئونى برحيل عاجل # لا أرى لى بعده منقلبا

دعانى موطنى أن أغتدى # علنى أقضى له ما وجبا

نذبح الدب ونفرى جلده # أيظن الدب ألا يغلبا

أنا يابانية لا أنثنى # عن مرادى أو أذوق العطبا

أخدم الجرحى وأقضى حقهم # وأواسى فى الوغى من نكبا

Dhaka University Institutional Repository

هكذا الميكاد قد علمنا # أن نرى الأوطان أما وأبا

আমার দৃঢ় সংকল্প থাকা সত্ত্বেও যদি তরবারী না কাটে, তবে ভাগ্য বিপর্যয় মনে করে তরবারী ধারককে দোষারোপ করে লাভ নেই। লাঞ্ছিত গঞ্জিত জাতির দুর্ভাগ্য না হলে আপতিত বিপদের জন্য অভিযোগ করতাম না। পারস্পরিক কলহ বিদ্বেষ এবং বিদেশী প্রীতির দরুন আমার জাতির শক্তি সামর্থ দুর্বল হয়ে পড়েছে। তাই তারা তুচ্ছ কাজে খ্যাতি লাভের জন্য আগ্রহী এবং বিভিন্ন পদমর্যাদা অর্জনের জন্য ত্যাগ স্বীকার করছে। কোন জাতি কিংবা কালচক্র তাদেরকে ক্রীড়নকে পরিণত করল কিনা, সে দিকে তারা মোটেই ভ্রুক্ষেপ করেনা। আমার জাতি যদি আমার নিকট একটি মর্ম পীড়াদায়ক ও বিস্ময়কর ঘটনা শোনত। আমি এক অতীব সুন্দরী যুবতীকে ভালবাসতাম। সে একদিন আমাকে জানাল যে, তার জাতি তাকে যথাশীঘ্র যুদ্ধে গমনের আহ্বান জানিয়েছে। দেশের প্রতি কর্তব্য সম্পাদনের জন্য তার দেশ তাকে ডাক দিয়েছে। শ্বেতাঙ্গ রুশ ভল্লুকদের হত্যা করে তাদের চামড়া খসাতে হবে। শ্বেতাঙ্গ ভল্লুক কি পরাস্ত হবে না বলে ধারণা করেছে? সেই জাপানী কুমারী আমৃত্যু নিজের সংকল্পে অটল থাকার অঙ্গীকার ঘোষণা করল। যুদ্ধ ক্ষেত্রে সে আহতদের সেবা শুশ্রুষা করবে, ভাগ্যাহতদের প্রতি সমবেদনা জানাবে। এভাবে তাদের রাজা 'মিকাদ' তাদেরকে শিক্ষাদান করেছেন নিজের দেশকে পিতা মাতা তুল্য ভালোবাসতে হবে।

কবি হাফিয ইবরাহীমের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সচেতনতার অন্যতম নির্দশন حرب طرابلس 'ত্রিপলীযুদ্ধ" শীর্ষক কবিতা। ত্রিপলীতে ইটালীর সাম্রাজ্যবাদী লিপ্সা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে পরিচালিত আগ্রাসনের নিন্দাজ্ঞাপন করে কবিতাটি রচিত। এ কবিতায় ১৯১২ খৃ. ইটালী কর্তৃক ত্রিপলীতে আগ্রাসন পরিচালনার প্রেক্ষিতে হাফিয কবিতা রচনা করেন। যুদ্ধে নারী-বৃদ্ধ-শিশু-যুবক সবাইকে নির্বিচারে গণহত্যা করে, ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে দিয়ে, অকথ্য জুলম নির্যাতন করা হয়। কবি হাফিয এসব অমানবিক নির্যাতনের বর্ণনা দান করে প্রাচ্যবাসীদেরকে হৃতমনোবল না হয়ে অতীব সাহসিকতার সাথে মোকাবেলার আহ্বান জানিয়েছেন।

কবি বলেন :–[২৩]

١- طمع ألقى عن الغرب اللثاما # فاستفق يا شرق واحذر أن تناما

٢- واحملى أيتها الشمس الى # كل من يسكن فى الشرق السلاما

٣- واشهدي فى يوم التنادى أننا # فى سبيل الحق قد متنا كراما

٤- مادت الأرض بنا حين انتشت # من دم القتلى حلالا وحراما

٥- عجز الطليان عن أبطالنا # فأعلوا من ذرارينا الحساما

٦- كبلوهم ، قتلوهم ، مثلوا # بذوات الخدر ، طاحوا باليتامى

٧- ذبحوا الأشياخ والزمنى # ولم يرحموا طفلا ولم يبقوا غلاما

٨- أحرقواالدور، واستحلواكل ما# حرمت (لاهاى) فى العهد احتراما

٩- أ بهذا جاءهم إنجيلهم # آمرا يلقى على الأرض سلاما

Dhaka University Institutional Repository

١٠- تلك عقبى أمة غادرة # تنكث العهد ولا ترعى الذماما

١١- فاطمئنى أمم الشرق ولا # تقنطى اليوم فان الجد قاما

প্রাচ্যকে বিভক্ত করণে পাশ্চাত্যের গোপন লালসা উন্মোচিত হয়ে পড়েছে; তাই হে প্রাচ্য, সচেতন হও আর অলস নিদ্রায় কাটিও না। হে সূর্য, প্রাচ্য জগতের সকল অধিবাসীর নিকট শান্তির বার্তা বয়ে নিয়ে যাও। কিয়ামতের দিন সাক্ষী থেকো যে, আমরা সত্য-ন্যায়ের পথে রয়েছি এবং সম্মানজনক মৃত্যুবরণ করেছি। বৈধ-অবৈধ নিহতদের রক্তে সিক্ত উন্মত্ত পৃথিবী অস্থিতিশীল হয়ে উঠেছে। ইটালীয়রা আমাদের বীরদেরকে পদাবনত করতে ব্যর্থ হয়ে আমাদের শিশু সন্তানদের রক্তে তাদের তরবারীকে সিক্ত করেছে। তাদেরকে শৃঙ্খলিত করেছে, কাউকে হত্যা করেছে, পর্দানশীন মহিলাদের মানহানি করেছে এবং অনাথ শিশুদের ধ্বংস করেছে, বৃদ্ধ, পঙ্গু-বিকলাঙ্গদেরকে হত্যা করেছে। শিশুদের প্রতি কোন করুণা করেনি, কিশোর তরুণদেরকেও তারা ছাড়েনি। ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে এবং ১৮৯৯ খৃ. সনের যুদ্ধ নিরস্ত্রীকরণ 'লাহাই চুক্তি' লঙ্ঘন করেছে। এই পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের জন্য তাদের ধর্মগ্রন্থ 'ইঞ্জিল' কি এরূপ আদেশ দিয়েছে? এ জাতি সীমাতিক্রমকারী বিদ্রোহী, বিশ্বাসঘাতক, অঙ্গীকার ভঙ্গকারী। ওহে প্রাচ্যের জাতিবর্গ! শান্ত থাকো, নিরাশ হয়োনা; ভাগ্য অতিসত্বর সুপ্রসন্ন হবে।

উপনিবেশবাদী ইংরেজদের উদ্দেশ্যে **إلى الانجليز** কবিতায় কবি লিখেন :-[২৪]

حولوا النيل واحجبوا الضوء عنا # واطمسوا النجم واحرمونا النسيما

واملئوا البحر إن أردتم سفينا # واملئوا الجو إن أردتم رجوما

وأقيموا للعسف فى كل شبر # كنستبلا بالسوط يفرى الأديما

إننا لن نحول عن عهد مصر # أو ترون فى الترب عظما رميما

عاصف صان ملككم وحماكم # وكفاكم بالأمس خطبا جسيما

غال أرمادة العدو ففزتم # وبلغكم فى الشرق شأوا عظيما

فعدلتم هنيهة وبغيتم # وتركتم فى النيل عهدا ذميما

فشهدنا ظلما يقال له العد # ل وودا يسقى الحميم الحميما

فاتقوا غضبة العواصف إنى # قد رأيت المصير أمسى وخيما

আপনারা প্রচন্ড প্রতাপে নীলের প্রবাহকে ঘুরিয়ে দিন, সূর্যের রশ্মিকে আমাদের থেকে প্রতিহত করুন, নক্ষত্ররাজিকে নিশ্চিহ্ন করে দিন, প্রভাত সমীরণ থেকে আমাদেরকে বঞ্চিত করুন। রণতরী দিয়ে সমুদ্র পরিপূর্ণ করে দিন এবং বিক্ষিপ্ত গোলা দিয়ে মহাশূন্য ভরে তুলুন। প্রতিটি অঞ্চলে অন্যায় অনাচারের জন্য বেত্রদন্ডসহ কনস্টেবল মোতায়েন করুন। মাটিতে আমাদের হাড় ক্ষয়প্রাপ্ত না হওয়াবধি আমরা মিশরের অঙ্গীকার থেকে বিচ্যুত হবো না। ঘূর্ণিঝড় আপনাদের দেশকে ও আপনাদেরকে হেফাজত করেছে এবং মহাবিপদ থেকে আপনাদেরকে রক্ষা করেছে এবং আপনাদের শত্রু পক্ষের স্পেনীয় রণতরীকে ধ্বংস করে দিয়েছে (যা ১৬শ

Dhaka University Institutional Repository

শতাব্দীতে বৃটিশ রণতরীকে আক্রমন করতে প্রেরিত হয়েছিল), ফলে বৃটিশরা প্রাচ্যে বিশাল উপনিবেশ কায়েম করতে সক্ষম হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশদের নিপীড়ন, নির্যাতন, শাসন-শোষণের কথা দ্ব্যর্থহীনভাবে বর্ণনা করেছেন কবি হাফিয। হাফিয শত নিপীড়ন-নির্যাতনের মুখে মিস্বরবাসীর জাতীয় স্বার্থরক্ষায় অবিচল থাকার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন।

شكوى مصر من الاحتلال (উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে মিস্বরের প্রতিবাদ) শীর্ষক কবিতায় ইংরেজদের নির্যাতন নিপীড়নের বর্ণনা করেছেন :–[২৫]

لقد كان فينا الظلم فوضى فهذبت # حواشيه حتى بات ظلما منظما

تمن علينا اليوم أن أخصب الثرى # وأن أصبح المصرى حرا منعما

أعد عهد اسماعيل جلدا وسخرة # فإنى رأيت المن أنكى وآلما

عملتم على عز الجماد وذلنا # فأغليتم طينا وأرخصتم دما

আমাদের উপর নিপীড়ন ছিল নৈরাজ্যপূর্ণ; এখন উহাকে সংশোধন (সংস্কার) করে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। মিস্বরস্থ বৃটিশ গবর্ণর মিস্বরীয়দের উপর অনুগ্রহ দেখাচ্ছে যে, মিস্বর সুজলা সুফলা হয়েছে এবং মিস্বরীয়রা সুখী ও স্বাধীন হয়েছে। বৃটিশরা দাবী করে-তাদের উপনিবেশ আমলে মিস্বরীয়রা উপনিবেশপূর্ব যে কোন সময়ের চাইতে সুখী ও স্বাধীন; খেদিব ইসমাঈলের আমলে মিস্বরীয়দেরকে অধীনস্থ করে বেত্রাঘাত করা হতো। কবি হাফিয খেদিব ইসমাঈলের শাসনকালের প্রত্যাবর্তন কামনা করেছেন। ইংরেজদের এই অনুগ্রহ প্রদর্শন অতীব শাস্তি ও যন্ত্রনাদায়ক। ইংরেজরা নিষ্প্রাণ, স্থবিরদেরকে সম্মান দানে এবং মিস্বরীয়দেরকে অপমানিত করণে প্রত্যক্ষ ভূমিকা নিয়েছে; ফলে ভূমিকে মহার্ঘ করে রক্তকে সস্তা করেছে।

দিন্‌শ্‌ওয়াই হত্যাকান্ডের পর লর্ড ক্রোমারের বিদায় **(وداع اللورد كرومر)** উপলক্ষে ১৯০৭ সনে কবি হাফিয লিখেন:–[২৬] । লর্ডক্রোমার ২৪ বছর মিস্বরের গবর্ণর ছিলেন।

ولولا أسى فى دنشواى ولوعة # وفاجعة أدمت قلوبا وأكبدا

ورميك شعبا بالتعصب غافلا # وتصويرك الشرقى غرا مجردا

لذبنا أسى يوم الوداع لأننا # نرى فيك ذاك المصلح المتوددا

وإنك أخصبت البلاد تعمدا # وأجدبت فى مصر العقول تعمدا

قضيت على أم اللغات وإنه # قضاء علينا أو سبيل الى الردى

...... قد أزريت بالعلم والحجا # ولم تبق للتعليم(يالُردُ) معهدا

غمزت بها دين النبى وإننا # لنغضب إن أغضبت فى القبر (أحمدا)

يناديك وليت الوزارة هيئة # من الصم لم تسمع لأصواتنا صدى

Dhaka University Institutional Repository

দিন্‌শওয়াইর দুঃখ, যন্ত্রনা, নির্যাতন যদি মিশ্বরবাসীর অন্তকরণকে রক্তাক্ত না করতো এবং মিস্বরবাসীকে সাম্প্রদায়িক অদূরদর্শী,পশ্চাদপদ (Backward) জাতিরূপে আপনি অভিযুক্ত না করতেন, তাহলে আপনার বিদায় দিবসে আমরা আপনার প্রতি সমবেদনায় বিগলিত হতাম। আপনি উদ্দেশ্যমূলক ভাবে মিস্বরকে বৈষয়িক দিক দিয়ে প্রাচুর্যময় করেছেন এবং মিস্বরে বিবেক বুদ্ধির অনুর্বরতা সৃষ্টি করেছেন। সকল ভাষার আদিভাষা আরবীকে ধ্বংস করেছেন। উহা আমাদের জন্য মৃত্যু বা ধ্বংস সমতুল্য।

হে লর্ড! বিদ্যা বুদ্ধিকে ধুলিস্যাত করেছেন এবং কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অক্ষুণ্ণ রাখেননি। নবী মুহাম্মদের দ্বীনকে কটাক্ষ করেছেন; কবরস্থ নবী আহমদ (সাঃ) কে রাগান্বিত করালে আমরাও ক্ষিপ্ত হই। আপনি এমনসব বধির ব্যক্তি দ্বারা মন্ত্রীসভা গঠন করেছেন, যারা আমাদের দাবীদাওয়ার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেনা।

লর্ড ক্রোমারের স্থলে 'স্যার গুরস্ত' (১৮৬১-১৯১১) মিস্বরের গভর্নর নিযুক্ত হলে কবি হাফিয তাকে স্বাগত জানিয়ে কবিতা লিখেন, যাতে মিস্বরবাসীর আশা আকাঙ্খা, দুঃখ দুর্দশার কথা ব্যক্ত করেছেন। জাতির আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ গ্রহণ করেছেন :–[২৭]

.... نطالبكم بحق # أضر بأهله نقض العهود

رمانا صاحب التقرير ظلما # بكفران العوارف والكنود

وأقسم لا يجيب لنا نداء # ولو جئنا بقرآن مجيد

وبشر أهل مصر باحتلال # يدوم عليهم أبد الأبيد

قتيل الشمس أورثنا حياة # وأيقظ هاجع القوم الرقود

وول أمورنا الأخيار منا # نثب بهم الى الشأو البعيد

وأسعدنا بجامعة وشيد # لنا من مجد دولتك المشيد

وفرج أزمة الأموال عنا # بما أوتيت من رأى سديد

تدارك أمة بالشرق أمست # على الأيام عاثرة الجدود

অঙ্গীকার ভঙ্গের দরুন ক্ষতিগ্রস্ত অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবী আমরা জানাচ্ছি। লর্ড ক্রোমার তার প্রতিবেদনে মিস্বরবাসীকে অকৃতজ্ঞ হঠকারীরূপে চিত্রিত করেছেন, আমাদের যাবতীয় দাবী দাওয়ার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেননি। মিস্বরে দীর্ঘকাল উপনিবেশ স্থায়ী থাকবে এই ঘোষণা দিয়েছিলেন ক্রোমার। দিন্‌শওয়াইর সুর্যোত্তাপে নিহতরা আমাদেরকে জীবনদান করেছে এবং ঘুমন্ত জাতিকে জাগ্রত করেছে। মিস্বরবাসীদের আত্মা এক আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নিকট অবনত হবার লাঞ্ছনাকে প্রত্যাখ্যান করছে। যোগ্য সৎলোকদের উপর আমাদের দায়িত্ব অর্পণ করুন, যাতে আমরা তাদের সহায়তায় ব্যাপক উন্নতি লাভ করতে পারি। আপনার সঠিক প্রজ্ঞাবলে আমাদের অর্থনৈতিক দৈন্য দূর করুন। প্রাচ্যের এই ভাগ্যাহত জাতির যথাযথ তদারকী করুন।

Dhaka University Institutional Repository

হাফিযের রাজনৈতিক কবিতাগুলি বিরাজমান বিভিন্ন সমস্যাকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রভাব বিস্তার করতে সহায়ক হয়েছে।

মিস্বরে তুর্কী 'উছমানী খিলাফতের পক্ষ থেকে নিযুক্ত গবর্নর মুহাম্মদ আলী পাশা (১৭৬৯-১৮৪৯) ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে 'আলী বংশীয় শাসন কায়েম করেন। তুরস্কে 'উছমানী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন 'উছমান বিন আরত্বাগুল (৬৫৬/১২৫৮-৭২৬/১৩২৪ খৃ.)। তিনি ৬৯৯ হিজরীতে তুর্কী সুলত্বানাত প্রতিষ্ঠা করেন। তুর্কী 'উছমানী সুলত্বানাতের পক্ষ থেকে নিযুক্ত গবর্নর মুহাম্মদ আলী ১৮০৫ খৃ মিস্বরে আলভী বংশীয় শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। তার পরে আরও নয় জন শাসক মিস্বর শাসন করেন। তারা হচ্ছেন যথাক্রমে ইবরাহীম, আব্বাস ১ম, মোঃ সাঈদ পাশা, খেদিব তওফীক, খেদিব আব্বাস হিলমী, সুলতান হোসাইন কামিল, বাদশাহ আহমদ ফুয়াদ এবং ফারুক (১৯৩৬-১৯৫২)। কবি হাফিয ইবরাহীম বিভিন্ন সময়ে 'আলভী' বংশের এবং 'উছমানী বংশের বিভিন্ন শাসকদের গুণকীর্তন করে কবিতা রচনা করেছেন। অনুরূপ ভাবে আলী বংশের প্রতিষ্ঠা উৎসব উপলক্ষে, 'উছমানী নৌবহর, 'উছমানী বৈমানিক ইত্যাদিকে স্বাগতম জানিয়ে কবিতা লিখেছেন, এ কবিতা গুলো রাজনৈতিক কবিতার অন্তর্গত বলে গণ্য করা হয়। নিম্নে এ জাতীয় কবিতা সম্পর্কে আলোচনা করা হল:-

عـيـد تأسيس الدولة العلية শীর্ষক কবিতায় ১৯০৬ খৃ: ২৬ জানুয়ারী আলী বংশীয় শাসন প্রতিষ্ঠা উৎসব উদযাপন উপলক্ষে কায়রো ইন্টার কন্টিনেন্টাল হোটেলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে কবি হাফিয আবৃত্তি করেন :- [২৮]

١- لقد مكن الرحمن فى الأرض دولة # لعثمان لا تعفو ولا تتشعب

٢- وقام رجال بالامامه بعده # فزادوا على ذاك البناء وطنبوا

٣- و ردواعلى الاسلام عهد شبابه # ومد وا له جاها يُزجّى ويرهب

٤- أسُود على البسفور تحمى عر ينها # وترعى نيام الشرق والغرب يرقب

٥- لها وثبات تحت ظل هلالها # كما مرَّ سهم أو كماانقض كوكب

٦- اذا هزهاذاك الهلال لحادث # رأيت قضاء الله يمشى ويركب

٧- اذاضاءت الأحساب يوماالمعرق # فعثمان خير الفاتحين لهم أب

٨- وان تاه با لأبناء والبأس والدٌ # فآولى الورى بالتيه ذاك المعصب

٩- فهذا سليمان وقانون عدله # على صفحات الدهربالتبريكتب

١١ - هنافاغفضوا الأبصار-عرش محمد # هنا الفاتح الكمى المدرب

١٢-وماكان من (عبد المجيد) اذا احتمى # بأكنافه (كوشوط) والخطب غيهب

١٣- فكم طلبوامنهم أمانافأمنوا # وامسى لهم فى الشرق مسرى ومشرب

١٤- فكان أمان القوم والشرق مشرق # فاضحى امتيازالقوم والشرق مغرب

Dhaka University Institutional Repository

١٥-يقولون :فى هذى الربوع تعصب # وأى مكان ليس فيه تعصب

١٦- فياشرق إن الغرب إن لان أو قسا # ففيه من الصهباء طبع مذوب

١٧- وياغرب ان الدهر يطفو بأهله # ويطويه تيار القضاء فيرسب

কবি হাফিয 'উছমানী সুলত্বানাতের প্রতিষ্ঠাতা 'উছমানের শুভ কামনা করে বলেন যে, তার প্রতিষ্ঠিত সুলত্বানাত দীর্ঘস্থায়ী ও অবিচ্ছিন্ন হোক। তাঁর পরে বিভিন্ন 'উছমানী শাসক ইসলামী ঐতিহ্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত ও সম্প্রসারিত করেছেন। জলে-স্থলে অভিযান পরিচালনা করে বিভিন্ন অঞ্চল জয় করেছেন। চাঁদ-তারা খচিত পতাকার মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তারা সত্যিই এক গর্বিত পিতার যোগ্য বংশধর। 'উছমান বংশীয় বিভিন্ন সুলত্বান মুহাম্মদ আল ফাতিহ (৮৩৩-৮৮৬ হিঃ), কনষ্টানিনোপল বিজয়ী বীরযোদ্ধা এবং সোলায়মান আলক্বানুনী (৯০০-৯৭৪ হিঃ) সর্বপ্রথম সংবিধান প্রণেতার যুগ ইতিহাসে 'সোনালী যুগ' নামে খ্যাত। এদের কৃতিত্বের কথা কবি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেছেন। অনুরূপভাবে সুলত্বান 'আব্দুল মজিদ (১২৩৭-১২৭৭ হিঃ) এর বীরত্বপূর্ণ প্রশাসনিক দক্ষতার কথা ব্যক্ত করেছেন। সুলতান 'আব্দুল মজিদের আমলে ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে অষ্ট্রিয়া ও রাশিয়া কর্তৃক নির্যাতিত পোল্যান্ডের একদল মযলুম সুলত্বানের নিকট আশ্রয় লাভ করে। উক্তদলে হাঙ্গেরী স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতা 'কুসুত' ও ছিলেন। অস্ট্রিয়া ও রাশিয়া সুলতানের নিকট শরণার্থীদের প্রত্যার্পনের অনুরোধ জানালে সুলত্বান তা প্রত্যাখান করেন। বৃটিশ রাষ্ট্রদূত তাকে সমর্থন করেন, ফলে 'উছমানী সাম্রাজ্যের সাথে রাশিয়া ও অষ্ট্রিয়ার কুটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়। বৃটিশ ও ফরাসী নৌবহরের আগমন না হলে যুদ্ধ অবধারিত ছিল। ফরাসীরা 'উছমানী সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগ সুবিধা লাভ করে। 'উছমানী সাম্রাজ্যের দূর্বলতার সুযোগে ফরাসীরা ক্ষমতার অপব্যবহার করে নিপীড়ন শুরু করে এবং অপপ্রচার চালায় যে, এতদঞ্চলে সাম্প্রদায়িকতা প্রবল ভাবে বিরাজমান। কবি বলেন- সাম্প্রদায়িকতামুক্ত অঞ্চল বিশ্বের কোথাও নেই। কবি প্রাচ্যবাসীকে পাশ্চাত্যের মদমত্ত আচরণ সম্পর্কে সাবধান করে দিচ্ছেন এবং পাশ্চাত্যবাসীর জন্য হুশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন যে, লোকজনের প্রচেষ্টায় যুগের উন্নতি সাধিত হলেও তা বিধির বিধানের ধ্বংসের আওতা বহির্ভুত নয়।

الانقلاب العثمانى ('উছমানী বিপ্লব) শীর্ষক কবিতাটি-[২৯] তুর্কী 'উছমানী সাম্রাজ্যের ৩৪তম সুলত্বান আব্দুল হামীদের (১৮৪২-১৯১৮) ১৯০৯ খৃঃ সিংহাসনচ্যুতি এবং ৫ম মুহাম্মদ তাঁর স্থলাভিষিক্ত হওয়া উপলক্ষে রচনা করেন। সুলত্বান 'আব্দুল হামীদ তুর্কীদের জাতীয়তাবাদী স্বাধিকার আন্দোলন নস্যাত করার জন্য, প্রতিহত করার জন্য উক্ত আন্দোলনের নেতৃ-কর্মীদের উপর অমানুষিক নির্যাতন নিপীড়ন চালান, অনেক রক্তপাত ঘটান, ফলে তিনি ইতিহাসে سلطان أحمر নামে খ্যাত । তিনি ১৮৭৬ খৃ. ক্ষমতারোহন করেন। ১৯০৯ খৃ. এপ্রিলে জনগণ শওকত, নিয়াবী এবং আনোয়ার পাশা- তিন বীর সেনানীর নেতৃত্বে সংগঠিত হয়ে বিপ্লব করে 'আব্দুল হামীদকে ক্ষমতাচ্যুত করে ম্যাকদুনিয়ার (মেসিডোনার) অর্ন্তগত 'স্যালূনিকা, শহরে বন্দী করে রাখে। আব্দুল হামীদ এক তৃতীয়াংশ শতাব্দী কাল রাজ্য শাসন করেন, বেশকিছু জনহিতকর কাজ (যেমন- হেজায-সিরিয়া রেল লাইন স্থাপন ইত্যাদি) সম্পাদন করেন; একজন সম্ভ্রান্ত বংশীয় হওয়া সত্বেও স্বীয়

Dhaka University Institutional Repository

কর্মদোষে শোচনীয় পণিনতির সন্মুখীন হতে হয়। বিপুল ধন, জন, অর্থ, অস্ত্রবল কিছুই তাকে রক্ষা করতে পারেনি। গণবিপ্লবের মুখে পদচ্যুত হন। কবি হাফিয এতে আনন্দ প্রকাশ না করে প্রতিটি দেশ ও কালের শাসকদেরকে এ থেকে শিক্ষা গ্রহণের আহবান জানান। কবি বলেন :- [২৯]

١- لارعى الله عـهـدها من جدود # كيف أمسيت يابن عبد الحميد ؟

٢- مشبع الحوت من لحم البرايا # ومجيع الجنود تحت البنود

٣- كنت أبكى بالأمس منك فمالى # بت أبكى عليك عبد الحميد ؟

٤- فرح المسلمون قبل النصارى # قبل الدروز قبل اليهود

٥- شمتوا كلهم وليس من الهمة # أن يشمت الورى فى طريد

٦- خالد أنت رغم أنف الليالى # فى كبار الرجال أهل الخلود

٧- لك فى الدهروالكمال مُحال # صفحات ما بين بيض وسود

٨-حاولواطمس ماصنعت، وودوا # لو يطيقون طمس خط الحديد

٩- ذاك عبدالحميد ذخرك عند الله # باق ءان ضاع عند العبيد

١٠-أكرموه وراقبوا الله فى الشيخ # ولا تـرهقوه بالتهديد

١١-كلما قامت الصلاة دعى الدا # عى لعبد الحميد بالتابيد

١٢- فاسم هذا الاسير قد كان مقرو # نا بذكر الرسول والتوحيد

١٣- كان عبد الحميد با لأمس فردا # فغدا اليوم ألف عبد الحميد

١٤- طاطنى للجلال ياأمم الأر # ض سجوداً، هذا مقام السجود

কবি হাফিয বলেন- সুলত্বান 'আব্দুল হামীদের শোচনীয় পরিণতির কথা যেন ইতিহাসে সংরক্ষিত না হয়; তিনি বিরুদ্ধবাদীদেরকে বসফোর প্রণালীতে ডুবিয়ে মেরেছেন, নিগৃহীত জনতার মাংসে জলের মৎস্যরাজিকে পরিতৃপ্ত করেছেন । সেনা বাহিনীকে দুর্ভোগে রেখেছেন । তার এই শোচনীয় পরিণতিতে ইয়াহুদী, নাস্বারা, দ্রুঝ সম্প্রদায়ের চাইতে মুসলমানরাই অধিক আনন্দিত। সবাই তার প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষ ভাব পোষণ করছে। কালের দুর্বিপাক সত্ত্বেও আব্দুল হামীদ স্মরণীয় বরণীয় ব্যক্তিদের অন্যতম। তার আমলের বিভিন্ন কীর্তি ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকবে। তার প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণকারীরা তার যাবতীয় কীর্তি নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে, এমনকি মদীনা-দামেশ্ক রেললাইন পর্যন্ত নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে চায়। 'আব্দুল হামীদের অবদানের প্রতিদান মানুষের নিকট পাওয়া না গেলেও সর্ব শক্তিমান আল্লাহর নিকট পাওয়া যাবে। এই বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিকে নিপীড়ন না করে তাঁরপ্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করার আহবান জানান কবি। এই রাজবন্দীর নাম অতীতদিনে জুম'আর খুত্বায় আল্লাহর রাসূলের নামের সাথে সংযুক্ত করে তারজন্য দোয়া প্রার্থনা করা হতো। বিগত দিনে আব্দুল হামীদ একা স্বৈরাচারী হলেও বর্তমানে হাজার হাজার স্বৈরাচারী শাসকের উদ্ভব হয়েছে। তাই কবি বিশ্বের জাতিবর্গকে 'আব্দুল হামীদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকার আহবান জানিয়েছেন।

عيد الدستـــور العثمانى ('উছমানী সংবিধান) উপলক্ষে [৩০] রচিত কবিতায় কবি হাফিয সুলত্বান 'আব্দুল হামীদের পতনের পর সুলতান মুহাম্মদ রাশাদ - ৫ম তার স্থলা ভিষিক্ত হন। জাতি ধর্ম বর্ণ-নির্বিশেষে সর্বস্তরের জনতা ঐক্যবদ্ধ হয়ে তাকে বরণ করে। তাই তারা আল্লাহর করুণা লাভের যোগ্য। আব্দুল হামীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত গণ আন্দোলনে শওকত, নিয়াষী ও আনোয়ার - এই তিন বীর সেনানীর প্রত্যক্ষ ভূমিকাকে কবি স্বাগত জানিয়েছেন। 'আব্দুল হামীদের প্রভাব প্রতিপত্তি, কৌশল তার কোন উপকারে আসেনি। স্বৈরাচারের যুগ নিঃশেষ হয়েছে। প্রাচ্য-প্রতীচ্যে আনন্দোল্লাস চলছে। কবির কবিতায় :-

١- رعى الله شعبا جمع العدل شمله # تمت على عهدالرشاد رغائبه

٢- تحالف فى ظل الهلال إمامه # وحاخامه بعد الخلاف وراهبه

٣- فمن يطلب الدستوربالسوءبعدما # حمته يدالفاروق فالله طالبه

٤- اذا شوكت الفاروق قام مناديا # الى الحق لبّاه نيازى وصاحبه

٥- ثلاثة أساد يجانبهاالردى # وان هى لاقاها الردى لاتجانبه

٦- لم يغن عن عبد الحميد دهاؤه # ولا عصمت عبدالحميد تجاربه

٧- مضى عهد الاستبداد اندك صرحه # وولت أفاعيه وماتت عقاربه

٨- يناديه صوت الحق : ذق ماأذ قتهم # فكل امرئ رهن بما هو كاسبه

تحية الأسطول العثمانى শীর্ষক কবিতায়-[৩১] কবি হাফিয 'উছমানী নৌবহরকে স্বাগতম জানিয়েছেন। নৌবহর শক্তি সার্বভৌমত্বের প্রতীক এবং মুসলমানদের মানমর্যাদা ও শৌর্যবীর্যের মহড়া প্রদর্শন। কবিতাটিতে কবির প্রবল ইসলামী অনুভূতি সুস্পষ্টভাবে প্রকটিত হয়ে উঠেছে। কবি মুসলমানদের শাসক খলীফাকে দূরদর্শিতা, দৃঢ়তা, ন্যায়পরায়নতা ও পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে শাসন কার্য পরিচালনা করতে এবং দীন ও রাষ্ট্রের হেফাযতের জন্য শক্তিশালী সেনাবাহিনী গঠন করার আহবান জানিয়েছেন।

١- أيها القائم بالأمر لقد # قمت فى الناس فأحسنت القياما

٢- وابعث الأسطول ترمى دونه # قوة الله وراءً وأماما

٣- يكلأ الشرق ويرعى بقعة # رفع الله بها البيت الحراما

٤- حى ياسمشرق أسطول الألى # ضربوا الدهر بسوط فاستقاما

٥- ملكوا البر فلما لم يسع # مجدهم نالوا من البحر المراما

٦-سابق الغربى واسبق واعتصم # بالمروءات وبالبأس اعتصاما

٧- جانب الأطماع وانهج نهجه # واجعل الرحمة والتقوى لزاما

٨- قوة الرحمن زيد بنا قوىً # أفيضى فى بنى الشرق الوئاما

٩- أفرغى من كل صدر حقده # املأ التاريخ والدنيا كلاما

Dhaka University Institutional Repository

١٠- أسأل الله الذى ألهمنا # خدمة الأوطان شيخا وغلاما
١١- أن أرى فى البحر والبر لنا # فى الوغى أنداد طوجو وأياما

استقبال الطيار العثمانى উছমানী বৈমানিক ফতহী বেগকে স্বাগতম জানিয়ে ১৯১৪ খৃ. সনে কবিতাটি রচনা করেন হাফিয। বিমান উড্ডয়ন মহড়াকালে দূর্ঘটনায় উক্ত বৈমানিক মারা যান। কবি বলেন:-[৩২]

١- أهلا بأول مسلم # فى المشرقين علا وطار
٢- النيل والبسفور فيك # تجاذبا ذيل الفخار
٣- يوم امتطيت براقك # الميمون واجتزت القفار
٤- مثل الشهاب انقض فى # آثار عفريت وثار
٥- أبلغت تسبيح الملا # ئك أودنيت من السرار
٦- أم خفت تلك الراصدا # ت هناك من شهب ونار
٧- أرأيت سكان النجوم # وأنت فى ذاك الجوار
٨- أهناك يستعدى الضـ # ـعيف على القوى فلا يجار
٩- ما لابن أدم زاد فى # غلوائه فطغى وجار
١٠- هم ينبئونك أن # كل الكائنات الى بوار

কবি হাফিয প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সর্বপ্রথম মুসলিম বৈমানিককে স্বাগতম জানিয়েছেন। মিস্বর এবং বসফোর (তুরক) তার গৌরবে গর্বিত । সূরা'জিনে'বর্ণিত অদৃশ্য আকাশ জগতের গোপনতথ্য পাচারের উদ্দেশ্যে তৎপর জিনদের প্রতি নিক্ষিপ্ত উল্কার ন্যায় বোরাক সদৃশ বিমানে মহাশূন্যে গমন করেন। বৈমানিক স্বীয় বিমানে সদাসর্বদা আল্লাহর গুণকীর্তনরত ফেরেশ্‌তা-জগতে পৌঁছে তাদের গোপন মোনাজাত শুনতে পেরেছেন কিনা ? কিংবা তথ্যপাচারকারী জিনদের প্রতি নিক্ষিপ্ত আগ্নেয়গোলায় ভীত সন্ত্রস্থ হয়েছেন কিনা জানতে চেয়েছেন ? নক্ষত্র জগতের অধিবাসীদের সাথে তার সাক্ষাত কথাবার্তা হয়েছে কিনা ? সেখানে দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার আছে কিনা ? সে সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন। এই ভূমন্ডলে মানব সন্তান কামনা-বাসনায় মোহান্ধ হয়ে নির্যাতন চালায়। নক্ষত্র জগতের তারকারাজি বৈমানিককে অবহিত করেছে যে, সমগ্র সৃষ্টিজগত ধ্বংসশীল।

বিশ্বরাজনীতি সম্পর্কিত কবিতার অন্যতম—মরক্কোর ভোগ-বিলাসী, অলস বাদশাহ সুলত্বান 'আব্দুল 'আযীয বিন সুলত্বান হাসান (১৮৯২-১৯০৮ পর্যন্ত মরক্কোর বাদশাহ ছিলেন) কে তিরস্কার করে কবি হাফিয কবিতা লিখেন :-[৩৩]

عبد العزيز لقد ذكرّتنا أمما # كانت جوارك فى لهو وفى طرب

Dhaka University Institutional Repository

ذكرتنا يوم ضاعت أرض أندلس # الحرب فى الباب والسلطان فى اللعب
فاحذر على التخت أن يسرى الخراب له # فتخت سلطانة أعدى من الجرب

ভোগ বিলাসে মত্ত সুলত্বান 'আব্দুল 'আঝীঝ আমোদ প্রমোদ, স্ফুর্তিতে বিভোর লয়প্রাপ্ত অতীত জাতি সমূহের স্মৃতি জাগ্রত করেছেন। স্পেন ধ্বংসের দিন স্পেনের রাজা ছিলেন ভোগবিলাসে বিভোর, সেইরূপ ইন্দ্রিয়তৃপ্তিতে ব্যস্ত সুলত্বান আব্দুল 'আঝীঝকে তার সিংহাসন ধ্বংস হওয়া থেকে সতর্ক করে দেন।

সূদানে বৃটিশ উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার সমালোচনা করে কবি হাফিয রচনা করেন-

العلمان المصرى والانجليزى فى الخرطوم কবিতা।[৩৪]

সূদান বৃটিশ পতাকাধীনে আসা মিস্বরে বৃটিশ শাসন সুদৃঢ় হবার পূর্বাভাস। মিস্বর, সূদান ও ভারতবর্ষে বৃটিশ উপনিবেশ পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত স্থায়ী হয়ে আছে। কবি বলেন :-

فمامصركالسودان لقمةجائع # ولكنهما مرهونة لأوان
أرى مصروالسودان والهند واحداً # بها اللرد والفيكنت يستبقان
وأكبرظني أن يوم جلائهم # ويوم نشور الخلق مقترنان

হাফিযের রাজনৈতিক কবিতার অন্তর্গত কবিতা **إلى الامراطورية أوجينى** ফ্রান্স সম্রাট ৩য় নেপোলিয়নের স্ত্রী সম্রাজ্ঞী উঁচীনী (১৮২৬-১৯২০) এর উদ্দেশ্যে রচিত কবিতা। ১৮৬৯ খৃ. মিস্বরের সুয়েজখাল উদ্বোধনকালে ফ্রান্সের সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীকে স্বাগতম জানিয়ে বলেন ঃ- "এ বিশ্বে ধন-সম্পদ, সাম্রাজ্য, ঐশ্বর্য, মানুষের জীবন সবই ক্ষণস্থায়ী, নশ্বর; কাল-পরিক্রমায় সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন হয়। একমাত্র সর্ব শক্তিমান স্রষ্টা চিরস্থায়ী ও শাশ্বত। কবি বলেন :-[৩৫]

١- أين يوم القنال يا ربة التا # ج، ياشمس ذلك المهرجان
٢- أين مجرى القنال أين مميت الـ # مال،أين العزيزذوالسلطان
٣-اين ليث الجزيرة اين على # واهب الألوف مكرم الضيفان
٤- أين هارون مصرأين ابوالأشبـ # ـال رب القصور رب القيان ؟
٥- أين ذاالقصربالجزيرة تجرى # فيه أرزاقناوتحبوالأمانى
٦- وحباك الزوار بالمال يا قصـ # ـروقد كنت مصدرالاحسان
٧-إن أطافت بك الخطوب فهذى # سنة الكون من قد يم الزمان
٨- رب بان نأى ، ورب بناء # أسلمته النوى الى غير بانى
٩- تلك حال الايوان يا ربة التا # ج فما حال صاحب الايوان

Dhaka University Institutional Repository

١٠- قد طواه الردى ولوكان حيا # لمشى من ركابك الثقلان

١١- ذاك من صنعة الأنام وهذا # من صنيع المهيمن الديّان

কবি হাফিয মুকুট ধারিনী সম্রাজ্ঞীকে সুয়েজ খাল উদ্বোধন দিবসের স্মৃতি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন-সুয়েজখাল চালুকারী, প্রভাব-প্রত্তিশালী সম্রাট, অজস্র সম্পদ ব্যয়কারী ইসমাঈল আজ কোথায় ? যিনি মুহাম্মদ আলী পাশার পৌত্র, আল-জাঝিরা প্রাসাদের শার্দুল, অজস্র দানকারী, অতিথি সেবক ছিলেন, যিনি মিস্বরে খলীফা হারুন তুল্য ছিলেন। আজ সেই খেদিব ইসমাঈল বেঁচে নেই, তার রাজ প্রাসাদের গৌরব ও ঐতিহ্য ও ধুলিস্যাৎ, যেখানে সদা সর্বদা পর্যটকদের সমাগম ছিল। প্রাকৃতিক চিরাচরিত নিয়মে কালপ্রবাহ উহাকে বিলীন করে দিয়েছে। রাজ প্রাসাদের যখন এই অবস্থা, তখন প্রাসাদধিপতির অবস্থা ও সহজেই অনুমেয়। তাকে মৃত্যু ও ধ্বংস আচ্ছাদিত করেছে। উহা মানবজাতির কীর্তি আর এ হচ্ছে সর্বদ্রষ্টা আল্লাহর কাজ।

কবি হাফিয সমসাময়িক রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন বলেই বিভিন্ন অবস্থা ও পরিপ্রেক্ষিতে কবিতা লিখেছেন।

এমনি ধরনের আরেকটি কবিতা **إلى غليوم الثانى امبراطور ألمانيا** জার্মানীর সম্রাট ২য় উইলহেম (Wilhelm) এর উদ্দেশ্যে ১৯১৫ খৃ. সনে কবিতা লিখেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালে সম্রাট ফ্রান্সসহ বিভিন্নদেশের সভ্যতা-সংস্কৃতির নিদর্শনাবলী ধ্বংস করেন। কবি বলেন :-[৩৬]

١- لله آثارهناك كريمة # حسدت روائع حسنها برلين

٢- طاحت بها تلك المدافع تارة # لما أمرتَ وتارةً زبلين

٣- لم يغن عنها معبد خربته # ظلما ولم يمسك عنانك دين

٤- فعلام أرهقت الورى وأثرتها # شعواء فيها للهلاك فنون

٥- تالله لونُصرت جيوشك لانطوى # أجل السلام واقفرالمسكون

٦- أكثرت من ذكر الا له تورعا # وزعمت أنك مرسل وأمين

٧- عجبًا أتذكره وتملأ كونه # ويلا لينعم شعبك المغبون

٨- وكذلك القصاب يذكر ربه # والنصل فى عنق الذ بيح دفين

ফ্রান্সের অসংখ্য গৌরব জনক নিদর্শনাবলীর প্রতি বার্লিন ঈর্ষান্বিত হয়ে ওগুলোকে ক্ষেপণাস্ত্র এবং বোমারু বিমানদ্বারা গুড়িয়ে দিয়েছে; কোন উপাসনালয়/গীর্জা ও ধ্বংসের হাত থেকে রেহাই পায়নি এবং কোন ধর্মও তাকে রুখতে পারেনি। মানবজাতির উপর সর্বাত্মক আগ্রাসনও নিপীড়ন চালিয়েছে। উইলহেম নিজেকে খোদাভীরু এবং বিশ্বস্থ রাসূল বলে মনে করেন, অথচ বিশ্বভ্রমান্ডে ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ সংঘটিত করেন (নিজের জাতির সুখের জন্য), যদ্রুপ কসাই প্রতিপালকের নাম নিয়ে জবাই পশুর ঘাড়ে ছুরি ঢুকিয়ে দেয়।

Dhaka University Institutional Repository

এ কবিতায় জার্মান সম্রাট ২য় উইলহেম এর নিষ্ঠুর, অমানবিক হত্যাযজ্ঞের বর্ণনা দিয়ে তার প্রতি ধিক্কার দিয়েছেন কবি হাফিয। এতে কবির বিশ্ব রাজনৈতিক সচেতনতা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

আরেকটি রাজনৈতিক কবিতা - মিস্বরে নবাগত বৃটিশ গবর্ণর স্যার ম্যাকমাহুনকে স্বাগত জানিয়ে ১৯১৫ খৃ. হাফিয রচনা করেন- إلى معتمد بريطانيا فى مصر । উক্ত কবিতায় কবি গবর্ণরকে সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে মিস্বরবাসীর অন্তরে পুঞ্জীভূত সন্দেহ সংশয় বিদূরিত করে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করে জাতীয় সংস্কার ও সংশোধনের কাজে ব্রতী হবার আহবান জানিয়েছেন। ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা, দূর্বলের সহায়তা দানের জন্য অনুরোধ করেছেন। কবি বলেন:-[৩৭]

١- أى مكمهون قدمت بالـ # قصد الحميد وبالرعايه
٢- أوضح لمصر الفرق ما # بين السياده والحمايه
٣- وأزل شكوكا بالنفـ# ـوس تعلقت منذ البدايه
٤- أضحت ربوع النيل سلـ # ـطنة وقد كانت ولايه
٥- فتعهدوها بالصلا# ح وأحسنوا فيها الوصاية
٦- ونود ألا تسمعوا # فينا السعايه و الوشاية
٧- أنى حللتم فى البلا # دلكم من الاصلاح آيه
٨- وعدلتم فملكتم الد# نيا وفى العدل كفايه
٩- ان تنصروا المستضعفين # فنحن أضعفهم نكايه
١٠- أو تعملوا لصلاحنا # فتداركوه الى النهايه

হাফিযের রাজনৈতিককাব্যের অন্যতম أيا صوفيا শীর্ষক কবিতা। 'সুফিয়া' কনস্টান্টিনোপলের (ইস্তাম্বুলের) একটি বৃহত্তম মসজিদ। ১৪৫৩ খৃ. উছমানী বিজয়ের পূর্বে উহা প্রাচ্যের সর্ব প্রথম গীর্জা ছিল, উছমানীয়রা উহাকে মসজিদে রূপান্তরিত করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর মিত্রবাহিনী ইস্তাম্বুল দখলের পর 'সুফিয়া' মসজিদটি তুর্কীদের দখল থেকে ছিনিয়ে নেবার উপক্রম হলে কবি হাফিয ইসলামী অনুভূতি নিয়ে কবিতাটি রচনা করেন। কবি বলেন :-[৩৮]

١- أياصوفيا حان التفرق فاذكرى # عهود كرام فيك صلوا وسلموا
٢- اذاعدت يوما للصليب وأهله # وحلى نواحيك المسيح ومريم
٣- ودُقت نواقيس وقام مزمر # من الروم فى محرابه يترنم
٤- فلا تنكرى عهد المآذن إنه # على الله من عهد النواقيس أكرم
٥- تباركت بيت القدس جذلان آمن # ولايأمن البيت العتيق المحرم
٦- أيرضيك أن تغشى سنابك خيلهم # حماك وأن يمنى الحطيم وزمزم

Dhaka University Institutional Repository

٧- وكيف يذل المسلمون وبينهم # كتابك يتلى كل يوم ويكرم

٨- نبيك محزون وبيتك مطرق # حياء وأنصار الحقيقة نوم

٩- عصينا وخالفنا فعاقبت عادلا # وحكمت فينا اليوم من ليس يرحم

মুসলিম শাসনাধীনামলে 'সুফিয়া' মসজিদে সম্ভ্রান্ত মুসলিম শাসকরা নামাজ আদায় করেছেন। মসজিদটি পুনরায় খৃষ্টান ক্রুসেডারদের করতলগত হলে উহার অভ্যন্তরে তারা হযরত ঈসা এবং মরিয়ম (আঃ) এর ছবি স্থাপন করে উপাসনা করে শিরকের গোড়া পত্তন করবে এবং 'নাকূস' বাদ্যযন্ত্র বাজাবে এবং রোমের বংশীবাদকরা উহাতে নাচবে, গাইবে। আল্লাহর নিকট বাদ্যযন্ত্রের চাইতে "আযান" ধ্বনি অধিকতর সম্মানিত। তাই সুফিয়া মসজিদকে আযান ধ্বনি স্মরণ করার আহবান জানিয়েছেন। ফরাসীরা ইস্তাম্বুল দখল করায় তাদের আগ্রাসন বায়তুল হারাম পর্যন্ত সম্প্রসারিত হবার আশংকা দেখা দিয়েছে। খৃষ্টানদের বায়তুল মোকাদ্দাস আজ উল্লসিত ও নিরাপদ; কিন্তু বায়তুল হারাম (কা'বা শরীফ), হাত্বীম এবং 'যমযম' ইত্যাদি পবিত্রস্থান নিরাপদ নয়। কবি বিস্ময় প্রকাশ করছেন যে, মুসলমানরা নিয়মিত আল্লাহর কালাম আল-কুরআন পাঠ করেন, তা' সত্বেও মুসলমানরা লাঞ্ছিত, কাবাঘর অনুতপ্ত এবং মহানবী উৎকণ্ঠিত কেন?

কবির মতে - এর একমাত্র কারণ হচ্ছে, মুসলমানরা সত্য বিচ্যুত, আল্লাহর বিধান লঙ্ঘন করে আল কোরআনের অবমাননা করছে। এরই অবধারিত ফল ও শাস্তি স্বরূপ আল্লাহ একনিষ্ঠুর স্বৈরাচারী শাসককে মুসলিম জাতির উপর চাপিয়ে দিয়েছেন। কবিতাটিতে জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক চেতনা বিধৃত হয়েছে।

কবি হাফিযের অন্যতম রাজনৈতিক কবিতা - মিস্বরের স্বাধীনতা উপলক্ষে রচিত عيد الاستقلال(স্বাধীনতা উৎসব) কবিতা। উক্ত কবিতায় কবি মিস্বরবাসীকে পারস্পরিক বিভেদ ভূলে গিয়ে দলমত নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধভাবে দেশের উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য কাজ করার আহবান জানিয়েছেন। কবি বলেন:-[৩৯]

١- با لله كن يمنا وكن بشرى لنا # فى رد مغترب و فك سراح

٢- لوصح فى هذا الوجود تنا سخ # لرأيت فيك تنا سخ الأرواح

٣- ولكنت يوم اللابرنت بعينه # فى عزه وجلالة وسماح

٤- يوم يريك جلاله وروائه # فى الحسن قدرة فالق الاصباح

٥- الله أثبته لنافى لوحه # أبد الأ بيد فماله من ماحى

٦- ته يافؤاد فحول عرشك أمة # عقدت خناصرهاعلى الاصلاح

٧- أبناؤنا وهم أحاديث الندى # ليسوا على أوطانهم بشحاح

٨- صبرواعلى مرالخطوب فادركوا # حلو المنى معسولة الأقداح

٩- الصبر ان فكرت أعظم عد ة # والحق لو يريدون خير سلاح

١٠- قدأنكروا حق الضعيف فهل أتى # انكارذاك الحق فى اصحاح

Dhaka University Institutional Repository

١١- علموا بحمد الله أن قرارنا # فى ظل غير الله غير متاح

١٢- للنيل مجد فى الزمان مؤثل # من عهد أمون وعهد فتاح

١٣- فسل العصوربه وسل أثاره # فى مصركم شهدت من السُياح

١٤- قد قال عمرو فى ثراها آية # مأثورة نقشت على الألواح

١٥- واذابه للناظرين زمرد # يشفيك أخضره من الأتراح

١٦- فالله يشهد والخلائق أننا # طلاب حق فى الحياة صراح

١٧- فتكنفوا الشورى على استقلالكم # فى الرأى لاتوحيه نزعة واحى

١٨- يدالاله مع الجماعة فاضربوا # بعصا الجماعة تظفروا بنجاح

١٩- دعواالتخاذل فى الأمور فانما # شبح التخاذل أنكر الاشباح

٢٠- والله ما بلغ الشقاء بنا المدى # بسوى خلاف بيننا وتلاحى

٢١- قم يابن مصرفانت حروا ستعد # مجد الجدود ولاتعد لراح

٢٢-وانظرالى الغربى كيف سمت به # بين الشعوب طبيعة الكفاح

٢٣- والله ما بلغت بنو العرب المنى # إلا بنيات هناك صحاح

٢٤- فانهض ودع شكوى الزمان ولاتنح # فى فادح البؤسى مع الأنواح

কবি হাফিয বাদশাহ ফুয়াদকে মিস্বরীয় জাতির জন্য মঙ্গল জনক সুসংবাদ বলে অভিহিত করেছেন, কেননা তিনি উদ্যোগী-হয়ে সিসিলির জিব্রাল্টারে নির্বাসিত সা'দ ঝগলুলকে দেশে ফিরায়ে এনেছেন এবং রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্ত করেছেন। কবি মৃত্যুর পর পূণর্জন্মে (تناسخ) বিশ্বাস করেন না; অমুসলিমদের ধারণা মতে تناسخ সত্য হলে বাদশাহ ফুয়াদের মধ্যে গতায়ু মনীষীদের আত্মার বহির্প্রকাশ ঘটেছে বলে তাঁর বিশ্বাস। প্রাচীন বাদশাহ امنمحتب এর রাজপ্রাসাদ لابرنت এর আনন্দোৎসব দিনের ন্যায় বাদশাহ ফুয়াদের ও জাতীয় উৎসব হতো । আল্লাহ মিস্বরবাসীদের জন্য 'লওহে মাহফুযে' চিরস্থায়ী কল্যাণ ও মঙ্গল নির্দ্ধারিত করেছেন। বাদশাহ ফুয়াদের চারপাশে মিস্বরবাসী ঐক্যবদ্ধ হয়ে অবিচল ধৈর্য সহকারে জাতীয় দুর্যোগের মোকাবেলা করেছেন। উপনিবেশবাদীরা দূর্বলের অধিকার অস্বীকার করেছে, যা তাদের ধর্মগ্রন্থ সমর্থিত নয় তারা ভালরূপেই জানে যে, মিস্বরবাসী খোদায়ী বিধানের বাইরে আপোষহীন । প্রাচীন কাল থেকে মিস্বর গৌরবময় ঐতিহ্যের অধিকারী; মিস্বরবিজয়ী 'আমর ইবনুল 'আস্ব (রা) মিস্বরের ভূমি উর্বর, নীলনদ বিধৌত স্বর্ণ প্রসুতি বলে প্রত্যয়ন করেছিলেন। আল্লাহ এবং সমগ্র সৃষ্টিকুল সাক্ষী যে, মিস্বরবাসী সত্যের অনুসন্ধিৎসু। পারস্পরিক বিভেদ ভুলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে দেশ ও জাতির উন্নতি- অগ্রগতির জন্য সচেষ্ট হতে আহবান জানিয়েছেন। পাশ্চাত্য জাতির উন্নতির পেছনে তাদের সদিচ্ছা, অধ্যবসায় ও ঐক্যের শিক্ষা অনুসরণের আহবান জানিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৩২ খৃ. কবি হাফিয شئون عصر السياسية শীর্ষক একটি কবিতা রচনা করেন, যাতে মিস্বরের রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। কবি বলেন :- ৪০

فى الانجليز :

١- قل للمحايدهل شهدت دماءنا # تجرى وهل بعد الدماء سلأم

٢- سفكت مودتنا لكم وبدا لنا # أن الحياد على الخصام لثام

٣- أمن السياسة والمروءة أننا # نشقى بكم فى أرضنا ونضام

٤- أنا جمعنا للجهاد صفوفنا # سنموت أو نحيا ونحن كرام

٥- أخاف عليكم عثرة بعد نهضة # فليس للك الظالمين دوام

٦- أبعد حياد لارعى الله عهده # وبعد الجروع الناغرات وئام ؟

কবি ঔপনিবেশিক ইংরেজদের বিরুদ্ধে মিস্বরবাসীর বিক্ষোভের অনল উদগীরন করেছেন এ কবিতায়। নিরীহ নিরপরাধ জনতার রক্তঝরানোর পরে তাদের আনুগত্য, সমর্থন ও সহানুভূতি পাওয়া সুদূর পরাহত। উপনিবেশবাদীদের হাতে স্বভূমিতে নিপীড়িত-নির্যাতিত হওয়া সুস্থ দূরদর্শী রাজনীতি ও মানবতার পরিপন্থী। কবি বলেন-স্বাধিকার অর্জন ও আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্যে সমগ্র মিস্বরবাসী ঐক্যবদ্ধ। ইংরেজদের উন্নতি-অগ্রগতি লাভের পর ও তাদের স্বেচ্ছাচারের ফলে তাদের পতন অনিবার্য; স্বৈরাচারের শাসন বেশীদিন স্থায়ী হয়না। রক্তাক্ত আঘাতের পর ঐক্য ও সম্প্রীতির আশা করাই যায় না।

৩। الاجتماعيات – সামাজিক কবিতা

সমাজের বিভিন্ন বিষয়, উপলক্ষ ও সমস্যাকে কেন্দ্র করে রচিত কবিতাবলীই সামাজিক কবিতা। এতে সামাজিক চিত্র প্রতিফলিত হয়। এতে নৈতিকতার মানোন্নয়ন, সমাজসংস্কার, সমাজ কল্যাণ, পরোপকার ইত্যাদি উদ্দেশ্য নিহিত থাকে। শিক্ষা বিস্তার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, অন্ধকল্যাণ সমিতি ইত্যাদি বিষয় কেন্দ্র করে কবি হাফিয কবিতা লিখেছেন। সমাজের একজন জনপ্রিয় প্রখ্যাত বিদগ্ধজন রূপে হাফিয বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে নিজের ব্যক্তিগত মতামতের ভিত্তিতে কবিতা রচনা করেছেন। তাঁর সামাজিক কবিতাসমূহ সাধারণত দু'পর্যায়ের (ক) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রিক (খ) বিভিন্ন সংগঠন ও সমাজ কল্যাণ মূলক সংস্থা কেন্দ্রিক।

(ক) মিস্বরে বিভিন্ন সমাজসংস্কারক, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, পন্ডিত, সাহিত্যিক, সাংবাদিক প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ শিক্ষার রেনেসাঁর কাজ করেছেন। শিক্ষা বিস্তারের মহত উদ্দেশ্যে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছেন।

মিস্বরের আমেরিকান মহিলা কলেজ, মুস্তাফা কামিল বিদ্যালয়, পোর্ট সৈয়দের মহিলা মহাবিদ্যালয়, মিস্বর বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপলক্ষে কবি হাফিয কবিতা রচনা করে আবৃত্তি করেছেন।

মিস্বরের আমেরিকান মহিলা কলেজে ১৯০৬ খৃ. উত্তীর্ণ ছাত্রীদের সনদ বিতরন অনুষ্ঠানে কবি হাফিয স্বরচিত কবিতায় জ্ঞান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আমেরিকানদের অবদানের ভূয়সী প্রশংসা করে নিজের দেশবাসীকে,

Dhaka University Institutional Repository

স্বজাতিকে অনুপ্রেরণা দিয়েছেন– জ্ঞান বিজ্ঞান, শিক্ষা দীক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা অবলম্বনের জন্য:-৪১

أى رجال الدنيا الجديدة مدوا # لرجال الدنيا القديمة باعا
وأفيضوا عليهم من أياديكم # علوما وحكمة واختراعا
وشهدنا من فضلكم أثرا فيه # يروق العيون والأسماعا
ليتنا نقتدى بكم أو نجاريـ # كم عسى نسترد ماكان ضاعا
ودعاة للخير لو أنصفوهم # ملأوا الشرق عزة وامتناعا
كاشف الكهرباء ليتك تعنى # باختراع يروض منا الطباعا
ليت شعرى متى تنازع مصر # غيرها المجد فى الحياة نزاعا
ونراها تفاخر الناس بالأحـ # ـياء فخرا فى الخافقين مذاعا

আমেরিকানদের উদ্দেশ্যে কবি বলেছেন, হে আধুনিক বিশ্বের অধিবাসীগণ! প্রাচীন বিশ্বের অধিবাসীদের প্রতি হস্ত সম্প্রসারিত করে নিজেদের প্রাচুর্য্যের ভান্ডার থেকে জ্ঞান বিজ্ঞান ও আবিস্কার তাদেরকে দান করুন। আপনাদের অবদানের প্রভাব সুস্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছি, যা চোখ কানকে আকৃষ্ট করে। হায়! আমরা মিস্বরবাসী যদি আপনাদের অনুসরণ করতাম কিংবা, আপনাদের সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়ে নিজেদের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করতাম। আমাদের মধ্যে এমন আহ্বানকারীগণ আছেন যারা ন্যায়ানুগ হলে প্রাচ্যকে গৌরব ও আত্মমর্যাদা দ্বারা পরিপূর্ণ করতে পারতেন। হে বিদ্যুতের আবিস্কারক, নব আবিস্কারের জন্য চেষ্টা করলে বিশ্ব প্রকৃতিতে তাক লাগাতে পারতে। আফসোস! মিস্বর কখন অন্য দেশের সাথে গৌরবের প্রতিযোগিতা করবে? জীবিত মনীষীদেরকে নিয়ে ব্যাপক গর্ব করতে পারবে ?

১৯২৮ সনে আমেরিকান মহিলা মহাবিদ্যালয়ে আয়োজিত অনুরূপ আরেকটি পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে কবি হাফিয আবৃত্তি করেন :-৪২

١- أى رجال الدنيا الجديدة مهلاً # قد شأوتم بالمعجزات الرجالا
٢- وفهمتم معنى الحياة فارصد # تم عليها لكل نقص كمالا
٣- قد تحديتم المنية حتى # همّ أن يغلب البقاء الزوالا
٤- وطويتم فراسخ الأرض طيا # ومشيتم على الهواء اختيالا
٥- ثم سخرتم الرياح فسستم # حيث شئتم جنوبهاوالشمالا
٦- وغرستم للعلم روضًا أنيقا # فوق دنيا الورى يمد الظلالا
٧- وحللتم بأرضنا فعرفنا # كيف تنمون بينناالأطفالا
٨- ورأينا البنات كيف يثقفـ#ـن بعلم يزيدهن جمالا

Dhaka University Institutional Repository

٩-ليت شعرى متى أرى أرض مصر # فى حمى الله تنبت الأ بطالا

١٠- وأرى أهلها يبارونكم علـ# ـمًا ووثبا الى العلأ ونضالا

١١- قد نفضنا عنا الكرى وابتدرنا # فرص العيش وانتقلنا انتقالا

١٢-وعلمنا بأن غفلة يوم # تحرم المرء سعيه أحوالا

١٣- أبى الله أن نعيش على النا # س وان ضاقت الوجوه عيالا

কবি হাফিয আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের বাহক উপনিবেশবাদীদের প্রশংসা করে বলছেন যে, তারা বিশ্বের প্রত্যন্ত অঞ্চলে শিক্ষার আলোক বিস্তার করেছে। মিস্বরে ও আধুনিক শিক্ষার প্রসার ঘটিয়েছে। শিশু ও নারী শিক্ষার সম্প্রসারণ করেছে, যা অনেকের জন্যই অনুকরণীয় আদর্শরূপে কাজ করেছে। কবির একান্ত কামনা-মিস্বরবাসী অলস নিদ্রা পরিহার করে, পরনির্ভরশীলতা বর্জন করে জ্ঞান বিজ্ঞানে পারদর্শিতা অর্জন করবেন, জাতীয় মর্যাদা বৃদ্ধি করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবেন।

কবি হাফিয শুধু বিদেশীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রশংসায় কবিতা লিখেননি, বরং জাতীয়াতবাদী চেতনার ধারক বাহক রূপে দেশীয় জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রশংসায়ও কবিতা রচনা করেছেন। যেমন- মিস্বরের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতা মুস্তাফা কামিলের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয় ১৯০৬ খৃ. মেধাবী শিক্ষার্থীদের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে কবি আবৃত্তি করেন :-[৪৩]

١- سمعنا حديثا كقطر الندى # فجدد فى النفس ماجددا

٢- فأضحى لآمالنا منعشا # وأمسى لآلامنا مرقدا

٣- فديناك ياشرق لاتجزعن # اذا اليوم ولى فراقب غدا

٤- فكم محنة أعقبت محنة # و ولت سراعًا كرجع الصدى

٥- فلا يئسنك قيل العداة # وان كان قيلا كحز المدى

٦- أتودع فيك كنوز العلوم # ويمشى لك الغرب مسترفدا

٧- وتبعث فى أرضك الأنبياء # ويأتى لك الغرب مسترشدا

٨- أتشقى بعهد سما بالعلوم # فأضحى الضعيف بها أيدا

٩- زمان تسخر فيه الرياح # ويغدو الجماد به منشدا

١٠-وتعنو الطبيعة للعارفين # بمعنى الوجود وسر الهدى

١١- أيجمل من بعدهذاوذاك # بأن نستكين وأن نجمدا

١٢- وهاأمة الصفر قد مهدت # لنا النهج فا ستبقوا الموردا

١٣-فياأيهاالنا شئون اعملوا # على خير مصر وكونوا يدا

Dhaka University Institutional Repository

١٤-سنظهرفيكم ذوات الغيوب# رجالا تكون لمصر الفدا

অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বক্তার বক্তব্য ও আবৃত্তি বৃষ্টির ন্যায় বর্ষিত হচ্ছিল। ফলে কবির মনে অনুপ্রেরণা ও উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। আশা আকাঙ্খার প্রেরণা জাগ্রত হয় এবং দুঃখ যন্ত্রণার লাঘব হয়। প্রাচ্যবাসীকে বিভিন্ন জাতীয় দুর্যোগ ও প্রতিকূল পরিস্থিতিতে হতমনোবল না হয়ে, শত্রুদের সমালোচনায় নিরাশ না হয়ে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশায় চেষ্টা সাধনা অব্যাহত রাখার আহবান জানিয়েছেন। জ্ঞান-বিজ্ঞানের চরম উন্নতির যুগে প্রাচ্যবাসী বঞ্চিত হয়ে দুর্ভাগা হয়ে থাকবে, তা' কস্মিনকালেও কাম্য ও শোভনীয় হতে পারেনা। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের যুগে মিস্বরবাসী স্থবির থেকে পশ্চাদপদ হবে, তা সমীচীন নয়। কবি স্বদেশবাসীকে জ্ঞান-বিজ্ঞানে অগ্রসরমান হবার আহবান জানিয়ে বলেন- জাপানী জাতি আমাদের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ স্থাপন করেছে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রাচ্যের সকল জাতির অগ্রগামী হয়েছে। কবি তরুণদের মিস্বরের কল্যাণে সচেষ্ট ও সক্রিয় হবার আহবান জানিয়েছেন।

১৯১০ খৃঃ পোর্ট সৈয়দস্থিত মহিলা কলেজের এক অনুষ্ঠানে কবি হাফিয ইবরাহীম স্বরচিত কবিতায় নারী শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার কথা সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেন। মহৎ মানবিক গুণাবলী এবং উন্নত নৈতিক চরিত্র গঠনে শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। নারী সমাজকে উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করে উন্নত নৈতিক ও চারিত্রিক গুণাবলীর অধিকারী করে তোলার আহবান জানান। তাহলেই নারীজাতি দেশ ও জাতি গঠনে সার্বিক সহযোগিতা করতে পারবে। নারী জাতির পর্দার ব্যাপারে কবি হাফিয মধ্যপন্থা অবলম্বনের আহবান জানিয়েছেন। কবির মতে- যথার্থ শিক্ষালাভ করে উন্নত নৈতিক চরিত্র গঠন করে মানবিক গুণাবলী অর্জনের মাধ্যমেই দেশ ও জাতির যথাযথ সেবা করা সম্ভব। কবি বলেন :-[৪৪]

إنى لتطربنى الخلال كريمة # طرب الغريب بأوبة وتلاقى

والمال إن لم تدخره محصنا # بالعلم كان نهاية الإملاق

والعلم إن لم تكتنفه شمائل # تعليه كان مطية الاخفاق

لا تحسبن العلم ينفع وحده # مالم يتوج ربه بخلاق

الأم مدرسة إذا أعددتها # أعددت شعبا طيب الأعراق

الأم روض إن تعهده الحيا # بالرى أورق أيما إيراق

الأم أستاذ الأساتذة الألى # شغلت مآثرهم مدى الآفاق

أنا لا أقول دعوا النساء سوافرا # بين الرجال يجلن فى الأسواق

كلا ولا أدعوكم أن تسرفوا#فى الحجب والتضييق والارهاق

فتوسطوافى الحالتين وأنصفوا # فالشر فى التقييد والإطلاق

ربوا البنات على الفضيلة إنها # فى الموقفين لهن خير وثاق

Dhaka University Institutional Repository

وعليكـــم أن تـــستبيـــن بـنـاتـكـم # نـور الـهدى وعلى الحياء الباقى

কবি মুহাম্মদ হাফিয নারী শিক্ষার প্রতি অনুপ্রেরণা দান করে কবিতাটি রচনা করেছেন। ইসলাম নর-নারী সকলের জন্য জ্ঞান অর্জন করাকে বাধ্যতা মূলক করেছে। আল- কোরানের সর্বপ্রথম নির্দেশ 'ইকরা' পাঠকর, জ্ঞান অর্জন করো। জ্ঞানী এবং মূর্খের মর্যাদা আল্লাহর এবং জনগনের নিকট এক সমান নয়। বিপুল ধন সম্পদের অধিকারী ব্যক্তি যদি বিদ্যান বা জ্ঞানী না হয়, তবে তাকে নিঃস্ব ও অভাবী বলা হয়েছে। আর বিদ্যান ব্যক্তি উন্নত নৈতিক চরিত্রের অধিকারী না হলে সে ব্যর্থকাম বা নিষ্ফল প্রচেষ্টাকারী। বর্তমান সমাজে নারী শিক্ষার প্রয়োজন অপরিসীম; একজন সুশিক্ষিত আর্দশ মা একটি সুশিক্ষিত জাতি গঠনের সহায়ক। প্রত্যেক মা একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানতুল্য। মা শিশুসন্তানদের প্রাথমিক শিক্ষক; তাদের অবদান সন্তানদের জন্য দিক-নির্দেশনা রূপে কাজ করে। ইসলামী বিধানের আওতায় পর্দা ও আত্মমর্যাদা রক্ষা করে নারীজাতি উচ্চশিক্ষা লাভ করবে। পর্দার নামে নারী জাতিকে গৃহের চার দেয়ালে অবরুদ্ধ রেখে জ্ঞান- বিজ্ঞানের আলো থেকে বঞ্চিত রাখা ইসলাম সমর্থন করেনা। সুশিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে নারীজাতিকে আলোকবর্তিকা রূপে গড়ে তোলার জন্য সমাজপতিদের প্রতি কবি হাফিয আহবান জানিয়েছেন।

উচ্চ শিক্ষা সম্প্রসারণের প্রতি মিস্বরবাসীর সাথে জাতীয় নেতৃবৃন্দ তথা সা'দ ঝগলুল,কৃাসিম আমীন প্রমুখের নেতৃত্বে পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয় আন্দোলনে কবি হাফিযও একাত্ম ছিলেন। তৎকালীন বৃটিশ গবর্ণর মিস্বরীয়দের জন্য গ্রামে-গঞ্জে ছোট ছোট মক্তব মাদ্রাসা স্থাপন করে পাশ্চাত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায় সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ স্থাপনে মিস্বরবাসীকে নিরুৎসাহিত করে। ১৯০৭ সনে মিস্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য তহবিল সংগ্রহের উদ্দেশ্যে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে কবি হাফিয স্বরচিত কবিতা (الحث على تعضيد مشروع الجامعة) আবৃত্তি করেন। এতে কবি মিস্বরবাসীকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস চালানোর আহ্বান জানান। উচ্চ বিদ্যাপীঠে জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে ভবিষ্যত প্রজন্মের ব্যক্তিগত ও নৈতিকতাবোধ গড়ে উঠবে। উজ্জল আলোক পিন্ডের সামনে অসংখ্য প্রদীপের আলো যেরূপ নিস্প্রভ, তদ্রূপ বিশ্ববিদ্যালয়ের মোকাবেলায় বহুসংখ্যক মাদ্রাসাও নিরর্থক। বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে ডাক্তার, প্রকৌশলী, আইনজীবি, বিচারক, শিক্ষক, বিজ্ঞানী জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও সমাজ সংস্কারকের সৃষ্টি হবে, যারা দেশ ও জাতি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন, জাতিকে সঠিক দিক নির্দেশনার মাধ্যমে ঐকবদ্ধ করবেন। তাই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের বিপক্ষে অপপ্রচারকারীদের অপপ্রচারণায় বিভ্রান্ত না হয়ে উদার মনে উচ্চ শিক্ষা সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন আন্দোলনে দলমত নির্বিশেষে সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। প্রতিফল দিবসে উহার প্রতিদান অবশ্যই পাওয়া যাবে। কবি বলেন :-[৪৫]

١- فأنشأوا ألف كُتّاب وقد علموا # أن المصابيح لا تغنى عن الشهب

٢- هبوا الأجير أو الحراث قد بلغا # حد القراءة فى صحف وفى كتب

٣- من المداوى إذا ماعلة عرضت # من المدافع عن عرض وعن نشب

٤- ومن يوكل بالقسطاس بينكم # حتى يرى الحق ذا حول وذا غلب

٥- ومن يميط ستار الجهل إن طمست # معالم القصد بين الشك والريب

Dhaka University Institutional Repository

٦- فمالكم أيها الأقوام جامعة # إلا بجامعة موصولة السبب

٧- لا حياة لكم إلا بجامعة # تكون أما لطلاب العلا وأبا

٨- تبنى الرجال وتبنى كل شاهقة # من المعالى وتبنى العز والغلبا

বৃটিশরা হাজার হাজার মক্তব স্থাপন করেছে। তারা জানে যে, অসংখ্য প্রদীপ প্রোজ্জল শিখার কাজ দেয়না। তাদের ধারণা মিস্বরবাসী চাষাভূষা, শ্রমিক, তারা পত্রিকা ও ছোট ছোট পুস্তক পাঠ করতে পারার পরিমাণ বিদ্যা অর্জন করেছে, অতএব তাদেরকে উচ্চ শিক্ষা প্রদানের আর প্রয়োজন নেই। রোগের উপসর্গ দেখা দিলে কে চিকিৎসা করবে? ধন সম্পদ, মান সম্মানের প্রতিরক্ষা কে করবে? পৃথিবীতে সত্য ও ন্যায়কে প্রভাবশালী ও বিজয়ী করতে ন্যায়ের মানদন্ডের দায়িত্ব কাকে দিতে হবে? অজ্ঞতার যবনিকা কে সরাবে? যখন কাঙ্খিত লক্ষ্য সন্দেহ সংশয়ের মধ্যস্থলে চাপা পড়বে? ওহে স্বজাতি! বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত জাতীয় ঐক্য সুগঠিত হবেনা। বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত জীবন অসার, বিশ্ববিদ্যালয় উন্নতি অগ্রগতি অর্জনকারীদের জন্য পিতামাতাতুল্য অভিভাবক; যা যোগ্য লোক গড়ে তুলবে এবং উচ্চ মান মর্যাদা সম্মান প্রতিপ্রত্তি দান করবে।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা আন্দোলনের সমর্থনে ১৯০৮ সনে রচিত ও আবৃত্ত অনুরূপ আরেকটি কবিতায় فى الحث على تعضيد مشروع الجامعة কবি বলেন :-[৪৬]

١- حياكم الله أحيوا العلم والأدبا # إن تنشروا العلم ينشر فيكم العربا

٢- ولا حياة لكم الابجامعة # تكون أما لطلاب العلا وأبا

٣-تبنى الرجال وتبنى كل شاهقة # من المعالى وتبنى العزوالغلبا

٤-ضعوا القلوب أساسا لاأقول لكم# ضعوا النضار فانى أصغر الذهبا

٥- لاتقنطوا إن قرأتم مايزوّقه # ذاك العميد ويرميكم به غضبا

٦- وراقبوا يوم لاتغنى حصائد ه # فكل حى سيجزى بالذى اكتسبا

٧- بنى على الافك أبراجًا مشيدة # فابنوا على الحق برجًاينطح الشهبا

٨- لاتهجعوا إنهم لن يهجعوا أبدا # وطا لبوهم ولكن أجملوا الطلبا

٩- إن تقرضوا الله فى أوطانكم فلكم # أجر المجاهد ، طوبى للذى اكتتبا

জ্ঞান বিজ্ঞান, সাহিত্য-সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা ও সম্প্রসারণের জন্যে সমাজপতিদেরকে অনুপ্রাণিত করেছেন, আল্লাহ তাদেরকে সমাজে অধিক সম্মানের অধিকারী করবেন। বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত জীবনের কোন মূল্য নেই। বিশ্ববিদ্যালয় সমগ্র বিশ্বের যাবতীয় জ্ঞানের আকর; উন্নতি-অগ্রগতি-অর্জনকারীদের জন্য পিতামাতার ন্যায় অভিভাবকতুল্য। উহা যোগ্য ভবিষ্যতপ্রজন্ম গড়ে তুলবে এবং উচ্চ মান- মর্যাদা, সম্মান, প্রতিপত্তি দান করবে। বৃটিশ গবর্ণরের নিরুৎসাহ ব্যঞ্জক উক্তিতে নিরাশ না হয়ে পূর্ণোদ্যমে চেষ্টা চালিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কাজে

Dhaka University Institutional Repository

ব্রতী হতে মিস্বরবাসীকে আহবান জানান। বৃটিশের মিথ্যা প্রোপাগান্ডা, অপপ্রচারে বিভ্রান্ত না হয়ে সত্যের উপর অবিচল থেকে সংগ্রাম সাধনা অব্যাহত রাখার আহবান জানিয়েছেন; দেশসেবার মহান্‌ব্রতে উজ্জীবিত হয়ে চেষ্টা সাধনা করলে আল্লাহর নিকট জেহাদের প্রতিদান পাওয়া যাবে।

(খ) দ্বিতীয় পর্যায়ের 'সামাজিক কবিতা' বলতে বিভিন্ন সমাজকল্যাণ মূলক সংস্থা ও সংগঠন জনকল্যাণকর কার্যক্রম পরিচালনায় নিয়োজিত যেমন- শিশুকল্যাণ, অনাথ ও এতীম কল্যাণ, দরিদ্রকল্যাণ, অন্ধ, বিকলাঙ্গ, প্রতিবন্ধী কল্যাণমূলক সংস্থাসমূহ স্থাপনে ও পৃষ্ঠপোষকতাকরণে মিস্বরের জাতীয় নেতৃবৃন্দ সবিশেষ ভূমিকা পালন করেছেন। কবি হাফিয এ জাতীয় সংস্থাসমূহের কার্যক্রমকে সমর্থন জানিয়ে কবিতা রচনা করেছেন।

১৯১০ খৃ. শিশু পরিচর্যা কেন্দ্রের উদ্যোগে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে رعاية الأطفال "শিশুদের রক্ষণা-বেক্ষণ" শীর্ষক এক কবিতায় এই মহতী কল্যাণমূলক উদ্যোগের ধারক বাহকদের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং এই পূণ্য, তাক্বওয়া ও কল্যাণ জনক কাজে সহযোগিতায় এগিয়ে আসার জন্য মিস্বরবাসীর প্রতি আহ্বান জানান:- ৪৭

خيرالصنائع فى الانام صنيعة # تنبو بحاملها عن الإذلال
واذا النوال أتى ولم يهرق له # ماءالوجوه فذاك خيرالنوال
من جاد بعد السؤال فانه # وهو الجواد- يعد فى البخال
لله در الساهرين على الألى # سهروا من الأوجاع والأوجال
القائمين بخير ماجاءت به # مدنية الأديان والأجيال
لا تهملوا فى الصالحات فانكم # لا تجهلون عواقب الإهمال
وإنى أرى فقراء كم فى حاجة # لو تعلمون لقائل فعال
فتسابقوا الخيرات فهى أمامكم # ميدان سباق للجواد النال
والمحسنون لهم على احسانهم # يوم الاثابة عشرة الآمثال
وجزاء رب المحسنين يجل عن # عدٍّ وعن وزن وعن مكيال

কবি বলেন-দুর্দশাগ্রস্ত ব্যক্তিদেরকে দানকারী ব্যক্তিরা আল্লায় নিবেদিত। আত্মসম্মান ও ব্যক্তিত্ব সমুন্নত রেখে দানকরাই সর্বোত্তম দান। স্বতঃস্ফূর্তভাবে দান না করলে সে ব্যক্তিকে কৃপণ মনে করা হয়। ক্ষুধার্ত, ভীত সন্ত্রস্ত ইয়াতীমদের পৃষ্ঠপোষকতায় যারা দিবানিশি চেষ্টা সাধনা করেন, আল্লাহ তাদের কল্যাণ করুন। সকল ধর্ম ও মানব সভ্যতার সর্বোত্তম কাজ তারা সম্পাদন করছেন। পূণ্য অর্জনে আলস্য-ঔদাসীন্য সঙ্গত নয়। কারণ ঔদাসীন্যের পরিণাম অজ্ঞাত নয়। দরিদ্ররা কথা ও কাজে সমন্বয়কারীদের মুখাপেক্ষী। কল্যাণ ও মঙ্গল অর্জনে পরস্পর প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব থাকা বাঞ্ছনীয়। দানশীল ব্যক্তিদের জন্য প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র সুপ্রশস্থ। সৎকর্মশীলদের জন্য প্রতিদান দিবসে সৎকর্মের দশগুণ পুরস্কার নির্দ্ধারিত রয়েছে। আল্লাহ ইচ্ছা করলে অগণিত দান করতে পারেন। তাঁর প্রতিদান গণনা, ওজন ও পরিমাপের অনেক উর্দ্ধে ; অফুরন্ত,

Dhaka University Institutional Repository

অসীম।

ملجأ رعاية الأطفال 'শিশু পরিচর্যা কেন্দ্র' শীর্ষক ১৯১১ খৃ. রচিত অন্য একটি কবিতায় কবি বলেন:-[৪৮]

١- وهو من معشر أغاثوا ذوى البؤس # وقاموافى الله خير القيام

٢- وأقاموا للبر دارًا فكانت # خير ورد يؤمه كل ظامى

٣- مُلئت رحمة وفاضت حنانا # فهى للبائسات دار السلام

٤- قد نجا المنعم الجواد من الموت # بفضل الزكاة والانعام

٥- وعلمنا أن الزكاة سبيل الله # قبل الصلاة قبل الصيام

٦- خصها الله فى الكتاب بذكر # فهى ركن الاركان فى الاسلام

٧- بدأت مبدأ اليقين وظلت # لحياة الشعوب خيرقوام

٨- لو وفى بالزكاة من جمع الدنيا # وأهوى على اقتناء الحطام

٩- ما شكا الجوع معدم أوتصدى # لركوب الشرورو الآثام

١٠- راكبا رأسه طريداأو شريدا # لايبالى بشرعة أو ذمام

١١- سائلا عن وصية الله فيه # أخذا قوته بحد الحسام

এ কবিতাটি হাফিয ইয়াতীমখানায় প্রতিপালিত জনৈকা তরুণীর ভাষ্যে বর্ণনা করেছেন। কবি বলেন- অনাথ আশ্রমকেন্দ্র স্থাপনে সহায়তাকারীগণ একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের নিমিত্ত দান করে থাকেন। এই দানের ফলে তারা মৃত্যু যন্ত্রনা থেকে নিষ্কৃতি পান। আল্- কোরআনুল করীমে ঝাকাত প্রদানের বিশেষ তাকীদ দেয়া হয়েছে। ঝাকাত ঈমানের অন্যতম মৌলিক ভিত্তি। নামায, রোঝার পূর্বেই উহা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম। ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তিগণ যথাযথ ভাবে ঝাকাত আদায় করলে সমাজে কোন ক্ষুধার্ত থাকতোনা কিংবা কোন অপরাধী অপরাধে লিপ্ত হতোনা।

অনুরূপভাবে ১৯২৮ খৃ. جمعية الطفل আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে কবি হাফিয ইয়াতীম শিশুদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করে তাদের মনোবল সুদৃঢ় রাখার অনুপ্রেরণা দিয়েছেন এবং অভিভাবক, পৃষ্ঠপোষক শিক্ষক শিক্ষিকা ও প্রশিক্ষকদের উদ্যোগের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়েছেন। তাদেরকে অনুপ্রেরণা দান করে কবি বলেন :-[৪৯]

١- أيها الطفل لا تخف عنت الدهر # ولا تخش عاديات الليالى

٢- أنقذوا الطفل فإن فى شقوة الطـ # ـفل شقاء لنا على كل حال

٣- أنقذوه فربما كان فيه # مصلح أو مغامر لا يبالى

٤- ربما كان تحت طمريه عزم # ذو مضاء يدك شم الجبال

Dhaka University Institutional Repository

٥- أيـــدوا كل مجـمـــع قام للـبـــر # بـجـــاه يظـلـــه أو بـمـــال

٦- فاصنعـوا البر منعمين وجودوا # أيها القادرون قبل السـؤال

٧- لانتشار العلوم أو لانطواء البـ # ـؤس والشر أو لترفيه حال

কবি কালের দুঃখ কষ্ট দুর্বিপাকে হৃত মনোবল ও ভীত না হবার জন্য শিশুদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। সমাজপতিদের প্রতি শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণের আহ্বান জানিয়েছেন। শিশুদের দুর্ভাগ্য সমাজের সকলের জন্য দুর্ভাগ্য। শিশুদের যথাযথ যত্ন নেয়া হলে ভবিষ্যতে এদের মধ্য থেকে সমাজসংস্কারক, অকুতোভয় বীর যোদ্ধা সৃষ্টি হতে পারে; তার জীর্ণ বসনের নীচে সু-উচ্চ গিরি শিখর বিজয়ী দৃঢ় সংকল্প লুকায়িত থাকতে পারে। কল্যাণমুখী প্রতিটি সংস্থাকে ধন-সম্পদ প্রভাব প্রতিপত্তি দিয়ে সাহায্য করার জন্য বিত্তবানদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন- জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রসার, দুঃখ দুর্দশা রোধকল্পে, জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে। মহতোদ্দেশ্যে স্থাপিত শিশুসংঘকে মুক্ত উদারমনে দানকরার জন্য স্বচ্ছল ব্যক্তি বর্গের প্রতি উদাত্ত আহবান জানিয়েছেন।

ملجأ الحرية 'স্বাধীনতার আশ্রম' শীর্ষক কবিতায়:-[৫০] কবি হাফিয বলেন- অনাথ দুঃস্থদের যথাযথ যত্ন নিলে এদের মধ্য থেকে অদূর ভবিষ্যতে সা'দ ঝগলুলের ন্যায় দক্ষ রাজনীতিবিদ ও সুযোগ্য প্রশাসক সৃষ্টি হতে পারে কিংবা মিস্বরীয় ধর্মীয় পন্ডিত, আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর ইমাম মুহাম্মদ 'আব্দুহুর ন্যায় সুপন্ডিত কিংবা আধুনিক যুগের আরবী কবিগুরু আহমদ শওক্বীর ন্যায় প্রতিভাধর ব্যক্তিত্বের সৃষ্টি হতে পারে। কবি বলেন :-

١- ايـهاالمثرى ألا تكفل مـن # بـات مـحـروما يتـيـما معسرا

٢-أنـت ما يـدريك لوأنـبـتـه # ربـمـا أطـلـعـت بـدراً نـيـرا

٣- ربما أطـلـعـت سعدا آخـر # يـحـكم القـول ويـرقـى المنـبـرا

٤- ربـمـا اطـلـعـت مـنـه عبـده # مـن حـمـى الـديـن وزان الأزهرا

٥- ربما اطـلـعـت منه شاعـرا # مثل شـوقـى نابـها بـين الـورى

٦- كل من أحيا يتـيـما ضائعا # حـسـبـه مـن ربـه أن يـؤجـرا

٧- انما تـحـمـد عـقـبـى أمـره # مـن لأخـراه بـد نـيـاه اشـتـرى

অনুরূপভাবে ১৯১৬ খৃ. ইসলামী সমাজকল্যাণ সমিতির এক অনুষ্ঠানে সুলত্বান হোসাইন কামিল এর উপস্থিতিতে সমাজকল্যাণ সমিতি (الجمعية الخيرية الاسلامية)-কে স্বাগত জানিয়ে হাফিয কবিতা আবৃত্তি করেন,যা, সমিতির প্রতিপালিত একটি শিশুর মুখে বর্ণনা করেছেন। কিভাবে একজন অনাথ দরিদ্র অবহেলিত শিশু এই সমিতির সহায়তায় সমাজের একজন কর্মক্ষম যোগ্য সদস্যরূপে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে। কবির ভাষায় :-[৫১]

قضيت عهد حداثتى مابين ذل واغتراب

لم يغن عنى بين مشرقها ومغربها اضطراب

Dhaka University Institutional Repository

فتلقفتني فتية رحب الشمائل والجناب

وبها صدقت عن الضلالة واهتديت إلى الصواب

وغدوت إنسانا تجمله الفضائل لا الثياب

অনুরূপভাবে কবি হাফিয অন্ধকল্যাণ সমিতি এবং সিরিয়া মৈত্রী সমিতির অনুষ্ঠানসমূহেও কবিতা রচনা করেছেন।

১৯১৬ খৃ. অন্ধকল্যাণ সমিতির এক অনুষ্ঠানে কবি গাইলেন جمعية اعانة العميان শীর্ষক কবিতা। কবির মতে চক্ষুষ্মান ব্যক্তির নিকট দৃষ্টিহীন অন্ধের অধিকার রয়েছে, তাই তাদের প্রতি সাহায্য সহানুভূতি করা দরকার। অন্ধকে যথাযথ সাহায্য করলে সে প্রখ্যাত সাহিত্যিক, পণ্ডিত, শিক্ষাবিদ ডক্টর ত্বাহা হোসাইনের ন্যায় গ্রন্থাদি প্রণয়নে অবদান রাখতে পারে। অপ্রতিদ্বন্দ্বী ব্যক্তিত্বের অধিকারী হতে পারে। কবির ভাষায়:-[৫২]

ان حق الضرير عند ذوى الأبـ # ـصار حق يستوجب التقديس

وجهوه الى الفلاح يفد كم # فوق ما يستفيده من دروس

أكملوا نقصه يكن عبقريا # مثل طه مبرزا فى الطروس

كم رأينا من أكمه لا يجارى # وضرير يرجى ليوم عبوس

আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত সিরীয় ছাত্রদের সংগঠন جمعية الاتحاد السورى কর্তৃক ১৯১৬ খৃ. আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে কবি হাফিয আবৃত্তি করেন :-[৫৩]

١- ان فى الأزهر قوما نالهم # من لظى نيرانها بعض الشرر

٢- أصبحوا لا قدر الله لنا # فى عناء وشقاء وضجر

٣- نزلاء بيننا إن يرهقوا # أويضاموا إنها إحدى الكبر

٤- فأعينوهم فهم اخوانكم # مسهم ضر ونابتهم غير

٥- أقرضوا اللهَ يضاعف أجركم # إن خير الأجر أجر مدّخر

উল্লেখিত কবিতাসমূহ ব্যতীতও কবি মুহাম্মদ হাফিয বিভিন্ন সামাজিক ঘটনা, মহৎ অনুভূতিপূর্ণ বিষয়ে কবিতা লিখেছেন; যেমন حريق ميت غمر (মাইত্গাম্‌র অগ্নিকান্ড), মার্টিঙ্ক এর আগ্নেয়গিরি, মিস্বর-সিরিয়া মৈত্রী, আরবী ভাষার বিলাপ (نعى اللغة العربية), মুসলিম-কিবতী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দ্রব্যমূল্যের উর্ধগতি, অলীদের কবরে দোয়া প্রার্থনা ইত্যাদি সামাজিক ঘটনা কেন্দ্রিক রচনা করেছেন। নমুনাস্বরূপ কিছু উদ্ধৃতি পেশ করছি :-

حريق ميت غمر (মাইতগামর এর অগ্নিকান্ড) শীর্ষক কবিতায় অগ্নিকান্ডের বিভীষিকাপূর্ণ ধ্বংসের বর্ণনা দিয়েছেন। ১৯০২ খৃ./ ১৩২০ হি. দাক্হালিয়া অঞ্চলের 'মাইতগামর' শহরে এক ভীষণ অগ্নিকান্ড সংঘটিত হয়, যা অবিরাম আট দিন পর্যন্ত প্রজ্বলিত ছিল; অসংখ্যলোকের এতে প্রাণহানি ঘটে এবং আবাসিক

Dhaka University Institutional Repository

ঘরবাড়ী, দোকানপাট, পশু-পাখী, গাছপালা ইত্যাদি ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। বহুসংখ্যক মহাত্মা ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্থদের দুঃখ কষ্ট লাঘবের উদ্দেশ্য উদারহস্তে দান খয়রাত করেন। পত্র পত্রিকায় দানশীল ব্যক্তিদের মুক্ত হস্তে দানের আহবান জানানো হয়। কবি বলেন:-[৫৪]

١- سائلوا الليل عنهم والنهار # كيف باتت نساؤهم والعذارى

٢- كيف أمسى رضيعهم فقد الأم # وكيف اصطلى مع القوم نارا

٣- كيف طاح العجوز تحت جدار # يتداعى وأسقف تتجارى

٤- رب إن القضاء أنحى عليهم # فاكشف الكرب واحجب الأقدارا

٥- ومر النار أن تكف أذاها # ومر الغيث أن يسيل انهمارا

٦- أين طوفان صاحب الفلك يروى # هذه النار؟ فهى تشكو الأوارا

অগ্নি, বায়ু, পানি সবই সর্বশক্তিমান আল্লাহর সৃষ্টি। মানুষের উপকারের জন্য, সেবার জন্য এগুলোকে মানুষের অধীনস্থ করে দিয়েছেন। মানুষ যখন সীমালঙ্ঘন করে, তখন এগুলো মানুষের জন্য ভয়াবহ ক্ষতিকারক হয়ে দেখা দেয়। জানমাল, জনপদ বিধ্বস্ত হয়। কবি বিশ্ব স্রষ্টার নিকট আগুনের বিপর্যয় থেকে বিশ্বজগতকে রক্ষা করার আহ্বান জানান। হযরত নূহের (আ.) মহাপ্লাবন তুফান প্রবাহিত করে আগুনকে নির্বাপিত করার প্রার্থনা জানান।

إلى الأرض (পৃথিবীর প্রতি) শীর্ষক কবিতায়ও সামাজিক চিত্র এবং মানবিক অনুভূতি ব্যক্ত হয়েছে। 'মার্টিঙ্ক' পশ্চিম ভারতীয় একটি দ্বীপ; উহা ফরাসী উপনিবেশের অধীনে ছিল। সেখানে বহুসংখ্যক আগ্নেয়গিরিমুখ অবস্থিত। ১৯০২ খৃ. সেখানে অভূতপূর্ব ভয়ানক অগ্নুৎপাতের ফলে বহু সংখ্যকলোক মারা যায়। কবি হাফিয নিহত ও ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করে কবিতা লিখেন:-[৫৫]

ألبسوك الدماء فوق الدماء # وأروك العداء بعد العداء

فلبست النجيع من عهد قابيـ # ـل وشاهدت مصرع الأبرياء

غلط الناس، ماطغى جبل النا # ر بارسال نفثة من الهواء

أيها الناس إن يكن ذاك سخط الـ # أرض، ماذا يكون سخط السماء؟

فاتقوا الأرض والسماء سواء # واتقوا النار فى الثرى والفضاء

পৃথিবীর ভূপৃষ্ঠে সৃষ্টির আদিলগ্ন থেকে হযরত আদমের (আ.) পুত্র কাবিলের যুগ থেকে বহু সংখ্যক রক্তারক্তি, শত্রুতা, হিংসা, বিদ্বেষ নিরাপরাধ ব্যক্তির উপর নিপীড়ন নির্যাতন চলছে। আগ্নেয়গিরি অগ্নুৎপাতের দ্বারা সীমালঙ্ঘন করেনি বরং মানুষ বিভিন্ন প্রকার অন্যায় করেছে। ফলে পৃথিবী প্রতিশোধ প্রবণ হয়ে উঠেছে। পৃথিবীর প্রতিহিংসা যদি এরূপ ভীষণ হয়, তবে নভোমন্ডলের (অর্থাৎ আল্লাহর) প্রতিশোধ আরো কতইনা ভয়ঙ্কর হতে পারে! আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাত এবং ভূমিকম্প সবই মানবজাতিকে সর্তকীকরণের জন্য সর্বশক্তিমানের সৃষ্টি। মানুষ এই ভূপৃষ্ঠে বহু অন্যায়-অনাচার,যুলম-নির্যাতন নিপীড়ন, ঝগড়া বিবাদ,

Dhaka University Institutional Repository

ফেতনা-ফাসাদ, হত্যা ইত্যাদি অপকর্ম সংঘটিত করে, ভূ-পৃষ্ঠ অত্যন্ত ধৈর্য-স্থৈর্য সহকারে তা বরদাশ্‌ত করে। মাঝে মধ্যে ধৈর্যহারা হয়ে মানুষের প্রতি বিরুপ আচরণ করে।

سورية ومصر (সিরিয়া ও মিস্বর) শীর্ষক কবিতায় কবি হাফিয সিরিয়া-মিস্বর বন্ধুত্বের জয়গান করে স্থায়িত্ব কামনা করেছেন। উভয়দেশই 'উছমানী সাম্রাজ্যের অধীনে থাকায় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সূত্রে একত্রে গ্রথিত; একে অন্যের সুখ দুঃখের সমভাগী, একের উন্নতিতে অন্যদেশ উৎফুল্ল এবং অবনতিতে ম্রিয়মান।

কবি ১৯০৮ সনে সিরীয় তরুণদের এক সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে গাইলেন :– [৫৬]

لمصر أم لربوع الشام تنتسب # هنا العلا وهناك المجد والحسب

ركنان للشرق لا زالت ربوعهما # قلب الهلال خافق يجب

خدران للضاد لم تهتك ستورهما # ولا تحول عن مغناهما الأدب

أم اللغات غداة الفخر أمهما # وإن سألت عن الآباء فالعرب

إذا ألمت بوادى النيل نازلة # باتت لها راسيات الشام تضطرب

মিস্বরীয় কিংবা সিরীয় যে কোন দেশের অধিবাসীই হোক না কেন, সর্বত্রই আভিজাত্য ও কৌলিন্য রয়েছে। 'উছমানী খিলাফতের চাঁদতারা পতাকা তলে এদুটি দেশ-আরবী ভাষার মৌলিক আবাসস্থল, যার ভাষা ও সাহিত্য কোনরূপ বিকৃত হয়নি। আদিভাষা আরবী দেশ দুটির ঐক্যের প্রতীক এবং উভয়ের আদি পুরুষ আরব। মিস্বর বিপন্ন হলে উহার শিহরনে সিরিয়ায়ও অস্থিরতা দেখা দেয়।

نعى اللغة العربية (আরবী ভাষার বিলাপ) কবিতায় কবি অবহেলিত আরবী ভাষার দৈন্যদশার কথা বিবৃত করেছেন। ইসলাম ও মুসলমানদের জীবনবিধান আল-কোরআন আরবী ভাষায় সন্নিবিষ্ট। আরবী বিশ্বমুসলিমের ধর্মীয় ভাষা। উহা বর্তমানে বিশ্বের অন্যতম আধুনিক ও আন্তর্জাতিক ভাষা। এই ভাষায় যুগপরম্পরায় মুসলিম পন্ডিত মনীষীগণ জ্ঞান-বিজ্ঞানে তাদের গবেষণা ও পান্ডিত্যের স্বাক্ষর রেখে গেছেন। তাফসীর, হাদীছ, ফিক্বহ, সাহিত্য ও সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয়ে মৌলিক অবদান আরবীভাষা ধারণ করে আসছে। কিন্তু অধুনা বিজ্ঞানের যুগে আরবী ভাষার বিদ্বেষীদের প্রোপাগান্ডা এই যে, আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় গবেষণা ও আবিস্কারের ক্ষেত্রে আরবী ভাষা অচল ও পঙ্গু। কবি হাফিয বিদ্বেষীদের এই অপবাদ খন্ডন করে আরবী ভাষাভাষী পন্ডিত মনীষীদেরকে মাতৃভাষা সমুন্নত রাখার উদ্দেশ্যে আরবী ভাষায় জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য কলা-সংস্কৃতি ক্ষেত্রে গবেষণা করার আহ্বান জানিয়েছেন, অনুপ্রাণিত করেছেন:– [৫৭]

رجعت لنفسى فاتهمت حصاتى # وناديت قومى فاحتسبت حياتى

رمونى بعقم فى الشباب وليتنى # عقمت فلم أجزع لقول عداتى

وسعت كتاب الله لفظا وغاية # وما ضقت عن آى به وعظات

فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة # وتنسيق أسماء لمخترعات

Dhaka University Institutional Repository

أنا البحر فى أحشائه الدر كامن # فهل سألوا الغواص عن صدفاتى

أرى لرجال الغرب عزا ومنعة # وكم عز أقوام بعز لغات

أتوا أهلهم بالمعجزات تفننا # فيا ليتكم تأتون بالكلمات

أيهجرنى قومى عفا الله عنهم # الى لغة لم تتصل برواة

أيطربكم من جانب الغرب ناعب # ينادى بوأدى فى ربيع حياتى

কবি মুহাম্মদ হাফিয ইবরাহীম এই কবিতায় আরবী ভাষার আত্মবিলাপ বর্ণনা করেছেন। 'আরবী ভাষা আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের ধারক ও বাহক হবার যোগ্য নয়, এই ভাষার সৃজনশীল ক্ষমতা নেই'- সমালোচকদের এই সমালোচনার জবাবে কবি বলেন- আরবী ভাষা পঙ্গু ও অপাঙতেয় নয়, বরং উহা অতীতে আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধান আল্-কোরআনের বিভিন্ন বিধি-বিধানের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে ব্যাপক প্রশস্ততা প্রদান করেছে। বিংশ-একবিংশ শতাব্দীর আধুনিক বিজ্ঞানের যুগেও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সমূহের বাহন হবার যোগ্যতা আরবী ভাষার রয়েছে। পাশ্চাত্যবাসীরা মাতৃভাষার যথাযথ সম্মান প্রদানের মাধ্যমে মান মর্যাদা লাভ করতে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিস্ময়কর অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে, কিন্তু অতীব পরিতাপের বিষয় যে, আরবরা দু'চারটে গল্প নাটক লিখেও নিজেদের ভাষার ক্ষেত্রে অবদান রাখতে পারেনি। আরবী ভাষীরা কি নিজেদের মৌলিক ভাষাকে পরিত্যাগ করে পশ্চিমা ভাষার পেছনে দৌড়াবে? আরবী ভাষার ভরা যৌবনে আরবী ভাষাকে জীবন্ত প্রোথিত করায় কি তারা আনন্দিত হবে?

এইভাবে কবি হাফিয অবহেলিত আরবী ভাষার পক্ষথেকে স্বজাতিকে মাতৃভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির জন্য তৎপর হতে আহ্বান জানান। যাতে আরবী ভাষা আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের বাহনরূপে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মর্যাদালাভে সক্ষম হয়।

الخلاف بين الأقباط والمسلمين :

১৯১১ খৃ. মিস্বরে মুসলমান এবং ক্বিবত্বী খৃষ্টানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হলে আত্মসচেতন কবি হাফিয কবিতার মাধ্যমে দুই আসমানী ধর্মাবলম্বীর মধ্যে দাঙ্গা হাঙ্গামা, বিভেদ, সাম্প্রদায়িক অসহিষ্ণুতা পরিহার করে সাম্প্রদায়িক শান্তি সম্প্রীতি ও সহনশীলতার সাথে সহাবস্থানের আহ্বান জানান। কবি বলেন :-[৫৮]

مولاى أمتك الوديعة أصبحت # وعرا المودة بينها تتفصم

نادى بها القبطى ملء لهاته # أن لاسلام وضاق فيها المسلم

فهموا من الأديان مالا يرتضى # دين ولا يرضى به من يفهم

فاجمع شتات العنصرين بعزمة # تأتى على هذا الخلاف وتحسم

মিস্বরীয় জাতির ঐক্য ও ভালোবাসার বন্ধন ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হবার উপক্রম। "শান্তি নেই" বলে ক্বিবত্বীরা সোচ্চার, মুসলমানরাও তটস্থ। যা দ্বীনের অঙ্গ নয়, উহাকে দ্বীনের অপরিহার্য বলে মনে করেছে, কিন্তু জ্ঞানী সমঝদার ব্যক্তি এই সাম্প্রদায়িকতাকে দ্বীন বলে মানতে পারেন না। দৃঢ়তা ও দূরদর্শিতা সহকারে এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য ও সম্প্রীতি পুনঃ স্থাপনের আহ্বান জানান কবি।

Dhaka University Institutional Repository

পীরপূজা, কবর পূজা, পূণ্য লাভের উদ্দেশ্যে মাজারে গমন, মৃত ব্যক্তির মাধ্যমে উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করা সুস্পষ্ট শিরক, ইসলামে তা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। এ ধরনের সামাজিক রসম-রেওয়াজের সমালোচনায় কবি হাফিয কবিতা লিখেছেন أضرحة الأولياء

কবির ভাষায় :–[৫৯]

١– أحـيـاؤنـا لايـــرزقــون بدرهــم # وبـألف ألــف تــرزق الأموات

٢– من لى بحظ النائمين بحـفـرة # قامت على أحجارها الصلوات

٣– يسعى الأنام لها ويجر ى حولـها # بحـر النـذ ور و تقـرأ الآيـات

٤– ويقال : هذا القطب باب المصطفى# ووسيـلـة تقضـى بها الحاجات

আমাদের সমাজে জীবিত ব্যক্তিরা খেতে পায়না, অথচ মৃতব্যক্তিদেরকে হাজার হাজার টাকা-পয়সা খাওয়ানো হয়। তাদের কবরস্থিত পাথরে দরুদ সালাম পেশ করা হয় এবং মনোবাসনা পূরণের উদ্দেশ্যে ঐ সকল কবরের চারপাশে প্রদক্ষিন করে, নযর- নিয়াজ, মান্নত পেশকরে, দোয়া - কালাম পাঠ করে- এই ভেবে যে, মৃতব্যক্তি একজন কুত্‌ব, নবী করীমের gateway এবং মনোকামনা পূর্ণ হবার মাধ্যম।

মজুতদার, কালোবাজারী, অতি মুনাফালোভী ব্যবসায়ীরা সমাজের সর্বস্তরের মানুষের ঘৃণ্য শত্রু। এদের অপতৎপরতার দরুন নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য মূল্যের উর্দ্ধগতি দেখা দেয়। ফলে সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতা অতিক্রম করে জীবনকে দুঃসহনীয় করে তোলে। এধরনের সামাজিক অপরাধীদের সমালোচনায় কবি হাফিয غلاء الأسعار কবিতা রচনা করেছেন:- [৬০]

١– أيها المصلحون ضــاق بنا العيـ # ـش ولــم تحسنـوا عليــه القياما

٢– عــزت السلعة الذليلـة حـتـى# بات مســح الحذاء خطبا جسـاما

٣– وغدا القوت فى يد النـاس كا لـ # ـياقوت حتى نوى الفقيرالصياما

٤– يخال الرغيف فى البعـد بـدراً # ويـظـن اللحـــوم صيداً حـرامـا

٥– أصلحوا أنفسا أضـر بها الفـقـ # ـر وأحـيــا بمـوتـهـا الآثـامـا

দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির দরুন জনজীবন সংকটাপন্ন ; একমুঠো খাবার মানুষের জন্য মূল্যবান মণিমুক্তার ন্যায় মহার্ঘ হয়েছে। ফলে নিঃসম্বল ব্যক্তির স্বিয়াম ছাড়া গত্যন্তর নেই। একটুকরো রুটি তার নিকট দূর আকাশের চাঁদের ন্যায় দূরে মনে হয় এবং মাংসকে নিষিদ্ধ শিকার তুল্য মনে হয়। কবি সমাজপতিদেরকে এসব সামাজিক সমস্যা দূরীকরণের আহবান জানিয়েছেন। নৈরাজ্য, সামাজিক বিশৃঙ্খলা, মিথ্যা, শঠতা, প্রতারণা ইত্যাদি সামাজিক অনৈতিক কার্যের সমালোচনা করেও কবি হাফিয বিভিন্ন সময়ে কবিতা রচনা করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

(৪) المدائح والتهانى স্তুতি ও প্রশংসামূলক কবিতা ঃ

কবি হাফিয ব্যক্তিগত স্বার্থ সিদ্ধি কিংবা অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যে কোন প্রশস্তি গাথা রচনা করেননি। বরং সামাজিক মর্যাদাবান ব্যক্তিদের মহত গুণাবলীর বর্ণনা করে, মানবতার প্রতি তাদের অবদানের স্বীকৃতি দান করে কবিতা রচনা করেছেন। অভিনন্দন (تهنئة), প্রশংসা (تقريظ) ও স্তুতিকাব্যের অন্তর্ভূক্ত।

রাজা বাদশাহদের প্রশংসায়, মন্ত্রীবর্গের প্রশংসায়, ইসলামী ব্যক্তিত্ব, পন্ডিত মনীষী, জ্ঞানী-গুণী ও রাজনৈতিক প্রতিভাধর নেতৃবৃন্দের প্রশংসায়, কবি সাহিত্যিকদের প্রশংসায়, কোন গ্রন্থ, গ্রন্থকার, সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের অভিনন্দনে কবিতা রচনা করেছেন কবি মুহাম্মদ হাফিয।

আমরা এখানে কবির স্তুতিকাব্যকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করে পর্যালোচনা করবো।

ক) مدح الرؤساء রাষ্ট্র প্রধান বা সরকার প্রধানদের প্রশংসায়,

খ) مدح الوزراء والمدراء মন্ত্রীবর্গ এবং পরিচালক কর্মকর্মতাদের প্রশংসায়,

গ) مدح رجال السياسة والعلم والفكر রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, জ্ঞানী-গুণী, পন্ডিত মনীষী ও বুদ্ধিজীবিদের প্রশংসায়।

ঘ) مدح الأدباء والشعراء কবি সাহিত্যিকদের প্রশংসায়।

ঙ) تقريظات شتى বিভিন্ন ধরনের প্রশংসায় ও অভিনন্দন মূলক ।

ক) রাষ্ট্র প্রধান বা সরকার প্রধানদের প্রশংসায় ঃ

মিস্বরে আলভী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা মুহাম্মদ আলীর (১৭৬৯-১৯৪৯ খৃ.) বংশের মোট তিনজন শাসকের প্রশংসায় কবি হাফিয কবিতা রচনা করেছেন। এরা হচ্ছেন- খেদিব দ্বিতীয় আব্বাস হিলমী (১৮৭৪-১৯১৪), সুলত্বান হোসাইন কামিল (১৮৫২-১৯১৭) এবং বাদশাহ আহমাদ ফুয়াদ (১৮৬৮-১৯৩৬)।

মুহাম্মদ আলী বংশের ৬ষ্ঠ শাসক খেদিব দ্বিতীয় আব্বাস হিল্‌মী (শাসনকাল- ১৮৯২-১৯১৪) ১৮৭৪খৃ. কায়রোতে জন্ম। পিতা তওফীক্ব পাশার মৃত্যুর পর ৮/১/১৮৯২খৃ. মিস্বরের শাসক হন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার পর ১৯১৪ খৃ. ইংরেজরা তাকে ক্ষমতাচ্যুত করে ; অতঃপর তার পিতৃব্য সুলত্বান হোসাইন কামিল তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। খেদিব আব্বাস জেনেভায় মৃত্যুবরণ করেন। তিনি জনগণের করভার হ্রাস করেন, শিক্ষার সম্প্রসারণ করেন, আসওয়ান বাঁধ উদ্বোধন করেন। সুদানকে মিস্বরের অধীনে ফিরায়ে আনেন। কবি হাফিয তাঁর প্রশংসায় বিভিন্ন উপলক্ষে স্তুতি কবিতা রচনা করেছেন। আব্বাসের সিংহাসন আরোহন উপলক্ষে, ঈদুল ফিতর উপলক্ষে, ঈদুল আযহা উপলক্ষে, হিজরী নববর্ষ উপলক্ষে, হজ্জ থেকে প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে হাফিয কবিতা রচনা করেছেন। সেসব কবিতায় আব্বাসের বিভিন্ন গুণাবলী, মুসলিম জাতির প্রতি তাঁর অবদান ব্যক্ত করেছেন।

খেদিব আব্বাসের সিংহাসন আরোহন উপলক্ষে ৮/১/১৯০১ খৃ. রচিত কবিতায় কবি হাফিয বলেন- আব্বাসের সমগ্রজীবন কল্যাণ ও সৌভাগ্যে পরিপূর্ণ। সিংহাসন, রাজ্য, সমগ্র সৃষ্টিকুল তার সুশাসনে আনন্দিত। তিনি ন্যায়পরায়ন, সহিষ্ণু এবং বিপন্নের ত্রাণকর্তা । কবির ভাষায় :- [৬১]

١- اليمن أوله والسعد آخره # وبين ذلك صفو العيش لم يشب

Dhaka University Institutional Repository

٢- فالعرش فى فرح والملك فى مرح # والخلق فى منح والدهر فى رهب

٣- والملك فوق سرير الملك تحرسه # عين الاله وترعى أعين السهب

٤- الحلم حليته والعدل قبلته # والسعد لمحته كشافة الكرب

٥- مشيئة الله فى العباس قد سبقت # الى الجدود ومن يأتى على العقب

১৩২১হি. / ১৯০৪ খৃ. 'ঈদুল আদ্বহা' উপলক্ষে খেদিব আব্বাসকে স্বাগতম জানিয়ে কবি হাফিয কবিতা রচনা করেন। প্রাঞ্জল আরবী ভাষায় রচিত কবিতাটিকে তিনি পারস্যরাজের মুকুটের মণিমুক্তার চাইতে, কিংবা তাঁর কন্যা 'বুরান' এর গলার হারের মুক্তার চাইতে মূল্যবান বলে দাবী করেছেন ; রাসূলে করীমের কবি হাস্সান বিন ছাবিতের কিংবা কবি আবু নুয়াস এর কাব্য প্রতিভার সমতুল্য বলে দাবী করেছেন। খেদিব এর আমলে মিস্বর সুজলা-সুফলা হয়েছে, সূদানের কুর্দফান প্রদেশ হতে মূসা নবীর (আঃ) স্মৃতি বিজড়িত 'তুর' পাহাড় পর্যন্ত রাজ্য সম্প্রসারিত হয়েছে। কবি বলেন :- ৬২

١- صُغت القريض فما غادرت لؤلؤة # فى تاج كسرى ولا فى عقد بوران

٢- واليوم أنشدهم شعرا يعيد لهم # عهد النواسى أو أيام حسّان

٣- أزُفُّ فيه الى العباس غانية # عفيفة الخدر من آيات عدنان

٤- أغليت بالعدل ملكا أنت حارسه # فأصبحت أرضه تشرى بميزان

٥- ولأك ربك ملكا فى رعايته # ومدّه لك فى خصب وعمران

٦- من كردُفان الى مصرٍ الى جبلٍ # عليه كلمه موسى بن عمران

১৯০৪ সনে 'হিজরী নববর্ষ' উপলক্ষে আব্বাসকে স্বাগতম জানিয়ে কবি বলেন - খেদিবের শাসনে সমগ্র প্রাচ্যজগত আনন্দিত; আল্লাহর জ্যোতি তার উপর বিচ্ছুরিত। দ্বিতীয় খলীফা উমর ফারুকের ন্যায় প্রজাবৎসল, ন্যায়পরায়ন ভূমিকা অবলম্বনের জন্য তার প্রতি আহবান জানিয়েছেন। কবি বলেন :- ৬৩

١- تفاءل خيرا إذ رآك مملكا # وفوقك من نور المهيمن نور

٢- فقف موقف الفاروق وانظر لأمة # اليك بحبات القلوب تشير

১৯০৯/১৩২৭ হি. সনে খেদিব আব্বাসের হজ্জ থেকে প্রত্যাবর্তন মুহূর্তে স্বাগতম জানিয়ে সুদীর্ঘ ৯০ পংক্তির একটি ক্বাসীদা রচনা করেন। তার কিয়দংশ উদ্ধৃত করছি :- ৬৪

منى نلتها يا لابس المجد معلما # أدينا ودنيا؟ زادك الله أنعما

فلله ما أبهاك فى مصر حاليا # ولله ما أتقاك فى البيت محرما

أقول وقد شاهدت ركبك مشرقا # وقد يمم البيت العتيق المحرما

مشت كعبة الدنيا إلى كعبة الهدى # يفيض جلال الملك والدين منهما

فيا ليتنى اسطعت السبيل وليتنى # بلغت منى الدارين رحبا ومغنما

Dhaka University Institutional Repository

تسير الى شمس الهدى فى حفاوة # من العز تحدوها الزواهر أينما

أسير خلال الركب نحو حظيرة # على ربها صلى الا له وسلما

إلى خير خلق الله من جاء ناطقا # بآياته انجيل عيسى بن مريما

حللت بآكناف الجزيره عابرا # فانضرت واديها و كنت لها سلما

وأشرقت فى بطحاء مكة زائرا # فبات عليك النيل يحسد زمزما

وماظفرت من بعد هارون أرضها # يمتلك ميمون النقيبة منعما

ولا أبصر الحجاج من بعد شخصه # على عرفات مثل شخصك محرما

رميت فسددت الجمار فلم تكن # جمارا على إبليس بل كن أسهما

وبين الصفا والمروة ازدادت عزة # بسعيك يا عباس لله مسلما

أمانيك الكبرى وهمك أن ترى # بأرجاء وادى النيل شعبا منعما

سليل ملوك يشهد الله أنهم # أقاموا عمود الدين كما تهدما

দীন ও দুনিয়ায় উভয় ক্ষেত্রে খেদিব 'আব্বাসের কামনা বাসনা পূর্ণ হয়েছে। আল্লাহ তাকে অধিক ঐশ্বর্যশালী ও অনুগ্রহভাজন করুক। খেদিব ইহরাম অবস্থায় খোদাভীরু মনোভাব নিয়ে কাবাগৃহের তাওয়াফ করেছেন। তিনি দুনিয়াবাসীর কা'বা (আশাভরসার স্থল) রূপে প্রাচীনতম কাবাগৃহের দিকে গমন করেছেন। কবি হাফিয আবেগাকুল হৃদয়ে কামনা করেছেন-যদি তাঁর সঙ্গতি থাকতো, তবে তিনি খেদিবের এই হজ্জ কাফেলায় শরীক হয়ে ইহকাল ও পরকালের সৌভাগ্য অর্জন করতে পারতেন। অতঃপর নবী করীমের রওজায়ে পাকে উপস্থিত হয়। 'আব্বাসী খলীফা হারুন রশীদের পরে খেদিব আব্বাসের আগমনের পূর্বাবধি কোন দানশীল শাসক দ্বারা মক্কার মাটি ধন্য হয়নি। আরাফাত প্রান্তরে ও হজ্জযাত্রীগণ 'আব্বাস ব্যতীত অন্য কাউকে দানশীল দেখতে পায়নি। মিনায় শয়তানের প্রতি পাথর নিক্ষেপ যেন তীর নিক্ষেপ সদৃশ। সাফা-মারওয়া প্রান্তরে সাঈ করে বিপুল সম্মানের অধিকারী হয়েছেন। খেদিব আব্বাস দোয়া কবুলের স্থান সমূহে তার স্বদেশ মিস্বরবাসীর কল্যাণ, মঙ্গল, উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য প্রার্থনা করেছেন। আল্লাহ সাক্ষী যে, খেদিব আব্বাসের পূর্ব প্রজন্মরা দীন ইসলামের ভিত্তি ধ্বংস হবার পর পুনঃস্থাপন করেছেন। আল্লাহ আব্বাসকে দ্বীন ও দুনিয়া উভয় ক্ষেত্রে সম্মান দান করেছেন। মিস্বরের শাসন ক্ষমতার অধিকারী করেছেন। তার ন্যায়পরায়ণতার দরুন মিস্বরের প্রাচুর্য সাধিত হয়েছে। তার হজ্জ কাফেলা কা'বা শরীফ এবং সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ মানবের (সা.) সমীপে উপনীত হয়েছে। খেদিব আব্বাসের আগমনে মক্কা প্রান্তর সুজলা হয়েছে এবং 'আরাফাতে ও তিনি অজস্র দান খয়রাত করেছেন। কা'বার হজ্জযাত্রীদের জন্য যাতায়াত নিরাপদ করেছেন। মিস্বরকে সমৃদ্ধশালী রাষ্ট্রে ও জাতিতে পরিণত করেছেন। কবির একান্ত কামনা- প্রতিটি মুসলিম জনপদের শাসকরা যদি তার ন্যায় ন্যায়পরায়ণ হতেন !

মুহাম্মদ আলী বংশের ৭ম সুলতান হোসাইন বিন কামিল (১৮৫২-১৯২৭, শাসনকাল ১৯১৪-১৯১৭) এর প্রশংসায় কবি হাফিয কবিতা লিখেছেন। তিনি অত্যন্ত প্রজাবৎসল, দানশীল, পরোপকারী শাসক ছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

নিজের ভাতা গরীব দুঃখীকে দান করতেন। কৃষক ও কৃষকদের অবস্থা উন্নয়নের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করেন। দেশ খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণতা লাভ করেছিল। তার শাসন কাল কল্যাণ-মঙ্গল, ন্যায়পরায়নতা, পরোপকার, প্রাচুর্য ও জাতীয় ঐক্যের জন্য খ্যাত ছিল। তিনি যেন জাতির জন্য পৃথিবীতে আল্লাহর ছায়া সদৃশ। তাঁর যুগকে খেলাফতে রাশিদার আবু বকর ও উমরের যুগের সাথে তুলনা করেছেন। কবির ভাষায় :-[৬৫]

تسنم عرش اسماعيل رحبا # فأنت لصولجان الملك أهل

وحصنه باحسان وعدل # فحصن الملك احسان وعدل

وجدد سيرة العمرين فينا # فانك بيننا لله ظل

وما من مجمع للخير إلا # ومن كفيك سح عليه وبل

أبا الفلاح كم لك من أياد # على ما فيك من كرم تدل

عنيت بحالة الفلاح حتى # تهيب أن يزورالأرض محل (جدب)

وكنت لمجلس الشورى حياة # ونبراسا إذا ماالقوم ضلوا

وكنت لكل مسكين وقاء # وأهلا حين لم تنفعه أهل

فعِش للنيل سلطاناأبيا # له فى ملكه عقد وحل

ووال القوم انهم كرام # ميامين النقيبة أين حلوا

মিশরের আলী বংশীয় ৮ম শাসক বাদশাহ ১ম ফুয়াদ (১৮৬৮-১৯৩৬, শাসনকাল ১৯১৭-১৯৩৬) এর প্রশংসায় ১৯২২ খৃ. কবি হাফিয কবিতা লিখেছেন:-[৬৬]

كسوت الأزهر المعمور ثوبا # من الإجلال والعز المقيم

رأى فيك (المعز) فهان أعلى # قواعده على ظهر الأديم

كذا فليحمل التاجين ملك # يعز شعائر الدين القويم

ويخشى ربه ويطيع مولى # هداه إلى الصراط المستقيم

أبا فاروق خذ بيد الأمانى # وحققها على رغم الخصيم

أفقنا بعد نوم فوق نوم # على نوم كأصحاب الرقيم

وأصبحنا يمينك فى نهوض # يكافئ نهضة النبت الجحيم

বাদশাহ প্রথম ফুয়াদ আল আঝহার বিশ্ববিদ্যালয়কে চিরন্তন মর্যাদার অধিকারী করেছেন। আল আঝহার এর মূল পরিকল্পনা কারী ও প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ফাতেমী বংশীয় খলীফা মু'ইঝঝলি দ্বীনীল্লাহ (৯৩১-৯৭৫ খৃ.) পর্যটকগণ বাদশাহ ফুয়াদ এর যুগকে মু'ইঝঝলি দীনিল্লাহর যুগের সাথে সাদৃশ্যপূর্ন দেখতে পাচ্ছে। সুদৃঢ় দীন ইসলামের প্রতীক সমূহকে সুদৃঢ়কারী সম্রাটের পক্ষেই রাজ্য ও দ্বীনের মুকুট বহন করা বাঞ্চনীয়। যিনি খোদাভীরু, অনুগত, সঠিকপথ প্রাপ্ত। জনগণের আশা আকাঙ্খাকে দৃঢ়হস্তে বিরোধীদের বিরোধিতার মুখে

Dhaka University Institutional Repository

বাস্তবায়ন করার আহবান জানিয়েছেন কবি। মিস্বরবাসী আস্বহাবে কাহাফ্ এর ন্যায়-দীর্ঘদিন গভীর নিদ্রায় অবচেতন থাকার পর জেগে উঠেছে এবং বাদশাহ্ ফুয়াদের সৌজন্যে উন্নতি-অগ্রগতি লাভ করেছে।

অন্য কবিতায় মিস্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং আলেকজান্দ্রিয়ায় নৌবাহিনী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনে বাদশাহ ফুয়াদের অবদান বর্ণনা করেছেন, ফাতেমী খলীফা মু'ইঝঝলি দ্বীনিল্লাহর শাসনামলে মিস্বরের প্রাচীন গৌরব ও ঐতিহ্যকে ফিরিয়ে আনার জন্য বাদশাহ ফুয়াদের প্রতি আহবান জানান। কবি বলেন :-[৬৭]

١- أى الملوك أجل منك # مكانة وأعز جندا

٢- من منهم كفاه يوم البذ ل# من كفيك أندى

٣- من منهم نامت رعيته # وقام الليل سهدا

٤- من منهم أوفى حجاً # وحصافة وأبر وعدا

٥- هذى الجزيرة والعراق # وفارس يهد دن هداً

٦- واليك مكة هل ترى # أحدا بها واليك نجدا

٧- واليك تونس والجزا # ئر قد لبسن العيش نكدا

٨- جددت عهد الراشد ين # تقى واحسانا وزهدا

٩- نرى عليك مخايل # الخلفاء انصافا ورشدا

١٠- رويت افئدة الرعية # من هواك فكيف تصدى

١١- ملكتهن كما ملكت # زمام مصر أبا وجدا

١٢- فاذا نهيت فطاعة # واذا أمرت فلا مردا

١٣- وأقمت جامعة بمصـ # ـر تشد أزر العلم شدا

١٤- ورفعت فى ثغر الثغو # رلمنشآت البحر بندا

١٥- وأسست مدرسة تعيـ # ـد لنا بملك البحر عهدا

١٦- دم يا فؤاد مؤيدا # بالمال والأرواح تفدى

١٧- وأعد لنا عهد المعـ # ـز الفاطمى فأنت أهدى

বাদশাহ ফুয়াদ-১ একজন প্রতাপশালী রাজা ছিলেন, তার সেনাবাহিনী ছিল শক্তিশালী। তিনি মহানুভব, দানশীল এবং প্রজাবৎসল ছিলেন। প্রজ্ঞা ও তীক্ষ্ণধীর অধিকারী ছিলেন। সমগ্র মুসলিম বিশ্বে জাঝিরাতুল আরবে, ইরাক পারস্য, হেজাজ, নজ্দ, তিউনিস এবং আলজিরিয়ায় কোথাও তার ন্যায় যোগ্য শাসক এবং তাঁর দেশের ন্যায় মর্যাদার অধিকারী নেই। তিনি খোলাফায়ে রাশেদীনের ন্যায় তাক্বওয়া, ইনস্বাফ, ইহসান, সঠিক মতামত প্রদান ইত্যাদি মহত গুণাবলীর অধিকারী। তাঁর আদেশ নিষেধ সকলের শিরোধার্য। জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রসার কল্পে-মিস্বরে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন এবং আলেকজান্দ্রিয়ায় নৌবাহিনীর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করেন।

Dhaka University Institutional Repository

মিস্বরীয় শাসকবর্গ ব্যতীত 'উছমানী তুর্কী সাম্রাজ্যের ৩৪ তম সুলত্বান 'আবদুল হামিদ এর প্রশংসায় কবি হাফিয কবিতা রচনা করেছেন। তিনি কবি হাফিযের সমসাময়িক ছিলেন। তাঁর জীবনকাল ১৮৪২ খৃ.--১৯১৮ খৃ. এবং শাসন কাল ১৮৭৬-১৯০৯খৃ.। সুলত্বান আবদুল হামিদ বহু জনহিতকর ও ধর্মীয় কার্যাদি সম্পাদন করে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। সুলত্বানের সিংহাসনে আসীন উৎসব উপলক্ষে ১৯০১ সনে কবি হাফিয সুলতানের বিভিন্ন কীর্তি ও গুণাবলী বর্ণনা করে কবিতা রচনা করেন:-[৬৮]

سما فوقه والشرق جذلان شيق # لطلعته والغرب خذلان يرقب

فقام بأمر الله حتى ترعرعت # به دوحة الاسلام والشرك مجدب

وقرب بين المسجدين تقربا # الى الملك الأعلى فنعم المقرب

وكم حاولوا فى الأرض إطفاءنوره # وإطفاء نورالشمس من ذاك أقرب

فراعهم منه بجيش مدجج # له فى سبيل الله والحق مذهب

فدى لك يا عبد الحميد عصابة # عصت أمر ربها وحزب مذ بذب

وأسمع فى الدنيا دعاء بنصره # يردده البيت العتيق ويثرب

সুলত্বান 'আবদুল হামিদের খিলাফতের আসনে আসীন হওয়ায় সমগ্র মুসলিম প্রাচ্য আনন্দিত এবং পাশ্চাত্য জগত লাঞ্ছিত ও অপমানিত। তিনি আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হন, ফলে ইসলাম বৃক্ষ এক প্রকান্ড মহীরুপে পরিণত হয় এবং শিরকের মূলোৎপাটিত হয়। ১৯০০-১৯০৮ সনের মধ্যে মদীনা থেকে দামেশ্ক পর্যন্ত রেললাইন স্থাপন করে মসজিদে নববী থেকে মসজিদে আকৃসা (বায়তুল মোকাদ্দাস) এর মধ্যবর্তী দূরত্ব কমিয়ে দেন। তার বিরোধীরা তাকে ক্ষমতাচ্যুত ও নিশ্চিহ্ন করতে চেয়েছিল,কিন্তু ব্যর্থহয়েছে। সুলত্বানকে নিশ্চিহ্ন করার চাইতে সূর্যের আলো নির্বাপিত করা সহজতর । তিনি বিরোধী শক্তিকে সশস্ত্র সেনাবাহিনী দ্বারা পর্যুদস্ত করেন। আল্লাহর পথে, সত্য-ন্যায়ের পথে সুলত্বান ছিলেন অবিচল।

১৯০৮ সনে সুলত্বানের ক্ষমতাসীন বার্ষিকী উপলক্ষে কবি হাফিয একদীর্ঘ কবিতা রচনা করেন। জনগণকে ধীরস্থির ভাবে সুলত্বানের অ নুগত , পরস্পর ঐক্যবদ্ধ এবং সংবিধান ও অঙ্গীকার সমূহের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকার আহবান জানান। কবি বলেন :-[৬৯]

أثنى الحجيج عليك والحرمان # وأجل عيد جلوسك الثقلان

أرضيت ربك إذ جعلت طريقه # أمنا وفزت بنعمة الرضوان

وجمعت بالدستور حولك أمة # شتى المذاهب جمة الأضغان

فجعلت أمر الناس شورى بينهم # وأقمت شرع الواحد الديان

يا أيها الشعب الكريم تماسكوا # وخذوا أموركم بغير توانى

فتفيئوا ظل الهلال فانه # جم المبرة واسع الاحسان

Dhaka University Institutional Repository

يرعى لموسى والمسيح وأحمد # حق الولاء وحرمة الأديان

ودعوا التقاطع فى المذاهب بينكم # ان التقاطع آية الخذلان

وتسابقوا للباقيات وأظهروا # للعالمين دفائن الأذهان

পবিত্র মক্কা মদীনা, হজ্জযাত্রীগণ, মানুষ ও জিন জাতি সুলতান 'আবদুল হামিদের গুণকীর্তন করছে। হজ্জযাত্রীদের জন্য পথ চলা আরাম ও নিরাপদ করায় আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জনগণের আন্তরিক ভালোবাসা লাভ করেছেন। মুসলিম, ইহুদী, খৃষ্টান প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের লোকদেরকে সদাচরনের মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ করেছেন, সাম্প্রদায়িক অনৈক্য দূর করেছেন। তাই সর্বস্তরের জনগণকে ঐক্যবদ্ধ ভাবে সুলতানের আনুগত্যও সহযোগিতা করার আহবান জানিয়েছেন।

সুলতান 'আব্দুল হামীদ ১৮৭৬ খৃ. তুর্কী 'উছমানী সাম্রাজ্যের অধিকারী হন এবং ১৯০৯ খৃ. বৃটিশ কর্তৃক সিংহাসনচ্যুত হন। তিনি অনেক জনহিতকর ও ধর্মীয় কার্যাদি সম্পাদন করেন। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকারীগণ স্বাধিকার ও সংবিধান প্রতিষ্ঠার দাবীতে তার বিরুদ্ধে আন্দোলন ও বিক্ষোভ করে; কিন্তু তিনি তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। হাফিয সুলত্বান আব্দুল হামিদের স্তুতিকাব্যে তাঁর বিভিন্ন গুণাবলীর বর্ণনা দিয়েছেন। 'আব্দুল হামিদ খোদায়ী বিধান কার্যকর করতে এবং শিরক তথা অনৈসলামিক কার্যকলাপের মূলোৎপাটন করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেন। মদীনা থেকে দামেশক পর্যন্ত রেললাইন চালু করে মসজিদে নবভী ও মসজিদে আক্বসার দূরত্ব নিকটতর করেন। হজ্জযাত্রীদের যাতায়াত নিরাপদ করেন, পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করেন। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপন করেন। দন্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষনা করেন। মক্কার হোসাইন বিন আলী (১৮৫৬-১৯৩১) ১৯১৬ খৃঃ তুর্কীদের বিরুদ্ধে বিপ্লব ঘোষণা করেন। হেজাঝের গবর্নর এবং শরীফ হোসাইন উভয়ে মিলে তুর্কী সুলত্বান আব্দুল হামীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেও তারা সফল হতে পারেনি।

খ) مدح الوزراء والمدراء মন্ত্রী ও পরিচালকদের প্রশংসায় রচিত কবিতা ঃ

রাষ্ট্র প্রধান ও সরকার প্রধানদের প্রশংসার ন্যায় কবি মুহাম্মদ হাফিয বিভিন্ন মন্ত্রীর ও পরিচালকদের প্রশংসায় স্তুতি কবিতা রচনা করেছেন। এসব কিছুর উদ্দেশ্য ছিল তাদের নৈকট্য অর্জন করা। মিস্বরের প্রথম প্রধান মন্ত্রী মুহাম্মদ সাঈদ পাশা (১৮৬২-১৯২৮), প্রধান মন্ত্রী 'উছমান বেগ, মুহাম্মদ মাহমুদ পাশা, শিক্ষামন্ত্রী সোলায়মান পাশা, ধর্মমন্ত্রী আবদুল হালিম পাশা প্রমুখ মন্ত্রীদের প্রশংসায় স্তুতি কবিতা রচনা করেছেন। পরিচালক ও ডাইরেক্টরদের মধ্যে রাফ'আত বেগ, আলী হায়দর বেগ, আমীন ওয়াসিফ বেগ, মাহমূদ সামী বেগ, নজীব আল-হিলালী প্রমুখের প্রশংসায় কবিতা রচনা করেছেন।

প্রধান মন্ত্রী মুহাম্মদ সাঈদ পাশা ১৩৩০ হি. ইউরোপ ভ্রমণ থেকে প্রত্যাবর্তন কালে কবি হাফিয তাকে স্বাগতম জানিয়ে বলেন :- [৭০]

فيك السعيدان اللذان تباريا # يا مصر فى الخيرات والبركات

نيل يفيض على سهولك رحمة # وفتى يقيك غوائل العثرات

মিস্বরে দুই সাঈদ কল্যাণ ও মঙ্গলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। নীলনদ মিস্বরের সমতল ভূমিতে প্রশান্তি প্রবাহিত

Dhaka University Institutional Repository

করছে। যুবক মুহাম্মদ সাঈদ পাশা মিস্বরকে বিভ্রান্তি থেকে রক্ষা করছেন।

অনুরূপ ভাবে প্রদান মন্ত্রী মুহাম্মদ মাহমুদ পাশাকে বৃটেনের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যলয় কর্তৃক সম্মান সূচক ডক্টর অব ল' (DOCTOR OF LAW) ডিগ্রী প্রধান করায় কবি হাফিয তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে কবিতা লিখেন:- [৭১]

شرف الرآسة يا محمد زانه شرف النهى

بردان من نسج الجلال اليهما الفخر انتهى

زانتك آلقاب الرجال العاملين وزنتها

أمنية قدنا لها أمل الخلود ونلتها

فاسلك سبيلك فى الجهاد موقفا ومنزها

واحفظ لمصر حقوق مصر فأنت فى الجُلّى لها

প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তা নেতৃত্বের সম্মানকে সৌন্দর্যমন্ডিত করেছে। মর্যাদার এ দুটি আবরণ দ্বারা মাহমূদ গৌরবের অধিকারী হয়েছেন। পূর্ববর্তী মনীষীদের উপাধি মাহমূদকে সুষমামন্ডিত করেছে, ইহা এক শাশ্বত আকাঙ্খা। তাই মাহমূদ রাষ্ট্র পরিচালনার সংগ্রামে সততা ও সাফল্যের সাথে অগ্রাভিযান করুন এবং মিস্বরের যাবতীয় অধিকার সংরক্ষণ করুন কবির এই কামনা।

সোলায়মান আবাযা পাশা (১৮৩৪-১৮৯৭) খেদিব তওফিক পাশার আমলে ('উরাবী বিপ্লবের পর) মিস্বরের শিক্ষামন্ত্রী হন। তাঁর রোগমুক্তি উপলক্ষে হাফিয কবিতা লিখেন: এতে তাঁকে নবী সোলায়মান বিন দাঊদের (আ:) সাথে তুলনা দিয়েছেন। তাঁর নিজ শহর কা'বা এবং মসজিদে আক্বসার ন্যায় পবিত্র। নবী সোলায়মান পশুপাখির ভাষা বুঝতেন , তেমনি মন্ত্রী আবাযাহর অবস্থাও বনের পাখিরা উপলদ্ধি করতে পারতো, তার জন্য দোয়া করতো يحرسك الله (আল্লাহ আপনাকে হেফাযত করুন) কবির ভাষায় :- [৭২]

سليمان ذكرت الزمان وأهله # بعز سليمان وإقبال دنياه

وان كنت فى روض تغنت طيوره # وصاحت على الأفنان : يحرسك الله

وكان ابن داؤد له الريح خادم # وتخدمك الأيام والسعد والجاه

تحل بحيث المجد ألقى رحاله # فطاهرة والبيت والقدس أشباه

১৩১৩ হিজরী সনে ধর্মমন্ত্রী 'আব্দুল হালিম 'আস্বিম পাশা আমীরুল হজ্জ এর দায়িত্ব সম্পাদন করায় তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে হাফিয কবিতা রচনা করেন। আবদুল হালিম কল্যাণময় চিত্তের অধিকারী, বিশ্বস্থ, সুদৃঢ় ব্যক্তিত্বের অধিকারী পবিত্র কা'বার আহবান তার মন প্রাণকে আলোড়িত করেছে। তার উপস্থিতিতে হেজাষ ভূমি উল্লসিত, মিস্বর থেকে এডেন বন্দর পর্যন্ত আনন্দে শিহরণ সৃষ্টি হয়েছে। কবির ভাষায় : - [৭৩]

ياهماما فى الزمان له # همة دقت عن الفطن

Dhaka University Institutional Repository

وفتى لو حل خاطره # فى ليالى الدهر لم تخن

يا أمير الحج أنت له # خير واق خير مؤتمن

هزك البيت الحرام له # هزة المشتاق للوطن

فرحت أرض الحجاز بكم # فرحها بالهاطل الهتن

وسرت بشرى القدوم لهم # بك من مصر إلى عدن

'আব্দুল হালীম বর্তমান সময়ের সম্মানিত দুরদৃষ্টি সম্পন্ন দৃঢ়মনোবলের অধিকারী যুবক; কালের দুর্বিপাক তার মনোবল টলাতে পারেনা। আমীরুল হজ্জরূপে সর্বশ্রেষ্ঠ আমানতদার।তাঁর শুভাগমনে কা'বা গৃহ এবং হেজাঝ ভূমি উৎফুল্ল, যেরূপ শুষ্কভূমি মুষলধারার বৃষ্টিতে উল্লসিত হয়। 'আব্দুল হালীম কল্যাণময় চিত্ত, সুদৃঢ় ব্যক্তিত্বের অধিকারী, বিশ্বাসভাজন ব্যক্তি । পবিত্র কা'বার আকর্ষণ তার মনপ্রাণকে আলোড়িত করেছে। হেজাঝ, মিস্বর,এডেন সর্বত্র আনন্দের ঢেউ লেগেছে।

(গ) مدح رجال العلم والفكر والسياسة (রাজনীতিবিদ, পন্ডিত-মনীষী ও বুদ্ধিজীবিদের প্রশংসায় ঃ

এঁদের মধ্যে মুফতী মুহাম্মদ 'আব্দুহ, সা'দ ঝগলুল, অধ্যাপক লুতফী সাইয়্যেদ (মিস্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর), কোর্টের উপদেষ্টা মাহমুদ গালিব পাশা, চিকিৎসক ও সার্জন ডা: আলী ইবরাহীম পাশা এবং ডা. লুনা প্রমুখের প্রশংসায় কবিতা রচনা করেছেন। তন্মধ্যে শাইখ মুহাম্মদ 'আব্দুহ এবং সা'দ ঝগলুলের প্রসঙ্গে রচিত কবিতা গুলোই সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শায়খ মুহাম্মদ বিন 'আব্দুহ বিন হাসান খায়রুল্লাহ মিস্বরের গ্র্যান্ড মুফতী ছিলেন। ১২৬৬ হিজরীতে জন্ম এবং ১৩২৩হি./১৯০৫ খৃ. মৃত্যু। জামে' আল আহমদী এবং জামে' আল- আঝহারে অধ্যয়ন করেন। শিক্ষকতায়, বিচারকের এবং ধর্মীয় বিভিন্ন পদে অভিষিক্ত হন। তিনি অতুলনীয় পান্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। হাফিযের কাব্য ও সাহিত্যে ইমামের প্রভাব ছিল অপরিসীম । তারবিয়াতের ব্যাপারে অশেষ ভূমিকা রাখেন। হাফিয সদা সর্বদা ইমামকে ছায়ার ন্যায় অনুসরণ করতেন। ইমামের প্রশংসায়, শোকে, অভিনন্দনে হাফিয বহুসংখ্যক কবিতা উৎসর্গ করেছেন। ১৮৯৯ খৃ/১৩১৭ ইমাম মুহাম্মদ 'আব্দুহ মিস্বরের গ্র্যান্ড মুফতীর দায়িত্ব গ্রহণ করলে হাফিয তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে কবিতা রচনা করেন। এ কবিতাটি হাফিযের কবি জীবনের প্রথমদিকের কবিতা:- [৭৪]

رأيتك والأبصار حولك خشع # فقلت أبو حفص ببرديك أم على

وخفضت من حزنى على مجد أمة # تداركتها والخطب للخطب يعتلى

جردت للفتيا حسام عزيمة # بحديه أيات الكتاب المنزل

محوت به فى الدين كل ضلالة # وأثبت ما أثبت غير مضلل

لئن ظفر الانتاء منك بفاضل # لقد ظفر الاسلام منك بأفضل

Dhaka University Institutional Repository

فما حل عقد المشكلات بحكمة # سواك ولا أربى على كل حول

কবি ইমাম মুহাম্মদ 'আব্দুহুর, প্রজ্ঞা, দূরদর্শিতা ও ব্যক্তিত্বের জন্য খলীফা 'উমর বিন খাত্তাবের সাথে কিংবা অগাধ পান্ডিত্য ও ধর্মীয় জ্ঞানের জন্য باب مدينة العلم হযরত 'আলী বিন আবি ত্বালিবের সাথে তুলনা দিয়েছেন। মুসলিম জাতির নিকট তিনি ছিলেন সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্র। অগাধ ধর্মীয় জ্ঞানের অধিকারী হওয়ায় স্বীয় ফতওয়া দ্বারা ইসলামকে বিভ্রান্তিমুক্ত করেছেন। 'ইফতা' তাঁর মত যোগ্যগুণী ব্যক্তির দরুন মর্যাদা লাভ করেছে, যেমনি ভাবে ইসলাম সর্বাধিক সম্মানিত ব্যক্তি 'মুহাম্মদ' (সা.) এর দ্বারা সম্মানিত হয়েছে। 'ইমাম' ব্যতীত অন্যকেউ স্বীয় প্রজ্ঞা বলে সমস্যাবলীর সমাধান করতে সক্ষম নয়।

অন্য একটি কবিতায় হাফিয ইমাম মুহাম্মদ 'আব্দুহুকে সত্যের দিশারী, জনগনের আকাঙ্খার কেন্দ্র, প্রজ্ঞা ও তাক্বওয়াধিকারীরূপে, 'উমর ফারুকের ন্যায় সত্যাসত্য পরখকারীরূপে, নিরভিমানী, নিরহঙ্কারীরূপে বর্ণনা করেছেন। তাঁর মহান ব্যক্তিত্বের দরুন ফতওয়া মর্যাদা লাভ করেছে; সে জন্যে নবী করীম (সা.) রওদ্বায়ে মোবারকে আনন্দিত। কবির ভাষায়:-[৭৫]

١- إنى لأ بصر فى أثناء برديه # نورا به تهتدى للحق ضلال

٢- حللتُ دارابها تتلى منا قبه # ببابها ازدحمت للناس آمال

٣- رأيت فيها بساطا جل ناسجه # عليه فاروق هذا الوقت يختال

٤- بمشية بين صفى حكمة وتقى # يحببها الله لا تيه ولاخال

٥- تبسم المصطفى فى قبره جذلا # لما سموت اليها وهى معطال

٦- يامن تيمنت الفتيا بطلعته # أدرك فتاك فقد ضاقت به الحال

কবি হাফিয শায়খ মুহাম্মদ 'আব্দুহুর কোন এক সমুদ্র যাত্রায় তার সফর সঙ্গী ছিলেন। তখন অতি নিকটে থেকে ইমামের দৈনন্দিন আমল, চালচলন প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পান। ফলে ইমাম সম্পর্কে তার পূর্বের ভূল ধারণার অপনোদন হয়। কবি বলেন :-[৭৬]

صحبت الهدى عشرين يوما وليلة # فقر يقينى بعد ما كان يرجف

وكنت كما كان ابن عمران ناشئا # وكان كمن فى سورةالكهف يوصف

امام الهدى انى أرى القوم ابدعوا # لهم بدعا عنها الشريعة تعزف

رأوا فى قبور الميتين حياتهم # فقاموا الى تلك القبور وطوفوا

وباتوا عليها جاثمين كأنهم # على صنم للجاهلية عكف

فأشرق على تلك النفوس لعلها # ترق اذا أشرقت فيها وتلطف

كثير الايادى ، حاضر الصفح ، منصف # كثير الاعادى، غائب الحقد، مسعف

له كل يوم فى رضى الله موقف # وفى ساحة الاحسان والبر موقف

Dhaka University Institutional Repository

تجلى جمال الدين فى نور وجهه # وأشرق فى أثناء برديه أحنف

رأيتك فى الافتاء لا تغضب الحجا # كأنك فى الافتاء والعلم يوسف

فأنت لها إن قام فى الشرق مرجف # وأنت لها إن قام فى الغرب مرجف

হাফিয বিশদিন রাত ইমামের সফরসঙ্গী থাকায় নিন্দুকদের অপপ্রচারে সৃষ্ট সংশয় বিদূরিত হয়ে তার আস্থা দৃঢ় হয়। অথচ ইতিপূর্বে সূরা কাহাফে বর্ণিত হযরত মূসা বিন 'ইমরানের (আঃ) ন্যায় কবি অর্বাচীন ছিলেন। যিনি খিজিরকে (আঃ) বারম্বার জিজ্ঞাসা করেছিলেন। লোকেরা কবর পূজা ইত্যাদি বেদআত ও শিরকে লিপ্ত হওয়ায় ইমাম তাদেরকে সঠিক নির্দেশনা দান করেছেন। তিনি খুবই দানশীল, ক্ষমাশীল, ন্যায়পরায়ণ, বিদ্বেষ মুক্ত ছিলেন। প্রতিদিন আল্লাহর সন্তুষ্টি, পরোপকার ও সৎকর্মে তাঁর অবস্থান। ইমাম মুহাম্মদ 'আব্দুহু বিশ্বমুসলিম ঐক্যের প্রবক্তা সৈয়দ জামালুদ্দিন আফগানীর (১৮৩৮- ১৮৯৮) ন্যায় মহাপন্ডিত ও দার্শনিক ছিলেন এবং প্রখ্যাত তাবেয়ী আহনাফ বিন কায়স তামীমী (মৃ. ৬৭ হি.) এর ন্যায় ধার্মিক ও চরম সহিষ্ণু ছিলেন। ইমাম মোঃ আব্দুহু ফাতওয়ার ক্ষেত্রে হযরত ইউসুফের (আঃ) ন্যায় দীনের সাথে প্রজ্ঞার সমন্বয় সাধন করেছেন। প্রাচ্য-প্রতীচ্যে ইসলাম বিদ্বেষীরা তাকে সমীহ করে চলতো।

অন্য আরেকটি কবিতায় - কবি হাফিয ইমাম মুহাম্মদ আব্দুহুর মাহাত্ম্য বর্ণনায়, বিচারালয়ে সঠিক মতামত প্রদানে এবং মসজিদের মিহরাবে নামাযীদের নেতৃত্ব প্রদানে উভয় ক্ষেত্রে যোগ্যতম নেতারূপে অভিহিত করেছেন । হযরত 'উমরের ন্যায় সত্যের সাহায্যে এবং বিপন্নের সহায়তায় নিবেদিত প্রাণ ছিলেন। স্বজাতিকে প্রকৃত সত্য উদঘাটনের শিক্ষা দিয়েছেন। কবির ভাষায় :-[৭৭]

١- يا أمينا على الحقيقة والافـ # ـتاء والشرع والهدى والكتاب

٢- انت نعم الإ مام فى موطن الرأى # ونعم الامام فى المحراب

٣- خشع البحر اذ ركبت جواريه # خشوع القلوب يوم الحساب

٤- فهى تسرى كأنها دعوة المضطر # فى مسبح الدعاء المجاب

٥- وضياء الامام يوضح للر بـ # ـان سبل النجاة فوق العباب

٦- وتفانيك فى سبيل أبى حفص # ومسعاك عند دفع المصاب

٧- أنت علمتنا الرجوع إلى الحق # ورد الأمور للأسباب

ইমাম 'আব্দুহু সত্য, ফাতওয়া, ধর্মীয় বিধান, হেদায়াত এবং কিতাবের সংরক্ষক। ইমামের সফরতরীর অনুগত ছিল সাগরের ঢেউ, অসহায় ব্যক্তির আহ্বান সদৃশ দ্রুত ছুটে চলছিল। তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ সমুদ্রে ইমামের জ্যোতি নাবিকদেরকে পরিত্রানের পথ আলোকিত করছিল।

অন্য একটি কবিতায় ইমামের বিদ্বেষীদের মানহানির সমালোচনার জবাবে কবি হাফিয ইমামের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ স্বরুপ লিখেন- বিরুদ্ধ বাদীরা ইমামের সমালোচনা করলেও হৃতমনোবল হওয়ার কোন কারণ নেই; কারণ প্রকারান্তরে তারা সম্মানিত ব্যক্তিদের শিরোমণি এবং জ্যোতির বিচ্ছুরণ কেন্দ্রের সমালোচনা করেছে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর ধর্ম ইসলামের মানহানি করেছে। ইমামের মহৎ গুণাবলীর ব্যঙ্গ বিদ্রূপ

Dhaka University Institutional Repository

করেছে। আল্লাহ এর প্রতিফল স্বরূপ জাহান্নামে এদের এই বিদ্রুপের সাজাদিবেন। কবি বলেন :-[৭৮]

ان صوروك فإنما قد صوروا # تاج الفخار ومطلع الأنوار
أو نقصوك فإنما قد نقصوا # دين النبى محمد المختار
سخروا من الفضل الذى أوتيته # والله يسخر منهم فى النار
لاتجزعن فلست، أول ماجد # كذ بت عليه صحائف الفجار
تقولوا عنك القبيح وهكذا # يمنى الكريم بغارة الأشرار

সা'দ ঝগলুলের প্রশংসায় কবিতাঃ

মিস্বরে জাতীয়তাবাদী আন্দোনের নেতা প্রখ্যাত আইনজীবি সা'দ ঝগলুল (১৮৫৭-১৯২৭) আল আযহারে অধ্যয়ন কালে সায়্যিদ জামালুদ্দিন আফগানী এবং মুফতী মুহাম্মদ 'আব্দুহুর রাজনৈতিক চিন্তাধারায় প্রভাবান্বিত হন। তার বর্ণাঢ্য জীবনের প্রথমজীবনে الوقائع المصرية পত্রিকায় সাংবাদিক, অতঃপর সরকারী চাকুরী, 'উরাবী বিপ্লবের পর আইন পেশায় নিয়োজিত হন। অতঃপর কোর্টে বিচারক, অতঃপর শিক্ষামন্ত্রী এরপর আইনমন্ত্রী অতঃপর আইনসভার সদস্য হন । ১৯২৪ সালে প্রধানমন্ত্রী এবং প্রতিনিধি পরিষদের সভাপতি হন। حزب الوفد আল ওয়াফ্দ দলের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন। ১৯১৯ থেকে আমৃত্যু জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতা ছিলেন। কবি হাফিয এই প্রখ্যাত ব্যক্তিত্বের প্রশংসায় মোট তিনটি কবিতা লিখেছেন।

প্রথম কবিতাটি ১৯২৪ খৃ. ১২ জুলাই কায়রো রেল ষ্টেশনে সা'দ ঝগলুলের উপর আততায়ীর গুলিবর্ষণের ঘটনায় সা'দ নিরাপদ থাকায় কবি হাফিয স্বরচিত কবিতায় সা'দকে 'ব্যক্তির' পরিবর্তে একমহান 'জাতি' বা 'জাতির প্রতিভা' রুপে আখ্যায়িত করেছেন। কবি বলেন :-[৭৯]

١- الشعب يدعو الله يا زغلول # أن يستقل على يديك النيل
٢- ان الذى اندس الأثيم لقتله # قد كان يحرسه لنا جبريل
٣- يا سعد إنك أنت أعظم عدة # ذخرت لنا نسطو بها ونصول
٤- النسر يطمع أن يصيد بأرضنا # سنريه كيف يصيده زغلول
٥- انا رميناهم بندب حول # عن قصد وادى النيل ليس يحول
٦- فاوض ولاتخفض جناحك ذلة # ان العدو سلاحه مفلول
٧- فاوض فخلفك أمة قدأقسمت # ألا تنام وفى البلاد دخيل
٨- عزل ولكن فى الجهاد ضراغم # لا الجيش يفزعها ولا الأسطول
٩- ما الحرب تذ كيها قنا والصوارم # كالحرب تذ كيها نهى وعقول
١٠- خضها هنالك باليقين مدرعا # والله بالنصر المبين كفيل

Dhaka University Institutional Repository

١١–لك وقفة فى الشرق تعرفها العلا # ويحفها التكبير والتهليل

٢١– زلزل بها فى الغرب كل مكابر # ليرى ويعلم ماحواه الغيل

١٣– فاحذر سياستهم وكن فى يقظة # سعدية إن السياسة غول

١٤– يا سعد أنت زعيمنا ووكيلنا # وعليك عند مليكنا التعويل

١٥– فادفع وناضل عن مطالب أمة # ياسعد أنت أمامهامسئول

١٦– لم يبق فيها ناطق إلا دعا # لك ربه ودعاؤه مقبول

١٧– فى كل عصر للجناة جريرة # ليست على مرالزمان تزول

١٨–جاروا على الفاروق أعدل من قضى# فينا وزكى رأيه التنزيل

١٩– وعلى على وهوأطهرنا فما# ويداً وسيف نبينا المسلول

সমগ্র মিস্বরবাসী সা'দ ঝগলুলের নেতৃত্বে মিস্বর স্বাধীনতা লাভ করুক- কামনা করছে । আততায়ী তাঁকে হত্যার গোপন পরিকল্পনা করলেও জিব্রাঈল তাকে হেফাযত করেছেন। সা'দ মিস্বরবাসীর জন্য এক বিরাট হাতিয়ার স্বরুপ। উপনিবেশবাদী শকুনীর দল মিস্বরে তাদের স্বার্থোদ্ধারের জন্য গোপন হত্যার পরিকল্পনা করেছে; মিস্বরবাসী ও তাদের দেখিয়ে দেবে- কি ভাবে সা'দ ঝগলুল জাতীয়স্বার্থ রক্ষা করেন। নীল উপত্যকা তথা মিস্বরের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বাস্তবায়নে মিস্বরবাসী ইংরেজদের উপর আক্রমণ চালিয়েছে। সা'দ ঝগলুল তাদের নিকট নতি স্বীকার না করে আলোচনা চালিয়ে যাবেন স্বাধীনতা লাভের জন্য; সমগ্র জাতি তার নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ। তারা সিংহতুল্য বীর, কোন বিশাল সৈন্যদল বা নৌবহরে ভীত নয়। তরবারীরযুদ্ধ প্রজ্ঞাচালিত যুদ্ধের ন্যায় নহে। সা'দ ঝগলুল ঈমানের বলে বলীয়ান হয়ে সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবেন- এটাই কবির কামনা। প্রাচ্যে সা'দ ঝগলুলের এক মহান মর্যাদা রয়েছে, যা মুসলমানদের তাকবীর ধ্বনি দ্বারা পরিবেষ্টিত। পাশ্চাত্যের প্রতিটি দাম্ভিক হঠকারীকে দাঁতভাঙ্গা জবাব দেওয়ার জন্য ঝগলুলের প্রতি আহবান জানান, কারণ তিনি সমগ্র মিস্বরবাসীর নেতা ও প্রতিনিধি এবং বাদশাহর আস্থাভাজন বিশ্বস্থ ব্যক্তি। ইংরেজদের কুটনীতি সম্পর্কে সচেতন থেকে জাতির দাবী দাওয়া আদায়ে তৎপর হবেন। সমগ্র জাতি তাঁর নিরাপত্তার জন্য প্রার্থনা করছে। প্রত্যেক যুগেই অপরাধীরা অপরাধ করে থাকে। শ্রেষ্ঠতম ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি 'উমরের উপর এবং নবীজির তরবারীর বাহক 'আলীর (রা.) উপর আক্রমণ চালিয়েছে। তাই সা'দের উপর আততায়ীর আঘাত নতুন কিছু নয়।

অন্য কবিতায় আততায়ীর উদ্দেশ্য লিখেন :-[৮০]

إنما قد رميت فى شخص سعد # أمة حرة فشلت يداكا

সা'দের উপর আঘাত কোন ব্যক্তির উপর আঘাত নয়, বরং একটি জাতির উপর আঘাত।

অতঃপর দেশবাসীকে সা'দ জগলুলের নেতৃত্বে পূর্ণ সহযোগিতা করার আহবান জানিয়েছেন :-[৮১]

سيروا على سنن الرئيس وحققوا # أمل البلاد فكلكم مأمول

أنتم رجال غد وقد أوفى غد # فاستقبلوه وحجلوه وطولوا

Dhaka University Institutional Repository

(ঘ) مدح الشعراء والأدباء কবি সাহিত্যিকদের প্রশংসায় রচিত কবিতা ঃ

প্রাচীন আরবী স্তুতিকাব্যে এক কবি অন্য কোন কবির প্রশংসায় কবিতা রচনা করেছেন, এধরনের নযীর সাধারণত দেখা যায়না; কিন্তু কবি হাফিয ইবরাহীম কবি-সাহিত্যিকদের প্রশংসায় কবিতা রচনা করে বিশেষত্ব অর্জন করেছেন। তিনি আধুনিক আরবী কবিগুরু আহমদ শওকী, খলীল মাত্বরান, ইংরেজ কবি শেক্সপিয়ার, ফরাসী কবি হুগো, আহমদ লুত্বফী সায়্যিদ, ত্বাহা হোসাইন, মুহাম্মদ হোসাইন হায়কল প্রমুখ কবি-সাহিত্যিকদের প্রশংসায় কবিতা লিখেছেন।

আমরা উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি নমূনা এখানে উদ্ধৃত করবো :-

কবিগুরু আহমদ শওকীর (১৮৬৮-১৯৩২) প্রশংসায় ঃ

কবি হাফিয ইবরাহীম কবিগুরু আহমদ শওকীর প্রতি অত্যন্ত ভক্ত ও শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। শওকীর কাব্য প্রতিভা, ব্যক্তিত্ব ও দক্ষতাকে 'অনুপম আদর্শ' বলে গণ্য করেছেন। শওকীর প্রশংসায় হাফিয দু'টি কবিতা রচনা করেছেন। একটি কবিতা ১৯১৯ খৃ. সনে প্রকাশিত, যা আন্দালুসে (স্পেনে) নির্বাসন থেকে প্রত্যাবর্তন মুহূর্তে শওকীকে স্বাগতম জানিয়ে হাফিয রচনা করেছিলেন। দ্বিতীয় কবিতাটি প্রায় ৯৮ পংক্তি বিশিষ্ট- ১৯২৭ সনে কবি শওকীর সম্বর্ধনা উৎসবে হাফিয আবৃত্তি করেন, সেখানে আরব ও প্রাচ্য জগতের বহু কবি উপস্থিত ছিলেন। কবি বলেন :-[৮২]

بلابل وادى النيل بالمشرق ا سجعى # بشعر أمير الدولتين ورجعى
أعيدى على الأسماع ما غردت به # يراعة شوقى فى ابتداء ومقطع
وبراها البارى فلم ينب سنها # إذا ما نبا العسال فى كف أروع
مواقعها فى الشرق والشرق مجدب # مواقع صيب الغيث فى كل بلقع
لئن عجبوا أن شاب شوقى ولم يزل # فتى الهوى والقلب جم التمتع
لقد شاب من هول القوافى ووقعها # واتيانه بالمعجز المتمنع
كما شيبت هود ذؤابة أحمد # وشيبت الهيجاء رأس المدرع
يعيبون شوقى أن يُرى غير منشد # وما ذاك عن عى به أو ترفع
فهذا كليم الله قدجاء قبله # بهارون ما يأمره بالوحى يصدع

ওহে নীল উপত্যকার বুলবুলিরা! গদ্য ও পদ্য জগতের সম্রাটের কাব্য সুমিষ্টস্বরে গাও। শওকীর আদ্যো-পান্ত কবিতা সুমিষ্ট স্বরে শ্রোতাদেরকে শোনাও। আল্লাহ শওকীর কাব্য প্রতিভাকে শাণিত করে সৃজন করেছেন, উহা ভোতা (তেজহীন) হয়নি, যখন দুর্দান্ত পরাক্রমশালী বীরের হাতের শাণিত বর্শা ভোঁতা হয়ে যায়। মরুপ্রান্তরে মুষলধারে বর্ষণ যেরূপ ফলদায়ক, তেমনি রুক্ষশুষ্ক প্রাচ্যে কবি শওকীর কাব্য প্রতিভা প্রভাবশীল।

Dhaka University Institutional Repository

কবি শওকী স্বরচিত কবিতা স্বয়ং আবৃত্তি না করে আবৃত্তিকারক দ্বারা আবৃত্তি করাতেন, এটা কোন দোষনীয় নয়; কারণ ইতিপূর্বে মূসা নবীর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত- অহীর ঘোষনা দিতেন তাঁর ভাই হারুন (আ.)। কাব্যের ইন্দমিল রক্ষনের ঝক্কি- ঝামেলা যুবক বয়সেই শওকীকে প্রবীণ বানিয়ে দিয়েছে। কবি শওকী তাঁর কাব্যে মিস্বর, মিস্বরের প্রাচীন ইতিহাস, ঐতিহ্য কীর্তি, প্রাচীন ব্যক্তিত্ব, রাজা বাদশাহদের মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছেন। মিস্বরের জয়গান করেছেন। . কবি হাফিয মিস্বরের প্রতি কবিগুরু শওকীর অবদান অকপটে স্বীকার করেছেন। তাইত কবি হাফিয শওকীর প্রশংসায় গেয়েছেন :- [৮৩]

بلغت بوصف النيل من وصفك المدى # وأيام فرعون ومعبوده رع

وما سقت من عاد البلاد وأهلها # وماقلت فى أهرام "خوفو" وخفرع

فأطلعتها شوقية لو تنسقت # مع النيرات الزهر خصت بمطلع

أمن أى عهد فى القرى قد تفجرت # ينابيع هذا الفكرأم (أخت يوشع)

وفى (توت) ما أعيا ابتكار موفق # وفى (ناشئ فى الورد)الهام مبدع

أسالت (سلاقلبى) شئونى تذكرا # كما نثرت (ريم على القاع) أدمعى

و(سل يلدزا) إنى رأيت جمالها # على الدهر قد أنسى جمال (المقنع)

أطلت علينا (أخت أندلس) بما # أطلت فكانت للنهى خير مشرع

وفى نسج (صداح) أتيت بآية # من السهل لاتنقاد لابن المقفع

হাফিয তার স্তুতিগাথায় শওকীর প্রায় এক ডজনেরও অধিক কবিতার উদ্ধৃতি দিয়ে শওকীর বহুমুখী কাব্য-প্রতিভার স্বীকৃতি দান করেছেন। অতঃপর শওকীর প্রশংসায় কবি হাফিয আরো বলেন :-

تملكت من ملك القريض فسيحه # فلم تبق ياشوقى لنا قيد إصبع

فبالله دع للناشرين وسيلة # تفيئ عليهم واتق الله وإقنع

عملت على نيل الخلود فنلته # فقل فى مقام الشكر يا رب اوزع

جلاشعره للناس مرآة عصره # ومرآة عهد الشعر من عهد تبع

হে শওকী! আপনি কাব্যের সুবিশাল সাম্রাজ্যের মালিকানা লাভ করেছেন, আমাদের জন্য অঙ্গুলী পরিমান স্থান অবশিষ্ট ছেড়ে যাননি। দোহাই খোদার! গদ্যকারদের জন্য কল্যাণবহ মাধ্যম রেখেদিন। অমরত্ব লাভের জন্য আপনি কাজ করেছেন, তাই , অমরত্ব লাভে সক্ষম হয়েছেন। অতএব আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তার নিকট আরো সামর্থ কামনা করুন। তাঁর কাব্যে প্রাচীন ও আধুনিক যুগের চিত্র চিত্রিত হয়েছে।

অতঃপর শওকীকে কবি মুতানাববী, বুহতুরী, বারুদী, হাফিয শিরাজী, দ্যনুসে, হুগো, প্রমুখ কবিদের সাথে তুলনা করে শওকীর প্রাধান্য প্রমাণিত করে শওকীকে 'কবিগুরু' রূপে ঘোষণা করেন:- [৮৪]

أمير القوافى قد أتيت مبايعا # وهذى وفود الشرق قد بايعت معى

فنبه عقولا طال عهد رقادها # وأفئدة شدت اليها بأنسع

Dhaka University Institutional Repository

وقفنا على النهج القويم فاننا # سلكنا طريقا للهدى غير مهيع

فان كنت قوالا كريما مقاله # فقل فى سبيل النيل والشرق أودع

কবিগুরু! আমি এবং আমার সাথে প্রাচ্যের কবিদের প্রতিনিধিদল আপনার আনুগত্যের অঙ্গীকার ব্যক্ত করতে এসেছি। সূদীর্ঘকাল ঔদাসীন্যের নিদ্রায় নিদ্রিত প্রজ্ঞাবানদেরকে এবং সনাতন কুসংস্কারে নিমজ্জিত অন্তঃকরণ সমূহকে আপনি জাগিয়ে তুলুন। আমাদেরকে সঠিক সুদৃঢ় পথে স্থাপন করুন। আমরা সঠিক পথ লাভের জন্য অনেক বন্ধুর পথ অতিক্রম করে এসেছি। আপনি সসম্মানে বলতে চাইলে মিস্বরের পক্ষে, প্রাচ্যের পক্ষে বলুন, নতুবা বলা ছেড়ে দিন।

কবি খলীল মাত্বরানের প্রশংসায় ঃ

১৯১৩ খৃ. মিস্বরের কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে شاعر القطرين খলীল মাত্বরানকে (১৮৭১-১৯৪৯) 'গৌরব প্রতীক' প্রদান করা হয়। কবি হাফিয খলীল মাত্বরানের প্রশংসায় প্রায় ৫৪ পংক্তি বিশিষ্ট দীর্ঘ কবিতা রচনা ও আবৃত্তি করেন। দুই দেশ মিস্বর ও লেবানন এর মৈত্রী, ভ্রাতৃত্ব ঐক্যবোধ ও সাদৃশ্যের কথা বর্ণনা করেন:-[৮৫]

جنة تبعث الحياة وتجلو # صدأ النفس رونقا ونظاما

وتنقلت فى خمائلها الخضر # يمينا ويسرة وأماما

فاذا لهجتان من لهجات الشر # رق قد شاقتا فؤادي فهاما

تلك سورية تفيض بيانا # تلك مصرية تسيل انسجاما

إنما الشأم والكنانة صنوا # ن رغم الخطوب عاشا لزاما

أمكم أمنا وقد أرضعتنا # من هواها ونحن نأبى الفطاما

نظم الشام والعراق ومصرا # سلك أياته فكان الاماما

فمشى النثر خاضعاومشى الشعـ # ـر وألقى إلى الخليل الزماما

ورأى فيه رأينا صاحب النيـ # ـل فأهدى اليه ذاك الوساما

স্বর্গতুল্য লেবানন সঞ্জীবনী শক্তির উৎস, সু-উজ্জল। উহার প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম শ্যামলীমাময়। প্রাচ্যের দুটি দেশের উপভাষা হাফিযের হৃদয়ে আকর্ষণ ও অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করেছে। সিরিয়া তথা লেবাননের উপভাষা সুস্পষ্ট প্রাঞ্জল আর মিস্বরীয় উপভাষা সুসংবদ্ধ। কালের দুর্বিপাক সত্ত্বেও উভয় জাতি পারস্পরিক সম্প্রীতিতে বাস করেছে। উভয়েরই জননী এক, তাই তারা বিচ্ছিন্ন হতে চায় না। খলীল মাত্বরান সিরিয়া, ইরাক ও মিস্বরকে এক সূত্রে গ্রথিত করেছেন, তাই তিনি বরেন্য নেতা হয়েছেন। গদ্য ও কবিতা উভয়ে অবনত হয়ে খলীলের নিকট বন্ধনরশি (লাগাম) সমর্পন করেছে। মিস্বরের শাসক ২য় আব্বাস খলীলের ব্যাপারে আমাদের মত লক্ষ্য করে, তাকে এই সম্মানজনক 'প্রতীক' প্রদান করলেন।

Dhaka University Institutional Repository

কবি শেক্‌সপিয়ার এবং কবি হুগোর প্রশংসায় কবিতা ঃ

কবি হাফিয ফরাসী কবি-সাহিত্যিক ভিক্টর হুগোর (১৮০২-১৮৮৫) মেধা ও প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে জাতি-ধর্ম-বর্ণ বিদ্বেষ মুক্ত মনে হুগোর প্রশংসায় ১৯০৭ খৃ. কবিতা রচনা করেন। এতে কবি ১৮৫১ খৃ. লুই বোনাপার্টের আদেশে হুগোর ক্রুকসেলে আট বছর নির্বাসনের কথা বর্ণনা করেছেন। নির্বাসনকালে তার কাব্য প্রতিভার বিকাশ ঘটে এবং অধিকাংশ রচনাই তখন রচনা করেন। রোমান্টিক বিপ্লবের অন্যতম পুরোধা ছিলেন। কবি বলেন :-[৮৬]

أعجمـــى كاد يعلـو نجـمـه # فى سماء الشعر نجمَ العربى

صافح العلياء فيها والتقى # بالمعرى فوق هام الشهب

ما ثغور الزهر فى اكمامها # ضاحكات من بكاء السحب

نظم الوسمى فيها لؤلؤا # كثنايا الغيد أو كالحبب

এক অনারব তারকা কাব্যাকাশে আরব তারকাকে পরাভূত করার উপক্রম। সেখানে নক্ষত্রজগতের উর্ধে কবি আল্-মা'আররীর সাথে মিলিত হলো। মেঘমালার বর্ষণে প্রস্ফুটিত ফুলের পাপড়ি, যাতে বসন্তের বর্ষণ লাস্যময়ী নারীর দাঁতের ন্যায় কিংবা বুদবুদের মুক্তা গ্রথিত করে, সেই পাপড়ী অনারবের কাব্যিক ভাব থেকে অধিকতর উজ্জল নয়।

শেক্‌স্‌পিয়ার (১৫৬৪-১৬১৬)

ইংল্যান্ড বিজ্ঞান একাডেমী কর্তৃক কবি শেক্‌স্‌পিয়ারের তিনশততম মৃত্যুবার্ষিকী উদযাপনোপলক্ষে কবি হাফিয এক কবিতা রচনা করেন ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে। কবি বলেন:-[৮৭]

يحييك من أرض الكنانــة شاعــر # شغوف بقول العبقريين مغـرم

ويطربه فى يوم ذكراك أن مشت # إليك ملوك القول عرب وأعجم

نظـرت بعين الغيـب فـى كل أمـة # وفى كل عصر ثم أنشأت تحكم

فلم تخطئ المرمى ولا غرو أن دنت # لك الغاية القصوى فانك ملهم

فلبتك تحيا يا أبا الشعر ساعة # لتنظر مايصمى ويدمى ويؤلم

وقائـع حـرب أجـج العلـم نارها # فكادبها عهد الحضارة يختـم

কবি হাফিয কবি শেক্‌স্‌পিয়ারের উদ্দেশ্যে বলেন- প্রতিভাধর ব্যক্তিদের বাক্যে আসক্ত ও আগ্রহী এক কবি কিনানার দেশ মিস্বর থেকে আপনার প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করছে। আপনার স্মরণ দিবসে হাফিযের মনে আনন্দের সঞ্চার হয়েছে এজন্য যে, অনেক আরব-অনারব কবি সাহিত্যিক সমবেত হয়েছেন। আপনি সর্বকালের সর্বজাতির প্রতি লক্ষ্য রেখেই কাব্য রচনা করেছেন। আপনার লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়নি, নিঃসন্দেহে আপনি সর্বোচ্চ লক্ষ্য অর্জন করেছেন; আপনি জ্ঞান/ অনুপ্রেরণা প্রাপ্ত হয়েছেন। হে কাব্য-পিতা,যদি এক মুহূর্তের তরে আপনি জীবিত হতেন, তবে মারামারি, রক্তারক্তি, হতাহত অবস্থা প্রত্যক্ষ করতে পারতেন। বিজ্ঞান যুদ্ধের অগ্নি প্রজ্জলিত করেছে, ফলে সভ্যতার যুগ নিঃশেষ হবার উপক্রম হয়েছে।

ড. ত্বাহা হোসাইন (১৮৮৯-১৯৭৩)

মিস্বরের প্রখ্যাত পন্ডিত 'সাহিত্যিক, সাহিত্য সমালোচক ডক্টর ত্বাহা হোসাইনের সম্মানে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে কবি হাফিয স্বরচিত কবিতায় বলেন :- [৮৮]

قد أجد بت دار الحجا والنهى # بعدك من آرائك النافعة

وأخصبت أرجاء مصر بمن # صير مصراً كلها جامعة

শিক্ষাগুরু ত্বাহা হোসাইন কায়রো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অব্যাহতি গ্রহণের পর ঐ বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর কল্যাণকর মতামত থেকে বঞ্চিত হয়ে অনুর্বর হয়ে পড়েছে। তাঁর অবদানে সমগ্র মিস্বর বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়েছে, মিস্বরের প্রত্যন্ত প্রান্তর তাঁর অবদানে উর্বরা হয়েছে।

আহমদ লুত্ফী সাইয়িদ বেগ পাশা (১৮৭২-১৯৬৩)

মিস্বরের প্রখ্যাত রাজনীতিক, পররাষ্টমন্ত্রী, সিনেট সদস্য এবং আরবী একাডেমীর সভাপতি আহমদ লুত্বফী আস্-সাইয়িদ সমীপে ১৯২৪ খৃ. যখন তিনি এরিষ্টটলের 'নীতিশাস্ত্র' গ্রন্থটি অনুবাদ করেন, তখন হাফিয একটি কবিতা নিবেদিত করেন। কবি বলেন :- [৮৯]

١- يا كاسى الأخلاق فى# بلد عن الأخلاق عارى

٢- لم يبق فينا من يجا # دل فى مقامك أويمارى

٣- بالأمس قد علمتنا # أدب الكتابة والحوار

٤- واليوم قد ألطفتنا # بالطيبات من الثمار

٥-بكتاب رسْطاليس تا # ج نوادر الفلك المدار

٦- جاهدت فى تفصيله # ووصلت ليلك بالنهار

٧- انا الى كتب السياسة # ياحكيم أوار

٨- عجل بها قبل الفساد # وقبل عادية البوار

কবি হাফিয উস্তাদ লুত্বফীর পান্ডিত্য ও ব্যক্তিত্বের স্বীকৃতি ঘোষণা করে বলছেন-তিনি (লুত্বফী) অপ্রতিদ্বন্দ্বী ব্যক্তিত্বের অধিকারী। দার্শনিক পন্ডিত এরিষ্টটলের 'নীতিশাস্ত্র' গ্রন্থটি অনুবাদ করে লুতফী তার জাতির প্রতি বিশেষ অবদান রেখেছেন। বিগতদিনে 'আল- জারীদাহ' পত্রিকার প্রধান সম্পাদক রূপে জাতিকে অনুপ্রাণিত করেছেন। কবির একান্ত কামনা- লুতফী যেন যথাসত্বর এরিষ্টটলের 'পলিটিক্স' এবং 'সৃষ্টি ও ধবংস' গ্রন্থদ্বয় আরবীতে অনুবাদ করে স্বজাতির প্রতি মহান অবদান রেখেছেন।

প্রখ্যাত ডাক্তার ও শৈল্যচিকিৎসক আলী ইবরাহীম বেগ এর প্রশংসায় কবি হাফিয ১৯১২ খৃ. রচিত কবিতায় বলেন :-[৯০]

١- هل رأيتم موقفا كعلى # فى الأطباء يستحق الثناء

Dhaka University Institutional Repository

٢- أودع الله صدره حكمة # العلم وأجرى على يديه الشفاء

٣- كم نفوس قد سلها من يد # الموت بلطف منه وكم سل داء

٤- فأرانا لقمان فى مصرحيا # حبانا لكل داء د واء

ডাক্তার আলী ইবরাহীম চিকিৎসাক্ষেত্রে কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের জন্য প্রশংসাযোগ্য; আল্লাহ তাকে প্রজ্ঞাদান করেছেন, যার ফলে বহুলোক মৃত্যুর হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়েছে। তিনি যেন মিস্বরের লোকমান হাকীম সদৃশ যাবতীয় রোগব্যাধির চিকিৎসা প্রদান করেছেন।

প্রখ্যাত সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও রাজনীতিক **মুহাম্মদ হোসাইন হায়কল**(১৮৮৮-১৯৫৬) এবং খলীল মাত্বরানের (১৮৭১-১৯৪৯) সমীপে নিবেদিত কবিতা, যা ১৯২৮খৃ. উভয়ের এক বিতর্ক অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে রচিত। বির্তকের বিষয়বস্তু ছিল- "প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্য কি সাহিত্যিক সৃষ্টির জন্য যথেষ্ট ? " কবি হাফিয উভয়কে লক্ষ্য করে বলেন :-[৯১]

١- سما الخطيبان فى المعالى# وجاز شأواهما السماكا

٢-جالا فلم يتركا مجالا # واعتركا بالنهى عر اكا

٣-فلست أدرى على اختبارى # من منهما جل أن يحاكى

٤- وددت لوكل ذى غرور # أمسى لنعليهما شراكا

উভয় বক্তাই নিজের বক্তব্যের স্বপক্ষে যুক্তি-তর্ক দ্বারা সাধ্যানুযায়ী বাকযুদ্ধ চালিয়েছেন; এদের মধ্যে কে অনুকরণযোগ্য, শ্রেষ্ঠ নির্ণয় করা কঠিন। সকল অহংকারীকে তাদের অনুকরণ করা কর্তব্য।

تحية لجمعية المرأة الجديدة আধুনিক মহিলা সমিতিকে স্বাগতম জানিয়ে ১৯২৮ খৃ. রচিত কবিতা বলেন :-[৯২]

١- اليكن يهدى النيل تحية # معطرة فى أسطر عطرات

٢- ويثنى على أعمالكن مؤكلى # باطراء أهل البر والحسنات

٣- أقمتن با لأمس الأساس مباركا # وجئتن يوم الفتح مغتبطات

٤- صنعتن ما يعى الرجال صنيعه # فزد تن فى الخيرات والبركات

٥- يقولون : نصف الناس فى الشرق عاطل # نساء قضين العمر فى الحجرات

٦- وهذى بنات النيل يعملن للنهي # ويغرسن غرسا دانى الثمرات

٧- وفى السنة السوداء كنتن قدوة # لنا حين سال الموت بالمهجات

٨- وقفتن فى وجه الخميس مدججا # وكنتن بالايمان معتصمات

Dhaka University Institutional Repository

٩- تعلم منكن الرجال فأصبحوا # على غمرات الموت أهل ثبات

মহিলা সমিতির কার্যক্রম প্রশংসার যোগ্য, তারা জাতির জন্য মঙ্গল জনক ভিত্তি স্থাপন করেছে। সমালোচকদেরকে জব্দ করে দিয়েছে যে, সমাজের নারীরা অকর্মণ্য পঙ্গু ও গৃহবন্দী নয়, বরং তারা জ্ঞান বিজ্ঞান ও শিক্ষার ক্ষেত্রে বিস্ময়কর ও কল্যাণমুখী অবদান রেখেছেন। অতীতে নারী সমাজ রণাঙ্গনে ঈমানের বলে বলীয়ান হয়ে সুবিশাল সেনাদলের মোকাবেলা করেছেন। তাই তারা ছিলেন অনুকরণীয় আদর্শ। তাদের থেকে পুরুষগণ শিক্ষা ও অনুপ্রেরণা লাভ করেছেন, যদ্দরুন তারা (পুরুষরা) মৃত্যুর বিভীষিকাপূর্ণ পরিস্থিতিতে ও অবিচল থাকেন।

হাফিযের 'স্তুতি কবিতা সমূহের' মধ্যে সর্বোত্তম মানের স্তুতি কবিতা রাজনীতিবিদ, জ্ঞানীগুণী, পন্ডিত মনীষী, কবি সাহিত্যিক, জাতীয় নেতৃবৃন্দের প্রশংসায় রচিত কবিতা গুলো। হাফিয এজাতীয় কবিতায় নিজস্ব চিন্তা চেতনার নির্যাস সিঞ্চিত করেছেন। ফলে এধরণের কবিতায় তার সমকালীন যুগের ঘটনাবলী এবং সমকালীন পন্ডিত-মনীষী-সাহিত্যিক রাজনীতিবিদদের কর্মকান্ডের বাস্তব চিত্র অঙ্কিত হয়েছে।

(ঙ) تقريظات شتى/বিভিন্ন ধরনের প্রশংসা ও অভিনন্দন ঃ

কোন গ্রন্থ, পত্রিকা কিংবা কাব্যসঙ্কলনের প্রকাশনা উপলক্ষে ঐ প্রকাশনা ও প্রকাশককে অভিনন্দন (تقريظ) জানিয়ে কবি হাফিয কবিতা রচনা করেছেন। এ ধরনের কবিতা সাধারণত দু-চার পংক্তির অধিক নয়। যেমন- শায়খ আহমদ 'উছমান এর مرآة العروض গ্রন্থের অভিনন্দন; তাওফীক আল্-বাক্রীর গ্রন্থ فحول البلاغة ; মুহাম্মদ শওকত এর ظلال الدموع ; ইবরাহীম আল্ মুআইলাহীর مصباح الشرق পত্রিকা; ইয়াকূব সাররুফ এর المقتطف। ম্যাগাজিন, মুহাম্মদ হাফিয এওয়াদ্ব এর كوكب الشرق পত্রিকা; আহমদ 'উছমান এর المؤيد পত্রিকার প্রকাশনাকে স্বাগত জানিয়ে কবি হাফিয কবিতা লিখেছেন।

১৩৩৫ হিজরীতে মূদ্রিত শায়খ আহমদ 'উছমানের ছন্দপ্রকরণ শাস্ত্রবিষয়ক গ্রন্থ مرآة العروض প্রকাশনা উপলক্ষে অভিনন্দন জানিয়ে কবি হাফিয লিখেন :-[৯৩]

عثمانُ إنك قد آتيت موفقا # شروى سميك جامع التنزيل

جمّعت أشتات القريض وزدته # حسنا بهذا الشرح والتذييل

وجلوت مرآة العروض صقيلة # للنيل فاستوجبت شكر النيل

শায়খ আহমদ 'উছমান এই গ্রন্থ প্রণয়ন করে আল্-কোরআন সমন্বয়কারী হযরত 'উছমানের ন্যায় মহৎ কার্য সম্পাদন করেছেন। বিভিন্ন কাব্য ছন্দকে একত্রিত করে উহার ব্যাখ্যা বিশ্লেষন প্রদান করে সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছেন। তাই তিনি মিস্বরবাসীর ধন্যবাদ পাবার অধিকারী।

মুস্তাফা স্বাদিক্ব রাফেঈ'র কাব্যগ্রন্থের প্রকাশনাকে স্বাগতম জানিয়ে ১৯০৪ খৃ. কবি হাফিয স্বরচিত কবিতায় বলেন :- [৯৪]

١- أراك وأنت نبتُ اليوم تمشى # بشعرك فوق هام الأولينا

Dhaka University Institutional Repository

٢- وأوتيت النبوة فى المعانى # ومادانيت حدّ الأ ربعينا

٣- فزن تاج الرآسة بعد سامى # كما زانت فرائده الجبينا

٤- فحسبك أن مطريك هانى # وأنك قد غدوت له قرينا

প্রখ্যাত মিস্বরী লেখক ও কবি রাফেঈ' (১৮৮০-১৯৩৭) আধুনিক প্রজন্ম হওয়া সত্ত্বেও স্বীয় কাব্যপ্রতিভা বলে প্রাচীন কবিদেরকে অতিক্রম করেছেন। তার বয়স চল্লিশ বছর অতিক্রম করার পূর্বেই তিনি কাব্য ক্ষেত্রে নবুয়ত ও দক্ষতা লাভ করেছেন। আধুনিক আরবী কাব্যের অগ্রদূত মাহমূদ সামী বারূদীর পরে কাব্যজগতের মুকুট অলংকৃত করনের আহবান জানিয়েছেন।বর্তমান যুগের ইবন্-হানী الحسن بن هانى ابونواس আহমদ শওকী রাফেঈর গুণগান করেছেন এবং রাফেঈ' তার সমকক্ষতা অর্জন করেছেন।

ইবরাহীম মুআইলাহীর مصباح الشرق পত্রিকার প্রশংসায় - হাফিয বলেন :-[৯৫]

أهل الصحافة لا تضلوا بعده # فسما وكم قد زانها المصباح

الحق فيه زيته ، وفتيله # صدق الحديث ونوره الاصلاح

'মিস্ববাহুস-শারক' (প্রাচ্যের আলো) পত্রিকা সাংবাদিকতার আকাশকে আলোকিত করেছে, অতঃপর সাংবাদিকরা যেন বিভ্রান্ত নাহন। এই প্রদীপতুল্য পত্রিকার তৈল হচ্ছে সত্য, সলতে হচ্ছে-সত্যকথন, আর আলো হচ্ছে- সংস্কার-সংশোধন।

মুহাম্মদ বিন ইবরাহীম বেগ আল্-মুআইলাহী (১৮৫৮-১৯৩০) حديث عيسى بن هشام গ্রন্থের প্রশংসায় কবি হাফিয কবিতা লিখেছেন। পিতাপুত্র উভয়েই মিস্বরের খ্যাতিমান লেখক ছিলেন। বিভিন্ন পত্রিকার সম্পাদনা করেছেন।

'ঈ'সা বিন হিশামের ভাষ্য' গ্রন্থের প্রশংসায় হাফিয বলেন :- [৯৬]

١-هذا كتابك قد حكت أياته # أيات موسى التسع فى الإ كبار

٢-نسج الحرير أبوك نسج نجاره # ونسجت أنت حرائر الأفكار

٣- فاشرع يراعك يا محمد إنه # نار اللئام وجنة الأحرار

٤- وابعث لنا عيسى فهذا وقتهُ # فالناس بين مخادع وموارى

গ্রন্থখানি নবী মূসার (আ.) ন'টি মু'জিঝার বর্ণনা করেছে। লেখক মুহাম্মদের পিতা ইবরাহীম রেশমের ব্যবসা করতেন। মুহাম্মদ মুক্তচিন্তা গঠনে উদ্যোগী হবেন পত্রিকার মাধ্যমে। তার লেখনী দুষ্ট প্রকৃতির লোকদের জন্য জাহান্নাম তুল্য এবং স্বাধীনচেতাদের জন্য জান্নাত তুল্য। মানব জাতিকে পথপ্রদর্শনের জন্য ঈ'সাকে (আ.) তাঁর আদর্শ পুণর্জীবিত করার আহবান জানিয়েছেন, কারণ মানুষ কেউ কেউ প্রতারক, আর কেউ সত্য গোপন কারী।

المقتطف। পত্রিকার পঞ্চাশ বছর পুর্তি উৎসবকে স্বাগত জানিয়ে কবি হাফিয কবিতা লিখেছেন। পত্রিকাটি ১৮৭৬খৃ. সিরিয়ায় প্রথম প্রকাশিত হয়। অতঃপর ১৮৮৫ খৃ. উহা মিস্বরে স্থানান্তরিত হয়। সিরীয়

Dhaka University Institutional Repository

পন্ডিত ডক্টর নামির ফারিস এবং লেবাননী পন্ডিত ডক্টর ইয়াকুব স্বাররুফ (১৮৫২- ১৯২৭) যৌথভাবে المقتطف পত্রিকা প্রকাশ করেন। কবি হাফিয তাদের উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে বলেন:-[৯৭]

١- شيخان قد خبرا الوجود وأدركا # ما فيه من علل ومن أسباب

٢- واستبطنا الأشياء حتى طالعا # وجه الحقيقة من وراء حجاب

٣- خمسون عاما فى الجهاد كلاهما # شاكى اليراعة طاهر الجلباب

٤- يتجاذب القُطران من فضليهما # ذيل الفخار وليس ذا بعجاب

٥- فهما هنا علمان من أعلامنا # وهما هنالك نخبة الأنجاب

٦- خطا بمقتطف العلوم بدائعا # وروائعا بقيت على الأحقاب

٧- جاءا لنا من كل علم نافع # أو كل فن ممتع بلُباب

পন্ডিতদ্বয় সমাজের দোষ ক্রটি-বিচ্যুতি, সমস্যা উপলব্ধি করে যবনিকার আড়ালে থেকে সত্যকে প্রকাশ করেছেন। এ সংগ্রামে উভয়ে পঞ্চাশ বছর যাবত শাণিত লেখনী চালিয়ে যাচ্ছেন। তাদের সৌজন্য অঞ্চলদ্বয় গৌরবান্বিত। তাদের পত্রিকার মাধ্যমে বিস্ময়কর নব-আবিষ্কৃত জ্ঞান-বিজ্ঞানকে প্রচার করেছেন এবং সমাজের জন্য উপকারী জ্ঞান এবং প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় সরবরাহ করছেন।

(৫) المراثى/শোকগাথাঃ

المدح هو ابراز فضائل الممدوح حيا ، والرثاء هو المدح بعينه لكنه ابراز فضائل المرثى ميتا [৯৮]

স্তুতি কবিতায় জীবিত প্রশংসিত ব্যক্তির গুণাবলীর বর্ণনা করাহয়। আর শোকগাথা বা মর্সিয়া কবিতায় মৃত প্রশংসিত ব্যক্তির গুণাবলীর বর্ণনা করা হয়ে থাকে।

কবি হাফিয ইবরাহীম আন্তরিক অকৃত্রিম অনুভূতি ও অভিব্যক্তি প্রকাশের মাধ্যমে প্রায় ৪০ জন গুণী ব্যক্তির মৃত্যুতে শোক কবিতা রচনা করেছেন। তাঁর সমগ্র শোকগাথাকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করে পর্যালোচনা করা যায়।

(ক) رثاء أصحاب الرئاسة والسياسة - রাষ্ট্র প্রধান, শাসকবর্গ ও রাজনীতিবিদদের মৃত্যুতে শোক;

(খ) رثاء رجال الفكر والعلم والأدب والصحافة - জ্ঞানীগুণী, পন্ডিত সাহিত্যিক, চিন্তাবিদ ও সাংবাদিকদের শোকে।

(ক) প্রথম পর্যায়ের শোকগাথা-রাষ্ট্রপ্রধান তথা শাসকবর্গের মধ্যে 'সুলত্বান হোসাইন কামিল' এর মৃত্যুতে কবি হাফিয শোকগাথা রচনা করেছেন। অনুরূপ ভাবে জাতীয় নেতৃবৃন্দ ও রাজনীতিবিদদের মধ্যে মুস্তাফা কামিল, সা'দ ঝগলুল, মুহাম্মদ ফরীদ প্রমুখের মৃত্যুতে; ধর্মীয়-সামাজিক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব-পন্ডিত মুফ্‌তী মুহাম্মদ 'আব্দুহুর মৃত্যুতে শোক কবিতা রচনা করেছেন হাফিয। এসকল শোকগাথায় মনীষীদের মহত গুণাবলী-কীর্তি এবং জনগনের প্রতি তাঁদের অবদানের কথা বিবৃত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

মিস্বরে মুহাম্মদ আলী বংশের ৭ম সুলত্বান হোসাইন বিন কামিল (১৮৫২-১৯১৭) এর মৃত্যুতে ১৯১৭ খৃ. কবি হাফিয এক শোকগাথা কবিতা রচনা করেন। এতে সুলত্বানের গুণাবলী বর্ণনা করে, কবি মর্মাহত চিত্তের অনুভূতি বর্ণনা করেছেন। কবির ভাষায় :-[৯৯]

دُكَّ مــا بـين ضـحـــوة وعـشـــى # شـامخ من صــروح (آل على)

وهوى عن سماوة العـرش ملك # لم نمتـــع بعـهــده الذهبـــى

قد تســاءلت يوم مات حسين # أفقدنا بـفـقـده كل شيئى؟

لـم تكد تـدرك النفـوس مــرادا # فى زمـان المتـــوج العلـوى

لـم تكـد تبلـغ البـلاد مـنــاهــا # تحت أفناء عدله الكســروى

لم يـكد ينعـم الـفقـير بعيش # مـن نـداه وفـيضـه الحاتمى

حجب الموت مطلع الجود يامصـ # ـر فـجـودى لـه بدمـع سخى

ومـضـى واهـب الألـوف فـولـت # يـوم ولـت بشاشة الأريحى

وقضى كافل اليتامي فويـل لليتامى # فويل لليتامى من الزمان العتى

কবি হাফিয বলেন- সুলত্বান হোসাইন বিন কামিলের মৃত্যুতে মুহাম্মদ আলীবংশের এক সুদৃঢ় প্রাসাদ বিধ্বস্ত হয়েছে। এমন একরাজার পতন হলো, যার স্বর্ণযুগ জনগণ উপভোগ করতে পারলোনা, জনগণ তাদের কামনা বাসনা পূরণে সক্ষম হলোনা। পারশ্যের ন্যায়পরায়ন সম্রাট কিসরাতুল্য হোসাইনের ন্যায়পরায়নতার ছায়া তলে দেশের আশা আকাঙ্খা বাস্তবায়িত হলো না । তাঁর হাতেম তাঈ তুল্য দান দ্বারা নিঃস্ব ফকীরগণ উপকৃত হতে পারলোনা। দানের উৎসকে মৃত্যু ঢেকে দিল। তাই হে মিস্বর! তার জন্য অকৃপণ ভাবে অশ্রুবিসর্জন করো। এই মহানুভব ব্যক্তির তিরোধানে হাজার হাজার মুদ্রার দানকারী এবং অনাথ পিতৃহীনদের পৃষ্টপোষক এর অবসান হয়েছে।

কবি হাফিয হোসাইন বিন কামিলের যুগকে জনগণের কাঙ্খিত স্বর্ণযুগ বলে আখ্যায়িত করেছেন। পারস্য রাজ কিসরার ন্যায়পরায়ণতা এবং জাহেলী যুগের দাতা হাতেম তাঈর সাথে তুলনা করেছেন। তিনি মহানুভব ও দাতা এবং অনাথ অসহায়দের পৃষ্টপোষক ছিলেন।

শায়খ মুহাম্মদ আব্দুহ (১৮৪৯-১৯০৫) ঃ

এই প্রখ্যাত পন্ডিত, সাহিত্যিক ও রাজনীতিকের সাথে কবি মুহাম্মদ হাফিযের অত্যন্ত গভীর সম্পর্ক ছিল। হাফিয আজীবন তাঁকে দিশারী রূপে অনুসরণ করেছেন। সূদানে থাকা কালে, সূদান থেকে প্রত্যাবর্তনের পর চাকুরী থেকে বরখাস্ত থাকাবস্থায় সদাসর্বদা ইমামের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখেছেন, তাঁর সান্নিধ্যে জ্ঞান অর্জন করেছেন, সর্বদা তাকে ছায়ার ন্যায় অনুসরণ করেছেন। ১৯০৫ সনে ইমামের মৃত্যুতে কবি হাফিয অত্যন্ত মর্মাহত হন। তিনি যেন তাঁর পিতা, শিক্ষা গুরু, দিশারী, প্রশিক্ষককে হারিয়েছেন। তাই ইমামের অন্তর্ধানে হাফিয ব্যথিত চিত্তে শোক গাথা রচনা করেন। এতে কবি ইমামের জ্ঞান ও প্রজ্ঞা, তাক্বওয়া,

পরহেযগারী ইত্যাদি গুণাবলী বর্ণনা করেছেন। ইমামের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক, পাণ্ডিত্য, জাতীয়তাবাদী ভূমিকার বর্ণনা দিয়েছেন। একজন সুস্পষ্ট বাগ্মী এবং দ্বীনের একজন অগ্রণী নেতা ছিলেন। কবি বলেন :-[১০০]

سلام على الاسلام بعد محمد # سلام على أيامه النضرات
على الدين والدنيا، على العلم والحجا # على البر والتقوى، على الحسنات
لقد جهلوا قدر الامام فأودعوا # تجاليده فى موحش بفلاة
ولوضرحوا بالمسجدين لأنزلوا # بخير بقاع الأرض خير رفات
تباركت هذا الدين دين محمد # أيترك فى الدنيا بغير حماة
تباركت هذا عالم الشرق قد قضى # ولانت قناة الدين للغمزات
زرعت لنا زرعا فأخرج شطأه # وبِنت ولمانجتن الثمرات
مددنا الى الأعلام بعدك راحنا # فردت الى أعطافنا صفرات
وآذوك فى ذات الاله وأنكروا # مكانك حتى سودوا الصفحات
رأيت الآذى فى جانب الله لذة # ورُحت ولم تهممُ له بشكاة
أبنت لنا التنزيل حكما وحكمة # وفرقت بين النور والظلمات
ووفقت بين الدين والعلم والحجا # فاطلعت نورامن ثلاث جهات
ووقفت لهانوتووريننان وقفة # أمدك فيهاالروح بالنفحات
وخفت مقام الله فى كل موقف # فخافك أهل الشك والنزعات
ووليت شطراالبيت وجهك خاليا # تناجى اله البيت فى الخلوات
وأرصدت للباغى على دين أحمد # شباة يراع ساحر النفثات
بكى الشرق فارتجت له الأرض رجة # وضاقت عيون الكون بالعبرات
ففى الهند محزون وفى الصين جازع # وفى مصر باك دائم الحسرات
وفى الشام مفجوع وفى الفرس نادب # وفى تونس ماشئت من زفرات
بكى عالم الاسلام عالم عصره # سراج الدياجى هادم الشبهات
ملاذعيايل ثمال آرامل # غياث ذوى عدم امام هداة
فلا تنصبواللناس تمثال عبده # وان كان ذكرى حكمة وثبات
فانى لآخشى أن يضلوا فيؤمنوا # الى نور هذا الوجه بالسجدات

Dhaka University Institutional Repository

কবি মহানবীর (সা.) উপর এবং ইসলামের প্রাথমিক যুগের সু উজ্জ্বল দিন গুলোর প্রতি শান্তি বর্ষণ কামনা করে শোকগাথার সূচনা করে ইমামকে অনুর্বর অখ্যাত স্থানে সমাধিস্থ না করে তার মহান ব্যক্তিত্ব অনুযায়ী কা'বা শরীফ (মসজিদুল হারাম) কিংবা মসজিদুল আক্বসায় তাকে সমাহিত করা বাঞ্চনীয় ছিল। ইমামের মৃত্যুতে মঙ্গলময় দ্বীনে মুহাম্মদী অভিভাবকহীন হয়ে পড়েছে। ইমাম দ্বীনের ফসল বুনেছেন, উহা সংগ্রহের পূর্বেই এই ধরাধাম ত্যাগ করেছেন। ইমামের বিদ্বেষীরা তাঁকে লোকচক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য পত্র-পত্রিকায় জঘন্য মিথ্যাচার রটনা করেছে, কিন্তু ইমাম এসব কটাক্ষের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ না করে দীনের ব্যাপারে নির্যাতনকে মিষ্ট মনে করেছেন। তিনি দারসে তাফসীর দ্বারা খোদার বিধি-বিধান ও তাৎপর্য জনগণের নিকট সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন এবং সত্য-মিথ্যার পার্থক্য নিরূপন করেছেন। দীন, বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞার মধ্যে সমন্বয় সাধন করে আলোর স্ফুরন ঘটিয়েছেন। ফরাসী ঐতিহাসিক "হানুত" এবং ফরাসী ধর্মযাজক 'আর্নেষ্ট রেনান' ইসলামের বিরুদ্ধে বিষোদগার করলে ইমাম 'আব্দুহু তাদের সমালোচনার দাঁতভাঙ্গা জবাব দেন। জীবনের যাবতীয় ব্যাপারে তাক্বওয়ার নীতি থেকে বিচ্যুত হতেন না। গভীররাতে ক্বিবলাবনত হয়ে কায়মনোবাক্যে আল্লাহর নিকট মোনাজাত করতেন। দীনে আহমদের (সা.) বিরোধীদের জন্য তাঁর ক্ষুরধার লেখনী পরিচালনা করেছেন। সমগ্র প্রাচ্য তথা মুসলিমবিশ্ব ইমামের শোকে মূহ্যমান; ভারত, চীন, মিস্বর, শাম, পারশ্য, তিউনিস তথা সমস্ত মুসলিমবিশ্বই যুগের এই শ্রেষ্ঠ পন্ডিতের তিরোধানে শোকাভিভূত, বিলাপরত।

তিনি বিপন্নদের জন্য আশ্রয়স্থল, বিধবাদের অভিভাবক, সহায় সম্বলহীনদের সাহায্যকারী, পথপ্রদর্শকদের নেতা ছিলেন। ইমামের স্মৃতি ফলক স্থাপন করতে নিষেধ করছেন কবি, যাতে জনগন অন্ধবিশ্বাসে তাড়িত হয়ে শিরকে লিপ্ত হবার আশঙ্কা দেখা দিতে পারে।

কবি ইমামের তাক্বওয়া, পরহেজগারী, ইবাদত, বদান্যতা, পরোপকার ও মঙ্গল সাধন ইত্যাদি গুণাবলী বর্ণনা করে সংশ্লিষ্ট সকলকে ইমামের মহত ইসলামী গুণাবলী অনুসরণ করার অনুপ্রেরণা দিয়েছেন।

১৯২২ সনের ১১ জুলাই কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত ইমাম মুহাম্মদ 'আব্দুহুর এক স্মরণসভায় কবি হাফিয স্বরচিত একটি কবিতা পাঠ করেন। এতে তিনি ইমামকে একজন সংস্কারক, খোদাপ্রেমিক, মানব হৃদয়কে সংশোধনকারী রূপে বর্ণনা করেছেন। প্রাচ্য-প্রতীচ্যে হেদায়ত ও বদান্যতার ক্ষেত্রে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে। কবি বলেন :-[১০১]

وفُجعنا بإمام مصلح # عامر القلب وأواب مُنيب

وكم له من باقيات فى الهدى# والندى بين شروق وغروب

يُحسن الظن به أعداؤه # حين لايحسن ظن بقريب

أجدب العلم وأمسى بعده# رائد العرفان فى واد جديب

رحمة الدين عليه كلما # خرج التفسير عن طوق الاريب

رحمة الرأى عليه كلما# طاش سهمُ الرأى فى كف المصيب

Dhaka University Institutional Repository

মুস্তাফা কামিল পাশা (১৮৭৪-১৯০৮) ঃ

মিস্বরের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অন্যতম বিশিষ্ট নেতা মুস্তফা কামিল পাশার ১৯০৮ সনে মৃত্যুতে কবি হাফিয মোট তিনটি শোক কবিতা রচনা করেছেন। কবির ভাষায় :-[১০২]

مات الذى أحيا الشعور وساقــه # الى المجد فاستحيا النفوس البواليا

يموت المداوى للنفوس ولايرى# لمافيه من داءالنفوس مداويا

وكنا نياما حينما كنت ساهدا # فأسهدتنا حزنا وأمسيت غافيا

شهيدَ العلا ، لا زال صوتك بيننا # يرن كما كان بالأمس داويا

يا مصر إن لم تحفظى ذكر عهده # إلى الحشر لا زال انحلالك باقيا

ستشهد فى التاريخ أنك لم تكن # فتى مفردا بل كنت جيشا مغازيا

কবি হাফিয বলছেন- মুস্তাফা কামিল জনগণের অনুভূতিকে জাগ্রত করে ঐতিহ্য পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য অনুপ্রাণিত করেন, জীর্ণ আত্মায় প্রাণের সঞ্চার করেন। আজ তিনি ধরাধাম ছেড়ে চলেগেছেন । সমগ্র মিস্বর বাসী যখন লক্ষ্যহীনতায় নিমজ্জিত, তখন তিনি ছিলেন বিনিদ্র জাগ্রত, আজ তিনি সকলকে শোকে মুহ্যমান করে নিদ্রিত হয়ে গেলেন। তিনি উন্নতি অগ্রগতির প্রতীক, তার ধ্বনি মিস্বরবাসীর প্রাণে আজো প্রেরণা সৃষ্টি করে। মিস্বরে কিয়ামত পর্যন্ত এই মহান ব্যক্তির আদর্শ সংরক্ষেনের আহবান জানিয়েছেন। মুস্তাফা কামিল একজন মাত্র যুবক ছিলেন না, এক বিজয়ী সেনাদল তুল্য ছিলেন তা ইতিহাসে লিপিবদ্ধ থাকবে।

কবি হাফিয ১৯০৮ সনে মুস্তাফা কামিলের চেহলাম উপলক্ষে রচিত কবিতায় বলেন:-[১০৩]

١- قم وامح ماخطت يمين كرومر # جهلا بدين الواحد القهار

٢- قدكنت تغضب للكنانة كلما # همت وهم رجاؤها بعثار

٣-غضب التقى لربه وكتابه # آوغضبة الفاروق للمختار

٤- شاهدت يوم الحشريوم وفاته # وعلمت منه مراتب الاقدار

٥- ورأيت كيف تفى الشعوبُ رجالها # حق الولاء وواجب الاكبار

٦- تسعون آلفا حول نعشك خشع # يمشون تحت لواءك السيَار

কবি হাফিয বলেন- মিস্বরের গবর্ণর লর্ড ক্রোমার ইসলামধর্মকে কটাক্ষ করায় মুস্তাফা তার প্রতিবাদ করেন। খোদাভীরুব্যক্তি খোদায়ী বিধানভঙ্গের প্রতিবাদে বিক্ষুব্ধহন, কিংবা নবীকরীমের মৃত্যু সংবাদে যেরূপ হযরত উমর বিক্ষুব্ধ হয়েছিলেন, তেমনি-মিস্বরীয়দের স্খলনে মুস্তাফা কামিল বিক্ষুব্ধ হন। মুস্তাফা কামিলের মৃত্যুর দিন হাশরের ময়দানে সমবেত হওয়ার ন্যায় শোকাহত প্রায় নব্বই হাজার জনতা নেতার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য জমায়েত হয়। কবিতাটিতে জনগণের আন্তরিক অভিব্যক্তি ব্যক্ত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

১৯০৯ খৃষ্টাব্দে মুস্তাফা কামিলের প্রথম মৃত্যু বার্ষিকী উপলক্ষে কবি হাফিয একটি শোকগাথা রচনা করেন। মুস্তাফার কবর বেহেশ্তের একটি উদ্যান। যার নির্দেশ জাতি আনুগত্য করে। তার বক্তব্য সুস্পষ্ট ও প্রাঞ্জল। তিনি বীরসাহসী ও জাগ্রত চিত্তের অধিকারী। কবি বলেন :- [১০৪]

١- هنا جنان تعالى الله بارئه # ضاقت بأماله الاقدار والهمم

٢- هنافم وبنان لاح بينهما # فى الشرق فجرتحمى ضوءه الآمم

٣- هنافم وبنان طالمانثرا # نثرا تسيربه الأمثال والحكم

٤- هنا الكمى الذى شادت عزائمه # لطالب الحق ركنا ليس ينهدم

٥- هنا الشهيد، هنارب اللواء،هنا # حامى الذمار هنا الشهم الذى علموا

সা'দ ঝগলুল (১৮৫৭-১৯২৭) ঃ

মিস্বরের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অন্যতম বিশিষ্ট জনপ্রিয় অবিসংবাদিত নেতা সা'দ ঝগলুলের মৃত্যুতে ১৯২৭ সনে কবি হাফিয ৯০ পংক্তি বিশিষ্ট সূদীর্ঘ শোক কবিতা রচনা করেন। তাঁর মৃত্যুতে সমগ্র জাতি শোকাভিভূত। তার কফিনের সাথে জনসমুদ্র প্রবাহিত হচ্ছিল। তিনি প্রবল পরাক্রমশালী ঔপনিবেশিক বৃটিশদের বিরুদ্ধে ছিলেন অকুতোভয় ও আপোসহীন। শতনিপীড়ন নির্যাতন,নির্বাসন তাকে টলাতে পারেনি। জনগণের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা করেছেন। সত্যবাদিতা ও সুস্পষ্টবাদিতাকে দীনের অঙ্গ মনে করেছেন:- [১০৫]

مات سعد، لاكنت يا (مات سعد) # أسهاما مسمومة أم حرابا

قدر شاء أن يزلزل مصرا # فتغالى فزلزل الألبابا

خرجت أمة تشيع نعشا # قد حوى أمة ، وبحرا عبابا

كيف ننسى مواقفا لك فينا # كنت فيها المهيب لا الهيابا

قد تحديت قوة تملأ المعمور # من هول بطشها وارهابا

لم ينهنه من عزمك السجـ # ـن والنفى وساجلتها بمصر الضرابا

ليت سعدا أقام حتى يرانا # كيف نعلى على الأساس القبابا

جزع الشرق كله لعظيم # ملأ الشرق كله إعجابا

علم الشأم والعراق ونجداً # كيف يحمى الحق اذا الخطب نابا

جمع الحق كله فى كتاب # واستشار الاسود غابا فغابا

وترى الصدق والصراحة دينا # لا يراه المخالفون صوابا

خفت فينا مقام ربك حيا # فتنظر بجنتيه الثوابا

সা'দ ঝগলুলের মৃত্যু যেন বিষমাখা বর্শাফলক জাতির হৃদয়ে বিদ্ধ হয়েছে। তার মৃত্যুতে সমগ্রজাতি তরঙ্গবিক্ষুব্ধ সমুদ্রের ন্যায় শিহরিত। জাতিরস্বার্থে তিনি ছিলেন অকুতোভয়, আপোষহীন। বিশ্বসাম্রাজ্যের অধিপতি বৃটিশদের মোকাবেলা করেছেন। জেল-যুলুম-নির্যাতন, নির্বাসন কোনকিছুই তার সংকল্পকে টলাতে পারেনি। এ মহানব্যক্তির মৃত্যুতে সমগ্র প্রাচ্যজগত শোকে মুহ্যমান। সিরিয়া, ইরাক ও নজ্দকে আত্মরক্ষার কৌশল শিখিয়েছেন। সত্যকে সংবিধানে গ্রন্থবদ্ধ করে তিনি জাতিকে জাগিয়ে তোলে নিজে ইহধাম প্রস্থান করলেন। সত্যবাদিতা ও সুস্পষ্টবাদিতাকেই তিনি 'দীন' মনে করতেন। জীবিতাবস্থায় তিনি আল্লাহকে ভয় করে চলতেন, তাই ولمن خاف مقام ربه جنتان এর বিধান মতে তার পুরস্কারস্বরূপ দু'টি জান্নাত প্রস্তুত রয়েছে।

খ. رثاء الشعراء والأدباء والعلماء/ কবি- সাহিত্যিক- পন্ডিতদের মৃত্যুতে শোকগাথা ঃ

কবি হাফিয কবি সাহিত্যিক, পন্ডিত-দার্শনিকদের মৃত্যুতে শোক কবিতা লিখেছেন। যেমন- প্রখ্যাত লেবাননী সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক জুরজী ঝায়দান, লেবাননের সাহিত্যিক ও সাংবাদিক ইয়াকুব স্বাররুফ, লেবাননের প্রখ্যাত চিকিৎসক, পন্ডিত, গবেষক, সাহিত্যিক ও দার্শনিক শিবলী শুমায়েল, নারীমুক্তি আন্দোলনের নেতা কাসিম আমীন, নারী মুক্তি আন্দোলনের অন্যতম নেত্রী কবি বাহিছাতুল বাদিয়াহ, প্রখ্যাত পন্ডিত সাহিত্যিক সেলিম বশরী, কবি শ্রেষ্ঠ আলবারুদী এবং প্রখ্যাত রুশ দার্শনিক টলষ্টয় প্রমুখের মৃত্যুতে কবি হাফিয শোকগাথা কবিতা লিখেছেন।

হাফিযের মার্সিয়া কবিতা আন্তরিক আবেগ-অনুভূতির অকৃত্রিম নির্যাস। দৈন্য দশার মর্মবেদনাকে যথার্থভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছেন বলেই তিনি এ জাতীয় কবিতা উৎকৃষ্টভাবে অধিক পরিমাণে সাফল্যজনক ভাবে রচনা করতে পেরেছেন। এসম্পর্কে তার নিজের উক্তি :-[১০৬]

اذا تصفحت ديوانى لتقرأنى # وجدت شعر المراثى نصف ديوانى

ক্বাসিম আমীন (১৮৬৫-১৯০৮) এর মৃত্যুতে শোকগাথা :-[১০৭]

মিশরে নারীমুক্তি আন্দোলনের পুরোধা ক্বাসিম আমীনের মৃত্যুতে কবি মুহাম্মদ হাফিয ইবরাহীম মার্সিয়া রচনা করেন। কবি বলেন:-

١- لهفى عليك قضيت مرتجلا #لم تشك،لم تستوص،لم تقل

٢- شغلتك عن دنياك أربعة # والمرء من ديناه فى شغل

٣- حق تناصره ومفخرة # تمشى اليها غير منتحل

٤- وحقائق للعلم تنشدها # ما للحكيم بهن من قبل

٥- وفضيلة أعيت سواك فلم # تمدد اليه يداولم يصل

٦- ان ريت رأيافى الحجاب ولم# تعصم، فتلك مراتب الرسل

٧- الحكم للأيام مرجعه #فيما رأيت، فنم ولاتسل

Dhaka University Institutional Repository

٨- قل للامام اذا التقيت به# فى الجنتين بآكرم النزل

٩- ان الحقيقة أصبحت هدفًا# للراكبين مراكب الزلل

ক্বাসিম আমীন মাত্র ৪৩ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করায় কবি হাফিয দুঃখকরে বলছেন যে, তিনি অকাল মৃত্যুবরণ করেছেন, কোন রোগযন্ত্রনা ভোগ করতে হয়নি, কোনরূপ অসিয়ত করে যেতে পারেননি, কারো সাথে কথা বলতে পারেননি। মৃত্যুদূত তাকে আক্রমণ করেছে, তাই সবাই তার জন্য বিলাপ করছে। চারটি কারণে তিনি পৃথিবীর প্রতি নিরাসক্ত ছিলেন : সত্যের সহায়তা, গৌরব ও আত্মমর্যাদাবোধ, জ্ঞানের গূঢ়তত্ত্বের অনুসন্ধান এবং মাহাত্ম্য (ফজীলত)। পর্দার ব্যপারে তার ব্যক্তিগত অভিমত ছিল, যা' সমালোচনার উর্ধে নয়; শুধুমাত্র নবী রাসূলগণ সমালোচনার উর্ধে। কালপরিক্রমাই এব্যপারে চুড়ান্ত ফয়সালা করবে। জান্নাতদ্বয়ে ইমাম মুহাম্মদ আব্দুহুর সাথে সাক্ষাত হলে তাকে যেন অবহিত করেন যে, বাস্তব-তত্ব পদস্খলিত (বিভ্রান্ত) ব্যক্তিদের সমালোচনার বস্তুতে পরিণত হয়েছে।

رثاء عثمان السيد أباظه باشا

উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তা 'উছমান আবাযাহ পাশা (১৮৪৮-১৮৯৬) এর মৃত্যুতে কবি হাফিয শোক কবিতা রচনা করেন :-[১০৮]

١- أبعد عثمان أبغى مآربًا حسنا #من الحياة وحظا غير منكود

٢- انى ليحزننى آن جاء ينشده# داعى المنون وأنى غير منشود

٣-أمست تنافس فيك الشهب من شرف# أرض تواريت فيها يافتى الجود

٤- لولم تكن سبقتك الآ نبياءلها # قلنا بأنك فيها خير ملحود

٥- ياراحلا أكبرتك الحادثات وما# اكبرتها عند تليين وتشييد

মৃত্যুদূত 'উছমানকে হরণ করেছে, সেজন্য কবি খুবই উদ্বিগ্ন; তাই কবি জীবনের ভোগ-বিলাস, কামনা-বাসনার প্রতি নিরাসক্ত হয়ে পড়েছেন। 'উছমানের সমাধি তার ন্যায় বদান্যব্যক্তিকে ধারণ করে আকাশের নক্ষত্ররাজির সাথে মান-মর্যাদার প্রতিযোগিতা করছে। কবি হাফিয মান মর্যাদার দিকদিয়ে নবী রাসূলদের পরবর্তী স্তরে 'উছমানকে স্থান দিয়েছেন। বিভিন্ন দুর্যোগের দরুণ তার ('উছমানের) মনোবল শক্ত হয়েছে, কিন্তু কোন দুর্বিপাকে তিনি নতি স্বীকার করেননি।

رثاء سليمان آباظة باشا

সুলায়মান বিন হাসান আবাযাহ পাশা-(১৮৩৪-১৮৯৭) 'উরাবী বিপ্লবের পর মিস্বরের শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন। ১৮৯৭ খৃ. তার মৃত্যুতে হাফিয কবিতা রচনা করেন। কবি বলেন :-[১০৯]

١- أنّى حللتُ أرى عليك مآتمًا #فلمن أوُجه فيك حسن عزائى

٢- لبنيك، أم لذويك، أم للكون،أم # للدهر، أم لجماعة الجوزاء؟

Dhaka University Institutional Repository

٣- أودى سليمان فأودى بعده # حسنُ الوفاء وبهجةُ العلياء

٤-خلق كضوء البدر، أو كالروض،أو # كالزهر، أو كالخمر او كالماء

٥- وشمائل لومازجتْ طبع الدجى # مابات يشكوه المحب النائى

٦-ومناقب لولا المهابة والتقى# قلنا مناقب صاحب الاسراء

٧- وعزائم كانت تفل عزائم الـ# أحداث والايام والآعداء

٨- شوّقنا للترب بعدك واشتهى# فيه الاقامة واحدا لعذراء

٩- فى جنة الفردوس بات عزيزهم# ضيفابساحة أكرم الكرماء

কবি সর্বত্র শোকের মাতম ও আহাজারী দেখতে পেয়েছেন, তাই কার নিকট শোক বার্তা পাঠাবেন ? সেই ভেবে কিংকর্তব্য বিমূঢ়; মৃতের পুত্রদের নিকট, না তার আত্মীয়-স্বজনদের নিকট ? না যুগের নিকট ? না সৃষ্টি কুলের নিকট ? না নক্ষত্ররাজির নিকট ? সবাই শোকে মুহ্যমান। সোলায়মানের মৃত্যুতে অঙ্গীকার পূর্ণ করা এবং অভিজাতদের আনন্দ সবই ম্লান হয়েগেছে। তার চারিত্রিক গুণাবলী ছিল চন্দ্রের আলোর ন্যায় সমুজ্জল, বাগানের পুস্পোভিত, ফুলেরন্যায় সুরভিত, মদিরার ন্যায় আকর্ষণ সৃষ্টিকারী এবং পানিরন্যায় তৃষ্ণা নিবারক। তার চরিত্র মাধুর্যের সান্নিধ্যে কেউ কখন ও বিতৃষ্ণ ও বিরক্ত হতোনা। সোলায়মানের চারিত্রিক বৈশিষ্টাবলী মে'রাজ গমনকারী রাসূলে করীমের ন্যায় ছিল। তার দৃঢ় সংকল্পের নিকট কালের দুর্বিপাক ও শত্রুদের মনোবল হার মেনেছে। তিনি এই মাটিতে সমাধিস্থ হয়ে বিশ্বমানবকে, এমনকি আকাশে-বসবাসরত কুমারী মারইয়ামের পুত্র ঈ'সা (আ.) কে আসমান থেকে অবতরণ করে এই মাটিতে কবরস্থ হওয়ার অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করেছেন।

رثاءرياض باشا

রিয়াদ্বপাশা তিনবার মিস্বরের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। ১৯১১ খৃ. তার মৃত্যুর চল্লিশদিন পর কবি মুহাম্মদ হাফিয একটি শোকগাথা রচনা করেন:- ১১০

١- رياضُ أفِقْ من غمرة الموت واستمع # حديث الورى عن طيب ما كنت تصنعُ

٢- أفق واستمع منى رثاءً جمعته# تشاركنى فيه البريه أجمعُ

٣- لتعلم ما تطوى الصدورُمن الآسى# وتنظر مقروح المشاكيف يجزع

٤- نظرت الى مصرفساءك أن ترى # حلاها بأيدى المستطيلين تنزع

٥- فكنت (أبا محمود) غوثًا وعصمة # اليك دعاة الحق تآوى وتفزع

٦-وكم نابغ فى أرض مصر حميته # ومثلك من يحمى الكريم ويمنع

٧- رعيت(جمال الدين) ثم اصطفيته# فآصبح فى آفياء جاهك يرتع

٨- ووليت تحرير الوقائع عبده # فجاء بما يشفى الغليل وينقع

Dhaka University Institutional Repository

٩–وكم لك فى مصر وفى الشآم من يد # لها آين حلت نفحة تتضوّع

١٠– فياناصر المستضعفين إذاعدا # عليهم زمانٌ بالعداوة مولع

١١– عليك سلام الله ماقام بيننا # وزير على دست العلا يتر بع

কবি হাফিয রিয়াদ্বপাশার উদ্দেশ্যে বলছেন-তিনি যেন পুনর্জীবিত হয়ে স্বীয় সু-কৃতকর্ম সম্বন্ধে সৃষ্টিকুলের প্রশংসা শোনেন। শোকগ্রস্থ মানুষের অন্তরের বেদনা ও আঘাত যেন স্বচক্ষে দেখেন। রিয়াদ্বপাশা সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে মিস্বরকে শোষিত হতে দেখে খুবই মর্মাহত হতেন। সত্যের আহবায়কগণ তার নিকট আশ্রয় লাভ করতো। মিস্বরে বহুজ্ঞানীগুনী পন্ডিত মনীষীকে রিয়াদ্ব রক্ষণাবেক্ষণ করেছেন। তিনি জামালুদ্দীন আফগানীর ন্যায় মহান ব্যক্তিত্বকে ও সার্বিক সহায়তা প্রদান করেছেন এবং الو قائع المصرية পত্রিকার সম্পাদনার ভার মুহাম্মদ আব্দুহুকে প্রদান করেছেন, যাতে মিস্বরবাসীর সুখদুঃখ, হাসিকান্নার সংবাদ পরিবেশন করা হতো। মিস্বর ও সিরিয়ার প্রতি রিয়াদ্বের অবদান অসীম। রিয়াদ্ব দুর্বল ও নিপীড়িতদের সাহায্যকারী ছিলেন।

رثاء الشيخ على يوسف صاحب المؤيد 'আল্ মুআইয়্যাদ' পত্রিকার স্বত্বাধিকারী শাইখ 'আলী ইউসুফ (১৮৪৯-১৯১৩) এর মৃত্যুতে হাফিয মর্সিয়া রচনা করেন। আলী জাতিকে আত্মমর্যাদাবোধ ও অধ্যবসায় শিক্ষাদান করেছেন। রাজনীতির মিথ্যাচার ও প্রতারণা দূর করেছেন। 'আল-মুআইয়্যাদ' পত্রিকার মাধ্যমে মুসলমানদের অশিক্ষা ও কুশিক্ষা দূর করেছেন। এর মাধ্যমে বিশ্বমুসলিমকে ঐক্যবদ্ধ করেছেন। দেশ ও জাতির জন্য, দীনের জন্য তিনি সংগ্রাম করেছেন, এর প্রতিদান হাশরের দিন তিনি অবশ্যই পাবেন। কবি বলেন :-[১১১]

١– آقاموا فينا عصاميا فعلمنا # معنى الثبات ومعنى الجد والدأب

٢– ويمنع الحق آن يُغشى تبلُجه # مافى السياسة من زور ومن كذب

٣– وكان ميدان سبق للألى غضبوا # للدين والحق من داع ومحتسب

٤– لولا المؤيد ظل المسلمون على # تناكر بينهم فى ظلمة الحجب

٥– تعارفوا فيه آرواحا وضمهم # رغم التنائى زمامٌ غير منقضب

٦– فى مصر فى تونس فى الهند فى عدن # فى الروس فى الفرس فى البحرين فى حلب

٧– جاهدت فى الله والآوطان محتسبا # فارجع الى الله مأجوراً وفز وطب

٨– واعمل بيمناك يوم النشر ما نشرت # تلك الصحيفة فى دنياك وانتسب

رثاء الدكتور شبلى شميل লেবাননের প্রখ্যাত চিকিৎসক, গবেষক ও বিজ্ঞানী ডাক্তার শিবলী শুমাইল (১৮৫০-১৯১৭) এর মৃত্যুতে সিরীয় ঐক্য সমিতির এক অনুষ্ঠানে কবি মোঃ হাফিয একটি শোক কবিতা রচনা করেন। দীন ইসলাম সম্পর্কে তার কিছু আপত্তিকর মতামতের জন্য তার সমালোচনা করা হয়েছে। কবি হাফিয বলেন:-[১১২]

Dhaka University Institutional Repository

١- لقى الله ربّهُ فاتركواالمر # ء لديّانه فسيح الرحاب

٢- حزن العلمُ يوم متَّ ولكن # آمِنَ الدينُ صيحةَ المرتاب

٣- ليت شعرى وقد قضيت حياةً # بين شك وحيرة وارتياب

٤- هل آتاك اليقين من طرق الشك # فشك الحكيم بدء الصواب

٥- ايه شبلى قد أكثر الناس فيك الـ # ـقول حتى تفتنوا فى عتابى

٦- قيل : ترثى ذاك الذى ينكر النو # رَ ولا يهتدى بهدى الكتاب ؟

٧- قلت : كفوا فانما قمت أرثى # منه خلا أمسى طويل الغياب

٨- أنا أرثى شمائلا منه عندى # كن أحلى من الشهاد المذاب

٩- كان فى الود موضع الثقة الكبرى # وفى العلم موضع الاعجاب

رثاء جورجى زيدان

লেবাননের প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক জুরজী ঝায়দান (১৮৬১-১৯১৪) এর মৃত্যুতে কবি হাফিয নিম্নোক্ত কবিতা রচনা করেন:-[১১৩]

١- لك الآ ثر الباقى وان كنت نائيا # فأنت على رغم المنية دانى

٢- وياقبر زيدان طويت مؤرخا # تجلى له ما أضمر الفتيان

٣- أشادتْ بذكر الراشدين كأنما # فتى القدس مما ينبتُ الحرمان

٤- سألت حماة النشرعدخلاله # فمالى بما أعيا القريض يدان

জুরজী ঝায়দান একজন লেবাননী হওয়া সত্ত্বেও হেজাঝীদের ন্যায় ইসলাম, নবী এবং খোলাফায়ে রাশেদীন সম্পর্কে ইতিহাস লিখেছেন; তাঁর এই কীর্তি তার মৃত্যুর পরও অম্লান থাকবে। গদ্যকারদের প্রতি জুরজীর গুণাবলী মূল্যায়নের আহবান জানিয়েছেন কবি হাফিয।

رثاء الكواكبى

প্রখ্যাত সিরীয় সাহিত্যিক, সমাজবিজ্ঞানী ও পর্যটক আব্দুর রহমান আল্ কাওয়াকিবী-(১৮৪৯-১৯০২) এর মৃত্যুতে তার কবরে স্থাপনের জন্য চার পংক্তি কবিতা হাফিয রচনা করেন। তা নিম্নরূপ:-[১১৪]

هنا رجل الدنيا، هنا مهبط التُّقى # هنا خير مظلوم، هنا خير كاتب

قفوا واقرءوا أم الكتاب وسلموا # عليه فهذا القبر قبر الكواكبى

Dhaka University Institutional Repository

কবি পথিকদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য বলছেন- এখানে শায়িত এমন এক ব্যক্তি যিনি তাক্বওয়ার কেন্দ্রবিন্দু, শ্রেষ্ঠতম লেখক, মযলূম ব্যক্তি; তার উপর ফাতেহা ও সালাম পেশ করার আহবান জানিয়েছেন।

رثاء الشيخ سليم البشرى

শায়খ সলীম বশরী (১২৪৮-১৩৩৫হি.) আল-আঝহার বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন দক্ষতার সাথে হাদীছ, তাফসীর ও ফিক্বহ শাস্ত্রের অধ্যাপনা করেন; দু'বার ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান পদে অধিষ্ঠিত হন। ব্যক্তিগত জীবনে মুত্তাক্বী ও দানশীল ছিলেন। তার নেক আমল হাশরের দিনে তার পক্ষে সুফারিশ করবে। কবি হাফিযের ভাষায়:- ১১৫

١- أيدرى المسلمون بمن أُصيبوا # وقد واروا سليمًا فى التراب
٢- هوى ركنُ الحديث فأى قطب # لطلاب الحقيقة والصواب
٣- مُؤَطامالك عز البخارى#ودع لله تعزية الكتاب
٤- قضى الشيخ المحدث ويملى# على طلابه فصل الخطاب
٥- لقد سبقت لك الحسنى فطوبى# لمو قف شيخنا يوم الحساب
٦- قفوا يا ايها العلماء وابكوا# وروا لحده قبل الحساب

رثاء البارودى

আরবী কবিশ্রেষ্ঠ-মাহমূদ সামী আলবারূদী (১২৫৫-১৩২২) এর মৃত্যুতে ১৯০৫ খৃ. সনে হাফিয ৪৩ পংক্তি বিশিষ্ট এক শোক কবিতা রচনা করেন :- ১১৬

١- ردُّوا علىَّ بيانى بعد محمود# إنى عيِيْت وأعياالشعرُ مجهودى
٢- ظنت سكوتى صفحاعن مودته# فأسلمتنى الى همٍّ وتسهيد
٣- لبيك يا شاعرٍا ضن الزمان به# على النهى والقوافى والآنا شيد
٤- لو حنّطوك بشعرأنت قائله# غنيت عن نفحات المسك والعود
٥- حليّته بعد أن هذبته بسنا# عقدٍ بمدح رسول الله منضود
٦- إن هُدَّ ركنك منكوبا فقدرفعت # لك الفضيلة ركنا غير مهدود
٧- أودى المعرى تقى الشعر مؤمنه # فكاد صرح المعالى بعده يودى
٨- وأوحش الشرق من فضل ومن أدب # وأقفرالروض من شدو وتغريد
٩- ياويح للقبر قد أخفى سنا قمر # مقسم الوجه محسود التجاليد
١٠- محمود إنى لأستحييك فى كلمى # حيا وميتا وإن أبدعت تقصيدى

Dhaka University Institutional Repository

বারুদীর মৃত্যুশোকে হাফিয ভাষা ও কাব্যশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন, সেই শক্তি পুনরুদ্ধার কামনা করেছেন। দীর্ঘদিন হাফিয নিশ্চুপ থাকার দরুন অনেকে বারুদীর প্রতি আন্তরিকতার অভাব বলে সন্দেহ করেছেন। বারুদীর প্রজ্ঞা, কাব্যের মূল্যায়নে যুগের ঔদাসীন্যের প্রতি কবি হাফিয আক্ষেপ করে বলেন-তাঁর কাব্য সুবাসিত আতর-মেশক থেকেও উত্তম। রাসূলে করীমের শানে বারুদী কবিতা রচনা করেছেন। সরকারী পদ থেকে বরখাস্ত ও নির্বাসন ইত্যাদি দুর্ভোগে তাকে ভীত সন্ত্রস্থ করলেও তাঁর জন্য স্থায়ী সম্মান প্রদান করেছে। কবি আল্-মা'আররীতুল্য কবি বারুদীর মৃত্যুতে মান-মর্যাদার প্রাসাদ ধূলিস্যাৎ হয়ে গেছে, প্রাচ্যে সাহিত্য সংস্কৃতি শূন্যতা দেখা দিয়েছে। চাঁদের আলোকে গোপনকারী কবরের জন্য আফসোস। কবি হাফিয বারুদীর শানে জীবিত ও মৃত অবস্থায় রচিত কবিতার ভুল ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছেন।

কবি মুহাম্মদ হাফিযের মর্সিয়া কবিতার মধ্যে কবি ইসমাঈল স্বাবরী পাশা (১৮৫৪-১৯২৩) এর মৃত্যুতে রচিত কবিতা:- [১১৭]

١- نعاك النعاةُ وحم القدر # ولم يغن عنا وعنك الحذر

٢-طوت ذ بحة الصدرصدرالندى# فلم تطوالا سجل العبر

٣- فأمسيت تذكر فى الغابرين# وان قلٌ مثلك فيمن غبر

٤- إذا ذكرت سير النابهين# فسيرة صبرى تجب السير

٥- لقد كنت براً بظل الشباب# فلما تقلّص كنت الأبر

٦- فلم تستيق نزوةً فى الصبا# ولم تستبح هفوةً فى الكبر

٧- شمائلك الغرهن الرياض# روى عن شذاها نسيرالسحر

٨- يزين تواضعه نفسه# كمازان حسن الملاح الخفر

স্বাবরী হার্ট স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন,সাবধানতা তাকে শেষ রক্ষা করতে পারেনি; তিনি গতায়ু ব্যক্তিদের দলভুক্ত হয়েছেন। তাকে মনীষীদের অন্যতম গণ্য করা হয়। যৌবনে তিনি অপরাধ থেকে দূরে থেকেছেন, যৌবনের পর অপরাধ থেকে আরো অধিক দূরে থাকবেন -এটাই স্বাভাবিক। বাল্যে তিনি কোন জৈবিক তাড়নার শিকার হননি এবংবার্ধক্যে স্খলনকে বৈধ মনে করেননি। তার উজ্জ্বল চারিত্রিক বৈশিষ্টাবলী ফুলবাগিচা সদৃশ, যার সুগন্ধি প্রভাত-সমীরণ চারিদিকে ছড়িয়ে দেয়। লজ্জাশীলতা যদ্রূপ চেহারার লাবন্য বৃদ্ধিকরে, তেমনি তার বিনয়ভাব তার ব্যক্তিত্বকে সৌন্দর্য মন্ডিত করেছে।

رثاء تولستوى

টলস্টয় (১৮২৮-১৯১০) প্রখ্যাত রুশ দার্শনিক ছিলেন। ন্যায়পরায়নতা, পারস্পরিক সম্প্রীতির দ্বারা সমাজ সংস্কারে ব্রতী ছিলেন। নিজের কৃষিযোগ্য ভূমি কৃষকদের মধ্যে বন্টন করে দেন। কেউ কেউ তাকে 'নাস্তিক' বলে, আবার কেউ 'খৃষ্টান' বলে। হাফিযের মতে - টলষ্টয়ের জীবন ছিল পূণ্য ও তাকওয়ায় পরিপূর্ণ; দীন একমাত্র আল্লাহর জন্য।সমাজে মঙ্গল ও অমঙ্গলের অস্তিত্ব অপরিহার্য; এদু'য়ের অস্তিত্ব না থাকলে আল্লাহর সর্বশক্তিমান গুণের প্রমাণ থাকতো নাএবং জনসাধারণকে সৎপথ প্রদর্শনের জন্য নবী রাসূলের আগমন হতোনা। কোন শাসক কিংবা সমাজ সংস্কারক বা আহবানকারীর প্রয়োজন থাকতোনা সমাজে।

Dhaka University Institutional Repository

কবি হাফিয বলেন:- ১১৮

١- فقد كنت عونا للضعيف وانني# ضعيف وما فى الحياة نصير
٢- دعوت الى عيسى فضجت كنائس# وهُز لهاعرش وماد سرير
٣- وقال أناس انه قول ملحد# وقال أناس انه لبشير
٤- ولكن حماك العلم والرأى والحجا# ومال اذا جدَّ النزال وفير
٥- وأيقنت أن الدين لله وحده# وأن قبور الزاهدين قصور
٦- قضيت حياة ملؤها البر والتقى# فأنت بأجر المتقين جدير
٧- وسموك فيهم فيلسوفا وأمسكوا# وما أنت الا محسن ومجير
٨- حياة الورى حرب وأنت تريدها# سلاماً وأسباب الكفاح كثير
٩- ولولا امتزاج الشر بالخيرلم يقم #دليل على أن الاله قدير
١٠- ولم يبعث الله النبيين للهدى# ولم يتطلع للسرير أمير
١١- ولو كان فينا الخير محضالمادعا# الى الله داع أ وتبلج نور

رثاء الملكة فكتوريا ইংল্যান্ডের মহারাণী ভিক্টোরিয়ার (১৮১৯- ১৯০১) মৃত্যুতে কবি হাফিয রচনা করেন :- ১১৯

أُعَزِّى القوم لوسمعوا عزائى # وأعلن فى مليكتهم رثائى
وأدعو الانجليز الى الرضاء # بحكم الله جبار السماء
فكل العالمين الى فناء

মহারাণীর মৃত্যুতে হাফিজ তাঁর জাতিকে শোনাবার জন্য মর্সিয়া গাইলেন, যাতে তারা পরাক্রমশালী আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের পথে অগ্রসর হয় ।সমগ্র বিশ্বজগৎ ধবংসশীল ।

(৬) الوصفيات/ বর্ণনাত্মক কবিতা

'বর্ণনাত্মক কবিতা' গীতিকাব্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ জাতীয় কবিতায় হাফিয বিশেষ দক্ষতা প্রদর্শন করতে পারেননি। প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর প্রতি আকর্ষণ কম থাকায় তার বর্ণনাত্মক কবিতা নিরস হয়েছে। সূর্যের বর্ণনা, মিসসিনার ভূমিকম্পের বর্ণনা, মাইত গাম্‌র শহরের অগ্নিকান্ডের বর্ণনা, রুশ-জাপান যুদ্ধের বর্ণনা, ইটালী ভ্রমণের বর্ণনা, স্পোর্টিং ক্লাবের বর্ণনা, ফোনোগ্রাফের বর্ণনা ইত্যাদি বিষয়ে তিনি কাব্য রচনা করেছেন। তবে 'মিস্‌সিনার ভূমিকম্প', 'মাইত্‌-গাম্‌র' এর অগ্নিকান্ড, 'ইটালীভ্রমণ' শীর্ষক কবিতাগুলো অত্যন্ত প্রাণবন্ত ও হৃদয়গ্রাহী হয়েছে।

وصف الشمس / সূর্যের বর্ণনায় ঃ

কবি হাফিয সূর্যকে সর্বশক্তিমান স্রষ্টার সৃষ্টি ও তাঁর কুদরতের নিদর্শন ও বহিঃপ্রকাশ বলে বর্ণনা করেছেন। অনেক মানুষ সুর্যের প্রচন্ড প্রখরতা ও বিশালত্বের প্রতি লক্ষ্য করে উহাকে আগুন, মাটি, পানি, বায়ুর মূল উৎস মনে করে, জীবন মৃত্যুর মূল নিয়ামক মনে করে সুর্যের উপাসনা করে; কিন্তু তারা অজ্ঞাতসারে ভুলে যায় যে,

Dhaka University Institutional Repository

সূর্য আল্লাহর অন্যতম সৃষ্টি, যথাসময়ে উহা বিলীন হয়ে যাবে। সূর্য নিজেকে গ্রহণ থেকে রক্ষা করতে পারেনা, তাই উহা উপাস্য হবার যোগ্য নয়। কবির ভাষায় :-[১২০]

لاح منها حاجب للناظرين# فنسوا بالليل وضّاح الجبين

ومحت أيتها أيته# وتبدّت فتنةً للعالمين

ونظر ابراهام فيها نظرة# فأرى الشك وماضل اليقين

قال : ذاربى، فلما أفلت # قال: انى لاأحب الآفلين

ودعا القوم الى خالقها# وأتى القوم بسلطان مبين

رب إن الناس ضلوا وغووا # ورأوا فى الشمس رأى الخاسرين

خشعت أبصارهم لما بدت# والى إلاذ قان خروا ساجدين

نظروا أياتها مبصرة # فعصوا فيها كلام المرسلين

هى أم الأرض فى نسبتها # هى أم الكون والكون جنين

هى أم النار والنور معا # هى أم الريح والماء المعين

هى طلع الروض نورا وجنى # هى نشر الورد وطيب الياسمين

هى موت وحياة للورى # وضلال وهدى للغابرين

صدقوا لكنهم ماعلموا # أنها خلق سبيلى بالسنين

أإله لم ينزه ذاته # عن كسوف ، بئس زعم الجاهلين

إنما الشمس وما فى أيها # من معان لمعت للعارفين

حكمة بالغة قد مثلت # قدرة الله لقوم عاقلين

সূর্যের প্রচন্ডতা ও প্রখরতার প্রতি লক্ষ করে নবী ইব্রাহীম (আঃ) এর বিভ্রান্ত হবার ঘটনা উল্লেখ করেছেন। এরূপে যুগে যুগে মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে নবী রাসূলদের আদেশ লঙ্ঘন করে আল্লাহর সাথে সূর্যেরপূজা করে শিরকে লিপ্ত হয়। সূর্য সত্যান্বেষীদের জন্য, প্রজ্ঞাবানদের জন্য উজ্জ্বল নিদর্শন।

وصف زلزال مسينا / মিসসিনার ভূমিকম্পের বর্ণনা

'মিসসিনা' দক্ষিণ ইটালীর একটি শহর, সিসিলি উপদ্বীপের উত্তর পূর্বে অবস্থিত। ১৯০৮ সনে ঐ শহরে ভূমিকম্প সাধিত হয়। زلزال ভূমিকম্পন দ্বারা সৃষ্টিকর্তা মাঝে মাঝে সৃষ্টজীবকে তার অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন করে বিভ্রান্ত মানবজাতিকে সতর্ক করেদেন। ভূমিকম্পের ব্যাপক ধবংসযজ্ঞ জান-মাল হানির ব্যাপকতা ইত্যাদি উল্লেখ করে হাফিয কবিতা রচনা করেন। কবি বলেন :-[১২১]

Dhaka University Institutional Repository

غضب الله أم تمردت الأرض # فأنحت على بنى الانسان

ليس هذا ولا ذاك # ولكن طبيعة الأكوان

غليان فى الأرض نفس عنه # ثوران فى البحر والبركان

رب ، أين المفر والبحر والبر # على الكيد للورى عاملان

كنت أخشى البحار والموت فيها # راصد غفلة من الربان

سائح تحتنا مطل علينا # حائم حولنا ، مناء مدانى

فإذا الأرض والبحار سواء # فى خلاق كلاهما غادران

خسفت ، ثم اغرقت ثم بادت # قضى الأمر كله فى ثوان

بغت الأرض والجبال عليها # وطغى البحر أيما طغيان

رب طفل قد ساح فى باطن الأ # رض ينادى : أمى ، أبى أدركانى

وفتاة هيفاء تشوى على الجمر # تعانى من حره ما تعانى

وأب ذاهل ، الى النار يمشى # مستميتا تمتد منه اليدان

باحثا عن بناته وبنيه # مسرع الخطو مستطير الجنان

কবি বলেন- 'ভূমিকম্প' কি আল্লাহর অসন্তুষ্টির পরিণাম না মানব জাতির বিরুদ্ধে পৃথিবীর বিদ্রোহ? এসব কিছুই নয় বরং প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়ম; বরং ভূগর্ভস্থ উচ্ছাসকে সমুদ্র ও অগ্নিগিরি নিঃশ্বাস ফেলছে। জল ও স্থল সর্বত্র মানব জাতির সাথে প্রবঞ্চনা করছে, তাই পালানোর কোন স্থান নেই।

জলে স্থলে- অন্তরীক্ষে সর্বত্রই মৃত্যুর পদচারনা রয়েছে। জল ও স্থল দুটোরই স্বভাব হচ্ছে- প্রতারণা। 'মিসসিনা' শহর ধ্বসে ভূগর্ভে প্রবেশ করে সম্পূর্ন বিধবস্ত হয়ে গেছে- এসবকিছু মুহুর্তের মধ্যেই সংঘটিত হয়েছে। ভূখন্ড, পর্বতরাজি ও সমুদ্র নিপীড়ন মূলক সীমালঙ্ঘন করেছে। ভূমিধ্বসের ফলে বহুসংখ্যক শিশু ভূ-অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হয়ে চিৎকার করছিল- "আববা, আম্মা! আমায় বাঁচাও।" অনেক সুঠামদেহী যুবতী অঙ্গারে ভস্মীভূত হয়ে দূর্ভোগ পোহাচ্ছিল, বহু বিপন্ন পিতা শোকে আর্তনাদ করে দু'হাত তুলে মৃত্যু কামনা করে নিখোজ সন্তানদের খোঁজে দ্রুতপায়ে বের হয়েছিল।

আল্-কোরআনে সূরা ঝিলঝাল (زلزال) এ মহাপ্রলয়ের পূর্বাভাস স্বরুপ زلزالকে আখ্যায়িত করা হয়েছে। ভূমিকম্পনের ফলে মানব, জীবজন্তু,পশুপাখী, গাছপালা, ঘরবাড়ী ধ্বংস হয়। বহু জনপদ ও মানব সভ্যতা চিরদিনের জন্য ধূলিস্যাৎ ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। ভূগর্ভস্থ আগ্নেয়গিরির লাভা নির্গত হয়,ভূমি ধ্বসের সৃষ্টি হয়। يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها ভূমিকম্পন আল্লাহর নির্দেশেই সংঘটিত হয়। বিপন্নদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসা সামর্থবান মানব সমাজের কর্তব্য।

Dhaka University Institutional Repository

وصف الرحلة إلى ايطاليا / ইটালী ভ্রমণের বর্ণনা

১৯২৩ খৃ. 'ইটালী ভ্রমণ' কবিতায় কবি হাফিয উত্তাল তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের এবং জাহাজের বর্ণনা, ভীত সন্ত্রস্থ যাত্রীদের বর্ণনা, ইটালীর দর্শনীয় স্থান ও কীর্তি সমূহের প্রাকৃতিক পরিবেশ ইত্যাদির বর্ণনা অতিসুন্দর ভাবে দিয়েছেন:-[১২২] কবি বলেন:-[১২৩]

عاصف يرتمى والبحر يغير # وأنا بالله منهما مستجير

كأن الأمواج ، وهى توالى # محنقات ، أشجانُ نفس تثور

أزبدت ، ثم جرجرت ، ثم ثارت # ثم فارت كما تفور القدور

ثم أوفت مثل الجبال على الفلـ # ـك وللفلك عزمة لا تخور

فى وصف السفينة فى مهب الرياح :

تترامى بجؤجؤ لا يبالى # أمياه تحوطه أم صخور

أزعج البحر جانبيها من الشـ # ـد فجنب يعلو وجنب يغور

وصف جزع المسافرين :

وعليها نفوسنا خائرات # جازعات كادت شعاعا تطير

فى ثنايا الأمواج الزبد المنـ # ـدوف لاحت أكفاننا والقبور

ثم طافت عناية الله بالفلـ # ـك فزالت عمن تقل السرور

أمر البحر فاستكان وأمسى # منه ذاك العباب وهو حصير

أيها البحر لا يغرنك حول # واتساع وأنت خلق كبير

وإنما أنت ذرة قدحوتها # ذرة فى فضاء ربى تدور

إنما أنت قطرة فى اناء # ليس يدرى مداه إلا القدير

وصف مشاهد ايطاليا ومآثرها :

فيك يا مهبط الجمال فنون # ليس فيها عن الكمال قصور

ودمى جمع المحاسن فيها # صنع الكف عبقرى شهير

فهى تبدو من الملائك يكـ # ـسوها جمال على حفافيه نور

أرضهم جنة وحور وولدا # ن كما تشتهى وملك كبير

تحتها - والعياذ بالله - نار # وعذاب ومنكر ونكير

Dhaka University Institutional Repository

কবি বলছেন- ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ তরঙ্গায়িত সমুদ্রে যাত্রীরা আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছিল। বিক্ষুব্ধ তরঙ্গের অবিরাম আঘাত যেন ব্যথাতুর প্রাণের ক্ষোভ। ফেনিলযুক্ত ঢেউ সশব্দে গর্জনকরে আঘাত হানছিল। উত্তপ্ত হাড়ির ন্যায় টগবগ করছিল। পাহাড় সদৃশ উঁচু ঢেউ জাহাজের গায়ে আঘাত হানছিল, কিন্তু জাহাজ অটুট সংকল্পের সাথে বক্ষদেশে ঢেউকে প্রতিহত করে। জল তরঙ্গ বা পাথর কিছুই তোয়াক্কা করেনি। প্রচন্ড আঘাতে সমুদ্র জাহাজের দুপাশকে আক্রান্ত করে তুলে, জাহাজের একপাশ একবার উপরে উঠছিল, অন্যপাশ ডুবছিল। ভীতসন্ত্রস্ত, হৃতমনোবল যাত্রীদের প্রাণবায়ু বের হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছিল। বিশাল তরঙ্গ ও ফেনার মধ্যে যাত্রীদের চোখের সামনে কাফন ও কবরের দৃশ্য ভেসে উঠছিল। অবশেষে আল্লাহর মেহেরবানী যাত্রীদেরকে শোচনীয় পরিণতি থেকে রক্ষা করে। আল্লাহর আদেশে সমুদ্র স্থির ও শান্ত হয়, উহার ঢেউ সমতল হয়ে পড়ে। সাগরের বিশালত্ব ও শক্তিধর সৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও অহংকারী ও গর্বিত না হবার আহবান জানান, কারণ- আল্লাহর সুবিশাল সাম্রাজ্যে সমুদ্র একটি অণুকণা মাত্র। ইটালীর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অপরূপ ও অনুপম। দক্ষশিল্পীর হাত উহাকে সুসজ্জিত মূর্তির ন্যায় বানিয়েছে। ফেরেশতাগণ উহাকে অপরূপ সাজে সজ্জিত করেছেন। ঐ দেশ স্বর্গতুল্য যেথায় হুরপরী গেলেমান পরিপূর্ণ। উহার ভূ-গর্ভে আগুন, শাস্তি, ভয়ভীতি বিহবলতায় পরিপূর্ণ।

خنجر مكبث শীর্ষক কবিতাটি কবি হাফিয ইংরেজ কবি 'শেক্সপিয়ার এর ম্যাকবেথ' কবিতার আরবী কাব্যানুবাদ করেন। ম্যাকবেথ তার চাচাত ভাই রাজা ডানকানকে তরবারী দ্বারা হত্যা করে সিংহাসন দখলের পরিকল্পনা করে। তখন ম্যাকবেথ হাতে ছুরি নিয়ে ইতস্তত: করছিল, অত:পর দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ হয়ে স্বীয় উদ্দেশ্য সাধন করে। কবি হাফিয ঘটনাটি সুন্দরভাবে চিত্রিত করেছেন উক্ত কবিতায়:- [১২৪]

١- كأنى أرى فى الليل نصلا مجرداً# يطير بكلتا صفحتيه شرارُ
٢- تقلبه للعين كف خفيةٌ # ففيه خفوق تارةً وقرار
٣- سأقتل صيفى وابن عمى ومالكى# ولو أن عقبى القاتلين خسارُ
٤- وأرضى هوى نفسى وأن صح قولهم # هوى النفس ذل ، والخيانة عار
٥- على الفتك يا د نكان صحت عزيمتى# وان لم يكن بينى وبينك ثار
٦- فان يك حب التاج أعمى بصيرتى # فمالى على هذا القضاء خيار
٧- أعرنى فؤادا منك يادهرقاسيا# لوأن القلوب القاسيات تعار
٨- وياحلم قاطعنى ويارشدُ لاتثبْ# وياشر مالى من يديك فرار
٩- وياليل أنزلنى بجوفك منزلا# يضل به سربُ القطا ويحارُ
١٠- ياقدمِى سيرى حذاراً وخافتى # من المشى لوينجى الآثيم حذارُ

ম্যাকবেথ গভীর রাতে রাজমুকুট লাভের অন্ধমোহে রাজা ডানকানকে হত্যার জন্য তরবারী হাতে ইতস্তত:

Dhaka University Institutional Repository

করছিল। তখন সে তার হৃদয়কে কঠোর ও নিষ্ঠুর করে, বিবেক বুদ্ধিকে বিতাড়িত করে, ধৈর্য স্থৈর্যকে পরিহার করে অতিসাবধানে রাতের অন্ধকারে তার চাচাত ভাই ভানকানকে হত্যা করে।

الحاكى টেলিফোন সম্পর্কিত কবিতায় বার্তাবাহকের মাধ্যমে মিথ্যা প্রোপাগান্ডা করা সহজ; কিন্তু টেলিফোন একটি মূক স্থবির মাধ্যম হলে ও উহা বার্তাপ্রেরণের উত্তম মাধ্যম । কবি বলেন:-[১২৫]

وجدوا السبيل الى التقاطع بيننا # والسمع يملكه الكذوب الحاذق

لاتجعلى الواشين رُسلكِ فى الهوى# فلأصدق الرسل الجمادُالناطق

وصف الكساء 'চাদর' সম্পর্কে তাৎক্ষণিক আবৃত্ত এক কবিতায় চাদরের বর্ণনা দিয়েছেন:-[১২৬]

لى كساء أنعم به من كساء # إنا فيه أتيه مثل الكسائى

حاكه العز من خيوط المعالى # وسقاه النعيم ماء الصفاء

وخاطه ربه بابرة يمن # أوجروا سمها خيوط الهناء

ألف الناس -حيث كنت -مكانى # ألفة المعدمين شمس الشتاء

ياردائى وانت خير رداء # أرتجية لزينة وازدهاء

لأحالت لك الحوادث لونا # وتعدّتك ناسجات الجوّاء

صحبتنى قبل اصطحابك دهرا # بذلة فى تلون الحرباء

ياردائى جعلتنى عند قومى # فوق ما أشتهي وفوق الرجاء

قيمة المرء عندهم بين ثوب # باهر لونه وبين حذاء

قعد الفضل بى ، وقمت بعزى # بين صحبى ،جزيت خير الجزاء

কবির পরিধেয় চাদরটি উৎকৃষ্ট মানের সুতায় তৈরী, অতি সুন্দর ও চমৎকার। সম্বলহীন ব্যক্তিগণ শীতের সকালে যদ্রূপ সূর্যের আলোকে প্রিয় মনেকরে, কবির পরিধেয় চাদরটির প্রতি তদ্রূপ লোকজন আকর্ষণ অনুভব করে। ইতিপূর্বে কবির পরিধেয় একটি সাধারণ বস্ত্র ছিল। কিন্ত এ চাদরটির দরুন কবি অপ্রত্যাশিত সম্মান পেয়েছেন। মানুষের মর্যাদা বেশভূষা, জুতা মোজায়। চাদরের দরুন কবি বন্ধু বান্ধবের মধ্যে সন্মান ও মর্যাদা লাভ করেছেন, তার অন্যকোন বিশেষ মহৎ গুনের জন্য নয়; অতএব চাদরটি কল্যাণময় হোক।

الشعر 'কবিতায় কাব্য' সম্পর্কে কবি হাফিয তার ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গী ব্যক্তকরেছেন। কবি বলেন :-[১২৭]

١-ضعت بين النهى وبين الخيال #يا حكيم النفوس يا بن المعالى

٢- ضعت فى الشرق بين قوم هجود # لم يفيقوا او امة مكسال

٣- قد أذالوك بين أنس وكأس# وغرام بظبية أوغزال

٤- ونسيب ومدحة وهجاء # ورثاء وفتنة وضلال

٥- وحماس أراه فى غير شيئى# وصغار يجرذيل اختيال

Dhaka University Institutional Repository

٦- عشت ما بينهم مذاعامضاعا #وكذاكنت فى العصور الخوالى
٧- حملوك العناءَ من حب ليلى # وسليمى و وقفة الأطلال
٨- وبكاء على عزيز تولى# ورسوم راحت بهن الليالى
٩- آن ياشعر أن نفك قيوداً # قيدتنابها دعاة المحال

হাফিযের মতে কাব্যহচ্ছে-মানুষের চিকিৎসক; অভিজাতদের সন্তান; উহা অতীতে ছিল প্রজ্ঞা ও অনুভূতির সমন্বিত নির্যাস। অতীতে কবিতা ছিল প্রেম-প্রীতি- ভালোবাসা, প্রণয়, প্রশস্তি ও ব্যঙ্গ, শোক ও বিভ্রান্তি, শৌর্যবীর্য, বীরত্ব, সাহসিকতা এবং দাম্ভিকতা কেন্দ্রিক। প্রেয়সীদের স্মৃতিচারণ, তাদের বাস্তভিটায় কিছুক্ষণ অবস্থান, বিরহীদের জন্য বিলাপ, বিলীয়মান নিদর্শন চিহ্ন সমূহের বর্ণনা ইত্যাদির উল্লেখ থাকতো কবিতায়। বাতিলপন্থীদের এসব বন্ধন থেকে কাব্যকে মুক্ত করার সময় এসেছে।

تحية الشام শীর্ষক কবিতায় [১২৮] কবি হাফিয শাম (সিরিয়া) এর প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনা দিয়েছেন। উহা পৃথিবীতে স্বর্গতুল্য। এর উর্বর পরিবেশে কবিগণ কবি হাস্‌সানের ন্যায় কাব্যানুপ্রেরণা লাভ করেন। বসন্তকালে এই জনপদটি জান্নাতুল ফিরদাউস এর রূপ লাভ করে। ক্রুসেড বিজয়ী মুসলিম বীর সেনানী গাজী সালাহুদ্দীন আইউবীর সমাধি এই অঞ্চলে অবস্থিত। আধুনিক আরব-কবি খলীল মাত্বরানের মত প্রতিভাধর কবির জন্ম ও এখানে। উমাইয়া বংশীয় শাসকগণ এবং প্রাচীন গাস্‌সানী শাসকগণ ও এতদঞ্চলের উন্নতির জন্য চেষ্টা করেছেন। এখানে সকল ধর্মাবলম্বী সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিতে সহাবস্থান করছে।

কবি বলেন:-

أهل الشام ! سكنتم جنة فيحاء ليس بها # عيب سوى أنها فى العالم الفانى
لا عهد أن أخصبت فيها قرائحكم # فأعجزت وأعادت عهد حسان
من رام أن يشهد الفردوس ماثلة # فليغش أحياؤكم فى شهر نيسان
تاهت بقبر صلاح الدين تربتها # وتاه أحياؤها تيها بمطران
فتلك دنياهم فى الجو قد نزعت # أعنة الريح من دنيا سليمان
أبت أمية أن تفنى محامدها # على المدى وأبى أبناء غسان
لافرق بين بوذى يعيش به # ومسلم ويهودى ونصرانى
فعلموا كل حى عند مولده # عليك لله والأوطان دينان

الحرب العظمى (প্রথম বিশ্বযুদ্ধ) কবিতায় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংস লীলার বর্ণনা দিয়েছেন।

أياصوفيا কবিতায় কনস্টান্টিনোপলের বৃহত্তম মসজিদ সূফিয়ার বর্ণনা প্রদান করেছেন। উছমানীদের বিজয়ের পূর্বে উহা প্রাচ্যের প্রথম গীর্জা ছিল। উছমানীদের বিজয়ের পর উহাকে মসজিদে রূপান্তরিত করা হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর মিত্রবাহিনী কনস্টান্টিনোপল দখলের পর মসজিদটি তুর্কীদের দখল থেকে ছিনিয়ে নেয়। সেই প্রেক্ষিতে হাফিয ইবরাহীম أياصوفيا কবিতা রচনা করেন।

Dhaka University Institutional Repository

(৭) الاخوانيات / বন্ধুবান্ধব সম্পর্কিত কবিতা

বন্ধু-বান্ধব, সহকর্মী, ভাইবেরাদরের উদ্দেশ্যে নিবেদিত এ জাতীয় কবিতায় কবি হাফিয তার স্মৃতিচারণ, গভীর অনুরাগ, কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, কিংবা তিরস্কার কিংবা হাস্যরস কৌতুক করে কবিতা রচনা করেছেন। যেমন- গভীর ভালোবাসার অনুরাগ স্বরূপ সূদান থেকে প্রেরিত জনৈক বন্ধুর নিকট পত্রে :-[১২৯]

من واجد منفر المنام # طريد دهر جائر الأحكام

مشتت الشمل علي الدوام # ملازم للهم والسقام

اليكم يا نزهة الأنام # وفتية الإيناس والمدام

تحية كالورد فى الكمام # أزهى من الصحة فى الأجسام

يسوقها شوق اليكم نامى # تقصر عنه همة الأقلام

নিদ্রাহীন, ব্যথিত চিত্ত, যুগযন্ত্রনায় তাড়িত, বিধান লঙ্ঘনকারী, ঐক্য ছিন্নকারী, রোগাক্রান্ত, দুশ্চিন্তাগ্রস্থ বন্ধুর পক্ষ থেকে উষ্ণ গোলাপ শুভেচ্ছা, যা' সুস্বাস্থ্যের চাইতে ও উজ্জল; গভীর ভালোবাসায় পূর্ণ, যার বর্ণনা দিতে কলম অক্ষম।

শায়খ মুহাম্মদ আব্দুহুর উদ্দেশ্যে লিখেন:-[১৩০]

لقد بتُّ محسودا عليك لأننى # فتاك ، وهل غير المنعم يحسد

ولا تبلغ الحساد منى شماتة # ففعلك محمود وأنت محمد

কবি হাফিয ইমাম মুহাম্মদ আব্দুহুর সহানুভূতি কামনা করে বলেন-হাফিয যেহেতু ইমামের প্রিয়ভাজন শিষ্য, তাই অনেকের নিকট তিনি ঈর্ষার পাত্র হয়েছেন, ঐশ্বর্যবান ব্যক্তির প্রতি বিদ্বেষপোষণ করা হয়ে থাকে। ইমাম যেন ঈর্ষাপোষণ কারীদেরকে ঈর্ষার সুযোগ না দেন, ইমামের কার্যকলাপ প্রশংসনীয় এবং তিনি নিজেও প্রশংসিত (মুহাম্মদ)।

কবি আহমদ শওকী প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ সম্মেলনে অংশ গ্রহণোদ্দেশ্যে যাত্রার প্রাক্কালে কবি শওকীর উদ্দেশ্যে কবি হাফিয বলেন:-[১৩১]

ياشاعر الشرق اتئد # ماذا تحاول بعد ذاك

هذى النجوم نظمتها # دُرر القريض وما كفاك

ودعتك مصر رسولها # للغرب مذ عرفتْ علاك

فارحل وعد بود يعة الر # حمن أنت وصاحباك

কবি শওকীকে 'প্রাচ্যের কবি' রূপে আখ্যায়িত করে ধীর-স্থিরভাবে উদ্যোগ অব্যাহত রাখার আহবান জানিয়েছেন। শওকীর রচিত কাব্য মনিমুক্তা তুল্য। তাঁর মান-মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রেখেই মিশর তাঁকে পাশ্চাত্যে প্রতিনিধিরূপে পাঠিয়েছে। আল্লাহর আমানত বহন করে তিনি যেন যাত্রা করেন, অতঃপর ফিরে আসেন-এই কামনা করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

লেবাননের প্রখ্যাত কবি ও আইনবিদ 'দাউদ আমূন' এর উদ্দেশ্যে লিখিত হাফিযের কবিতা:-[১৩২]

أداؤد حسبك أن المعالى# تحسب دارك فى دارها

وأن ضمائر هذ الوجود # تبوح اليك باسرارها

وإن كنت فى مصر نعم النصير # إذاما أهابت بأنْعارها

হে দাউদ! উক্ত মর্যাদার অধিকারী আপনার বংশই আপনার জন্য যথেষ্ট। বিশ্বের অজ্ঞাত বিষয় আপনার নিকট জ্ঞাত। সিরিয়ায় দাউদকে জ্বলন্ত অঙ্গারতুল্য মনে করা হয়। মিস্বরে তিনি শ্রেষ্ঠ সাহায্যকারী বন্ধু।

ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন (شكر وامتنان)ঃ

হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে আয়োজিত বন্ধুদের সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে কবি শওকী, সেলিম সার্কিস, দাউদ বারাকাত, আল-আহরাম সম্পাদক প্রমুখের উপস্থিতিতে কবি হাফিয আয়োজকদের ধন্যবাদ জানান এই, বলে :-[১৩৩]

ملكتم على عنان الخطب # وجزتم بقدرى سماء الرتب

فمن أنا بين ملوك الكلام # ومن أنا بين كرام الحسب

أتسعى الى حماة القريض # وتمشى إلى سراة العرب

عملت لقومى جهد المقل # على انه عمل مقتضب

وهل أنا الا امرؤ شاعر # كثير الأمانى قليل النشب

يقول ويطرب أترابه # يقنع منهم بذاك الطرب

فلا السبق لى فى مجال النهى # ولالى يوم الفخار الغلب

ولا أنامن علية الكاتبين # ولا أنا با لشاعر المنتخب

شكرا لكل كريم سعى # الى وكل أديب خطب

هم شجعونى على أن أقول # وما كان لى بينهم مضطرب

هم ألهمونى فصيح الكلام # هم علمونى طريق النخب

কবি হাফিয বলেন- আয়োজকবৃন্দ হাফিযকে সম্বর্ধিত করে তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন এবং তাঁকে কৃতার্থ করেছেন। বাগ্মীদের এবং কুলীন ব্যক্তিদের মধ্যে তার কোন সমতুল্য নেই। কবি তার জাতির জন্য যা' কিছু করেছেন, তা' অসম্পুর্ণ। তিনি বিনয়ের সাথে বলছেন-তিনি একজন কবি বৈ কিছু নন, তার আকাঙ্খা অসীম, আর্থিক স্বচ্ছলতা অল্প, তিনি তার কাব্য দ্বারা বন্ধুদেরকে আনন্দদান করেন। জ্ঞান ও কৌলিন্যের প্রতিযোগিতায় কেউ তাকে পরাভূত করতে পারবেনা। তিনি উঁচুমানের লেখক বা কবি নন। উপস্থিত সকল মহতপ্রাণ ব্যক্তি এবং কবি-সাহিত্যিকদেরকে ধন্যবাদ, যারা তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছেন, তাকে বলার সুযোগদানে অনুগৃহীত করেছেন।

ইংল্যান্ডের এডিনবরা কলেজে অধ্যয়নরত জনৈক বন্ধু আহমদ বদর বেগ এর উদ্দেশ্যে লিখিত কবিতায় হাফিয বলেন:-[১৩৪]

Dhaka University Institutional Repository

١- ملكت على مذاهبى # وعصانى الطبع السليم

٢- جفا يراعى الصاحبان # فلا النثير ولا النظيم

٣- لا مصر تنصفنى ولا # أنا عن مودتها أريم

٤- واذا تحول بائس # عن ربعها فأنا المقيم

٥- فيها صحبتك واصطفيتك أيها الخل الحميم

٦- أنامن عرفت ومن خبر # ت ومن مودته تدوم

٧- ياليت شعرى كيف أنت وكيف حالك يازعيم

٨- أما أنا فكما أنا # أبلى كما يبلى الرديم

٩- لاخل بعد ك مؤنس # نفسى ولا قلب رحيم

কবির কথাবলার যাবতীয় পন্থা রুদ্ধ হয়েগেছে; গদ্য ও পদ্য উভয়ই তার প্রতি রুক্ষ আচরণ করছে। মিস্বর তার প্রতি ন্যায়ানুগ আচরণ করেনি, কোন দুর্দশাগ্রস্থ ব্যক্তি মিস্বর পরিত্যাগ করলেও কবি সেখানে বাস করবেন। মিস্বরেই তার বন্ধুর সাথে তার হৃদ্যতা ও ভালোবাসা; বন্ধু তাকে ভালোভাবেই যাচাই করেছে। তার বন্ধুত্ব দীর্ঘস্থায়ী হবে। কবি তার বন্ধুর অবস্থা জানার জন্য উদগ্রীব। তার নিজের অবস্থা পুরাতন কাপড়ের ন্যায় জীর্ণ হয়ে পড়েছে, কোন সহৃদয় বন্ধু তার প্রতি সহানুভূতি দেখায়নি।

কবি আহমদ শওকীর কন্যার বিয়ের অনুষ্ঠানে কবি হাফিয অসুস্থতা জনিত কারণে উপস্থিত হতে না পারায় হাফিয কবিতাকারে উজর পেশ করেন। কবি বলেন:-[১৩৫]

ويا سيدى وإمامى # ويا أديب الزمان

قدعاقنى سوء حظى # عن حفلة المهرجان

وكنت أول ساع # رحاب ابن هانى

ولكن مرضت لنحسى # فى يوم ذاك القران

حُرمتُ رؤية (شوقى) # ولثم تلك البنان

فاصفح فأنت خليق # بالصفح عن كل جانى

হে মান্যবর নেতা, যুগের সাহিত্যিক! দুর্ভাগ্যবশতঃ আনন্দ-অনুষ্ঠানে আমি উপস্থিত হতে পারিনি। নতুবা ইবনে হানী অর্থাৎ শওকীর দরবারে আমিই সর্ব প্রথম হাজির হতাম, কিন্তু দুর্ভাগ্য হেতু বিবাহ অনুষ্ঠানের দিন আমি অসুস্থ ছিলাম। ফলে শওকীর সাক্ষাত লাভ থেকে বঞ্চিত হলাম। তাই আমায় মার্জনা করবেন, আপনি অপরাধীদের মার্জনা করার যোগ্যতাধিকারী।

তিরস্কার ও ভর্ৎসনা (عتاب) করেও কবিতা লিখেছেন। যেমন মুহাম্মদ আল্-বাবেলী নামক জনৈক বন্ধুর উদ্দেশ্যে :-[১৩৬]

Dhaka University Institutional Repository

أخى والله قد ملئ الوطاب # وداخلنى بصحبتك ارتياب

رجوتك مرة وعتبت أخرى # فلا أجدى الرجاء ولا العتاب

نبذت مودتى فاهنأ ببعدى # فآخر عهدنا هذا الكتاب

বন্ধু! আমাদের অন্তরে সন্দেহ সংশয়, ভূল বুঝাবুঝি সৃষ্টি হয়েছে। আমি কখনো তোমার ভালবাসার আকাঙ্খা করি, আবার কখনো তিরস্কার করি; আশা এবং তিরস্কার কিছুই উপকারে আসেনি। আমার ভালোবাসা পরিত্যাগ করে আমা থেকে দুরে থাকাকে তুমি আনন্দকর মনে করছো; এ পত্রই আমাদের সর্বশেষ সংলাপ।

(৮) الشكوى / অভিযোগমূলক কবিতা

জীবনযন্ত্রনা, রোগব্যাধি, দারিদ্র্য, পিতৃহীনতা, নিঃসঙ্গ প্রবাসজীবন, চাকুরীচ্যুতির বিষাদ, কোন সুযোগ হাতছাড়া হবার অনুশোচনা ইত্যাকার বঞ্চনা ও দুর্ভাগ্যের জন্য কবি হাফিয অভিযোগ মূলক কবিতা লিখেছেন। কবি নিজের নিঃস্বতা, নিঃসঙ্গতা, বন্ধুবান্ধবের উদাসীনতার প্রেক্ষিতে লিখেন:-[১৩৭]

لم يبق شيئ من الدنيا بأيدينا # إلا بقية دمع فى مآقينا

كانت منازلنا فى العز شامخة # لاتشرق الشمس الا فى مغانينا

فلم نزل وصروف الدهر ترمقنا # شزرا وتخدعنا الدنيا وتلهينا

حتى غدونا ولا جاه ولا نسب # ولا صديق ولا خل يواسينا

দুনিয়ায় আমাদের কিছুই অবশিষ্ট নেই, শুধু চোখের অশ্রু ছাড়া। সর্বত্রই আমাদের মানমর্যাদাপূর্ণ অবস্থান ছিল, কিন্তু কালের দুর্বিপাক অব্যাহতভাবে আমাদেরকে নিঃস্ব, রিক্ত, বন্ধুবান্ধবহীন করে দিয়েছে।

হযরত আদমের (আ) প্রতি অভিযোগ করে বলেন :-[১৩৮]

سليل الطين كم نلنا شقاء # وكم خطت أناملنا ضريحا

وكم أزرت بنا الأيام حتى # فدت بالكبش اسحاق الذبيحا

ويانوحا جنيت على البرايا # ولم تمنحهم الود الصحيحا

علام حملتهم فى الفلك هلا # تركتهم فكنت لهم مريحا

فلو ساق القضاء إلى نفعا # لقام أخوه معترضا شحيحا

মাটির সন্তান আদম। তুমি তোমার সন্তানদেরকে দুর্ভাগা করে ছেড়ে গেছো, তাই আমরা স্বহস্তে কবর খুড়ছি। কালের দুর্বিপাক আমাদেরকে অনেক লাঞ্চিত করেছে; ভেড়ার বিনিময়ে ইসহাককে মুক্ত করেছে। হে নূহ (আ)! মহাপ্লাবনে বিশ্ববাসীকে ডুবিয়ে তাদের প্রতি তুমি জঘন্য অপরাধ করেছো। কিসের ভিত্তিতে তুমি তাদেরকে তোমার কিশ্তীতে উঠালে? তাদেরকে ধরাধামে শান্তিতে থাকতে দিলেনা ? ভাগ্য যদি আমার প্রতি

Dhaka University Institutional Repository

সুপ্রসন্ন হয়, তখন তাক্দীর ঈর্ষান্বিত হয়ে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। আল্কোরআনে ইস্মাঈলের (আঃ) বিনিময়ে জান্নাত হতে ভেড়া বা দুম্বা প্রেরণ করা হয়েছিল; ইসহাকের বিনিময়ে নয়।

النفس الحزينة (বিষন্ন আত্মা) শিরোনামে প্রখ্যাত ফরাসী লেখক রুশোর কবিতার আরবী কাব্যরূপ দিয়েছেন কবি হাফিয; এ থেকে চারটি পংক্তি নিম্নরূপ:-[১৩৯]

خلقت لى نفساً فأرصد تها # للحزن والبلوى وهذا الشقاء

فامنن بنفس لم يشبها الأسى# لعلها تعرف طعم الهناء

আমাকে দুঃখ-যন্ত্রণা, দূর্ভাগ্যজড়িত আত্মা দিয়ে সৃষ্টি করেছো; এর পরিবর্তে উৎকণ্ঠা মুক্ত আত্মা দান করো, যাতে আনন্দের স্বাদ ভোগকরা যায়।

سعى بلاجدوى (নিষ্ফল প্রচেষ্টা) শিরোনামে [১৪০] কবি হাফিয তার নিজের দুঃখকষ্টপূর্ণ জীবনের বেদনার কথা ব্যক্ত করেছেন; অব্যাহত প্রচেষ্টা ও সাধনা সত্ত্বে এর কোন পরিবর্তন না হওয়ায় নিরাশ হয়ে মৃত্যু কামনা করেছেন। ১৯০০ খৃ. রচিত উক্ত কবিতায় হাফিয বলেন :-

١- سعيت إلى أن كد ت أنتعل الد ما # وعدت وما أعقبت الا التندما

٢- لحى الله عهد القاسطين الذى به # تهدم من بنيانـنا ما تهدما

٣-إذا شئت أن تلقى السعادة بينهم # فلاتك مصريا ولاتك مسلما

٤- أضـزت بـه الأولى فـهام بـاختها # فان ساءت الأخرى فويلاه منهما

٥- فـهبّى رياح الموت نُكبا واطفنى# سراج حياتى قبل أن يتحطما

٦- فما عصمتنى من زمانى فضائلى# ولكن رأيت الموت للحر أعْصما

٧- فياقلب لا تجزع إذا عضك الأسى# فانك بعد اليوم لن تتألما

কবি বলেন - জীবন সংগ্রামে জীবিকা সংস্থানোদ্দেশ্যে পরিশ্রম করতে করতে পদযুগল রক্তাক্ত হয়ে পড়েছে। সাম্রাজ্যবাদী স্বৈরাচারীদেরকে আল্লাহ ধ্বংস করুন। সৌভাগ্য অর্জনের জন্য 'মিস্বরী' কিংবা 'মুসলিম' পরিচয় প্রদান ওদের নিকট মূল্যহীন। ইহজগতে দুর্ভাগ্য পরজগতের দুর্ভাগ্য টেনে আনে। কবি মৃত্যুর দুর্যোগপূর্ণ বায়ুপ্রবাহ কামনা করে তার জীবন প্রদীপ নির্বাপিত করে দিতে আহবান করেছেন। যুগযন্ত্রণার হাত থেকে বিভিন্ন মহত গুণাবলী তাকে রক্ষা করতে পারেনি, বরং কবির মতে মৃত্যুই একমাত্র নিরাপত্তাদাতা। দুঃখযাতনা বৃদ্ধিপেলে হায় হতাশ না করে ধৈর্যধারণ করার জন্য কবি তার অন্তরাত্মার প্রতি উপদেশ দিয়েছেন।

الاخفاق بعد الكد(পরিশ্রমের পর নৈরাশ্য/ব্যর্থতা)-[১৪১] শীর্ষক কবিতায় দুঃখকষ্টে পরিপূর্ণ জীবন-যন্ত্রনার কথা বর্ণনা করেছেন। স্বৈরাচারী শাসকদের স্বেচ্ছাচারের বিবরণ দিয়েছেন।

١- ماذا أصبتَ من الأسفار والنصب # وطيك العمر بين الوخد و الخبب

٢- نراك تطلب لاهونا ولاكثبا # ولانرى لك من مال ولا نشب

٣- لاتطعمانى أنياب الملام على # هذا العثار فانى مهبط العجب

Dhaka University Institutional Repository

٤- وددت لوطرحوا بى يوم جئتهم # فى مسبح الحوت أوفى مسرح العطب

٥- لعل مانى لاقى ما أكابده # فود تعجيلنا من عالم الشجب

٦- وقد غدوت وأمالى مطرحة #وفى امورى ما للضب فى الذنب

বহু শ্রান্তি-ক্লান্তি, পরিভ্রমণ ও জীবনসংগ্রামে কিছুই অর্জিত হয়নি। সহজলভ্য কোন ধন সম্পদ অর্জন করা যায়নি। এজন্য কবিকে কেউ যেন তিরস্কারে জর্জরিত না করে। কবি ব্যথিত চিত্তে কামনা করছেন - যদি জন্মলগ্নেই তাকে নদীতে নিক্ষেপ করা হতো, তবে জলের মাছ তাকে ভক্ষণ করে ফেলতো, কিংবা তাকে কোন ধ্বংস স্থলে নিক্ষেপ করলে তার অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যেতো। দার্শনিক 'মানী'র মতবাদ ছিল এ পৃথিবীতে বংশবিস্তার না করে যতশীঘ্র এ পৃথিবী পরিত্যাগ করা যায়, ততই মানবজাতির জন্য মঙ্গল। কবি হাফিয আত্ম-অনুশোচনা করে বলছেন যে, দার্শনিক 'মানী' ও হয়ত তার ন্যায় জীবন-যন্ত্রণা ভোগ করেছেন। কবির কামনা বাসনা ব্যর্থ হয়েছে এবং যাবতীয় পরিকল্পনা নিষ্ফল হয়েছে।

(৯) الأهاجى / ব্যঙ্গাত্মক কবিতা

কবি হাফিয ব্যক্তিগত ভাবে উন্নত নৈতিক চরিত্রের অধিকারী ছিলেন, অশ্লীলতা পছন্দ করতেন না, অন্য কারোর মানহানিকর কথা বা কাজ করতেন না। গুটি কয়েক ব্যতীত তিনি কোন ব্যঙ্গ কবিতা রচনা করেননি। যেমন- পত্র পত্রিকার মিথ্যাচার, কিংবা পরনিন্দাকারী ও সমালোচকদের সমালোচনায়, কুশ্রী চেহারাধারী পুস্তক বিক্রেতার নিন্দায়, এবং কোন কোন সূফীদের সমালোচনায় ব্যঙ্গ কবিতা লিখেছেন।

পত্রিকার মিথ্যাচারের সমালোচনায় হাফিয লিখেন :-[১৪২]

جرائد ما خط حرف بها # لغير تفريق وتضليل

يحلوبها الكذب لأربابها # كأنها أول ابريل

পত্রপত্রিকায় যাকিছু লিখা হয়, বিভেদসৃষ্টি কিংবা বিভ্রান্তি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে; উঁহাদের পৃষ্টপোষকদের নিকট মিথ্যাচার অত্যন্ত লোভণীয় মনে হয়। যেন 'এপ্রিলফুল' এর ন্যায় উহা পাঠকদের বিভ্রান্ত করে।

فى ملك ضعيف الراى দূর্বল চিত্তের অধিকারী রাজার সমালোচনায় :-[১৪৩]

لاتعجبوا فمليككم لعبت به # أيدى البطانة وهو فى تضليل

إنى أراه كأنه فى رقعة الشطـ # ـرنج أو فى قاعة التمثيل

বিস্মিত হয়োনা, তোমাদের রাজার ঘনিষ্ট সহচরগণ তাকে বিভ্রান্তিতে ফেলে ক্রীড়নকে পরিণত করেছে। আমার ধারণা- তিনি (রাজা) দাবা খেলায় ব্যস্ত কিংবা নাট্যমঞ্চে উপবিষ্ট।

(১০) الخمريات / মদ্য বিষয়ক কবিতা

কবি হাফিয উন্নত চরিত্রের অধিকারী হওয়ায় কখনও মদ্যপান করেননি, কিংবা মদ্যপানের উদ্দেশ্যে কখনও পান্থশালায়ও যাননি। তাই তাঁর দিওয়ানে চারটি মাত্র কবিতা ছাড়া এজাতীয় কোন কবিতা দেখা যায় না। উঁহাতে মদ, মদিরা পাত্র, মদ্যপানশালা এবং মদ্যপায়ীদের বর্ণনা দিয়েছেন। মদের বর্ণনায় কবি বলেন :-[১৪৪]

Dhaka University Institutional Repository

هـذا الظلام أثار كامن دائى # يا ساقى على بالصهباء

بالكأس أو الطاس أو باثنيهما # أو بالدنان فان فيه شفائى

مشمولة لولا التقى لعجبت من # تحريمها والذنب للقدماء

قربوا الصلاة وهم سكارى بعدما # نزل الكتاب بحكمه وجلاء

يا زوجة ابن المزن يا أخت الهنا # يا ضرة الأحزان فى الأحشاء

يا طب جالينوس فى أنواعه # مالى أراك كثيرة الأعداء

অন্ধকারের মদ কবির গোপন ব্যধিকে উস্‌কে দিয়েছে। কবি তাকে রক্তিমাভ মদ পরিবেশনের জন্য সাকীর প্রতি আহবান জানিয়েছেন । গ্লাসে কিংবা তশতরীতে কিংবা বড় মোটা পাত্রে, কারণ মদেই তার জন্য প্রশান্তি ও উদ্দীপক। খোদাভীতি না থাকলে উহা নিষিদ্ধ হবার কারণে বিস্মিত হই। অতীতের লোকদের অপরাধের দরুন উহা নিষিদ্ধ করা হয়েছে, আল্লার সুস্পষ্ট প্রজ্ঞাপূর্ণ বিধান অবতরনের পর তারা মাতাল (নেশাগ্রস্থ) অবস্থায় সালাতের নিকটবর্তী হয়ে আল্লার আদেশলঙ্ঘন করেছেন। ও হে বৃষ্টির স্ত্রী খর্জুররসের সহোদরা, দুশ্চিন্তার সতীন, জালিনুসের (১৩০-২০০ খৃ.) আবিকৃত ঔষধ। তোমার শত্রুর সংখ্যা এত অধিক কেন?

(১১) غزليات / প্রণয় মূলক কবিতা

কবি হাফিয কখনও কোন ছেলে বা মেয়ের প্রতি প্রেম নিবেদন করে কোন কবিতা লিখেননি। স্বদেশ প্রেম মূলক কবিতা ছাড়া তিনি جندى مليح এবং رسائل الشوق ইত্যাকার কবিতা রচনা করেছেন।

رسائل الشوقকবিতায় কবি বলেন :- [১৪৫]

سُوَرٌ عندى له مكتوبة # ودَّ لو يسرى بها الروح الأمين

اننى لا آمن الرسْل ولا # آمن الكتب على ما تحتوين

مستهين بالذى كابد ته # وهولا يدرى بماذايستهين

أنا فى هم ويأس وأسى# حاضرا للوعة موصول الأنين

'ভালোবাসার পত্র' শিরোনামের কবিতায় হাফিয বলেন- তার বন্ধুর উদ্দেশ্যে লিখিত কিছু পত্র রয়েছে, যদি তা জিবরাঈল ফেরেশতা বহন করে নিয়ে যেতেন। তিনি বার্তাবাহকদের সম্পর্কে কিংবা বিভিন্ন বার্তাসম্বলিত পত্র সম্পর্কে সন্দেহ মুক্ত নন। বিভিন্ন দুঃখ কষ্ট ভোগ করার দরুণ তার মানসিক অবস্থা এরূপ হয়েছে; তিনি সর্বদা দুশ্চিন্তা, নৈরাশ্য, দুঃখ-যাতনায় অস্থিরচিত্ত,বেদনা ভারাক্রান্ত, অবিরাম ক্রন্দন রত।

جندى مليح (সুন্দর সৈনিক) শীর্ষক কবিতায়[১৪৬] জনৈক সৈনিকের প্রতি তার ব্যক্তিগত অভিব্যক্তি ব্যক্ত করেছেন।

انا العاشق العانى وان كنت لاتدرى # أعيذك من وجد تغلغل فى صدرى

خليلى هذا الليل فى زيه أتى # فقم نلتمس للسُهد درعامن الصبر

Dhaka University Institutional Repository

خليلي هذا الليل قد طال عمره # وليس له غير الأحاديث والذكر

فهات لنا أذكى حديث وعيته # ألذ به إن الأحاديث كالخمر

কবি বলেন- আমি এক বন্দী প্রেমিক, যদিও তুমি তা জানো না ; আমার অন্তরের অন্তস্থল নিঃসৃত অনুভূতি দিয়ে তোমাকে নিরাপদে ছেড়ে যাচ্ছি। বন্ধু! রাতের বেলায় ধৈর্যের পরিধেয় দ্বারা নিদ্রাহীনতাকে সংবরণ করছি। সুদীর্ঘ দুঃখপূর্ণ রজনীর কিছু স্মৃতি কথা ছাড়া আর কিছুই বাকী নেই। তাই কিছু উদ্দীপনাময় স্মৃতি কথা দ্বারা মদিরার ন্যায় আমাকে নেশাগ্রস্ত ও উপভোগ্য করেন।

(১২) المعارض التاريخية / ঐতিহাসিক ঘটনাবলী কেন্দ্রিক কবিতা

ঐতিহাসিক ঘটনাবলীকে কেন্দ্র করে কবি হাফিয ইবরাহীম বেশ কিছু কবিতা রচনা করেছেন। তন্মধ্যে মুসলিম জাহানের দ্বিতীয় খলীফা হযরত 'উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) এর বর্ণাঢ্য জীবনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীকে কাব্যেরূপদান করেছেন। খলীফা 'উমরের জীবনের বিভিন্নদিক শিরোনাম ভিত্তিক প্রায় ১৮৬ পংক্তিতে 'উমর প্রশস্থি রচনা করেছেন।

হযরত 'উমরের ইসলাম গ্রহণ, প্রথম খলীফা আবু বকরের খিলাফতের বাইআ'ত (শপথ) গ্রহণ, আবু বকরের খিলাফতের বাইআ'ত না করায় হযরত আলীর (রা) প্রতি 'উমরের হুমকি, জিবিল্লা ইবনুল আইহামের সাথে 'উমরের কঠোর আচরণ, আবু সুফিয়ানের প্রতি কঠোরতা, পারশ্য সম্রাটের দূতের পর্যবেক্ষণ, 'উমরের ব্যক্তিত্ব, সংযম ও ধর্মপরায়নতা, শূরার ক্ষেত্রে 'উমরের অবদান, সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালিদের প্রতি 'উমরের আচরণ, মিস্বর বিজয়ী 'আমর বিন 'আস এবং স্বীয় পুত্র 'আব্দুল্লাহ বিন 'উমর এর সাথে 'উমরের ন্যায় ভিত্তিক কঠোর আচরণ, 'শিরক' বন্ধকরনে شجرة الرضوان এর মূলোৎপাটন, প্রজাবৎসল 'উমর ইত্যাদি গুণাবলী ছন্দাকারে সাহিত্যামোদীদের সামনে উপস্থাপন করেছেন।

এতদ্ব্যতীত مصر تتحدث عن نفسها শীর্ষক কবিতায় মিস্বরের প্রাচীন ইতিহাস ও ঐতিহ্য বর্ণনা করেছেন।

تحية الشام কবিতায় সিরিয়ার ইতিহাস, ঐতিহ্য ও পরিবেশ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

تحية العام الهجرى ঐতিহাসিক হিজরী বর্ষের-মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছেন।

الحرب العظمى কবিতায় বিশ্বযুদ্ধের ঐতিহাসিক ঘটনাবলী বিধৃত করেছেন। أيا صوفيا কবিতাটিও ঐতিহাসিক স্মৃতি জড়িত। অনুরূপ ভাবে حرب طرابلس কবিতাটিও ঐতিহাসিক স্বাক্ষর বহন করছে।

কবি মুহাম্মদ হাফিয ইবরাহীম হিজরী নববর্ষকে স্বাগত জানিয়ে تحية العام الهجرى শীর্ষক দু'টি কবিতা রচনা করেছেন। প্রথম কবিতাটি ১৯০৯ খৃ. এবং দ্বিতীয়টি ১৯১০ খৃষ্টাব্দে। ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত 'উমর (রা.) এর খিলাফত আমলে হিজরীবর্ষ গণনা শুরু হয়। রাসূলুল্লাহর মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই ঐতিহাসিক সন গণনা করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম কবিতায় কবি বলেন- উর্ধকাশে 'নতুনচাঁদ' এর আবির্ভাবে বিশ্ব মুসলিম আনন্দিত হয়। উহা তাদের জন্য সুসংবাদবাহক বিধায় তারা আন্তরিকভাবে উহাকে স্বাগত জানায়। হিজরী নববর্ষ মুসলমানদেরকে বিশ্বনবী মুহাম্মদের (সা.) পবিত্র মক্কা থেকে ইয়াছরিব গমনের স্মৃতি স্মরণ করিয়ে দেয়। এ হিজরতের ফলেই মদীনায় ইসলামী হুকুমতের গোড়া পত্তন হয়। ইসলাম ও সুদৃঢ় ও শক্তিশালী হয়ে আন্তর্জাতিক রূপধারণ করে। ঐদিন সর্বোত্তম দ্বীনের আহবায়ক মহানবী (সা.) নিবেদিত প্রাণ স্বাহাবাদের সমভিব্যহারে হিজরত করেছিলেন। জিবরাঈল (আ.) এর নেতৃত্বে ফেরেশতামন্ডলী নবীজীর অনুগামী ছিলেন। পবিত্র আল-কোরআন ছিল নবীজীর গাইড। বিগতবর্ষ কালপরিক্রমায় অতিক্রান্ত হয়েছে এবং নববর্ষ সমাগত। বিগতবর্ষ বিভিন্ন দোষক্রটিতে পরিপূর্ণ থাকলেও উহার অবদান নগণ্য নয়। এই হিজরীবর্ষে তুর্কী, ফার্সী, মিস্বরী প্রমুখ জাতি স্বাধিকার অর্জন করেছে। বিশ্বের প্রতিটি অঞ্চলেই নববর্ষের ছাপ ও অবদান দৃশ্যমান। তুর্কী জাতি ধৈর্য স্থৈর্য ও তিতীক্ষার দরুন সাফল্য অর্জন করতে পেরেছে। তুর্কী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের দুই সেনানায়ক 'নিয়াজী' এবং 'আন্ওয়ার' এর বীরত্ব কাহিনীতে পৃথিবী পরিপূর্ণ। এই হিজরীসন মুসলিম জাহানের বিভিন্ন ঘটনার সাক্ষী। ১৩২৬ হি. বাদশাহ 'আব্দুল হাফিযের আমলে মরক্কো উন্নতিলাভ করে। এই হিজরী নববর্ষের অবদান আফগান রাষ্ট্রেও বিদ্যমান। বৃটিশরাজ ৭ম এডওয়ার্ড (১৮৪১-১৯১০) এবং রাশিয়ার সম্রাট কায়সার (সিজার) আফগানিস্থানের উপর হামলা চালালে আফগানরা শক্তিধর প্রতিবেশীর আক্রমণ প্রতিহত করে। এই নববর্ষেই ভারতবর্ষে জ্ঞান বিজ্ঞানের রেনেসাঁ সাধিত হয়। 'জাভা' অঞ্চলেও প্রাণচাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

কবির অনুশোচনা সারা বিশ্বের মত আলজিরিয়া এবং তিউনিসিয়াবাসীর মনে ঔপনিবেশিক শৃঙ্খল মুক্তির অনুপ্রেরণা যদি জাগতো। মিস্বরে দীর্ঘদিন নবজাগরণের স্ফুরণ সুপ্ত ছিল ; দিন্‌শ্‌ওয়াইর হত্যাযজ্ঞের ফলে হিজরীবর্ষে মিস্বরবাসী আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের জন্য সোচ্চার হয়। কোন জাতি নিজস্ব মনোবল ও সংকল্পে অধিকার আদায়ের জন্য সোচ্চার হলে আল্লাহও তাদেরকে সাহায্য করেন, তখন কোন স্বৈরাচারী শক্তি তাদেরকে দাবিয়ে রাখতে পারেনা। সেজন্য প্রয়োজন-যোগ্য নেতৃত্ব, জ্ঞানী আহবানকারীর, যিনি সময়োপযোগী ভূমিকা পালনে তৎপর, দেশ ও জাতির কল্যাণে নিবেদিত প্রাণ। অথর্ব, অক্ষম নিরলস জাতির কক্ষনো উন্নতি হয় না। তুর্কীজাতি অধ্যবসায় বলে উন্নতি অগ্রগতি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে, কবির স্বদেশ মিস্বরবাসীরাও উন্নতি লাভে সফল হবে- কবি এই কামনা করে দেশবাসীকে অনুপ্রেরণা দান করেছেন। কবির ভাষায় :- [১৪৭]

أطل على الأكوان والخلقُ تَنْظُرُ # هِلالٌ راهُ المُسلِمُون فكبروا

تجلى لهم فى صورة زاد حسنها # على الدهر حسنا أنها تتكررُ

وبشرهم من وجهه وجبينه # وغرته والناظرين مبشر

وأذكرهم يوما أغر محجلا # به توج التاريخ والسعد مسفر

وهاجر فيه خير داع إلى الهدى# يحف به من قوة الله عسكر

يماشيه جبريل وتسعى وراءه # ملائكة ترعى خطاه وتخفر

بيسراه برهان من الله ساطع # هدى ، وبيمناه الكتاب المطهرُ

فكان على أبواب (مكة) ركبه # وفى (يثرب) أنواره تتفجر

Dhaka University Institutional Repository

مضى العام ميمون الشهور مباركا # تعدد آثار له وتسطر
مضى غير مذموم فإن يذكرواله # هنات فطبع الدهر يصفو ويكدر
وإن قيل أودى بالالوف أجابهم # مجيب : لقد أحيا الملايين فآنظروا
اذا قيس إحسان امرئ بإساءة # فأربى عليها فالإساءة تغفر
ففيه أفاق النائمون وقد أتت # عليهم كأهل الكهف في النوم أعصر
وفى عالم الإسلام فى كل بقعة # له أثر باق وذكر معطر
سلو(الترك) عما أدركوا فيه من منى # وما بدلوا فى المشرقين وغيروا
وإن لم يقم إلا (نيازى) و(أنور) # فقد ملأ الدنيا (نيازى) و(أنور)
تواصوا بصبر ثم سلّوا من الحجا # سيوفا و جدّوا جدّهم وتدبروا
فسادوا وشادوا للهلال منازلا # على هامها سعد الكواكب ينثر
تجلى بها(عبد الحميد) بوجهه # على شعبه والشاه خزيان ينظر
سلام على(عبد الحميد) وجيشه # وأمته ماقام فى الشرق منبر
سلوا (الفرس) عن ذكرى أياديه عندهم # فقد كان فيه (الفرس) عميا فأبصروا
جلا لهم وجه الحياة فشاقهم # فباتوا على أبوابها وتجمهروا
ينادون أن منى علينا بنظرة # وأحيى قلوبا أوشكت تتفطر
كلانا مشوق والسبيل ممهد # إلى الوصل لولا ذلك المتفشمر
أطل علينا لا تخافى فإننا # بسرك أوفى منه حولا وأقدر
سلام عليكم أمة (الفرس) إنكم# خليقون أن تحيوا كراما وتفخروا
ولا أقرئ (الشاه) السلام فإنه # يريق دماء المصلحين ويهدر
وفيه هوى (عبد العزيز) وعرشه # وأغنى عليه الدهر والأمْر مد بر
ولا عجب أن ثل عرش مملك # قوائمه عود و دف و مزهر
وقام بأمر المسلمين موفق # على عهده (مراكش) تتحضر
وفى دولة (الأفغان) كانت شهوره # وأيامه بالسعد واليمن تزهر
أقام بها والعود ريان أخضر # وفارقها والعود فينان مثمر
وعوذها بالله من شر طامع # إذا مارمى (إدورد) أو راش (قيصر)
وفيه نمت فى(الهند) للعلم نهضة # أرى تحتها سرا خفيا سيظهر
فتجرى الى العلياء والمجد شوطها # ويخصب فيها كل جدب وينضر

Dhaka University Institutional Repository

وفيه بدت فى أفق (جاوة)لمعة # أضاءت لأهليها السبيل فبكروا
فياليته أولى (الجزائر) منة # تفك لها تلك القيود و تكسر
وفى (تونس)الخضراء ياليته بنى # له أثرا فى لوحة الدهر يذ كر
وفيه سرت فى(مصر) روح جديدة # مباركة من غيرة تتسعر
خبت زمنا حتى توهمت أنها # تجافت عن الإيراءلولا (كرومر)
تصدى فأوراها وهـيهات أن يرى# سبيلا إلى إخمادها وهى تزفر
مضى زمن التنويم يانيل وانقضى # ففى(مصر) أيقاظ على(مصر) تسهر
وقد كان «مرفين» الدهاء مخدرا # فأصبح فى أعصابنا يتخدر
شعرنا بحاجات الحياة فإن ونت # عزائمنا عن نيلها كيف نعذر ؟
شعرنا واحسسنا وباتت نفوسنا # من العيش إلا فى ذرا العز تسخر
إذا اللّه أحيا أمة لن يردها # إلى الموت قهار ولا متجبر
رجال الغد المأمول إنا بحاجة # إلى قادة تبنى وشعب يعمر
رجال الغد المأمول إنا بحاجة # إلى عالم يدرى وعلم يقرّر
رجال الغد المأمول إنا بحاجة # إلى حكمة تملى وكف تحرر
رجال الغد المأمول إنابحجة # إليكم فسدوا النقص فينا وشمروا
رجال الغد المأمول لا تتركوا غدا# يمر مرور الأمس والعيش أغبر
رجال الغد المأمول إن بلادكم # تناشدكم باللّه أن تتذ كروا
عليكم حقوق للبلا د أجلّها # تعهّد روض العلم فالروض مقفر
قصارى منى أوطانكم أن ترى لكم # يدا تبتنى مجدا ورأسا يفكر
فكونوا رجالا عاملين أعزة # وصونوا حمى أطانكم و تحرروا
وياطالبى الد ستور لا تسكنوا ولا # تبيتوا على يأس ولا تتضجروا
أعدوا له صدر المكان فإننى # أراه على أبوابكم يتخطر
فلا تنطقوا إلاصوابا فإننى # أخاف عليكم أن يقال تهوّروا
فما ضاع حق لم ينم عنه أهله # ولا ناله فى العالمين مقصر
لقد ظفر الأتراك عدلا بسؤلهم # ونحن على الآثار لاشك نظفر
هم لهم العام القديم مقدر # ونحن لنا العام الجديد مقدر
ثقوا بالأ ميرالقائم اليوم إنه # بكم وبما ترجون أدرى وأخبر

Dhaka University Institutional Repository

فلا زال محروس الأريكة جالسا # على عرش (وادى النيل) ينهى ويأمر

عمرية حافظ এর আলোকে দ্বিতীয় খলীফা 'উমরের কতিপয় বৈশিষ্টের প্রতি আলোকপাত করছি। হযরত 'উমর (রাঃ) হিজরতের ৩৭ বছর পূর্বে মক্কায় জন্ম গ্রহণ করেন। রাসূলে করীমের নবুয়ত লাভের দু'বছর পর 'উমর ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণের পূর্বাবধি তিনি ইসলাম, রাসূল ও মুসলমানদের ঘোর শত্রু ছিলেন। কবি হাফিয 'উমরের ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে বলেন:-[১৪৮]

قد كنت أعدى أعاديها فصرت # بنعمة الله حصنا من أعاديها

خرجت تبغى أذاها فى محمدها # وللحنيفة جبار يواليها

سمعت سورة طه من مرتلها # فزلزلت نية قد كنت تنويها

ويوم أسلمت عز الحق وارتفعت # عن كاهل الدين أثقال يعانيها

হযরত 'উমর ইসলাম গ্রহণের পূর্বে সত্যধর্মের ভীষণতম শত্রু ছিলেন ; কিন্তু আল্লাহর অনুগ্রহে ইসলাম গ্রহণের ফলে ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে দুর্গ তুল্যহয়ে যান। সত্যদীনের নবী মুহাম্মদের নিপীড়নের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন; দীনের অভিভাবক পরাক্রমশালী আল্লাহ উহাকে হেফাযত করেন। সূরা ত্বা-হার তিলাওয়াত শুনে রাসূলকে নিপীড়ন করার বাসনা স্খলিত হয়ে যায়। 'উমর যেদিন ইসলাম গ্রহণ করেন, সেদিন সত্য সুদৃঢ় হয় এবং দীনের বোঝা হাল্কা হয়।

বাইয়াতে আবু বকর প্রসঙ্গে ঃ

মহানবীর (সা.) ইনতিকালের পর হযরত উমর (রা.) রাসূলের মৃত্যুকে সহজে মেনে নিতে পারেননি। হযরত আবু বকরের বুঝানোর ফলে 'উমরের সুবুদ্ধির উদয় হয়। রাসূলের দাফনের পর বনী সাঈ'দা গোত্রের আঙ্গিনায় (سقيفه) মুহাজির ও আনসারগণ সমবেত হন। তখন উমরের সক্রিয় উদ্যোগের দরুণ হযরত আবু বকরের খলীফা নির্বাচন প্রক্রিয়া সুসম্পন্ন হয়। এ প্রসঙ্গে কবি হাফিয বলেন :-[১৪৯]

بات النبى مسجى فى حظيرته # وأنت مستعر الأحشاء داميها

تصيح:من قال نفس المصطفى قبضت # علوت هامته بالسيف أبريها

أنساك حبك طه أنه بشر # يجرى عليه شئون الكون مجريها

موقف لك بعد المصطفى افترقت # فيه الصحابة لما غاب هاديها

بايعت فيه أبا بكر فبايعه # على الخلافة قاصيها ودانيها

وأطفئت فتنة لولاك لأستعرت # بين القبائل وانسابت أفاعيها

মহানবীর (সা.) মরদেহ সংরক্ষিত প্রকোষ্ঠে চাদর আবৃতাবস্থায় পড়ে রইল, তখন 'উমর উত্তেজিত হয়ে উচ্চস্বরে ঘোষনা করেন - যে ব্যক্তি বলবে, মুহাম্মদ মুস্তাফার প্রাণ কবজ করা হয়েছে, তরবারী দ্বারা তার

Dhaka University Institutional Repository

শিরশ্ছেদ করবেন। নবীর প্রতি গভীর ভালোবাসা হেতু 'উমর ভূলে যান যে, মুহাম্মদ একজন মানুষ। দুনিয়ার সকল মানুষের ন্যায় তিনি ও মরণশীল।' দিশারী নবীজীর ইনতেকালের পর, খলীফা নির্বাচনের ব্যপারে স্বাহাবাদের মধ্যে মতানৈক্য দেখাদিলে বনীসাঈদা গোত্রের সাকীফা বৈঠকে উমরের ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। তখন 'উমর আবুবকরের হাতে খিলাফতের বাই'আত করলে নিকট ও দূরের সকলেই বাই'আত করেন। ফলে মুসলমানদের মধ্যে অনৈক্যের বিশৃঙ্খলা প্রশমিত হয়। জাতীয় ঐ দুর্যোগ মুহূর্তে উমরের মত দৃঢ় ব্যক্তিত্বের লোক না থাকলে অনৈক্য ও বিশৃখঙ্খলার অগ্নি প্রজ্জলিত হতো এবং উহার বিষ ছড়িয়ে পড়তো।

সিরিয়ার গবর্ণর মু'আবিয়ার পিতা আবু সুফিয়ান আমানতের খিয়ানত করার দায়ে আবু সুফিয়ানকে কারা দন্ড দিতে 'উমর (রাঃ) বিন্দুমাত্র পরোয়া করেননি। অথচ আবু সুফিয়ান জাহেলী যুগে জনবরেন্য নেতা ছিলেন, মক্কা বিজয়ের দিন তার গৃহকে কাবাগৃহের ন্যায় নিরাপত্তাস্থল ঘোষণা করেছিলেন রাসূলুল্লাহ । রাসূলের শ্বশুর ছিলেন। এতসব মর্যাদার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও আবু সুফিয়ানকে শাস্তি দিতে 'উমর মোটেই কুণ্ঠিত হননি। কবি হাফিযের ভায়ায় :-[১৫০]

وما أقلت أبا سفيان حين طوى # عنك الهدية معتزا بمهديها

لم يغن عنه وقد حاسبته حسب # ولا معاوية بالشام يحييها

قيدت منه جليلا شاب مفرقه # فى عزة ليس من عز يدانيها

فى فتح مكة كانت داره حرما # قد أمن الله بعد البيت غاشيها

كل ذلك لم يشفع لدى عمر # فى هفوة لأبى سفيان يأتيها

تالله لو فعل الخطاب فعلته # لما ترخص فيها أو يجازيها

আবু সুফইয়ান উপহারদাতা মুয়াবিয়ার গর্বে গর্বিত হয়ে যখন উপঢৌকনটি নিজের কাছে রেখে দিল, তখন উমর তাকে ক্ষমা করেননি। তার কঠোর হিসাব নিলেন, তখন তার বংশ মর্যাদা এবং শামের গবর্ণর মুয়বিয়া তাকেরক্ষা করতে পারেনি। মান মর্যাদার মধ্যে প্রতিপালিত ব্যক্তিকে উমর কারারুদ্ধ করেছেন, যার সমকক্ষ কেউ নেই। মক্কা বিজয়কালে যার গৃহ ছিল প্রবেশকারীর জন্য নিরাপত্তাস্থল। আবু সুফইয়ানের অপরাধে এসব কিছুই উমরের নিকট কাজে লাগেনি। আল্লাহর শপথ, উমরের পিতা খাত্তাব ও অপরাধ করলে তাকে শাস্তি না দিয়ে ছাড় দিতেন না।

عمر ورسول كسرى পারশ্য সম্রাট কিস্‌রার দৃষ্টিতে 'উমর :

পারস্য সম্রাটের দূত প্রতাপশালী খলীফা 'উমরের অবস্থা চাক্ষুস পর্যবেক্ষণের জন্য মদীনায় আগমন করে অনুসন্ধান করে মদীনার এক প্রান্তে এক বৃক্ষের ছায়াতলে প্রহরী বিহীন মৃত্তিকার উপরে 'উমরকে নিদ্রিতাবস্থায় দেখতে পেরে বিস্ময়াভিভূত হয়ে মন্তব্য করেছিল ঃ عدلت فأمنت فنمت ন্যায় পরায়নতার দরুণ উমর নির্ভীক হতে পেরেছিলেন। কবির ভাষায় :-[১৫১]

راع صاحب كسرى أن رأى عمرا # بين الرعية عطلا وهو راعيها

Dhaka University Institutional Repository

رآه مستغرقا فى نومه فرأى # فيه الجلالة فى أسمى معانيها

فوق الثرى تحت ظل الدوح مشتملا # ببردة كاد طول العهد يبليها

وقال قولة حق أصبحت مثلا # وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها

أمنت لما أقمت العدل بينهم # فنمت نوم قرير العين هانيها

কিসরা সম্রাটের দূত উমরকে (রাঃ) প্রজাদের অভিভাবক হওয়া সত্ত্বেও জাকজমক মুক্ত দেখে ভীত হল। বিশাল বৃক্ষের ছায়াতলে মৃত্তিকার উপরে জীর্ণ চাদর আবৃতাবস্থায় গভীর নিদ্রায় দেখতে পেল, তখন সে আন্তরিক সত্যকথা উচ্চারণ করলো, যা যুগযুগ পরম্পরায় প্রবাদে পরিণত হয়েছে, হে উমর! আপনি ন্যায় প্রতিষ্ঠা করেছেন বলেই নিরুদ্বিগ্ন সুখ-নিদ্রা যাচ্ছেন।

عمر والشورى শূরা ব্যবস্থা প্রবর্তনে উমর ঃ

উমর (রাঃ) যাবতীয় ব্যাপারে শূরা ব্যবস্থা অনুসরণ করতেন। তার মতে শূরা ব্যতীত কোন কাজে কল্যাণ নেই। তাঁর স্থলাভিষিক্ত খলীফা নির্বাচনের জন্য ছয় সদস্য বিশিষ্ট উপদেষ্টা পরিষদ নিযুক্ত করেন। কবি হাফিয এ বিষয়টি কাব্যরূপ দিয়েছেন এভাবে :-[১৫২]

يا رافعا راية الشورى وحارسها # جزاك ربك خيرا عن محبيها

درى عميد بنى الشورى بموضعها # فعاش ماعاش يبنيها ويعليها

وما استبد برأى فى حكومته # ان الحكومة تغرى مستبديها

হে পরামর্শ সভার পতাকা উত্তোলনকারী ও রক্ষক! গণতন্ত্র প্রেমীদের মাধ্যমে আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন। গণতন্ত্রের সন্তানদের নেতা উহার পাত্র বুঝতে পেরে আজীবন গণতন্ত্রের ভিত্তিকে মজবুত ও সমুন্নত রেখেছেন। তাঁর শাসনে কোন স্বেচ্ছাচারিতা নেই, সরকার স্বেচ্ছাচারকে উসকানী দেয়।

'উমর আহত হবার পর মিক্বদাদ বিন আসওয়াদকে বলেন-তার দাফনের পর 'আলী, 'উছমান, যুবাইর, সা'দ, ত্বালহা, 'আব্দুর রহমান বিন 'আউফকে ডেকে একত্রিত করতে এবং 'আব্দুল্লাহ বিন 'উমরকে হাজির থাকতে এবং মিকদাদকে পর্যবেক্ষণ করতে বলেন। পাঁচজন একমত হয়ে কিংবা চারজন একমত হয়ে একজনকে খলীফা নির্বাচন করলে কোন আপত্তি নেই। তিনজন একমত হলে 'আব্দুল্লাহ বিন 'উমর যে দলকে সমর্থন করবেন, তাদের মতামতই গ্রাহ্য হবে। আর যদি তারা ইবনে 'উমরের ফয়সালায় সন্তুষ্ট না হয়, তবে যে দলে 'আব্দুর রহমান বিন 'আউফ থাকবেন, সেই দলের মতই গ্রহণ যোগ্য হবে। এভাবে 'উমর (রা) শূরা ব্যবস্থার গোড়াপত্তন করেন।

عمر وخالد بن الوليد / খালিদ বিন ওয়ালিদের অপসারণে উমর:

প্রথম খলীফা হযরত আবু বকরের (রাঃ) খিলাফতের শেষদিকে খালিদের নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী সিরিয়া

Dhaka University Institutional Repository

জয়ের জন্য প্রেরিত হয়। দামেশ্ক অবরোধ কালে আবু বকরের ইন্তেকাল হয়। উমর খলীফা হয়ে খালিদকে সেনাপতির পদ থেকে অপসারণ করে তার স্থলে আবু 'উবায়দা বিন জাররাহকে সেনাপতি নিয়োগদান করে আদেশ পাঠান। আবু 'উবায়দা যুদ্ধ শেষ হওয়াবধি খালিদের পদচ্যুতির সংবাদ গোপন রাখেন। বিজয়ের পর খলীফার আদেশ শোনালে খালিদ হাসিমুখে খলীফার আদেশ মেনে নেন এবং সাধারণ সৈনিকরূপে যুদ্ধ করেন এবং আজীবন খলীফা উমরের অনুগত থাকেন। কবি হাফিয কাব্যিক ছন্দে :- [১৫৩]

ما واقع الروم إلا فر قارحها # ولا رمى الفرس إلا طاش راميها

أتاه أمر أبي حفص فقبله # كما يقبل آى الله تاليها

واستقبل العزل فى إبان سطوته # ومجده مستريح النفس هاديها

فخالد كان يدرى أن صاحبه # قد وجه النفس نحو الله توجيها

فقال : خفت افتنان المسلمين به # وفتنة النفس أعيت من يداويها

উপসংহারে কবি বলেন ঃ

هذى مناقبه فى عهد دولته # للشاهدين وللأعقاب أحكيها

لعل فى أمة الاسلام نابتة # تجلو لحاضرها مرآة ماضيها

حتى ترى بعض ماشادت أوائلها # من الصروح وما عاناه بانيها

وحسبها أن ترى ماكان من عمر # حتى ينبه منها عين غافيها

'উমরের শাসনামলে তাঁর এসব গুণাবলী বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য কবি বর্ণনা করছেন; হয়ত মুসলিমজাতির ভাবী প্রজন্ম বর্তমানের জন্য অতীতের আর্শিকে উজ্জল করবে। প্রাথমিক যুগের মনীষীরা ইসলামের প্রাসাদকে সুদৃঢ় করেছেন এবং উহার নির্মাতা কিরূপ দুঃখ কষ্ট সহ্য করেছেন, তার কিছু স্মৃতি যাতে ভবিষ্যত প্রজন্ম জানতে পারে। 'উমরের যাবতীয় কীর্তিদর্শন তাদের জন্য যথেষ্ট, যাতে নিদ্রিতের চোখ সচেতন হয়।

কবি মুহাম্মদ হাফিয ইবরাহীম উনবিংশ শতাব্দীর শেষ তৃতীয়াংশে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম তৃতীয়াংশে জীবন কাটিয়েছেন, তাই দুই শতাব্দীর বহু ঘটনা প্রবাহের প্রত্যক্ষদর্শীরূপে কবিতায় রূপদান করেছেন। এসময়কালের সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনাবলীর আলোচনা করেছেন স্বীয় কাব্যে। তিনি স্বদেশ ও স্বজাতিকে ভালবাসতেন, তাদের আশা আকাঙ্খা, অভাব অভিযোগ, হাসিকান্নাকে কবিতায় চিত্রিত করেছেন। তিনি নীলপাড়ে (মিস্বরে) জন্ম গ্রহণ, জীবন যাপন ও মৃত্যুবরণ করেছেন, মিস্বর ও মিস্বরবাসীকে কেন্দ্র করে কবিতা রচনা করেছেন। তাই তাকে যথার্থভাবেই شاعر النيل 'নীলের কবি' আখ্যায়িত করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ :

১. জুন্দী আব্দুল হামীদ, হাফিয ইবরাহীম শা-'ইরুন্নীল, পৃ. ৯৭।

২. মুক্কাদ্দিমা দিওয়ান হাফিয ইবরাহীম, পৃ. ২৫।

৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫; Prof. vatikiotis, Modern history of Modern Egypt. P.181

৪. মুক্কাদ্দিমা দিওয়ান হাফিয, পৃ. ১; জুন্দী আ. হামীদ, হাফিয ইবরাহীম, পৃ. ১১২; ড. ইয়াহইয়াশামী, হাফিয ইবরাহীম; হায়াতুহু ও শে'রুহু; পৃ. ২৬।

৫. ড. ইয়াহইয়া শামী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৭।

৬. দিওয়ান হাফিয ইবরাহীম, ২খ, পৃ. ১৭।

৭. পূর্বোক্ত; ২খ. পৃ. ৪৮ (২/৪৮)

৮. পূর্বোক্ত; ২/৬৩

৯. পূর্বোক্ত; ২/২৫

১০. পূর্বোক্ত; ২/৫৪-৫

১১. পূর্বোক্ত; ২/৮৯-৯১

১২. পূর্বোক্ত; ১খ. পৃ. ২৬৩

১৩. পূর্বোক্ত; ২খ. পৃ. ৫৮

১৪. পূর্বোক্ত; ২/৫৩

১৫. পূর্বোক্ত; ১/২৭৯

১৬. পূর্বোক্ত; ১/১১০

১৭. পূর্বোক্ত; ২/৫৬

১৮. পূর্বোক্ত; ১/২৬১; শওকী দ্বাইফ, দিরাসাত ফিস শে'র আল-'আরবী আল মু'আস্বির, দারুল মা'আরিফ, কায়রো, ১৯৬০, পৃ. ১২।

১৯. দিওয়ান হাফিয ইবরাহীম, পৃ. ২/২০

২০. পূর্বোক্ত; ২খ. পৃ. ৮৬

২১. পূর্বোক্ত; ২/১০-১২

২২. পূর্বোক্ত; ২/৭

২৩. পূর্বোক্ত; ২/৬৬

২৪. পূর্বোক্ত; ২/১০৮

২৫. পূর্বোক্ত; ২/২৫

২৬. পূর্বোক্ত; ২খ. পৃ. ২৬

২৭. পূর্বোক্ত; ২/৩১

২৮. পূর্বোক্ত; ২/১৭

২৯. পূর্বোক্ত; ২/৪৩

৩০. পূর্বোক্ত; ২/৪৮

৩১. পূর্বোক্ত; ২/৬২

৩২. পূর্বোক্ত; ২/৭৬

৩৩. পূর্বোক্ত; ২/৬

৩৪. পূর্বোক্ত; ২/৫

৩৫. পূর্বোক্ত; ২/১৪

৩৬. পূর্বোক্ত; ২/৮৩

৩৭. পূর্বোক্ত; ২/৮২

৩৮. পূর্বোক্ত; ২/৮৮

৩৯. পূর্বোক্ত; ২/৯৭

৪০. পূর্বোক্ত; ২/১০৫

৪১. ঐ , ১/১৫৯

৪২. ঐ , ১/৩১২

৪৩. ঐ , ১/২৬১

৪৪. ঐ , ১/২৭৯

৪৫. ঐ , ১/২৬৫

৪৬. ঐ , ১/২৭২

৪৭. ঐ , ১/২৭৮

৪৮. ঐ , ১/২৮৬

৪৯. ঐ , ১/৩১০

৫০. ঐ , ১/৩০৯

৫১. ঐ , ১/৩০২

৫২. পূর্বোক্ত , ১/৩০৬

৫৩. ঐ , ১/২৯৯

৫৪. ঐ , ১/২৫০

৫৫. ঐ , ১/২৫২

৫৬. পূর্বোক্ত; ১খ. পৃ. ২৬৮

৫৭. ঐ , ১/২৫৩

৫৮. ঐ , ১/২৯১

৫৯. ঐ , ১/৩১৮

৬০. ঐ , ১/৩১৬

৬১. ঐ , ১/১৪

৬২. ঐ , ১/২৮

৬৩. ঐ , ১/৩২

৬৪. ঐ , ১/৫০

৬৫. ঐ , ১/৬৭

৬৬. ঐ , ১/১০৭

৬৭. ঐ , ১/১৪৬

৬৮. ঐ , ১/১৬

৬৯. ঐ , ১/৪৪

৭০. ঐ , ১/৫৫

৭১. ঐ , ১/১৪১

৭২. ঐ , ১/৩৭

৭৩. ঐ , ১/৩-৪

৭৪. ঐ , ১/৪-৫

৭৫. ঐ , ১/৫

৭৬. ঐ , ১/২১

৭৭. ঐ , ১/২৩-৫

৭৮. ঐ , ১/২৬

Dhaka University Institutional Repository

৭৯. পূর্বোক্ত, ১/১১০-১

৮০. ঐ , ১/১০৯

৮১. ঐ , ১/১১৪ [তাঁর ভবিষ্যত উজ্জল করো ও গর্বিত হও]

৮২. ঐ , ১/১১৯

৮৩. ঐ , ১/১২২

৮৪. ঐ , ১/১২৮

৮৫. পূর্বোক্ত , ১/৫৮

৮৬. পূর্বোক্ত ; ১খ. পৃ. ৩৮

৮৭. ঐ , ১/৭২

৮৮. ঐ , ১/১৪৩

৮৯. ঐ , ১/১১৪

৯০. ঐ , ১/৫৮

৯১. ঐ , ১/১৩৩

৯২. ঐ , ১/১৩১

৯৩. ঐ , ১/১৫৩

৯৪. ঐ , ১/১৪৯

৯৫. ঐ , ১/১৪৮

৯৬. ঐ , ১/১৫০

৯৭. ঐ , ১/১৫৪

৯৮. ড.ইয়াহইয়া শামী, হাফিয ইবরাহীম: হায়াতুহু ও শে'রুহু, পৃ. ৬১।

৯৯. দিওয়ান হাফিয ইবরাহীম, ২খ. পৃ. ১৯০।

১০০. পূর্বোক্ত, ২/১৪৪

১০১. ঐ , ২/২০৩

১০২. ঐ , ২/১৫০

১০৩. ঐ , ২/১৫১

১০৪. ঐ , ২/১৬০

১০৫. ঐ , ২/২১৮

Dhaka University Institutional Repository

১০৬. পূর্বোক্ত, মুক্বাদ্দিমা, পৃ. ৩২।

১০৭. ঐ , ২/১৫৬

১০৮. ঐ , ২/১৩১

১০৯. ঐ , ২/১৩৫

১১০. ঐ , ২/১৬৭

১১১. ঐ , ২/১৭২

১১২. ঐ , ২/১৮১

১১৩. ঐ , ২/১৮৩

১১৪. পূর্বোক্ত, ২/১৩৮

১১৫. ঐ , ২/১৮৯

১১৬. পূর্বোক্ত; ২খ. পৃ. ১৩৯

১১৭. ঐ , ২/২০৮

১১৮. ঐ , ২/১৬৪

১১৯. ঐ , ২/১৩৬

১২০. ঐ , ১/২০৭

১২১. ঐ , ১/২১৫

১২২. জুন্দী আ. হামীদ, হাফিয ইবরাহীম শা'ইরুন্নীল, পৃ. ১২০।

১২৩. দিয়ান ১/২২৭ দিওয়ান

১২৪. ঐ , ১/২৩৪

১২৫. ঐ , ২/২০৭

১২৬. ঐ , ১/২০৫

১২৭. ঐ , ১/২৩৭

১২৮. ঐ , ১/১৩৩

১২৯. ঐ , ১/২৩৪

১৩০. ঐ , ১/১৯৫

১৩১. ঐ , ১/২০১

১৩২. ঐ , ১/১৬৮

Dhaka University Institutional Repository

১৩৩. পূর্বোক্ত, ১ খ. পৃ. ১৭৬

১৩৪. ঐ , ১/১৭২

১৩৫. ঐ , ১/১৮৪

১৩৬. ঐ , ১/১৬৬

১৩৭. ঐ , ২/১১৯

১৩৮. ঐ , ২/১১২

১৩৯. ঐ , ২/১১৪

১৪০. ঐ , ২/১১৪

১৪১. ঐ , ২/১১৬

১৪২. ঐ , ১/১৫৯

১৪৩. ঐ , ১/১৫৯

১৪৪. ঐ , ১/২৩৯

১৪৫. ঐ , ১/২৪৯

১৪৬. ঐ , ১/২৪৭

১৪৭. পূর্বোক্ত; ২খ. পৃ. ৩৭

১৪৮. ঐ , ১/৭৯

১৪৯. ঐ , ১/৮০

১৫০. ঐ , ১/৮৩

১৫১. ঐ , ১/৯০

১৫২. ঐ , ১/৯১

১৫৩. ঐ , ১/৮৪

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

কবিদ্বয়ের কাব্যে ইসলামী উপাদান

ক. নজরুল-কাব্যে ইসলামী উপাদান

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের সাহিত্যের এক বিরাট অংশে ইসলামী জীবনাদর্শ, ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি রূপায়িত হয়েছে। তাঁর ইসলামী জাগরণমূলক সাহিত্য সৃষ্টির প্রেক্ষাপটে রয়েছে অতীত থেকে তার সম-সাময়িককাল পর্যন্ত বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনাবলী। ভারতীয় উপমহাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন মুসলিমরাষ্ট্রে ঔপনিবেশিক শাসন ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হলে মুসলমানগণ সকল প্রকার সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও কর্তৃত্ব থেকে বঞ্চিত হয়ে ন্যুব্জ ও নিঃস্ব জাতিতে পরিণত হয়। এই মৃতপ্রায় মুসলিমসমাজকে সঞ্জীবিত করার জন্য, উদ্দীপ্ত করার জন্য কবি নজরুল অসংখ্য ইসলামী কবিতা, গান, গজল, প্রবন্ধ ইত্যাদি রচনা করেন। শাতিল আরব, কোরবানী, রণভেরী, খেয়াপারের তরণী, ফাতেহা-ই-দোয়াজদহম, মোহররম প্রভৃতি উদ্দীপনাসঞ্চারী, জাগরণী কবিতামালা তিনি রচনা করেন। এসব কবিতা ও গান ঐতিহ্য-বিস্মৃত বাঙ্গালী মুসলমানদের মনে নতুন প্রেরণার সঞ্চার করে। বিশ্বমানবতাকে জাগ্রতকরতে, নিজেদের অতীত ঐতিহ্য পুণরুদ্ধারে সক্রিয় হতে আহবান জানিয়েছেন কবি স্বীয় কাব্যে।

কবি নজরুলের ইসলামী কবিতা ও গানের ব্যাপক আওতা রয়েছে। ইসলাম সম্পর্কিত, ইসলাম কেন্দ্রিক, ইসলামী বিষয় ভিত্তিক কবিতা ও গান তাঁর অসংখ্য। এসব কবিতা ও গানে ঈমান, আক্বীদা ও ইসলামী মূল্যবোধ উপস্থাপিত করেছেন।

আমরা এখানে কবি নজরুলের বিষয়বস্তু ভিত্তিক ইসলামী কবিতা ও গানের উপস্থাপন ও পর্যালোচনা করবো :-

ইসলামের মূলমন্ত্র 'তাওহীদ' বা 'একত্ববাদ' এর জয়গান করেছেন 'এক আল্লাহ জিন্দাবাদ' কবিতায়। কুফরী ও নাস্তিক্যের কুফল এবং ইসলামী সাম্যের বিজয় ঘোষণা করেছেন। কবি বলেন :- [১]

উহারা প্রচার করুক হিংসা বিদ্বেষ নিন্দাবাদ,
আমরা বলিব সাম্য, শান্তি, এক আল্লাহ জিন্দাবাদ
(শেষ সওগাত)

মুসলমানদের নিকট জেহাদ ও শাহাদত পরম আরাধ্য ও গৌরবজনক। অবিশ্বাসীরা অপমানজনক দাসত্বের জীবনে সুখী। কবি বলেন :- [২]

উহারা চাহুক দাসের জীবন, আমরা শহীদী দর্জা চাই,

নিত্য মৃত্যুভীত ওরা, মোরা মৃত্যু কোথায় খোঁজে বেড়াই।
ওরা বলে হবে নাস্তিক সব মানুষ, করিবে হানাহানি,
আমরা বলি, হবে আস্তিক হবে আল্লাহ-মানুষে জানাজানি

(শেষ সাওগাত)

'আল্লাহ আমার প্রভূ'[৩] শীর্ষক কবিতায় কবি رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا. (صحيح مسلم، صلاة ١٣٠). হাদীসটির প্রতিফলন করেছেন :-

আল্লাহ আমার প্রভু, আমার নাহি নাহি ভয়,
আমার নবী মোহাম্মদ, যাহার তারিফ জগৎময়
আমার কিসের শঙ্কা
কোরআন আমার ডঙ্কা
ইসলাম আমার ধর্ম, মুসলিম আমার পরিচয়,
কলেমা আমার তাবিজ, তৌহীদ আমার মুর্শিদ,
ঈমান আমার বর্ম্ম, হেলাল আমার খুর্শিদ,
আল্লাহু আকবর ধ্বনি
আমার জেহাদ-বাণী
আরব, মেসের চীন হিন্দ মুসলিম জাহান মোরভাই
কেহ নয় উচ্চ, কেহ নয় নীচ, এখানে সমান সবাই।

(জুলফিকার)

এক আল্লায় বিশ্বাসী মুসলমান আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করেনা, বিশ্বনবী মোহাম্মদ (সা.) তার পথপ্রদর্শক ও নেতা ; আল-কোরআন তার বিধান ও রক্ষাকবচ; ইসলাম তার জীবনব্যবস্থা, কালেমায়ে শাহাদত তাঁর রক্ষাকবচ, ঈমান তার বর্মস্বরূপ, তাওহীদের বাণী তার দিশারী; আরব, মিস্বর, চীন, ভারত সমগ্র মুসলিমবিশ্ব মুসলমানের আবাসভূমি; সমস্ত মুসলমান ভাই ভাই। সবাই সমান; ইসলামী সাম্যের আলোকে ছোটবড়, আশরাফ আতরাফ সকলে এক সমান। إنما المؤمنون إخوة. (القرآن- ٤٩ :١٠)

'চিরনির্ভয়'[৪] কবিতায় কবি বলেন- আল্লাহর উপর নির্ভরশীল ব্যক্তির জন্য আল্লাহ সহায়; ومن يتوكل على الله فهو حسبه. (القرآن- ٦٥ : ٣)

আল্লা যাহার সহায় তাহার কোনো ভয় নাহি রয়
কোন বন্ধন বাঁধা নাই, তার কোনো অভিযান পথে,
যত বাঁধা আসে তার কোটীগুণ শক্তি উর্ধ হতে
আল্লার সেই বান্দার বুকে স্রোত সম নেমে আসে।

'ভয় করিও না, হে মানবাত্মা'[৫] শীর্ষক কবিতায়, কবি বলেন :-

এক আল্লায়ে ভয় করি মোরা কারেও করি না ভয়,
মোদের পথের দিশারী এক সে সর্বশক্তিময়।
ভয় নাহি, নাহি ভয়
মিথ্যা হইবে ক্ষয়
সত্য লভিবে জয়।

(শেষ সওগাত)

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ-বিশ্বাসী ব্যক্তি সর্বাবস্থায়, আল্লাহর উপর নির্ভর করে, এক আল্লাহ ব্যতিরেকে কোন কিছুকে সে পরোয়া করে না। সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী এবং অসত্য পরাভূত হবে---এই দৃঢ়বিশ্বাসে মুমিনব্যক্তি দৃঢ় ও অটল থাকে;
قل جاء الحق وزهق الباطل- (القرآن- ١٧ : ٨١) -

একত্ববাদ এবং বহুত্ববাদের দ্বন্দ্ব ও সংঘাত শাশ্বত ও চিরন্তন । 'একত্ববাদ' প্রতিষ্ঠার জন্যে যুগেযুগে মানব সমাজে নবী-রাসুল প্রেরিত হয়ে বিশ্বের সকল মানুষকে একত্ববাদের শামিয়ানার নীচে ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়াস চালিয়েছেন। এক অদ্বিতীয় স্রষ্টার সকল সৃষ্টি একসমান।

ইসলাম জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে বিশ্বের সমগ্র মানবজাতির ধর্ম। জাতিতে জাতিতে কোন ভেদাভেদ থাকবে না। কবি 'মহাসমর কবিতায়'[৬] এরই প্রতিধবনি করেছেন:-

তৌহীদ আর বহুত্ববাদে বেঁধেছে আজিকে মহাসমর,
'লা-শরীক' এক হবে জয়ী কহিছে 'আল্লাহু আকবর'
জাতিতে জাতিতে মানুষে মানুষে অন্ধকারেরএ ভেদ জ্ঞান,
অভেদ 'আহাদ' মন্ত্রে টুটিবে, সকলে হইবে এক সমান।
এই 'তৌহীদ' একত্ববাদ বারে বারে ভুলে এই মানব,
হানাহানি করে, ইহারাই হয় পাতালতলের ঘোর দানব।
ইহারাই 'জ্বিন', এরাই অসুর, এরাই শত্রু জান্নাতের,
যুগে যুগে আসি পয়গাম্বর, সংহার করে এই কাফের।
এদেরই সংস্কারের লাগিয়া ঐশী শক্তি আসে নেমে,
কখনো করেন সংহার তিনি, কখনো গলান মহা প্রেমে।
আগেও এসেছে, আজিও আসিবে তাঁরই ইচছায় মুজাদ্দাদ,
সংহার করি' এই ভেদ জ্ঞানে শেখাবেন তিনি এক 'আহাদ'
এই জানিয়াছি, এই দেখিয়াছি, এই শুনিতেছি রাত্রি দিন,
আসিছেন তিনি- তৌহীদের মহা জ্যোতি লয়ে 'আল্ আমীন'
বিশ্বাসকর অবিশ্বাসীরা, রহমত তাঁর আসিছে ঐ
ভয় করিবে না মানুষ কারেও, অদ্বৈত সে আল্লা বৈ।
তারই শক্তিতে শক্তি লভিয়া, হইয়া তাহারই ইচ্ছাধীন।
মানুষ লভিবে পরম মুক্তি, হইবে আজাদ, চির স্বাধীন।

'মোবারকবাদ'[৭] কবিতায় কবি এক আল্লাহর উপর ভরসাকারীর কোন ভয় বা উৎকণ্ঠা নেই, সারা পৃথিবী তার পদাবনত হবে।'মোবারকবাদ' কবিতায় কবি নিজের ও তাঁর প্রজন্মের অপূর্ণতা ও দৈন্যতা অকপটে স্বীকারকরে ভবিষ্যতপ্রজন্মকে সর্বাঙ্গীন সুন্দর উজ্জ্বল ভবিষ্যত সৃষ্টিরজন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করার আহবান জানিয়েছেন। কবি বলেন -

আমাদের সেই অপূর্ণ সাধ কিশোর কিশোরী মিলে
পূর্ণ করিও, বেহেশ্ত এনো দুনিয়ার মহফিলে।
মুসলিম হয়ে, আল্লারে মোরা করিনিক বিশ্বাস,
ঈমান মোদের নষ্ট করেছে শয়তানী নিঃশ্বাস।

Dhaka University Institutional Repository

ভায়ে ভায়ে হানাহানি করিয়াছি। করিনি কিছুই ত্যাগ,
জীবনে মোদের জাগেনি কখনো বৃহতের অনুরাগ।
শহীদী দর্জা চাহিনি আমরা, চাহিনি বীরের অসি,
চেয়েছি গোলামি, জাবর কেটেছি গোলাম-খানায় বসি।
তোমরা মুকুল, এই প্রার্থনাকর ফুটিবার আগে,
তোমাদের গায়ে যেন গোলামের ছোঁওয়া জীবনে না লাগে ?
গোলামীর চেয়ে শহীদী দর্জা অনেক উর্ধ্বে জেনো,
চাপরাশির ঐ তকমার চেয়ে তলোয়ারে বড় মেনো।
আল্লাহর কাছে কখনো চেয়ো না ক্ষুদ্র জিনিস কিছু,
আল্লাহ ছাড়া কার ও কাছে কভু শির করিও না নীচু
এক আল্লা ছাড়া কাহারও বান্দা হবে না বল,
দেখিবে তোমার প্রতাপে পৃথিবী করিতেছে টলমল,
এক আল্লাহরে ছাড়া পৃথিবীতে করো না কারে ও ভয়
দেখিবে অমনি প্রেমময় খোদা, ভয়ঙ্কর সে নয়।
(নতুন চাঁদ)

এক আল্লাহর মাহাত্ম্য বর্ণনা করে কবি নজরুল অসংখ্য কবিতা ও গান রচনা করেছেন। সত্যিকার আল্লায় বিশ্বাসী ঈমানদার ব্যক্তি এক আল্লাহ ব্যতীত অন্যকোন শক্তির নিকট মাথা নত করে না। প্রাথমিক যুগের মুসলমানগণ সংখ্যায় অল্প হওয়া সত্ত্বেও বিশ্ব বিজয় করেছেন। পরাজয়ে নতি স্বীকার করেননি। কবি 'নিত্য প্রবল' হও কবিতায় বলেন :- [৮]

সত্যের তরে দৈত্যের সাথে করে যাও সংগ্রাম,
রণ ক্ষেত্রে মরিলে অমর হইয়া রহিবে নাম।
ভালোবাসেন না আল্লা অবিশ্বাসী ও দুর্বলেরে,
''শেরে- খোদা'' সেই হয় যে পেয়েছে অটল বিশ্বাসেরে।
ধৈর্যও বিশ্বাস হারায় সে মুসলিম নয় কভু,
বিশ্বে কারেও করে না ক ভয়, আল্লাহ যার প্রভু
নিন্দাবাদের মধ্যে ''আল্লাহ জিন্দাবাদ'' এর ধ্বনি
বীর শুধু শোনে, কোনো নিন্দায়, কোন ভয় নাহি গণি।
*　　　*　　　*
পারস্য আর রোমক সম্রাটের কাটিয়াছে যায়াশির
কতজন ছিল সেনা তাহাদের ? অস্ত্র কী ছিল হাতে?
তাদের পরম নির্ভর ছিল শুধু এক আল্লাতে।
তারা দুনিয়ার বাদশাহী করেছিল ভিক্ষুক হয়ে
তারা পরাজিত হয়নি কখনো ক্ষণিকের পরাজয়ে।
হাসিয়া মরেছে,করেনি কখনো পৃষ্ঠ প্রদর্শন,
ইসলাম মানে বুঝেছিল তারা অসত্য সাথে রণ।
যে মাথা নোয়ায়ে সিজদা করেছ এক প্রভু আল্লারে
নত করিও না সে মাথা কখনো কোনো ভয় কোন মারে।
(শেষ সওগাত)

Dhaka University Institutional Repository

এক আল্লায় বিশ্বাসী মুসলমান নির্ভীক; সে আল্লা ছাড়া অন্য কোন শক্তির নিকট মাথা নত করেনা। মানবজাতির কল্যাণের জন্যই তার আবির্ভাব। কিন্তু সে ধরনের মুসলমানের খুবই অভাব ; কবি তাই আক্ষেপ করে 'আজাদ' কবিতায় [৯] মুসলমান সমাজকে বিদ্রুপের কশাঘাত হেনেছেন। প্রাণহীন হিম্মতহারা, উদ্দীপনা বঞ্চিত সমাজকে 'কলের পুতুল' বলে অভিহিত করেছেন।

কোথা সে আজাদ? কোথা সে পূর্ণ মুক্ত মুসলমান?
আল্লাহ ছাড়া করে না কারেও ভয়, কোথা সেই প্রাণ?
কোথা সে আরিফ কোথা সে ইমাম, কোথা সে শক্তিধর?
মুক্ত যাহার বাণী শুনি কাঁদে ত্রিভুবন থরথর।
পরম পূর্ণ শক্তি উৎস হইতে জনম লয়ে
কেমন করিয়া শক্তি হারাল এ জাতি? কোন সে ভয়ে?
* * * * * * * * *
অন্যোরে দাস করিতে কিংবা নিজে দাস হতে, ওরে
আসেনি ক দুনিয়ায় মুসলিম, ভুলিলি কেমন করে?
ভাঙিতে সকল কারাগার, সকল বন্ধন ভয়লাজ
এল যে কোরান, এলেন যে নবী, ভুলিলি সেসব আজ?
মানুষেরে দিতে ন্যায্য প্রাপ্য ও অধিকার
ইসলাম এসেছিল দুনিয়ায়, যারা কোরবান তার
তাহাদেরই আজ আসিয়াছে ডাক, বেহেশত পার হতে
(নতুন চাঁদ)

কবি সুখে দুঃখে, বিপদে-আপদে সর্বাবস্থায় এক আল্লাহর উপর ভরসা বা তাওয়াক্কুল করার অনুপ্রেরণাদান করেছেন; আল্লাহর উপর ভরসা কারীর কোন ডর-ভয় শঙ্কা নেই। রাব্বুল 'আলামীন, আহকামুল হাকিমীন বিশ্ববিধাতার নিকট সর্বাবস্থায় অবনত থাকতে এবং গায়রুল্লাহর মুখাপেক্ষী না হবার আহবান জানিয়েছেন। তাহলেই আল্লাহর অনুকম্পা লাভ করা সম্ভব। 'জুলফিকার' কাব্যগ্রন্থ ২য় খন্ডে বেশ কিছু সংখ্যক ইসলামী গীতি কবিতা সংকলিত হয়েছে। সেগুলিতে আল্লাহ-রাসূল মক্কা-মদীনা, হাশরের দিন, তৌহীদ, ইত্যাদি সম্পর্কে কবি নজরুলের আন্তরিক অভিব্যক্তি ব্যক্ত হয়েছে। যেমন :- [১০]

ওমন, কারো ভরসা করিসনে তুই
 এক আল্লার ভরসা কর।
আল্লা যদি সহায় থাকেন
 ভাবনা কিসের, কিসের ডর।।
রোগে শোকে দুখে ঋণে
নাই ভরসা আল্লা বিনে,
তুই মানুষের সহায় মাগিস
 তাই পাসনে খোদার নেক- নজর
রাজার রাজা বাদশা যিনি
 গোলাম হ তুই সেই খোদার,

Dhaka University Institutional Repository

বড়লোকের দুয়ারে তুই বৃথাই হাত পাতিসনে আর।
ডাকলে খোদায় তাহার রহম
ঝরবে রে তোর মাথার পর।
(জুলফিক্কার-২)

বিশ্বের সমগ্র সৃষ্টজীব তথা মানব জাতির প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও অনুকম্পা অগণিত ও অসীম। - وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها۔(القرآن ١٦:١٨) আমাদের চারিপাশের ফলফুল, বৃক্ষলতা, সুপেয়জল, নানা প্রকার ফসল, খাদ্যশস্য, আলোবাতাস, পরিবার পরিজন, আত্মীয় স্বজন সব কিছুই আল্লাহর অনুগ্রহ ও দান। আল্লার চরম অনুগ্রহের বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে---পথভ্রষ্ট, বিভ্রান্ত মানবতাকে সঠিকপথে আনয়নের জন্য নবীকুল শিরোমণি আখেরী নবীকে (সা.) উত্তম জীবনবিধান আল্-কোরআন সহ প্রেরণ করেছেন। এসব কিছুই আল্লার অপার করুণা।

এই সুন্দর ফুল, সুন্দর ফল মিঠা নদীর পানি
(খোদা) তোমার মেহেরবানী।
শস্যশ্যামল ফসল ভরা মাটির ডালি খানি
(খোদা) তোমার মেহেরবানী।
তুমি কতই দিলে রতন
ভাই বেরাদর পুত্র স্বজন,
ক্ষুধা পেলেই অন্ন জোগাও
মানি চাই না মানি।।
খোদা তোমার হুকুম তরক করি প্রতি পায়,
তবু আলো দিয়ে বাতাস দিয়ে বাঁচাও এ বান্দায়।।
শ্রেষ্ঠ নবী দিলে মোরে,
তরিয়ে নিতে রোজ-হাসরে,
পথ না ভুলি তাইত দিলে
পাক কোরানের বাণী
(খোদা) তোমার মেহেরবানী।।

'আল্লাহ মাথার মুকুট'[১২] কবিতায় কবি বলেন :-

আল্লাহ আমার মাথার মুকুট, রসুল গলার হার
কলমা আমার কপালে টিপ, নাই তুলনা তার।
হেরা গুহার হীরার তাবিজ, কোরান বুকে দোলে,
হাদিস ফেকাহ বাজুবন্দ, দেখে পরান ভোলে।

এই কবিতায় কবি আল্লাকে মাথার মুকুট, রাসুলকে গলার হার, কালেমাকে কপালের রাজটীকা, কোরআনকে রক্ষাকবচ এবং হাদীস ফেকাহকে বাজুবন্দ মাদুলী রূপে চিত্রিত করে বলেছেন- 'যে ব্যক্তি আল্লাহ, রাসূল কোরআন-হাদীস-ফেকাহকে ধারণ করে থাকবে, তার কোন শঙ্কা-ভয় নেই। সেই হবে সফলকাম।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহর উপর আস্থাবান ব্যক্তির কোন প্রকার ভয়ভীতি, দৈন্যতা থাকেনা। 'ইসলাম' নামক তরীর কান্ডারী সর্বশক্তিমান আল্লাহ। মানুষ সেই তরীর যাত্রী। সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর অগাধ আস্থাও বিশ্বাস রেখে মানুষকে শতপ্রতিকুল অবস্থার মোকাবেলা করে হতমনোবল না হয়ে নির্ভীকভাবে সামনের দিকে অগ্রাভিযান করতে হবে। মানুষ জীবনে একবারই মরে। কিন্তু ভীরু কাপুরুষেরা মরার পূর্বেই আধামরা হয়ে যায়। একথারই প্রতিধবনি করেছেন কবি 'ডুবিবেনা আশাতরী' কবিতায় :-[১৩]

এ তরীর কান্ডারী আল্লাহ সর্বশক্তিমান,
বিশ্বাস রাখো তার শক্তিতে, এ তাহারি অভিযান।
আল্লার নামে অভিযান করি, আমাদের ভয় কোথা,
দু'বার মরে না মানুষ, তবুও কেন এ দুর্বলতা ?
মোদের ভরসা একমাত্র সে নিত্য পরম প্রভু;
দুলুক তরণী, আমাদের মন নাহি দোলে যেন কভু।
তার নাম লয়ে বলি বিশ্বের অবিশ্বাসীরা শোন,
তারি সাথে ভাব হয় যার, তার অভাব থাকে না কোন।

(শেষ সওগাত)

কবি নজরুলের অসংখ্য কবিতা ও গানে তাওহীদ, রেসালত, আখিরাত, কালেমা শাহাদাত, নামাঝ, আযান, রোঝা, যাকাত, হজ্জ, কোরবানী. ইত্যাদি ইসলামের মৌলিক নিয়ম সমূহ ব্যক্ত হয়েছে। তাওহীদের পর 'রিসালত' প্রসঙ্গে বিশ্বনবী হজরত মুহাম্মদ মুস্তাফাকে (সা.) কেন্দ্র করে বহু কবিতা ও গান রচনা করেছেন। বিশ্বনবীর আবির্ভাব ও তিরোধান সম্পর্কে 'ফাতেহা-ই-দোয়াজদহম' কবিতা ছাড়াও তাঁর মাহাত্ম্য, শ্রেষ্ঠত্ব ও গুণ বর্ণনা করেছেন বহু কবিতায়। এ সকল কবিতা ও গানকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়:- ১। জন্ম বিষয়ক, ২। মৃত্যু বিষয়ক, ৩। বিবিধ। জন্ম বিষয়ক রচনার মধ্যে (১) ত্রিভূবনের প্রিয় মুহাম্মদ এল রে দুনিয়ায়; (২) তোরা দেখে যা আমিনা মায়ের কোলে; (৩) সাহারাতে ফুটল রে ফুল; (৪) ফাতেহা-ই- দোয়াজদহম (আবির্ভাব)। মৃত্যুবিষয়ক রচনার মধ্যে (১) ফাতেহা-ই-দোয়াজদহম (তিরোভাব); (২) বহে শোকের পাথার। বিবিধ পর্যায়ে (১) সৈয়দে মক্কী মদনী, (২) হে মদীনার বুলবুলি, (৩) মোহাম্মদ মোর নয়ন মনি, (৪) মোহাম্মদ নাম যতই জপি, (৫) এ কোন মধুর শরাব দিলে; (৬) নবীর মাঝে রবির সম, (৭) তোমার বাণীরে গ্রহণ করিনি হজরত (৮) মানুষে মানুষের অধিকার দিল যে জন, ইত্যাদি। উদ্ধৃতিসহ কিছু আলোচনা করছি :-

মহানবীর (সা.) আবির্ভাব লগ্নকে স্বাগতম জানিয়ে নজরুল লিখেন :-[১৪]

ত্রিভুবনের প্রিয় মোহাম্মদ এলরে দুনিয়ায়!
আয়রে সাগর আকাশ বাতাস, দেখবি যদি আয়।।
ধুলির ধরা বেহেশ্তে আজ
জয় করিল, দিল রে লাজ
আজকে খুশীর ঢল নেমেছে

Dhaka University Institutional Repository

ধূসর সাহারায়
দেখ্ আমিনা মায়ের কোলে
দোলে শিশু ইসলাম দোলে
কচি মুখে শাহাদতের
বাণী সে শোনায়

'আমিনা মায়ের কোলে' শীর্ষক[১৫] কবিতায় মহানবীর আবির্ভাব লগ্নকে স্বাগত জানিয়ে বলেন :-

তোরা দেখে যা' মা আমিনার কোলে।
মধু পূর্ণিমারি সেথা চাঁদ দোলে।
যেন উষার কোলে রাঙা ছবি দোলে।।
ফুল মখ্লুকে আজি ধ্বনি ওঠে, ''কে এল ঐ''।।
কলেমা শাহাদতের বাণী ঠোঁটে ''কে এল ঐ,''।।
মানুষে মানুষের অধিকার দিল যে-জন,
''এক আল্লাহ ছাড়া প্রভু নাই'' কহিল যে জন
মানুষের লাগি' চির দীন-হীন বেশ ধরিল যেজন,
বাদশাহ ফকিরে এক শামিল করিল যে জন,
এল ধরায় ধরা দিতে সেই সে নবী
ব্যথিত মানবের ধ্যানের ছবি,
(আজি) মাতিল বিশ্ব-নিখিল মুক্তি কলরোলে ।।
(জুলফিকার)

নবীজীর মেরাজ [উর্দ্ধাকাশ] গমণোপলক্ষে নজরুল লিখেন :-[১৬]

আউলিয়া আর আম্বিয়া সব পিছে চলে বর‍্যাতী,
আসমানে যায় মশাল জ্বেলে' গ্রহ তারা চাঁদ রবি।।
হুরপরী সব গায় নাচে আজ, দেয় মোবারকবাদ আলম,
আরশ কুর্সী ঝুঁকে পড়ে দেখতে সে মোহন ছবি।।
আজ আরশের বাসর ঘরে হবে মোবারক রুয়ৎ
বুকে খোদার ইশ্‌ক নিয়ে নওশা আল্ আরবী।।
মে'রাজের পথে হজরত যান চড়ে ঐ বোররাকে,
আয় কল্‌মা শাহাদতের যৌতুক দিয়ে তাঁর চরণ ছোঁবি।।
(জুলফিকার)

বিশ্বনবী বোরাকে আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে উর্দ্ধাকাশে গমন করেন এবং আরশের নিকট আল্লাহর দীদার লাভ করেন। যাত্রা পথে সকল নবীরাসুল তার সহযাত্রী; আকাশের সূর্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র সবাই উৎফুল্ল হয়ে যাত্রাপথ আলোকিত করে এবং হুরপরী-ফেরেশতারা তাঁকে স্বাগতম জানান। মহানবীর হিজরত প্রসঙ্গে কবি নজরুল লিখেন :-[১৭]

ঐ হের রসুলে-খোদা এল-ঐ
গেলেন মদিনা যবে হিজরতে হজরত

Dhaka University Institutional Repository

মদিনা হল যেন খুশীতে জিন্নত,
ছুটিয়া আসিল পথে মর্দ্দ ও আওরত
লুটায়ে পায়ে নবীর, গাহে সব
ঐ হের রসুলে খোদা এল ঐ।।

নবীজীকে ভালোবাসা ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। আল্লাহর বাণী قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله (القرآن ٣: ٣١) আল্লাহর ভালোবাসা পেতে হলে, তার অনুগ্রহভাজন হতে হলে, নবীজীর আনুগত্য করা, তাঁর জীবনাদর্শ অনুসরণ করা কর্তব্য। একথারই প্রতিধ্বনি করেছেন কবি নিম্নোক্ত কবিতায় :-[১৮]

আল্লাকে যে পাইতে চায় হজরতকে ভালোবেসে,
আরশ কুর্সী লওহ কলম না চাইতে পেয়েছে সে
রসুল নামের রশি ধরে
যেতে হবে খোদার ঘরে
নদী তরঙ্গে যে পড়েছে ভাই
দরিয়াতে সে আপনি মেশে
তর্ক করে দুঃখ ছাড়া কী পেয়েছিস অবিশ্বাসী
কী পাওয়া যায় দেখনা বারেক হজরতে মোর ভালবাসি।।

'নবীদের রাজা' কবিতায়[১৯] সাইয়্যেদুল মুরসালীন হজরত মুহাম্মদ (সা.) নবীকুলের শিরোমণি বলে, খোদার নূরের বিচ্ছুরিত অংশরূপে, পাপ-পঙ্কিলে নিমজ্জিত এ ধরাধামে বহু লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহ্যকরে অধঃপতিত মানবতার মুক্তির জন্য তাওহীদের পয়গাম নিয়ে আসেন এবং তাওহীদের প্রতিষ্ঠা করে সুন্দর ও শান্তিময় সমাজের প্রতিষ্ঠা করেন। কবি নজরুল বলেন :-

মারহাবা সৈয়দে মক্কী-মদনী আল আরবী।
বাদশার ও বাদশাহ নবীদের রাজা নবী।।
ছিলে মিশে আহাদে, আসিলে আহমদ হয়ে,
বাঁচাতে সৃষ্টি খোদার, এলে খোদার সনদ লয়ে।
মানুষে উদ্ধারিলে মানুষের আঘাত সয়ে;
মলিন দুনিয়ায় আনিলে তুমি গো বেহেশ্‌তী ছবি।।
পাপের জেহাদরণে দাঁড়াইলে তুমি একা,
নিশান ছিল হাতে 'লা-শরীক আল্লাহ' লেখা,
গেল দুনিয়া হতে মুছে পাপের রেখা
বহিল খুশীর তুফান, উদিল পূণ্যের রবি।।
(শেষ সওগাত)

উম্মতে মোহাম্মদী আদর্শ ও লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে পাপাচারী হয়েছে, খোদাভীতি পরিত্যাগ করে, জামাতে নামাজ আদায় করা এবং কোরআন অধ্যয়ন করা ছেড়ে দিয়েছে। পথভ্রষ্ট, লক্ষ্যচ্যূত এই জাতিকে পরিত্রাণের জন্য শাফিউল মুযনিবীনকে আহবান জানিয়েছেন কবি নিম্নোক্ত কবিতায় :-[২০]

Dhaka University Institutional Repository

ত্রাণ কর মওলা মদীনায়,
উম্মত তোমায় গোনাহ্‌গার
নাহি কেউ ঈমানদার, নাহি নিশানবর্দ্দার
মুসলিমজাহানে নাহি আর পরহেজগার
জামাত শামিল হতে যায় না মসজিদে,
পড়ে না কোরআন, মানে না মুর্শীদে।
ভুলিয়াছে কলমা শাহাদত
পড়ে না নামাজ ঈদের চাঁদে।
(জুলফিকার ২খ)

কবি নজরুল ইসলাম বহু সংখ্যক কবিতায় কালেমা, নামায আযান, রোযা, যাকাত, হজ্জ ইত্যাদি ইসলামী অনুষ্ঠান ও বিষয়সমূহের উল্লেখকরে তা পালনে নিষ্ঠাবান হবার আহবান জানিয়েছেন। যেমন:-[২১]

কালেমা শাহাদতে আছে খোদার জ্যোতি,
ঝিনুকের বুকে লুকিয়ে থাকে যেমন মোতি।
হরদম জপে মনে কলেমা যে জন,
খোদায়ী তত্ত্বতার রহে না গোপন।

অন্য একটি কবিতায় কবি বলেন :-[২২]

নামাজ পড়, রোজা রাখ,
কল্‌মা পড় ভাই।
আখেরের কাজ করে নে,
সময় যে আর নাই।
সম্বল যার আছে হাতে
হজের তরে যা 'কাবাতে'
জাকাত দিয়ে বিনিময়ে
শাফায়ত যে পাই।।

উক্ত কবিতায় কবি মুসলমানদেরকে নিষ্ঠাসহকারে নামায আদায়করতে, রমযানের ফরয রোযা পালনকরতে, ঈমানের উপর অবিচল থাকতে, সামর্থবানদের হজ্জব্রত সম্পাদন করতে এবং যাকাত দিতে আহবান জানিয়েছেন, যার বিনিময়ে পরকালে আল্লাহর-সন্তুষ্টি ও জান্নাত এবং রাসূলের শাফা'আত লাভ করতে পারা যাবে।

'নামায' ইসলামের অন্যতম ও প্রধান গুরুত্বপূর্ণ রুকন। নামাযের আহবান ধবনিই আযান। দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন ব্যস্ততার মধ্যে আযানের আহবানে মানুষ সচকিত হয়, কর্তব্য সচেতন হয়ে উঠে। এ কথাই অনুরণিত হয়েছে কবির 'আজান' কবিতায় :- [২৩]

অকাজের সেকাজের মাঝে ডুবে যখন থাকি
ভাবি নাক কি যে ছিলুম, আবার হবই বা কি!
শুনি তখন আজানের কি বজ্র গভীর স্বর-

Dhaka University Institutional Repository

'আল্লাহু আকবর'- 'আল্লাহু আকবর'।
ওগো পাগল-উদাস করা-পবিত্র আহ্বান!
কেমন করে ভক্তি-ক্ষীরে ডুবিয়ে দাও জান!
মাটির মানুষ প্রভুর কাজে পাছে করি হেলা
তাই তো তুমি ডেকে ডেকে জাগাও পাঁচই বেলা।
তুমি আছ ইসলাম তাই তেমনি আজো জেগে,
ভুমেনিক্ষ অবহেলার ঘোর ঝাপটা লেগে।
* * * * * * * * *
ওগো আজান তোমার বিষাণ বিশ্বে বেজে যাক
যতদিন না ইসরাফিলের প্রলয়-বিষাণ বাঁজে।

আযানের মাহাত্ম্য বর্ণনা করে বহু সংখ্যক কবিতা ও গান রচনা করেছেন। যেমন :-[২৪]

মসজিদে ঐ শোনরে আজান, চল, নামাজে চল,
দুঃখে পাবি সান্ত্বনা তুই বক্ষে পাবি বল।
হাজার কাজের অছিলাতে নামাজ করিস কাজা,
খাজনা তারি দিলি না যে দীন দুনিয়ার রাজা
কার তরে তুই মরিস খেটে কে হবে তোর সাথী
বে-নামাজীর আঁধার গোরে কে জ্বালাবে বাতি।

সমার্থক আরেকটি কবিতায় :-[২৫]

আঁধার মনের মিনারে মোর
হে মোয়াজ্জিন, দাও আজান।
গাফেলতির ঘুম ভেঙ্গে দাও
হউক নিশি অবসান।।
আল্লা নামের যে তকবীরে
ঝর্ণা বহে পাষাণ চিরে
শুনি সে তকবীরের ধ্বনি
জাগুক আমার পাষাণ প্রাণ
জামাত ভারী জমবে এবার
এই দুনিয়ার ঈদগাহে
মেহদী হবেন ইমাম সেথায়
রাহ দেখাবেন গুমরাহে।।
আমি যেন সেই জামাতে
শামিল হতে পারি প্রাতে।

আযানের তাকবীর ধ্বনি আত্মবিস্মৃত ব্যক্তি ও সমাজকে কর্তব্যসচেতন করে তোলে। আযানের ধ্বনীতে মুমিনের মনে আত্মসম্বিত ফিরেআসে, মসজিদে যাবার জন্য তারপ্রাণ ব্যাকুল হয়ে উঠে। নামাজ পরিত্যাগ না করার জন্য কবি সর্বস্তরের মুসলমানের প্রতি আহবান জানিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

কবি মসজিদে গিয়ে সমাজের সকলের সাথে জামাতে নামাজ আদায়করার অনুপ্রেরণা দিয়ে কবিতা রচনা করেছেন। ফলে অধিকহারে পূণ্য অর্জিত হবে এবং পারস্পরিক মিলন ও সাক্ষাতের ফলে সম্প্রীতি বৃদ্ধিপাবে, ঈর্ষাবিদ্বেষ দূরীভূত হবে। একাগ্রতা (খুশূ') শূন্য নামাজ বা ইবাদতে কোন স্বার্থকতা নেই। কবি বলেন :-[২৬]

নামাজ পড় মিঞা, ওগো নামাজ পড়ো মিঞা
সবার সাথে জমায়েতে মসজিদেতে গিয়া,
তাতে নেকী হবে বেশী
পর সে হবে খেশী
থাকবে না কোন কীনা, প্রেমে পূর্ণ হবে হিয়া,
সে নামাজ আর বন্দেগীতে নাই ফল ভাইয়ে
যাতে দেহের সাথে দিলের যোগ নাইরে।

ইস্‌লামী জীবনবিধানকে তরীর সাথে তুলনা করে কবি বলছেন :- [২৭]

উঠুক তুফান পাপ-দরিয়ায়—
আমি কি তায় ভয় করি
পাক্কা ঈমান-তক্তা দিয়ে
গড়া যে আমার তরী।।
লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহুর পাল তুলে
ঘোর তুফানকে জয় করে ভাই যাবই কূলে
আমার মোহাম্মদ মোস্তাফা নামের
গুণের রশি ধরি।
দাঁড় এ তরীর নামাজ রোজা হজ্জ ও জাকাত
উঠুক না মেঘ, আসুক বিপদ-যত বজ্রপাত
আমি যাব বেহেশত-বন্দরেতে
এই সে কিশতীতে চড়ি।।

কবি বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতেপূর্ণ জীবনসংগ্রামে ঈমান তথা ইসলামের তরীতে আরোহন করে বিভিন্ন বিপদ অতিক্রম করে কামিয়াব হবেন- এই আত্মবিশ্বাস ও প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। ঈমানকে নৌকারসাথে উপমাদানকরেছেন, সে নৌকার পাটাতন হচ্ছে সুদৃঢ় ঈমান এবং কালেমা শাহাদত উহার পাল, মুহাম্মদ রাসূল উহার গুণের রশি; নামাঝ রোঝা, হজ্জ, ঝাকাত ঐতরীর দাঁড়; তাই এতসব সুবিন্যস্ত ব্যবস্থাকে অবলম্বন করে, প্রতিকুল পরিস্থিতিকে উপেক্ষা করে মনজিলে মকসূদে পৌছার সুদৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ব্যক্ত করেছেন কবি।

'রামাদ্বান' মাসের মাহাত্ম্য সম্পর্কে :-[২৮]

মাহে রমজান এসেছে যখন, আসিবে 'শবে কদর'
নামিবে তাঁহার রহমত এই ধুলির ধরার পর।
(নতুন চাঁদ)

Dhaka University Institutional Repository

পাপীর তরে তুমি পারের তরী ছিলে দুনিয়ায়
তোমারি গুণে দোজখের আগুন নিভে যায়
তোমারি ভয়ে লুকিয়েছিল দূরে শয়তান,
আনিয়াছিলে দুনিয়াতে তুমি পবিত্র কোরআন।[২৯]

রামাদ্বান মাস এবাদতের মাস, সিয়ামসাধনার মাস, আত্মশুদ্ধির মাস, রহমত ও বরকতের মাস, পূণ্যলাভের মাস। এ মাসে সহস্র মাসের চাইতে শ্রেষ্ঠ রজনী 'লাইলাতুল কদর' রয়েছে, ঐ রাত্রির ইবাদত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রমদ্বানমাসে দোযখের দরজা বন্ধ থাকে এবং জান্নাতের দরজা মোমিনবান্দাদের জন্য উম্মুক্ত থাকে। এ মাসে শয়তান শৃঙ্খলিত থাকে। পাপী তাপীগণ এ মাসে নিজেদেরকৃত অপরাধ থেকে তাওবা করে অধিকহারে পূণ্যার্জন করে আল্লাহর শাস্তি থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করতে পারে। এমাসে বিশ্বমানবতার কল্যাণের জন্য, মুক্তির জন্য, জীবনবিধান আল-কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে বিশ্বনবী হদ্বরত মুহাম্মদের (সা.) উপর। ঈমানদার মুসলমানগণ আল্লাহর নিকট প্রতিদানের আশায় দীর্ঘ একমাস সিয়াম ব্রত পালন করেন।

রমদ্বান শেষে আনন্দ ও খুশীরবার্তা নিয়ে আসে ঈদ-উল ফিত্বর। ঈ'দুল ফিত্বরকে স্বাগতম জানিয়ে কবি নজরুল 'খুশীর ঈদ' কবিতায় বলেন :-[৩০]

ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে এলো 'খুশীর ঈদ'
তুই আপনাকে আজ বিলিয়ে দে শোন আসমানী তাকিদ।।
তোর সোনাদানা বালাখানা সব রাহে লিল্লাহ
দে জাকাত, মুর্দা মুসলিমের আজ ভাঙাইতে নিদ ।
তুই পড়বি ঈদের নামাজ রে মন সেই সে ঈদগাহে
যে ময়দানে সব গাজী মুসলিম হয়েছে শহীদ।।
আজ ভুলে গিয়ে দোস্ত দুশমন হাত মিলাও হাতে,
তোর প্রেম দিয়ে কর বিশ্বনিখিল ইসলামে মুরীদ।।
যারা জীবন ভ'রে রাখছে রোজা নিত-উপবাসী
সেই গরীব এতিম মিসকিনে দে যা' কিছু মফিদ ।।

(জুলফিকার)

চল ঈদগাহে
শিয়া সুন্নী লা-মজহাবী একই জামাতে,
এই ঈদ মোযায়েফে মিলিয়ে এফসাথে।[৩০]

'ঈ'দ মোবারক' শীর্ষক অন্য একটি কবিতায় কবি ঈদুল ফিত্বরের চাঁদকে এবং ঈদুল ফিত্বরকে স্বাগতম জানিয়ে বলেন :-[৩১]

শতযোজনের কত মরুভূমি পারায়ে গো,
* * * * * * * * *
বরষের পরে আসিলে ঈদ।
ভুখারীর দ্বারে সওগাত বয়ে রিজওয়ানের,
আজি আরফাত্ ময়দান পাতা গাঁয়ে গাঁয়ে।
কোলাকুলি করে বাদশা-ফকীরে ভায়ে ভায়ে

Dhaka University Institutional Repository

কা'বা ধরে নাচে ''লাত্-মানাত''।।
আজি ইসলামী ডঙ্কা গরজে ভরি' জাহান,
নাই বড় ছোট-সকল মানুষ এক সমান,
কে আমীর তুমি নওয়াব বাদশা বালাখানায়?
সকল কালের কলঙ্ক তুমি; জাগালে হায়
ইসলামে তুমি সন্দেহ
ইসলাম বলে, সকলের তরে মোরা সবাই
সুখ দুখ সমভাগ-করে নেব সকলে ভাই,
নাই অধিকার সঞ্চয়ের।
কারো আঁখি-জলে কারো ঝাড়ে কিরে জ্বলিবে দীপ?
দু'জনার হবে বুলন্দ নসীব, লাখেলাখে হবে বদনসিব?
এ নহে বিধান ইসলামের ।।
ঈদ-অল্-ফিতর আনিয়াছে তাই নববিধান,
ওগো সঞ্চয়ী, উদ্বৃত্ত যা' করিবে দান,
ক্ষুধার অন্নহোক তোমার।
ভোগের পেয়ালা উপচায়ে পড়ে তবহাতে,
তৃষ্ণাতুরের হিস্সা আছে ও পিয়ালাতে,
দিয়া ভোগ কর, বীর, দেদার।।
বুক খালি করে আপনারে আজ দাও জাকাত,
করো না হিসাবী, আজ হিসাবের অঙ্কপাত।
পথে পথে আজ হাঁকিব বন্ধু
ঈদ মোবারক। আস্সালাম!

(জিঞ্জীর)

কল্যাণ ও বরকতে পরিপূর্ণ মাহে 'রমদ্বান' শেষে বিশ্বমুসলিমের জন্য আনন্দ ও খুশীর বার্তা বহনকরে আসে ঈদুল ফিত্র। ঈদুল ফিত্রের বাঁকাচাঁদ শতসহস্র কোটি মাইল দূর থেকে বহু মরুভুমি, পাহাড় পর্বত, উপত্যকা অতিক্রমকরে একবছর পর খুশীর বার্তা বহন করে নিয়ে আসে। রোঝা মানুষকে সংযম ও তাক্বওয়া অর্জনে সহায়তা করে, গরীব দুঃখীদের প্রতি সহানুভূতিশীল করেতোলে। রমদ্বানশেষে স্বচ্ছল মুসলমানগন সাধারণত তাদের ধনসম্পদের বার্ষিক ঝাকাত আদায় করে থাকেন। যারা নিত্যদিন অনাহারে অর্ধাহারে দিন কাটায়, তাদেরকে আজ দানকরার দিন। ঈদের জামাতে ধনী- গরীব, ছোটবড়, আশরাফ আতরাফ সবাই একত্রিত হয়ে এক কাতারে দাঁড়িয়ে ঈদের নামাঝ আদায় করেন, নামাঝ শেষে একে অন্যের সাথে কোলাকুলি করেন। কোন সামাজিক বৈষম্য বা ভেদাভেদ থাকে না। ইহা ইসলামী সাম্যমৈত্রীর চরমনিদর্শন। মুসলমানরা পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল ও সংবেদনশীল। একে অন্যের দুঃখে দুঃখী, সুখে সুখী। স্বচ্ছল ধনীব্যক্তির সম্পদে গরীবের ন্যায্যপ্রাপ্যের অধিকার দিয়েছে ইসলাম। সম্পদ পুঞ্জীভূতকরে রাখতে ইসলাম নিষেধ করেছে।এ নিষেধ লঙ্ঘনকারীরজন্য কঠোর শাস্তির বিধান করেছে ইসলাম।

Dhaka University Institutional Repository

'ঈদুল ফিত্বর' এর পর বিশ্বমুসলিমের অন্যতম বৃহত্তম উৎসব 'ঈদুল আদ্বহা'। বিশ্বের মুসলমানরা হদ্বরত ইবরাহীম (আ.) ও তদীয়পুত্র ইসমাঈল (আ.) এর মহান আত্মত্যাগের পূণ্যস্মৃতির স্মরণে এবং হজ্জব্রত পালনকারীদের মীনায় কোরবানীকরণের অনুকরণে আল্লাহর নামে পশু কোরবানী করে আর্থিক ত্যাগস্বীকার করেন। ঈদুল আদ্বহা উপলক্ষেও কবি নজরুল বহু কবিতা ও গান রচনা করেছেন। যেমন :- [৩২]

নতুন চাঁদের তকবীর শোন, কয় ডেকে ঐ মুয়াজ্জিন ।
আসমানে ফের ঈদুজ্জোহার চাঁদ উঠেছে মুসলেমিন ।।
এল স্মরণ করিয়ে দিতে ঈদুজ্জোহার এই সে চাঁদ,
ভোগের পাত্র ফেলরে, ছুড়ে, ত্যাগের তরে, হৃদয় বাঁধ ।।
কোরবানী দে, তোরা কোরবানী দে ।।
প্রাণের যা' তোর প্রিয়তম আজকে সেসব আন,
খোদার রাহে আজ তাহাদের কররে কোরবান ।
কি হবে ঐ বনের পশু খোদার দিয়ে
কাম ক্রোধাদি মনের পশু জবেহ কর নিয়ে ।।
মোদের যা কিছু প্রিয় বিলাব সবে
নবীর উম্মত, তবে সফলে ক'রে ।
কোরবানী দে, তোরা কোরবানী দে ।।

যিলহজ্জ মাসের চাঁদের আবির্ভাবে ঈদুল আদ্বহা এবং কোরবানীর বার্তা ঘোষিত হয়। এই ঈদ হদ্বরত ইব্রাহীমের (আ.) পূণ্যস্মৃতি ও ত্যাগের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তারই আদর্শে বিশ্বমুসলিম গরুছাগল-মহিষ, ভেড়া-দুম্বা প্রভৃতি প্রাণী কোরবানী করে। মানুষ তার প্রিয়তম বস্তু আল্লার রাহে কোরবান করবে নির্দ্বিধায়। এসব কোরবানীর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে- নৈতিক, আত্মিক ও আধ্যাত্মিক পরিশুদ্ধি লাভ। যদি এ লক্ষ্য অর্জিত না হয়, তবে চতুষ্পদ প্রাণীকে বধ বা হত্যাকরায় কোন লাভ নেই। মানুষের কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ প্রভৃতি রিপুসমূহকে বশীভূত করাই কোরবানীর মূল লক্ষ্য। আর এতেই মহানবীর (সা.) প্রকৃত উম্মতরূপে পরিগণিত হওয়া সম্ভব।
'বকরীদ' কবিতায় কবি বলেন :- [৩৩]

আল্লাহর রাহে দিতে পারে যারা আপনারে, কোরবান,
নির্লোভ নিরহঙ্কার যারা, যাহারা নিরভিমান,
* * * * * * * * *
তাহারাই শুধু বকরীদে করে জানমাল কোরবানে
কোরবানী দিয়ে নির্যাতিতের মুক্ত করিতে চাহে।
এরাই মানবজাতির খালেদ, ইহারাই খাকসার,
এরাই লোভীর সাম্রাজ্যের করে দেয় মিসমার।
আল্লার নামে, ধর্মের নামে, মানবজাতির লাগি,
পুত্রেরে কোরবানী দিতে পারে, আছে কেউ হেন ত্যাগী?
সেই মুসলিম থাকে যদি কেউ, তসলিম করি তারে,
ঈদগাহে গিয়া তারি সার্থক হয় ডাকা আল্লারে।
অন্তরে ভোগী বাহিরে যে য়োগী, মুসলমান সে নয়
চোগা চাপকানে ঢাকা পড়িবেনা সত্য যে পরিচয়।

Dhaka University Institutional Repository

উমরে, খালেদে, মূসা ও তারেকে বকরীদে মনে কর,
শুধু সালওয়ার পরিও না, ধর হাতে তলোয়ার ধর।
(শেষ সওগাত)

ইসলাম শুধুমাত্র একটি অনুষ্ঠানসর্বস্ব ধর্ম নয় । তাকওয়া ও আল্লাহর রেজামন্দি লাভই উহার মূলপ্রাণ। লোকদেখানো পশুজবাই বা কোরবানী আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। আল্লারজন্য, রাসুলের জন্য, দ্বীনের জন্য, মানব জাতির জন্য ত্যাগই সর্বোত্তম ত্যাগ; শুধুমাত্র বাহ্যিক পোশাকেআশাকে জৌলুসের নাম কোরবানী নয়। হৃদ্বরত 'উমর, মহাবীর খালিদ, মূসা ও ত্বারিক্বের ন্যায় ঈমানেরবলে বলীয়ানহয়ে ত্যাগস্বীকার করাই ইসলামের কাম্য।

দূর্বল ঈমানের অধিকারী ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী, নাস্তিক্যবাদী, নফসেরপূজারী ব্যক্তিরা কোরবানীকে বর্বরযুগের হত্যাযজ্ঞ বলে মনে করে, কবি তাদের ধারণা-কল্পনার প্রতিবাদ জানিয়ে লিখেন :-[৩৪]

ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্যাগ্রহ' শক্তির উদ্‌বোধন,
দূর্বল ভীরু চুপ রহো, ওহো খাম্‌খা ক্ষুব্ধমন।
ধ্বনি উঠে রনি দূরবাণীর,
আজিকার এ খুন কোরবানীর
দুম্বা শির রূম-বাসীর
শহীদের শির সেরা আজি! রহমান কি রুদ্র নন?
আজ আল্লার নামে জান কোরবানে ঈদের পূত বোধন।
ওরে, হত্যা নয় আজ সত্যাগ্রহ শক্তির উদবোধন!
(অগ্নিবীণা)

'মোহররম' হিজরী নববর্ষের প্রথম মাস। এমাসে মহানবীর (সা.) দৌহিত্র ইমাম হোসাইন (রা.) অন্যায়– অসত্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে 'কারবালা' প্রান্তরে জিহাদ করে ইয়াঝীদের সেনা বাহিনীর হাতে নির্মমভাবে শাহাদত বরণ করেন। তাই মুহররম মাসের আগমনে বিশ্বমুসলিমের মনে শোক ও বিষাদের ছায়া বিস্তার করে। ঐ শোকাবহ ঘটনাকে কেন্দ্র করে কবি নজরুল একাধিক কবিতা ও গান রচনা করেছেন। 'মোহররম' শীর্ষক[৩৫] কবিতার কিয়দংশ উদ্ধৃত করছি :-

নীলসিয়া আসমান লালে লাল দুনিয়া,
আম্মা! লা'ল তেরী খুন কিয়া খুনিয়া।
কাঁদে কোন ক্রন্দসী কারবালা ফোরাতে,
সে কাঁদনে আঁসু আনে সীমারের ও ছোরাতে।
নিয়ে তৃষা সাহারায় দুনিয়ার হাহাকার,
কারবালা-প্রান্তরে কাঁদে বাছা আহাকার।
হাইদরী হাঁক হাঁকি দুলদুল- আসওয়ার,
শমশের চমকায় দুশমনে ত্রাসবার।
ফিরে এল আজ সেই মোহররম মাহিনা,

Dhaka University Institutional Repository

ত্যাগ চাই, মর্সিয়া ক্রন্দন চাহিনা।
উষ্ণীষ কোরানের, হাতে তেগ আরবীর,
দুনিয়াতে নত নয় মুসলিম কারো শির,
তবে শোন ঐ শোন বাজে কোথা দামামা,
শমশের হাতে নাও, বাঁধো শিরে আমামা !
বেজেছে নাকাড়া, হাঁকে নকীবের তূর্য,
হুশিয়ার ইসলাম ডুবে তব সূর্য।
জাগো, ওঠো মুসলিম, হাঁকো হাইদরী হাঁক,
শহীদের দিনে সব লালে-লাল হয়ে যাক।
(অগ্নিবীণা)

ইমাম হোসেনের আত্মত্যাগ ও শাহাদত মুসলিমজাতিকে ন্যায় ও সত্য তথা ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আত্মত্যাগের আহবান জানায়; শুধু ক্রন্দন-বিলাপ ও মর্সিয়া করলেই ইমাম হোসেনের ত্যাগের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শিত হবেনা।

কবি নজরুল 'মোহররম' কবিতায় সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশরাজকে প্রতীক অর্থে 'এজীদ' রূপে আখ্যায়িত করেছেন। বৃটিশরাজ এদেশের মুসলমানদের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করে তাদেরকে পরাভূত করে পারস্পরিক অনৈক্য-হিংসা বিদ্বেষের শিকার করেছে। অথচ ইসলামের নবী (সা.) ইসলামী সাম্য-মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্বের আহবান জানিয়েছেন। মোহররম মুসলমানদের মধ্যে মাযহাবী অনৈক্য সৃষ্টির পরিবর্তে ঐক্যও আত্মত্যাগের আহবান জানায়। কবির ভাষায় :- [৩৬]

এনেছে এজীদী বিদ্বেষ পুন মোহররমের চাঁদ।
এক ধর্ম ও এক জাতি তবু ক্ষুধিত সর্বনেশে।
মুসলিমে মুসলিমে আনিয়াছে বিদ্বেষের বিষাদ,
কাঁদে আসমান জমিন, কাঁদিছে মোহররমের চাঁদ।
এই এজিদের সেনাদল শয়তানের প্ররোচনায়
হাসান হোসেনে গালি দিতে যেত মক্কা ও মদিনায়।
ঐক্য যে ইসলামের লক্ষ্য এরা তাহা দেয় ভেঙে
ফোরাত নদীর কূল যুগেযুগে রক্তে উঠেছে রেঙে
এই ভোগীদের জুলুমে । ইহারা এজিদী মুসলমান,
এরা ইসলামী সাম্যবাদেরে করিয়াছে খান খান।
শোনেনি ইহারা আল্-আরবির সাম্য প্রেমের বাণী
লোভ ও অহঙ্কার ইহাদের করিয়াছে অজ্ঞান,
সাম্য মৈত্রী মানে না, তবু ও এরা যে মুসলমান।
(শেষ সওগাত)

'ঝাকাত' প্রদানের জন্য অনুপ্রেরণা দিয়ে নজরুল গেয়েছেন :- [৩৭]

দে জাকাত, দে জাকাত, তোরা, দে রে জাকাত।
তোর দীল খুলবে পরে, ওরে আগে খুলুক হাত।

Dhaka University Institutional Repository

দেখ পাক কোরআন, শোন নবীজীর ফরমান
ভোগের তরে আসেনি দুনিয়ায় মুসলমান
তোর একার তরে দেননি খোদা দৌলতে খেলাত।।
জাকাতের বদলাতে পাবি বেহেশ্‌তি সওগাত।।

কোরআন ও হাদীছে 'ঝাকাতের' সুস্পষ্ট বিধান রয়েছে, তাই ঝাকাত প্রদানকরা স্বচ্ছল মুসলমানের উপর অপরিহার্য। ধনীর সম্পদে দরিদ্রের ন্যায্য হিস্যা রয়েছে। ঝাকাতের বিনিময়ে রয়েছে জান্নাত।

হজ্জ ও কা'বা শরীফের ঝিয়ারত সম্পর্কে কবি বলেন ঃ [৩৮]

চল্ রে কা'বায় জেয়ারতে, চল নবীজীর দেশ,
দুনিয়াদারীর লেবাস খুলে পরয়ে হাজীর বেশ।
আওকাতে তোর থাকে যদি আরফাতের ময়দান-
চল আরফাতের ময়দান-
এক জামাত হয় সেখানে ভাই নিখিল মুসলমান
মুসলিম গৌরব দেখার যদি থাকে তোর খাহেশ।।

হজ্জের উদ্দেশ্যে 'আরাফাতের প্রান্তরে সমবেত বিশ্বমুসলিমের সমাবেশ বিশ্বমুসলিম ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের নিদর্শন।

ইসলামের মৌলিক বিধান সমূহ ছাড়াও ইসলামী ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি যেমন-সাম্য, মৈত্রী ভ্রাতৃত্ব, ন্যায়বিচার, পরোপকার মানবতাবোধ, আর্তপীড়িতের সেবা, নারীর সামাজিক মর্যাদা ইত্যাদি বিষয়ে অসংখ্য কবিতা রচনা করেছেন কবি নজরুল। অনুরূপভাবে বিভিন্ন ইসলামী মনীষা ও ব্যক্তিত্বের (যেমন- বিবি ফাত্বেমা, হদ্বরত 'উমর, হদ্বরত 'আলী, খালিদ বিন ওয়ালিদ, কামাল পাশা, আনোয়ার পাশা, জগলুল পাশা, আমানুল্লাহ, রীফ সর্দার 'আব্দুল করীম, মহাত্মা মুহসিন, জামালুদ্দীন আফগানী, মোহাম্মদ আলী প্রমুখের বীরত্বপূর্ণ কার্যাবলীর উল্লেখ করতঃ মুসলিমজাতির জন্য অনুপ্রেরণা মুলক বহুকবিতা রচনা করেছেন।

'সাম্যবাদী', কবিতায় কবি নজরুল ইসলামের সাম্যনীতির জয় ধবনি করেছেন, মানুষের মর্যাদা, শ্রেষ্ঠত্ব, ও বৈষম্যহীনতার ঘোষণা করেছেন। জন্মগতভাবে দুনিয়ার সকল মানুষ একসমান; মানুষে মানুষে কোন ভেদাভেদ নাই। অর্থনৈতিক, সামাজিক কিংবা ধর্মীয় দিক দিয়ে মানুষের মধ্যে কোন শ্রেণীবৈষম্য থাকবেনা। ভাষা, বর্ণ, ধর্ম, গোত্র,অঞ্চল,অর্থসম্পদ ইত্যাদির ভিত্তিতে জাতির মধ্যে বিভেদ- প্রাচীর সৃষ্টি করা কাঙ্খিত নয়। كلكم من آدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوى . [سنن أبي داؤد، الأدب، ١١١]
إن أكرمكم عند الله أتقاكم ۰ (القرآن ٤٩ : ١٣) .

পৃথিবীর সকল মানুষ এক আদমের সন্তান এবং আদমের সৃষ্টি মৃত্তিকা থেকে। কোন অনারবের উপর 'আরবের এবং 'আরবের উপর অনারবের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই,

Dhaka University Institutional Repository

একমাত্র তাকুওয়া ব্যতীত। অধিকতম তাকুওয়াধিকারী ব্যক্তিই আল্লাহর দৃষ্টিতে সম্মানিত ব্যক্তি। 'সাম্যবাদী' কবিতায় কবি নজরুল বলেন :-[৩৯]

গাহি সাম্যের গান
যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা ব্যবধান
যেখানে মিশেছে হিন্দু-বৌদ্ধ মুসলিম-ক্রীশ্চান।
*　　　　*　　　　*
তোমাতে রয়েছে সকল কেতাব সকল কালের জ্ঞান,
সকল শাস্ত্র খুঁজে পাবে সখা খুলে দেখ নিজ প্রাণ।
(সাম্যবাদী)

'ঈশ্বর', কবিতায় [৪০] কবি মানুষকে আত্মজ্ঞানের মাধ্যমে আল্লাহর অস্তিত্ব অনুসন্ধানের প্রেরণা দিয়েছেন। ''মান 'আরাফা নাফসাহু, ফাক্বাদ 'আরাফা রাববাহু''। হযরত ইবরাহীম (আ.) আত্মগবেষণার মাধ্যমে আত্মজ্ঞান ও সঠিক উপলব্ধি লাভে সক্ষম হয়েছিলেন। কবির ভাষায় :-

কে তুমি খুঁজিছ জগদীশে ভাই আকাশ পাতাল জুড়ে?
কে তুমি ফিরিছ বনে জঙ্গলে, কে তুমি পাহাড়-চূড়ে ?
সকলের মাঝে প্রকাশ তাঁহার, সকলের মাঝে তিনি।
আমারে দেখিয়া আমার অদেখা জন্মদাতারে চিনি।
(সাম্যবাদী)

'মানুষ' কবিতায় [৪১] কবি মানবজাতির শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করেছেন। ولقد كرمنا بني آدم (القرآن ١٧: ٧٠) মানুষ মহীয়ান গরীয়ান। মানুষেরঅস্তিত্ব না থাকলে পৃথিবীতে যুগে যুগে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ এবং ধর্ম প্রচারক নবী-রাসুলের আগমন ঘটত না। সকলেরই একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল মানুষের কল্যাণসাধন। মানুষ আল্লাহর সৃষ্টির সেরা- 'আশরাফুল মাখলুকাত'।
কবি বলেন :-

গাহি সাম্যের গান
মানুষের চোখে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান।
নাই দেশ-কাল-পাত্রের ভেদ, অভেদ ধর্ম জাতি,
সব দেশে, সবকালে ঘরে ঘরে তিনি মানুষের জ্ঞাতি।
আদম দাউদ ঈসা মূসা ইব্রাহিম মোহাম্মদ
কৃষ্ণ বুদ্ধ নানক কবীর, বিশ্বের সম্পদ।
(সাম্যবাদী)

'নারী'-কবিতায় [৪২] কবি নজরুল পৃথিবীতে নারী ও পুরুষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য-ব্যবধান দূর করার কথা, সমানাধিকার প্রদানের কথা বলেছেন। ইসলামে নারী ও পুরুষ পরস্পরের সম্পূরক ও আভরণ স্বরূপ। ইসলাম নারীজাতিকে পর্যাপ্ত অধিকার, মর্যাদা ও স্বাধীনতা প্রদান করেছে, নজরুল তা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন। কবি বলেন :-

Dhaka University Institutional Repository

সাম্যের গান গাই
আমার চক্ষে পুরুষ রমনী কোনো ভেদাভেদ নাই।
বিশ্বের যা কিছু মহান সৃষ্টি চিরকল্যাণকর
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।
(সাম্যবাদী)

ইসলাম নারীজাতিকে পূর্ণ মর্যাদা, স্বাধীনতা এবং পুরুষের সমান সামাজিক অধিকার প্রদান করেছে। যুগে যুগে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন মহীয়ষী নারী সম্মান ও মর্যাদা অর্জন করেছেন। উম্মুল মোমিনীন হযরত খাদীজা, নবী দুলালী বিবি ফাতিমা, পতিসেবায় আদর্শ স্থাপনকারী রহিমা, বীরাঙ্গনা খাওলা, রাজিয়া সুলতানা, বীরাঙ্গনা চাঁদসুলতানা, জ্ঞানতপস্যায় আত্মনিবেদিত জেবুন্নেসার নাম বিশ্বের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রয়েছে। কবি বলেন :-[৪৩]

গুণে গরিমায় আমাদের নারী আদর্শ দুনিয়ায়।
রূপে লাবন্যে মাধুরী ও শ্রীতে হুরী পরী লাজ পায়।
নর নহে, নারী ইসলাম পরে প্রথম আনে ঈমান,
আম্মা খাদিজা জগতে সর্ব প্রথম মুসলমান,
নবী-নন্দিনী ফাতেমা মোদের সতী নারীদের রাণী,
রহিমার মত মহিমা কাহার, তার সম সতী কেবা,
মোদের খাওয়ালা জগতের আলা বীরত্বে গরিমায়।।
রাজ্যশাসনে রিজিয়ার নাম ইতিহাসে অক্ষয়,
শৌর্যে সাহসে চাঁদ সুলতানা বিশ্বের বিস্ময়।
জেবুন্নেসার তুলনা কোথায় জ্ঞানের তপস্যায়।

'সাম্য কবিতায়' [৪৪] কবি নজরুল বলেছেন-পৃথিবীর সকল মানুষ, জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, ধনী, নির্ধন নির্বিশেষে সবাই এক সমান ; তাদের মধ্যে কোন জাত্যাভিমান নেই। সকলেই একক স্রষ্টা আল্লাহর সৃষ্টি। কবির ভাষায় :-

বন্ধু, এখানে রাজা-প্রজা নাই, নাই দরিদ্র-ধনী,
হেথা পায় নাক কেহ ক্ষুদ ঘাঁটা, কেহ দুধ-সর-ননী,
ঘৃণা জাগে সাদাদের মনে দেখে হেথা কালা-দেহ
হেথা স্রষ্টার ভজনা-আলয়, এই দেহ এই মন।
হেথা মানুষের বেদনায় তার দুঃখের সিংহাসন।
সাড়া দেন তিনি এখানে তাহারে যে নামে যে কেহ ডাকে,
যেমন ডাকিয়া সাড়া পায় শিশু যে নামে ডাকে সে মাকে।
(সাম্যবাদী)

সকল মানুষ এক আদমের সন্তান। জম্মগতভাবে তারা পরস্পর সমান। তাদের মধ্যে কোন বৈষম্য বা ভেদাভেদ নাই। দেশ-স্থান-কাল-পাত্র-বংশ-ধর্ম-বর্ণ-ভাষাভিত্তিক তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। নারী পুরুষ পরস্পর সম্পুরক ও আভরণ স্বরূপ। এদের মধ্যে কোনরূপ শ্রেণী-বৈষম্য থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। বিশ্বের মহান কীর্তির পেছনে

Dhaka University Institutional Repository

নারী পুরুষের অবদান সমান সমান। ইসলাম নারী জাতিকে পর্যাপ্ত অধিকার, মর্যাদা ও স্বাধীনতা প্রদান করেছে। সকল মানুষ জাতি ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে ধনী-নির্ধন আমীর-ফকীর, সাদাকালো, আশরাফ-আতরাফ, নারী-পুরুষ সকলেই সমান, তাদের মধ্যে কোন জাত্যাভিমান নাই। সবাই এক আল্লাহর সৃষ্টি।

'জাতের বজ্জাতি' শীর্ষক কবিতায় কবি নজরুল হিন্দুসমাজের জাতি-ভেদ বৈষম্য রীতির বিরুদ্ধে নিন্দাজ্ঞাপন করেছেন। ব্রাহ্মণ্যবাদের জাত বিচারের হীনমন্যতাকে বিদ্রুপ করে ইসলামের সাম্য নীতির বর্ণনা দান করেছেন। বিশ্বের সমগ্র মানুষ এক আদি পিতা-মাতার বংশধর। জন্মগতভাবে সকলেই এক সমান; কারো মধ্যে জন্মসূত্রে কোন পার্থক্য নেই। কেউ অস্পৃশ্য নয় কিংবা শিশুর খেলনাতুল্য নয়। বিশ্ব স্রষ্টার কোন জাত নেই, তার নিকট সকল মানুষ সমান। শুধুমাত্র কর্মগুণে মান-মর্যাদার ভেদাভেদ নির্ণীত হবে। কবি বলেন :-[৪৫]

জাতের নামে বজ্জাতি সব জাত জালিয়াৎ খেলছে জুয়া,
ছুঁলেই তোর জাত যাবে? জাত ছেলের হাতের নয়ত মোয়া
হুঁকোর জল আর ভাতের হাঁড়ি, ভাবলি এতেই জাতির জান,
তাইত বেকুব, করলি তোরা এক জাতিকে এক শ'-খান
সকল জাতই সৃষ্টি যে তাঁর, এ বিশ্ব মায়ের বিশ্ব-ঘর,
মায়ের ছেলে সবাই সমান, তাঁর কাছে নাই আত্ম পর।
(তোরা) সৃষ্টিকে তাঁর ঘৃণা করে
স্রষ্টায় পুজিস জীবন ভরে,
বলতে পারিস, বিশ্ব-পিতা ভগবানের কোন সে জাত?
কোন ছেলের তার লাগলে ছোঁয়া অশুচি হন জগন্নাথ?
(বিষের বাঁশী)

'সত্য-মন্ত্র' গীতি কবিতায় কবি নজরুল অন্যায় অসত্যের দ্বন্দ্বে সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী, তাই সর্বাবস্থায় সত্য ও ন্যায়কে প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অবিচল থাকার আহবান জানিয়েছেন। আল্লাহর বিধান সর্বাগ্রগণ্য। তিনি সকল রাজার রাজা। সারাবিশ্বের কটাক্ষ সত্ত্বেও তার আদেশই পালন করতে হবে। সত্যের জয় অবধারিত; উহার প্রতিফল অবশ্যই পাওয়া যাবে। কবি বলেন :-[৪৬]

পুঁথির বিধান যাক পুড়ে তোর,
বিধির বিধান সত্য হোক।
খোদার উপর খোদকারী তোর
মানবে না আর সর্বলোক।
লোক-সমাজের শাসক রাজা,
রাজার শাসক মালিক যেই,
বিরাট যাহার সৃষ্টি এই,
তার শাসনকে অগ্রে মান্
তার বড় আর শাস্ত্র নেই, সত্য নেই।
সেই খোদা খোদ্ সহায় তোর

Dhaka University Institutional Repository

ভয় কি? নিখিল মন্দ কক্।।
বিধির বিধান সত্য হোক।
সত্যের জয় হবেই হবে,
আজ নয় কাল মিলবে ফল।
(বিষের বাঁশী)

ইসলামী ঐতিহ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে কবি নজরুল বলেন :-[৪৭]

এ তরীর কান্ডারী আহমদ, পাক্তা সব মাঝিওমাল্লা,
মাঝিদের মুখে সারিগান, শোন ঐ লা'শরীক আল্লাহ
আবুবকর, উমর খাত্তাব, আর ওসমান, আলী হাইদর,
দাঁড়ী এ সোনার তরণীর, পাপী সব নাই নাই আর ভয়
(খেয়াপারের তরণী ও জুলফিকার)

ইসলাম ধর্মকে একটি নৌকারূপে কল্পনা করেছেন। উহার কান্ডারী বা দিকপাল হচ্ছেন মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা.) এবং দাঁড়ীগণ হচ্ছেন --- চার খলীফা আবুবকর, 'উমর, 'উছমান ও আলী (রা.)। নৌকার মাঝিদের মধ্যে একত্ববাদের লা-শরীক আল্লাহর বাণী। অতএব এ তরীতে আরোহনকারী অর্থাৎ রাসূলের আদর্শের অনুসরণকারীদের কোন ভয়ভীতি নেই; তারাই পরিণামে সফলকাম ও সৌভাগ্যমন্ডিত হবে।
অনুরূপ আরেকটি কবিতা :-[৪৮]

আন্ নয়া দীনী ফরমান,
দরাজ দিলের দৃপ্তগান,
আন্ মহিমা হজরতের
শক্তি আন্ শেরে খোদার,
কোরবানী আন্ কারবালার
আন রহম মা ফাতেমার।
আন্ উমরের শৌর্যবল,
সিদ্দিকের আন্ সাচ্চামন,
হাসান হোসেনের সে ত্যাগ
শহীদের মৃত্যু পণ।
খোদার হবিব শেষ নবী,
তুই হবি নবীর হবিব।
(জুলফিকার)

দীন ইসলামকে নব-উদ্যমে সু-প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কবি মুসলিম তরুণদের প্রতি উদাত্ত আহবান জানিয়েছেন। মহানবীর গৌরব ও মহিমা, বিবি ফাতেমার ন্যায় করুণা, আবু বকর সিদ্দিকের ন্যায় সত্যবাদী প্রাণ, 'উমরের ন্যায় নির্ভীক সত্যাশ্রয়ী, 'আলীর ন্যায় দৈহিক ও মানসিক শক্তির অধিকারী, ইমাম হাসান ও হোসাইনের আত্মত্যাগ এবং কারবালার আত্মত্যাগী শহীদানের শাহাদত ও ত্যাগের মন্ত্রে অনুপ্রাণিত হয়ে ইসলামের প্রাচীন ঐতিহ্যকে ফিরিয়ে আনতে সচেষ্ট হতে মুসলিম

Dhaka University Institutional Repository

জাতিকে আহবান জানিয়েছেন, যাতে আল্লাহর বন্ধু মুহাম্মদ এর বন্ধুত্ব লাভে সক্ষম হয়।

মুসলমান জাতি অতীতে বিভিন্ন দেশের শাসন ক্ষমতার অধিকারী ছিল। কালচক্রে তারা সেই শাসন ক্ষমতাচ্যুত হয়ে সহায় সম্বলহীন হয়ে পড়ে। নিজেদের পূর্বপুরুষদের ঐতিহ্য স্মরণ করে আল্লাহর নিকট আহাজারী করতে থাকে।
কবি বলেন :-[৪৯]

কোথায় তখ্‌ত তাউস, কোথায় সে বাদশাহী,
কাঁদিয়া জানায় মুসলিম ফরিয়াদ য়্যা এলাহী।
কোথায় সে বীর খালেদ, কোথায় তারেক মূসা,
নাহি সে হজরত আলী, জুলফিকার নাহি।।
নাহি সে উমর-খাত্তাব, নাহি সে ইসলামী জোশ,
করিল জয় যে দুনিয়া, আজ নাহি সে সিপাহী।
কোথায় সে তেজ ইমান, কোথায় সে শান-শওকত,
তকদীরে নাই সে মাহতাব, আছে পড়ে শুধু সিয়াহি ।।

(জুলফিকার)

ইসলামের প্রাথমিক যুগের বীরপুরুষ, যাদের মহানত্যাগের ফলে ইসলাম বিস্তৃত ও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেসব মনীষী হজরত 'উমর ফারুক, 'আলী হায়দার, খালিদ বিন ওলীদ, তারেক ও মূসার ন্যায় বীর পুরুষ সাহসী মুসলমান আজ নেই। তাদের ন্যায় ঈমানের তেজোদ্দীপ্ত মুসলমান হতে পারলে ইসলামের লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার ও পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা আজো সম্ভব। অতীতের মুসলিম বীরপুরুষগণ ঈমানের অদম্য মনোবলে বলীয়ান হয়ে সারা পৃথিবী জয় করেছেন। 'আল্লাহু আকবার' তকবীর ধ্বনির সাহায্যে কুফর ও শিরকে পরিপূর্ণ বিশ্বকে পরিবর্তন করে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠিত করেছেন, কিন্তু বর্তমানে মুসলমানদের মধ্যে ঈমানের সে তেজ নাই। ইসলামের প্রাথমিক যুগের মুসলমান যেমন- আবুবকর সিদ্দীক, 'উমর ফারুক এর আত্মত্যাগ, 'আলী এবং বেলাল (রা.) এর শৌর্যবীর্য বর্তমানের মুসলমানদের মধ্যে তিরোহিত। একথারই প্রতিধ্বনি করেছেন অন্যত্র :-[৫০]

জাগে না সে জোশ লয়ে আর মুসলমান।
করিল জয় যে তেজ লয়ে দুনিয়া জাহান।।
যাহার তকবীর ধ্বনি
তকদীর বদলালো দুনিয়ার,
না-ফরমানীর জামানায়
আনিল ফরমান খোদার,
নাহি সাচ্চাই সিদ্দিকের,
উমরের নাহি সে ত্যাগ আর,
নাহি সে বেলালের ঈমান,
নাহি আলীর জুলফিক্কার,
নাহি আর সে জেহাদ লাগি' বীর শহীদান।।

(জুলফিকার)

Dhaka University Institutional Repository

ঐতিহ্যবিচ্যুত মুসলমানজাতির অধঃপতিত অবস্থা দেখে কবি ব্যথিতচিত্তে অনুশোচনা করে বলেন :- [৫১]

আল্লাহতে যার পূর্ণ ঈমান, কোথা সে মুসলমান
আরিফ, অভেদ যাহার জীবনে মৃত্যুজ্ঞান ।।
যাঁর মুখে শুনি' তৌহীদের কালাম
ভয়ে মৃত্যুও করিত সালাম;
আজাদ করিতে এসেছিল যারা সাথে ল'য়ে কোরআন।

'ভুবন জয়ী মুসলমান' কবিতায় কবি বলেন :-[৫২]

ভুবনজয়ী তোরা কি হায়, সেই মুসলমান,
খোদার রাহে আনলে যারা দুনিয়া না-ফরমান।।
এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকাতে যাহাদের তকবীর
হুকারিল, উড়ল যাদের বিজয় নিশান।।
যাদের নাঙ্গা তলোয়ারের শক্তিতে সেদিন
পারস্য আর রোম রাজত্ব হইল খান খান।।
শুকনো রুটি খোর্ম্মা খেয়ে যাদের খলিফা
হেলায় শাসন করিল রে, অর্ধেক জাহান।।
সিংহ-শাবক ভুলে আছিস শৃগালের দলে,
দুনিয়া আবার পায়ে কি তোর হবে কম্পমান।।
(গুল বাগিচা)

অনুরূপ আরেকটি কবিতায় :-[৫৩]

ধর্মের পথে শহীদ যাহারা আমরা সেই সে জাতি,
সাম্য মৈত্রী এনেছি আমরা বিশ্বে করেছি জ্ঞাতি
উচ্চ-নীচের ভেদ ভাঙি দিল সবারে বক্ষপাতি'।
কেবল মুসলমানের লাগিয়া আসেনি'ক ইসলাম
সত্যে যে চায়, আল্লায় মানে, মুসলিম তা'রি নাম।
আমির-ফকিরে ভেদাভেদ, সবে ভাইসব একসাথী
নারীরে প্রথম দিয়াছি মুক্তি নরসম অধিকার
মানুষের গড়া প্রাচীর ভাঙ্গিয়া করিয়াছি একাকার।
(বুলবুল-২খ)

আল্লাহর উপর অগাধ বিশ্বাসস্থাপনকারী, তাঁর বিধিবিধানে সম্যকজ্ঞানের অধিকারী, একত্ববাদের বলে বলীয়ান মুসলমান, যাদের নিকট মৃত্যু ছিল নিতান্ত তুচ্ছ, যাদের শাহাদতের উদগ্র বাসনা পার্থিব কোন বন্ধন রুখতে পারতোনা। এক আল্লাহ ব্যতীত কোন শক্তিকে তারা পরোয়া করতোনা, যারা জীবন-বিধান মহাগ্রন্থ আল্-কোরআনকে অবলম্বন করে বিশ্বমানবতাকে মুক্তির পথ দেখিয়েছিল, আজ সেই ঐতিহ্যের অধিকারী মুসলমানরা কোথায়? কেন তাদের এই অধঃপতিত অবস্থা? অতীতে মুসলমানগণ ঈমানেরবলে বলীয়ান হয়ে এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকায় অভিযান করে, ইসলামের ঝান্ডা

Dhaka University Institutional Repository

সমুন্নত করেছিলেন। রোম ও পারশ্য পরাশক্তিদ্বয়কে ইসলামের অধীনে এনেছিলেন। দ্বিতীয় খলীফা হদ্বরত 'উমর ফারুক অর্দ্ধ পৃথিবীর শাসক হয়েও অতি সাধারণ জীবনযাপন করতেন, তাঁর ভয়ে বিশ্ব– সাম্রাজ্যের অধিপতিগণ সন্ত্রস্থ থাকতেন। মুসলমানদের পূর্বপুরুষগণ আশরাফ আতরাফ জাত্যাভিমানকে চূর্ণ করে বিশ্বমানবসমাজে সামাজিক সাম্য ও মৈত্রী স্থাপন করেছিলেন। ইসলাম বিশ্বজনীন ধর্ম, কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের ধর্ম নয়। ইসলামই সর্বপ্রথম নারীজাতির স্বাধীনতা ও সমানাধিকার প্রদান করেছে।

ইসলামের সোনালীযুগে মুসলমানগণ আল্-কুরআনকে অবলম্বনকরে দিগ্বিজয়ী হয়েছিলেন। শাহাদত ও আত্মত্যাগের স্পৃহা নিয়ে দ্বীনের প্রচার করে গেছেন। অর্দ্ধেক পৃথিবীর শাসন ক্ষমতাধিকারী হয়েও খলীফা 'উমর অনাড়ম্বর জীবন যাপন করেছেন। সেই সব মনীষীদের উত্তরসুরী হয়ে আজিকার মুসলমানগণ ঐতিহ্য বিচ্যুতহয়ে অলসতায় নিমজ্জিত হয়েছে। আল্লার বিধি বিধান পালন করা পরিত্যাগ করেছে। একথাই অনুরণিত হয়েছে নজরুলের নিম্নোক্ত কাব্যে :- [৫৪]

বাজিছে দামামা, বাঁধ রে আমামা
        শির উঁচু করি মুসলমান
দাওত এসেছে নয়া জামানায়
        ভাঙা কিল্লায় উড়ে নিশান
মুখেতে কলমা, হাতে তলোয়ার
বুকে ইসলামী জোশ দূর্বার,
হৃদয়ে, লইয়া এশ্‌ক আল্লার
        চল আগে চল বাজে বিষাণ।
ভয় নাই তোর গলায় তাবিজ
        বাঁধা যে রে তোর পাক কোরান।।
ভিখারীর সাজে খলিফা যাদের
        শাসন করিল আধাজাহান
তারা আজ পড়ে ঘুমায় বেহুঁস
        বাহিরে বহিছে ঝড় তুফান
                (গুল বাগিচা)

অধঃপতিত, লাঞ্ছিত, নিপীড়িত পরাধীন মুসলমানজাতিকে পুনরায় ঈমানেরবলে বলীয়ান হয়ে দীন ইসলামকে বিজয়ীর ভূমিকায় সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট হবার আহবান জানিয়েছেন নিম্নোক্ত কবিতায়। এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা তথা সমগ্রবিশ্বে ইসলামী রেঁনেসার জোয়ার বইতে শুরু করেছে, এদেশের মুসলমান তথা বিশ্বমুসলিমকে ইসলামী আন্দোলনে শরীক হয়ে অতীত গৌরব ও ঐতিহ্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করার আহবান জানিয়ে বলেন :-[৫৫]

দিকে দিকে পুনঃ জ্বলিয়া উঠেছে দীন-ই- ইসলামী লাল মশাল,
ওরে বে-খবর, তুই ও ওঠ জেগে, তুই ও তোর প্রাণ-প্রদীপ জ্বাল্ ।
গাজী মুস্তাফা কামালের সাথে জেগেছে তুর্কি সুখ-তাজ,

Dhaka University Institutional Repository

রেজা পহলবী সাথে জাগিয়াছে বিরান মুলুক ইরান ও আজ,
গোলামী বিসরি জেগেছে মিসরী, জগলুল সাথে প্রাণমাতাল
ভুলি গ্লানি লাজ জেগেছে, হেজাজ নেজদ আরবে ইবনে সউদ,
আমানুল্লার পরশে জেগেছে কাবুলে নবীন আলমাহমুদ।
মরা মরক্কো বাঁচাইয়া আজ বন্দী করিম রীফ-কামাল।।
জাগে ফয়সল ইরাক আজমে, জাগে নব হারুন আল-রশীদ।
জাগে বয়তুল মোকাদ্দাসরে, জাগে শাম দেখ টুটিয়া নিদ।
জাগে না কো শুধু হিন্দের দশ কোটি মুসলিম বে-খেয়াল।।
মোরা আসহাব কাহাফের মত হাজারো বছর শুধু ঘুমাই,
আমাদের কেহ ছিল বাদশাহ কোনকালে, তারি করি বড়াই,
জাগি যদি মোরা, দুনিয়া আবার কাঁপিবে চরণে টালমাটাল

(জুলফিকার)

তুরস্ক, ইরান, মিস্বর, সৌদী আরব, আফগানিস্থান মরক্কো, ইরাক, বায়তুল মোকাদ্দাস, সিরিয়া প্রতিটি মুসলিম দেশে আত্ম-নিয়ন্ত্রনাধিকারের সংগ্রাম চলছে; শুধুমাত্র এই ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলমানরা ঔপনিবেশিক বৃটিশশাসনের অধীনতা থেকে মুক্তির জন্য আস্বহাবে কাহাফের ন্যায় গভীর নিদ্রা তথা অলসতায় নিমগ্ন না থেকে নিজেদের ভাগ্য গড়ার জন্য সচেষ্ট হতে আহবান জানিয়েছেন। ইসলামের শত্রুরা ইসলামকে ধবংস করার জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে প্রয়াস চালাচ্ছে। ইসলামের কৃষ্টি কালচার রক্ষাকল্পে আত্মত্যাগের আহবান জানিয়েছেন কবি নজরুল। অসচেতন নিদ্রিত জাতিকে সক্রিয় হবার আহবান জানিয়েছেন 'রণভেরী' কবিতায় :-[৩৬]

ঐ মহাসিন্ধুর পার হতে ঘন রণভেরী শোনা যায়
ঐ ইসলাম ডুবে যায়!
যত শয়তান
সারা ময়দান
জুড়ি' খুন তার পিয়ে হুঙ্কার দিয়ে জয়-গান শোন্ গায়।
কর কোরবান আজ তোর জান্ দিল্ আল্লার নামে ভাই।
* * * * * * * * *
তবে বাজহ দামামা, বাঁধহ আমামা, হাতিয়ার পাঞ্জায়।
মোরা সত্য ন্যায়ের সৈনিক, খুন গৈরিক বাস গায়।
ঝুটা দৈত্যের
নাশি' সত্যেরে,
দিবি জয়টীকা তোরা, ভয় নাই ওরে ভয় নাই হত্যায়।

মোরা খুন-জোশী বীর, কঞ্জুশী লেখা আমাদের খুনে নাই।
দিয়ে সত্য ও ন্যায়ে বাদশাহী, মোরা জালিমের খুন খাই।
মোরা সৈনিক, মোরা শহীদান বীর বাচ্চা,
মরি জালিমের দাঙ্গায়
মোরা অসি বুকে বরি' হাসি মুখে মরি, জয় স্বাধীনতা গাই।

(অগ্নিবীণা)

Dhaka University Institutional Repository

কবি নজরুল এ কবিতায় ইসলামী জীবনদর্শনের পুনর্রূপায়নের চেষ্টা করেছেন। ইসলামের ইতিহাস শৌর্য-বীর্যের, ঔদার্য ও মহত্ত্বের ইতিহাস, (হীনমন্যতা,ভীরুতা, কাপুরুষতা ও দাসত্বের ইতিহাস নয়)। মুসলিমজাতি স্বাধীনতাপ্রিয়, সত্যপ্রিয় এবং আত্মত্যাগকারী নির্ভীকজাতি, তা তিনি তেজোদ্দীপ্ত ভাষায় প্রকাশ করেছেন। তার এই উদ্দীপনাময়ী কবিতার দ্বারা স্বজাতি বাঙ্গালী মুসলমানকে উদ্বুদ্ধ করেছেন।

'সুবহ্- উম্মীদ' (আশার প্রভাত) শীর্ষক কবিতায়- নিপীড়িত, নির্যাতিত, অধঃপতিত, নিরাশার পঙ্কিলে নিমজ্জিত মুসলমানজাতিকে আশারবাণী শুনিয়েছেন। তাদেরকে পুনরুত্থানের সুপ্রভাত উদয়ের বার্তাপ্রদান করেছেন কবির ভাষায় :-[৫৭]

সর্বনাশের পরে, পৌষ মাস
এল কি আবার ইসলামের ?
হিজরত করে হজরত কি রে
এল এ মেদিনী-মদীনা ফের?
নতুন করিয়া হিজরী গণনা
হবে কি আবার মুসলিমের ?
বদর-বিজয়ী বদরুদ্দোজা
ঘুচাল কি' অমা রৌশনীতে ?
সিজদা করিল নিজ্‌দ হেজাজ
আবার 'কাবা'র মসজিদে।
আরবে করিল 'দারুল হার-ব'
ধ্বসে পড়ে বুঝি 'কাবা'র ছাদ
'দীন দীন' রবে শমশের হাতে
ছুটে শের-নর 'ইবনে সাদ'।
বোবিল ওহুদ, ''আল্লা আহাদ''।
ফুকারে তূর্য তুর পাহাড়।
মন্ত্রে বিশ্ব রন্ধ্রে রন্ধ্রে
মন্ত্র আল্লাহু আকবার।
জাগিয়া শুনিনু প্রভাতী আজান
দিতেছে নবীন মোয়াজ্জিন।
মনে হ'ল এল ভক্ত বেলাল
রক্ত এ দিনে জাগাতে দীন।
বিরান মুলুক ইরান ও সহসা
জাগিয়াছে দেখি ত্যজিয়া নিঁদ।
মরা মরক্কো মরিয়া হইয়া
মাতিয়াছে করি মরণ-পণ।
স্তম্ভিত হয়ে হেরিছে বিশ্ব
আজও মুসলিম ভোলেনি রণ!
ফেরাউন আজও মরেনি ডুবিয়া?
দেরী নাই তার, ডুবিবে কাল।
জালিম রাজার প্রাসাদে প্রাসাদে

Dhaka University Institutional Repository

জ্বলেছে খোদার লাল মশাল।
জাগিল আরব ইরান তুরান
মরক্কো আফগান মেসের।-
সর্বনাশের পরে পৌষমাস
এলো কি আবার ইসলামের?
এয় খোদা! এই জাগরণ রোলে
এ-মেষের দেশও জাগাও ফের।
(জিঞ্জীর)

এই কবিতাটি মুসলিমজাগরনের প্রেরণায় লিখিত। বিংশশতাব্দীর প্রথমার্ধে মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশসমূহের সংগ্রাম নজরুলকে উদ্দীপ্ত করে। রাসূলে করীমের হিজরতের ফলে মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন হয়, ইসলাম আত্মশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। হিজরী নববর্ষের আগমন নবীজীর ঐতিহাসিক হিজরতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ইসলামের প্রথম বিজয় বদরের যুদ্ধ। মক্কা বিজয়ের ফলে হিজাঝ, নজ্‌দ তথা সমগ্র আরব-উপদ্বীপ ইসলামের ছায়াতলে আগমন করেন। আরব, তুরস্ক, ইরান, তুরান, আফগানিস্থান, মিস্বর, মরক্কো, সূদান প্রভৃতি দেশের মুসলমানরা স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য তৎপর হয়ে উঠেছে। এ উপমহাদেশের নির্জীব মুসলমানরাও আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সক্রিয় হয়ে উঠুক- ইহাই কবির আন্তরিক কামনা এবং সর্বশক্তিমানের নিকট প্রার্থনা।কবিতাটিতে রাসূলে করীমকে জাগরণের প্রতীক রূপে, বৈপ্লবিক সত্তারূপে কল্পনা করেছেন কবি। ইসলামের মূলমন্ত্র তাওহীদ 'আল্লাহ্ আহাদ' উহুদ প্রান্তরে ঘোষিত হয়েছিল।

'শাত্-ইল্ আরব' শীর্ষক কবিতা [৫৮] প্রাচীন আরব, ইরাক মিস্বর, কেনান, গ্রীস ও তুরস্ক প্রভৃতি দেশের মুসলিম বীরদের স্মৃতি বিজড়িত। আরব বীরদের শৌর্যবীর্যের বর্ণনাদান করে বাঙ্গালী মুসলিম তরুণ সমাজকে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য অনুপ্রেরণা দান করেছেন কবি। সাম্রাজ্যবাদীদের শোষণের শিকার আরবভূমির সঙ্গে এ দেশীয় বাঙ্গালী মুসলমানদের একাত্মতা ঘোষণা করেছেন।

শাতিল আরব ! শাতিল আরব !! পূত যুগে যুগে তোমার তীর।
শহীদের লোহু, দিলীরের খুন, ঢেলেছে যেখানে আরব-বীর।
যুঝেছে এখানে তুর্ক-সেনানী,
য়ুনানী মিস্‌রী আরবী কেনানী,
লুটেছে এখানে মুক্ত আজাদ বেদুইনদের চাঙ্গা-শির।
নাঙ্গা-শির
'কুত-আমারা'র রক্তে ভরিয়া
দজ্‌লা এনেছে লোহুর দরিয়া।
উগারি সে খুন তোমাতে দজলা নাচে ভৈরব 'মস্তানী'র
এস্তা-নীর।
বহায়ে তোমার লোহিত বন্যা
ইরাক্ আজমে করেছ ধন্যা।

Dhaka University Institutional Repository

বীরপ্রসু দেশ হল বরেণ্যা মরিয়া মরণ মর্দমীর।

মর্দবীর

সাহারায় এঁরা ধুঁকে মরে তবু পরে না শিকল পদ্ধতির।

'জুলফিকার' আর 'হায়দরী' হাঁক হেথা আজো হজরত আলীর

জিন্দা রেখেছে তোমার তীর।

খঞ্জরে ঝরে খর্জুর সম হেথা লাখো দেশ-ভক্ত-শির!

ইরাক-বহিনী এ যে গো কাহিনী,

কে জানিত কবে বঙ্গ-বাহিনী

তোমার ও দুঃখে জননী আমার! বলিয়া ফেলিবে তপ্তনীর।

রক্ত ক্ষীর-

পরাধীনা! একই ব্যথায় ব্যথিত ঢালিল দুফোটা ভক্ত বীর

শহীদের দেশ! বিদায়! বিদায়। এ অভাগা আজ নোয়ায় শির।

(অগ্নিবীণা)

'খেয়াপারের তরণী' কবিতায় কবি নজরুল অন্যায়-অসত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামীদের সম্মুখে বিভিন্ন প্রতিকুল পরিস্থিতি দেখা দিলেও হৃত-মনোবল না হয়ে ন্যায়, সত্য ও সুন্দরের প্রতিষ্ঠায় অবিরাম সংগ্রাম চালিয়ে যাবার জন্য আহবান জানিয়েছেন। কবি দীন ইসলামকে একটি তরীরূপে এবং চার খোলাফায়ে রাশেদীনকে ঐ তরীর মাঝি-মাল্লারূপে কল্পনা করেছেন। সত্য ও ন্যায়ের তরী নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছাতে সক্ষম হবে। এক আল্লায় বিশ্বাসী এবং রাসূল মোহাম্মদ(স)যাদের দিশারী, তাদের কোন ভয় শঙ্কা নেই। কবি বলেন :-[৫৯]

লঙ্ঘি এ সিন্ধুরে প্রলয়ের নৃত্যে

ওগো কার তরী ধায় নির্ভীক চিত্তে-

অবহেলি' জলধির ভৈরব গর্জন

প্রলয়ের ডঙ্কার ওঙ্কার তর্জন ।

পূণ্য পথের এ যে যাত্রীরা নিষ্পাপ,

ধর্মেরি বর্মে সু-রক্ষিত দিল-সাফ!

নহে এরা শঙ্কিত বজ্র-নিপাতেও

কান্ডারী আহমদ, তরী ভরা পাথেয়।

আবুবকর, উসমান, উমর, আলী হায়দর

দাঁড়ী যে এ তরণীর, নাই ওরে নাই ডর!

কান্ডারী এ তরীর পাকা মাঝি মাল্লা,

দাঁড়ী-মুখে সারি গান লা শরীক আল্লাহ !

(অগ্নিবীণা)

'নতুচাঁদ' কবিতায় কবি ঈদুল ফিত্বর এর নতুন চাঁদকে আনন্দ ও অনুপ্রেরনার প্রতীক, সাম্য-মৈত্রী-ভ্রাতৃত্বের প্রতীকরূপে বর্ণনা করেছেন। ঈদে ধনী-গরীব, ছোট-বড়, উচ্চ- নীচ, আশরাফ, আতরাফ সকলের মধ্যে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়। সকলেই এক আল্লাহর সৃষ্টি, চন্দ্র- সূর্য, আলো , বায়ু, বৃষ্টি, মাঠভরা ফসল সবকিছুই সকলের জন্য

Dhaka University Institutional Repository

সমান। নতুন চাঁদ সত্যাগ্রহী নির্ভীক যুবকেদের মনে নব প্রেরণা সঞ্চার করে। কবি বলেন :-[৬০]

সাম্যের রাহে আল্লাহের
মুয়াজ্জিনেরা ডাকিবে ফের
পরমোৎসব হবে সেদিন ময়দানে
সাত আসমান দোলখাবে জয় গানে
এক আল্লাহর জয়গানে
মহা মিলনের জয় গানে
''শান্তি'' ''শান্তি'' জয়গানে।
একঘরে হেথা দশ প্রাচীর।
হিংসা ক্লৈব্য বদ্ধ নীড়
ভেঙে যাবে মন রেঙে যাবে এক রঙে।
চাঁদ আসিছে রে, নতুন চাঁদ
বাঁধিবে সকলে একসাথে গলে গলে
রবে না ধর্ম জাতির ভেদ
রবে না আত্ম কলহ ক্লেদ।
আলো ও বৃষ্টি তাঁহার দান
সব ঘরে ঝরে এক সমান।
সকলের মাঠে শস্য দেয় ফুল ফোটায়
সকল মানুষ তাঁর ক্ষমা করুণা পায়।
এক স্রষ্টা সব-কিছুর সব জাতির।
আসিছে তাহারি চন্দ্রালোক এক বাতির।

(নতুনচাঁদ)

পৃথিবীর সকল মানুষ এক আল্লার সৃষ্টি। তাঁর আকাশ, জমীন, চন্দ্র, সূর্য, আলো, বাতাস, বৃষ্টি সকলের প্রতি সমানভাবে উম্মুক্ত দান। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্রের পার্থক্য তাঁর নিকট নেই। নীল শামিয়ানার তলে আল্লার সৃষ্টি মানুষের মধ্যে কোন জাতিভেদ বৈষম্য নেই। সকলেই এক সমান। সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে কিছুই নাই।

'ঈদের চাঁদ' কবিতায় নির্যাতিত নিপীড়িত, আর্ত মানবতার সেবায় নিজেদেরকে উৎসর্গ করার আহবান জানায় ঈদ। ভাগ্যাহত, দরিদ্র জনতাকে যাকাত দ্বারা আর্থিক সহায়তা প্রদানের আহবান জানায় ঈদ। ঈদের বাঁকাচাঁদ যেন মহাবীর খালিদের তরবারী-সদৃশ, যার হুঙ্কারে বিশ্বের অত্যাচারীরা সন্ত্রস্ত, তটস্থ। ঈদের চাঁদ এসেছে ধনী-গরীব, আমীর, ফকীর, ছোট বড়, সাদাকালো সবার মধ্যে সাম্য ও মৈত্রী প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে। কবি বলেন :-[৬১]

মৃত্যু মোদের অগ্রনায়ক, এসেছে নতুন ঈদ,
ফিরদৌসের দরজা খুলিব আমরা হয়ে শহীদ।
নির্যাতিতের জাতি নাই, জানি মোরা মজলুম ভাই

Dhaka University Institutional Repository

জুলুমের জিন্দানে জনগণে আজাদ করিতে চাই।
এক আল্লার সৃষ্ট সবাই, এক সেই বিচারক,
তার সে লীলার বিচার করিবে কোন ধার্মিক বক ?
ঈদ আসিয়াছে, জাকাত আদায় করিব তাদের কাছে
এসেছি ডাকাত জাকাত লইতে, পেয়েছি তাঁর হুকুম,
কেন মোরা ক্ষুধা-তৃষ্ণায় মরিব, সহিব এই জুলুম ?
এসেছে ঈদের চাঁদ বরাভয় দিতে আমাদের তরে,
সাত আসমান বিদারী আসিছে তাঁহার পূর্ণ ক্রোধ,
জালিমে মারি, করিবেন মজলুমের প্রাপ্য শোধ।
(নতুন চাঁদ)

'শহীদী ঈদ' কবিতায় কবি সমগ্র মুসলিমবিশ্বে ইসলামী জাগরণের কথা বর্ণনা করে তার স্বজাতি স্বদেশবাসীকে নিজেদের ঐতিহ্য পুনঃ প্রতিষ্ঠা করনে অনুপ্রাণিত করেছেন :- [৬২]

শহীদী ঈদগাহে দেখ আজি জমায়েত ভারী
হবে দুনিয়াতে আবার ইসলামী ফরমান জারী।
তুরান ইরান হেজাজ মেসের হিন্দ মরক্কো ইরাক
হাতে হাত মিলিয়ে আজদাঁড়ায়েছে সারিসারি।।
(জুলফিকার)

'শহীদি ঈদ' শীর্ষক অন্য কবিতায় কবি নজরুল 'ঈদুল আদ্বহা' উপলক্ষে পশুকোরবানীর পরিবর্তে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের জন্য আত্মত্যাগের আহবান জানিয়েছেন। ইসলামের মৌলিক শিক্ষা একত্ববাদের অগাধ বিশ্বাস এবং যাবতীয় ধর্ম কর্ম পালনের উপযোগী স্বাধীন পরিবেশ প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করার অনুপ্রেরণা দান করেছেন। সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য এবং অন্যায় অসত্য প্রতিরোধের জন্য আত্মত্যাগী মনোভাব নিয়ে চেষ্টা সাধনা করার আহবান জানিয়েছেন। শুধুমাত্র লোক দেখানো প্রহসন না করার আহবান জানিয়েছেন। কবির ভাষায় :-[৬৩]

শহীদের ঈদ এসেছে আজ
শিরোপরি খুন লোহিত তাজ,
আল্লার রাহে চাহে সে ভিখ;
* * *
চাই কোরবানী, চাইনা দান
রাখিতে ইজ্জত ইসলামের
শির চাই তোর, তোর ছেলের,
* * *
ওরে ফাঁকিবাজ, ফেরেব বাজ,
আপনারে আর দিসনে লাজ,
গরু ঘুষ দিয়ে চাস্ সওয়াব
শুধু আপনারে বাঁচায় যে,
মুসলিম নহে ভন্ড সে।

Dhaka University Institutional Repository

* * *

পশু কোরবানী দিস্ তখন
আজাদ মুক্ত হবি যখন
জুলুম মুক্ত হবে রে দীন।

'কৃষকের ঈদ' [৬৪] কবিতার মর্মার্থ ও একই :-

জীবনে যাদের হররোজ রোজা ক্ষুধায় আসে না নিদ
মুমূর্ষু সেই কৃষকের ঘরে এসেছে কি আজ ঈদ।
কোথা সে শক্তি সিদ্ধ ইমাম, প্রতি পদাঘাতে যার,
আবে জমজম শক্তি উৎস বাহিরায় অনিবার ?
(নতুন চাঁদ)

সমাজে সাম্য, মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য ঈদ আগমন করে। দরিদ্র কৃষক, শ্রমিক, মেহনতী জনতার আর্থিক অস্বচ্ছলতা দূরীকরণে ঈদের অবদান অপরিসীম। সেজন্যে যোগ্য নেতৃত্বের কামনা করেছেন।

'বিশ্বাস ও আশা' কবিতায়-[৬৫] কবি নজরুলের মতে নৈরাশ্যবাদী, অকর্মণ্য ব্যক্তিদের স্থান ইসলামে নেই। ইসলাম আশার ধর্ম, নিরাশার নয়; কর্মের ধর্ম, আলস্য করে শুধুমাত্র ভাগ্যের উপর নির্ভর করে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকলে জীবনে উন্নতি ও সমৃদ্ধি লাভ হবে না। সর্বশক্তিমানের উপর অগাধ আস্থা রেখে নির্ভীকভাবে জীবন সংগ্রামে ব্রতী হওয়ার আহবান জানিয়েছেন কবি নজরুল।

বিশ্বাস আর আশা যার নাই, যেয়ো না তার কাছে
নড়াচড়া করে, তবুও সে মড়া, জ্যান্ত সে মরিয়াছে।
শয়তান তারে শেষ করিয়াছে, ঈমান লয়েছে কেড়ে,
পরান গিয়াছে মৃত্যুপুরীতে ভয়ে তার দেহ ছেড়ে।

* * *

'হয়ত কী হবে' এই ভেবে যারা ঘরে বসে কাঁপে ভয়ে,
জীবনের রণে নিত্য তারাই আছে পরাজিত হয়ে।
এদের যুক্তি অদৃষ্টবাদ বসে বসে ভাবে একা,
'এ মোর নিয়তি, বদলানো নাহি যায় কপালের লেখা'।
পৌরষ এরা মানে না, নিজেরে দেয় শুধু ধিক্কার,
দুর্ভাগ্যের সাথে নাহি লড়ে মেনেছে ইহারা হার।
পূর্ণ হওয়ার সাধনা করো,
দেখিবে তাহারি প্রতাপে বিশ্ব কাঁপিতেছে থরথর।
ইহা আল্লার বাণী যে, মানুষ যাহা চায়, তাহা পায়,
এই মানুষের হাত পা চক্ষু আল্লার হয়ে যায়।
(শেষ সওগাত)

'ভয় করিও না হে মানবাত্মা' কবিতায়[৬৬] কবি নজরুল অন্যায় অসত্যের সংগ্রামে অটল মনোবল নিয়ে সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার আহবান জানিয়েছেন। আল্লাহয় বিশ্বাসী ব্যক্তি বাতিলের নিকট নতি স্বীকার করেনা। সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী। ঈমানদার

Dhaka University Institutional Repository

ব্যক্তি এক আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করেনা। পার্থিব জগতে সর্বপ্রকার দুঃখ কষ্ট, লাঞ্ছনা গঞ্জনার প্রতিদান আল্লার নিকট পাওয়া যাবে। কবি বলেন :-

তখতে তখতে দুনিয়ায় আজি কমবখতের মেলা,
শক্তি-মাতাল দৈত্যেরা সেথা করে মাতলামী খেলা।
জয়ে পরাজয়ে শান্ত রহিব আমরা সবে,
জয়ী যদি হই, এক আল্লার মহিমায় জয় হবে।
লাঞ্ছিত হলে বাঞ্ছিত হব পরলোকে আল্লার,
রণভূমে যদি হত হই, মোরা হব প্রিয় তার।
হয়ত কখনো জয়ী হবে ওরা, হটিব না মোরা তবু
বুঝিব মোদের পরীক্ষা করে মোদের পরম প্রভু।
বিশ্বাস আর ধৈর্য হউক আমাদের চিরসাথী,
নিত্য জ্বলিবে আমাদের পথে সূর্য-চাঁদের বাতি
ভয় নাই, নাহি ভয়
মিথ্যা হইবে ক্ষয়।
সত্য লভিবে জয়।
এক আল্লারে ভয় করি মোরা, কারে ও করিনা ভয়,
মোদের পথের দিশারী এক সে সর্বশক্তিময়।
(শেষ সওগাত)

'ডুবিবেনা আশা-তরী' কবিতায় [৬৭] একই ভাব প্রতিধবনিত হয়েছে। এক আল্লাহর উপর অগাধআস্থাশীল ব্যক্তি বিভিন্ন ঘাত প্রতিঘাতে অটুট ধৈর্য ও মনোবলের সাথে সত্য ও ন্যায়ের পথে অটল-অচল থাকে। কবি বলেন :-

তুমি ভাসাইলে আশাতরী, প্রভু, দুর্দিন ঘন ঝড়ে
তুমি যে তরীর কান্ডারী তার ডুবিবার ভয় নাই,
* * * * * * * * *
এ তরীর কান্ডারী আল্লাহ সর্বশক্তিমান,
বিশ্বাস রাখো তার শক্তিতে এ তাঁহার অভিযান।
মোদের ভরসা একমাত্র সে নিত্য পরম প্রভু,
দুলুক তরণী, আমাদের মন নাহি দোলে যেন কভু।
পূর্ণ ধৈর্য ধারণ করিয়া থির করো প্রাণ মন,
তার সাথে ভাব হয় যার, তার অভাব থাকেনা কোন
তারে যে পেয়েছে, দুনিয়ায় তার কোন চাওয়া পাওয়া নাই।

'একি আল্লার কৃপা নয়' ? কবিতায় আল্লাহর প্রদত্ত অসংখ্য অনুগ্রহ ও দানের বর্ণনা প্রদান করে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ তাঁর বিধানের অনুগত থাকার অনুপ্রেরণা দিয়েছেন কবি। আল্লাহর বাণী :- وان تعدوا نعمة الله لاتحصوها ۔ (القرآن ١٦:١٨) আল্লাহর অগণিত অনুগ্রহ রাজি গণনা করা মানুষের সাধ্যাতীত। অন্য আয়াতে فبأى آلاء ربكما تكذبان . (القرآن ٥٥: ١٣) ۔ কবি নজরুল বলেন :-[৬৮]

একি আল্লার কৃপা নয় ?

Dhaka University Institutional Repository

এ কি তার সাহায্য নয় ?
যেথা ছিল শুধু পরাজয় ভয়, সেখানে পাইলে জয়।
রক্তের স্রোত বহাতে যাহারা এসেছিল এই দেশে,
ধসেছে তাদের টুঁটি টিপে আজ তাঁর অভিশাপ এসে।
আল্লার আশ্রয় চেয়ে আল্লার শক্তিতে আজ
তোমরা পেয়েছ আশ্রয় আর তারা পাইতেছে লাজ।
লোভ আর ভোগ চাহে যারা, নাই তাদের ধর্ম জাতি,
তাহাদের শুধু একনাম আছে, রাক্ষস বলে খ্যাতি।
জুলুম যে করে শক্তি পাইয়া দানব সে, সে অসুর,
আল্লার মার পড়ে তারে করে দুনিয়া হইতে দূর।
সকল জাতির সব মানুষের এক আল্লাহ সেই,
তার সৃষ্টির বিচার করার কারো অধিকার নেই।
আমরা নিত্য চেষ্টা করিব চলিতে তাহারি পথে
করিব না ভয়, আসুক আঘাত শতশত দিক হতে।
তাঁর সৃষ্টিরে ভালোবাসে যারা, তারাই মুসলমান,
মুসলিম সেই, যে মানে এক সে আল্লার ফরমান।
কোন ব্যক্তির করিও না পূজা, এক তার পূজা কর,
রাজনীতি নয় মুক্তির পথ, এক তাঁর পথধর।
আমি বুঝি না কো কোন সে 'ইজম', কোনরূপ রাজনীতি
আমি শুধু জানি, আমি শুধু মানি, এক আল্লার প্রীতি।

বিশ্বের সকল মানুষ এক আল্লার সৃষ্টি, পরস্পর ভাই ভাই। অন্যের উপর নিপীড়ন নির্যাতন চালানোর অধিকার কারো নেই। যে স্বৈরাচারী, স্বেচ্ছাচারী হয়, সে মানুষ নয়, বরং দানব-অসুর। কিন্তু মুসলিম ব্যক্তি আল্লার নির্দেশিত পন্থায় জীবন যাপন করবে অকুতোভয় চিত্তে। তার সমগ্রসৃষ্টিকে ভালবাসবে। একমাত্র একক আল্লাহর বন্দনা করবে; ইসলাম ব্যতীত অন্যকোন ইজম বা মতবাদ কিংবা রাজনৈতিক মতাদর্শের অনুগামী হবে না।

'জয় হোক' কবিতায় কবি নজরুল বলেন- এ পৃথিবীর সকল মানুষ সমান; একে অন্যের উপর কোন নিপীড়ন, নির্যাতন করবে না । পৃথিবীর সকল ঐশ্বর্য-নিয়ামত সমভাবে ভোগ করবে, কেউ কাউকে বঞ্চিত করবে না । ধনবান ব্যক্তিরা গরীব দুঃখীদের মধ্যে সম্পদের ন্যায্য অংশ ঝাকাত বিতরন করবে,

কেউ আল্লাহর এ আদেশ লঙ্ঘন করলে পরকালে জাহান্নামের আগুনে জ্বলবে। অতএব এ পৃথিবীতে আল্লার বিধান জয়ী হোক। সমাজে সাম্য, মৈত্রী, শান্তি সম্প্রীতি বিরাজ করবে, কেউ অধিকার বঞ্চিত হবে না। কবি বলেন :- [৬৯]

জয় হোক, জয় হোক, আল্লার জয় হোক।
শান্তির জয় হোক, সাম্যের জয় হোক।
সত্যের জয় হোক, জয় হোক, জয় হোক।
সর্ব অকল্যাণ পীড়ন অশান্তি
সর্ব অপৌরুষ মিথ্যা ও ভ্রান্তি

Dhaka University Institutional Repository

হোক ক্ষয়, ক্ষয় হোক।
দূর হোক অভাব ব্যাধি শোক-দুঃখ
দৈন্য গ্লানি বিদ্বেষ অহেতুক।
আল্লার দেওয়া পৃথিবীর ধন-ধান্যে
সকলের সম অধিকার;
রবি শশী আলো দেয়, বৃষ্টি ঝরে
সমান সব ঘরে, ইহাই নিয়ম আল্লার।
এক করে সঞ্চিত, বহু হয় বঞ্চিত
জাগো লাঞ্ছিত জনগণ সবে সংঘবদ্ধ হও।
আপনার অধিকার জোর করে কেড়ে লও
নহিলে আল্লার আদেশ না মানিবে,
পরকালে দোজখের অগ্নিতে জ্বলিবে ।

'গোঁড়ামী ধর্ম নয়' কবিতায় কবি নজরুল 'ধর্মের নামে বাড়াবাড়ি, নিপীড়ন-নির্যাতন বাঞ্ছনীয় নয়'- বলেছেন । অন্যধর্মাবলম্বীদের উপর জবরদস্তি, বাড়াবাড়ি সঙ্গত নয়। কবি বলেন :- [৭০]

শুধু গুন্ডামী, ভন্ডামী আর গোড়ামী ধর্ম নয়,
এই গোঁড়াদেরে সর্বশাস্ত্রে শয়তানী চেলা কয়।
এক সে স্রষ্টা সব সৃষ্টির এক সে পরম প্রভু,
একের অধিক স্রষ্টা কোনো সে ধর্ম কহে না কভু।
''উপদেশ শুধু দিবে অজ্ঞানে''-আল্লার সে হুকুম,
নিষেধ কোরানে-বিধর্মী পরে করিতে কোন জুলুম।
জীবনে যে তাঁরে ডাকেনি ক, প্রভু ক্ষুধার অন্ন তার,
কখনো বন্ধ করেননি কেন, কে করে তার বিচার ?
তাঁর সৃষ্টির উদার আকাশ সকলেরে থাকে ঘিরে,
তাঁর বায়ু মসজিদে মন্দিরে সকলের ঘরে ফিরে।
(শেষ সওগাত)

'অভেদম' কবিতায় কবি নজরুল 'সর্বখোদাবাদ' দর্শনের কথা ব্যক্ত করেছেন। সৃষ্টিজগতের সবকিছুতে আল্লার অস্তিত্ব বিরাজমান; সকল বস্তুতে আল্লার সত্তার বহিঃপ্রকাশ। কবি সূফীতত্ত্বের ভিত্তিতে পরম সত্যকে অনুসন্ধান করার আহবান জানিয়েছেন। ইবনুল 'আরবীর 'সর্বখোদাবাদ' ভাব প্রতিফলিত হয়েছে। সব বস্তুতেই আল্লাহর অস্তিত্ব বিরাজমান। আত্মদর্শনই আল্লাহর দর্শন। কবি বলেন :- [৭১]

দেখিয়াছ সেই রূপের কুমারে, গড়িছে যে এই রূপ?
রূপে রূপে হয় রূপায়িত যিনি নিশ্চল নিশ্চুপ।
কেবলই রূপের আবরণে যিনি ঢাকিছেন নিজকায়া,
লুকাতে 'আপন মাধুরী' যে জন কেবলি রচিছে মায়া।
সেই বহুরূপী পরম একাকী এই সৃষ্টির মাঝে,
মোরে 'আমি' ভেবে তারে স্বামী বলি দিবাযামী নামি উঠি।
কভু দেখি- আমি তুমি যে অভেদ, কভু প্রভু বলে ছুটি।
(নতুন চাঁদ)

Dhaka University Institutional Repository

'আর কতদিন' কবিতায় [৭২] সুফীতত্ত্বের তাশবীহী ও তানজীহী ভাব ফুটে উঠেছে।

'তশ্‌বীহি' রূপ এই যদি তাঁর, তন্‌জিহি কিবা হয়;
নামে যার এত মধু ঝরে, তার রূপ কত মধুময়।
দূর গিরি হতে কে ডাকে, ওকি মোর কোহ্-ই-তুরবারী
আমারি মত কি ওরি ডাকে মুসা হল মরু-পথচারী
উহারি পরম রূপ দেখে ঈসা হল নাকি সংসারী,
মদিনা মোহন আহমদ ওরি লাগি কি চির ভিখারী
লাখো আউলিয়া দেউলিয়া হল যাহার কাবার দেউলে
(নতুন চাঁদ)

'নকীব' [৭৩] কবিতায় কবি নজরুল নবজীবনের বার্তাবাহক 'নকীবকে' জড়তা, ক্ষুধা-দারিদ্র, লাঞ্ছনা, গঞ্জনায় জর্জরিত অবহেলিত মুসলিম সমাজের অবস্থা পরিবর্তনের জন্য বাস্তব উদ্যোগ গ্রহণের আহবান জানিয়েছেন। নির্জীব, অসহায়, দূর্বল, মজলুম, বাস্তহারাদেরকে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় হবার অনুপ্রেরণাদানের জন্য নকীবের প্রতি আহবান জানিয়েছেন।

নব জীবনের নব উত্থান- আজান ফুকারি' এস নকীব।
জাগাও জড়। জাগাও জীব !
জাগে দুর্বল, জাগে ক্ষুধা ক্ষীণ,
জাগিছে কৃষাণ ধুলায় মলিন
জাগে গৃহহীন জাগে পরাধীন,
জাগে মজলুম বদ-নসীব !
নব জীবনের নব-উত্থান
আজান ফুকারি এস নকীব।

'কান্ডারী হুশিয়ার' শীর্ষক কবিতায় কবি নজরুল বিভিন্ন ঘাত প্রতিঘাত, বাধাবিপত্তিতে পূর্ণ পৃথিবীতে মুসলমানদের একমাত্র সহায় সর্বশক্তিমান আল্লাহ। তার উপর ভরসা রেখে যাবতীয় প্রতিকুল পরিস্থিতিতে অটলথেকে সম্মুখে ধাবমান হবার আহবান জানিয়েছেন। কবি বলেন :- [৭৪]

দুর্গম গিরি, কান্তার, মরু দুস্তর পারাবার,
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি-নিশীথে, যাত্রীরা হুশিয়ার।
দুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল, ভুলিতেছে মাঝি পথ,
ছিড়িয়াছে পাল, কে ধরিবে হাল, আছে কার হিম্মত ?
কে আছ জোয়ান, হও আগুয়ান হাঁকিছে ভবিষ্যৎ
এ তুফানভারী, দিতে হবে পাড়ি, নিতে হবে তরী পার।।
(সর্বহারা)

'ফরিয়াদ' কবিতায় কবি নজরুল পৃথিবীর অত্যাচারিত নিপীড়িতদের দুঃখ-দুর্দশা, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য ও বিভেদনীতির প্রতি লক্ষ্য করে বিশ্ববিধাতা আল্লাহর

Dhaka University Institutional Repository

নিকট ফরিয়াদ জানিয়েছেন; সামাজিক বৈষম্য হানাহানি বিদূরিত করার প্রার্থনা করেছেন। কবি বলেন :- [৭৫]

এই ধরণীর ধুলি-মাখা তব অসহায় সন্তান
মাগে প্রতিকার, উত্তর দাও আদি পিতা ভগবান।
রবি-শশী তারা প্রভাত-সন্ধ্যা তোমার আদেশ কহে
এই দিবারাতি আকাশ-বাতাস নহে একা কারো নহে।
সু-স্নিগ্ধ মাটি, সুধাসম জল, পাখীর কণ্ঠে গান,
সকলের এতে সম অধিকার, এই তার ফরমান।
    তুমি বল নাই, শুধু শ্বেত দ্বীপে
    জোগাইবে আলো রবি শশী দীপে
সাদা রবে সবাকার টুটি টিপে, এ নহে তব বিধান
সন্তান তব করিতেছে আজ তোমার অসম্মান।
*   *   *
এত অনাচার সয়ে যাও তুমি, তুমি মহা মহীয়ান।
পীড়িত মানব পাবে নাক আর, স'বে না এ অপমান।
(সর্বহারা)

'জীবনে যাহারা বাঁচিল না' শীর্ষক কবিতায় [৭৬] কবি নজরুল লাঞ্ছিত, অধিকার বঞ্চিত, হীনমন্য, অলস, পরাধীন মুসলিমজাতিকে ধিককারদিয়েছেন। যারা, এই পৃথিবীতে সম্মানজনক আত্মপ্রতিষ্ঠালাভ করতে পারলো না, তারা পরকালে অনেককিছু অর্জনের কাল্পনিক স্বপ্ন দেখে, এটা মরীচিকার পেছনে দৌড়ানোর ন্যায়। কবি বলেন :-

জীবন থাকিতে বাঁচিলি না তোরা,
    মৃত্যুর পরে, রবি বেঁচে,
বেহেশতে গিয়ে বাদশাহর হালে
    আছিস দিব্যি মনে এঁটে
এই দুনিয়ার নিয়ামত হতে
    নিজেরে করিল বঞ্চনা
কিয়ামতে তারা ফল পাবে গিয়ে?
    ঝুড়ি ঝুড়ি পাবে হুরপরী
আপনারা সয়ে অপমান, যারা
    করে অপমান মানবতার।
('নির্ঝর' কাব্য)

'সেবক' কবিতায় অন্যায়-অসত্যের বিরুদ্ধে, নিপীড়ন-নির্যাতনের বিরুদ্ধে, স্বৈরাচারী-স্বেচ্ছাচারী জালিমের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রামে আত্মনিবেদিত হয়ে সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার আহবান জানিয়েছেন কবি। কবির ভাষায় :-[৭৭]

সত্যকে হায় হত্যা করে অত্যাচারীর খাঁড়ায়,
নেই কিরে কেউ সত্য সাধক বুকখুলে আজ দাঁড়ায়।
দিন দুনিয়ায় আজ খুনিয়ায় রোজ হাশরের মেলা,
করেছে অসুর হক্-রে না হক, হকতায়ালায় হেলা

Dhaka University Institutional Repository

নেই কি রে কেউ মুক্তি সেবক শহীদ হবে মরে,
চরণ-তলে দলাবে মরণ-ভয়কে হরণ করে।
সত্যমুক্তি স্বাধীন জীবন লক্ষ্য শুধু যাদের।
খোদার রাহায় জান দিতে আজ ডাক পড়েছে তাদের।
(বিষের বাঁশী)

'উদ্বোধন' কবিতায় কবি নজরুল বিশ্ববিধাতা আল্লহর নিকট প্রার্থনা করেছেন- অত্যাচারিত, নিপীড়িত, অধিকারবঞ্চিত জনগণকে শক্তিসামর্থপ্রদানের জন্য, যাতে তারা পৃথিবী থেকে অনাচার-অবিচার বিদূরিত করে সত্য-ন্যায় ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। কবি বলেন :- [৭৮]

বাজাও, প্রভু বাজাও ঘন বাজাও
ভীম বজ্র-বিষাণে দুর্জয় মহা-আহবান তব,
অগ্নি তূর্য কাঁপাক সুর্য
বাজুক রুদ্র তালে ভৈরব
দুর্জয় মহা আহবান তব, বাজাও
বিনাশ জাতির দারুন এ লাজ দাও, তেজদাও মুক্তি গরব
ঘুচাতে ভীরুর নীচতা দৈন্য
প্রের হে তোমার নায়ের সৈনা
শৃঙ্খলিতের টুটাতে বাঁধন আন আঘাত প্রচন্ড আহব
(বিষের বাঁশী)

'বেহেশতে কে যাবি আয়' শীর্ষক কবিতায় কবি নজরুল জান্নাতের ভোগ-বিলাস-পূর্ণ জীবনের বর্ণনা প্রদান করে সেই সৌভাগ্য অর্জনের জন্য সচেষ্ট হতে মুসলিম তরুণদেরকে অনুপ্রেরণাদান করেছেন। কবি বলেন :-[৭৯]

আয় বেহেশতে কে যাবি, আয়
প্রাণের বুলন্দ দরওয়াজায়,
তাজা-ব-তাজায় গাহিয়া গান
চির-তরুণের চির-মেলায়।
আয় বেহেশতে কে যাবি আয়।।
যুবা-যুবতীর সে দেশে ভিড়,
সেথা যেতে নারে বুঢ্‌ঢা পীর
*   *   *
আসিতে পারে না হেথা বে-দিন
মৃত প্রাণ-হীন জরা মলিন।
(জিঞ্জীর)

'ভোরের সানাই' শীর্ষক কবিতায় ঐতিহ্য-বিস্মৃত, অবচেতন নিস্পৃহ মুসলমান জাতিকে ইসলামের ও মুসলমানের অতীত ইতিহাস স্মরণ করিয়ে দিয়ে লুপ্ত গৌরব ও ঐতিহ্য পুণরুদ্ধার করতে এবং স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হবার আহবান জানিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

সারা বিশ্বে ইসলামী রেনেসাঁর জোয়ার সৃষ্টি হয়েছে। আত্মবিস্মৃত মুসলিম জাতিকে নব জাগরণের ডাক দিয়েছেন। কবির ভাষায় :- [৮০]

বাজল কিয়ে ভোরের সানাই   নিদ-মহলার আঁধার পুরে
শুনছি আজান গগন-তলে   অতীত রাতের মিনার চুড়ে।
আজ কি আবার কাবার পথে   ভিড় জমেছে প্রভাত হতে
নামল কি ফের হাজার স্রোতে   'হেরার' জোতি জগৎ জুড়ে
আবার খালেদ তারিক মুসা   আনলকি খুন রঙিন ভূষা।
তীর্থ পথিক দেশ বিদেশের   আরফাতে আজ জুটল কি ফের,
'লা-শরীক আল্লাহ' মন্ত্রের   নামল কি বান পাহাড় 'তুরে'।
আজকে রওশন জমীন-আসমান, নওজোয়ানীর সুরখ নূরে।।
(সন্ধ্যা কাবা)

মুসলিম জাতির ঐতিহ্য সম্পর্কে বলছেন - [৮১]

চীন আরব হিন্দুস্থান নিখিল ধরাধাম
জানে আমায়, চেনে আমায়, মুসলিম আমার নাম।
অন্ধকারে, আজান দিয়ে ভাঙলো ঘুমঘোর,
আলোর, অধিক চাঁদ এনেছি, রাত করেছি ভোর;
এক সমান করেছি ভেঙে উচ্চ- নীচ তামাম।
বয়েছি আফ্রিকা ইউরোপে আমারই তাঞ্জাম।।

সমগ্র বিশ্বজগত মুসলমানের স্বদেশ ভূমি; মুসলমান ভূখন্ডগত আঞ্চলিকতায় বিশ্বাস করেনা। শ্রেণীভেদ বৈষম্যকে ইসলাম উচ্ছেদ করে সাম্য স্থাপনকরেছে।

ইয়া আল্লাহ, তুমি রক্ষা করো দুনিয়া ও দ্বীন । [৮২]
শান শওকতে হউক পূর্ণ আবার নিখিল মুসলেমীন।
খোদা, মুষ্টিমেয় আরববাসী যে ঈমানের জোরে,
নামের ডঙ্কা বাজিয়ে ছিল দুনিয়াকে জয় করে,
আমিন আল্লাহুম্মা আমিন।।
হায় যে জাতির খলিফা ওমর শাহানশাহ হয়ে
ছেঁড়া কাপড় পরে গেলেন উপবাসী রয়ে
আবার মোদের সেই ত্যাগ দাও, খোদা

ইসলামের প্রাথমিকযুগে অল্পসংখ্যক মুসলমান ঈমানের বলে বলীয়ান হয়ে সমগ্র বিশ্বে বিপ্লব সাধন করতে সক্ষম হয়েছেন; বর্তমান যুগের মুসলমানরাও যেন অনুরূপ মনোবল ও আত্মত্যাগের মাধ্যমে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভে সক্ষম হয়--কবি আল্লার নিকট এই কামনা করছেন।

খোদা তুমি ছাড়া বিশ্বে কারও করতামনা না ভয় [৮৩]
তাই এই বিশ্বে হয়নি মোদের কভু পরাজয়।
দাও সেই দীক্ষা শক্তি সেই ভক্তি দ্বিধাহীন।
আমিন আল্লাহুম্মা আমিন

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিম ঐতিহ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার অনুপ্রেরণা প্রদান করে কবি গেয়েছেন :-

(১) খোদায় পাইয়া বিশ্ববিজয়ী হল একদিন যারা, [৮৪]
খোদায় ভুলিয়া ভীত পরাজিত আজ দুনিয়ায় তারা।
খোদার নামের আশ্রয় ছেড়ে
ভিখারীর বেশে দেশে দেশে ফেরে
ভোগ বিলাসের মোহে ভুলে, হায়, নিল বন্ধন কারা
এসে শয়তান ভোগ বিলাসের
কাড়িয়া লয়েছে ঈমান তাদের,
খোদারে হারায়ে মুসলিম আজ হয়েছে সর্বহারা।

(২) খয়বর জয়ী আলী হায়দর, [৮৫]
জাগো জাগো আরবার।
দাও দুশমন-দুর্গ-বিদারী
দু' ধারী জুলফিকার
এস শেরে খোদা ফিরিয়া আরবে
ডাকে মুস্লিম 'ইয়া আলী' রবে,
হায়দরী হাঁকে তন্দ্রা-মগনে
করো করো হুশিয়ার।

(৩) আল্লাহতে যার পূর্ণ ঈমান, কোথা সে মুসলমান [৮৬]
কোথা সে আরিফ, অভেদ যাহার জীবন-মৃত্যু জ্ঞান।।
যার মুখে শুনি তওহিদের কালাম
ভয়ে মৃত্যুও করিত সালাম,
যার দ্বীন দ্বীন রবে কাঁপিত দুনিয়া জ্বীন-পরী ইনসান।
স্ত্রী পুত্রেরে আল্লারে সপি জেহাদে যে নির্ভীক
হেসে কোরবানী দিত প্রাণ, হায়। আজ তারা মাগে ভিখ্।
কোথা সে শিক্ষা-আল্লাহ ছাড়া
ত্রিভুবনে ভয় করিতনা যারা
আজাদ করিতে এসেছিল যারা সাথে লয়ে কোরআন।

কাব্য 'আমপারা' ঃ আল্-কুরআনুল করীমের সর্বশেষ ত্রিশতম পারা 'আমপারার মোট ৩৮ টি সূরার সরল পদ্যে বঙ্গানুবাদ করেছেন কবি নজরুল। বাংলা ভাষাভাষী পাঠকগণ যাতে সহজে কুরআন বুঝতে পারেন, সেজন্যেই এ প্রয়াস। এজন্য তিনি নির্ভরযোগ্য বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থের এবং প্রখ্যাত পন্ডিত,' আলেমদের সমন্বয়ে গঠিত বিশেষজ্ঞ সম্পাদক মন্ডলীর সহায়তা গ্রহণ করেছেন। লক্ষ্যনীয়যে, ৩৮ টি সূরার প্রারম্ভে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' এর পদ্যানুবাদ ৩৬ রূপে করেছেন। এত অধিক ধরনের বিছমিল্লাহর অনুবাদ আর কোন অনুবাদকই করতে পারেননি। অনুবাদ ছাড়াও তাফসীর বা টীকা ভাষ্য এবং শানে নুজুল ও বর্ননা করেছেন। যেমন :- [৮৭]

Dhaka University Institutional Repository

শুরু করিলাম লয়ে নাম আল্লার,
করুণা ও দয়া যার অশেষ অপার।
*　　　*　　　*
শুরু করিলাম পূত নামেতে আল্লার
শেষ নাই সীমা নাই যাঁর করুণার।
*　　　*　　　*

সূরা নাস এর কাব্যানুবাদ

বল, আমি তাঁরি কাছে মাগি গো শরণ
সকল মানবে যিনি করেন পালন।
কেবল তাঁহারি কাছে, ত্রিভুবন মাঝ
সবার উপাস্য যিনি রাজ-অধিরাজ।
কুমন্ত্রণাদানকারী ''খান্নাস'' শয়তান
মানবদানব হতে চাহি পরিত্রাণ।

কবি নজরুল ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ বহু ইসলামী ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্র করে বহুসংখ্যক কবিতা রচনা করেছেন। তম্মধ্যে মহানবীর (সা.) আদর্শ চরিত্রগুলোকে পৃথক কাব্যগ্রন্থ 'মরুভাস্কর' গ্রন্থে চিত্রিত করেছেন। এতদ্ব্যতীত 'উমর ফারুক, খালেদ, কামাল পাশা, আনোয়ার পাশা, জগলুল পাশা, আমানুল্লাহ, রীফ সর্দার 'আব্দুল করীম, দানবীর মোহসিন, জামালুদ্দীন আফগানী, মোহাম্মদআলী প্রমুখ মনীষীদের মহৎ গুণাবলী সম্বলিত অনুপ্রেরণা মূলক কবিতা রচনা করেছেন।

মরুভাস্কর ঃ কবি নজরুল ইসলাম ১৯৩১খৃষ্টাব্দে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জীবনবৃত্তান্ত নিয়ে 'মরু ভাস্কর' গ্রন্থটি রচনা শুরু করেছিলেন। এতে রাসূলে করীমের জীবনের ২৫ বছরের ইতিহাস ৪ চারটি অধ্যায়ে (সর্গে) ১৮টি কবিতায় বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর কবি ১৯৪২ খৃ. দুরারোগ্য ব্যধিতে আক্রান্তহয়ে পড়ায় 'মরুভাস্কর' সমাপ্ত করতে পারেননি। চারটি সর্গ: (১) জন্ম, (২) শৈশবলীলা, (৩) কৈশোর, (৪) বিবাহ ও নবুওত লাভ।

জন্ম থেকে নবুওত প্রাপ্তি পর্যন্ত বিভিন্ন ঘটনার বর্ণনা রয়েছে। আঠারোটি কবিতা নিম্নরূপ :-
(১) অবতরনিকা, (২) অনাগত, (৩) অভ্যুদয়, (৪) স্বপ্ন, (৫) আলো- আঁধারি, (৬)দাদা, (৭) পরভৃত (৮) শৈশবকাল, (৯) প্রত্যাবর্তন, (১০) শাক্কুস সাদ্‌র, (১১) সর্বহারা, (১২) কৈশোর, (১৩) সত্যাগ্রহী মোহাম্মদ, (১৪) শাদী মোবারক, (১৫) খাদীজা , (১৬) সম্প্রদান, (১৭) নওকা'বা, (১৮) সাম্যবাদী।

হযরত মুহাম্মদ (সা) এর বাল্য, কৈশোর ও যৌবনের ঘটনা বিবৃত হয়েছে অসমাপ্ত কাব্যগ্রন্থ 'মরু-ভাস্করে' তাঁর আবির্ভাবপূর্বের এবং আবির্ভাব মুহূর্তের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে 'অবতরনিকা' পরিচ্ছেদে :- [৮৮]

আরব ছাপিয়া উঠিল আবার ব্যোম পথে ''দীন, দীন''।

Dhaka University Institutional Repository

কাবার মিনারে আবার আসিল নবীন মুয়াজ্জিন।
উদিল আরবে নূতন সূর্য মানব মুকুটমণি।
অভিনব নাম শুনিলরে ধরা সেদিন ''মোহাম্মদ''
এতদিন পরে এল ধরায় ''প্রশংসিত ও প্রেমাস্পদ''।
'তওরাত' 'ইঞ্জিল' ভরি শুনিল যায় আগমনী
ঈসা, মুসা, আর দাউদ যাঁর, শুনেছিল পা'র ধ্বনি।
শোনেনি বিশ্ব কভু যে নাম- 'মোহাম্মদ' শুনে সে আজ

'অনাগত' পরিচ্ছেদে আদিমানবআদমের (আ.) সৃষ্টি এবং তাঁর মধ্যে সর্বশেষ নবী মুহাম্মদের (সা.) 'নূর'প্রদানের কথা ব্যক্তহয়েছে। কবি বলেন : - [৮৯]

আদিম মানব 'আদমে'সৃজিয়া এক মুঠা মাটি দিয়া
বলিলেন, ''যাও, কর খেলা ঐ ধরার আঙনে গিয়া।''
কহিলেন প্রভু, ''ভয় নাই, দিনু আমার যা' প্রিয়তম
তোমার মাঝারে-জ্বলিবে সে জ্যোতি তোমাতে আমারি সম
আমা হতে ছিল প্রিয়তর যাহা আমার আলো
মোহাম্মদ সে, দিনু, তাঁহারেই তোমারে বাসিয়া ভালো

সৃষ্টির আদিলগ্ন থেকে বহুসংখ্যক নবী- রাসুলের আগমন ঘটেছে এই ধরাধামে :-

শত শতাব্দী যুগ যুগান্ত বহিয়া যায়
ফিরে নাহি আসা স্রোতের প্রায়
চলে গেল 'হাওয়া', 'আদম', 'শিশ' ও নূহ নবি-
জ্বলিয়া নিভিল কত রবি।
চলে গেল 'ঈসা', 'মুসা' ও 'দাউদ', ইবরাহীম'
ফিরদৌসের নূর সাকীম।
গেল 'সুলেমান', গেল ইউনুস, গেল ইউসুফ রূপকুমার
হাসিয়া জীবন-নদীর পার।
গেল ইসহাক, ইয়াকুব, গেল জবীহুল্লাহ ইসমাঈল
খোদার আদেশ করি হাসিল।

তৃতীয় কবিতা 'অভ্যুদয়' এ কবি প্রাগৈসলামী যুগের অধঃপতিত আরবের সামাজিক চিত্র তুলেধরেছেন। আরব তথা সমগ্র বিশ্বের তমসাচ্ছন্ন দুর্দিনে মহানবী মুহাম্মদের আগমন ঘটে। কবির ভাষায় :- [৯০]

পাপ অনাচার দ্বেষ হিংসার আশী-বিষ ফণাতলে
ধরণীর আশা যেন ক্ষীণ জ্যোতি মানিকের মত জ্বলে।
মানুষের মনে বেঁধেছিল বাসা বনের পশুরা যত,
বন্য বরাহে ভল্লুকে রণ, নখর-দন্ত-ক্ষত।
এশিয়া ইউরোপ আফ্রিকা- এই পৃথিবীর যত দেশ
যেন নেমেছিল প্রতিযোগিতায় দেখিতে পাপের শেষ।
ঘন তমসার সূতিকা-আগারে জনমিল নবশশী,

Dhaka University Institutional Repository

নব আলোকের আভাসে ধরণী উঠিলো গো উচ্ছ্বসি।
পুলকে শ্রদ্ধা- সম্ভ্রমে ওঠে দুলিয়া কাবা,
বিশ্ববীণায় বাজে আগমনী, 'মারহাবা! মারহাবা !

'স্বপ্ন' কবিতায় :-[৯১] মা আমিনা স্বপ্ন দেখেন - তাঁরকোলে আলোকোজ্জ্বলসূর্য উদিতহবে, যার আলোতে বসরাওসিরিয়া উদ্ভাসিত; এবং ইরানের বাদশাহ নওশেরওয়ার রাজপ্রাসাদ ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে, দুনিয়ার সকল রাজাবাদশাহদের আসন টলটলায়মান হবে।

'আলো আঁধারি' কবিতায় :-[৯২] নবীমোহাম্মদ পিতৃহীন অবস্থায় এপৃথিবীতে আগমন করেন সকল ইয়াতীমদের সুহৃদরূপে সমগ্রবিশ্ববাসীর ঘনিষ্ঠজন রূপে।

'দাদা' শীর্ষক কবিতায় [৯২] নবীজীর জন্মের পূর্বেই তাঁরপিতা আব্দুল্লাহ ২৫ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। ফলে দাদা 'আব্দুল মুত্তালিব অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেন। নবজাতক পৌত্র মুহাম্মদকে বক্ষে ধারণ করে কা'বা শরীফে গমন করে তাঁরউজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য প্রার্থনা করেন। সপ্তমদিবসে তাঁর 'আক্কীক্বাহ' করেন। তাঁর নাম রাখেন 'মুহাম্মদ' তাঁর মাতা আমিনা নাম রাখেন- 'আহমদ'। আরবদেশের প্রথানুযায়ী 'বনী সা'দ' গোত্রের বিবিহালিমা শিশুমুহাম্মদকে দুগ্ধপান এবং প্রতিপালনের জন্য নিয়েআসেন। বনী সা'দের প্রাঞ্জল'আরবীভাষা রপ্তকরার সুযোগপান। বিবি হালিমারগৃহে প্রতিপালনের ঘটনাই ব্যক্ত হয়েছে 'পরভৃত' কবিতায় :- [৯৩]

শৈশবলীলা-[৯৪] কবিতায় বনীসা'দগোত্রের মধ্যে পল্লীপ্রান্তরে মুক্তপরিবেশে শিশু মুহাম্মদের প্রতিপালিতহবার ঘটনা ব্যক্তহয়েছে। অদূরবর্তী পাহাড়েগিয়ে শিশুমুহাম্মদ (সা.) নির্জনে এই সৃষ্টিজগত এবং উহার স্রষ্টাসম্পর্কে গভীর চিন্তামগ্ন থাকেন। তাঁর এ বিরাগভাব দেখে বিবি হালীমার স্বামীরআদেশে হালীমা শিশুমুহাম্মদকে তার মায়ের নিকট ফিরিয়ে দিতে নিয়েআসেন।

প্রত্যাবর্তন' কবিতায় [৯৫] কবি নজরুল 'আব্দুলমুত্তালিব কর্তৃক শিশুমুহাম্মদকে পুনরায় হালীমার সাথে হালীমার গৃহে প্রত্যাবর্তনকরার নির্দেশদানের বিবরটি ব্যক্ত করেছেন।

'শাক্কুস্ স্বাদর' কবিতায় [৯৬] শিশুমুহাম্মদ হালীমারগৃহে প্রত্যাবর্তনেরপর দৈনন্দিন খেলাধুলা, মেষচারণ ইত্যাদি কাজে কালাতিপাত করছেন। আকস্মিকভাবে একদিন তিনি নিখোঁজহয়ে যান। বিবিহালীমা অনুসন্ধান করতে করতে একপাহাড়ের নির্জনপ্রান্তে তাঁকে পান। মুহাম্মদ হালীমাকে বলেন যে,জিবরাঈল ফেরেশতা তারবক্ষ চিরে হৃদয় বের করে বেহেশ্তথেকে আনীতপানি দ্বারা হৃদয়কে ধুয়ে পাকপবিত্র করে পুনরায় যথাস্থানে স্থাপন করে সেলাই করে দেন। হালীমা এসবঘটনা শুনে অত্যন্ত

Dhaka University Institutional Repository

বিচলিত হনযে, হয়ত শিশুমুহাম্মদের উপর জিন-পরীর প্রভাবপড়েছে। 'বক্ষচ্ছেদ' এর ঘটনাটি 'শাক্কুস স্বাদর' পরিচেছদে ব্যক্ত করেছেন। কবির ভাষায় :-

খোদার হাবিব- জ্যোতির অংশ ধরার ধুলর পাপ ছোয়ায়,
হয়েছে মলিন, খোদার আদেশে শুচি করে যাব পুন তোমায়।
ঐশী বাণীর আমিই বাহক, আমি ফেরেশ্‌তা জিব্রাইল,
বেহেশ্‌ত হতে আনিয়াছি পানি, ধুয়ে যাব তনু মন ও দিল।
তারপর মোরে শোয়াইল ক্রোড়ে , বক্ষ চিরিয়া মোর হৃদয়,
করিল বাহির! হল না আমার কোনো যন্ত্রণা কোনো সে ভয়।
বাহির করিয়া হৃদয় আমায় রাখিল সোনার রেকাবিতে
ফেলে দিল, ছিল যে কালো রক্ত হৃদয়ে জমাট মোর চিতে।
ধুইল হৃদয় পবিত্র 'আব জমজম' দিয়ে জিব্রাইল,
বলিল, 'আবার হল পবিত্র জ্যোতি মহান তোমার দিল।

'সর্বহারা'- কবিতায় [৯৭] ছ'বছর বয়সে বালক মুহাম্মদ দুধ-মা হালিমার গৃহথেকে আমিনার নিকট প্রত্যাবর্তন করেন। কিছুদিন পর মা-আমিনা বালক মুহাম্মদকে নিয়ে স্বামী আব্দুল্লাহর কবর জিয়ারতের জন্য মদীনায় গমন করেন। প্রত্যাবর্তন কালে মা-আমিনা পথিমধ্যে ইনতেকাল করেন। আরো দু'বছর পরে দাদা 'আব্দুল মুত্তালিব ও ইনতেকাল করেন। অত:পর পিতৃব্য আবুত্বালিবের তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হন।

তৃতীয় সর্গের- 'কৈশোর' কবিতায় [৯৮] আবুতালিবের সাথে কিশোরমুহাম্মদের 'শাম'দেশে বাণিজ্যযাত্রা এবং সেখানে 'ঈসায়ীপাদ্রী বুহাইরার সাথেসাক্ষাত; এবং বুহাইরা বিভিন্ন 'লক্ষণ' পর্যবেক্ষণ করে শেষনবীর, চিহ্ন দেখতে পেয়ে, মুহাম্মদের পৃষ্টে নবুওতের সীল মোহর দেখে শেষনবী সম্পর্কে সুনিশ্চিতহন। অত:পর বুহাইরা খাজা আবু ত্বালিবকে স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্রকে নিয়ে শাম থেকে শীঘ্র মক্কায় প্রত্যাবর্তনকরার পরামর্শদেন, নতুবা রোমান ইয়াহুদীগন তাকে (মুহাম্মদকে) দেখতে পেলে তার অনিষ্টসাধন করতেপারে। বুহাইরার কথামত আবু ত্বালিব মুহাম্মদকে নিয়ে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করেন । কবির ভাষায় :-

কিশোর নবীর দস্ত চুমি 'বোহায়রা' কয়, 'এই ত সেই
শেষের নবী-বিশ্ব নিখিল ঘুরছে যাহার উদ্দেশ্যেই।
আল্লার এই শেষ 'রসুল'
পাপের ধরায় পুণ্যফুল,
দিন দুনিয়ার সর্দার এই, ইহার আদি অন্ত নেই।
''রুমীয়গণ দেখলে এরে হয়তো প্রাণে করবে বধ,
দিনের আলোয় আর এনো না, আবু তালিব , এসম্পদ!

Dhaka University Institutional Repository

'সত্যাগ্রহী মোহাম্মদ' পরিচ্ছেদে [৯৯] 'উকাজ মেলাকে কেন্দ্র করে ভ্রাতৃঘাতী 'ফেজার' যুদ্ধ কিশোর মুহাম্মদের মধ্যস্থতায় অবসান হবার ঘটনা বিবৃত হয়েছে।

সহসা বাজিল রণ-দুন্দুভি আরব দেশে,
''ফেজার'' যুদ্ধ আসিল ভীষণ করাল বেশে।
পাঁচটি বছর চলিল ভীষণ সে হানাহানি।
মোহাম্মদের প্রভাবে সকলে হইল রাজি,
সত্যের নামে চলিবে না আর ফেরেব-বাজি।

'শাদী মোবারক' [১০০] মুহাম্মদের পচিঁশ বছর বয়সে মক্কার ধনাঢ্যমহিলা বিবি খাদিজার সাথে বিবাহ এবং সম্প্রদান ।

নওকা'বা পরিচ্ছেদে - কা'বা পুনর্নির্মান কালে হজরে আস্‌ওয়াদ নির্দিষ্ট স্থানে স্থাপন নিয়ে বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে ঝগড়া কলহ সৃষ্টি হয় । তখন প্রবীণতম ব্যক্তি আবু উমাইয়া'র পরামর্শে সবাই শান্ত হয়। পরদিন সকালে যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম কাবাগৃহে আগমন করবে, তারই উপর প্রস্তর প্রতিস্থাপনের ভার ন্যাস্তকরা হবে। ঘটনাচক্রে পরদিন প্রত্যুষে মুহাম্মদ আগমন করেন। সবাই সর্বসম্মতভাবে তাঁর উপর সমস্যা নিষ্পত্তির ভার অর্পন করেন। মুহাম্মদ নিজেরপরিধেয় চাদরবিছায়ে দিয়ে সকল গোত্রের প্রতিনিধি চাদরে রক্ষিত 'কৃষ্ণ পাথর' বহন করে নির্দিষ্ট স্থান পর্যন্ত নিয়ে যান। অতঃপর কিশোর মুহাম্মদ স্বহস্তে পাথরটি কাবাগৃহের দেয়ালে স্থাপন করেন। এমনি ভাবে বিভিন্ন গোত্রীয় কলহ কোন্দল স্তিমিত হয়। কবির ভাষায় :-[১০১]

নির্মিত যবে হল (কাবা) মন্দির সকলের সাধনায়,
একতা তাদের টুটাইয়া দিল কোন্ এক অজানায়।
আছিল 'হাজর আস্‌ওয়াদ' নামে প্রস্তর কাবার দ্বারে,
কা'বার বোধন-দিনে হজরত ইবরাহীম সে তারে
রাখিয়াছিলেন চিহ্ন-স্বরূপ সেকালের প্রথামত।
সেই হতে সেই প্রস্তর সবে চুমিত শ্রদ্ধা নত।
সেই পবিত্র প্রস্তর তুলি যে-গোত্র কাবা দ্বারে,
রক্ষিবে-সারা হেজাজ শ্রেষ্ঠ গোত্র বলিবে তারে।
রাখিলেন হযরত পবিত্র প্রস্তর কাবা-ঘরে
থামিল ভীষণ অনাগত রণ খোদার আশিস্‌-বরে।

'ফাতেহা-ই-দোয়াজ-দহম'-'আবির্ভাব' এবং 'তিরোভাব' শীর্ষক দুটি কবিতা মহানবী হযরত মুহাম্মদের (সা.) জম্ম এবং ওফাতকে নিয়ে লিখিত। কবিতাদ্বয়ে সমকালীন ঘটনাবলীর ছাপ পরিস্ফুটিত হয়েছে। ইসলামের আবির্ভাবলগ্নের ঐতিহ্য উপস্থাপনের মাধ্যমে ঐতিহাসিক ধর্মীয় অনুভূতি সৃষ্টির প্রয়াস চালিয়েছেন। যে মুসলিমজাতি একদিন প্রায় সমগ্র বিশ্ব শাসন করেছে, আজ তারা রিক্ত। রাসূলের শিক্ষা ও জীবনাদর্শ গ্রহণ করে পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচন করে ইসলামী ঐতিহ্য ও কৃষ্টি পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য তৎপর হতে মুসলিম তরুণদের প্রতি আহবান জানিয়েছেন কবি।

Dhaka University Institutional Repository

কবিতার শুরুতেই পরাধীনতার গ্লানি ব্যক্ত হয়েছে। ফাতেহা-ই- দোয়াজদহম (আবির্ভাব) কবিতায় :[১০২]

নাই তা-জ
তাই লা-জ?
ওরে মুসলিম, খর্জুর-শীষে তোরা সাজ।
করে তস্‌লিম হর্‌কুর্নিশে শোর আ-ওয়াজ
*　　　*　　　*
উরজ য়্যামেন নজদ হেযাজ তাহামা ইরাক শাম
মেসের ওমান তিহ্‌রান স্মরি কাহার বিরাট নাম
পড়ে "সাল্লাল্লাহু আলায়হি সাল্লাম"।
'সাবে ঈন'
'তাবে ঈন'
হয়ে চিল্লায় জোর ওই ওই নাবে দ্বীন
ভয়ে ভূমি চুমে লাত মানাত এর ওয়ারেসীন
রোয়ে 'ওয়য়া-হোবল' ইবলিস খারেজীন,
কাঁপে জীন।
জেদ্দার পূর্বে মক্কা মদিনা চৌদিকে পর্বত
তারি মাঝে কাবা আল্লার ঘর দুলে আজ হয় ওক্ত।

রাসূলে করীমের পয়দায়েশের সময় পবিত্র মক্কাস্থ 'কাবাঘর' আন্দোলিত হয়ে উঠে, উহার মধ্যস্থিত মূর্তিসমূহ ভূলুণ্ঠিত হয়ে পড়ে। কিন্তু আজ মুসলিম জাতি নিজেদের গৌরব ও ঐতিহ্য বিচ্যুত।

ফাতেহা-ই-দোয়াজদহম (তিরোভাব) কবিতায় মহানবীর (সা.) মৃত্যুকালীনঅবস্থার কাব্য রূপদান করেছেন কবি নজরুল। সারা ভূমন্ডল, নভোমন্ডল সর্বত্র শোকে মুহ্যমান । কবির ভাষায় :-[১০৩]

ঈশানে কাঁপিছে কৃষ্ণ নিশান, ইসরাফিলের ও প্রলয় বিষাণ আজ।
কাৎরায় শুধু। গুমরিয়া কাঁদে কলিজা পিষানোবাজ
*　　　*　　　*
নিবে গেছে আজ দিনের দীপালী খসেছে চন্দ্র তারা,
আঁধিয়ারা হয়ে গেছে দশ দিশি, ঝরে মুখে খুন ঝারা
(বিষের বাঁশী)

'উমর ফারুক' কবিতায়[১০৪] কবি নজরুল মুসলিম জাহানের দ্বিতীয় খলীফা 'উমরের (রা.) বিভিন্ন মহৎ গুণের বর্ণনা করেছেন। ইসলাম সাম্য-মৈত্রী, সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব ও মানবতার ধর্ম। উৎপীড়িত, নিপীড়িত, নির্যাতিতের সহায়তা প্রদান ইসলামের মূল লক্ষ্য। একজন সফল শাসকরূপে খলীফা 'উমরের নিষ্ঠা, ন্যায়পরায়ণতা, ত্যাগ ও মানবতাবোধ বিশ্বনন্দিত। নামাজের আহবান ধবনি 'আযান' প্রচলনের সাথে 'উমরের স্মৃতিবিজড়িত; তারই পরামর্শে মহানবী (সা.) আযান চালু করেন। কিন্তু বর্তমানকালের

Dhaka University Institutional Repository

অনেক মুসলমানই হয়ত সে ইতিহাস জানেনা। আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নে ‘উমর ছিলেন আপোষহীন। ইসলামের বর্তমান দুর্দিনে কবি নজরুল ‘উমরের মত সুদৃঢ় ব্যক্তিত্বের আগমন কামনা করেছেন। তাঁর অবর্তমানে সমাজে স্বৈরাচারী, স্বেচ্ছাচারীদের দুঃশাসন কায়েম হয়েছে। লক্ষভ্রষ্ট মুসলিম জাতি আস্হাবে কাহাফের ন্যায় গভীর নিদ্রায় অবচেতন। কবি নজরুল বলেন :-

আমির-উল-মুমেনিন,
তোমার স্মৃতি যে আজানের ধ্বনি জানে না মুয়াজ্জিন।
* * *　　* * *　　* * *
উমর ফারুক। আখেরী নবীর ওগো দক্ষিন-বাহু
আহবান নয়-রূপ ধরে এস ! গ্রাসে অন্ধতা রাহু।
ইসলাম-রবি জ্যোতি তার আজ দিনে দিনে বিমলিন।
সত্যের আলো নিভিয়া জ্বলিছে জোনাকীর আলোক্ষীণ।
শুধু আঙ্গুলী-হেলনে শাসন করিতে এ জগতের
দিয়াছিলে ফেলি মুহাম্মদের চরণে যে শমশের,
ফিরদৌস ছাড়ি নেমে এস তুমি সেই শমশের ধরি'
আর একবার লোহিত সাগরে লালে-লাল হয়ে মরি।
* * * * * * * * * *
নাই তুমি নাই, তাই সয়ে যাই জামানার অভিশাপ,
তোমার তখতে বসিয়া করিছে শয়তান ইনসাফ।
মোরা ‘আস্হাব কাহাফের’ মতো দিবা নিশি দিই ঘুম,
এশার আজান কেঁদে যায় শুধু নিঃঝুম নিঃঝুম।

‘উমরের ইসলাম গ্রহণ প্রসঙ্গে;-নাঙ্গা তরবারী হস্তে নবী মুহাম্মদের (সা.) শিরকর্তনের উদ্দেশ্যে যাত্রাকরে স্বীয় সহোদরা ফাতেমার গৃহে যাত্রাবিরতি করেন এবং ভগ্নী ও ভগ্নীপতির নিকট ইসলামের বাণী সূরা ত্বা-হার অংশবিশেষ শ্রবণ করে ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে তাদেরকে ভীষণ প্রহার করেন। পরমুহূর্তে ক্রোধ প্রশমিত হলে বোনের নিকট কোরআনের অমিয়বাণী শ্রবণকরে ‘উমরের মতান্তর ঘটে। অতঃপর মহানবীর (সাঃ) খেদমতে উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণের ঘোষণাদেন। কবির ভাষায় :-

উদ্ধত রোষে তরবারি তব উর্ধ্বে আন্দোলিয়া
বলিলে, ‘রাঙাব এ তেগ মুসলমানের রক্ত দিয়া’।
উম্মাদ বেগে চলিলে ছুটিয়া। একি একি ওঠে গান?
এ কোন্ লোকের অমৃত মন্ত্র ? কার মহা আহবান ?
ফাতেমা- তোমার সহোদরা গাহে কোরান অমিয় গাথা
এ কোন্ মন্ত্রে চোখে আসে জল, হায় তুমি জান না-তা।
*　　*　　*
উমর আনিল ঈমান! গরজি গরজি উঠিল স্বর
গগন পবন মন্থন করি ‘আল্লাহু আকবর’!

‘আল্ কোরআন’ ইসলামী জীবনবিধান। ইসলাম নৈতিকতার আমূল পরিবর্তনসাধন করেছে। ইসলাম স্পর্শ পাথরের তুল্য, যা’ দেখতে দেখা যায়না, কিন্তু

Dhaka University Institutional Repository

উহার প্রভাব অনুভব করা যায়। কোরআনের প্রভাবে 'উমরের মত মহত ব্যক্তিদের সৃষ্টি হয়েছিল, যা মুসলিম জাতির জন্য অনুকরণীয় আদর্শ। ইসলামের প্রচার ও প্রসারে এবং পরবর্তীকালে ইসলামী রাষ্ট্রের বিস্তৃতি ও প্রতিষ্ঠায় উমরের অবদানের স্বীকৃতি ঘোষণা দিয়ে নবীজী বলেছিলেন যে, তিনি খাতেমুন্নবীয়্যীন না হলে 'উমরই শেষনবী হতেন।

কোরান এনেছে সত্যের বাণী, সত্যে দিয়াছে প্রাণ,
তুমি রূপ-তব মাঝে সে সত্য হয়েছে অধিষ্ঠান।
কী যে ইসলাম, হয়ত বুঝিনি, এইটুকু বুঝি তার
উমর সৃজিতে পারে যে ধর্ম, আছে প্রয়োজন তার।
ইসলাম সে ত পরশ মানিক তারে কে পেয়েছে খুঁজি।
পরশে তাহার সোনা হল যারা তাদেরই মোরা বুঝি।
আজ বুঝি কেন বলিয়াছিলেন শেষ পয়গাম্বর
''মোর পরে যদি নবী হত কেউ, হত সে এক উমর''।

*　　*　　*

অর্ধেক পৃথিবী করেছ শাসন ধূলায় তখতে বসি,
খেজুর পাতার প্রাসাদ তোমার বারে বারে গেছে খসি'
সাইমুম ঝড়ে।

জেরুজালেমের সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরের জন্য ভ্রমণকালে 'উমর একটি মাত্র উটেরপিঠে ভৃত্যের সাথে পালাক্রমে আরোহন করেন। নগরে প্রবেশকালে ভৃত্য উটের পিঠে আরোহী ছিল।

প্রহরী বিহীন সম্রাট চলে একা পথে উঠে চড়ি'
চলেছে একটি মাত্র ভৃত্য উষ্ট্রের রশি ধরি,
ইসলাম বলে সকলে সমান, কে বড় ক্ষুদ্র কেবা।''
ভৃত্য চড়িল উটের পৃষ্ঠে উমর ধরিল রশি,
মানুষে স্বর্গে তুলিয়া ধরিয়া ধুলায় নামিল শশী।

অন্যধর্মাবলম্বীদের উপাসনালয়ের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে 'উমর সেখানে নামাঝ না পড়ে বাইরে এসে নামাঝ পড়েন :-

সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করি' শক্র গির্জা ঘরে,
বলিলে ''বাহিরে যাইতে হইবে এবার নামাজ তরে''।

মহাবীর খালিদের বীরবিক্রম ও সাহসিকতায় সাধারণ মুসলমান এক আল্লার প্রতি আস্থা হারিয়ে খালিদের বীরত্বের প্রতি যাতে আকৃষ্ট না হয়ে পড়ে, তাই 'উমর খালিদকে সেনাপতির পদ থেকে বরখাস্ত করেন।

সিপাহ সালারে ইঙ্গিতে তব করিলে মামুলী সেনা,
বিশ্ব বিজয়ী বীরে রে শাসিতে এতটুকু টালিলেনা।

রাতের বেলা প্রজাদের অবস্থা স্বচক্ষে অবলোকনের জন্য নগর ভ্রমণে বের হয়ে এক অভাবী মায়ের ক্ষুধার্ত শিশুদের করুণদৃশ্য উমরকে মর্মাহত করে :-

Dhaka University Institutional Repository

নগর ভ্রমণে বাহিরিয়া তুমি দেখিতে পাইলে দূরে
মায়েরে ঘিরিয়া ক্ষুধাতুর দু'টি শিশু সকরুণ সুরে
                    চলিলে নিশীথ রাতে।
পৃষ্ঠে বহিয়া খাদ্যের বোঝা দুঃখিনীর আঙিনাতে।

সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠাতা 'উমর নিজের পুত্র মদ্যপানের অভিযোগে অভিযুক্ত হলে তাকে ইসলামী দন্ডবিধি থেকে নিষ্কৃতি দেননি :-

করুণার বশে তবু গো ন্যায়ের করনিক অপমান !
মদ্যপানের অপরাধে প্রিয় পুত্রেরে নিজ করে
মেরেছ দোর্রা, মরেছে পুত্র তোমার চোখের পরে।
মানুষেরে তুমি বলেছ বন্ধু, বলিয়াছ ভাই, তাই
তোমারে এমন চোখের পানিতে স্মরি গো সর্বদাই।
(জিঞ্জীর)

'খালেদ' কবিতায় মহাবীর খালিদ বিন ওয়ালীদের বীরত্ব ও ঔদার্য ব্যক্ত হয়েছে। আধুনিক কালে মুসলিম জগতের দুঃখ দুর্দশা, লাঞ্ছনা গঞ্জনা দূরীকরণে খালিদের ন্যায় সাহসী বীরপুরুষের আগমন কামনা করেছেন কবি নজরুল। খালিদ অনেক অত্যাচারী শাসককে পরাস্ত করে শোষিত বঞ্চিত মানুষকে মুক্ত করে মানবতাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ইসলাম শান্তির ধর্ম। শান্তি প্রতিষ্ঠায় প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হলে জিহাদ শ্রেষ্ঠ কর্তব্য বলে ইসলাম ঘোষণা করেছে। অন্যায়, অশান্তি পৃথিবী থেকে বিদূরিত হওয়া অবধি জালিমের বিরুদ্ধে জিহাদ চালিয়ে যাবার নির্দেশ দান করেছে ইসলাম। এই বৈপ্লবিক চেতনা যে সকল মনীষীদের মধ্যে তিনি দেখতে পেয়েছেন, তাদের উদ্দেশ্যেই নজরুল কবিতা রচনা করেছেন। যেমন-উমর ফারুক, খালেদ, কামাল পাশা, আনোয়ার পাশা কবিতা। খালেদ কবিতায় কবি বলেন :-[১০৫]

খালেদ! খালেদ! ভাঙিবে না কি ও হাজার বছরী ঘুম?
মাজার ধরিয়া ফরিয়াদ করে বিশ্বের মজলুম!
*   *   *
ওলিদের বেটা খালেদ সে বীর যাহার নামের ত্রাসে
পারস্য রাজ নীল হয়ে উঠে ঢলে পড়ে সাকী পাশে
রোম-সম্রাট শয়াবের জাম-হাতে থরথর কাঁপে,
ইস্তাম্বুলী বাদশার যত নজ্জুম আয়ু মাপে।
মজলুম যত মোনাজাত করে কেঁদে কয়, 'এয় খোদা,
খালেদের বাজু শমশের রেখো সহি সালামতে সদা!'
বাহিরিয়া এস, হে রণ-ইমাম, জমায়েত আজভারি!
আরব, ইরান, তুর্ক, কাবুল দাঁড়ায়েছে সারি সারি।
খালেদ। খালেদ। সত্য বলিব, ঢাকিব না আজ কিছু,
সফেদ দেও আজ বিশ্ববিজয়ী, আমরা হটেছি পিছু।

Dhaka University Institutional Repository

খালিদকে সেনাপতির পদ থেকে পদচ্যুত করা প্রসঙ্গে ঃ মহাবীর খালিদের শৌর্য-বীর্যে ও বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে মুসলমানরা যাতে আল্লাকে ভুলে বান্দার উপর নির্ভরশীল না হয়ে পড়ে, সেজন্য উমর খালিদকে সেনাপতির পদ থেকে বরখাস্ত করেন।

উমর যেদিন বিনা অজুহাতে পাঠাইলে ফরমান
খালেদ ওলিদ সেনাপতি থাকিবেনা,
সা'দের অধীনে করিবে যুদ্ধ, হয়ে সাধারণ সেনা।
তাজিমের সাথে ফরমান পড়ে তুমি'
সিপা' সালারের সকল জেওর খুলিয়া ফেলিলে তুমি।
(উমর বলে) ভাবিলাম বুঝি তোমায় এবার মুগ্ধ আরববাসী।
সিজদা করিবে, বীর পূজা বুঝি আসিল সর্বনাশী।
*　　*　　*
আজ হতে তুমি সিপাহ-সালার ইসলাম জগতের'।
তুমি নাই, তাই ইসলাম আজ হটিতেছে শুধু পিছু।
খালেদ! খালেদ! লুকাব না কিছু, সত্য বলিব আজি,
ত্যাগী ও শহীদ হওয়া ছাড়া মোরা আর সব হতে রাজি।
*　　*　　*
খালেদ! খালেদ! সবার অধম মোরা হিন্দুস্থানী
হিন্দু না মোরা মুসলিম তাহা নিজেরাই নাহি জানি ।
বসে বসে শুধু।
মুনাজাত করি, চোখের সুমুখে নিরাশা-সাহারা ধু ধু ।
*　　*　　*
খালেদ! খালেদ! মিস্‌মার হল তোমার ইরাক শাম,
জর্ডন নদে ডুবিয়াছে পাক জেরুজালেমের নাম।
খালেদ! খালেদ! দু'ধারী তোমার কোথা সেই
তলোয়ার?
তুমি ঘুমায়েছ, তলোয়ার তব সে ত নহে ঘুমাবার।
*　　*　　*
খালেদ! খালেদ! জাযিরাতুল আরবের পাকমাটি,
পলিদ হইল, খুলেছে এখানে ইউরোপ পাপের ভাঁটি।
মওতের দারু পিইলে ভাঙে না হাজার বছরী ঘুম,
খালেদ! খালেদ! মাজার আকড়ি কাঁদিতেছে মজলুম
খোদার হাবিব বলিয়া গেছেন আসিবেন ঈসা ফের
চাইনা মেহদী, তুমি এস বীর হাতে নিয়ে শমশের।
(জিঞ্জীর)

'কামাল পাশা' কবিতায় আধুনিক তুরস্কের প্রতিষ্ঠাতা কামাল আতাতুর্ক (১৮৮১-১৯৩৮) এর তুরস্কের সংস্কার আন্দোলনকে স্বাগত জানিয়েছেন কবি নজরুল। ১৯২১ খৃ. সেপ্টেম্বরে বৃটিশ সাহায্যপুষ্ট গ্রীক বাহিনী 'সাকারিয়া' রণাঙ্গনে তুর্কী বাহিনীর হাতে পরাস্ত হলে তুর্কীবাহিনী কামাল পাশার নেতৃত্বে স্বার্ণা দখল করে। বিজয়োম্মত্ত তুর্কী বাহিনী কামাল পাশার নেতৃত্বে মহাকল্লোলে রণক্ষেত্র থেকে আনন্দোল্লাস ধ্বনি সহকারে তাবুতে প্রত্যাবর্তন করছে। সাম্রাজ্যবাদের দাসত্ব থেকে মুক্ত কামাল আতাতুর্কের সৈন্যদলের রক্তলেখায় স্বার্না বিজয়োপলক্ষে সমগ্র প্রাচ্যবাসী গৌরবান্বিত। 'কামাল পাশা'

Dhaka University Institutional Repository

কবিতায় এই আনন্দোল্লাস ধ্বনির মাধ্যমে স্বাধীনতার জয়গান প্রকাশিত হয়েছে। ঐতিহ্য বিস্মৃত বাঙ্গালী মুসলমানদের গৌরবময় অতীত ঐতিহ্য স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন কবি। এতদুপলক্ষে কোলকাতার রাজপথে বিজয়মিছিলে গাইলেন :-[১০৬]

ঐ ক্ষেপেছে পাগলী মায়ের দামাল ছেলে কামাল ভাই,
অসুর-পুরে শোর উঠেছে, জোর সে সামাল সামাল ভাই।
কামাল! তু নে কামাল কিয়া ভাই !
হো হো কামাল! তু নে কামাল কিয়া ভাই !
* * *
পাঠিয়ে দিলে দুশমনে সব যম-ঘর একদম সে রে
দুনিয়ায় কে ডর করেনা তুর্কীর তেজ তলোয়ারে?
খুব কিয়া ভাই খুব কিয়া
বুজদিল ঐ দুশমন সব বিলকুল সাফ হো গিয়া
হিংসুটে ঐ জীবগুলো ভাই নাম ডুবালে সৈনিকের,
তাই তারা আজ নেস্ত-নাবুদ, আমরা মোটেই হইনি জের,
পরের মুলুক লুট করে খায়, ডাকাত তারা ডাকাত।
তাই তাদের তরে বরাদ্দ ভাই আঘাত শুধু আঘাত।
আজাদ মানুষ বন্দী করে অধীন করে স্বাধীন দেশ,
কুল মুলুকের কুষ্টি ক'রে জোর দেখালে কদিন বেশ
(অগ্নিবীণা)

'আনোয়ার' শীর্ষক কবিতায় কনস্টান্টিনোপল যুদ্ধে শত্রুহস্তে বন্দী জনৈক মৃত্যুদন্ড প্রাপ্ত তুর্কী সৈনিকের উক্তি। আনোয়ার পাশা (১৮৮২-১৯২২) তুর্কী সেনাপতি ছিলেন, তুর্কী ইউনিয়ন গঠনে তার অবদান ছিল । ১৯০৯ সনে সুলতান আঃ হামীদকে সিংহাসনচ্যুত করনে তার ভূমিকা ছিল। ১৯১৪ সনে তুরস্ককে বিশ্বযুদ্ধে জড়িয়ে ফেলেন এবং ককেসিয়া ও বলকান অঞ্চলে সেনাবাহিনীর নেতৃত্বদেন। তুরস্কের পরাজয়ের পর জার্মানীতে আশ্রয় লাভকরেন। বন্দী সৈনিকটি শৌর্যবীর্যহীন পরাধীন মুসলিমবিশ্বকে ধিক্কারদিচ্ছে তীক্ষ্ম ও জ্বালাময়ী ভাষায়। সমাজের মুসলমানদের ভীরুতাকে কটাক্ষ করেছেন কবি নজরুল এই কবিতায় :-[১০৭]

আনোয়ার ! আনোয়ার!
দিল্‌ওয়ার তুমি, জোর তল্‌ওয়ার হানো, আর
নেস্ত-ও-নাবুদকর, মারো যত জানোয়ার।
দুনিয়াতে মুসলিম আজ পোষা জানোয়ার।
আনোয়ার ! আর না!
দিল কাঁপে কার না?
তলোয়ারে তেজ নাই! তুচ্ছ স্যার্ণা,
ঐ কাঁপে থরথর মদিনার দ্বার না?
বেঈমান মোরা, নাই জান আধ-খানও আর!
কোথা খোঁজো মুসলিম? শুধু ঘুনো জানোয়ার!
আনোয়ার! আনোয়ার!
যে বলে সে মুসলিম জিভ ধরে টানো তার!

Dhaka University Institutional Repository

বেঈমান জানে শুধু জানটা বাঁচানো সার
ইসলামও ডুবে গেল, মুক্ত স্বদেশ ও নাই!
তেগ তাজি' ধরিয়াছি ভিখারীর বেশও তাই।
আনোয়ার! এসো ভাই।
(অগ্নিবীণা)

'চিরঞ্জীব জগলুল' কবিতায় কবি নজরুল মিস্বরের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের জনক, স্বাধীনতাসংগ্রামের নির্ভীক, নিঃস্বার্থ নায়ক সা'দ জগলুল পাশার (১৮৫৭-১৯২৭) মৃত্যুতে তার নেতৃত্ব, ব্যক্তিত্ব এবং স্বদেশ বাসীর জন্য ত্যাগস্বীকারের দরুন জগলুলের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেছেন। প্রাচীনতম সভ্যতা ও ঐতিহ্যের লীলাভূমি মিস্বর এবং উহার উদ্ধারকর্তা বীরসন্তান জগলুল পাশার মাহাত্ম্য ও অবদানকে বর্ণনা করেছেন। আজিকার মিস্বরের জাতীয় মুক্তিসংগ্রামকে তিনি অতীতের বনী ইসরাঈলের মুক্তিকামনার সাথে তুলনা করেছেন এবং অতীতের ফের'আউন আজিকার স্বৈরাচারী সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ শাসকে রূপান্তরিত। জগলুল মিস্বরবাসীকে স্বাধিকার অর্জনে নেতৃত্ব প্রদান করেছেন। ১৯২০ খৃ. তার নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদী ওয়াফ্‌দদল মিস্বরের স্বাধীনতা ঘোষণা করে। বিভিন্ন ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে ১৯২৪খৃ. জানুয়ারীতে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে জয়লাভ করে জগলুল মন্ত্রীসভা গঠন করেন। ১৯২৬খৃ. নির্বাচনেও তার ওয়াফ্‌দদল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। ১৯২৭খৃ. ২৩ আগষ্ট জগলুল মৃত্যুবরণ করেন। জগলুলের শৌর্যবীর্য, স্বাধীনতার অদম্য স্পৃহা, চারিত্রিক শক্তি নজরুলকে প্রবলভাবে আকৃষ্ট করে। মিস্বরের স্বাধীনতার জনকরূপে জগলুলকে বনী ইসরাঈলের মুক্তিদাতা নবী মূসার (আ.) সাথে তুলনা করেছেন। পরাধীন ভারতের আত্মকলহরত জাতীয় চেতনাহীন মনোভাবকে বিদ্রূপের কশাঘাত হেনেছেন। সা'দ জগলুলের মৃত্যুতে রচিত শোকগাথায় নজরুল বলেন :-[১০৮]

প্রাচী'র দুয়ারে শুনি কলরোল সহসা তিমির রাতে,
মেসেরের শের, শির, শমসের সব গেল এক সাথে।
*　　*　　*
মিস্বরে খেদিব ছিল বা ছিল না, ভুলেছিল সব লোক,
জগলুলে পেয়ে ভুলেছিল ওরা সুদান-হারার শোক।
জানিনা কখন ঘনাবে ধরার ললাটে মহাপ্রলয়,
মিসরের তরে 'রোজ-ক্বিয়ামত' ইহার অধিক নয়।
রহিল মিসর, চলে গেল তার দুর্মদ যৌবন,
রুস্তম গেল, নিষ্প্রভ কায়খসরু সিংহাসন।
*　　*　　*
মুসারে আমরা দেখিনি, তোমায় দেখিছি মিসর-মুনি,
ফেরাউন মোরা দেখিনি, দেখেছি নিপীড়ন ফেরাউনী।
মনুষ্যত্বহীন এই সব মানুষেরই মাঝে কবে
হে অতি-মানুষ, তুমি এসেছিলে জীবনের উৎসবে।
(মুসার ন্যায়) পয়গম্বর ছিলে নাক তুমি-পাওনি ঐশী বাণী,
স্বর্গের দূত ছিল না দোসর, ছিলে না শস্ত্র পাণি।

Dhaka University Institutional Repository

তবুও এশিয়া আফ্রিকা গাহে তোমার মহিমা-গান,
মনুষ্যত্ব থাকিলে মানুষ সর্বশক্তিমান।
দেখাইলে তুমি, পরাধীন জাতি হয় যদি ভয়হারা,
হোক নিরস্ত্র, অস্ত্রের রণে বিজয়ী হইবে তারা।
মিসরের নহে এই শোক এই দুর্দিন আজি
এশিয়া, আফ্রিকা দুই মহাভূমে বেদনা উঠেছে বাজি'।
অধীন ভারত তোমারে স্মরণ করিয়াছে শতবার,
তব হাতে ছিল জলদস্যুর ভারত প্রবেশ দ্বার।
হে 'বনি ইস্রাইলের দেশের অগ্রনায়ক বীর।
'অঞ্জলি দিনু' নীলে'র সলিলে অশ্রু ভাগীরথীর।
সালাম করার ও স্বাধীনতা নাই সোজা দুই হাত তুলি'
তব ফাতেহায় কি দিবে এ জাতি বিনা দুটো বাঁধা বুলি ?
তোমার বিদায়ে করিব না শোক, হয়ত দেখিব কাল,
তোমার পিছনে মরিছে ডুবিয়া ফেরাউন দজ্জাল।
(জিঞ্জীর)

'জামালুদ্দীন' কবিতায় বিশ্ব-ইসলামী রেনেসাঁর প্রচারক প্রখ্যাত পন্ডিত, দার্শনিক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ সাইয়্যিদ জামালুদ্দীন আফগানীর (১৮৩৮-৯৮) ব্যক্তিত্ব, গুণাবলী ও কৃতিত্বের বর্ণনা করে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন কবি নজরুল। জামালুদ্দীন হযরত 'উমর ফারুকের সাম্য, হযরত আলীর শাণিত তরবারীর ন্যায় তেজদীপ্ত, খালিদের ন্যায় অসম সাহসী, সেনাপতি মূসা এবং ত্বারিক্বের ন্যায় দূরদর্শী ও সাহসী ছিলেন। শতপ্রতিকূলতা সত্ত্বেও এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে ইসলামী জাগরণের কাজ চালিয়ে গেছেন। তাঁরই অনুপ্রেরণায় 'আরবে ইবনে সউ'দ, মিস্বরে সা'দ জগলুলপাশা, মরক্কোতে রীফ সর্দার আঃ করীম, তুরস্কে কামালপাশা প্রমুখ জাতীয়নেতৃবৃন্দ নিজেদেরদেশে বিপ্লবসাধন করেন। প্রাচ্যের মুসলমানদের নিকট তিনি সাম্য, মৈত্রী, মানবতার সেবক বলে তাদের গৌরবের প্রতীক। কবির ভাষায় :-[১০৯]

সালাম, সালাম, জামাল উদ্দীন আফগানী তসলীম,
এশিয়ার নব-প্রভাত-সূর্য-পুরুষ মহামহিম।।
সাম্য উমর ফারুকের তুমি, আলীর জুলফিকার,
অসম সাহস খালেদের, মুসা তারেকের তলোয়ার।
কারাগারে তুমি দেখিলে স্বপন কোন মহামুক্তির,
ভাঙিয়া বুলন্দ-দরওয়াজা হলে মুক্তলোকে বাহির
শত লাঞ্ছনা জুলুম সহিয়া ভাঙিলে সবার নিদ, ।
বুকের রক্তে সুবেহ সাদেক আনিয়া হলে শহীদ.
জাগিল কাবুল, মেসের , ইরান, তুর্ক, আরব, হিন্দ.
তুষার সাগরে, হে চাঁদ আসিয়া জাগালে জোয়ার তীন।
সউদ, কামাল, জগলুল-পাশা, ইবনে করীম বীর,
তোমার মানসপুত্রের রূপে এল উন্নত শির,
দ্বীনের জামাল, তরুণ শাহানশাহীর আলমগীর,
প্রাচী'র গর্ব, সাম্য, মৈত্রী, মানবতার খাদিম।

Dhaka University Institutional Repository

'মোহাম্মদ আলী', শীর্ষক কবিতায় খিলাফত আন্দোলনের নেতা মাওলানা মুহাম্মদ আলীর মৃত্যুতে কবি নজরুল তার প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদনকরে কবিতারচনা করেন। তার বড়ভাই মাওলানা শওকত আলীরসাথে মিলে এদেশে বৃটিশ বিরোধী খিলাফত আন্দোলন পরিচালনা করেন এবং কারারুদ্ধহন। এদেশের আজাদী আন্দোলনে তাঁদের দান অপরিসীম। ১৯৩১ খৃ. ভারতীয় মুসলমানদের পক্ষে লন্ডনে গোলটেবিল বৈঠকে প্রতিনিধিত্বকরেন এবং সেখানেই ইন্তিকাল করেন। তার অসিয়তানুযায়ী পরাধীন ভারতের পরিবর্তে জেরুজালেমে তাঁকে দাফন করা হয়। মোহাম্মদ আলী হিন্দুস্থানের রতনরূপে অনুপম ব্যক্তিত্বের অধিকারী নেতা ছিলেন। অত্যন্ত খোদাভীরু ছিলেন, মহানবীর ন্যায় ইসলাম দরদী এবং আলীর (রা.) ন্যায় নির্ভীক ছিলেন। কবির ভাষায় :- [১১০]

আধেক হিলাল ছিল আসমানে, আধেক হিলাল দুনিয়ায়
দুনিয়ার চাঁদ গেল আসমানে, দুনিয়া অন্ধকারে ছায়।
ছিলনা আরবে, ইরানে, তুরানে, ইরাকে, মিশরে সিরিয়ায়,
হিন্দুস্থানে ছিল সে রতন, হারাইয়া গেল সে-ও হায়!
উহাদের ছিল ইবনে করীম, সউদ, কামাল, জগলুল;
আমাদের ছিল মোহাম্মদ আলী-একাই সবার সমতুল
উহাদের দেশ-নেতায় আছিল লোক লস্কর বৈভব,
মোদের নেতায় ছিল না সেসব, তবু গো তাহার ছিল সব।
মোহাম্মদের ইসলাম প্রীতি, ''আলীর'' শৌর্য বাহুবল
নাই ইসলাম জাহানে গো আজ এমন দ্বীনি-সর্দার
এ পতাকা বয়ে চলিবে কে আর ভারতে নাই এমন নিশানবর্দার।

'বন্দীবন্দনা' কবিতাটি বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে পরিচালিত 'খিলাফত আন্দোলন' (১৯২০-২১) এর নেতৃবৃন্দ আলী ভ্রাতৃদ্বয় তথা মাওলানা মোহাম্মদ আলী ও মাওলানা শওকত আলীকে গ্রেফতার করলে কবি নজরুল আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের বন্দনা গেয়ে রচনা করেন। এতে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ভয় ও শঙ্কা মোচনের অভয়বাণী উচ্চারিত হয়েছে। কবি বলেন :- [১১১]

আজি কাবার সারা দেহে মুক্তি-ক্রন্দন,
ধ্বনিছে হাহা স্বরে ছিঁড়িতে বন্ধন;
নিখিল গেহ যথা বন্দী-কারা, সেথা
কেন রে কারা-ত্রাসে মরিবে বীর দলে
জয় হে বন্দন' গাহিল তাই তারা
মুক্ত নভ-তলে ।।

'আমানুল্লাহ' শীর্ষক কবিতায় কবি নজরুল আফগানিস্তানের বাদশাহ আমানুল্লাহর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় ক্ষমতা দখল করেন। ভারতের বৃটিশ সরকারের সাথে সংঘাত সৃষ্টি হলে 'পিন্ডি চুক্তির' মাধ্যমে আফগান-স্বাধীনতা

Dhaka University Institutional Repository

স্বীকৃত হয়। ১৯২৬ খৃ. আমানুল্লাহ 'বাদশাহ' উপাধি ধারণ করেন। হাবীব উল্লাহ খান কর্তৃক ক্ষমতাচ্যুত হন। অত্র কবিতায় কবি নজরুল বলেন-ইসলাম ত্যাগের ধর্ম; ভোগবিলাস কিংবা অভিজাত্যের ধর্ম নয়। রাজা বাদশাহরা সাধারণতঃ ভোগবিলাসী এবং অহমিকায় বিভোর থাকে। কবির ভাষায় :-[১১২]

খোশ্ আমদেদ্ আফগান-শের! অশ্রু রুদ্ধ কণ্ঠে আজ
সালাম জানায় মুসলিম হিন্দ শরমে নোয়ায়ে শির বে-তাজ
বান্দা যাহারা বন্দেগী ছাড়া কি দিবে তাহারা, শাহানশাহ!
নাই সে ভারত মানুষের দেশ! এ শুধু পশুর কতলগাহ।
মামুদ, নাদির শাহ, আবদালী, তৈমুর এই পথ বাহি',
আসিয়াছে। কেহ চাহিয়াছে খুন, কেহ চাহিয়াছে বাদশাহী।
খঞ্জর এরা এনেছে সবাই, তুমি আনিয়াছ 'হেলাল' আজ,
তোমারে আড়াল করেনি তোমার তরবারী আর তখ্‌ত তাজ।
বুকের খুশির বাদশাহ তুমি,-শ্রদ্ধা তোমার সিংহাসন,
রাজাসন ছাড়ি' মাটিতে নামিতে দ্বিধা নাই তাই করি বরণ
(জিঞ্জীর)

'রীফ সর্দার' কবিতায় কবি নজরুল ইসলাম মরক্কোর জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতা 'আব্দুল করীমের (১৮৮২- ১৯৬৩) শৌর্যেবীর্যে মুগ্ধহয়ে তার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। স্পেনীয় উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে ১৯২০খৃ. কারারুদ্ধহন এবং ১১ মাস কারারুদ্ধ থাকেন। মুক্তিলাভের পর পুনরায় স্পেনীয়বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করে তাদেরকে পরাস্তকরেন এবং মরক্কোর সুলত্বান হন। ১৯২৬খৃ, স্পেনীয়-ফরাসী যৌথ আগ্রাসনের মুখে ক্ষমতাচ্যুত হন এবং নির্বাসিত হন, অতঃপর ১৯৪৭ সনে মিশরে আশ্রয় লাভ করেন। ১৯৬৩ সনে মিশরে মৃত্যুবরণ করেন। কবি নজরুল জাতীয় এই বীরেরকীর্তি স্মরণ করেন এবং ভারতীয় মুসলমানদেরকে ঐ বীরের পদাঙ্ক অনুকরণ করে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসী শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে স্বাধীনতা অর্জনের অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন। কবি বলেন:- [১১৩]

শির-দার তুমি ছিলে রীফের
    পরনি ক' শিরে শরীফী তাজ,
* * *
শুধু বীর নহ, তুমি মানুষ,
    শাহী তখ্‌ত ছিল গিরি-পাষাণ,
* * *
তুমি সভ্যতা গর্বীদের
    নিটাওনি শুধু যুদ্ধ- সাধ,
তাদেরে শিখালে মানবতা,
    বীর ও সে মানুষ, নহে নিষাদ।
* * *
আজ ও ইসলাম বেঁচে আছে
    তোমাদেরি বরে মোজাদ্দেদ।
জানিনা আজিকে কোথা তুমি

Dhaka University Institutional Repository

নয়ি দুনিয়ার, মুসা তারিক।
আছে 'দীন', নাই সিপাহ্ সালার
আছে শাহী তখ্ত, নাই মালিক।
(সন্ধ্যাকাব্য)

'বোধন' কবিতায় কবি নজরুল ঈর্ষাপরায়ন ভাইদের দ্বারা অন্ধকারকূপে পরিত্যক্ত ইউসুফকে ভারতবর্ষের হারানো স্বাধীনতারূপে কল্পনা করেছেন। হারানো ইউসুফের পুনঃপ্রাপ্তির ন্যায় ভারতের স্বাধীনতাও একদিন না একদিন পুনরুদ্ধার হবে- ইহাই কবির আন্তরিক কামনা । কবি স্বদেশবাসীকে সান্ত্বনা দান করেছেন। কবির ভাষায় :-[১১৪]

দুঃখ কিভাই, হারানো সুদিন ভারতে আবার আসিবে ফিরে,
দলিত শুষ্ক এ মরুভু পুন হয়ে গুলিস্তা হাসিবে ধীরে।
কেঁদো না, দমো না, বেদনা-দীর্ণ এ প্রাণে আবার আসিবে শক্তি
দুলিবে শুষ্ক শীর্ষে তোমারও সবুজ প্রাণের অভিব্যক্তি।
অত্যাচার আর উৎপীড়নে সে আজিকে আমরা পর্যুদস্ত,
ভয় নাই ভাই। ঐ যে খোদার মঙ্গলময় বিপুল হস্ত।
(বিষের বাঁশী)

'বিংশ শতাব্দী' শীর্ষক কবিতায় আধুনিকযুগের তরুণদেরকে প্রাচীন জরাজীর্ণতার বিরুদ্ধে, অনাচারের বিরুদ্ধে, পশ্চাদপদতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে ব্রতীহতে আহবান জানিয়েছেন। কবির ভাষায়:-[১১৫]

হইল প্রভাত বিংশ শতাব্দীর,
নব-চেতনায় জাগো জাগো, ওঠ বীর!
নব ধ্যান নব ধারণায় জাগো,
নব প্রাণ নব প্রেরণায় জাগো,
পূবে, পশ্চিমে, উত্তরে, দক্ষিণে,
য়ুরোপ রাশিয়া, আরব, মিসর , চীনে,
আমরা আজিকে একপ্রাণ এক দেহ।
এক বাণী,- 'কারো অধীন রবে না কেহ'।
(প্রলয়শিখা)

'কে যাবি পারে' শীর্ষক কবিতায় কবি নজরুল ইসলামী জীবনবিধানকে একটি তরীর সাথে তুলনাকরেছেন। এই তরীর মাঝি-মাল্লা হচ্ছেন চার খলীফা রাশেদীন আবুবকর, 'উমর, 'উছমান এবং 'আলী (রা.) এবং কান্ডারী হচ্ছেন স্বয়ং নবী মুহাম্মদ (সা.) এবং নবীজীর 'শাফা'আতকে' ঐ তরীরপালস্বরূপ কল্পনা করেছেন। কবি মুসলমানদেরকে যারা পরকালে জান্নাতে গমনকরতে ইচ্ছুক, তাদেরকে 'ইসলাম' নামক তরীতে আরোহন করার আহবান জানিয়েছেন। কবি বলেন :-[১১৬]

কে যাবি পারে আয় ত্বরা করি'
তোর খেয়াঘাটে এল পূণ্য তরী।।

Dhaka University Institutional Repository

আবুবকর, উমর, উসমান, আলী হাইদর,
দাঁড়ী এ সোনার তরণীর , পাপী সব নাই নাই আর ভয়,
এ তরীর কান্ডারী আহমদ, পাক্কা সব মাঝি ও মাল্লা,
মাঝিদের মুখে সারী গান শোন্ ঐ লা- শরীফ আল্লাহ
মোরা নরক-আগুনে আর নাহি ডরি।
শাফায়াত্ পাল ওড়ে তরীর অনুকূল হাওয়ার ভরে,
* * *
যাবি চল পারের পথিক কলেমার জাহাজ ঘাটায়,
ফির্-দৌস হতে ডাকে হুর পরী
(চন্দ্রবিন্দু)

রাসূলে করীমের উদ্দেশ্যে রচিত অসংখ্য কবিতা ও গানের মধ্য থেকে কিছু উদ্ধৃতি পেশ করছি:-

বিশ্বনবী মুহাম্মদ (সা.) রাহমাতুল্লিল্ 'আলামীন রূপে এই ধরায় আবির্ভূত হয়েছেন। তিনি মানুষের মধ্যে সাম্য-মৈত্রী প্রতিষ্ঠার জন্য এসেছেন। কিন্তু মানুষ তাঁর আদর্শ বিচ্যুত হয়ে ভোগ- বিলাসে মত্ত হয়ে তাঁর আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। রাসূলের আদর্শ অনুকরণে সমাজে সাম্যও সম্প্রীতিস্থাপন কামনা করেছেন। কবি বলেন :- [১১৭]

(হে হজরত) চাহ নাই কেহ হইবে আমির, পথের ফকির কেহ,
মাথা গুঁজিবার পাইবে না ঠাঁই, কাহারো সোনার দেহ
ক্ষুধার অন্ন পাইবে না কেহ, কারো শত দাস- দাসী।।
(আজ) মানুষের ব্যথা অভাবের কথা ভাবিবার কেহ নাই,
ধনী মুসলিম ভোগ ও বিলাসে ডুবিয়া আছে সদাই।
বঞ্চিত মোরা হইয়াছি আজ তব রহমত হতে,
সাহেবি গিয়াছে, মোসাহেবি করি' ফিরি দুনিয়ার পথে।
আধেক পৃথিবী আনিল ঈমান তোমার যে উদারতা গুণে
শিখিনি আমরা সে উদারতা, কেবলি গেলাম শুনে
কোরানে হাদিসে কেবলি গেলাম শুনে।
তোমার আদেশ অমান্য করে,
লাঞ্ছিত মোরা ত্রিভুবন ভরে।

'মোহাম্মদ .... কমলিওয়ালা' কবিতায় কবি নজরুল মহানবী কমলিওয়ালার (مزمل) আগমনে বিশ্বের যাবতীয় অবিচার অনাচার দূরীভূতহয়ে প্রশান্তি-সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠিত হয়। উম্মতেমোহাম্মদীর কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্য আজীবন চেষ্টাসাধনা করে গেছেন এবং হাশরের বিচারদিবসে সকলনবীরাসূল 'ইয়া নাফসী', 'নাফসী' করে নিজেদের পরিত্রাণের ব্যাপারে উৎকণ্ঠিত থাকবেন, তখন বিশ্বনবী (সা.) 'ইয়া উম্মতী, 'উম্মতী' বলে তার নিজের উম্মতের নাজাতের ব্যাপারে ব্যতিব্যস্ত থাকবেন। কবির ভাষায় :- [১১৮]

মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লে আলা,
তুমি বাদশার ও বাদশাহ কমলি ওয়ালা,

Dhaka University Institutional Repository

পাপেতাপে পূর্ণ আঁধার দুনিয়া
হল পূণ্য মেহেশতী নুরে উজালা
জ্বলিবে হাশর দিনে দ্বাদশ রবি,
নফসি নফসি করে সকল নবী,
য়্যা উম্মতী, য়্যা উম্মতী, একলা তুমি.......
(গুলবাগিচা)

বিশ্বনবী হ রত মুহাম্মদ (সা.) এর উদ্দেশ্যে রচিত কবিতা :-

(১) হেরা হতে হেলে দুলে [১১৯]
নুরানি তনু ও কে আসে, হায়!
সারা দুনিয়ায় হেরেমের পর্দা
খুলে খুলে যায়।
সে যে আমার কমলি ওয়ালা কমলিওয়ালা।।
হেরা পাহাড় বেয়ে বহে সাহারা মরুর পথে,
সেই জ্যোতিতে দুনিয়া আজি ঝলমল করে।।
আগুন বরণ ফেরেশতা এক এসে
নবুয়তের মোহর দিল বাহুতে তাঁর বেঁধে।

(২) তৌহিদের মুর্শিদ আমার মোহাম্মদের নাম [১২০]
মুর্শিদ মোহাম্মদের নাম।
ঐ নামেরই রশি ধরে যাই আল্লার পথে,
ঐ নামেরই ভেলায় চড়ে ভাসি নুরের স্রোতে।
(জুলফিকার)

হেরা পর্বতের গুহায় ধ্যানমগ্ন থাকা কালে নবী মুহাম্মদ (সা.) ঐশীবাণী লাভ করার পর সমাজে ফিরে এসে তাওহীদের দাওয়াত পেশ করেন। সমগ্র বিশ্ব ইসলামের আলোকে আলোকিত হয়ে উঠে।

'সৈয়দে মক্কী মদনী- নবী মোহাম্মদ' কবিতায় মহানবী মোহাম্মদ (সা.) আল্লাহর বন্ধু বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি; যার আগমনবার্তার ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন হযরত আদম, নূহ, ইবরাহীম, দাউদ, সুলায়ইমান, মূসা এবং 'ঈসা (আ.) প্রমুখ নবীগণ। বিশ্বনবীর (সা.) পেশানীতে আল্লাহর নূরের মূর্তপ্রকাশ ছিল; তিনি হযরত ইউসুফের (আ.) চাইতে ও অধিকতর সৌন্দর্যের অধিকারী ছিলেন, নবী দাউদের চাইতেও অধিক মধুর কণ্ঠস্বরের অধিকারী ছিলেন বিশ্বনবীর নূরের ধারক হবার দরুন নুহের (আ.) কিশতী মহাপ্লাবনে নিমজ্জিত হয়নি, এবং হযরত ইবরাহীম (আ.) নমরুদের প্রজ্জলিত অগ্নিকুন্ডে দগ্ধ হওয়া থেকে নিরাপদ থাকেন এবং হযরত ইউনুস (আ.) মাছের পেটে জীবন্ত বেঁচে থাকেন।

নজরুল বলেন :- [১২১]

সৈয়দে মক্কী মদনী
আমার নবী মোহাম্মদ।
করুণা সিন্ধু খোদার বন্ধু

Dhaka University Institutional Repository

নিখিল মানব- প্রেমাস্পদ।।
আদম নূহ ইবরাহিম দাউদ
সোলেমান মুসা আর ঈসা,
সাক্ষ্য দিল আমার নবীর,
তাদের কালাম হল রদ।।
শুনলে নবীর শিরীন জবান,
দাউদ মাগিত মদদ।।
ছিল নবীর নূর পেশানীতে,
তাই ডুবল না কিশতী নূহেয়।
পুড়ল না আগুনে হজরত
ইবরাহিম সে নমরুদের।

(জুলফিকার)

'আহমদের মীমের পর্দা' সূচক গীতিকাব্যে কবি নজরুল খোদাতত্ত্বের নিগূঢ় দর্শন, সম্পর্কে তার মনোভাব ব্যক্ত করেছেন। أحمد 'আহমদ' আরবী শব্দের 'মীম' (م) অক্ষরটি স্খলিত করলে أحد 'আহাদ' এ রূপান্তরিত হয়, যা أحد الله 'আল্লাহ একক' আল্লাহর বিশেষগুণ; মহানবী আহমদ মুস্তফা এবং সর্বশক্তিমান একক আল্লাহর মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বিদ্যমান। ফানাফিল্লাহ বা আল্লায় বিলীন আধ্যাত্মবাদী ব্যক্তি নিজের অস্তিত্ব ভুলে গিয়ে খোদাপ্রেমে বিভোর হয়ে যায়। যদ্রুপ প্রখ্যাত ফানাফিল্লাহ বাদী সূফী মনসূর হাল্লাজ 'আনালহক', 'আনাল হক' করতে করতে খোদাপ্রেমে নিজের জীবন উৎসর্গ করেন। 'মান 'আরাফা নাফছাহু ফাক্বাদ 'আরাফা রাব্বাহু' নিজেকে উপলব্ধি করতে পারলে আল্লাহকে চেনা সহজ। কবির ভাষায় : - [১২২]

আহমদের ঐ মিমের পর্দা
উঠিয়ে দেখ মন।
'আহাদ' যেথায় বিরাজ করেন
হেরে গুণীজন।।
যে চিনতে পারে রয় না ঘরে,
হয় সে উদাসী,
সে সকল তাজি' ভজে শুধু
নবীজির চরণ
ঐ রূপদেখে যে, পাগল হ'ল
মনসুর হাল্লাজ
সে 'আনাল হক', ' আনাল হক' বলে
তাজিল জীবন।

(জুলফিকার)

'বক্ষেআমার কাবারছবি' শীর্ষক কবিতায় একজন ঈমানদারব্যক্তি কা'বাকেন্দ্রিক জীবনযাপনকরে, রাসূলমুহাম্মদ(সা.) কে নিজের পথপ্রদর্শক নেতারূপে, আরশ্-অধিপতি আল্লাহর উপর দৃঢ়আস্থাশীল, বিবি ফাতেমা নবী-দুলালী মাতৃতুল্য, ইমাম হাসান ও

Dhaka University Institutional Repository

হোসাইন নয়নমনিতুল্য; অতএব সেই ঈমানদারব্যক্তি, শেষবিচারেরদিনের ভীতি বিহবলতা থেকে, পুলসিরাত্বের কঠিনপরীক্ষা থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ ও উৎকণ্ঠা মুক্ত। কবি বলেন:- [১২৩]

বক্ষে আমার কা'বার ছবি,
চক্ষে মোহাম্মদ রসুল।
শিরোপরি মোর খোদার আরশ,
গাই তারি গান পথ- বেভুল।।
খাতুনে জান্নাত আমার মা,
হাসান হোসেন চোখের জল,
ভয় করিনা রোজ কিয়ামত,
পুলসিরাতের কঠিন পুল।।

(চন্দ্রবিন্দু)

'রাখিসনে ধরিয়া মোরে/ ডেকেছে মদীনা আমায়' গীতি কাব্যে কবি নজরুল মদীনায় গমন করে নবীজীর জিয়ারতে ধন্য হবার আন্তরিক ব্যাকুলতা প্রকাশ করেছেন : [১২৪]

রাখিসনে ধরিয়া মোরে,
ডেকেছে মদিনা আমায়।
আরফাত ময়দান হতে
তারি তকবীর শোনা যায়।।
ফুটিল নবীর মুখে
যেখানে খোদার বাণী,
উঠিল প্রথম তকবীর,
''আল্লাহু আকবর'' ধ্বনি
যায় সেই বেহেশতে ধরার,
খোদার ঐ ঘর কা'বা যথায়।

(জুলফিকার)

'আয় মরুপারের হাওয়া'- গীতিকাব্যে কবি মদীনা মুনাওয়ারায় গিয়ে মহানবীর (সা.) রওদ্বায়ে পাকে উপস্থিত হয়ে দরূদ সালাম পেশ করার এবং পবিত্র কা'বার মসজিদুল হরমে সালাত আদায়ের আন্তরিক অভিব্যক্তি ব্যক্ত করেছেন। সেই হারামাইন শরীফাইনের দেশ থেকেই সর্বপ্রথম দীন ইসলামের দাওয়াতের সূচনা হয়। কবি বলেন :- [১২৫]

আয় মরু পারের হাওয়া,
নিয়ে যা রে মদীনায়।
জাত পাক মোস্তফার
রওজা মোবারক যথায়।।
পড়িয়া আছি দুখে
মুশরেকী এই মুল্লুকে।
পড়ব মগরেবের নামাজ

Dhaka University Institutional Repository

ফযে খানায়ে কা'বায়।।
ইসলামেরই দীন- ই ডঙ্কা
বাজল প্রথম যে দেশে।।
(জুলফিকার)

কবি রাসূলে করীমের (সা.) রওজায়ে পাকে উপস্থিত হয়ে দরুদ-সালাম পেশ করার উদগ্র বাসনা ব্যক্ত করেছেন এবং কিয়ামত দিবসে তাঁর শাফা'আত (সুপারিশ) কামনা করেছেন কবিতায় :-

কাবার জিয়ারতে তুমি কে যাও মদিনায়?
আমার সালাম পৌঁছে দিও নবীজীর রওজায়.
হাজীদের ঐ যাত্রা পথে
দাঁড়িয়ে আছি সকাল হতে,
কেঁদে বলি, কেউ যদি মোর
সালাম নিয়ে যায়। -[১২৬]

দূর আরবের স্বপন দেখি বাঙলাদেশের কুটির হতে
বেহোঁশ হয়ে চলছি যেন কেঁদে কেঁদে কাবার পথে।
হায় গো খোদা, কেন মোরে
পাঠাইলে কাঙাল করে
যেতে নারি প্রিয় নবীর মাজার শরীফ জিয়ারতে।।
গরিব বলে হব কি নিরাশ মদিনা দেখার নিয়ামতে।। [১২৭]

নবীজীর শাফা'আত কামনায় -

হে মদিনার নাইয়া! ভব-নদীর তুফান ভারী
কর কর পার।
তোমার দয়ায় তরে, গেল লাখো গুনাহগার
পারের কড়ি নাই যে আমার, হয়নি নামাজ রোজা,
কূলে বসে আছি নিয়ে পাপের বোঝা।
সবার শেষে পার যেন হয় এই খিদমতগার । [১২৮]

'ক্ষমাকরো হজরত' শীর্ষক কবিতায় কবি নজরুল রাসূলে করীমের আদর্শচ্যুত মুসলমানগন পারস্পরিক বিদ্বেষ হানাহানিতে লিপ্ত হওয়ায় মহানবীর সমীপে অনুকম্পা প্রার্থনা করছেন। কবি বলেন :- [১২৯]

তোমার বাণীরে করিনি গ্রহণ, ক্ষমা করো হজরত!
ভুলিয়া গিয়াছি তব আদর্শ, তোমার দেখানো পথ
ক্ষমা করো হজরত।
বিলাস বিভব দলিয়াছ পায় ধূলিসম তুমি ''প্রভু''
তুমি চাহ নাই আমরা হইব বাদশা নওয়াব কভু
তুমি চাহ নাই ধর্মের নামে গ্লানিকর হানাহানি
তলওয়ার তুমি দাও নাই হাতে, দিয়াছ অমর বাণী।
(ঝড়)

Dhaka University Institutional Repository

মহানবীর প্রশস্তি প্রসঙ্গে [১৩০]

প্রিয় মুহয়ে নবুয়তধারী হে হজরত,
তরিতে উম্মতে এলে ধরায়
মোহাম্মদ মোস্তফা, আহমদ মুজতবা-
নাম জপিতে নয়নে আঁসু ঝরায়।।
দিলে মুখে তকবীর, দিলে বুকে তৌহিদ,
দিলে দুঃখের সান্ত্বনা খুশির ঈদ;
দিলে প্রাণে ঈমান, দিলে হাতে কোরআন,
দিলে শিরে শিরতাজ নাম মুসলিম আমায়।

আমার ধ্যানের ছবি আমারই হযরত। [১৩১]
ও- নাম প্রাণে মিটায় পিয়াসা
আমার তামান্না আমার আশা
আমার গৌরব আমার ভরসা
এ দীন গুনাহগার তাঁহারই উম্মত।

নবীকরীম হিজরত করে মদীনায় আগমনে মদীনাবাসী নারী-পুরুষ উৎফুল্ল আনন্দিত হয়। ৩১৩ জন স্বাহাবাসৈনিক সহকারে বদরের যুদ্ধে একহাজার কাফির সৈন্য পরাস্ত হয়। হাশরের বিচারের দিনে গোনাহগারদের জন্য শাফা'আত করবেন।

ঐ হের রসুলে খোদা এল ঐ । [১৩২]
গেলেন মদিনা যবে হিজরতে হজরত
মদিনা হল যেন খুশিতে জিন্নত
ছুটিয়া আসিল পথে মর্দ ও আওরত।
হাজার সে কাফের সেনা বদরে,
তিন শত তের মমিন এধারে;
হজরতে দেখিল যেই। কাঁপিয়া ডরে
কাঁদিবে কেয়ামতে গুনাহগার সব,
নবীর কাছে শাফায়াত করিবেন তলব।
আসিবেন কাঁদন শুনি সেই শাহে আরব।

আমার প্রিয় হজরত নবী কমলীওয়ালা - [১৩৩]
যাহার রওশনীতে দীন-দুনিয়া উজালা।
যারে, খুঁজে ফেরে কোটি গ্রহ-তারা,
ঈদের চাঁদ যাহার নামের ইশারা;
আউলিয়া আম্বিয়া দরবেশ যাঁর নাম,
খোদার নামের পরে, জপে অবিরাম।
পাপের মগ্ন ধরা যার ফজিলতে
ভাসিল সুমধুর তৌহিদ স্রোতে।

Dhaka University Institutional Repository

কমলী- ওয়ালা নবী মুহাম্মদের (সা.) সৌজন্যে দুনিয়া ও দীন আলোকিত হয়েছে। সকল নবী, অলীগণ তাঁকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন। তার আবির্ভাবে বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

সর্ব শক্তিমান স্রষ্টার উদ্দেশ্যে নিবেদিত কবিতা ও গানের কিছু উদ্ধৃতি:-
'বন্দনা গান' কবিতায় [১৩৪] কবি আল্লাহর নিকট আত্ম-সমর্পন করেছেন :-

সর্ব প্রথমে বন্দনা গাই
তোমারই ওগো বারীতা'লা।
তারপরে দরুদ পড়ি
মোহাম্মদ সাল্লে আলা
সকল পীর আর দরবেশ কুলে
সকল গুরুর চরণ মূলে
জানাই সালাম হস্ত তুলে
দোওয়া কর তোমরা সবে
হয় যেন গো মুখ উজালা।

'চাষীর গীত' - গীতি কবিতায় কবি নজরুল নামাঝ, রোঝা, কালেমা ও ঈমানের সুফলের কথা ব্যক্ত করেছেন :- [১৩৫]

চাষ কর দেহ জমিতে
হবে নানা ফসল এতে
নামাজে জমি উগালে,
রোজাতে জমি 'সামালে,'
কলেমায় জমিতে মই দিলে
চিন্তা কিহে এই ভবেতে।।
লা ইলাহা ইল্লাল্লাতে,
বীজ ফেলা তুই বিধিমতে
পাবি 'ঈমান' ফসল তাতে
আর রইবি সুখেতে।

ঈমানকে কৃষকের জমিতে ফসল বপনের সাথে উপমা দেয়া হয়েছে। কালেমা, নামাঝ, রোঝা, ইত্যাদির সমন্বয়ে পূর্নাঙ্গ ঈমান হাসিল করা সম্ভব।

'তওফিক দাও খোদা' কবিতায় কবি নজরুল মুসলিমজাতির অধঃপতিত দুরাবস্থার প্রতি লক্ষ্যকরে দীনইসলামকে বিজয়ীর ভূমিকায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিতকরার তওফীক্ব কামনা করে, আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করছেন। শেরে-খোদা হজরত 'আলীর (রা.) শৌর্য-বীর্য, সাইয়্যেদুস্ শোহাদা আমীর হামঝার বীরত্ব ও আত্মত্যাগ, বিজয়ী সফলসেনানায়ক খালিদ বিন ওলীদ এর সাফল্য ও বীরত্ব, সফল রাষ্ট্রনায়কও প্রশাসক 'উমর ইবনুলখাত্তাব (রা.) এবং 'আব্বাসী খলীফা হারুন আল্ রশীদ এর রাষ্ট্রপরিচালনার কুটকৌশল এবং ক্রুসেড জয়ী সালাহুদ্দীন আইয়ূবী প্রমুখ মহানব্যক্তিদেরন্যায় ব্যাক্তিত্ব

Dhaka University Institutional Repository

দ্বারা ইসলামকে শক্তিশালীকরার আহবান জানিয়েছেন। মদীনা ইসলামীরাষ্ট্রের শৌর্য-বীর্য এবং 'আব্বাসী খিলাফতের রাজধানী 'বাগদাদ' এর ন্যায় ইসলাম যাতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে, সেইতওফিক কামনা করেছেন। পারশ্যের মহান ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভা জালালুদ্দীনরুমী, শায়খ সা'দী, হাফিজ, জামী এবং 'উমর খৈয়াম এর ন্যায় ব্যক্তিদের জম্মদানের মাধ্যমে ইসলামকে সম্মানিত করার জন্য প্রার্থনা করেছেন। বিশ্বমুসলিমের ঐক্য কামনা করেছেন। কবি বলেন :- [১৩৬]

তওফিক দাও খোদা ইসলামে
মুসলিম-জাহাঁ পুনঃ হোক আবাদ
দাও সেই হারানো সাল্‌তানাত
দাও সেই বাহু, সেই দিল আজাদ
দাও বে-দেরেগ তেজ জুলফিকার
খয়বর-জয়ী- শেরে-খোদায়
দাও সে হামজা সেই বীর ওলিদ
দাও সেই ওমর, হারুন-অল্‌-রশীদ;
দাও সেই সালাহউদ্দীন আবার
পাপ দুনিয়াতে চলুক জেহাদ।।
দাও ভা'য়ে ভা'য়ে, সেই মিলন
সেই স্বার্থত্যাগ, সেই দৃপ্তমন,
হোক বিশ্বমুসলিম এক জামাত।

অন্য একটি কবিতায় কবি 'শেষ- বিচার' দিবসে অনুকম্পা ও ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন সর্ব শক্তিমানের নিকট। কবি বলেন- [১৩৭]

রোজ হাশরে আল্লাহ আমায় করো না বিচার।
বিচার চাহি না, তোমার দয়া চাহে এ গুনাহগার।।
আমি জেনে শুনে জীবন ভরে,
দোষ করেছি ঘরে পরে,
আশা নাই যে যাব তরে, বিচারে তোমার।।
বিচার যদি করবে, কেন রহমান নাম নিলে?
ঐ নামের গুণেই তরে যাব, কেন এ জ্ঞান দিলে?

(জুলফিকার-২)

অন্য একটি কবিতায় - আল্লাহর উপর গভীর ঈমানের বদৌলতে জান্নাতের মূল্যবান পালংকে উপবেশন করা যাবে এবং কবরে 'নকীর' এবং 'মুন্‌কির' ফেরেশতাদ্বয়ের প্রশ্নোত্তরপর্ব সহজে উত্তীর্ণ হওয়া যাবে। কবির ভাষায় :-

আল্লা নামের বীজ বুনেছি এবার মনের মাঠে। [১৩৮]
ফলবে ফসল, বেচব তারে কিয়ামতের হাটে।
'মনকের', 'নকির' দুই ফেরেশতা হিসাব রাখে জুড়ি
রাখব হেফাজতের তরে

Dhaka University Institutional Repository

ঈমানকে মোর সাথী করে (জুলফিকার-২)

আল্লাহ-নবীর নাম তথা কালেমায়ে শাহাদাতের জপের প্রতিদান অফুরন্ত, অসীম। কবি বলেন ঃ-

ফেরি করি ফিরি আমি [১৩৯]
        আল্লাহ নবীর নাম।
দেশ- বিদেশে পথেঘাটে
        হাঁকি সুবহ-শাম।।
কলমা শাহাদাতের বাণী
যে খায়েক বলে একটু খানি,
সে চাওয়ার অধিক দেয় আমারে
        মোর সওদার দাম।

আল্লাহ পাকের নিকট নিজের দৈন্যদশার কথা ব্যক্ত করে দীন ইসলামে অটল থাকার জন্য এবং ঈর্ষা- বিদ্বেষ, হীনতা, দীনতা থেকে মুক্ত থাকার তওফীক কামনা করে কবিতা রচনা করেছেন :-[১৪০]

শোনো শোনো য়্যা এলাহী
        আমার মুনাজাত।
তোমারি নাম জপে যেন
        হৃদয় দিবস রাত
যেন শুনি কানে সদা
        তোমারি কালাম, হে খোদা।
সুখে তুমি, দুখে তুমি
চোখে তুমি, বুকে তুমি,
এই পিয়াসী প্রাণের খোদা
        তুমিই আব্ হায়াত।

বহু সংখ্যক গান ও কবিতায় কবি নজরুলের ইসলামী-অভিব্যক্তি ব্যক্ত হয়েছে। যেমন :-[১৪১]

আল্লাহু আকবর! আল্লাহ আকবর!
আল্লার কাছ থেকে এল আজ রহমত, কওসর।
আল্লার যারা আশ্রিত আজ তাহাদেরই হইল জয়,
ইহা আল্লার ইচ্ছার জয়, আমাদের জয় নয়।
কত ভেদজ্ঞান, কলহ, ঈর্ষা, লোভ ও অহংকার-
সব দূর করে দেবে পবিত্র নামের মহিমা তাঁর।

তুমি আশা পুরাও খোদা, [১৪২]
        সবাই যখন নিরাশ করে।
সবাই যখন পায়ে ঠেলে,
        সান্তনা পাই তোমায় ধরে।।

Dhaka University Institutional Repository

খোদা তোমার ভরসা করি
নামি যখন কোনো কাজে
সে কাজ হাসিল হয় সহজে
শত বিপদ বাধার মাঝে

যেদিন রোজ হাশরে করতে বিচার[১৪৩]
তুমি হবে কাজী,
সেদিন তোমার দিদার আমি
পাব কি আল্লাজী।
সেদিন না-কি তোমার ভীষণ কাহহার-রূপ দেখে
পীর-পয়গাম্বর কাঁদবে ভয়ে 'ইয়া নাফসী' ডেকে।
সেই সুদিনের আশায় আমি নাচি এখন থেকে।

কবি নজরুল সর্বশক্তিমানের নিকট প্রার্থনা করছেন- যাতে ইসলামের সরল সঠিক পথের উপর সর্বদা প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারেন। কুবরে নকীর ও মুনকির ফেরেশতাদ্বয়ের প্রশ্নের উত্তর সহজে দিতেপারেন। সকল গ্লানি, হিংসা-বিদ্বেষ মুক্ত হয়ে সমাজে সম্প্রীতি স্থাপন করতে পারেন। হাশরের বিচার দিবসের ভীতি বিহবলতা থেকে মুক্ত হয়ে বিশেষ অনুগ্রহে যেন জান্নাত লাভ করতে পারেন। আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল ও দয়ালু-'গাফুরুর রাহীম'। তার দয়া ব্যতীত হাশরের বিচারে কেউ উত্তীর্ণ হতে পারবে না।

'জয় হোক! জয় হোক'- কবিতায় কবি নজরুল এক আল্লাহর জয়ধ্বনি করেছেন। শান্তির, সাম্যের, সত্যের বিজয় কামনা করেছেন। শোষিত-বঞ্চিত, নির্যাতিত নিপীড়িত, ভাগ্য-বিড়ম্বিত, অধিকার বঞ্চিত জনগণের বিজয় ঘোষণা করেছেন। কবির ভাষায় :-[১৪৪]

জয় হোক, জয় হোক, আল্লাহর জয় হোক।
শান্তির জয় হোক, সাম্যের জয় হোক।
সত্যের জয় হোক, জয় হোক, জয় হোক।
সর্ব অকল্যাণ পীড়ন অশান্তি
সর্ব অপৌরুষ মিথ্যা ও ভ্রান্তি
হোক ক্ষয়, ক্ষয় হোক!
জয় হোক, জয় হোক
দূর হোক অভাব ব্যধি শোক-দুখ,
দৈন্য গ্লানি বিদ্বেষ অহেতুক!
* * *
আল্লার দেওয়া পৃথিবীর ধন ধান্যে
সকলের সম অধিকার;
রবি শশী আলো দেয়, বৃষ্টি ঝরে
সমান সব ঘরে, ইহাই নিয়ম আল্লার।

Dhaka University Institutional Repository

'আল্লাহ পরম প্রিয়তম মোর' শীর্ষক কবিতায় কবি নজরুল আল্লাহর প্রতি তাঁর অগাধ শ্রদ্ধা-ভক্তি-ভালোবাসা ব্যক্ত করেছেন। نحن أقرب إليه من حبل الوريد (القرآن ٥٠/١٦). আল্লাহ মানুষের অতি নিকেটে। আল্লাহ গাফুরুর রাহীম, ক্ষমাশীল, করুণাময়-সৃষ্টির সাথে সুমধুর সম্পর্ক স্থাপনে তিনি সন্তুষ্ট। তার সাথে সদ্ভাবস্থাপনকারীর কোন উদ্বেগ উৎকণ্ঠা থাকেনা। ومن يتوكل على الله فهو حسبه. (القرآن ٦٥:٣). কবি বলেন :- [১৪৫]

আল্লা পরম প্রিয়তম মোর, আল্লা ত দূরে নয়,
নিত্য আমারে জড়াইয়া থাকেপরম সে প্রেমময়।
পূর্ণ পরম সুন্দর সেই আমার পরম পতি,
মোর ধ্যান-জ্ঞান তনুমন-প্রাণ, আমার পরমগতি
.... এত কৃপাময়, এত ক্ষমা সুন্দর তুমি,
মানুষের বুকে কেন তবে এই অভাবের মরুভূমি ?

*　　*　　*

তারি নাম লয়ে বলি, ''বিশ্বের অবিশ্বাসীরা শোনো,
তার সাথে ভাব হয় যার, তার অভাব থাকে না কোনো।

কবি নজরুল সর্বশক্তিমানআল্লাহর নিকট নিজের যাবতীয়কৃতকর্মের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করেছেন। মৃত্যুরপর মসজিদের পাশে সমাধিস্থ হবার অন্তিম বাসনা পোষণ করেছেন, যাতে তার কবরের পাশে দিয়ে নামাযীগণ যাতায়াত কালে তার জন্য মাগফেরাত কামনা করেন; নৈতিক পাঁচবার আযান-ধবনি এবং মস্‌জিদের মধ্যে কোরআন তিলাওয়াতের ধবনি কবর থেকে শুনতে পারেন। কবি বলেন :- [১৪৬]

তুমি রহিমুর রহমান আমি গুনাহগার বান্দা।
হাত ধরে মোর পথ দেখাও য়্যা আল্লাহ্ আমি আন্ধা।।
(মোর) সারা জীবন গেলফেটে
পাঁচ ভূতেরই বেগার খেটে
(এখন) শেষের বেলা ঘুচাও
আল্লা এই দুনিয়ার ধান্ধা।

কবি অনুতপ্ত হৃদয়ে পরম করুণাময়ের নিকট কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছেন। জীবনভর পাঁচ রিপুর তাড়নায় তাড়িত হয়ে অনেক অপরাধ করেছেন, সে জন্য আল্লার নিকট রহমত ও হেদায়ত প্রার্থনা করছেন।

মসজিদেরই পাশে আমার কবর দিও ভাই। [১৪৭]
যেন গোরে থেকেও মোয়াজ্জিনের আজান শুনতে পাই।।
আমার গোরের পাশ দিয়ে ভাই নামাজিরা যাবে;
পবিত্র সেই পায়ের ধবনি এ বান্দা শুনতে পাবে।
গোর-আজাব থেকে এ গুনাহগার পাইবে রেহাই।
কত পরহেজগার খোদার ভক্ত নবীজীর উম্মত
ঐ মসজিদে করে রে ভাই কোরান তেলাওত,
সেই কোরান শুনে যেন আমি পরান জুড়াই।।

Dhaka University Institutional Repository

আল্ কুরআনুল করীমে আল্লাহর বাণী يٰعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله (القرآن. ٣٩/٥٣). এর ভিত্তিতে কবি পাপের বোঝা ভারী হওয়া সত্ত্বেওকবি করুণাময় আল্লাহর দয়া ও ক্ষমা থেকে নিরাশ হননি। নবী করীমের (সা.) 'শাফাআত' ব্যতীত কেউ নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জন করতে পারেনা।

খোদার রহম চাহ যদি নবীজীরে ধর [১৪৮]
নবীজীরে মুর্শিদ কর নবীর কলমা পড়।
আল্লা যে ভাই অসীম সাগর
কয়জন জানে তাঁহার খবর
নবীর সুপারিশ বিনা আল্লার দরবারে
কেউ যেতে নাহি পারে।

আল্লার নিকট আত্মসমর্পিত হয়ে কবি কামনা বাসনা ব্যক্ত করেছেন। সূরা ফাতিহার কাব্যানুবাদের মাধ্যমে:- [১৪৯]

তোমারি মহিমা গাই বিশ্বপালক কর তার।
করুণা কৃপার তব নাহি সীমা নাহি পার
রোজ হাশরের বিচার দিনে তুমি মালিক আয় খোদা
আরাধনা করি প্রভু আমরা কেবলি তোমায়
সহায় যাচি তোমায় নাথ দেখাও মোদের সরল পথ
তাদের পথে চালাও খোদা বিলাও যাদের পুরস্কার
অবিশ্বাসী ধর্মহারা যাহারা সে ভ্রান্ত পথ
চালায়োনা তাদের পথে এই চাহি পরওয়ার দেগার।

বাংলা কাব্যরচনায় সুষ্ঠু ইসলামী রূপদানে নজরুলের কৃতিত্ব অতুলনীয়। ইসলামী বিষয় নিয়ে, মুসলমানদের অতিপ্রিয় বিষয়গুলো যেমন কালেমা-নামায, রোযা, হজ্জ যাকাত, 'ঈদুল ফিতর, ঈদুল আযহা, কোরবানী, মুহররম, ইসলামী ঐতিহ্য-সংস্কৃতি, এবং ইসলামী ব্যক্তিত্ব ও মনীষী যেমন- মহানবীর জীবনী, উমর ফারুক, খালেদ, কামাল পাশা, আনোয়ার পাশা, খেয়াপারের তরণী, রণ-ভেরী, সুবহ উম্মীদ, প্রভৃতি কবিতায় ইসলামী প্রকাশ-ভঙ্গী চমৎকার হয়েছে। বহু সংখ্যক ইসলামী গান ও রচনা করেছেন।

মুসলিম সমাজের বাস্তব অবস্থা অবলোকন করে কবিতা লিখেছেন। বিশ্বের নিপীড়িত-নির্যাতিত, শোষিত, বঞ্চিত মানবাত্মারবেদনার আর্তনাদকে সহানুভূতি সহকারে চিত্রিত করেছেন কাব্যে। শোষণের বিরুদ্ধে, নির্যাতনের, অন্যায়ের, অসত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে কবিতা লিখেছেন। গণ-মানুষের জন্য কবিতা লিখেছেন বিধায় তাকে 'মানুষের কবি' বলা হয়।

মুসলিম রেনেসাঁয় নজরুলের দান অপরিসীম। তার আবির্ভাব, তার অস্তিত্ব, মুসলিম নব-জাগরণকে প্রাণবন্ত করেছে। নজরুল মানবতার কবি, অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কবি, নিপীড়িত মানবতার মুক্তি আন্দোলনের তূর্যবাদক বীর সেনানী। মুসলিম

সংস্কৃতির কথা, প্রাচীন ইতিহাসের কথা অতি সুন্দর ভাবে কাব্যে রূপদান করেছেন। অজস্র ইসলামী গান, কবিতা ও গজলের মাধ্যমে মুসলিম রেনেসাঁয় অগ্রনায়কের কাজ করেছেন।

সাহিত্যসমালোচক মাহফুজুল্লাহ বলেন-"ইসলামী আদর্শও ঐতিহ্যের রূপায়নে নজরুলের অবদান অবিস্মরণীয়। সমকালীন যুগ-সমস্যা এবং মুসলিম সমাজের বিপর্যয়ের পটভূমিতে অতীতে গৌরব গাথা রচনা করেছেন।" [১৫০]

প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও রাজনীতিবিদ আবুল মনসুর আহমদ বলেন- "নজরুল আমাদের জাতীয় জাগরণের অগ্রদূত। এদেশের স্বাধীনতার চেতনা জাগ্রতকরার পেছনে তার অবদান অসীম। বাংলাদেশে ও বাংলা সাহিত্যে তার আর্বিভাব মুসলিম রেনেসাঁর অগ্রদূতরূপে। তাঁর গান ও কবিতায় অধঃপতিত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, হীনমন্য মুসলিম জাতির দুর্দশায় তার প্রাণের ব্যথা অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় উদগীরিত হয়েছে। প্রথম মহাযুদ্ধের বিভীষিকা, খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের ছাপ তাঁর কবিতায় পড়েছে। মুসলিম জাগরণের হায়দরী হাঁক সর্বস্তরের জনতার মর্মস্পর্শ করেছে এবং স্বৈরাচারের হৃদকম্পনের সৃষ্টি করেছে।" [১৫১]

আবুজাফর শামসুদ্দীনের মতে-"ঔপনিবেশিক শাসনামলে সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে স্বকীয়তা লুপ্ত মুসলমানদের দুঃসময়ে নজরুল তার সৃষ্টিধর্মী প্রতিভাবলে সৃষ্ট সাহিত্যের মাধ্যমে মুসলিমসমাজকে পূনর্জীবিত করার প্রয়াস চালান। অজ্ঞানতা, কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও নৈরাশ্যে সমাচ্ছন্ন, পথভ্রষ্ট, অধঃ-পতিত বাঙ্গালী মুসলমানদের তিনি প্রথম পথ প্রদর্শক।" [১৫২]

প্রখ্যাত ভাষাবিদ ও পন্ডিত অধ্যাপক ড.এনামুল হকের মতে- বাংলাসাহিত্যে নজরুলের আবির্ভাব ধূমকেতুর ন্যায় আকস্মিক। তিনি নিপীড়িত, পরাধীন জাতির দুরাবস্থা কবিতাও গানে, ধারণা ও ধ্যানে, কথাও কাজে অনল উদগীরণ করেছেন। প্রাচীন চিন্তাধারা ও সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে, বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে তার বিদ্রোহ পরিচালিত হয়েছে।" [১৫৩]

প্রখ্যাতকবি ও সাহিত্যিক আল-মাহমুদের মতে- "নজরুলের বিদ্রোহী হবার কারণ-মুসলিম সম্প্রদায়ের তৎকালীন রাজনৈতিক ও বৈষয়িক পরাজয়ের ব্যর্থতা, তিতুমীরের আন্দোলন এবং হাজী শরীয়তুল্লাহর আন্দোলনের ব্যর্থতায় সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মনোভাব জেগে উঠে নজরুলের মনে। বৃটিশ সাম্রাজ্যের যেখানে সূর্য অস্ত যেতনা। এশিয়া ও আফ্রিকার কোথাও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা নিয়ে নজরুলের ন্যায় আর কোন কবির আবির্ভাব হয়নি। আধুনিক বাংলাভাষায় তিনি প্রথম সাম্রাজ্যবাদ

বিরোধীকবি। তার কবিতায় ঔপনিবেশিক শাসন-শোষনের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ প্রতিবাদ পরিলক্ষিতহয়। :- [১৫৪]

পরাধীনভারতে ঔপনিবেশিক স্বেচ্ছাচারের যুগে যেখানে বাক-স্বাধীনতা, ব্যক্তিস্বাধীনতা মোটেই ছিলনা, ইংরেজদের স্বৈরাচারী শাসনে সবাই ছিল জর্জরিত, নিষ্পেষিত, মুসলমানদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি হচ্ছিল ভূলুণ্ঠিত, এমনি এক নাজুক পরিস্থিতিতে কবি নজরুলের আবির্ভাব। তিনি এসব অনাচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন তার কাব্যের মাধ্যমে । প্রাচীন ইতিহাস-ঐতিহ্য বর্ণনা করে মুসলিমজাতিকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা চালিয়েছেন, ইসলামী ঐতিহ্য ও কৃষ্টি পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য ব্রতীহবার অনুপ্রেরণা দান করেছেন। এসকল দিক বিবেচনা করলে তাঁকে যথার্থভাবেই 'মুসলিম জাগরণের অগ্রদূত' আখ্যায়িত করা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ :

১. নজরুল রচনাবলী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩, ৩খ. পৃ. ৩৪৩।
২. পূর্বোক্ত, ৩/৩৪৩
৩. ঐ ২/২২৬ ; মুসলিম শরীফ, কিতাবুস সালাত, ১৮ ।
৪. ঐ ৩/৫১৭
৫. ঐ ৩/৩১১
৬. ঐ ৩/৫২১
৭. ঐ ৩/৩২
৮. ঐ ৩/৩০২
৯. ঐ ৩/৩৬
১০. ঐ ৩/২৮৫
১১. ঐ ৩/৪০৮
১২. ঐ ৩/৪৩৫
১৩. ঐ ৩/৩৩০
১৪. ঐ ৩/৪৮৬
১৫. ঐ ৩/২৩২
১৬. ঐ ৩/২২৬
১৭. ঐ ৩/৪৫৮
১৮. ঐ ৩/৪৮১
১৯. ঐ ৩/৩৩০
২০. ঐ ৩/২৭৪
২১. ঐ ৩/৪৬৮
২২. ঐ ৩/৪৩৪
২৩. ঐ ৩/৩৯৩
২৪. ঐ ৩/৪৮৭
২৫. ঐ ৩/৪৭৬
২৬. আব্দুল মুকীত, নজরুল ইসলামের ইসলামী গান, ই.ফা.বা. ঢাকা. ১৯৮৫ ২সং. পৃ. ১২২।
২৭. নজরুল রচনাবলী, বা/এ, ১৯৯৩ ৩খ.পৃ.৪৭৩।
২৮. ঐ ৩/২৬
২৯. নজরুল রচনাবলী, ৩/৪৬৭
৩০. ঐ ৩/২২৩; ৩/৪৬৪
৩১. ঐ ১/৪৫৫-৭
৩২. আ. মুকীত, নজরুলের ইসলামীগান, পৃ. ৯৫।
৩৩. নজরুল রচনাবলী, ৩খ, পৃ. ৩৩৫-৭ (৩/৩৩৫-৭)
৩৪. ঐ ১/৩৬-৭
৩৫. ঐ ১/৩৮-৯
৩৬. ঐ ৩/৩২৪
৩৭. ঐ ৩/৪৬৯
৩৮. ঐ ৩/৪৬৯

৩৯. নজরুল রচনাবলী ১/২৩৩
৪০. ঐ ১/২৩৪
৪১. ঐ ১/২৩৪
৪২. ঐ ১/২৪১
৪৩. ঐ ৩/৪২৯
৪৪. ঐ ১/২৪৫
৪৫. ঐ ১/১১৬
৪৬. ঐ ১/১১৮
৪৭. ঐ ১/২২৮
৪৮. ঐ ২/২২১
৪৯. ঐ ২/২২০
৫০. ঐ ২/২২১
৫১. ঐ ৩/৪৭৮
৫২. ঐ ২/৩২৮
৫৩. ঐ ৩/২৪৩
৫৪. ঐ ২/৩২৮
৫৫. ঐ ২/২১৯
৫৬. ঐ ১/৩১-৩
৫৭. ঐ ১/৪৪১-৩
৫৮. নজরুল রচনাবলী, ১/৩৪
৫৯. ঐ ১/৩৫
৬০. ঐ ৩/৩-৪
৬১. ঐ ৩/৩৯
৬২. ঐ ২/২২৩
৬৩. ঐ ১/১৫৪
৬৪. ঐ ৩/৩৩
৬৫. ঐ ৩/৩২৮
৬৬. ঐ ৩/৩১১
৬৭. ঐ ৩/৩৩০
৬৮. ঐ ৩/৩৪০
৬৯. ঐ ৩/৫১৩
৭০. ঐ ৩/৩৪৪
৭১. ঐ ৩/১৭
৭২. ঐ ৩/২৮
৭৩. ঐ ১/৪৩৪
৭৪. ঐ ১/২৮৮
৭৫ ঐ ২/২৮৯
৭৬. ঐ ২/৫২৯
৭৭. ঐ ১/৯৯

Dhaka University Institutional Repository

৭৮. নজরুল রচনাবলী ১/১০৪
৭৯. ঐ ১/৪৫৭
৮০. ঐ ১/৪৫৩
৮১. ঐ ৩/৪৬২
৮২. ঐ ৩/৪৬২
৮৩. ঐ ৩/৪৬২
৮৪. ঐ ৩/৪৭৯
৮৫. ঐ ৩/৪৮৫
৮৬. ঐ ৩/৪৭৮
৮৭. ঐ ৩/৩৩৯-৪০
৮৮. ঐ ৩/৪৩
৮৯. ঐ ৩/৪৫-৭
৯০. ঐ ৩/৫০
৯১. ঐ ৩/৫১
৯২. ঐ ৩/৫৪
৯৩. ঐ ৩/৫৯
৯৪. ঐ ৩/৬২
৯৫. ঐ ৩/৬৩
৯৬. ঐ ৩/৬৫
৯৭. ঐ ৩/৬৭
৯৮. ঐ ৩/৭৪
৯৯. ঐ ৩/৭৯
১০০. ঐ ৩/৮৩
১০১. ঐ ৩/৯৭
১০২. ঐ ১/৯৩
১০৩. ঐ ১/৯৬
১০৪. ঐ ১/৪৬৫
১০৫. ঐ ১/৪৩৫
১০৬. ঐ ১/১৮
১০৭. ঐ ১/২৮-৩০
১০৮. ঐ ১/৪৫৯
১০৯. ঐ ৩/৫২৭
১১০. ঐ ৩/৫২৮
১১১. ঐ ১/১০৯
১১২. ঐ ১/৪৬৩
১১৩. ঐ ১/৫৪৫
১১৪. ঐ ১/১০৩
১১৫. ঐ ২/৭০
১১৬. ঐ ২/১১৮

১১৭. নজরুল রচনাবলী,৩/৪০৪-৫
১১৮. ঐ ২/৩৩০
১১৯. ঐ ৩/২৭৩
১২০. ঐ ৩/২৭৯
১২১. ঐ ২/২৩২
১২২. ঐ ২/২২৯
১২৩. ঐ ২/১১৯
১২৪. ঐ ২/২৩৩
১২৫. ঐ ২/২৩১
১২৬. ঐ ৩/৪৩১
১২৭. ঐ ৩/৪৩২
১২৮. ঐ ৩/৪০৯
১২৯. ঐ ৩/৩৭৭
১৩০. ঐ ৩/৪৮৯
১৩১. ঐ ৩/৪৫৮
১৩২. ঐ ৩/৪৫৮
১৩৩. ঐ ৩/৪৭৭
১৩৪. ঐ ৩/৩৮৩
১৩৫. ঐ ৩/৩৮৩
১৩৬. ঐ ৩/৩৩৫
১৩৭. ঐ ৩/২৮০
১৩৮. ঐ ৩/২৮৩
১৩৯. ঐ ৩/২৭৬
১৪০. ঐ ৩/৪৩৫
১৪১. ঐ ৩/৪৫১
১৪২. ঐ ৩/৪৫৩
১৪৩. ৩/৪৫৬
১৪৪. ঐ ৩/৫১৩
১৪৫. ঐ ৩/৫১৪
১৪৬. ঐ ৩/৪৬৩
১৪৭. ঐ ৩/৪৬১
১৪৮. ঐ ৩/৯৮৮
১৪৯. ঐ ৩/৯৮৯
১৫০. মাহফুজুল্লাহ, নজরুল ও আধুনিক কবিতা।
১৫১. আ.কা. নজরুল পরিচিতি, পৃ. ১১০
১৫২. পূর্বোক্ত পৃ. ১১২
১৫৩. আ.কা. নজরুল প্রতিভার স্বরূপ, পৃ. ৪৬
১৫৪. কান্ডারী হুশিয়ার, নজরুল জন্ম শতবার্ষিকী স্মারক, ১৯৯৯, পৃ. ১৩৭।

Dhaka University Institutional Repository

খ.হাফিযের কাব্যে ইসলামী উপাদান

আধুনিক 'আরবী সাহিত্যের কবি হাফিয ইবরাহীমের জন্ম মিস্বরে ঔপনিবেশিক শাসনামলে। ঐ পরিবেশেই তার কৈশোর ও যৌবন অতিবাহিত হয়। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ ছিলেন মুসলমান। বৃটিশ উপনিবেশ আমলে দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। সামাজিক, রাজনৈতিক,ও সাংস্কৃতিক বিভিন্ন ঘটনা ও সমস্যাকে কেন্দ্র করে, সমাজের গণমানুষের আশা-আকাঙখা,সুখ-দু:খ,অভাব-অভিযোগকে কেন্দ্র করে কবি হাফিয বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কবিতা রচনা করেছেন, তাতে মুসলিম জনসাধারণের কামনা-বাসনা,দু:খ-দুর্দশার চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। বিভিন্ন রাষ্ট্রপ্রধান, শাসকবর্গের প্রশংসায়, জনপ্রিয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের প্রশংসায়, ইসলামী ব্যক্তিত্ব, পন্ডিত, মনীষী, জ্ঞানী-গুণী, কবি সাহিত্যিকদের প্রশংসায়, তাদের মহৎ গুণাবলী বর্ণনা প্রসঙ্গে, তাঁদের ইসলামী চরিত্র এবং ইসলামের সহায়ক ভূমিকা ইত্যাদির বর্ণনায় কবিতা রচনা করেছেন। ইসলাম মানবতার ধর্ম; বিভিন্ন মানবকল্যাণমূলক, সমাজকল্যাণমূলক কার্যাবলীর উদ্যোক্তা ব্যক্তিবর্গের এবং প্রতিষ্ঠানের মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছেন কাব্যে। উপনিবেশবাদের শোষণ-নির্যাতনের যাতাকলে নিষ্পেষিত জনগণকে নিজেদের অতীত গৌরব ও ঐতিহ্য স্মরণ করিয়ে সেই ঐতিহ্য পুণ: প্রতিষ্ঠা করার ব্যপারে সক্রিয় হবার আহবান জানিয়েছেন কাব্যে। মুসলিম জাহানের দ্বিতীয় খলীফা হযরত 'উমরের ব্যক্তিত্ব, চারিত্রিক মাহাত্ম্য, দূরদর্শিতা ইত্যাদি গুণাবলী বর্ণনা করে কবিতা লিখেছেন। হিজরী নববর্ষকে স্বাগতম জানিয়ে ঐতিহ্য– বিস্মৃত মুসলিমজাতিকে নিজেদের গৌরবময় অতীত ঐতিহ্য পুন:প্রতিষ্ঠার আহবান জানিয়েছেন ।

আমরা এখানে ইসলাম ও মুসলিম বিষয়কেন্দ্রিক কবি হাফিযের কবিতাবলীর পর্যালোচনা করবো :-

تحية العام الهجري শীর্ষক কবিতায় হিজরী নববর্ষকে স্বাগতম জানিয়ে কবি মুহাম্মদ হাফিয ইবরাহীম দুটি কবিতা রচনা করেছেন। একটি ১৩২৭হি/১৯০৯খৃ.সনে এবং দ্বিতীয়টি ১৩২৮হি./১৯১০খৃ. সনে। প্রথম কবিতায় কবি বলেন: [১]

أطل علي الأكوان والخلق تنظـــر + هلال رآه المسلمون فكـــبروا

تجلي لهم في صورة زاد حسنهـــا+ علي الدهر حسنًا أنها تتكرر

وأذكرهم يومًا أغر محجــــــــــلاً+ به توج التاريخ والسعد مسفر

وهاجر فيه خير داع إلي الهـــدي+ يحف به من قوة الله عســـكر

يسراه برهان من الله ساطــــــع+هدي،ويمناه الكتاب المطـــهر

Dhaka University Institutional Repository

فكان علي أبواب مكة ركبه +وفي يثرب أنواره تنفجـــــر

مضي العام ميمون الشهور مباركا+ تعدد آثار له وتسطـــــر

ففيه أفاق النائمون وقد أتــــــــت + عليهم كأهل الكهف في النوم أعصر

وفي عالم الإسلام في كل بقعة + له اثر باق وذكر معطـــر

إذا الله أحيا أمة لن يردها + إلي الموت قهار ولا متجبر

فما ضاع حق لم ينم عنه أهله + ولا ناله في العالمين مقـــصّـــر

হিজরী নববর্ষের নতুন চাঁদের আবির্ভাবে বিশ্বের মুসলমান আনন্দে উল্লসিত হয়ে কৃতজ্ঞচিত্তে কল্যাণ ও মঙ্গলের শুভ কামনায় মহান স্রষ্টার নিকট প্রার্থনা করে। হিজরী নববর্ষের আগমন বিশ্বনবী মুহাম্মদ(সা:) এর মদীনায় হিজরতের ঐতিহাসিক ঘটনা স্মরণ করিয়ে দেয়; হিজরতের ফলে মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন হয়। পবিত্র আল্‌-কোরআন ছিল তাঁর দিশারী। পবিত্র মদীনা থেকে ইসলামের জ্যোতি বিশ্বের চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে; ইসলাম আন্তর্জাতিক রূপলাভ করে। এই হিজরীবর্ষ মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটানাবলীর প্রত্যক্ষ সাক্ষী।বিগত বর্ষ–সমূহে তুর্কী, ফার্সী (ইরানী), আফগানী, ভারতীয়, আলজিরীয়, তিউনিসীয়, মিস্বরীয় প্রমুখ জাতিসমূহ স্বাধিকার অর্জন করেছে। মুসলিম বিশ্বের প্রতিটি অঞ্চলে হিজরী বর্ষের অবদানের ছাপ ও সুখ্যাতি রয়েছে। তাই নববর্ষের আগমনে বিশ্বমুসলিমের হৃদয়ে অনুপ্রেরণা ও নব-উদ্দীপনা সঞ্চারিত হয়। কোনজাতি স্বীয় শক্তি, সাহস ও দৃঢ় মনোবল নিয়ে আত্ম-নিয়ন্ত্রণাধিকারের জন্য সচেষ্ট হলে, আল্লাহ ও তাদেরকে সাহায্য করেন, তখন কোন স্বৈরাচারী শক্তি তাদেরকে দাবিয়ে রাখতে পারেনা। আত্মসচেতন জাতির অধিকার কখনো নস্যাৎ হয়না।

কবিতাটিতে তুর্কীজাতির উন্নতি-অগ্রগতি লাভের ঘটনা, মরক্কোর জাতীয় উন্নতির কথা বর্ণনা করেছেন। বৃটিশ সম্রাট ৭ম এডওয়ার্ড(১৮৪১-১৯১০) এবং রুশসম্রাট সিজার (১৯০১) এর আগ্রাসন আফগানজাতি প্রতিহত করেছে। ভারতবর্ষে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি সাধিত হয়েছে। আলজিরিয়া, তিউনিস এবং মিস্বরে নবজাগরণের সৃষ্টি হয়েছে। হিজরীবর্ষ মুসলিম বিশ্বের সকল ঘটনার প্রত্যক্ষ সাক্ষী। তাই হিজরী নববর্ষের আগমনে বিশ্বমুসলিমের হৃদয়ে ইসলামী রেনেসাঁর শিহরণের সৃষ্টি হয়, প্যান ইসলামিক আন্দোলনের জন্য ঐক্যবদ্ধ হবার অনুপ্রেরণা লাভ করে। এ সকল দিক বিবেচনা করে কবি মুহাম্মদ হাফিয হিজরী নববর্ষকে বিশ্বমুসলিমের 'ঐক্যের প্রতীক' এবং 'প্রেরণার উৎসরূপে' অভিহিত করেছেন। নিজেদের অতীত ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি পুন: প্রতিষ্ঠার জন্যে প্রয়াসী হতে মুসলিম বিশ্বের প্রতিটি অঞ্চলের মুসলিম জনগোষ্ঠীর প্রতি আহবান জানিয়েছেন, উৎসাহিত করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

عمــر بــن الخطــاب ('উমর ইবনুল খাত্তাব) শীর্ষক কবিতায় কবি মুহাম্মদ হাফিয ইবরাহীম মুসলিম জাহানের দ্বিতীয় খলীফা হযরত 'উমরের (রা:) জীবনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাকে কেন্দ্র করে কবিতা রচনা করেছেন। হযরত 'উমরের ইসলাম গ্রহণের ঘটনা, আবুবকরের (রা:) খলীফা নির্বাচিত হবার ঘটনা,পারস্যরাজের দূতেরঘটনা, 'উমরের খোদাভীতি ও জাকজমকহীনতা, শূরাব্যবস্থা প্রবর্তনে 'উমর, আবু সুফিয়ান, খালিদ বিন ওলীদ, 'আমর ইবনুল 'আস, 'আব্দুল্লাহ ইবন 'উমর, জিবিল্লা ইবনুল আয়হাম প্রমুখের সাথে 'উমরের ন্যায়ের স্বার্থে কঠোর মনোভাব, بيعة الرضـــــوانএর বৃক্ষ, সত্যের ধারক 'উমর এবং তাঁর শাহাদত লাভ ইত্যাদি ঘটনাবলীকে কেন্দ্রকরে কবি হাফিয কবিতা রচনা করেছেন, যা তাঁর শ্রেষ্ঠতম ইসলামী কবিতারূপে পরিগণিত। কবিতাটি ৮ফেব্রুয়ারী ১৯১৮খৃ. তারিখে শিক্ষামন্ত্রণালয়ের এক অনুষ্ঠানে কবি আবৃত্তি করেছিলেন।

নিম্নে উক্ত কবিতার কিছু উদ্ধৃতি পেশকরাহল:-

(ক) إســلام عمــر 'উমরের ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে:-[২]

رأيتَ في الدين آراء موفقــــــة + فأنزل الله قرآنـــا يزكيــــــها

وكنتَ أول من قرَّت بصحبتـــه + عين الحنيفــة واجتــازت أمانيــها

قد كنتَ أعدي أعاديها فصرتَ لها + بنعمة الله حصنًا من أعاديـــــها

خرجتَ تبغي أذاها في محمدهـــا + وللحنيفة جبار يواليــــــها

فلم تكد تسمع الآيات بالغـــة + حتي أنكفأتَ تنادي من يناويهـــا

سمعتَ سورة طه من مرتلهـــا + فزلزلت نية قد كنت تنويـــها

ويوم أسلمتَ عز الحق وارتفعـــتْ + عن كاهل الدين أثقال يعانيـــها

وصاح فيه بلال صيحة خشعـــت + لها القلوب ولبت أمر باريــــــها

فأنت في زمن المختار منجدُهـــــا + وأنت في زمن الصديق منجيهـــــا

كم استراك رسول الله مغتبطًـــا + بحكمة لك عند الرأي يلفيـــها

হযরত 'উমর (রা:) দীন ইসলামের বিভিন্ন ব্যপারে আল-কোরআনের বিধান অবতীর্ণহওয়ার পূর্বে রাসূলুল্লাহ্‌কে পরামর্শ দানকরেছেন, যা' কোরআনের বিধান অবতীর্ণ হবার পর সাদৃশ্যপূর্ণ হয়েছে (প্রায় বিংশধিক ক্ষেত্রে, যেমনحكـــم الاســـتئذان

Dhaka University Institutional Repository

وتحريم الخمر-ইত্যাদি)। 'উমরের ইসলাম গ্রহণের দরুন 'দীনে হক' এ স্থিতিশীলতা আসে। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তিনি ইসলামের ঘোরতম শত্রু ছিলেন,অথচ ইসলাম গ্রহণের পর তিনি ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে সুরক্ষিত দূর্গতুল্য হয়ে যান।তিনি সত্যদ্বীনের নবী মুহাম্মদকে নিপীড়ন-হত্যা করার জন্য রওয়ানা হলেন। স্বীয় বোন ফাত্বেমার গৃহে সূরা 'ত্বা-হা' শ্রবণ করে রাসূলকে হত্যাকরার বাসনা স্খলিত/বিদূরিত হয়ে গেল(মানসিক পরিবর্তন ঘটল।)কোরআনের সুস্পষ্ট আয়াত শোনা মাত্র উহার শত্রুদের বিরোধিতায় লেগে যান।তার ইসলাম গ্রহণের ফলে দীন-ইসলাম শক্তিশালী হয় এবং দীনের বোঝা/প্রতিবন্ধকতা দূরীভূত হয়। হযরত বিলাল (রা.)এত উচ্চস্বরে জয়ধ্বনি করলেন যে, অনেকের হৃদয় বিনীত হয়ে স্রষ্টার সমীপে অবনতহলো। 'উমর হযরত মুহাম্মদের নবুওতের আমলে ইসলামের সাহায্যকারী ছিলেন এবং প্রথম খলীফা আবুবকর (রা.) সিদ্দীকের খিলাফত আমলে দীনের ত্রাণকর্তা ছিলেন। রাসূলুল্লাহ 'উমরের প্রজ্ঞায় মুগ্ধহয়ে অনেক সময় তাঁর সাথে পরামর্শ করতেন এবং উহা গ্রহণ করতেন।

মোটকথা-হযরত 'উমর ইসলাম ও রাসূলের ঘোর শত্রু ছিলেন, নাঙ্গা তরবারী হস্তে মুহাম্মদকে (সা.) হত্যার জন্য বের হলে পথিমধ্যে বোন ফাত্বেমা ও ভগ্নীপতি সাঈদের গৃহে তাদের নিকট কোরআনের সূরা 'ত্বা-হা' শুনে তাঁর মানসিক পরিবর্তন ঘটে এবং নবীজীর খেদমতে হাজির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণের ফলে ইসলাম ও মুসলমানগণ শক্তিশালী হয় । আজীবন রাসূলের সাহায্যকারী ও পরামর্শদাতা ছিলেন। তিনি অত্যন্ত প্রজ্ঞাবান ও দূরদর্শী ছিলেন। অহী অবতীর্ণহবার পূর্বে 'উমর রাসূলুল্লাহকে বিভিন্ন ব্যপারে পরামর্শ দেন,তদনুযায়ী অহী অবতীর্ণ হয়েছে।

(খ)عمر وبيعة أبي بكر رض আবুবকরের খেলাফতের শপথ প্রসংগে 'উমর (রা.) এর ভূমিকার ব্যাপারে কবি হাফিয বলেন:-[৩]

وموقفٍ لك بعد المصطفي افترقت+ فيه الصحابة لما غاب هاديُها

بايعتَ به أبا بكر فبايعه + علي الخلافة قاصيها ودانيها

وأطفِئتْ فتنة لولاك لاستعرتْ +بين القبائل وانسابت أفاعيها

بات النبي مسجيٌّ في حظيرته +وأنت مستعر الأحشاء داميها

تصيح: من قال نفس المصطفي قبضت+ علوت هامته بالسيف أبريها

أنساك حبك طه أنه بشر+ يجري عليه شئون الكون مجريها

Dhaka University Institutional Repository

وإنه وارد لابد مـــــــــورده +من المنية لا يعفيه ساقيــــــها

نسيت في حق طه آية نزلـــت + وقد يذكر بالآيات ناسيـــــها

ذهلتَ يومًا فكانت فتنة عممٍ + وثاب رشدك فانجابت دياجيها

فللسقيفة يوم أنت صاحبـــــه+ فيه الخلافة قد شيدت أواسيها

مدت لها الأوس كفًا كي تناولها+ فمدت الخزرج الأيدي تباريها

ظن كل فريق أن صاحبهم + أولي بها وأتي الشحناءَ آتيـــــها

حتي انبريتً لهم فارتد طامعهم+ عنها وأخي أبو بكر أواخيـــــها

<u>قال عمر لعلي يوم بيعة أبي بكر (رض):</u>

وقولة لعلي قالها عمـــــــــر+ أكرمْ بسامعها أعظِمْ بملقيـــــها

حرقتٌ دارك لا أبقي عليك بها+ إن لم تبايع وبنتٌ المصطفي فيها

ما كان غير أبي حفص يفوه بها+ أمام فارس عدنان وحاميــــــها

كلاهما في سبيل الحق عزمتُـــه + لا تنثني أو يكون الحق ثانيـــــها

মানবতার দিশারী বিশ্বনবী মুস্তাফার ইনতেকালের পর খলীফা নির্বাচনের ব্যাপারে স্বাহাবায়ে কেরামের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিলে'বনী সাঈদা'গোত্রের বৈঠকে'উমরের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল; 'উমর সর্বপ্রথম আবুবকরের হাতে বাই'আত করেন, তখন দূর ও নিকটের সবাই আবুবকরের হাতে বাই'আত করেন। ফলে মুসলমানদের মধ্যে বিশৃঙ্খলার ফেতনা প্রশমিত হয়।জাতীয় ঐ সংকট মুহূর্তে 'উমর না থাকলে বিভিন্ন গোত্রে বিশৃঙ্খলার অগ্নি প্রজ্জলিত হতো এবং উহার হলাহল ছড়িয়ে পড়তো। নবীজীর লাশ মোবারক তাঁর সংরক্ষিত প্রকোষ্ঠে পড়ে রইল। 'উমর শোকে মুহ্যমান লোকজনের মধ্যে উচ্চ-স্বরে ঘোষণা করলেন-"যে ব্যক্তি বলবেঃ মুহাম্মদের প্রাণ 'কবজ' করা হয়েছে, তার শিরশ্চেদ করবেন।" নবীজীর প্রতি চরমভক্তির দরুন'উমর ভূলে গেছিলেন যে, নবীজী অন্যান্য সকল মানুষের ন্যায় একজন মানুষ,বিশ্বের সকল মানুষের ন্যায় নবীও মরণশীল। তখন আবুবকর এসে 'উমরকে وما محمد إلا رسول قد خلت من قبلـــه الرسل (الآيـــة) আয়াতে কোরআনী (৩:১৪৪) শোনালে 'উমরের সুমতির উদয় হয় । ফলে তিনি আবুবকরের

Dhaka University Institutional Repository

হাতে বাই'আতের (আনুগত্যের) শপথ করলে 'আউস' এবং খাঝরাজ গোত্রদ্বয় প্রতিযোগিতামূলকভাবে বাই'আত করে; ফলে আবুবকরের খিলাফতের বন্ধন সুদৃঢ় হয়।

হযরত 'আলী (রা.) ঐ দিন আবুবক্করের বাই'আত না করলে 'উমর 'আলীর ঘর জ্বালিয়ে দেবার হুমকি দেন, অথচ সেই গৃহে নবীদুলালী ফাতেমাও ছিলেন। 'আদ্নান বংশীয় বীর 'আলীর সম্মুখে এত বড় দম্ভোক্তিকরা 'উমর ব্যতীত অন্য কারো পক্ষে সম্ভব হতোনা। উভয়েই সত্যের পথে ছিলেন; কোন অসত্য 'উমরের সংকল্পকে টলাতে পারেনি।

(গ) عمر ورسول كسري পারস্যসম্রাটের দূতের দৃষ্টিতে উমর:-[8]

পারস্যরাজের দূত প্রতাপশালী খলীফা 'উমরের অবস্থা চাক্ষুস পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে মদীনায় আগমন করে অনুসন্ধান করে মদীনার একপ্রান্তে বৃক্ষের ছায়াতলে মৃত্তিকার উপরে প্রহরীবিহীন নিদ্রিতাবস্থায় 'উমরকে দেখতে পেয়ে বিস্ময়াভিভূত হয়েছিল। একমাত্র ন্যায় পরায়ণতার জন্য 'উমর এত নির্ভীক হতে পেরেছিলেন। এ প্রসঙ্গে কবি হাফিয বলেন:-

وراع صاحب كسري أن رأي عمرًا+ بين الرعية عطلاً وهو راعيها

وعهده بملوك الفرس أن لها+سورًا من الجند والأحراس يحميها

رآه مستغرقًا في نومه فرأي+ فيه الجلالة في أسمي معانيها

فوق الثري تحت ظل الدوح مشتملاً+ ببردة كاد طول العهد يبليها

فهان في عينه ما كان يكبره + من الأكاسر والدنيا بأيديها

وقال قولة حقٍ أصبحتْ مثلاً+ وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها

أمنتَ لما أقمتَ العدل بينهم + فنمت نوم قرير العين هانيها

পারস্যসম্রাট কিস্‌রার দূত খলীফা 'উমরের জাকজমকহীন সাদাসিধে জীবন দেখে ভীত হয়; অথচ পারস্যরাজাদের ঐতিহ্য ছিল – তাদেরকে নিরাপত্তা প্রাচীর, প্রহরী ও সৈন্যসামন্ত পাহারা দিত। দূত 'উমরকে বৃক্ষের ছায়াতলে জীর্ণ-শীর্ণ চাদর আবৃতাবস্থায় মাটির উপরে গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত দেখে তাঁর মহানত্ব অনুভব করে এমন সত্যবাক্য উচ্চারণ করে:-

يا عمر عدلت فأمنت فنمت হে 'উমর ! আপনি ন্যায় প্রতিষ্ঠা করেছেন বিধায় নিরুদ্বিগ্ন সুখের নিদ্রায় বিভোর হয়েছেন। দূতের এ উক্তিটি যুগযুগ পরম্পরায় ঐতিহাসিক প্রবাদে পরিণত হয়েছে।

'উমরের জীবনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ও তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট সম্পর্কে কবি হাফিয দীর্ঘ কবিতা লিখেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

(ঘ) زهد عمر 'উমরের বিলাসহীনতা-[৫] প্রসঙ্গে জেরুজালেম সফরকালে তাঁর অভ্যর্থনাকারীগণ তাঁকে জমকালো মূল্যবান পোষাক পরাতে চাইলো এবং তাঁকে বহন করার জন্য সুদর্শন সুঠামদেহী অশ্ব উপস্থিত করে; কিন্তু 'উমর তাঁর সাদাসিধে জীবনের জীর্ণ পুরানো পোষাক এবং নিজস্ব ভারবাহী অশ্বকেই অগ্রাধিকার দেন। কবির ভাষায়:-

يا من صدفتَ عن الدنيا وزينتها+فلم يغرك من دنياك مغريها

ردُّوا ركابي فلا أبغي به بدلاً +ردُّوا ثيابي فحسبي اليوم باليها

(ঙ) ورع عمر 'উমর এর মিতাচারিতা প্রসঙ্গে-[৬]

কবি হাফিয বলেন :- 'উমর মুসলিম জাহানের অধিপতি হওয়াসত্বে ও অনাড়ম্বর জীবনযাপন করতেন। রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে প্রয়োজনাতিরিক্ত এক কপর্দক ও গ্রহণ করতেন না। তাঁর স্ত্রী একবার মিষ্টি খাবার জন্য তাঁর নিকট আবদার করেন। খলীফা জবাব দিলেন- তাঁর নিকট প্রয়োজনীয় টাকা নেই। তাঁর সহধর্মিনী কয়েকদিন সংসারের খরচের টাকা থেকে অল্পঅল্প করে সঞ্চয় করে সঞ্চিত টাকা নিয়ে খলীফার নিকট হাজির করলেন-মিষ্টি কিনে দেবার জন্য। খলীফা 'উমর তখন সঞ্চিত ঐ মুদ্রাগুলো রাষ্ট্রীয় কোষাগারে ফেরত দেবার আদেশদেন এবং বলেন যে, 'উমরের চাহিদা মেটানোর সমপরিমাণ অর্থই যথেষ্ট; দৈনন্দিন প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ করা 'উমরের জন্য বৈধ নয়। এমনিই ছিল 'উমরের মিতাচার ও সংযম। কবি হাফিবের ভাষায়:-

يوم اشتهت زوجه الحلوي فقال لها+ من أين لي ثمن الحلوي فأشريها

قال: اذهبي واعلمي إن كنت جاهلة+إن القناعة تغني نفس كاسيها

وأقبلت بعد خمس وهي حاملة +دريهمات لتقضي من تشهّيها

فقال: نبهتِ مني غافلاً فدعي+ هذي الدراهم إذ لاحق لي فيها

ما زادعن قوتنا فالمسلمون به+ أولي فقومي لبيت المال رُديها

(চ) هيبة عمر 'উমরের ভীতিপূর্ণ ব্যক্তিত্ব:-[৭]

এক মহিলা মানত করেছিল যে, রাসূলুল্লাহ (সা:) যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন করলে সে রাসূলের খেদমতে উপস্থিত হয়ে গান গাইবে। রাসূলুল্লাহর প্রত্যাবর্তনের পর ঐ মহিলা রাসূলের দরবারে হাজির হয়ে গান শুরু করে; রাসূলুল্লাহ এবং আবুবক্‌র নীরবে তা শুনছিলেন। অত:পর সেখানে

Dhaka University Institutional Repository

'উমর আগমন করেন, তখন মহিলা ভীত হয়ে বাদ্যযন্ত্রসহ পালিয়ে যায়। তখন নবীজী বললেন- 'উমরকে দেখে ঐ মহিলার শয়তান পালিয়েছে।'

في الجاهلية والإسلام هيبـــــــــته+ تثني الخطوب فلا تعدو عواديها

كانت لها كعصا موسي لصاحبهـــا+ لا يترل البطلُ مجتازًا بواديـــــها

أخاف حتي الذراري في ملاعبــــــها+وراع حتي الغواني في ملاهيـــها

* * * * *

قد فر شيطانها لما رأي عمـــــــــرا+إن الشياطين تخشي بأس مخزيهـــا

(ছ)رحمة عمر'উমরের সহমর্মিতা প্রসঙ্গে কবি হাফিয বলেন:-[৮]

ومن رآه أمام القدر منبطحًا + والنار تأخذ منه وهو يذكيهـــا

وقد تخلل في أثناء لحيتـــــــــه + منها الدخان وفُوهُ غاب في فيها

رأي هناك أمير المؤمنين علـــي + حال تروع – لعمرُ الله – رائيها

খলীফা 'উমর রাতের বেলায় ছদ্মবেশে প্রজাদের অবস্থা স্বচক্ষে অবলোকন করার জন্য শহর প্রদক্ষিনকরতে বেরুতেন। একরাতে এক পর্ণকুটিরে এক মহিলাকে দেখতে পান-উনুনে আগুন জ্বালিয়ে একটি খালিপাত্রে পানি ও পাথর সেদ্ধ করছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল এই যে পানি সেদ্ধকরার অজুহাতে ক্ষুধার্ত শিশুদেরকে ভুলিয়ে ঘুম পাড়ানো। 'উমর এই অবস্থা দেখে বায়তুল মাল থেকে আটার বস্তা নিজের কাঁধে করে ঐ বিধবার পর্ণ-কুটিরে গিয়ে আগুন জ্বালিয়ে স্বহস্তে রুটি তৈরী করে শিশুদেরকে খাইয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন।

(জ)عمر والشوري শূরাব্যবস্থা প্রবর্তনে 'উমর (রা.):

'উমর যাবতীয় ব্যাপারে 'শূরাব্যবস্থা' (পরামর্শ পরিষদের পরামর্শ ভিত্তিক ব্যবস্থা) অনুসরণ করতেন। তাঁরমতে 'শূরা' ব্যতীত কোনকাজে মঙ্গল নেই। খলীফা নির্বাচনে তিনিই সর্বপ্রথম 'শূরা' ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। আততায়ী আবুল'লুর হাতে আহত হবার পর তার স্থলাভিষিক্ত খলীফা নির্বাচনের জন্য ছয় সদস্য বিশিষ্ট উপদেষ্টা পরিষদ নিযুক্ত করেন। নির্বাচন পরিচালনার জন্য আব্দুল্লাহ বিন 'উমরকে দায়িত্বদেন।শূরা ভিত্তিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় স্বেচ্ছাচারিতার কোন অবকাশ নেই। সমষ্টির মতে কল্যাণ নিহিত। কবি হাফিযের ভাষায়:-[৯]

يا رافعًا راية الشوري وحارسها + جزاك ربك خيرًا عن محبيهـــا

Dhaka University Institutional Repository

دري عميد بني الشوي بموضعهـا + فعاش ما عاش يبنيها ويعليهـا

وما استبد برأي في حكومتـه + إن الحكومة تغري مستبديهـا

رأي الجماعة لا تشقي البلاديـه+ رغم الخلاف ورأي الفرد يشقيها

(ঝ) عمر وأبو سفيان আবু সুফইয়ান এর প্রতি উমরের কঠোরতা :-

খলীফা 'উমর ছিলেন সততা ও ন্যায়পরায়ণতার মূর্ত প্রতীক । সিরিয়ার গবর্ণর আমীর মু'আভিয়ার পিতা আবুসুফইয়ানকে আমানতের খিয়ানত করার দায়ে শাস্তি দিতে 'উমর মোটেই পরওয়া করেননি। অথচ আবুসুফইয়ান ছিলেন একজন সম্ভ্রান্ত বংশীয় জনবরেণ্য নেতা, মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ কা'বাশরীফের ন্যায় আবুসুফইয়ানের গৃহকেও নিরাপত্তাস্থলরূপে ঘোষণা করেছিলেন;রাসূলে করীমের শ্বশুড় ছিলেন। আবুসুফইয়ানের বংশ-মর্যাদা, নেতৃত্ব, আত্মীয়তা-সম্পর্ক এবং রাসূলের নিরাপত্তাদান ইত্যাদি বৈশিষ্টের অধিকারী হওয়াসত্বেও 'উমর আমানতের খিয়ানত করায় আবুসুফইয়ানকে বিন্দুমাত্র ছাড়দেননি। কবি বলেন:-[১০]

وما أقلت أبا سفيان حين طـــوى + عنك الهدية معتزًا بمهديهـا

لم يغن عنه وقد حاسبته حسـبٌ + ولا معاوية بالشـام يحميها

قيدت منه جليلاً شاب مفرقـه + في عزة ليس من عز يدانيهـا

في فتح مكـة كانـت داره حرمـاً + قد أمّن الله بعد البيت غاشيها

وكل ذلك لم يشفـع لدي عمـر + في هفوة لأبي سفيان يأتيها

وتلـك قـوة نفـس لو أراد بهـا + شمّ الجبال لما قرت رواسيها

(ঞ) عمر وعمـرو بـن العـاص মিস্বরের গবর্ণর 'আমর ইবনুল 'আস্ব এর প্রতি 'উমরের কঠোরতা:-

খলীফা 'উমর (রা.) সরকারী কর্মচারীদের ধনসম্পদের পুরোপুরি হিসাব নিতেন । তাঁরমতে সরকারী কর্মচারীরা যা কিছু সঞ্চয় করেন, তা' তাদের প্রয়োজনাতিরিক্ত; উহাসাধারণ জনগণের প্রাপ্য; তাই উহা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে ফিরিয়ে দেয়া উচিত। রাষ্ট্রীয় কর্মচারী, যাদের আয়ের উৎস অজ্ঞাত, 'উমর তঁদের সাথে এরূপ কঠোর আচরণ করেছেন। মিস্বরের গবর্ণর 'আমর ইবনুল 'আস্ব (মৃ.৬৬৪খৃ.) এর ধনসম্পদের হিসাব নিকাশ গ্রহণের জন্য মুহাম্মদ মাসলামাকে পাঠান। 'আমর

Dhaka University Institutional Repository

নিজ প্রভাব-প্রতিপত্তি, পদমর্যাদা এবং মদীনা থেকে অনেক দূরে অবস্থানসত্বেও আমীরুল মোমেনীনের আদেশের আনুগত্য না করে পারেননি। কবি হাফিযের ভাষায়:-[১১]

شاطرتَ داهيةَ السُّوّاس ثروتــــه + ولم تخفه بمصـــر وهو واليــــها

وأنت تعرف عَمرًا في حواضرهــــا + ولست تجهل عَمرًا في بواديـــها

فلم يُرِغ حيلةً فيما أمرتَ بــــه + وقام عمرو إلى الأجمال يُزجيــــها

(ট)عمر وخالد بن الوليد খালিদ বিন ওলীদ এর প্রতি'উমরের ভূমিকা :-

ইরাক্ব, ইরান ,শাম ,রোম প্রভৃতি যুদ্ধে মুসলিম বীর সেনাপতি খালিদ বিন ওলীদ এর অসাধারণ শৌর্যে-বীর্যে ও বীরত্বে মুগ্ধহয়ে সাধারণ মুসলমানগণ আল্লাহর উপর ভরসার পরিবর্তে খালিদের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়তে পারে, এই আশঙ্কায় 'উমর খলীফাপদে অধিষ্ঠিত হবার পরপরই সেনাপতির পদথেকে খালিদকে পদচ্যুতির আদেশ প্রেরণ করেন ; খালিদ তখন দামেশক্ব অবরোধে ব্যস্ত। নবনিযুক্ত সেনাপতি আবু উবায়দাহ আলজাররাহ দামেশক্ব বিজয়- অবধি খলীফার উক্ত আদেশ গোপন রাখেন। যুদ্ধশেষে খালিদ খলীফার উক্ত ফরমান হাসিমুখে গ্রহণ করেন এবং সাধারণ সৈনিকরূপে যুদ্ধকরেন, আজীবন খলীফার অনুগত থাকেন।খালিদের মত একজন জনপ্রিয় সফল বিজয়ী সেনাপতিকে দীনের খাতিরে, মুসলমান জাতিকে বিভ্রান্তিমুক্ত রাখার উদ্দেশ্যে 'উমর স্বীয় সুদৃঢ় ব্যক্তিত্ব বলে নি:স্বার্থভাবে পদচ্যুত করতে বিন্দুমাত্র পরোয়া করেননি। কবি ঘটনাটি নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করেছেন:-[১২]

سل قاهرَّ الفرس والرومان هل شفعتْ + له الفتوح وهل أغني تواليهــــا

ما واقع الرومَ إلا فرَّ قارحُهــــا + ولا رمي الفُرسَ إلا طاش راميها

لم يجز بلدةً إلا سمعت بهــــا + الله أكبر تدوي في نواحيــــها

عشرون موقعة مرت محجلــــة + من بعد عشر بنان الفتح تحصيها

أتاه أمرُ أبي حفــــص فقبَّلــــه + كمـــا يقبل آي الله تاليــــها

فخالد كان يدري أن صاحبــه + قد وجه النفس نحو الله توجيها

فقال: خفت افتنان المسلمين به + وفتنة النفس أعيت من يداويها

تالله لم يتبع في ابن الوليد هويً + ولا شفي غلة في الصدر يطويها

Dhaka University Institutional Repository

পারস্য ও রোম বিজয়ী খালিদকে তাঁর অগণিত বিজয় কোন সহায়তা করেনি। রোম এবং পারস্যের অভিযানে সুদক্ষ তীরন্দাজ এবং বীরগণ ধ্বংস হয়েছে কিংবা পালিয়ে গেছে। খালিদ যে জনপদেই অবতরণ করেছেন, সেখানে 'নারায়ে তাকবীর' প্রতিধ্বনিত হয়েছে। খালিদ খলীফার আদেশ সসম্মানে গ্রহণকরে চুম্বন দেন; তিনি জানতেন যে, উমর একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যই এ আদেশ প্রদান করেছেন। সাধারণ মুসলমানগণ ফেতনায়লিপ্ত হবার আশঙ্কায় 'উমর এ আদেশ প্রদান করেন; কোন ব্যক্তিগত আক্রোশ বা বিদ্বেষবশত: নয়।

(ঠ) معاملة عمر مع ابنه عبد الله بن عمر পুত্র আব্দুল্লাহর প্রতি তাঁর আচরণ-

খলীফা 'উমর তাঁর পুত্র 'আব্দুল্লাহর একপাল মোটাতাজা উট দেখতে পেয়ে সেগুলোকে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে ফিরিয়ে আনার আদেশদেন; তাঁর ধারণাছিলযে, খলীফার পুত্র হবার সুবাদে প্রভাব খাটিয়ে উটগুলোকে মোটাতাজা করা হয়েছে ,নতুবা ওগুলোকে খোরাক দেবার মত সামর্থ ও তাঁর পুত্রের নেই। এ ব্যাপারটিই কবি হাফিয নিম্নোক্তভাবে কাব্যরূপদান করেছেন:[১৩]

وما وقي ابنك عبد الله أينقـــه + لما اطلعتَ عليها في مراعيــــها

فقلتَ:ما كان عبد الله يُشبِعها + لو لم يكن ولدي أوكان يُروِيها

قد استعان بجاهي في تجارتـــه + وبات باسم أبي حفص يُنميــها

ردوا النياق لبيت المال إن له + حق الزيادة فيها قبل شاريــــها

(ড) سلوك عمر حول شجرة الرضـــوان হোদাইবিয়ার সন্ধির প্রাক্কালে নবীকরীম(স.) যে বৃক্ষের নীচে বসে স্বাহাবায়ে কেরামের নিকট থেকে 'উছমান হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য বাই'আত (শপথ) গ্রহণ করেছিলেন,সেই বৃক্ষের নীচে লোকেরা নামাঝ পড়তে, উহার চারপাশে ত্বাওয়াফ করতে শুরু করে; খলীফা 'উমর এসব কার্যকলাপ লক্ষ্য করে সাধারণ জনগণের মধ্যে বৃক্ষপূজা তথা শিরক ছড়িয়ে পড়ার আশংকায় বৃক্ষটি কেটেফেলার নির্দেশদেন। এমনিই দূরদর্শী ছিলেন হযরত 'উমর (রা.)।এ ব্যাপারটির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন কবি হাফিয নিম্নোক্ত পংক্তিতে:-[১৪]

وسرحة في سماء السرح قد رفعتْ + ببيعة المصطفي من رأسها تيها

أزلتَها حين غالوا في الطواف بها + وكان تطوافهم للدين تشويهًا

'উমর প্রশস্থি কাব্যের উপসংহারে কবি বলেন -

هذي مناقبه في عهد دولته + للشاهدين وللأعقاب أحكيها

في كل واحدة منهن نابلةٌ + من الطبائع تغذو نفس واعيها

Dhaka University Institutional Repository

'উমরের এসব গুণাবলী বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য দিকনির্দেশক; উহা সংরক্ষণকারীদেরকে পরিতৃপ্ত করবে।

الإمام الشيخ محمد عبده শায়খ মুহাম্মদ 'আব্দুহু (১৮৪৯-১৯০৫খৃ.) মিস্বরের একজন সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি অগাধ পান্ডিত্যের অধিকারী ,মিস্বরের গ্র্যান্ড মুফতী এবং সমাজ সংস্কারক ছিলেন। আল-আঝ্হার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন।

الوقائع المصرية পত্রিকার সম্পাদনা করেন । ইংরেজদের বিরোধিতা করায় মিস্বর থেকে বহিষ্কৃত হয়ে প্যারিসে গিয়ে সাইয়্যিদ জামালুদ্দীন আফগানীর সহযোগিতায় العــروة الوثقـي পত্রিকা প্রকাশ করেন এবং বিশ্ব ইসলামী আন্দোলনের প্রচার করেন। বৈরুতে প্রত্যাবর্তনের পর সেখানে অধ্যাপনা ও গ্রন্থ রচনায় নিয়োজিত থাকেন। স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর আল্-আঝ্হারে অধ্যাপনা করেন । ১৮৯৯খৃ. মিস্বরের গ্র্যান্ড মুফতী রূপে নিয়োগ লাভ করেন। তার রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে شرح مقامات الهمداني এবং شرح نهج البلاغة অন্যতম।

কবি মুহাম্মদ হাফিযের কাব্যে,সাহিত্যে,এবং নৈতিক চরিত্র গঠনে এই মনীষীর প্রভাব অপরিসীম। কবি হাফিয ইমামকে সদাসর্বদা ছায়ার ন্যায় অনুসরণ করেছেন। সূদানে থাকাকালে ইমামের সাথে পত্র যোগাযোগ করেছেন । সূদান থেকে প্রত্যাবর্তনের পর ইমামের মজলিসে সাহিত্য, রাজনীতি ও ধর্মচর্চা করতেন। ইমাম মুহাম্মদ 'আব্দুহুর প্রশংসায়, অভিনন্দনে এবং মৃত্যুশোকে কবি হাফিয বহু কবিতা রচনা করেছেন। সবকটি কবিতায় ইমামের ইসলামী ব্যক্তিত্বের মূর্ত প্রকাশ ঘটিয়েছেন। 'দিওয়ানে হাফিয' কাব্যগ্রন্থে ইমাম মুহাম্মদ 'আব্দুহু প্রসঙ্গে যে কটি কবিতা সংকলিত হয়েছে, তা নিম্নরূপ:-

প্রথম কবিতায় -মিস্বরের গ্র্যান্ড মুফতীর দায়িত্ব গ্রহণকালে তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে রচিত কবিতা,

দ্বিতীয় কবিতাটি-কোন এক সমুদ্র ভ্রমণে কবি ইমামের সফরসঙ্গী থাকাকালে ;

তৃতীয় কবিতাটি- আলজিরিয়া সফর থেকে প্রত্যাবর্তনের পর; (১৯০৩)

চতুর্থ কবিতাটি-ইসলাম বিদ্বেষীদের বিভিন্ন সমালোচনার জবাবে;

পঞ্চম কবিতাটি- সূদান থেকে লিখিত

ষষ্ঠ কবিতাটি - ইমামের মৃত্যুতে শোক কবিতা (১৯০৫)

সপ্তম কবিতাটি- ইমামের স্মরণসভায় আবৃত্ত (১৯২২)।

কবি হাফিয ইমামের 'মুফতী' নিয়োগকালে অভিনন্দন জানিয়ে কবিতায় বলেন:-[১৫]

رأيتك والأبصار حولك خشع + فقلت أبو حفص ببرديك أم علـــي

جردت للفتيا حسام عزيمـــة +بحديه آيات الكتاب المـــــــــــنزل

محوت بها في الدين كل ضلالة + وأثبت ما أثبت غـــير مضلـــل

فما حل عقد المشكلات بحكمة + سواك ولا أربي علي كل حول

Dhaka University Institutional Repository

কবি হাফিয মুফতী মুহাম্মদ 'আব্দুহুকে প্রজ্ঞা, দূরদর্শিতা. ও সুদৃঢ় ব্যক্তিত্বের জন্য খলীফা 'উমর ইবনুল খাত্তাবের সাথে এবং অগাধ পান্ডিত্য ও ধর্মীয় জ্ঞানের জন্য হযরত 'আলী বিন আবু ত্বালিব এর সাথে তুলনা দিয়েছেন। মুফ্তী 'আব্দুহু অগাধ ধর্মীয় জ্ঞান ও পান্ডিত্যের অধিকারী হওয়ায় স্বীয় শাণিত ফতওয়া দ্বারা ইসলামকে বিভ্রান্তি ও ফেতনা মুক্ত রেখেছেন, দূরদর্শী প্রজ্ঞাবলে যাবতীয় সমস্যার সমাধান করেছেন।

কবি হাফিয ইবরাহীম ইমাম 'আব্দুহুর সফরসঙ্গী থাকাকলে অতি নিকটে থেকে ইমামের চালচলন, আচার আচরণ ইত্যাদি ব্যক্তিগত বিষয় অবলোকন করার সুযোগ পান ; সে প্রেক্ষিতে রচিত কবিতায় ইমামের গুণাবলী বর্ণনা করেছেন। কবিরভাষায়-[১৬]

صحبت الهدي عشرين يوما وليلة + فقر بقيني بعدمـــا كـــان يرجـــف

إمام الهدي أني أري القوم أبدعوا + لهم بدعا عنـــها الشـــريعة تعـــزف

رأوا في قبور الميتين حياتهـــــم + فقاموا إلي تلـــك القبـــور وطوفـــوا

فأشرق علي تلك النفوس لعلـــها + ترق إذا أشـــرقتَ فيهـــا ، وتلطـــف

فأنت بهم كالشمس بالبحر وإنما + ترد الأجاج الملـــحَ عذبـــا فيرشـــف

كثير الأيادي حاضر الصفح منصـــف + كثير الأعادي ، غـــائب الحقـــد مسعف

تجلي جمال الدين في نور وجهـــه + وأشرق في أثنـــاء برديـــه أحنـــف

رأيتك في الإفتاء لا تغضب الحجا + كأنك في الإفتـــاء والعلـــم يوســـف

মুফতী মুহাম্মদ 'আব্দুহু হেদায়েতের নেতারূপে সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন প্রকার বিদ্'আত, শির্ক্ ইত্যাদি অনৈসলামিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে জনগণকে সঠিক ইসলামের পথে আনেন। সূর্যোত্তাপে সাগরের লোনাজল বাষ্প হয়ে আকাশে মেঘমালায় পরিণত হয়ে পুনরায় সুপেয় বৃষ্টিরূপে পৃথিবীতে বর্ষিত হয়। ইমাম মুহাম্মদ 'আব্দুহু জনগণের জন্য সেই সূর্যসদৃশ ছিলেন। তিনি ছিলেন দানশীল,ন্যায়পরায়ণ,মহতপ্রাণ,ক্ষমাশীল,ঈর্ষা–বিদ্বেষমুক্ত, অন্যের অভাব মোচনকারী। প্রখ্যাত পন্ডিত,দার্শনিক, রাজনীতিবিদ, বিশ্বমুসলিম ঐক্যের প্রবক্তা, শিক্ষাগুরু জামালুদ্দীন আফগানী (১৮৩৮-১৮৯৮) এর ন্যায় জ্ঞান,প্রজ্ঞা ইত্যাদি মহৎ গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন। অন্যদিকে প্রখ্যাত তাবেয়ী আহনাফ বিন কায়স (মৃ.৬৭হি.)এর ন্যায় পরম ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার অধিকারী ছিলেন। হযরত ইউসুফের (আ.) ন্যায় গভীর জ্ঞান ও তীক্ষ্ণমেধার অধিকারী ছিলেন; তার ফতওয়া যুক্তি ও বিবেকসম্মত ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

কবি হাফিয ইমাম মুহাম্মদ 'আব্দুহুর প্রজ্ঞা ও পান্ডিত্য, ইসলামীজ্ঞান ও নৈতিক চারিত্রিক গুণাবলী বর্ণনা করেছেন।

ইমাম মুহাম্মদ 'আব্দুহু কবি হাফিযের পিতৃতুল্য গুরু, অভিভাবক, প্রশিক্ষক, দিশারী ছিলেন। ১৯০৫ সনে ইমামের মৃত্যুতে কবি হাফিয শোকগাথা রচনা করেন; এতে ধর্ম, রাজনীতি, জ্ঞান, বিজ্ঞান,ও দেশাত্মবোধের ক্ষেত্রে ইমামের ভূমিকার কথা বর্ণনা করেন:[১৭]

تباركتَ هذا عالِمُ الشرق قد قضـــي + ولا نت قناة الدين للغمــزات

وآذوك في ذات الإله وأنكــروا + مكانك حــتي ســوَّدوا الصفحــات

رأيتَ الأذي في جانب الله لذةً + ورُحتَ ولم تَهمُــمْ لــه بشكـــــاةِ

أبنتَ لنا التزيل حكمًا وحكمة + وفرقتَ بــين النــور والظلمــــات

وفقت بين الدين والعلم والحجا + فأطلعتَ نورًا مــن ثــلاث جــهات

وخفتَ مقام الله في كل موقف+ فخافك أهل الشـــك والنزعــــات

وأرصدت للباغي علي دين أحمد + شباة يراع ســـاحر النفثـــات

بكي الشرق فارتجت له الأرض رجةً+وضاقت عيـــون الكـــون بالعـــبرات

ففي الهند محزون وفي الصين جازع + وفي مصر باك دائـــم الحســرات

وفي الشام مفجوع وفي الفرس نادب+ وفي تونس ما شئت من زفرات

بكي عالَمُ الإسلام عالِم عصـــره+ سراج الدياجي هادم الشبهات

فلا تنصبوا للناس تمثال عبـــده + وإن كان ذكري حكمة وثَبــاتِ

فإني لأخشي أن يَضِلوا فيومنـــوا + إلي نور هذا الوجه بالسجدات

فيا ويح للشوري إذا جد جدُّها + وطاشت بها الآراء مُشْتَجِرات

فياويح للفتيا إذا قيل من لها؟ + ويا ويح للخيرات والصدقات

প্রাচ্যের পন্ডিত মুহাম্মদ 'আব্দুহুর মৃত্যুতে সমালোচকদের বিরুদ্ধে দ্বীনের বর্শা দূর্বল হয়ে পড়েছে। বিরুদ্ধবাদীরা আল্লাহর স্বত্বার ব্যাপারে ইমামের বিরুদ্ধে পত্র পত্রিকায়

Dhaka University Institutional Repository

লেখালেখি করে তার মানহানি করেছে । কিন্তু ইমাম এসব আঘাত- নির্যাতনকে হাসিমুখে গ্রহণ করে স্বীয় তেজস্বী বক্তৃতা, ক্ষুরধার লেখনীর মাধ্যমে তাদের দাঁতভাঙা জবাব দিয়েছেন। দারসে তাফ্সীরের মাধ্যমে কুরআনের হুকুম আহকাম লোকজনকে অবহিত করেছেন। ধর্ম,বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞার সুসমন্বয় সাধন করেছেন। সদা আল্লাহর নিকট জবাবদিহির ভয়ে ভীত ছিলেন। তাই সংশয়-সন্দেহবাদীরা তাঁকে খুবই ভয় করতো। চীন,ভারত মিস্বর শাম,পারস্য, তিউনিস-প্রাচ্য প্রতীচ্যের সর্বত্র শোকে মুহ্যমান। সমগ্র মুসলিমবিশ্ব দ্বীনের এই পন্ডিত, অন্ধকারের আলোকবর্তিকার তিরোধানে শোকাভিভূত। ইমামের পূজা তথা শিরক যাতে সমাজে বিস্তার লাভ করতে না পারে, সেজন্যে কবি ইমামের কোন প্রতিকৃতি স্থাপন না করার আহবান জানান। ইমাম মজলিসে শূরার সদস্য ছিলেন, তার মৃত্যুতে মজলিসে শূরার দুর্গতি নেমে এসেছে। তেমনিভাবে ফতওয়া প্রদানে দক্ষ-বিজ্ঞ ব্যক্তির অভাব দেখা দিয়েছে ইমামের মৃত্যুতে।

عيد تأسيس الدولة العثمانية

তুরস্কে 'উছমানী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা 'উছমান বিন আরতুগুল (৬৫৬-৭২৬হি./১২৫৮-১৩২৪খৃ.)৬৯৯হি/১৩০০খৃষ্টাব্দে 'উছমানী সুলত্বানাত প্রতিষ্ঠা করেন। প্রায় সমগ্র মুসলিমবিশ্বে তাদের শাসন কায়েমছিল। তুর্কী সুলত্বানাতের পক্ষ থেকে ১৮০৫খৃ. মুহাম্মদ 'আলী (১৭৬৯-১৮৪৯)মিস্বরে গবর্ণর নিযুক্ত হন। তিনি মিস্বরে 'আলী বংশীয় শাসন প্রতিষ্ঠা করেন।এই বংশের মুহাম্মদ আলী, ইবরাহীম, আব্বাস-১, সাঈদ, ইসমাঈল পাশা, তওফীক পাশা, আব্বাসহিলমী, হোসাইনকামিল, বাদশাহ আহমদ ফুয়াদ এবং ফারুক মোট দশজন শাসক ১৮০৫ থেকে ১৯৫২খৃ. পর্যন্ত মিস্বরের শাসন ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। 'উছমানী সাম্রাজ্যের বিভিন্ন খলীফা ও শাসকগণ ইসলামী ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার করে ইসলামের প্রভাব প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত করেছেন,ইসলামের সংস্কৃতি ও কালচারের প্রসার ঘটিয়েছেন। কবি হাফিয ইসলামী অনুভূতি ও বিশ্বমুসলিম ভ্রাতৃত্বের দরুন 'উছমানী তুর্কী খলীফাদের এবং মিস্বরস্থ আলীবংশীয় তুর্কী শাসকদের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। তাই তিনি তুর্কী খলীফা ও বাদশাহদের গুণগান করে তাদের কৃতিত্ব বর্ণণা করে কবিতা রচনা করেছেন। যেমন- ১৯০৬খৃ. তুর্কী 'উছমানী সাম্রাজের প্রতিষ্ঠা উৎসবকে স্বাগত জানিয়ে কবিতা লিখেছেন । ১৯০৯ সনে 'উছমানী বিপ্লবকে এবং স্বাধিকার প্রতিষ্ঠাকে কেন্দ্র করে কবিতা রচনা করেছেন। 'উছমানী নৌবহর এবং 'উছমানী বৈমানিককে কেন্দ্র করে কবিতা লিখেছেন। তুর্কী সুলত্বান আ: হামীদ, সুলত্বান হোসাইন কামিল এবং বাদশাহ ফুয়াদ-১ কে উদ্দেশ্য করে কবিতা লিখেছেন, এতে তাঁদের বিভিন্ন মহৎ গুণাবলী ও ইসলামী বৈশিষ্ট্যসমূহের অবতারণা করেছেন। নিম্নে তাঁর কবিতার উদ্ধৃতি পেশ করা হল:-

تأسيس الدولـــــة العثمانيـــة/'উছমানী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার উৎসব উপলক্ষে:-[১৮]

Dhaka University Institutional Repository

لقد مكن الرحمن في الأرض دولة + لعثمان لا تعفو ولا تتشعب

وقام رجال بالإمامة بعده + فزادو علي ذاك البناء وطنبوا

وردوا علي الإسلام عهد شبابه + ومدوا له جاهًا يرجي ويرهب

وإن تاه بالأبناء والبأس والد + فأولي الوري بالتيه ذاك المعصب

فهذا سليمان وقانون عدله + علي صفحات الدهر بالتبر يكتب

هنا- فاخفضوا الأبصار -عرش محمد + هنا الفاتح الغازي الكمي المدرب

وما كان من عبد المجيد إذا احتمي + بأكنافه كوشوط والخطب غيهب

فكم طلبوا منهم أمانًا فأمّنوا + وأمسي لهم في الشرق مسرًي ومشرب

فكان أمانَ القوم والشرقُ مَشرِق + فأضحي امتيازَ القوم والشرقُ مَغرِب

يقولون : في هذي الربوع تعصب + وأي مكان ليس فيه تعصب ؟

আল্লাহর অপার অনুগ্রহে 'উছমান তুর্কী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তারপরে তার বংশের অন্যান্য যোগ্য ব্যক্তিগণ উহাকে আরো সম্প্রসারিত ও সুদৃঢ়করেন। এবং ইসলামের যৌবনাবস্থা ফিরিয়ে আনেন এবং প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করেন।

বংশ–কৌলিন্য নিয়ে গর্ব করা একমাত্র 'উছমানের পক্ষেই শোভা পায়। এই বংশের ৭ম সুলত্বান মুহাম্মদ আল-ফাতিহ (৮৩৩-৮৮৬হি.) ৮৫৫ হিজরীতে ২১ বছর বয়সে সুলত্বান হন এবং ৮৫৭/১৪৫৩খৃ. কনষ্টান্টিনোপল জয় করেন।

তিনি একজন রণভিজ্ঞ, বীরযোদ্ধা ছিলেন। জলে-স্থলে যুদ্ধাভিযান পরিচালনা করেছিলেন। 'উছমানী বংশের ১০ম সুলত্বান সুলায়মান আলক্বানুনী (৯০০-৯৭৪হি.)এর ন্যায়পরায়ণতার বিধান যুগযুগ পরম্পরায় ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবিদ্ধ থাকবে। ঐ বংশের ৩১তম সুলত্বান 'আব্দুল মজীদ (১২৩৭-১২৭৭হি.) ১২৫৫হি. তে সুলত্বান হন, তার আমলে ১৮৪১খৃ. অস্ট্রিয়া এবং রাশিয়ার হাতে নির্যাতিত পোল্যান্ড ও হাঙ্গেরীর একদল লোক সুলত্বান'আব্দুল মজীদের নিকট আশ্রয় লাভ করেন; এদের মধ্যে হাঙ্গেরীর স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতা কুশুত (كوشوط) ও ছিলেন। অস্ট্রিয়া এবং রাশিয়া সুলত্বান 'আব্দুল মজিদের নিকট ফেরারীদের প্রত্যর্পনের অনুরোধ জানালে সুলত্বান তা প্রত্যাখান করেন এবং বৃটিশ রাষ্ট্রদূত ও তাঁকে সমর্থন করেন। ফলে 'উছমানী সাম্রাজের সাথে রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়। ফরাসীরা 'উছমানী সাম্রাজ্যে বাণিজ্যিক সুবিধা লাভ করে এবং এসব সুযোগের অপব্যবহার করে। বিদ্বেষীরা বলে-তুর্কী সাম্রাজ্যে সাম্প্রদায়িকতা রয়েছে। কবি বলেন–এমন কোন দেশ আছে, যেখানে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ নেই? সবাই আত্ম - স্বার্থপরতায় অন্ধপ্রায়।

'উছমানী সাম্রাজ্যের ৩৪ তম সুলত্বান ২য় 'আব্দুল হামীদ ১৮৭৬ থেকে ১৯০৯খৃ. পর্যন্ত সুলত্বান ছিলেন। তিনি সংবিধান স্থগিত করে জাতীয়তাবাদী স্বাধিকার আন্দোলনের নেতা ও কর্মীদের উপর

Dhaka University Institutional Repository

নানারূপ নির্যাতন নিপীড়ন চালান। যেজন্য তিনি سلطان أحمر রূপে খ্যাতহন।১৯০৯খৃ. শওকত ফারুক, নিয়াজী এবং আনোয়ার পাশা -এই তিন তুর্কী বীর সেনানীর নেতৃত্বে জনগণ সংগঠিত হয়ে বিপ্লব করে 'আব্দুল হামীদকে ক্ষমতাচ্যুত করে। 'আব্দুল হামীদ বন্দী হন এবং ১৯১৮ খৃ. বন্দী অবস্থায় মারাযান। অত:পর ৫ম মুহাম্মদ সুলত্বান হন; তিনি খুবই জনপ্রিয় ও জনহিতৈষী শাসক ছিলেন। তিনি 'আব্বাসী খলিফা হারুন আল-রশীদের ন্যায় সোনালী যুগ ফিরিয়ে আনেন। কবি হাফিয ইসলামী খিলাফতের প্রতিভূরূপে তুর্কী 'উছমানী সাম্রাজ্যের সুলত্বানদের প্রতি অনুরক্তছিলেন। তাদের সুখ- দু:খের সমভাগী ছিলেন। সুলত্বান 'আব্দুল হামীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত স্বাধিকার আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানিয়ে عيد الإنقلاب العثماني এবং عيد الدستور العثماني কবিতা রচনা করেন। 'আব্দুল হামীদের প্রতি তিরস্কার করে সহানুভূতি ও সমবেদনা প্রকাশ করেছেন । প্রতিটি দেশও কালের শাসকদেরকে 'আব্দুল হামীদের পরিণতি থেকে শিক্ষা গ্রহণের আহবান জানিয়েছেন।

عيد الإنقلاب العثماني 'উছমানী বিপ্লব শীর্ষক কবিতায়'[৯] কবি হাফিয তুর্কী 'উছমানী শাসকদের ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য জনহিতকর অবদানের জন্য তাদের প্রশস্থি বর্ণনা করেছেন।

خالد أنت رغم أنف الليالي + في كبار الرجال أهل الخلود

لك في الدهر-والكمالُ مُحالٌ + صفحاتٌ ما بين بيض وسود

حاولوا طمسَ ما صنعت وودوا + لو يطيقون طمسَ خط الحديد

ذاك (عبد الحميد) ذُخرُك عند الله + باقٍ إن ضاع عند العبيد

ولي الأمر ثُلُثَ قرن ينادي + باسمه كل مسلم في الوجود

كلما قامت الصلاة دَعَى + الداعي لعبد الحميد بالتأييد

فاسم هذا الأسير قد كان مقرو + نًا بذكر الرسول والتوحيد

كان عبد الحميد بالأمس فردًا + فغدا اليوم ألف عبد الحميد

لم تَصُنك الجنود تفديك بالأر + واح والمال يا غرام الجنود

علم الله أن عهد الرشاد + خيرفأل برد عهد الرشيد

কবি হাফিয সুলত্বান 'আব্দুল হামীদের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করে বলছেন- কালের দুর্বিপাকে পরাভূত হওয়া সত্বেও 'আব্দুল হামীদ চির স্মরণীয়-বরণীয় মনীষীদের মধ্যে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

তাঁর আমলের কীর্তিকলাপ ইতিহাসে লিপিবদ্ধ থাকবে। তাঁর বিরোধীরা তাঁর যাবতীয় সুকীর্তি নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে চায়। 'আ: হামীদের আমলে (১৯০০-১৯০৮) মদীনা থেকে দামেশ্‌ক-রেললাইন স্থাপন করেন। সমালোচকরা ঐ রেললাইন ও নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে চায়। 'আব্দুল হামীদ এর এসব জনহিতকর কাজের প্রতিদান মানুষের নিকট পাওয়া না গেলে আল্লাহর নিকট অবশ্যই পাওয়া যাবে। তিনি এক তৃতীয়াংশ শতাব্দীকাল শাসন ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র খুত্ববায় তার নাম স্মরণ করা হতো। জুম'আর নামাজে তার জন্য আল্লাহর সাহায্য কামনা করে দোয়াকরা হতো। বিগত দিনে 'আব্দুল হামীদ ছিলেন একক স্বৈরাচারী। কিন্তু আজ হাজার হাজার স্বৈরাচারীর উদ্ভব হয়েছে। জানমাল উৎসর্গ করেও সৈনিকরা তাঁর শেষরক্ষা করতে পারেনি। তাঁর স্থলাভিষিক্ত সফল সুলত্বান মুহাম্মদ এর যুগ 'আব্বাসী খলীফা হারুন রশীদের যুগের সাথে তুলনীয়।

الأسطول العثماني('উছমানী নৌবহর) কবিতায় কবি হাফিযের ইসলামী অনুভূতি সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে। নৌবহর প্রভাব প্রতিপত্তি ওশক্তির প্রতীক। মুসলমানদের গৌরব ও মর্যাদার ধারক ও রক্ষক।এ কবিতায় কবি মুসলমানদের প্রতিনিধি খলীফাকে মুসলমানদের

ঐতিহ্য সংরক্ষনের অনুপ্রেরণা দিয়েছেন এবং দূরদর্শিতা ও শূরার ভিত্তিতে নৌবাহিনীর শক্তি বৃদ্ধির মাধ্যমে নিজের দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব এবং দীন ইসলামের মর্যাদা রক্ষার আহবান জানিয়েছেন। কবি বলেন:-[২০]

وأبعث الأسطول ترمي دونه + قوة الله وراء وأمامـــا

يكلأ الشرقَ ويرعي بقعـــة + رفع الله بها البيت الحرامـا

ما نجوم الرجم من أبراجها + إثر عفريت من الجن ترامي

من مراميها بأنكي موقعًـــا + لا ولا أقوى مِراسًا وعُرامًا

নৌবহরের সামনে-পিছনে আল্লাহর শক্তি পরিচালিত করবে। উহা প্রাচ্যকে এবং পবিত্র হেজাঝকে হেফাযত করবে। আল্লাহ উহার দ্বারা কা'বা গৃহের সম্মান বৃদ্ধি করেছেন। কক্ষপথে দুষ্ট জিনদের প্রতি নিক্ষিপ্ত তারকারাজি নৌবহরের অগ্নিগোলার চাইতে অধিকতর কার্যকর ও শক্তিশালী ছিলনা।

কবি মুহাম্মদ হাফিয ইবরাহীম বিভিন্ন রাষ্ট্র প্রধান, মন্ত্রী, পন্ডিত-মনীষী, কবি-সাহিত্যিক প্রমুখের প্রশংসায় কবিতা রচনা করেছেন। মিস্বরে আলী বংশীয় শাসক খেদিব আব্বাস- ২ আলহিলমী(১৮৭৪-১৯১৪),সুলত্বান হোসাইন কামিল(১৮৫৩-১৯১৭)বাদশা ফুয়াদ-১ (১৮৬৮-

Dhaka University Institutional Repository

১৯৩৬), মিস্বরীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতা সা'দ যগলুল (১৮৫৭-১৯২৭)এবং মুস্তাফা কামিল পাশা (১৮৭৪-১৯০৮)এবং তুর্কী সুলত্বান 'আব্দুল হামীদ(১৮৪২-১৯১৮)প্রমুখ সম্পর্কে অনেক কবিতা লিখেছেন, যাতে ইসলামও মুসলামানদের জন্য তাদের অবদানের বর্ণনা দান করেছেন।

দ্বিতীয় 'আব্বাস হিলমীকে উদ্দেশ্য করে ঈদুল ফিতর, ঈদুল আদ্বহা ,হিজরী নববর্ষ, হজ্জ থেকে প্রত্যাবর্তন, সিংহাসনারোহন ইত্যাদি উপলক্ষে কবি কবিতা রচনা করেছেন। খেদিব ইসমাঈলের পৌত্র ২য়-আব্বাস ১৮৯২ থেকে ১৯১৪খৃ. পর্যন্ত মিস্বরের শাসকছিলেন; ১ম বিশ্বযুদ্ধ শুরুর পর বৃটিশরা তাকে ক্ষমতাচ্যুতকরে । ১৯০৯খৃ. (১৩২৭হি.)সনে খেদিব আব্বাস হজ্জব্রত পালনশেষে প্রত্যাবর্তন করলে কবি হাফিয আব্বাসকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন:-[২১]

مني نلتَها يا لابس المجد مُعلَنًــــا + أدينًا ودنيا ؟ زادك الله أنعمـــا

فلله ما أبْهاك في مصر حاليًــــــا + ولله ما أتْقاك في البيت مُحرِمًــا

أقول وقد شاهدت ركبك مشرقًا + وقد يمّم البيت العتيق المحرمــا

مشَتْ كعبةُ الدنيا إلي كعبة الهدي + يفيض جلال الملك والدين منهما

فيا ليلتي اسطعت السبيل وليتني + بلغت مني الدارين رحبًا ومغنمًا

تسير إلي شمس الهدي في حفاوة + من العز تَحْدُوها الزواهرُ أينما

أسير خلال الركب نحو حظـيرة + علي ربها صلي الآله وسلــــما

إلي خير خلق الله من جاء ناطقًـــا + بآياته إنجيل عيسي بن مريمـــا

حللتَ بأكناف الجزيرة عابــرًا + فأنضرتَ واديها وكنتَ لها سَمًا

وما ظفرتْ من بعدِهاَ رُونَ أرضُها + بمثلك ميمونَ النقيبة مُنْعِمــًا

ولاأبصر الحجاجُ بعدَ شخصـــــه + علي عرفات مثل شخصك مُحرِما

رميتَ فَسَدَّدْتَ الجمارَ فلم تكــــن + جمارًا علي إبليس بل كن أسهما

وبين الصفا والمروة ازددتَ عـزة + بسعيك يا عباس لله مسلمـــا

وطفتَ وكم طافت بسُدتك المني + وكم أمسك الراجي بها وتحرّمـــا

Dhaka University Institutional Repository

ولما استلمتَ الركن هَانَتْ شجونـــــه + فلو أنه استطاع الكلام تكلمـا

تذكَّرَ زينَ العابديـــــن وجدَّه + وما كان من قول الفرزدق فيهما

فلو يستطيع الركن أمسك راحـة + مسحتَ بها يا أكرم الناس مُنْتَمَى

أمانيك الكبري وهمك أن ترى + بأرجاء وادي النيل شعبًا مُنَعَّمًا

سليل ملوك يشهد الله انهـم + أقاموا عمود الدين لما تهدما

رجعتَ وقد داويتَ بالجود فقرَهم + وكنتَ لهم في موسم الحج موسما

وأمَّنتَ للبيت الحرام طريقَـه + وكان طريق البيت من قبلها دمـا

يسَّرتَه حتي استطاع ركوبَـه + أخو الفقر لا يطويه جوع ولا ظما

فأرضيتما الديان والدين كلـه + لقد رضي الديان والدين عنكما

আল্লাহ খেদিব ‘আব্বাসকে দ্বীন-দুনিয়া উভয়ক্ষেত্রেই সম্মান মর্যাদা ও সৌভাগ্যের অধিকারী করেছেন। মিস্বরের শাসনক্ষমতাধিকারী করেছেন। তার ন্যায়পরায়ণতার দরুন মিস্বরে প্রাচুর্য দেখা দিয়েছে। তিনি সর্বাধিক তাক্ওয়াধিকারী ইহরাম অবস্থায় সদলবলে পবিত্র কাবাগৃহের তাওয়াফের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছেন।

তিনি জনগণের আশা-আকাঙ্খা ও ভরসার স্থলে রূপে كعبة الدنيا (দুনিয়ার কা‘বা)রূপে كعبة الهـدي হেদায়েতের কা‘বার প্রতি যাত্রা করেছেন; তাঁর হজ্জকাফেলা পবিত্র মদীনার দিকে যাত্রা করে হেদায়েতের সূর্য, সৃষ্টিকুলের শ্রেষ্ঠতম মানব, (যার আগমনবার্তা হযরত ঈ‘সার (আ.) ইঞ্জিলে ঘোষিত হয়েছে), সেই মহামানব হযরত মুহাম্মাদ(সা.)এর খেদমতে হাজির হয়। কবি হাফিয আগ্রহ ব্যক্ত করছেন যে, যদি তার ঐ হজ্জ কাফেলায় শরীক হবার সঙ্গতি থাকতো,তবে দুজাহানের সৌভাগ্য অর্জন করতে পারতেন। ‘আব্বাসের শুভাগমনে জাঝিরাতুল ‘আরবের মাটি উর্বরা হয়েছে। অতীতে ‘আব্বাসী খলীফা হারুন-আল-রশীদের দানে যেরূপ মক্কা প্রান্তর ধন্য হয়েছিল,তদ্রুপ খেদিব ‘আব্বাসের দানশীলতা ও মহানুভবতায় মক্কা প্রান্তর ধন্য হয়েছে। ‘আরাফাত প্রান্তরে ও তিনি খলীফা হারুনের ন্যায় মহানুভবও সম্মানিত ব্যক্তি। পবিত্র কাবা গৃহের তাওয়াফ করে আল্লার ঘরের নিরাপত্তা লাভ করেছেন। সাফা ও মারওয়ায় ‘সাঈ’ করে মর্যাদা লাভ করেছেন।মিনায় শয়তানের প্রতি প্রস্তর নিক্ষেপ যেন তীর নিক্ষেপ করেছেন। কা‘বা শরীফের তাওয়াফকালে হজরে-আসওয়াদে চুম্বনকালে মূক-পাথরের অতীত স্মৃতি জাগ্রত হয় ইমাম ঝয়নুল

Dhaka University Institutional Repository

আবেদীন এবং তাঁর দাদা হযরত 'আলীর (রা.) স্মৃতি স্মরণকরে তাদের সম্পর্কে কবি ফারাঝদাকের পংক্তি স্মরণকরে

هذا الذي تعرف البطحاء وطأته + والبيت يعرفه والحل والحرم

খেদিব 'আব্বাস দোয়া কবুলের সবকটি স্থানে আন্তরিকভাবে দোয়া করেছেন। মক্কাবাসীদের মধ্যে প্রচুর দানদক্ষিনা করে তাদের অভাব বিদূরিত করেছেন। কা'বা তথা হজ্জের স্থানসমূহ নিরাপদ করে সর্বসাধারনের জন্য সহজগম্য করেছেন। অথচ ইতিপূর্বে যাতায়াত ছিল অনিরাপদ এবং জনগণ ছিল অভাবগস্ত। 'আব্বাস এবং তার পূর্ব পুরুষগণ দীন-ইসলামের দূর্বলভিত্তিকে সুদৃঢ় করেছেন। মিস্বরকে সুখী সমৃদ্ধিশালী রাষ্ট্রেপরিণত করেছেন। প্রতিটি মুসলিম রাষ্ট্রের শাসকরা যদি 'আব্বাসের ন্যায় মহত প্রাণ, ন্যায়পরায়ণ ও প্রজাবৎসল হতেন- কবির এইকামনা।

এই কবিতায় কবি হজ্জের বিভিন্ন অনুষ্ঠান পালনের বর্ণনা এবং 'আব্বাসের বদান্যতার বর্ণনা দিয়েছেন।

১৯০৪সনে হিজরী নববর্ষ উপলক্ষে হাফিয খেদিব 'আব্বাসকে স্বাগত জানিয়ে রচিত কবিতায় বলেন:-[২২]

أمولاي إن الشرق قد لاح نجمـــه + وآن له بعد الممات نشـــور

تفاءل خيرًا إذ رآك مُلْكـــا + وفوقك من نور المهيمن نور

مضى زمن والغرب يسطو بحـوله + عليٌّ ومالي في الأنام ظهـــير

إلي أن أتاح الله للصقر نهضـــــة + ففلَّتْ غرارَ الخطب وهوطرير

فقف موقف الفاروق وانظر لأمـــة + إليك بحيات القلوب تشـــير

ولا تستشر غير العزيمة في العـــــلا + فليس سواها ناصح ومُشـــير

فعرشك محروس وربك حـــــارس + وأنت علي مُلْكِ القلوب أمير

খেদিব 'আব্বাস মিস্বরের কর্ণধার নিযুক্ত হওয়ায় প্রাচ্যের উন্নতির লক্ষণ সূচিত হয়েছে ; যেন মৃত্যুর পর উহার পুনরুজ্জীবন দেখা দিয়েছে। দীর্ঘকাল যাবত পাশ্চাত্য উহাকে দাবিয়ে রেখেছে, আল্লাহর অসীম অনুগ্রহে 'আব্বাসের শাসনামলে উহা পুনরুজ্জীবিত হতে শুরু করেছে। কবির কামনা-'আব্বাস যেন খলীফা 'উমর ফারুকের ন্যায় সুদৃঢ় ব্যক্তিত্ব বলে জনগণের সমর্থনের ভিত্তিতে শাসন পরিচালনা করেন; জনমত তার জন্যে বিশেষ সহায়ক হবে। 'আল্লাহ তার সিংহাসনের সংরক্ষনকারীরূপে শত্রুদের আগ্রাসন থেকে হেফাযত করবেন। আহ্‌কামুল হাকিমীনের ইচ্ছায় শাসনক্ষমতা অর্জিত হয় এবং তাঁরই ইচ্ছা মাফিক ক্ষমতা স্থায়ী থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

খেদিব 'আব্বাসের পর সুলতান হোসাইন কামিল মিস্বরে 'আলী বংশের সপ্তম শাসক হন; তিনি ১৯১৪-১৭খৃ. পর্যন্ত সুলতান ছিলেন। কবি হাফিয তাঁর প্রশস্তি গাথায় তাঁর বিভিন্ন ইসলামী মহৎ গুণাবলীর বর্ণনা দান করেছেন। সুলতান হোসাইন কামিল ন্যায় পরায়ন্,দানশীল, পরোপকারী প্রজাবৎসল শাসক ছিলেন। নিজের ভাতা থেকে প্রতিমাসে গরীব দু:খীকে দান করতেন। তাঁর যুগ খলীফা রাশেদার হযরত আবুবকর ,এবং হযরত 'উমর (রা.) এর যুগের সাথে সাদৃশ্য পূর্ণ । কবি বলেন:-[২৩]

وحَصَّنه بإحسان وعـــــدل + فحِصنُ المُلك إحسان وعدل

وجدد سيرة العمرين فينـــا + فإنك بيننا لله ظـــــــــل

وما من مجمع للخـــــير إلا + ومن كفيك سح عليه وبل

فقد عرف الفقير نَداك قدما + وقد عرف الكبير عُلاك قبل

وكنت لكل مسكين وقـــاء + واهلاً حين لم تنفعه أهـــل

وكنت لمجلس الشوري حياة + ونبراسا إذا ما القوم ضلوا

অনুরূপভাবে বাদশাহ ফুয়াদ-১ম (১৮৬৮-১৯৩৬) এর প্রশংসায় রচিত কবিতায় বাদশাহ ফুয়াদ খোলাফায়ে রাশেদীনের ন্যায় তাক্বওয়া, ইনস্বাফ, ইহসান, সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ইত্যাদি মহৎ গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন। দীন -ইসলামের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করেছেন । তিনি ছিলেন মহানুভব, দানশীল, প্রতাপশালী ও প্রজাবৎসল। সমগ্র মুসলিম বিশ্বে তথা জাঝিরাতুল 'আরবে, মক্কায়, নজ্দে, 'ইরাকে, পারশ্যে, তিউনিসিয়ায় এবং আলজিরিয়ায় কোথাও তার ন্যায় যোগ্য ও মর্যাদাবান শাসক নেই। তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার ঘটিয়েছেন। জামে' আঝহারের মর্যাদা সমুন্নত করেছেন। কবির ভাষায়:- [২৪]

جددت عهد الراشديـــن + تُقًى وإحسانا وزهـــدا

ونري عليك مَخايل الـــ + ـــخلفاء إنصافًا وزهدًا

جلَّتْ صفاتُك كم محوت + أسىً وكم أوريت زندًا

أعطيت لا مستربحًا + أو مخفيًا في الجود قصدًا

وأقمت جامعة بمصـــــر + تشد أُزر العلم شـــدا

১৯২২খৃ. রচিত অন্য একটি কবিতায় হাফিয বলেন:-[২৫]

Dhaka University Institutional Repository

كسوتُ الأزهر المعمور ثوبا + من الأجلال والعز المقيم

قضيتَ به الصلاة فكاد يُزهَي + بزائره علي ركن الحطيم

كذا فليحمل التاجين مَلْكٌ + يُعز شعائرُ الدين القويم

ويخشي ربه ويطيع مولًي + هداه إلي الصراط المستقيم

فيا مصر اسجدي لله شكرًا + وتيهي واقعدي طربا وقومي

فشرفها بربك واختتمها + وأسعدها بدستور تميم

بآي محمد،بآي عيسي + فَعُوِّذْ وآيات الكليم

أفقنا بعد نوم فوق نوم + علي نوم كأصحاب الرقيم

বাদশাহ 'ফুয়াদ জামে' 'আঝহারের মর্যাদাও গুরুত্ব বৃদ্ধি করেছেন। শিক্ষাব্যবস্থা সম্প্রসারিত করেছেন।রাষ্ট্রের কর্ণধার, জ্ঞান বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক, দীন ইসলামের ভিত্তি মজবুতকারী শাসকই জনগণের অভিভাবক হওয়া বাঞ্ছনীয়; যিনি খোদাভীরু এবং স্বিরাত্বে মুস্তাক্বিমের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই মিস্বর ও মিস্বরবাসী কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন স্বরূপ এক আল্লাহর নিকট সেজদাবনত হওয়া উচিত। অন্যকারো নিকট নতি স্বীকার করা শিরক। ইসলাম ধর্মাবলম্বী, মূসা এবং ঈ'সা(আ.) এর ধর্মাবলম্বীদের চাহিদা অনুযায়ী সাম্প্রদায়িক ঐক্য ও সম্প্রীতির ভিত্তিতে শাসনকার্য পরিচালনা করা উচিত। আস্বহাবে কাহাফের ন্যায় দীর্ঘকাল অবচেতন থাকার পর মিস্বরবাসী বাদশাহ ফুয়াদের পৃষ্ঠপোষকতায় উন্নতি ও অগ্রগতি অর্জনের জন্য সক্রিয় হয়ে উঠেছে।

উল্লিখিত কবিতাংশে কবি রাষ্ট্রনায়কের গুণাবলী তথা খোদাভীরু, সঠিক পথে প্রতিষ্ঠিত, দীন-ইসলামের সহায়তাকারী অন্যান্য দীনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, সাম্প্রদায়িক ঐক্য প্রতিষ্ঠাকারী ইত্যাদি গুণাবলীর অধিকারী হবার প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করেছেন। প্রসঙ্গত মুসলিমজাতির ঐতিহ্য-বিচ্যুতি ও উদাসীনতাকে আল-কোরআনের সূরা কাহাফে বর্ণিত গুহাবাসীর দীর্ঘনিদ্রার সাথে তুলনা করেছেন।

استقبال الطيار العثماني فتحي بك-'উছমানী বৈমানিক ফতহী বেগকে স্বাগতম জানিয়ে ১৯১৪খৃ. কবি হাফিয কবিতা রচনা করেন। বিমান উড্ডয়ন মহড়াকালে দুর্ঘটনায় উক্ত বৈমানিক মারাযান। কবির কৌতুহল-বৈমানিক মহাশূন্যে উড্ডয়নকালে ফেরেশতা জগতে ফেরেশতাদের গোপন আলোচনা শুনতে পেরেছেন কিনা? কিংবা নক্ষত্র জগতের অধিবাসীদের সাথে সাক্ষাত হয়েছে কিনা? কিংবা স্বর্গীয় গোপনতথ্য পাচারকারী জিনদের প্রতি নিক্ষিপ্ত আগ্নেয় গোলায় তিনি ভীত সন্ত্রস্থ হয়েছেন কিনা? সেখানে দূর্বলের উপর সবলের নিপীড়ন আছে কিনা ? নক্ষত্র জগতে বৈমানিক জানতে পেরেছেন-'সমগ্র সৃষ্টিজগত ধ্বংসশীল।' কবি বলেন:-[২৬]

أهلاً بأول مسلـــــــــم + في المشرقين علا وطـــار

يوم امتطيت براقك الميمون + واجتزت القفـــــــــار

أبلغت تسبيح المـــــــــلا + ئك أو دنيت من السرار

أم خفت تلك الراصـــدا + ت هناك من شهاب ونار

أهناك يستدعي الضعيــــ + ف علي القوي فلا يجار

هم ينبئونـــــــــــك أن + كل الكائنات إلي بـــوار

আল্-ক্বোরআনে সুরা জিনে বর্ণিত হয়েছে-ক্বোরআন নাজিলের প্রাথমিক লগ্নে জিনরা আকাশের নিকটবর্তী হয়ে কান লাগিয়ে খুব মনোযোগের সাথে ফেরেশ্তাদের আলোচনা থেকে অদৃশ্য জগতের খোদায়ী বিধি বিধানের গোপনতথ্য সংগ্রহ করতো; অত:পর পৃথিবীতে ফিরে এসে জ্যোতিষীদেরকে তা অবহিত করতো। ক্বোরআন নাজিলের পর আসমানে কঠোর নিরাপত্তাজনিত প্রহরা বসানো হয়। যখন কোন জিন তথ্য পাচারের অপচেষ্টা করে ,তখন তাদের প্রতি ফেরেশতারা অগ্নিগোলক নিক্ষেপ করেন। ফলে তাদের মিশনে তারা ব্যর্থকাম হয়।

Dhaka University Institutional Repository

'উছমানী তুর্কী সাম্রাজের সুলতান 'আব্দুল হামীদের (১৮৪২-১৯১৮খৃ.) মহৎ গুণাবলী ও কীর্তির বর্ণনা দান করে কবিতা রচনা করেছেন। 'আব্দুল হামীদ হজ্জযাত্রীদের সুবিধার্থে বিভিন্ন জনহিতকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। মদীনা থেকে দামেশ্‌ক পর্যন্ত রেললাইন স্থাপন করেন, আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠায় ব্রতীহন। বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করেন এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সমুন্নত করেন। কবি বলেন: -[২৭]

فقام بأمر الله حتى ترعرعت +به دوحة الإسلام والشرك مجدب

وقرب بين المسجدين تقربا + إلي الملك الأعلي فنعم المقــرب

অন্য একটি কবিতায়-[২৮]

أثني الحجيج عليك والحــرمان + وأجل عيد جلوسك الثقـــلان

أرضَيتَ ربك إذ جعلتَ طريقه + أمنا وفزتَ بنعمة الرضـــــوان

وجعلتَ أمرَ الناس شوري بينهم+ وأقمتَ شرعَ الواحد الديــان

يرعي لموسي والمسيح وأحمــد + حق الولاء وحرمة الأديــــان

ودعوا التقاطع في المذاهب بينكم+ إن التقاطع آيــة الخــــــذلان

وضع الكتاب وسيق جمعهـــم + يوم الحساب وموقف لإذعـــان

سبحان من دان القضاء بأمـــره+ بيد الضعيف من القوي الجاني

মিস্বরের ধর্মমন্ত্রী 'আব্দুল হালীম 'আস্বিমপাশা আমীরুল হজ্জ এর দায়িত্ব সম্পাদন করায় কবি হাফিয ১৩১৩হি. তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে কবিতা রচনা করেন। এতে'আব্দুল হালীমকে কল্যাণময় আত্মার অধিকারী, বিশুদ্ধ এবং দৃঢ় ব্যক্তিত্বের অধিকারী বলে আখ্যায়িত করেছেন। পবিত্র কাবার আকর্ষণে তাঁর মনপ্রাণ আন্দোলিত হয়েছে। হেজায, মিস্বর , এডেন সর্বত্র আনন্দোল্লাস প্রবাহিত ।কবি বলেন:-[২৯]

يا همَّامًا في الزمان لـــه + همةٌ دقَّت عن الفطن

يا أمير الحج أنت لـــه + خيرواق خير مؤتمن

هزك البيت الحرام لـــه + هزة المشتاق للوطن

فرحت أرض الحجاز بكم+ فرحها بالهاطل الهتن

মিস্বরের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতা সা'দ ঝগলুলপাশা (১৮৫৭-১৯২৭)এবং মুসত্বাফা কামিলের (১৮৭৪-১৯০৮)গুণকীর্তন করে একাধিক কবিতা রচনা করেছেন কবি হাফিয।১৯২৪ খৃ. কায়রো রেলস্টেশনে সা'দ ঝগলুলের প্রতি আততায়ী গুলিবর্ষণ করলে সৌভাগ্যক্রমে সা'দ রক্ষাপান। কবি তার জন্যে তার জাতির পক্ষ থেকে মঙ্গল কামনা করে তাকে সান্ত্বনা দিয়েছেন এই বলে যে, মহান খলীফা 'উমর এবং 'আলী (রা.) ও আততায়ী কর্তৃক আক্রান্ত হয়েছিলেন, অতএব সা'দের মনোবল হারানোর কোন কারণ নেই। কবি বলেন:-[৩০]

الشعب يدعو الله يا زغلول + أن يستقل علي يديك النيل

إن الذي أندس الأثيم لقتله + قد كان يحرسه لنا جبريل

Dhaka University Institutional Repository

لك وقفة في الشرق تعرفها العـــــلا + ويخفها التكبـــير والـــتهـــلـــيل

جاروا على الفاروق أعدل من قضي + فينا وزَكيٌّ رأيه الـــتـــنزيـــل

فاوض فخلفك أمة قد أقسمـــــــت +ألا تنام وفي البـــلاد دخــــيل

عُزل ولكن في الجهاد ضراغِــــــم + لا الجيش يُفزعها ولا الأسطول

أسطولُنا الحقّ الصراحُ وجيشُــنا الــ + حجيجُ الفصاحُ وحربُنا التدليل

ما الحرب تذكيها قنًا وصــــــوارم + كالحرب تذكيها همٌّ وعقــــول

خضها هنالك باليقين مُدرعًـــــا + والله بالنصــــر المبــين كفيـــل

সা'দের পাশে ঈমানের বলে বলীয়ান মুসলিমজাতি রয়েছে যারা অকুতোভয়; যুদ্ধে ভীত নয়, যাদের তাকবীর- ধ্বনি শত্রুর হৃৎকম্পনের সৃষ্টি করে। যারা সত্য ও ন্যায়ের ধারক- বাহক। সুদৃঢ় ঈমানের বলে বলীয়ান হয়ে সা'দ স্বীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পাদনে এগিয়ে যাবেন-কবির এই একান্ত কামনা । আল্লাহ সুস্পষ্ট বিজয়ের যিম্মাদার। এখানে জিব্রাঈলের পাহারা,সত্য-ন্যায়পন্থীদের ঈমানের বলে পুষ্ট সুদৃঢ় মনোবল, ও একীনের কথা এবং নাস্বরুন মুবীনের কথা, নারায়ে তাকবীর হাতিয়ারের কথা কবি বর্ননা করেছেন।

জাতীয়বাদী অন্যতম নেতা মুস্তাফা কামিলের মৃত্যুতে শোকগাথায় কবি হাফিয বলেন:-[৩১]

قم وامح ما خطّت يمينُ كرومــــــر + جهلا بدين الواحد القهــار

قد كنتَ تغضب للكنانة كلمـــــا + همّتْ وهمَّ رجاؤها بعثــار

غَضَبُ التقيِّ لربــه وكتابـــــــه + أو غضبةَ الفاروق للمختار

شاهدتُ يوم الحشر يوم وفاتــــــه + وعلمتُ منه مراتب الأقدار

آنا يوالون الضجيجَ كأنهـــــــم + ركبُ الحجيج بكعبة الزوار

মিস্বরস্থ বৃটিশ গবর্ণর লর্ডক্রোমার ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে কটাক্ষ করে লিখায় মুস্তাফা কামিল তাঁর দাঁতভাঙ্গা জবাবদেন। কোন ধর্মদ্রোহী ব্যক্তি আল্লাহর বিরুদ্ধে কিংবা আল্লাহর বিধান আল-কোরআনের বিরুদ্ধে কিছু বললে আল্লাহ-ভীরু (মুত্তাকী) ব্যক্তি যদ্রুপ অগ্নিশর্মা হয়ে তার প্রতিবাদ করেন, কিংবা আল্লাহর নবী মুহাম্মদের (সা.)মৃত্যু সংবাদে যেরূপ হযরত 'উমর (রা.)নাঙ্গা তরবারী হাতে বিক্ষুব্ধ হয়ে বসেছিলেন; ইসলামের বিরুদ্ধে লিখার অভিযোগে লর্ডক্রোমারের বিরুদ্ধেও মুস্তাফা কামিল বিক্ষুব্ধ খোদাভীরু ব্যক্তির ন্যায় কিংবা বিক্ষুব্ধ 'উমরের ন্যায় ক্রুদ্ধ উত্তেজিত হয়ে তীব্র ভাষায় তার প্রতিবাদ করেছিলেন। সেই জনপ্রিয় মুসলিম নেতার মৃত্যুতে এত শোকার্ত লোক সমাগম হয়, যেমন হজ্জের সময় কা'বা শরীফে ত্বাওয়াফকারীদের ভীড় হয়। যেন হাশরের ময়দানে সমবেত দিশেহারা জনতার ঢল।

এখানে মুস্তাফা কামিলের ধর্মের ব্যাপারে কঠোর আপোষহীন নীতির কথা ব্যক্ত হয়েছে। তেমনিভাবে প্রাসঙ্গিক ভাবে হজ্জের সময় বায়তুল্লাহ শরীফে তাওয়াফকারীদের সমাগম এবং শেষ বিচারদিবসে হাশরের ময়দানে বিশ্বমানবের সমবেত হওয়ার কল্পচিত্রের বর্ণনা দান করা হয়েছে।

খেদিব তওফীক পাশার আমলে মিস্বরের শিক্ষামন্ত্রী সোলায়মান আবাযাহ পাশার (১৮৩৪-১৮৯৭) রোগমুক্তি উপলক্ষে রচিত কবিতায় কবি হাফিয তাঁকে নবী সোলায়মান বিন দাউদের সাথে তুলনা দিয়েছেন। নবী সোলায়মান পশুপাখীর ভাষা বুঝতেন, বায়ু ছিল তাঁর অধীনস্থ বাহন, তেমনি মন্ত্রী সোলায়মান আবাযার মানসিক অবস্থাও বনের পাখীরা উপলব্ধি করতে পারতো। তাই তার রোগমুক্তির

Dhaka University Institutional Repository

জন্য দোয়া করতো। সোলায়মান আবাযার জন্মস্থান মসজিদুল হারাম এবং মসজিদুল আক্বসার ন্যায় পবিত্র। কবি বলেন:-[৩২]

سليمان ذكرت الـــزمـــان وأهــلـــه + بعز سليمان وإقبال دنيــــــاه

إذا سرتَ يومًا حذّر النمــــل بعضـــه + مخافة جيش من مواليك يغشــاه

وإن كنتَ في روض تغنت طيـــــورُه + وصاحت علي الأفنان يحرسك الله

وكان ابـــن داؤد له الـــريح خـــادم + وتخدمك الأيام والسعد والجـــاه

এ কবিতায় আল-কোরআনে বর্ণিত নবী হযরত সোলায়মান (আ.) এর প্রভাব প্রতিপত্তির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। সোলায়মান (আ.) এর রাজত্ব ছিল বিশাল; বাহন ছিল বায়ু; পশুপাখীর ভাষা বুঝতেন। জিন-ভূত-পরী ছিল তাঁর অধীনস্থ।

সোলায়মান আবাযাহর মৃত্যুতে রচিত শোকগাথায় কবি হাফিয সোলায়মানের বিভিন্ন মহৎ গুণাবলীর বর্ণনা দান করেছেন; এমনকি তাঁকে রাসুলুল্লাহর মহৎ গুণাবলীর অধিকারী বলতে দ্বিধাবোধ করেননি। কবির ভাষায়:-[৩৩]

خُلُقٌ كضوء الـــبدرأوكالـــروض أو +كالزهر أو كالخمر أو كالماء

وشمائلٌ لـــو مازجـــتْ طبـــع الدجي + ما بات يشكوه المحب النائي

ومحامدٌ نسجـــت لـــه أكـــفـــانَهُ + من عفة، وسماحة وإبـــاء

ومناقب لولا المهـــابـــة والتـــقـــي + قلنا منا قب صاحب الأسراء

রিফ'আত বেগ কারাগার বিষয়ক সচিব নিযুক্ত হলে কবি হাফিয তাঁকে স্বাগত জানিয়ে কবিতায় বলেন—যদি রিফ'আত নবী ইয়া'কূবপুত্র ইউসুফের আমলে কারাগারের দায়িত্বে থাকতেন, তবে তার সদাচরণের জন্য নবী ইউসুফ(আ.) কারাগার থেকে মুক্তিলাভ করতে চাইতেন না। ইউসুফের সহ-কারাবন্দীর মুক্তিলাভকালে তাকে তাঁর (ইউসুফের) কথা বাদশাহ 'আযীযের নিকট আলোচনা করার অনুরোধ করতেন না। কবির ভাষায়:-[৩৪]

فلو كنت في عهد ابن يعقوب لم يقل + لصاحبه: اذكرني ولا تنسني غدا

এ কবিতায় সুরা ইউসুফে বর্ণিত হযরত ইউসুফের (আ.)কারারুদ্ধ হবার ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে।

শৈল্য চিকিৎসক ডাক্তার আলী ইবরাহীমকে স্বাগত জানিয়ে রচিত কবিতায় কবি হাফিয সুরা লোক্বমানে বর্ণিত জ্ঞানও প্রজ্ঞাধিকারী লোক্বমান হাকীমের সাথে ডাক্তার 'আলীকে তুলনা দিয়েছেন। ডাক্তার 'আলী চিকিৎসা ক্ষেত্রে এত সাফল্য অর্জন করেছেন, যেন তিনি লোক্বমান হাকীমের ন্যায় গভীর প্রজ্ঞার অধিকারী। কবি বলেন:-[৩৫]

هل رأيتـــم مُوفَّقًـــا كعـــلي + في الأطباء يستحق الثنــــاء

أودع الله صدره حكمة العلم+ وأجري علي يديه الشفـــاء

كم نفوس قد سلَّها من يد المو + ت بلطف منه وكم سلَّ داء

فأرانا لقمـــان مصـــر حـَـيًا + وحبانًا لكـــــل داء دواء

কবি আহমদ শওক্বী স্পেনে নির্বাসন থেকে প্রত্যাবর্তনকালে তাঁকে স্বাগত জানিয়ে কবি হাফিয বলেন:-[৩৬]

Dhaka University Institutional Repository

وردَ الكنانـــةَ عـــبقـــري زمـــانه+ فتنظري يا مصر سحر بيانه

عِـــبَرٌ رأينـــاهـــا علـــي أيـــامِـــنا + قد هونت ما نابه في آنـــه

وحـــوادثٌ في الكون إثـــر حوادث + جاءت مُشَـرَّةً لِهدِّ كيانـــه

سبحان جـــبارِ الســـماوات العـــلا + ومُقَلِّبِ الأكوان في أكوانه

জীবন সংগ্রামে মানুষকে বিভিন্ন সুখ-দু:খ, ঘাত- প্রতিঘাত,প্রতিকূল পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে হয়; মহাপরাক্রমাশালী আল্লাহ এসব পরিস্থিতির সৃষ্টিকরে থাকেন- এই ভেবে বিধির বিধানের প্রতি তুষ্ট থেকে ধৈর্য অবলম্বন করাই প্রকৃত ঈমানদারের কর্তব্য।

১৯২৭খৃ. কবি আহমদ শওক্বীর এক সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে রচিত কবিতায় হাফিয শওক্বীকে আল্লাহর অনুপম সৃষ্টি বলে আখ্যায়িত করেন, কাব্যচর্চার দরুন শওকীকে বার্দ্ধক্য পেয়েবসেছে, যদ্রুপ অতীত কালের নবী হুদ(আ.) এবং তাঁর জাতির ভয়ানক ঘটনাবলী রাসূলে করীমের চুলে পাক ধরিয়েছিল। হুদ নবীর (আ.) ঘটনাবলী আল-ক্বোরআনের বিভিন্ন স্থানে বর্ণিত হয়েছে। হাদীছে রাসূলেকরীমের বাণী আছে:شيبتني هود وأخواتها কবি বলেন:-[৩৭]

بلابل وادي النيل بالمشرق اسجعي+ بشعر أمير الدولتين ورَجِّعِـــي

يَرَاها الباري فلم يَنْبُ سنـــهـا+ إذا ما نبا العسّال في كف أروع

لقد شاب من هول القوافي ووقعها + واتيانه بالمعجـــز الـــمتـــمنع

كما شيَّبَتْ هود ذؤابةَ أحمـــــد + وشيبتِ الهيجاءُ رأسَ الـــمدرَّع

কবি অল্পে আত্মতুষ্টির কথা ব্যক্ত করেছেন:-[৩৮]

نحن نرضي بالقـــوت من هـــذه الدنـــيا وإن بات دون قوت النُعام

وإذا خان قسمُـــنا مـــا شـــكونـــا + لسوي الله أعدَلِ القُسّـــام

মুসলিম জাগরণের অগ্রদূত প্রখ্যাত পন্ডিত, সাহিত্যিক,সাংবাদিক, আধ্যাত্মিক গুরু শায়খ আলী ইউসুফ (১৮৮৯-১৯১৩)এর সম্পাদনায় প্রকাশিত আল্-মুআইয়্যাদ পত্রিকাকে স্বাগত জানিয়ে হাফিয লিখেন:-[৩৯]

ولولا المؤيد ظل المسلمون علـــــي + تناكر بينهم في ظلمة الحجـــــب

تعارفوا فيه أرواحًا وضمّهُـــــم + رغمَ التنائي زمامٌ غيرُ منقضـــب

في مصر ، في تونس، في الهند في عـــدن + في الروس،في الفرس،في البحرين، في حلـــب

جاهدت في الله والأوطان محتسبـــا + فارجع إلي الله مأجوراً وفُز وطِـــب

واحمل بيمناك يوم النشر ما نشـــرت + تلك الصحيفة في دنياك وانتســـب

আল্-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের হাদীছ, তাফসীর ও ফিক্বহের প্রখ্যাত পন্ডিত শায়খ সলীম আল্-বিশরী (১২৪৮-১৩৩৫ হি.)এর মৃত্যুতে রচিতশোক গাথায় কবির ইসলামী অনুভূতি ফুটে উঠেছে।কবি বলেন:-[৪০]

Dhaka University Institutional Repository

هَوَي ركنُ الحديث فأي قطـــب+ لطلاب الحقيقة والصـــواب

مُوطأ مالك عزَّ البخـــــاري + ودَعْ لله تعزية الكــــتاب

قضي الشيخ المحدث وهو يُملي + وعلي طلابه فصلُ الخطاب

لقد سبقت لك الحسني فطوبي + لموقف شيخنا يوم الحساب

সুপ্রসিদ্ধ أم القرى প্রন্থের রচয়িতা ‘আব্দুর রহমান আল-কাওয়াকিবীর(১২৬৫হি.-১৯০২/১৩১৬) মৃত্যুতে রচিত শোকগাথায় হাফিয কাওয়াকিবীকে শ্রেষ্ঠতম লেখক, তাক্বওয়াধিকারী রূপে চিত্রিত করেছেন:-[৪১]

هنا رجل الدنيا ، هنا مهبط التـــقي + هنا خير مظلوم ، هنا خير كاتب

قفوا واقرءوا أم الكتاب وسلمــــــوا + عليه فهذا القبر قبر الكواكـــبي

এতদ্ব্যতীত প্রখ্যাত জ্ঞানীগুণী,পন্ডিত,মনীষী, দার্শনিক, কবি সাহিত্যিককে কেন্দ্র করে কবি হাফিয কবিতা রচনা করেছেন, যাতে তার অনুভূতি ব্যক্ত হয়েছে। যেমন-টলস্টয়, শেক্সপিয়ার ,ভিক্টর হুগো,মহারাণী ভিক্টোরিয়া সম্রাজ্ঞী উটানী, সম্রাট উইলহেম, ৭ম এডওয়ার্ড, লর্ডক্রোমার প্রমুখ।

প্রখ্যাত রুশদার্শনিক টলস্টয়(১৮২৮-১৯১০) এর মৃত্যুতে রচিত শোকগাথায় হাফিয টলস্টয়কে পূণ্যবান, তাক্বওয়াধিকারী,দীনের প্রতি নিষ্ঠাবান, ন্যায়পরায়ণ, সামাজিক সম্প্রীতি স্থাপনে ব্রতী বলে বর্ণনা করেছেন। তারমতে টলস্টয় নবীরাসূলের আগমনে বিশ্বাসীছিলেন।কবির ভাষায়:-[৪২]

فقد كنتَ عونًا للضعيــف وأنـــــي + ضعيف ومالي في الحياة نصير

دعوتَ إلي عيسي فضجت كنائـــــس +وهُزَّ لها عرشٌ وماد ســـــرير

وايقنتَ أن الــــديـــن لله وحـــــــده + وان قبور الزاهدين قصـــور

قضيتَ حياةً مِلؤُها الـــبرُّ والـــتقـــي + فأنت بأجر المتقين جـــــدير

ইংরেজ কবি শেক্সপিয়ার (১৫৬৪-১৬১৬) এর স্মরণে রচিত কবিতায় কবি হাফিয শেক্সপিয়ারের উদ্দেশ্যে বলেন যে, বিজ্ঞানের কল্যাণে আবিষ্কৃত যুদ্ধাস্ত্রাদির ফলে সমগ্র বিশ্বে হানাহানি বৃদ্ধি পেয়েছে। মানব সভ্যতা বিলীন হবার উপক্রম। যদি মুহূর্তের জন্য শেক্সপিয়ারের পূণর্জন্ম হতো, তবে পৃথিবীর এই বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি স্বচক্ষে দেখতে পারতেন। কবি বলেন:-[৪৩]

فليتك تحيايا أبا الشعر ساعة + لتنظر ما يُصمي ويُدمي ويُؤلم

وقائع حرب أجَّجَ العلمُ نا رَها + فكاد بها عهدُ الحضارة يُختَم

ফরাসী কবি-সাহিত্যিক ভিক্টর হুগোর (১৮০২-১৮৮৫) প্রতিভায় মুগ্ধহয়ে কবি হাফিয কবিতা রচনা করেন এবং তার Les Miserablesগ্রন্থের আরবী কাব্যনুবাদ করেন। হুগো নবীজীর আদর্শের প্রতিফলন তার স্বজাতির মধ্যে হোক, তা মনেপ্রাণে কামনা করতেন; কবির ভাষায়:[৪৪]

ساءه ألا يري في قـــــومـــه + سيرةَ الإسلام في عهد النبي

قلتَ عن نفسك قولاً صـــادقًا + لم تشبه شائبات الكـــذب

Dhaka University Institutional Repository

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার (১৮১৯-১৯০১) মৃত্যুতে রচিত শোকগাথায় কবি হাফিয ঘোষণা করেন যে, সমগ্র বিশ্বজগত ধ্বংসশীল, তাই মহান পরাক্রমশালী আল্লাহর বিধান গ্রহণ করতে ইংরেজজাতির প্রতি কবি আহবান জানান। কবি বলেন:-[৮৫]

أعَزِّي القومَ لو سمعوا عزائي + وأعلِن في مليكتهم رثائي

وأدعو الإنجليز إلي الرضاء + بحكم الله جبار السمـــاء

فكل العاملين إلي فناء

ফ্রান্সের সম্রাট ৩য় নেপোলিয়ানের স্ত্রী সম্রাজ্ঞী উটীনী (১৮২৬-১৯২০)১৮৬৯ খৃ. সুয়েজখাল উদ্বোধনকালে মিস্বরে আগমন করেছিলেন। তখন খেদিব ইসমাঈল তাদের সম্বর্ধনায় বিপুল অর্থ সম্পদ ব্যয় করেন। স্বামীর মৃত্যুর পর সম্রাজ্ঞী ফ্রান্স ত্যাগকরে ইংল্যান্ড চলে যান; সেখানে কিছুকাল অবস্থানের পর মাদ্রিদে প্রত্যাবর্তন করেন। ১৯০৫ সনে সম্রাজ্ঞী উটীনী মিস্বর ভ্রমণে এসে পোর্ট সৈয়দস্থিত এক হোটেলে অবস্থান করেন; তখন কোনরূপ রাজকীয় সম্বর্ধনা দেয়াহয়নি। কবি হাফিয তার সম্মানে রচিত কবিতায় বলেন-এ পৃথিবীতে ক্ষমতা, ধনসম্পদ,ঐশ্বর্য, রাজত্ব, মানুষের জীবন সবকিছুই ক্ষণস্থায়ী, নশ্বর; কাল-পরিক্রমায় সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন ঘটে । কিন্তু একমাত্র সর্বশক্তিমান আল্লাহ চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী। কবির ভাষায়:-[৮৬]

أين يومَ القنال يا ربة التـــا + ج ويا شمسَ ذلك المِهرَجـــان

أين مُجْرِي القنال أين مميت الـــ + ـمال أين العزيز ذو السلطان

أين هارونُ مصر أين أبو الأشـــ +ـبال رب القصور ورب القيان

أين ذا القصر بالجزيرة تجري + فيه أرزاقنا وتحبوا الأمـــــاني؟

رُبَّ بانٍ نأي ، ورب بنـــاء + أسلمته النوي إلي غير بـــاني

قد طواه الرَّدَي ، ولو كان حيا + لمشي في ركابك الثقــــــلان

ذاك من صنعة الأنام وهــــــذا + من صنيع المهيمن الديـــــان

লর্ডক্রোমার ১৮৮৩-১৯০৭ খৃ. পর্যন্ত ২৪ বৎসর মিস্বরে গবর্ণর ছিলেন। তিনি মিস্বরবাসীর উপর অকথ্য নির্যাতন নিপীড়ন চালিয়েছেন। মিস্বরবাসীর মেধা উৎকর্ষের জন্য কোন সুব্যবস্থা করেননি। দিনশওয়াই হত্যাযজ্ঞ সংঘটিত করেছেন। তার মিস্বর ত্যাগকালে রচিত কবিতায় কবি হাফিয মিস্বরে জ্ঞান বিজ্ঞানের অনগ্রসরতা, আরবীভাষার প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ এবং দীন ইসলামকে কটাক্ষ করায়, লর্ডক্রোমারকে তিরস্কার করেছেন। কবি বলেন:-[৮৭]

يناديك قد أزريتَ بالعلم والحجا+ ولم تُبق للتعليم يالُردُ معهـــــــدا

وأنك أخصيتَ البلاد تعمــــــدا+ وأجدبتَ في مصر العقول تعمـــدا

قضيتَ علي أم اللغات وأنــــــه + قضاء علينا أو سبيل إلي الــــــردي

غمزت بها دين النبي وإنــــــــنا+ لنغضب إن أغضبتَ في القبر أحمدا

কবি মুহাম্মদ হাফিয ইবরাহীম বিভিন্ন সামাজিক সমস্যার সমাধানকল্পে বিভিন্ন প্রকার সংস্থা ও সংগঠন প্রতিষ্ঠার উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে কবিতা লিখেছেন। যেমন- অসহায়-অনাথ এতীম-শিশুদের

Dhaka University Institutional Repository

জন্য পরিচর্যাকেন্দ্র, অন্ধকল্যাণ সমিতি, ইসলামী সমাজ কল্যাণ সমিতি, মহিলাকল্যাণ সমিতি ,নারী শিক্ষা প্রকল্প, শিক্ষাসম্প্রসারণ প্রকল্প, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ইত্যাদি।

رعاية الأطفال শীর্ষক কবিতায় কবি বলেন:-[৪৮]

خير الصنائع في الأنام صنيعـــــة + تنبو بحاملها عـــن الأذلال

لا تملوا في الصالحات فإنـــكم + لا تجهلون عواقب الإهمال

فتسابقوا الخيرات فهي أمامكـــــم + ميدان سبق للجواد الـــنال

والمحسنون لهم علي إحسانهـــــم + يوم الإثابة عشرة الأمثـــال

وجزاء رب المحسنين يجل عـــــن + عدٌ وعن وزن وعن مكيـــال

১৯১০ খৃ. শিশু পরিচর্যা কেন্দ্রের জন্য উদারমনে-মুক্তহস্তে দানের প্রতি অনুপ্রেরণা দিয়ে কবি বলেন-যে কীর্তি বা দান লাঞ্ছনা -গঞ্জনা থেকে দানকারীকে সমুন্নত রাখে , তাই সর্বোত্তম কীর্তি। সৎকর্মে অবহেলা বা আলস্য করা বিধেয় নয়; ঔদাসীন্যের পরিণাম কারো জানানেই। কল্যাণ লাভের জন্য দানশীল ব্যক্তিদের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব থাকা বাঞ্ছনীয়। প্রতিদান দিবসে (হাশরের দিনে) সৎকর্মশীলদের জন্য সৎকর্মের বিনিময়ে দশগুণ পুরস্কার রয়েছে كما قال تعالي: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالهـــا। সৎকর্মশীল ব্যক্তিদের জন্য প্রতিপালকের প্রতিদান গণনা, ওজন ও পরিমাপ করা সম্ভব নয়। অনাথশিশুদের লালন পালন ও সুশিক্ষাদানের ব্যবস্থা অতি উত্তম সামাজিক কাজ।ইসলাম এব্যাপারে ব্যাপক উৎসাহ প্রদান করেছে।

رعاية الأطفال ملجأ শীর্ষক ১৯১১ খৃ. অন্য একটি কবিতায় কবি বলেন:-[৪৯]

قد نجا المنعم الجواد من الموت + بفضل الزكاة والإنعـــــــام

وعلمنا ان الزكاة سبيـــل الله + قبل الصلاة قبل الصيــــــــام

خصها الله في الكتاب بـــذكر + فهي ركن الأركان في الإسلام

بدأتْ مبدأ اليقين وظلّـــــت + لحياة الشعوب خيرَ قـــــوام

لو وُقِيَ بالزكاة من جمع الدنيا +وأهْوَي علي اقتناء الحُــــطام

ما شكا الجوعَ معدمٌ أو تَصَدّي+ لركوب الشرور والآثـــــام

ঝাকাতদানকারী দান-দক্ষিনা ও ঝাকাতের বিনিময়ে মৃত্যুর যন্ত্রণা থেকে পরিত্রাণ পায়। ঝাকাত-নামাঝ ও রোঝার পূর্বে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম, যার বর্ণনা আল্-কোরআনে সবিশেষ গুরুত্ব সহকারে করা হয়েছে; উহা ইসলামের অন্যতম স্তম্ভ; এবং ঈমানের অন্যতম মৌলিক নীতিরূপে স্বীকৃত এবং সমগ্র মানবজাতির জন্য শ্রেষ্ঠতম ভিত্তি। পার্থিব সম্পদের অধিকারী ব্যক্তিগণ নিয়মিত ঝাকাত আদায় করলে সমাজে কোন ক্ষুধার্ত থাকতো না, কিংবা কেউ অন্যায় অপরাধে লিপ্ত হতোনা । ঝাকাত ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের অন্যতম একটি মৌলিক বিধান। সমাজে ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রচলিত থাকলে কোন ক্ষুধার্ত বা অভাবী থাকতো না । কিংবা অভাবের তাড়নায় কেউ জঘন্য অপরাধে লিপ্ত হতো না।

جمعية إعانة العميان অন্ধকল্যাণসমিতি শীর্ষক ১৯১৬ খৃ. রচিত কবিতায় অন্ধদের সুশিক্ষার ব্যবস্থা করার জন্য সমাজের বিত্তবানদেরকে এগিয়ে আসার উদাত্ত আহবান জানিয়ে কবি বলেন:-[৫০]

إن حق الضرير عند ذوي الأبصار + حق مستوجب التقديس

لم يَضِرْه فقدانه نورَ عينيه + إذا اعتاضَ عنهما بأنيس

وَجِّهُوه إلي الفلاح يُفِدْكم + فوق ما يستفيده من دروس

أكملوا نقصَه يكنْ عبقريًا + مثل طه مبرزًا في الطروس

كم رأينا من أكمهٍ لا يجاري + وضرير يرجي ليوم عبوس

কবি হাফিয বলেন- অন্ধদেরকে জ্ঞানের আলোদান করা চক্ষুষ্মান ব্যক্তিদের উপর পবিত্র কর্তব্য। সহানুভূতিপূর্ণ দিক নির্দেশনা পেলে অন্ধরা বিকলাঙ্গ হওয়া সত্বেও সফলজীবন গঠনকরে সমাজকে উপকৃত করতে পারবে। মিস্বরের কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর,পরবর্তীতে মিস্বরের শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর ত্বাহা হোসাইনের ন্যায় অন্ধব্যক্তিরাও যোগ্য ব্যক্তিত্বের অধিকারী হতে পারে। ড.ত্বাহা হোসাইন অন্ধহওয়া সত্বে ও একজন উচ্চ শিক্ষিত, বিদগ্ধ পন্ডিত, সুসাহিত্যিক, সমালোচক, বহু গ্রন্থের রচয়িতা এবং যোগ্য প্রশাসক হতে পেরেছিলেন। তাই কবি বলছেন- অন্ধদেরকে যথাযথ সহায়তা প্রদান করলে জাতীয় দুর্যোগ মুহূর্তে তারা সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে । অতএব অন্ধদের কল্যাণে সমাজপতিদের উদারমনে এগিয়ে আসা ইসলামের ও দাবী।

دعوة إلي الإحسان(পরোপকার ও দানশীলতার আহবান) শীর্ষক কবিতায় সূরা আত-তাকভীর এর ১৫নং আয়াত উল্লেখ করত: দানের আহবান জানিয়েছেন:-[৫১]

أقسم بالله وآلائه + بعرشه باللوح الكرسي

بالخنس الكنس في سبحها + بالبدر في مرآه بالشمس

بأن هذا عمل صالح + قام به هذا الفتي القدسي

শপথ আল্লার, তার নিয়ামত সামগ্রীর, তার আরশের, লওহে মাহফুজের, তার কুর্সীর, আকাশে বিলীয়মান নক্ষত্ররাজির, সূর্যের আর্শি চাঁদের শপথ-অভাবগ্রস্থ ব্যক্তিকে দান করা একটি পূণ্যকর্ম।

এখানে ক্বোরআনের আয়াতাংশ উদ্ধৃত হয়েছে:- الخنس والكنس [আত্-তাকভীর-৮১:১৫]

ইসলাম জ্ঞান অর্জনকরাকে মুসলিম নরনারীর জন্য অবশ্য কর্তব্যরূপে ঘোষণা করেছে। আল্-কুরআনের সর্বপ্রথম আদেশই 'পাঠকর' অর্থাৎ জ্ঞান অর্জন কর । এব্যাপারে নারী-পুরুষ সকলের প্রতি সমান আদেশ। জ্ঞানের সর্বোচ্চ সোপান পর্যন্ত পৌঁছাতে-অনুপ্রাণিত করেছে ইসলাম। কবি হাফিয নারী শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করে কবিতা লিখেছেন; مدرسة البنات ببور سعيد শীর্ষক কবিতায় কবি বলেন:-[৫২]

والمال إن لم تدخره محصنًا + بالعلم كان نهاية الإملاق

والعلم إن لم تكتنفه شمائلُ + تُعليه كان مطيةَ الإخفاق

فلا تحسبنَّ العلمَ ينفع وحدَه + ما لم يُتوَّج ربه بخَلاق

Dhaka University Institutional Repository

الأم مدرسة إذا أعددقـــــا + أعددتَ شعبًا طيب الأعـــراق

الأم روض إن تعهده الحـــيا + بالري أورق أيما إيـــــــراق

الأم أستاذ الأساتذة الألـــي + شغلت مآثرهم مدي الآفـــاق

أنا لا أقول دعوا النساء سوافرا + بين الرجال يجلن في الأسواق

في دورهن شئونهُن كثـــيرة + كشئون رب السيف والمِزْرَاق

كلا ولا أدعوكم أن تســـرفوا + في الحجب والتضييق والإرهاق

فتوسطوا في الحالتين وأنصفـــوا + فالشر في التقييد والإطـــــلاق

ربوا البنات علي الفضيـــلة + انها في الموقفين لهن خير وثاق

وعليكم أن تسبين بناتـــكم + نور الهدي وعلي الحياء الباقي

কবির মতে-জ্ঞানহীন ধনী ব্যক্তি নি:স্ব ব্যক্তিতুল্য; আর চরিত্রহীন বিদ্যান ফলহীন, ব্যর্থকাম। চরিত্রহীন ব্যক্তির বিদ্যায় কোন সুফল প্রদান করেনা।

এই সমাজে নারী শিক্ষার এত অধিক প্রয়োজন যে, একজন সুশিক্ষিতা মা একটি সুশিক্ষিত জাতি গঠনে সহায়ক হতে পারে, তাই প্রত্যেক মা একেকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমতুল্য, ফলেফুলে সুশোভিত বাগান সদৃশ। মা সন্তানদের জন্য দিকনির্দেশিকার কাজ করে। ইসলামী বিধানের আওতায় 'পর্দা' রক্ষাকরে নারীদের উচ্চ শিক্ষা গ্রহণে কোন বাধা নেই। একজন শিক্ষিতা মা পৃথক কর্মক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। নারীদেরকে পর্দার নামে গৃহের চার দেয়ালে অবরুদ্ধ রেখে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলো থেকে বঞ্চিত করা বাঞ্ছনীয় নয়; বরং সুশিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে নারীসমাজকে জাতির আলোকবর্তিকা রূপে গড়ে তোলার জন্যই কবি আহবান জানিয়েছেন। ইসলামের ও বিধান তাই।

মিস্বরে উচ্চ- শিক্ষা সম্প্রসারণের প্রতি সমগ্র মিস্বরবাসীর সাথে জাতীয় নেতৃবৃন্দের নেতৃত্বে পরিচালিত 'বিশ্ববিদ্যালয় আন্দোলনে' কবি হাফিয ও একাত্ম ছিলেন। মিস্বরবাসীকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস চালানোর আহবান জানান। জ্ঞানই আলো, জ্ঞানের মাধ্যমে জাতীয় ঐতিহ্য বিকশিত হবে। বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত জীবনের কোন মূল্য নেই। যোগ্য ভবিষ্যত প্রজন্ম সৃষ্টিতে, এবং জাতীয় ঐক্য, মানমর্যাদা, প্রতিপত্তি সৃষ্টিতে বিশ্ববিদ্যালয় ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে। কবি বলেন:-[৫৩]

حياكم الله أحيوا العلم والأدبـــا+ إن تنشروا العلم ينشر فيكم العربا

ولا حياة لكم إلا بجامـــعـــة + تكون أما لطلاب العلا وأبــــــا

تبني الرجال وتبني كل شاهقة + من المعالي وتبني العز والغلبــــا

জ্ঞানার্জন করা প্রতিটি ঈমানদারের কর্তব্য। পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান ব্যতীত পরিপূর্ণ মুসলিম হওয়া যায় না। তাই জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার কেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

আল- কুরআন বিশ্বমুসলিমের জীবন বিধান আরবী ভাষায় সন্নিবিষ্ট। আরবী বিশ্বমুসলিমের ধর্মীয় ভাষা এবং বিশ্বের অন্যতম আধুনিক ভাষা। এই ভাষায় যুগেযুগে মুসলিম পন্ডিত-মনীষী গন জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় গবেষণার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। তাফসীর হাদীছ, ফিক্বহ, সাহিত্য সংস্কৃতি,দর্শন, ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ে মৌলিক অবদান 'আরবী ভাষা ধারণ করে আসছে। 'আরবী ভাষার বিদ্বেষীদের প্রোপাগান্ডা এই যে, আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায়

গবেষণা ও আবিষ্কারের ক্ষেত্রে 'আরবী ভাষা অচল ওপঙ্গু। কবি হাফিয বিদ্বেষীদের এই অপবাদকে খন্ডনকরে 'আরবী ভাষাভাষী পন্ডিত মনীষীদেরকে মাতৃভাষার মর্যাদা সুমুন্নত রাখার উদ্দেশ্যে 'আরবী ভাষায় জ্ঞান-বিজ্ঞান-সাহিত্য কলাও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে গবেষণামলূক অবদান রাখার জন্য আহবান জানিয়েছেন-اللغة العربية تنعي حظها بين أهلها (আরবী ভাষার বিলাপ) শীর্ষক কবিতায়:-[৫৪]

رموني بعقم في الشباب وليتني + عقمت فلم أجزع لقول عداتي

ولدت و لم أجد لعرائسي + رجالاً أكفاء وأدت بناتي

وسعت كتاب الله لفظًا وغاية + وما ضقت عن آي به وعظات

فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة + وتنسيق آيات لمخترعات

أناالبحر في أحشائه الدر كامن + فهل سألوا الغواص عن صدفاتي

أري لرجال الغرب عزًا ومنعة + وكم عز أقوام بعز لغات

أتوا أهلهم بالمعجزات تفننًا + فيا ليتكم تأتون بالكلمات

سقي الله في بطن الجزيرة أعظما + يعز عليها أن تلين قناتي

حفظن ودادي في البلي وحفظته + لهن بقلب دائم الحسرات

وفاخرتْ أهلَ الغرب والشرقُ مطرق+ حياء بتلك الأعظم النخرات

أيهجرني قومي – عفا الله عنهم + إلي لغة لم تتصل بـــــرواة

'আরবী ভাষাভাষীরা মাতৃভাষাকে বন্ধ্যা, সৃজনশীলতাহীন, গবেষনা অনুপযোগী মনে করে সে ভাষার চর্চা ত্যাগ করে পাশ্চাত্যের ভাষায় জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা শুরু করায় 'আরবীভাষা আত্মবিলাপ করছে যে, এ অপবাদ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। 'আরবীতে অনেক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু উহার যথাযথ সমাদর পায়নি। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের ভাব ও ভাষা অত্যন্ত সুপ্রশস্ত ও ব্যাপক; উহার বিধানসমূহ ও উপদেশাবলী সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। তাই আজকের নব আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি ও আবিষ্কারাদির বর্ণনায় 'আরবী ভাষা অপারগ হতে পারেনা। 'আরবী ভাষা এক সমুদ্র সদৃশ, যার তলদেশে মণি-মুক্তা ছড়ানো রয়েছে, যার সন্ধান একমাত্র বীর ডুবুরীরাই পেতেপারে অর্থাৎ 'আরবী ভাষার বিকাশক্ষেত্রের পরিধি একমাত্র উহার গবেষকরাই পরিমাপ করতে পারেন। পাশ্চাত্যবাসীরা মাতৃভাষায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের গবেষনা করে মাতৃভাষার মর্যাদাকে সমুন্নত করেছে। কিন্তু আরবরা কিছু বাক্য ও রচনা করতে পারেনি। আরবদেশে প্রাচীনকালে অনেক পন্ডিত-মনীষী নিজেদের ত্যাগের বিনিময়ে আরবী ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন, তাদের গৌরবে গর্বিত হয়ে আজ 'আরবী ভাষা পাশ্চাত্য ভাষার সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। 'আরবী ভাষা একটি মৌলিক আদি ভাষা-উহার উন্নয়নের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা সাধনা করা কর্তব্য; উহাকে পরিত্যাগ করে অন্য ভাষার চর্চায় লিপ্ত হওয়া শোভনীয় নয়। قال عليه الصلاة والسلام : أحبوا العرب لثلاث :لأني عربي والقرآن عربي ولسان أهل الجنة عربي.

نشيد الشبان المسلمين (মুসলিম যুবকদের সঙ্গীত)গীতিকাব্যে কবি হাফিয মুসলিম যুবকদেরকে নিজেদের পুর্বপুরুষদের অতীত ঐতিহ্য, দীন ও দুনিয়ার উভয়ক্ষেত্রে হৃত গৌরব পুন: প্রতিষ্ঠিত করার অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। কবির ভাষায়:-[৫৫]

أعيدوا مجدنا دنيا وديـــــــنا + وذودوا عن تراث المسلمينا

فمن يعنوا لغير الله فيـــــــــا + ونحن بنو الغزاة الفاتحيـــنا

ملكنا الأمر فوق الأرض دهرا + وخلّدنا علي الأيام ذكري

أتِي عمرُ فأنسي عدلَ كسري + كذلك كان عهدُ الراشدينا

جَبَيْنا السُّحْبَ في عهد الرشيد + وبات الناس فِي عيشٍ رغيدٍ

وطوقّتِ العُوارفُ كلَّ جيـــد + وكان شعارنا رفقًا ولينّـــا

سلوا (بغداد) والإسلام ديـــن + أكان لها علي الدنيا قرين

رجال للحوادث لا تليـــــن + وعِلمٌ أيّدَ الفتحَ المبينـــــا

فلسنا منهم والشرقُ عانِـــي + إذا لم تَكْفِه عَنَتَ الزمـــان

وترفعه إلِي أعلي مكـــــان + كما رفعوه أو نَلقي المنونـــا

আমাদের দীন ও দুনিয়ার গৌরব ফিরায়ে আন, মুসলমানদের ঐতিহ্য রক্ষাকর। আমাদের কেউ গায়রুল্লাহর অনুগত নয়; আমরা বিজয়ী বীর যোদ্ধাদের বংশধর। এই বিশ্বে আমরা সুদীর্ঘকাল শাসনক্ষমতার অধিকারী ছিলাম এবং যুগযুগ ধরে আমাদের স্মৃতি শাশ্বত রেখেছি। খলীফা হযরত 'উমরের ন্যায়পরায়ণতা পারশ্য সম্রাটের ন্যায়পরায়ণতাকে ম্লান করে দিয়েছে; খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগ এরূপই ছিল। যা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ রয়েছে। 'আব্বাসী খলীফা হারুন আল্-রশীদের আমলে ইসলামী খিলাফতের সীমানা অনেক বিস্তৃত ছিল এবং জনসাধারনের অবস্থা ছিল স্বচ্ছল। 'আব্বাসী খিলাফতের রাজধানী বাগদাদে ইসলাম ধর্ম প্রভাবশীল ছিল; পৃথিবীতে উহার সমকক্ষ কেউ ছিলনা। মুসলিম শাসক তথা খলীফাগণ ছিলেন নম্র-ভদ্র,গভীর প্রজ্ঞার অধিকারী, অকুতোভয় বীর, জাতীয় দুর্যোগে তারা মোটেই কুণ্ঠিত হতেন না। মুসলিম যুবকরা তাঁদের উত্তরসুরী রূপে মুসলিমজাতির ঐতিহ্য রক্ষা করবে, প্রাণ দিয়ে হলেও উহাকে শত্রুদের রাহুমুক্ত করবে- এই হবে মুসলিম যুবকদের অঙ্গীকার।

شكوي إلي آدم (আদমের (আ.) প্রতি অভিযোগ) শীর্ষক কবিতায় মানবজাতির আদিপিতা আদমের (আ.) প্রতি বিশ্বমানবের দু:খ-দৈন্য ও দুর্ভাগ্যের দরুন অভিযোগ পেশ করেছেন। মহাপ্লাবনে নূহ (আ.) বিপুল সংখ্যক মানব সন্তানকে ডুবিয়ে মেরেছেন, তাদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করে তাঁর কিশ্তীতে উঠায়ে বাঁচালেননা। সেজন্য নূহের প্রতিও অভিযোগ করেছেন। ইউসুফ(আ.) ক্রীতদাসরূপে বিক্রীত হন। ইয়াহুদী খৃষ্টানদের ধারণামতে ঈসা (আ.) ক্রুসবিদ্ধ হয়ে মারা যান এবং ইবরাহীম পুত্র ইসহাকের বিনিময়ে ভেড়া কুরবানী করা হয়। এসব কিছুই ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, তাই আদমকে (আ.) অভিযুক্ত করেছেন- তাদেরকে অসহায় দুর্ভাগাবস্থায় এ পৃথিবীতে ছেড়ে গেছেন কেন?

কবিতাটিতে মানবজাতির আদিপিতা আদম(আ.), দ্বিতীয় পিতা নূহ (আ.), ইবরাহীমপুত্র ইস্হাক(আ.) ইয়াকুবের (আ.) পুত্র ইউসুফ(আ.) এবং নাসারাদের নবী ঈসা(আ.) প্রমুখ নবীদের বর্ণনা এসেছে। এঁদের সম্পর্কিত পৃথক পৃথক ঘটনাবলী আল্-ক্বোরআনে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। কবির ভাষায়:-[৫৬]

Dhaka University Institutional Repository

سليل الطين كم نلنا شقاء + وكم خطت أنا ملنا ضريحـا

وكم أزرت بنا الأيام حـتي + فدت بالكبش أسحاق الذبيحا

وباعت يوسفا بيع الموالـي + وألقت في يد القوم المسيحا

ويا نوحًا جنيت علي البرايـا + ولم تمنحهم الود الصحيحـا

فلو ساق القضاء إليَّ نفعًـا + لقام أخوه معترضًا شحيحًـا

شـكوي الظلـم(নির্যাতনের অভিযোগ) শীর্ষক কবিতায় নবী লূত(আ.) এর আমলের 'সাদূম' জনপদের কথা এবং সেখানকার সাদূম নামক অত্যাচারী বিচারকের অত্যাচারের কথা এবং দ্বিতীয় খলীফা 'উমরের (আ.)ন্যায়বিচারের কথা বর্ণনা করেছেন। কবির ভাষায় :-[৫৭]

لقد كانت الأمثال تُضرَب بيننـا + بجُور سدوم وهو من أظلَم البشر

فلما بدت في الكون آياتٌ ظلمهم + إذا بسدوم في حكومته عمـر

হাফিয বিভিন্ন সামাজিক অপকর্মের সমালোচনায় কবিতা লিখেছেন; যেমন- নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে মজুতদার ,কালোবাজারী, অতি মুনাফালোভী ব্যবসায়ীদের সমালোচনায় غلاء الأسـعارকবিতা লিখেছেন; সমাজপতিদেরকে এসব অপতৎপরতা কঠোর হস্তে দমনের আবেদন জানিয়েছেন। কবি বলেন:-[৫৮]

أيها المصلحون ضاق بنا العيـ +ش ولم تحسنوا عليه القيامـا

عزت السلعة الذليلة حـتي + بات مسحُ الحذاء خَطباً جُساما

وغداالقوت في يد الناس كاليا + قوت حتي نوي الفقير الصياما

أصلحوا أنفسا أضَرَّبها الفقـر + وأحيا بموتها الأثامـا

পীরপূজা,কবর পূজা, মৃতব্যক্তিদের মাধ্যমে কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য প্রার্থনা করা সুস্পষ্ট শিরক; ইসলামে তা' কঠোর ভাবে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। এ জাতীয় সামাজিক কুসংস্কারের সমালোচনায় হাফিয أضرحة الولياءকবিতা রচনা করেছেন:-[৫৯]

أحياءنا لا يرزقون بدرهـم + وبألف ألف ترزق الأمـوات

من لي بحظ النائمين بحفـرة + قامت علي أحجارها الصلوات

يسعي الأنام لها، ويجري حولها + بحر النذور ، وتقرأ الآيـات

ويقال هذا القطب باب المصطفي + ووسيلة تقضي بها الحاجـات

কবি মুহাম্মদ হাফিয ইবরাহীম এর সময়ে বিভিন্নদেশে, বিভিন্ন মুসলিম জনপদে ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ, নিপীড়ন চলছিল, যা কবি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করে মর্মাহত হয়েছেন, মুসলিম জনতার মুখপাত্ররূপে স্বীয় অনুভূতিকে বিভিন্ন কবিতায় ব্যক্ত করেছেন। তন্মধ্যে؛ مصر تتحدث عن نفسها

Dhaka University Institutional Repository

شكوي مصر من الاحتلال؛ شئون مصر السياسية؛ نعي اللغة العربيـــة ؛حـــرب روســـية يابانية؛ زلزا ل مسينا، عيد الاستقلال؛ حادثة دنشواي؛حرب طرابلس؛ الحرب العظمـــي؛ أيا صوفيا ؛ حريق ميت غمر؛ الأرض ؛ الشمس؛ غادة اليابـــان ইত্যাদি কবিতায় মানবতার আর্তনাদ, ইসলামের উদারনীতি,ইসলামী অনুভূতি ব্যক্ত হয়েছে।

মিস্বরের আত্মকথা (مصر تتحدث عن نفسها) শীর্ষক কবিতায় কবি হাফিয বৃটিশ ঔপনিবেশিক দু:শাসনে নিষ্পেষিত মিস্বরবাসীকে মিস্বরের ঐতিহ্য স্মরণ করিয়ে দিয়ে তা পুন: প্রতিষ্ঠার জন্য সচেষ্ট হবার অনুপ্রেরণা দান করেছেন। জ্ঞান-বিজ্ঞানে ব্যুৎপত্তি অর্জন করে, উন্নত নৈতিক চরিত্র গঠনের মাধ্যমে চরম ধৈর্য স্থৈর্য সহকারে সত্যও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় ব্রতীহবার আহবান জানিয়েছেন। কবি বলেন:[৬০]

إن مجدي في الأوليات عريـــق + من له مثل أولياتي ومجـــدي

أنا أم التشريع قد أخذ الـــرو + مانُ عني الأصولَ في كل حد

قل لمن أنكروا مفاخر قومي + مثل ما أنكروا مآثر ولـــدي

أي شيء في الغرب قد بَهَرَ النا + س جمالا و لم يكن منه عندي؟

স্বাধীনতা উৎসব(عيد الاســـتقلال) শীর্ষক কবিতায় মিস্বরবাসীকে আল্লাহর উপর অগাধ আস্থা রেখে পরম ধৈর্য স্থৈর্য সহকারে মিস্বরের জাতীয় ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারে সক্রিয় হবার আহবান জানিয়েছেন। জনগণের মতামত ও জাতীয় ঐক্যের প্রতি আল্লাহর রহমত ও আর্শীবাদ নিহিত । প্রসঙ্গক্রমে মিস্বরের ঐতিহ্য বর্ণনায়-মিস্বর বিজয়ী প্রখ্যাত স্বাহাবী 'আমর ইবনুল'আস্ব এর উক্তি বর্ণনা করেছেন। কবি বলেন:-[৬১]

الصبر- إن فكرت- أعظمُ عُدَّةً + والحق – لو يدرون – خير سلاح

للنيل مجد في الزمان مُؤَثَّـــل + من عهد آمون وعهد فتـــــاح

قد قال عمرو في ثراها آيـــة + مأثورة نقشت علي الألـــواح

****

الفصل للشوري وتلك هي التي + تزع الهوي وتردُّ كل جمـــاح

فتكنفوا الشوري علي استقلالكم + في الرأي لا تُوجيه نزعة واحي

ويد الإله مع الجماعة فاضربوا + بعصا الجماعة تظفروا بنجاح

মৃত্যুর পর মৃত ব্যক্তির বিদেহী–আত্মা আত্মার জগতে ফিরে যায়। কিন্তু অমুসলিম দার্শনিকদের ধারণা-ঐ বিদেহী আত্মা পূণরায় অন্য ব্যক্তির দেহে সঞ্চারিত হয়ে পূণর্জম্ম গ্রহণ করে এ পৃথিবীতে পুণরায় আগমন করে । ইহাকে تناسخ বলা হয়। ইসলামের দৃষ্টিতে 'তানাসুখ' হারাম কবি হাফিয ইসলামী দৃষ্টিকোণকে সমর্থন করে বাদশাহ ফুয়াদের উদ্দেশ্যে লিখেন :-[৬১]

لوصح في هذا الوجود تناسخ + لرأيت فيك تناسخ الأرواح

ইংরেজ শাসকদের শঠতা, প্রতারণার বিরুদ্ধে জিহাদ ও সংগ্রামই মোক্ষম হাতিয়ার ঘোষণা করে কবি হাফিয বলেন:-[৬২]

Dhaka University Institutional Repository

لقد طال الحياد و لم تكفوا + أمّا أرضاكم ثمنُ الجِيـــاد

أحذتم كل ما تبغون منـــا + فما هذا التحكم في العباد

فليس وراءكم غير التجني + وليس أمامنا غيرُ الجهـــاد

نعــــي اللغــة العربيـــة (আরবী ভাষার বিলাপ) কবিতায় কবি হাফিয অবহেলিত আরবী ভাষার দৈন্যদশার কথা ব্যক্ত করেছেন। 'আরবী ভাষার আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধারক ও বাহক হবার যোগ্যতা নেই, এ ভাষার সৃজনশীল ক্ষমতা নেই—সমালোচকদের এ সমালোচনার জবাবে কবি হাফিয বলেন- 'আরবী ভাষা পঙ্গু ও অপাঙতেয় নয়, বরং উহা ইসলাম ও মুসলমানদের জীবন বিধান আল-কোরআনের ভাষা। অধুনা বিশ্বের অন্যতম আন্তর্জাতিক ভাষা। অতীতে আল-কোরআনের বিভিন্ন বিধি-বিধান ধারণ করেছে; বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সমূহের বাহন হবার যোগ্যতা 'আরবী ভাষার রয়েছে।'আরবী ভাষাভাষী পন্ডিত মনীষী পন্ডিতগণ মাতৃভাষার উন্নয়নের লক্ষ্যে বিদেশী ভাষার পরিবর্তেআরবী ভাষায় জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য,কলা -সংস্কৃতি ক্ষেত্রে বিপুল অবদান রাখবেন-কবির এই কামনা। যাতে আল কোরআনের ভাষা বিশ্বসাহিত্যে শ্রেষ্ঠস্থান লাভে সমর্থ হয়। কবি বলেন:[৬৩]

رموني بعقم في الشباب وليتـــني + عقمتُ فلم أجزَع لقول عداتي

وسعتُ كتابَ الله لفظًا وغايـــة + وما ضقتُ عن آي به وعظات

فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة + وتنسيق أسماء لمخترعــــــات

أنا البحر في أحشائه الدر كامن + فهل سألوا الغواص عن صدفاتي

দিনশ্ওয়াই হত্যাযজ্ঞ(حادثة دنشـــواي) প্রসঙ্গে কবি হাফিয দিনশ্ওয়াই গ্রামে ইংরেজ সৈন্যদের লক্ষ্যভ্রষ্ট গুলিতে জনৈক গ্রামবাসী মারাগেলে বিক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা ইংরেজ সৈনদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়, ফলে জনৈক সৈনিক আহত হয়ে পরবর্তীতে মারা যায়। মিস্বরস্থ তদানীন্তন গবর্ণর লর্ড ক্রোমারের আদেশে বিশেষ ট্রাইবুনালে অভিযুক্ত গ্রামবাসীদের বিচার হয়। প্রহসনমূলক বিচারে চারজন মিস্বরীয়ের ফাঁসি এবং আটজনের বেত্রাঘাত ও কারাদন্ডাদেশ প্রদান করা হয়।এই অমানুষিক নিষ্ঠুর বিচারে সমগ্র মিস্বরবাসী বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। কবি হাফিয এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে কবিতায় বলেন:-[৬৪]

أحسنوا القتل إن ضننتم بعفو + أقصاصًا أردتم أم كيادا

إنها مثلة تشف عن الغيـــظ + ولسنا لغيظكم أندادا

কবিতায় কয়েকটি ইসলামী দন্ডবিধির পরিভাষা ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন- ক্বিস্বাস্ব, কৃত্ল, মুছ্‌লা (অঙ্গহানি), ইহ্সান।

غريق ميت غمر(মাইত গামর এর অগ্নিকান্ড) শীর্ষক কবিতায় কবি হাফিয মর্মাহত হয়ে লিখেন:-[৬৫]

رب أن القضاء أنحى عليهـــم + فاكشف الكرب واحجب الأقدارا

ومر النار أن تكف آذاهـــا + ومر الغيث أن يسيل انهمـــارا

أين طوفان صاحب الفلك يروي + هذه النار ؟ فهي تشكو الأوارا

মার্টিক্ক দ্বীপে ১৯০২ খৃ. আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাতের দরুন বহু লোক মারাযায়। কবি হাফিয তখন লিখেন:-[৬৬]

غَلِطَ الناسُ ، ما طغي جبلُ النـــــا + ر بإرسال نفثة في الهـــــــــواء

وأخْرَجُوا صدرً أمه فأراهـــــــــم + بعضَ ما أضمرت من البُرَحَـــــاء

أيها الناس ، إن يكن ذاك سخط الـــ + ـأرض ، ماذا يكون سخط السماء

فاتقوا الأرضَ والسماءَ ســـــــواءٌ + واتقوا النار في الثري والفضـــــاء

অগ্নি,বায়ু,পানি সবই সর্বশক্তিমানের সৃষ্টি। মানুষের কল্যাণে এগুলো নিবেদিত। মানুষ যখন আল্লাহর অবাধ্যতায় সীমালঙ্ঘন করে, তখন এসব মৌলিক নিত্য প্রয়োজনীয় উপাদান আল্লাহর নির্দেশে মানুষের প্রতি বৈরী হয়ে উঠে; তাদের প্রতি ধ্বংসাত্মক হয়ে উঠে।অতএব মানুষ যেন সর্বাবস্থায় আল্লাহর প্রতি অনুগত থাকে, সীমালঙ্ঘন না করে।

অনুরূপভাবে زلزال مسينا (মিস্‌সিনার ভূমিকম্প) কবিতায় বিশ্বস্রষ্টার আদেশে ঝিলঝাল বা ভূমিকম্প সংঘটিত হয়ে থাকে। ১৯০৮ সনে ইটালীর'মিসসিনা'শহরে সংঘটিত ভূমিকম্পে ব্যাপক ধ্বংস যজ্ঞের বর্ণনায় কবি হাফিয এ কবিতাটি রচনা করেন। কবি বলেন:-[৬৭]

غليان في الأرض نَفَّسَ عنـــــه + ثورانٌ في البحر والبركان

رب أين المفر والبحر والـــــبر + علي الكيد للوري عاملان

كنت أخشي البحار والموت فيها + راصد غفلة من الرُّبَّـــان

فإذا الأرض والبحار ســــــواء + في خلاق كلاهما غادران

خُسفت ثم أغرقت ، ثم بادت + قُضِي الأمر كله في ثواني

جَنَّدَ الماءَ والثري لهلاك الــــــ + خَلْقِ ثم استعان بالنــــيران

عَجَبٌ صنعُها وأعجبُ منـــه + صنعه تلك قدرة الرحمن

وصـــــف الشـــــمس(সূর্যের বর্ণনা) কবিতায় কবি হাফিয সূর্যকে সর্বশক্তিমান স্রষ্টার সৃষ্টি ও তাঁর কুদরতের নিদর্শন বলে বর্ণনা করেছেন। সূর্যের প্রচন্ড তেজ ও বিশালত্বের দরুন কোন কোন মানুষ উহাকে অগ্নি, বায়ু, মাটি, পানির মূল উৎস মনেকরে জীবন মরণের নিয়ন্ত্রক মনে করে সূর্যের পূজাকরে, যেমন মুসলিমজাতির পিতা ইবরাহীমের (আ.) ও বিভ্রান্তি দেখা দিয়েছিল, যদিও পরক্ষণেই তিনি শোধরিয়ে নিয়েছিলেন।কিন্তু সূর্যপূজারীরা অজ্ঞতা-হেতু জানেনা যে, সূর্য সর্বশক্তির আধার আল্লাহর সৃষ্টি, নির্দিষ্ট সময়ে উহা বিলীন হয়ে যাবে, সূর্য নিজেকে সূর্য-গ্রহণ থেকে আত্মরক্ষা করতে পারেনা তাই উহা উপাস্য প্রভূ হতে পারেনা ।কবি বলেন:-[৬৮]

نظر ابرا هام فيها نظـــــرة + فأري الشك وما ضل اليقـــــين

قال: ذاربي، فلما أفلـــــتْ + قال: إني لا أحب الآفلـــــــين

ودعا القومَ إلي خالقهـــــا + وأتي القومَ بسلطان مبــــــين

رب إن الناس ضلوا وغووا + ورأوا في الشمس رأي الخاسرين

Dhaka University Institutional Repository

خشعت أبصارهم لما بدت + وإلى الأذقان خروا ساجديـــــن

نظروا آيالها مبصــــرة + فعصوا كلام المرسلـــــــــين

صدقوا لكنهم ما علموا + أنها خلق سَيُبْلَي بالسنــــــين

أإله لم يتره ذاتــــــــه + عن كسوف بئس زعم الجاهلين

আল-কোরআনে বর্ণিত চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্রের ব্যপারে হযরত ইবরাহীমের (আ.) দ্বিধা সংশয় ভাবের ঘটনা কবিতায় উল্লেখ করেছেন।

ইটালী ভ্রমণ (رحلة إيطاليا)কবিতায় কবি হাফিয উত্তাল তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের ,জাহাজের এবং ভীত সন্ত্রস্থ যাত্রীদের অবস্থা বর্ণনা করেছেন। কবি বলেন:-[৬৯]

عاصفٌ يرتمي وبحر يغير + أنا بالله منهما مستجـــير

وكأن الأمواج وهي توالي + محنقات ، أشجان نفس تثور

أزبدت ثم جرجرت ثم + ثم فارت كما تفور القدور

أيها البحر لا يغرنك حول + واتساع وانت خلق كبـــير

إنما أنت ذرة قد حوتها + ذرة في فضاء ربي تـــدور

إنما أنت قطرة في إناء + ليس يدري مداه إلا القدير

সমূদ্র স্রষ্টার বিশাল সৃষ্টিজগতে অণুর অণুকণামাত্র ; পাত্রে বিন্দু সদৃশ, যার ব্যাপ্তি সর্বশক্তিমান ব্যতীত কেউ জানেনা।

কবি হাফিয উন্নত চরিত্রের অধিকারী হওয়ায় কখনও মদপান করেননি। ইসলামের প্রাথমিক যুগে মদপান নিষিদ্ধ ছিল না, তখন স্বাহাবাগণ মদপান করে নেশা গ্রস্ত অবস্থায় নামাঝে দাঁড়াতেন, ফলে ভূল হবার আশংকা দেখা দেয়, তখন হুকম নাযিল হলো - لاتقربوا الصلاة وأنتم سكاري [আল-কোরআন ৪:৪৩]

إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. (القرآن-৫/৯০) .

কবি হাফিয মদ সম্পর্কে কবিতায় বলেন:-[৭০]

هذا الظلام أثار كامن دائـــــي + يا ساقِيَّ عَلَيَّ بالصهبـــاء

مشسولة لولا التقي لعجبتُ من + تحريمها والذنبُ للقدمـــاء

قربوا الصلاة وهم سكاري بعدما + نزل الكتاب بحكمة وجلاء

(বিশ্বযুদ্ধ) কবিতায় বিজ্ঞানকে আর্শীবাদের পরিবর্তে অভিশাপ বলে, আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগকে অজ্ঞতার যুগের চাইতে ও নিকৃষ্ট বলে আখ্যায়িত করেছেন। বিজ্ঞানের দরুন মানবসভ্যতা ধ্বংস প্রাপ্ত। ফাসাদ ও ধ্বংস ইসলামের কাম্য নয় । ইসলাম চায় শান্তি ও মানবকল্যাণ।কবি বলেন:-[৭১]

العلم يذكي نارها وتثيرها + مدنية خرقاء لا تترفـــــق

ولقد حسبتُ العلم فينا نعمة + تأسو الضعيف ورحمة تتدفق

Dhaka University Institutional Repository

فإذا بنعمته بلاء مرهـــــق + وإذا برحمته قضاء مطبق

إن كان عهد العلم هذا شأنه + فينا فعهد الجاهلية أرفق

غـــادة اليابـــان(জাপানের কুমারী) কবিতায় ১৯০৪ সনে সংঘটিত রুশ-জাপান যুদ্ধে অংশগ্রহণে আগ্রহী জনৈকা জাপানী যুবতীর দেশপ্রেমের জ্বাজ্জল নমুনা উপস্থাপন করে কবি হাফিয স্বজাতিকে দেশের পরাধীনতা মোচনে সচেষ্ট হবার অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন। حب الوطن من الإيمان-দেশপ্রেম ঈমানের অঙ্গ। দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য সীমান্ত প্রহরা দেয়া অপরিহার্য কর্তব্য এবং শ্রেষ্ঠ ইবাদত; এর জন্যে আত্মত্যাগ করলে শাহাদতের মর্যাদা অর্জিত হয়। মহিলাগণ অস্ত্রের যুদ্ধে অংশ গ্রহণের পরিবর্তে আহত সৈনিকদের মনোবল চাঙ্গা রাখা ইত্যাকার উপায়ে যুদ্ধে সহায়তা করতে পারেন। কবিতায় জাপানী কুমারীর এ ধরণের সেবার মনোবৃত্তি ব্যক্ত হয়েছে।কবি বলেন:-[৭২]

ودعاني موطني أن أغتـــدي + عَلِّني أقضي له ما وجبـــا

نذبح الدب ونفري جلـــده + أيظن الدب ألا يغلـــــبا

أنا يابانية لا أنـــثـــنــــــي + عن مرادي أو أذوق العطبا

أخدم الجرحي وأقضي حقهم + وأواسي في الوغي من نكبا

هكذا الميكاد علمنـــــــا + أن نري الأوطان أما وأبـــا

নারীজাতি সমাজের অর্ধেক। এরা সুশিক্ষায় শিক্ষিত হলে দেশ ও জাতি গঠনে বিপুল অবদান রাখতে পারে। ১৯১৯ খৃ. মিস্বরের জাতীয় বিপ্লবে আধুনিক মহিলা সমিতির উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিল বের করেছিল, মহিলা সমিতিকে স্বাগত জানিয়ে কবি হাফিয কবিতা রচনা করেন। কবি বলেন:-[৭৩]

أقمتن بالأمس الأساس مباركا + وجئتن يوم الفتح مغتبطـــات

صنعتن ما يعي الرجالَ صنيعُه + فزدتن في الخيرات والبركات

وهذي بنات النيل يعملن للنهي + ويغرسن غرسا داني الثمرات

وفي السنة السوداء كنتن قدوة + لنا حين سال الموت بالمهجات

وقفتن ي وجه الخميس مدججًا + وكنتن بالإيمان معتصمـــات

تعلم منكن الرجال فأصبحـــوا + علي غمرات الموت أهل ثبات

'সূফিয়া' ইস্তাম্বুলের একটি বৃহত্তম মসজিদ।১৪৫৩ খৃষ্টাব্দে 'উছমানীয়দের বিজয়ের পূর্বে উহা প্রাচ্যের সর্বপ্রথম গীর্জা ছিল, 'উছমানীয়রা উহাকে মসজিদে রূপান্তরিত করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর মিত্রবাহিনী ইস্তাম্বুল দখলের পর সূফিয়া মসজিদটি তুর্কী'উছমানীয়দের দখল থেকে ছিনিয়ে নেবার উপক্রম হলে কবি ইসলামী অনুভূতি নিয়ে ইসলামী ঐতিহ্য সংরক্ষণের অনুপ্রেরণা সৃষ্টির লক্ষ্যে أيا صوفيا কবিতা রচনা করেন।[৭৪]

Dhaka University Institutional Repository

أيا صوفيا حان التفرقُ فاذكري + عهودَ كرامٍ فيك صلوا وسلموا

إذا عُدتِ يومـــا للصليب وأهله + وحُلّي نواحيك المسيح ومريـــم

ودُقّت نواقيسٌ وقام مُزَمِّــــزٌ + من الروم في محرابه يترنـــــــم

فلا تنكري عهد المآذن إنــــه + علي الله من عهد النواقيس أكرم

تباركت بيتُ القدس جذلان آمن + ولا يأمن البيت العتيق المحـــــرم

أيرضيك أن تغشي سنابكُ خيلهم + حِماك وأن يُمْني الحطيم وزمـــزم

وكيف يذل المسلمون وبينهـــــم + كتابك يتلي كل يوم ويكــــرم

نبيك محزون وبيتك مطـــــرق + حياء وأنصار الحقيقة نُـــــوَّم

عصينا وخالفنا فعاقبت عـــادلا + وحكمت فينا اليوم من ليس يرحم

মুসলিম শাসনামলে 'সূফিয়া' মসজিদে মুসলিম শাসকগণ স্বালাত আদায় করেছেন। উহা পুনরায় খৃষ্টান ক্রুসেডারদের দখলে চলে গেলে তারা সেখানে ঈসা এবং মারইয়ামের (আ.) ছবি স্থাপন করে শিরকের সূচনা করবে, গানবাজনা করবে। আযানধ্বনি বাদ্যযন্ত্রের ধ্বনির চাইতে অধিকতর সম্মানিত। ফরাসীরা ইস্তাম্বুল দখল করায় মক্কাস্থ বায়তুল হারাম পর্যন্ত তাদের আগ্রাসন সম্প্রসারিত হবার আশংকা সৃষ্টি হয়েছে; অথচ তাদের বায়তুল মোকাদ্দাস আজ উল্লসিত ও নিরাপদ, কিন্তু বায়তুল হারাম নিরাপদ নয়।হাত্বীম এবং ঝমঝম ও নিরাপদ নয়। মুসলমানরা কোরআনের ধারক হওয়া সত্ত্বেও তারা অপমানিত, কাবাঘর অনুতপ্ত এবং মহানবী (সা.) উৎকন্ঠিত। এর একমাত্র কারণ- মুসলমানরা সত্যবিচ্যুত। তারা আল ক্বোরআনের বিধানের অবমাননা করছে। তাই শাস্তিস্বরূপ আল্লাহ তাদের উপর নিষ্ঠুর স্বৈরাচারী শাসককে চাপিয়ে দিয়েছেন। ইহাই প্রকৃতির অমোঘ বিধান।

কবি হাফিয ইবরাহীম এর জন্ম একটি মুসলিম দেশের মুসলিম পরিবারে। ইসলামী পরিবেশে। তুর্কী 'উছমানী খিলাফতের প্রভাব প্রতিপত্তি প্রায় সমগ্র মুসলিম বিশ্বে বিরাজমান ছিল। সকল মুসলিম দেশেই তুর্কী খলীফাদের প্রতি ভক্তি ছিল, তাদের নামে খুত্ববা দেয়াহতো ; এরই ক্রমধারায় মুহাম্মদ আলী পাশার বংশধরগন মিস্বরে শাসনকার্য পরিচালনা করেন।এসকল খেদিব বা শাসকগণ ইসলামের আনুষ্ঠানিকতা সংরক্ষন করতেন, বিভিন্ন ইসলামী প্রতিষ্ঠানের প্রতি তাদের পৃষ্ঠ পোষকতা ছিল। মিস্বরবাসী তাদের প্রতি অনুরক্ত ছিল, কবি-সাহিত্যিক ও পন্ডিত মনীষীগণ ও তাদের সমর্থক ছিলেন। কবি হাফিয ইবরাহীম তুর্কী 'উছমানী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ও বিপ্লব উপলক্ষে, ইসলামী খিলাফতের প্রতিভূরূপে, বিশ্বমুসলিম ঐক্যের প্রতীকরূপে তাদের স্তুতি জ্ঞাপন করে কবিতা রচনা করেছেন, তাদের বিভিন্ন ইসলামের সহায়ক কার্যের সমর্থন ব্যক্ত করেছেন। তুর্কী সুলত্বান'আব্দুল হামীদের প্রশংসায় কবিতা লিখেছেন। অনুরূপভাবে মিস্বরে মুহাম্মদ আলী বংশীয় শাসক যেমন- ২য় 'আব্বাস, সুলত্বান হোসাইন কামিল, বাদশাহ ফুয়াদ প্রমুখের মহৎ ইসলামী গুণাবলী ও ইসলাম সহায়ক কার্যাবলীকে স্বাগত জানিয়ে কবিতা লিখেছেন। বিভিন্ন ইসলামী মনীষী যেমন- 'উমর ফারুক (রা), মুহাম্মদ 'আব্দুহু 'আব্দুল হালীম 'আস্বিম পাশা, আলী ইউসুফ, সালীম আল-বশরী, সোলায়মান আবাযাহ, প্রমুখের ইসলামী গুণাবলী ও মহৎ কার্যাবলীর প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করে কবিতা লিখেছেন। জনপ্রিয় রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব যেমন- সা'দ ঝগলুল, মুস্ত্বাফা কামিল, রিফা'ত বেগ প্রমুখের ইসলাম ও মুসলমানদের সহায়ক বিভিন্ন ভূমিকার সমর্থনে কবিতা লিখেছেন। রাসূলে করীমের হিজরতকে কেন্দ্র করে হিজরী বর্ষের গোড়াপত্তন হয়, হিজরী নববর্ষকে স্বাগত জানিয়ে কবিতা লিখেছেন । ইসলাম ফেতরতের ধর্ম, বিশ্বমানবতার ধর্ম, সমাজ সংস্কারের ধর্ম, মানবকল্যাণকর ধর্ম। মুসলিম সমাজের মুখপাত্ররূপে স্বদেশে কিংবা বিদেশে যেখানেই, কিংবা যে প্রতিষ্ঠানে ইসলাম কিংবা মানবতার কল্যাণে

Dhaka University Institutional Repository

কাজ করতে দেখেছেন, অথবা যেসব অমুসলিম ব্যক্তিদের মধ্যে মানবহিতৈষী গুণ দেখতে পেয়েছেন, সেসব প্রতিষ্ঠান যেমন- শিশুসদন, অনাথ আশ্রম, সমাজকল্যাণ, মহিলা মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় আন্দোলন, নারী মুক্তি আন্দোলন, ইত্যাদি সম্পর্কে হাফিয কবিতা লিখেছেন। টলস্টয়, হুগো, শেকস্‌পিয়ার ,সম্রাট উইলহেম, সম্রাজ্ঞী উটানী, জাপানের কুমারী প্রমুখের মহৎ গুণাবলীর প্রশংসায় কবিতা লিখে পাঠকদের মনোযোগ আকর্ষণ করার প্রয়াস চালিয়েছেন। ইসলামও মানবতার জন্য অকল্যাণকর-ধ্বংসাত্মক বিভিন্ন সামাজিক কর্মকান্ড,আন্তর্জাতিক মানবতা বিধ্বংসী কার্যাবলী যেমন- কবর পূজা, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির উর্ধমূল্য, দিনশ্‌ওয়াই হত্যাকান্ড, মাইতগামরের অগ্নিকান্ডের করুণ পরিণতি, মিস্‌সিনার ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাত , সূফিয়া মসজিদের দখল, প্রথম মহাযুদ্ধ, ত্রিপলীযুদ্ধ, রুশজাপান যুদ্ধ ইত্যাদি মানবতা বিধ্বংসী বিভীষিকাপূর্ণ পরিস্থিতিকে উপলক্ষ করে কবি হাফিয কবিতা লিখেছেন, ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদীদের নিপীড়ন, দু:শাসনের সমালোচনায় অনল উদগীরন করেছেন। সত্য ও ন্যায়ের পূজারী কবি মুহাম্মদ হাফিয ইবরাহীম তার কাব্যে অন্যায় অসত্যের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন; নির্যাতিত নিপীড়িত জনতার মুখপাত্ররূপে বঞ্চিত মানবতার জয় ধ্বনি করেছেন। বিভিন্ন কবিতায় ক্বোরআন-হাদীছের উদ্ধৃতি সহযোগে তার কাব্যের বিষয়বস্তুকে তেজস্বী, বাঙময় ও গ্রহণযোগ্য করে তুলেছেন। সমকালীন আরব তথা মুসলিম বিশ্বে তার কাব্যের আবেদন জনসমাদৃত হয়েছিল। তাই তিনি 'সমাজের কবি', 'মিম্বরের' কবি','জনগণের কবি' রূপে খ্যাতিলাভ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ:

১. দিওয়ান হাফিয ইবরাহীম, আহমদ আমীন সম্পাদিত, ১৯৬৯, বাইরুত, ২খ. পৃ. ৩৭

২. পূর্বোক্ত ; ১/৭৯

৩. ঐ , ১/৮০

৪. ঐ ১/৯০

৫. ঐ ১/৯২

৬. ঐ ১/৯৩

৭. ঐ ১/৯৪

৮. ঐ ১/৯২

৯. ঐ ১/৯১

১০. ঐ ১/৮৩-৪

১১. ঐ ১/৮৭

১২. ঐ ১/৮৪

১৩. ঐ ১/৮৮

১৪. ঐ ১/৯৭

১৫. ঐ ১/৪

১৬. ঐ ১/২২

১৭. ঐ ২/১৪৪

১৮. ঐ ২/১৭

১৯. ঐ ২/৪৩

২০. ঐ ২/৬৩

২১. ঐ ১/৫০

২২. ঐ ১/৩১

২৩. ঐ ১/৬৭

২৪. ঐ ১/১৪৫

২৫. ঐ ১/১০৭

২৬. ঐ ১/৭৬

২৭. ঐ ১/১৬

২৮. ঐ , ১/৪৪-৭

২৯. ঐ ১/৩-৪

৩০. ঐ ১/১১০

৩১. ঐ ২/১৫২

৩২. ঐ ১/৩৭

৩৩. ঐ ১/১৩৫

৩৪. ঐ ১/৩৩

৩৫. ঐ ১/৫৮, ৯৮

৩৬. ঐ ১/৯৮

৩৭. ঐ ১/১২০

৩৮. ঐ ১/২০২

Dhaka University Institutional Repository

৩৯. পূর্বোক্ত, ২/১৭২
৪০. ঐ ২/১৮৯
৪১. ঐ ২/১৩৮
৪২. ঐ ২/১৬৪
৪৩. ঐ ১/৭২
৪৪. ঐ ১/৩৮
৪৫. ঐ ২/১৩৬
৪৬. ঐ ২/১৪
৪৭. ঐ ২/২৮
৪৮. ঐ ১/২৭৮
৪৯. ঐ ১/২৮৩
৫০. ঐ ১/৩০৬
৫১. ঐ ১/২৯৬
৫২. ঐ ১/২৮০
৫৩. ঐ ১/২৫৩
৫৪. ঐ ১/২৭২
৫৫. ঐ ১/৩১৫
৫৬. ঐ ২/১১২
৫৭. ঐ ২/১২৩
৫৮. পূর্বোক্ত, ১খ, পৃ.৩১৬
৫৯. ঐ ১/৩১৮
৬০. ঐ ১/৮৯-৯৪
৬১. ঐ ২খ. পৃ. ৯৭-১০৪
৬২. ঐ ২/১০৮
৬৩. ঐ ১/২৫৩
৬৪. ঐ ২/২০
৬৫. ঐ ১/২৫০
৬৬. ঐ ১/২৫২
৬৭. ঐ ১/২১৫
৬৮. ঐ ১/২০৭
৬৯. ঐ ১/২২৭
৭০. ঐ ১/২৩৯
৭১. ঐ ২/৮৬
৭২. ঐ ২/৭
৭৩. ঐ ১/১৩১
৭৪. ঐ ২/৮৮

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

কবিদ্বয়ের কাব্যে ইসলামী উপাদান ঃ তুলনামূলক পর্যালোচনা

বাংলা সাহিত্যের বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম এবং আধুনিক আরবী সাহিত্যের কবি মুহাম্মদ হাফিয ইবরাহীম এর কাব্যকর্মের তুলনামূলক পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, উভয় কবির জন্ম উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ঔপনিবেশিক বৃটিশ শাসিত দু'টি ভিন্ন দেশে। একটি এশিয়া মহাদেশের অবিভক্ত ভারত; অন্যটি আফ্রিকা মহাদেশের মিশর। দুটি ভিন্ন অঞ্চল বা দেশের ভিন্ন ভাষাভাষী হওয়া সত্ত্বেও উভয়ের কাব্যকর্মে অভিন্নভাব ও চিন্তাধারা বিরাজমান। উভয়ের পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় পরিবেশ পরিস্থিতি ছিল সামঞ্জস্যপূর্ণ ; ঔপনিবেশিক গোষ্ঠীর অশুভছায়া উহাতে প্রভাব বিস্তার করেছিল। ঐ পরিস্থিতিতেই কবিদ্বয়ের জন্ম। উভয়ের পারিবারিক অবস্থা ছিল অস্বচ্ছল ; অভাব অনটনের মধ্য দিয়ে উভয়ের শৈশব ও বাল্যকাল অতিবাহিত হয়। পারিবারিক পর্যায়ে ধর্মচর্চা ছিল। উভয়েই আশৈশব পিতৃহীন অবস্থায় প্রতিপালিত হন। উভয়ের প্রাতিষ্ঠানিক উচ্চ শিক্ষার কোন সনদ ছিলনা। মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত অধ্যয়নের পর নজরুল ইসলাম যান প্রথম মহাযুদ্ধে। প্রশিক্ষণ সমাপনান্তে 'হাবিলদার' পদে নিয়োগলাভ করে করাচীর বাঙালী পল্টনে যোগ দেন। পক্ষান্তরে হাফিয ইবরাহীম ক্যাডেট কলেজে ভর্তি হয়ে প্রশিক্ষণ শেষে 'সেকেণ্ড অফিসার' রূপে সেনাবাহিনীতে নিয়োগ লাভ করেন। অত:পর সুদানে প্রত্যক্ষ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। তাই দু'জনেরই যুদ্ধের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা রয়েছে। উভয়ই স্বভাবজাত কবি। বাল্যবয়সেই উভয়ের মধ্যে কবিতার স্ফুরণ পরিলক্ষিত হয়। উভয়ের কাব্যপ্রতিভা গঠনে ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব, পণ্ডিত-মনীষীর প্রভাব বিদ্যমান। নজরুলের প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও সৈনিক জীবনে কয়েকজন ধর্মীয় পণ্ডিতের সাহচর্য লাভের সুযোগ ঘটে, তাঁদের নিকট আরবী, ফার্সী ভাষা ও সাহিত্য, 'দিওয়ান-ই-হাফিয', 'মছনভীয়ে রুমী' ইত্যাদিগ্রন্থ শিক্ষার সুযোগ লাভ করেন। তাদের প্রভাব নজরুলের কাব্যপ্রতিভায় ব্যাপক বিস্তার লাভ করেছিল। অনুরূপভাবে কবি হাফিয সমকালীন পণ্ডিত, সাহিত্যিক, মনীষী ও রাজনীতিক যেমন - মুফতী মুহাম্মদ 'আব্দুহ, কবি মাহমুদ সামী আল-বারূদী, ইসমাঈল স্বাবরী, মুস্তাফা কামিল, সা'দ ঝগলুল, আল-মুআইলাহী প্রমুখের সাহচর্যে গমন করে তাদের প্রতিভা ও পাণ্ডিত্য থেকে উপকৃত হতেন। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় আরবী সাহিত্যের প্রাচীন মৌলিক গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করে স্বীয় কাব্যপ্রতিভাকে শাণিত করেন, যা' তাঁর জ্ঞান, মেধা ও সংস্কৃতি বিকাশে সহায়ক হয়েছে। নজরুলের কাব্য প্রতিভার বিকাশকাল ১৯১৯ খৃ. থেকে ১৯৪২ খৃ. পর্যন্ত ২৩ বছর। হাফিযের কাব্যপ্রতিভার বিকাশকাল - ১৯০১ খৃ. থেকে ১৯১১ খৃ. পর্যন্ত ১১ বছর মাত্র।

উভয় কবি অধ:পতিত, অবহেলিত, নিপীড়িত, অধিকার বঞ্চিত মুসলিম সমাজের অভাব অভিযোগ, আশা আকাঙ্খাকে কেন্দ্র করে কবিতা রচনা করেছেন। অবহেলিত মুসলিম সমাজকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। মানবতার জয়গান করেছেন। ইসলামের জয়গান করেছেন। বিভিন্ন ইসলামী মনীষীর কৃতিত্ব বর্ণনা করে মুসলিম জাগরণের ডাক দিয়েছেন। বাংলাদেশ ও মিশরের জনগণ বৃটিশ উপনিবেশবাদীদের শোষণ নির্যাতনে চরমভাবে নিগৃহীত হচ্ছিল ; কবিদ্বয় স্বীয় কাব্যের মাধ্যমে পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনে জনগণকে উজ্জীবিত করেছেন। অতীত ঐতিহ্য ও গৌরব পুন: প্রতিষ্ঠার আহবান জানিয়েছেন, অন্যায়, অত্যাচারের অবসান কামনা করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

কবিদ্বয়ের ইসলাম বিষয়ক কবিতা সমূহ পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মান হয় যে, কবি হাফিযের চাইতে কবি কাজী নজরুল ইসলামের কাব্য ও সাহিত্যের ব্যাপ্তি অনেক প্রশস্ত ও ব্যাপক। নজরুলের ইসলাম বিষয়ক কবিতা অসংখ্য ও ব্যাপক। বাংলা কাব্য সাহিত্যে ইসলামী আদর্শ ও ঐতিহ্যের রূপায়নে নজরুলের অবদান অবিস্মরণীয়। মুসলমানদের অতি সুপরিচিত ইসলামের মৌলিক বিধি বিধান ও নীতিমালা তথা ঈমান, তাওহীদ, রেসালত, আখিরাত, কালেমা, নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, কোরবানী, ঈদুল ফিতর, ঈদুল আযহা, মোহররম, জিহাদ, শাহাদত ইত্যাদি সম্পর্কে অসংখ্য কবিতা নজরুল রচনা করেছেন। এসব বিধান পালনে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন কাব্যের মাধ্যমে। একত্ববাদের মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছেন বিভিন্ন কবিতায়। রাসূলে করীমের আদর্শ অনুসরণের অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন বহু সংখ্যক কবিতায় ও গানে। এগুলো কবির নবী-ভক্তির সুন্দরতম নজীর। মহানবীর (সা.) জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়েও অসংখ্য কবিতা ও গান রচনা করেছেন। মহানবীর (স.) জীবনীগ্রন্থ মহাকাব্য 'মরুভাস্কর' রচনা করেছেন। এতে রাসূলে করীমের জন্মপূর্বকাল থেকে পঁচিশ বছর বয়স পর্যন্ত তাঁর জীবনেতিহাস ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত: কবি নজরুল দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ায় রসূল চরিত বিষয়ক মহাকাব্য গ্রন্থটি সমাপ্ত করা সম্ভব হয়নি। অনুরূপভাবে বিশ্বনবীর পয়দায়েশ এবং ওফাতের অবস্থা বর্ণনা করে ফাতেহা-ই-দোয়াজদহম (আবির্ভাব ও তিরোভাব) শীর্ষক দু'টি কবিতা নজরুল রচনা করেছেন, যা' শ্রেষ্ঠতম কাব্যরূপে বিবেচিত।
কিন্তু কবি হাফিযের 'হামদ' ও 'না'ত' জাতীয় কোন কবিতা নেই।

কবি নজরুল ইসলাম ইসলামী ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সাম্য, মৈত্রী ভ্রাতৃত্ব, ন্যায় বিচার, পরোপকার, মানবতাবোধ, আর্ত-পীড়িতের সেবা, নারীর সামাজিক মর্যাদা, শ্রমের মর্যাদা ইত্যাদি সম্পর্কে বহু সংখ্যক কবিতা ও গান রচনা করেছেন। 'সাম্যবাদী' কবিতায় ইসলামের সাম্যনীতির জয়ধ্বনি করেছেন ; মানুষের মর্যাদা, শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈষম্যহীনতার ঘোষণা করেছেন। পৃথিবীর সকল মানুষ জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, ধনী, নির্ধন নির্বিশেষে সবাই সমান।সবাই এক স্রষ্টা আল্লাহর সৃষ্টি বিধায় তাদের মধ্যে কোন জাত্যাভিমান নাই। 'মানুষ', নারী, ঈশ্বর, সাম্য, জাতের বজ্জাতি, কৃষকের ঈদ, শহীদী ঈদ ইত্যাদি কবিতায় ইসলামী সাম্য মৈত্রী, বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও শান্তির আহবান ধ্বনিত হয়েছে।

কবি নজরুল ইসলাম সমকালীন যুগ সমস্যা এবং মুসলিম সমাজের পরাধীন ও অধ:পতিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মুসলিম জাতিকে পুনর্জীবিত করতে ইসলামী ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি পুন: প্রতিষ্ঠার আহবান জানিয়েছেন অসংখ্য কবিতায়। ইসলামকে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধানরূপে বিশ্ব মানবের নিকট তুলে ধরার, উহাকে অনুসরণ করার প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করেছেন বহু কবিতায়। ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতি সমগ্র বিশ্বে প্রভাবশালী হোক, মুসলিম জাতি সমগ্র বিশ্বের নেতৃত্ব গ্রহণ করুক, প্রাথমিক যুগের ন্যায় সমগ্র বিশ্বে ইসলামী শাসন কায়েম হোক - একথাটিই কবি নজরুলের বিভিন্ন কবিতায় আবর্তিত হয়েছে। এসব দিক বিবেচনায় কবি নজরুল ইসলামকে 'ইসলামী রেনেসাঁর পথিকৃৎ'," 'বিশ্ব ইসলামী আন্দোলনের বীর সেনানী'রূপে আখ্যায়িত করা যায়। তিনিই সর্বপ্রথম বাংলা কাব্য সাহিত্যে ইসলামী রেনেসাঁর প্রতিফলন ঘটিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

কবি নজরুলের বাংলা সাহিত্য জগতে আবির্ভাবলগ্নে মুসলিম জাতির ছিল খুবই দুর্দিন। সমগ্র বিশ্বে বিশেষতঃ ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম জাতির সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থা ছিল চরম শোচনীয়। অশিক্ষা, কুশিক্ষা, অভাবও দারিদ্রে জর্জরিত ছিল মুসলমান সমাজ। ইসলামের মহান শিক্ষা ও আদর্শ বিস্মৃত হয়ে কুসংস্কারে নিমজ্জিত হয়ে পড়েছিল এ জাতি। ঔপনিবেশিক বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীর নিপীড়ন ও নিষ্পেষণে তারা সামাজিকভাবে পঙ্গু, ধিকৃত, হীনমন্য ও লক্ষ্যচ্যুত জাতিতে পরিণত হয়ে পড়েছিল। নিপীড়িত, অধিকার বঞ্চিত মুসলিম সমাজের দুর্দশার করুণ চিত্র প্রত্যক্ষ করে, সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করে কবিতা রচনা করেছেন নজরুল। সমগ্র মুসলিম বিশ্ব নিজেদের মুমূর্ষু অস্তিত্ব পুনরুদ্ধারের সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিল। আরব, ইরান, তুরান, তুরস্ক, মিস্বর, মরক্কো, আফগানিস্তান সর্বত্রই জাগরণের ঢেউ জেগেছিল। বিভিন্ন ইসলামী মনীষী ও ব্যক্তিত্ব যেমন - খলীফা 'উমর (রাঃ), হযরত 'আলী, খালিদ বিন ওলীদ, তুর্কী বীর কামালপাশা, আনোয়ার পাশা, মিস্বরীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতা সা'দ ঝগলুল, বিশ্ব ইসলামী আন্দোলনের নেতা জামালুদ্দীন আফগানী,খেলাফত আন্দোলন নেতা মাওলানা মোহাম্মদ আলী, প্রমুখ মনীষীদের বীরত্বপূর্ণ কার্যাবলী এবং ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য তাদের অবদান ও ত্যাগের কথা বর্ণনা করে কবিতা রচনা করেছেন। অবহেলিত মুসলিম জাতিকে জাতীয় ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার ও পুনঃপ্রতিষ্টার জন্য অনুপ্রাণিত করেছেন রণ-ভেরী, সুবহ উম্মীদ, খেয়াপারের তরণী, কোরবানী, মোহর্‌রম ইত্যাদি কবিতায়।

তাওহীদ বা একত্ববাদ সম্পর্কে কবি নজরুলের অসংখ্য কবিতা রয়েছে; কিন্তু কবি হাফিযের এ ধরনের সুস্পষ্ট দ্ব্যর্থহীন কোন কবিতা দেখা যায় না। নজরুলের কবিতা :-[১]

আল্লাহ আমার প্রভু, আমার নাহি নাহি ভয়
আমার নবী মোহাম্মদ, যাহার তারিফ জগৎময়
ইসলাম আমার ধর্ম, মুসলিম আমার পরিচয়

رضيت با لله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا এর প্রতিধ্বনি এ কবিতায় করেছেন

অন্য একটি কবিতায় ঃ-[২]

তৌহীদ আর বহুত্ববাদের বেঁধেছে আজিকে মহাসমর
লা-শরীক এক হবে জয়ী কহিছে 'আল্লাহু আকবর'।

একত্ববাদ এবং বহুত্ববাদের শাশ্বত দ্বন্দে একত্ববাদের বিজয় অবশ্যম্ভাবী।
এক আল্লায় বিশ্বাসী মুসলমান নির্ভীক ; সে এক আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন শক্তির নিকট মাথা নত করেনা।

ومن يتوكل على الله فهو حسبه.(القرآن – ٣:٦٥)

কবির ভাষায় ঃ-[৩]

আল্লা যাহার সহায়, তাহার কোনো ভয় নাহি রয়
কোন বন্ধন বাঁধা নাই, তার কোনো অভিযান পথে।

আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ (সা.) কে উপলক্ষ করে কবি নজরুল 'মরুভাস্কর' এবং 'ফাতেহায়ে দোয়াজদহম' ব্যতীত অসংখ্য কবিতা রচনা করেছেন। এসব না'ত পর্যায়ের কবিতায় মহানবীর বিভিন্ন গুণের বর্ননা এসেছে।

Dhaka University Institutional Repository

যেমন -

ত্রিভূবনের প্রিয় মোহাম্মদ এল রে দুনিয়ায় [৪]
আয়রে সাগর আকাশ বাতাস দেখবি যদি আয়।

*   *   *

মানুষে মানুষের অধিকার দিল যে জন [৫]
'এক আল্লাহ' ছাড়া প্রভু নাই কহিল যে জন
এল ধরায় ধরা দিতে সেই সে নবী।

বিশ্বনবী মুহাম্মদ (সা.) বিশ্ব স্রষ্টা এক আল্লাহ 'আহাদের' নূরের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিলেন, সেই নূরের বিচ্ছুরিত অংশ 'আহমদ' রূপে তাওহীদের বার্তা নিয়ে এই পৃথিবীতে আগমন করেছেন অধ:পতিত মানবতার ত্রাণকর্তা রূপে ঃ-

ছিলে মিশে আহাদে, আসিলে আহমদ হয়ে [৬]
বাঁচাতে সৃষ্টি খোদার, এলে খোদার সনদ লয়ে।

কবি নজরুল ইসলাম মুসলমানদেরকে নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতা সহকারে নিয়মিত 'স্বালাত' আদায় করতে, রমদ্বান মাসে ফরদ্ব 'স্বিয়াম' পালন করতে, স্বচ্ছল-সামর্থবান ব্যক্তিদেরকে 'ঝাকাত' আদায় করতে এবং 'হজ্জ' সম্পাদন করার অনুপ্রেরণা দিয়েছেন বহু কবিতায়। যেমন ঃ- [৭]

নামাজ পড়, রোজা রাখ
কলমা পড় ভাই
সম্বল যার আছে হাতে,
জাকাত দিয়ে বিনিময়ে
শাফায়াত যে পাই।

ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.(القرآن – ٤ : ١٠٣) দৈনিক পাঁচবার 'স্বালাত' আদায় করা প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক মুসলমানের উপর অবশ্য কর্তব্য। কর্মব্যস্ত জীবনে মানুষকে স্বালাতের জন্য সতর্ক করার বিধানকল্পেই 'আম্বানের' বিধান প্রবর্তিত হয়েছে। 'আম্বন' সম্পর্কে নজরুলের অন্যতম কবিতা ঃ- [৮]

মাটির মানুষ পাছে করি হেলা
তাই তো তুমি ডেকে ডেকে জাগাও পাঁচই বেলা,
তুমি আছো ইসলাম তাই তেমনি আজো জেগে,
ডুবেনিক অবহেলার ঘোর, ঝাপটা লেগে।

রমদ্বান মাস এবাদত, স্বিয়াম সাধনার, রহমত ও বরকতের মাস। এ মাসে সহস্র রজনীর চাইতে ও উত্তম 'লাইলাতুল ক্বদর' রয়েছে। রমদ্বান কোরআন নাজিলের মাস। কবির ভাষায় ঃ- [৯]

মাহে রমজান এসেছে যখন, আসিবে শবে কদর,

Dhaka University Institutional Repository

নামিবে তাহার রহমত এই ধূলির ধরার পর।

*　　　*　　　*

পাপীর তরে তুমি পারের তরী ছিলে দুনিয়ায় [১০]
তোমারি গুণে দোজখের আগুন নিভে যায়।
আনিয়াছিলে দুনিয়াতে তুমি পবিত্র কোরআন।

রমজান শেষে আনন্দের বার্তা বহন করে আসে ঈদ-উল-ফিতর। ইহা ইসলামী সাম্য, মৈত্রী, ভ্রাতৃত্ব ও সহানুভূতি প্রদর্শনের এক অত্যুত্তম মাধ্যম।

ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে এলো খুশীর ঈদ, [১১]
তুই আপনাকে আজ বিলিয়ে দে শোন আসমানী তাকিদ।

*　　　*　　　*

বুক খালি করে আপনারে আজ দাও জাকাত, [১২]
করো না হিসাবী, আজ হিসাবের অঙ্ক পাত।

'ঈদুল আজহা' বা কোরবানীর ঈদ উপলক্ষে কবি নজরুল বলেন ঃ- [১৩]

এল স্মরণ করিয়ে দিতে ঈদুজ্জোহার এই সে চাঁদ,
ভোগের পাত্র ফেলরে, ছুড়ে, ত্যাগের তরে হৃদয় বাঁধ ॥

'মোহর্‌রম' কবিতায় কবি নজরুল অন্যায় অসত্যের বিরুদ্ধে ইমাম হোসাইনের সংগ্রাম ও শাহাদত বরণ সাধারণ মুসলমানদের প্রতি সত্য ও ন্যায়ের জন্য আত্মত্যাগের আহবান জানায়।

ফিরে এল আজ সেই মোহর্‌রম মাহিনা, [১৪]
ত্যাগ চাই মর্সিয়া ক্রন্দন চাহিনা।
উষ্ণীষ কোরানের, হাতে তেগ আরবীর,
দুনিয়াতে নত নয় মুসলিম কারো শির।

সমাজের অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণের উদ্দেশ্যে প্রবর্তিত 'জাকাত' ব্যবস্থার সমর্থনে কবি নজরুল লিখেনঃ- [১৫]

জাকাত দে,
তোর একার তরে দেননি খোদা দৌলতে খেলাত,
জাকাতের বদলাতে পাবি বেহেশতী সওগাত,

বিশ্ব মুসলিম ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের নিদর্শন 'হজ্জ' সম্পর্কে কবি বলেন ঃ- [১৬]

চলরে কাবার জেয়ারতে, চল নবীজীর দেশ,
চল আরফাতের ময়দান
এক জামাত হয় সেখানে ভাই নিখিল মুসলমান,
মুসলিম গৌরব দেখার যদি থাকে তোর খাহেশ।

ইসলাম সাম্যের ধর্ম। বিশ্বের সকল মানুষ এক আদি মানব আদম ও হাওয়ার বংশধর, এক স্রষ্টার সৃষ্টি।

Dhaka University Institutional Repository

ভাষা, বর্ণ, গোত্র, অঞ্চল, লিঙ্গের পার্থক্যের কারণে মানুষে মানুষে কোন ভেদাভেদ নাই। সাম্যবাদী কবিতায় কবি নজরুল বলেন ঃ- [১৭]

গাহি সাম্যের গান,
মানুষের চোখে বড় কিছু নাই, নাহে কিছু মহীয়ান।
নাই দেশ কাল পাত্রের ভেদ, অভেদ ধর্ম জাতি
সবদেশে সবকালে ঘরে ঘরে তিনি মানুষের জ্ঞাতি।
এখানে রাজা প্রজা নাই, নাই দরিদ্র ধনী,
হেথা পায় না ক কেহ ক্ষুদ ঘাটা, কেহ দুধ সর ননী।

ইসলাম ধর্মের ঐতিহ্য ও মাহাত্ম্য বর্ণনা প্রসঙ্গে কবি বলেন ঃ- [১৮]

এ তরীর কাণ্ডারী আহমদ, পাকা সব মাঝিমাল্লা,
মাঝিদের মুখে সারি গান, শোন ঐ লা-শরীক আল্লা।
আবু বকর, উমর খাত্তাব, আর ওসমান, আলী হাইদর,
দাঁড়ী এ সোনার তরণীর পাপীসব নাই নাই আর ডর।

ইসলাম ও মুসলমানদের আজ দুর্দিন ; কিন্তু ইসলামের সোনালী যুগে মুসলমানগণ এক আল্লাহর উপর আস্থা রেখে সত্য ও ন্যায়ের জন্য, স্বাধীনতার জন্য ত্যাগ স্বীকার করতেন, এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নিকট নতি স্বীকার করতেন না, সে ধরণের মুসলমান আজ আর নেই। কবি বলেন ঃ- [১৯]

আল্লাহতে যার পূর্ণ ঈমান, কোথা সে মুসলমান,
আজাদ করিতে এসেছিল যারা সাথে লয়ে কোরআন।

অতীতে মুসলমানগণ বিশ্বজয় করে আল্লাহর একত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব ও বিধান প্রতিষ্ঠা করেছেন, বিশ্বের নেতৃত্ব লাভ করেছেন। কিন্তু আজ মুসলমানদের সেই গৌরবময় বাদশাহী নেই। নেই তাদের ঈমানী জোশ। কেন তাদের এই অধ:পতিত অবস্থা ? কবি নজরুল মুসলিম সমাজের এ শোচনীয় অধ:পতিত অবস্থা ও নিষ্ক্রিয়তার প্রতি লক্ষ্য করে মর্মাহত চিত্তে ঘুমন্ত জাতিকে জাগ্রত করতে, অতীত ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারে সক্রিয় হবার আহবান জানিয়ে বলেন ঃ- [২০]

জাগে না জোশ লয়ে আর মুসলমান
করিল জয় যে তেজ লয়ে দুনিয়া জাহান ;
যাহার তকবীর ধ্বনি
তাকদীর বদলালো দুনিয়ার
না-ফরমানীর জামানায়
আনিল ফরমান খোদার।

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমান মুসলমানদের মধ্যে প্রাথমিক যুগের ত্যাগী মুসলমানদের ন্যায় ঈমানী মনোবল ও জেহাদী প্রেরণা নেই ; তাই তারা সর্বস্বহারা। কবি অনুশোচনা করে বলছেন ঃ- [২১]

কোথায় তখত তাউস, কোথায় সে বাদশাহী,
কাঁদিয়া জানায় মুসলিম ফরিয়াদ য়্যা এলাহী।
করিল জয় যে দুনিয়া আজ নাহি সে সিপাহী।

* * *

ভুবন জয়ী তোরা কি হায়, সেই মুসলমান,
খোদার রাহে আনলে যারা দুনিয়া না-ফরমান।
এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকাতে যাহাদের তকবীর
হুঙ্কারিল, উড়ল যাদের বিজয় নিশান। [২২]

অতীতে মুসলমানগণ ইসলামধর্ম প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য জান মাল বিসর্জন করেছেন, ফলে সমগ্র বিশ্বে ইসলামী সাম্য মৈত্রী স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছেন ঃ- [২৩]

ধর্মের পথে শহীদ যাহারা, আমার সেই সে জাতি,
সাম্য মৈত্রী এনেছি আমরা বিশ্বে করেছি জ্ঞাতি।

কবি নজরুল এ দেশের তন্দ্রাভিভূত, নিশ্চেষ্ট মুসলমানদেরকে ডাক দিয়েছেন - মুসলিম জাহানের সর্বত্র সত্য, ন্যায় ও অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদ শুরু হয়েছে, সে জন্য অলসনিদ্রা পরিত্যাগ করে জিহাদে শরীক হবার আহবান জানিয়েছেন ঃ-[২৪]

দিকে দিকে পুন: জ্বলিয়া উঠেছে দীন-ইসলামী লাল মশাল
ওরে বে-খবর, তুই ও ওঠ জেগে, তুই ও তোর প্রাণ প্রদীপ জ্বাল

* * *

বাজিছে দামামা, বাঁধরে আমামা,
শির উঁচু করি মুসলমান
দাওত এসেছে নয়া জামানার
ভাঙা কিল্লায় উড়ে নিশান
মুখেতে কলেমা, হাতে তলোয়ার
বুকে ইসলামী জোশ দুর্বার
হৃদয়ে লইয়া এশ্‌ক আল্লাহর
চল আগে চল চল বাজে বিষাণ। [২৫]

সমগ্র বিশ্বে ইসলামী জাগরণের ঢেউ উঠেছে ; কবি এদেশীয় মুসলমানদেরকেও আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে জাতীয় ঐতিহ্য পুন: প্রতিষ্ঠায় শহীদী জামাতে শামিল হতে অনুপ্রাণিত করেছেন ঃ-[২৬]

Dhaka University Institutional Repository

শহীদী ঈদগাহে দেখ আজি জমায়েত ভারী
হবে দুনিয়াতে আবার ইসলামী ফরমান জারী
তুরান, ইরান, হেজাজ, মেসের, হিন্দ, মরক্কো, ইরাক,
হাতে হাত মিলায়ে আজ দাঁড়ায়েছে সারি সারি।
তুইও আয় এই জামাতে, ভুলে যা দুনিয়াদারী।

কবি নজরুল ইসলামের বাল্যবয়সেই ইসলামী চিন্তা চেতনা পরিলক্ষিত হয়। বাল্য বয়সেই তিনি নিয়মিত নামাজ, রোজা, কোরআন তেলাওয়াত, মসজিদের ইমামতী, পীরের মাজারের খাদেম গিরি ইত্যাদি ধর্মকর্মে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। সে সময়ে রচিত বিভিন্ন লিখার মধ্যে [২৭]

নজরুল ইসলাম বলে কর ভাই বন্দেগী
খোওয়াইও না আজন্ম গোনাতে জিন্দেগী ॥

তার কবি জীবনের মধ্যপর্যায়ে বহুমুখী প্রতিভার স্ফুরণ ঘটে। ইসলামের আদর্শ ও সে আদর্শের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের কীর্তিগাথা রচনা করেন। খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের সময় নজরুলের লেখনী ঔপনিবেশিক বৃটিশদের জুলুম নির্যাতনের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত করে তুলেছিল। তার যুগবাণী, রুদ্রমঙ্গল, দুর্দিনের যাত্রী, দুরন্ত পথিক, অগ্নিবীণা, বিষের বাঁশী, ভাঙার গান, প্রলয়শিখা, জিঞ্জীর, বিদ্রোহী, প্রলয়োল্লাস ইত্যাদি কাব্য ও কাব্য গ্রন্থের মাধ্যমে অনল উদগীরণ করেছেন। দেশের বৃহত্তম জনগোষ্ঠী কৃষক, শ্রমিক, মজুরদের জাগাবার জন্য অসংখ্য কবিতা লিখেছেন, যেমন - মানুষ, কৃষকের ঈদ, ফরিয়াদ, শ্রমিক মজুর, কৃষাণের গান, শ্রমিকের গান ধীবরের গান, চাষীর গান, চোর ডাকাত, রাজা প্রজা ইত্যাদি।

কবি নজরুল ইসলাম তার শাতিল আরব, রণ-ভেরী, বিদ্রোহী, খেয়াপারের তরণী, মোহর্‌রম, কোরবানী, কামাল পাশা, আনোয়ার, চিরঞ্জীব জগলুল, রীফসর্দার, আমানুল্লাহ প্রভৃতি কবিতায় মুসলিম সমাজের নিষ্ক্রিয়তাকে ধিক্কার দিয়েছেন, ইসলামের বিজয় শক্তি ও মাহাত্ম্যের কথা ঘোষণা করেছেন, স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছেন। মুসলিম জননেতাদের আদর্শ অনুকরণের আহবান জানিয়েছেন। খেয়াপারের তরণী, ভোরের সানাই, খালেদ উমর ফারুক, সুবেহ উম্মীদ, ফাতেহা-ই-দোয়াজদহম প্রভৃতি কবিতায় ইসলামী শক্তির অনুপ্রেরণা সঞ্চারিত হয়েছে। পরাধীনতার গ্লানি মোচন করে ইসলামী তাহজীব তমদ্দুন প্রতিষ্ঠার অনুপ্রেরণা দান করে জাতীয় জাগরণ সম্পর্কিত অসংখ্য কবিতা ও গান রচনা করেছেন।

'রণভেরী' কবিতায় অবচেতন, নিদ্রিত, ঐতিহ্য বিচ্যুত, মুসলিম জাতিকে অতীত ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারে সক্রিয় হবার আহবান জানিয়ে বলেন ঃ- [২৮]

ঐ মহাসিন্ধুর পার হতে ঘন রণ-ভেরী শোনা যায়,
ঐ ইসলাম ডুবে যায়,
যত শয়তান
সারা ময়দান
জুড়ি' খুন তার পিয়ে হুঙ্কার দিয়ে জয়গান শোন গায়,
কর কোরবান আজ তোর জান দিল আল্লার নামে ভাই।

Dhaka University Institutional Repository

'শাতিল আরব' কবিতায় কবি নজরুল আরবী, মিস্বরী, তুর্কী, গ্রীক প্রভৃতি দেশের বীরদের শৌর্য বীর্যের উল্লেখ করে বাঙ্গালী মুসলমান তরুণদেরকে স্বাধিকার অর্জনের জন্য অনুপ্রাণিত করেছেন ঃ-[২৯]

শাতিল আরব! শাতিল আরব ! পূত যুগে যুগে তোমার তীর
শহীদের লোহু দিলীরের খুন, ঢেলেছে যেখানে আরব বীর
যুঝেছে এখানে তুর্ক সেনানী
য়ুনানী মিসরী আরবী কেনানী
লুটেছে এখানে মুক্ত আজাদ বেদুঈনের
চাঙ্গা শির নাঙ্গা শির ॥

'সুবহ উম্মীদ' কবিতায় কবি নজরুল অধ:পতিত মুসলমান জাতিকে পুনরুত্থানের সুসংবাদ প্রদান করেছেন ঃ[৩০]

সর্বনাশের পর পৌষ মাস
এল কি আবার ইসলামের
হিজরত করে হজরত কি রে
এল এ মেদিনী মদীনা ফের ?
নতুন করিয়া হিজরী গণনা
হবে কি আবার মুসলিমের ?

সমগ্র বিশ্বে ইসলামী রেনেসাঁর আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। কবি আত্মবিস্মৃত মুসলিম জাতিকে নবজাগরণের ডাক দিয়েছেন 'ভোরের সানাই' কবিতায় ঃ-[৩১]

বাজল কিরে ভোরের সানাই নিঁদ মহলার আঁধার পুরে
আজ কি আবার কাবার পথে ভিড় জমেছে প্রভাত হতে
নামল কি ফের হাজার স্রোতে হেরার জ্যোতি জগৎ জুড়ে
লা-শরীক আল্লাহ মন্ত্রের নামল কি বান পাহাড় তুরে

'জয় হোক' কবিতায় বিশ্বের সকল মানুষের মধ্যে সাম্যমৈত্রী, শান্তি, সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠিত হোক- কবি নজরুল এ কামনা করেছেন। [৩২]

জয় হোক, জয় হোক, আল্লাহর জয় হোক
শান্তির জয় হোক, সাম্যের জয় হোক
সত্যের জয় হোক, জয় হোক, জয় হোক।
সর্ব অকল্যাণ পীড়ন অশান্তি ক্ষয় হোক।

ইসলামের প্রাথমিক যুগে স্বল্প সংখ্যক মুসলমান ঈমানের বলে বলীয়ান হয়ে সমগ্র বিশ্বে বিপ্লব সাধন করতে সক্ষম হয়েছিলেন, বর্তমান যুগের মুসলমানরাও যেন অনুরূপ মনোবল ও আত্মত্যাগের মাধ্যমে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করতে সক্ষম হয় - কবি আল্লাহর নিকট এই কামনা করেছেন ঃ- [৩৩]

Dhaka University Institutional Repository

ইয়া আল্লাহ, তুমি রক্ষা করো দুনিয়া ও দীন,
শান শওকতে হউক পূর্ণ আবার নিখিল মুসলেমীন
খোদা মুষ্টিনের আরববাসী যে ঈমানের জোরে,
নামের ডঙ্কা বাজিয়েছিল দুনিয়াকে জয় করে
আবার মোদের সেই ত্যাগ দাও খোদা।

নজরুল বিভিন্ন ইসলামী ব্যক্তিত্ব ও মনীষীদের মহৎ গুণাবলী ও বীরত্বপূর্ণ কীর্তি সমূহের বর্ণনা করে মুসলিম জাতির জন্য অনুপ্রেরণামূলক বহু কবিতা রচনা করেছেন।

'উমর ফারুক' কবিতায় নজরুল মুসলিম জাহানের দ্বিতীয় খলীফা উমরের বিভিন্ন গুণের বর্ণনা দান করেছেন। একজন সফল শাসকরূপে উমরের নিষ্ঠা, ন্যায়পরায়ণতা, ত্যাগ ও মানবতাবোধ বিশ্বনন্দিত। নামাঝের আহবান ধ্বনি 'আযান' এর প্রচলন উমরের পরামর্শক্রমেই হয়েছিল। উমরের ইসলাম গ্রহণের বর্ণনা, খেজুর পাতার ছাউনিযুক্ত কুটিরে বসে অর্ধ-পৃথিবী শাসন করেছেন সুদক্ষভাবে - এর বর্ণনা, জেরুজালেম ভ্রমণকালে নিজের ভৃত্যের সাথে পালাক্রমে একটি মাত্র উটে আরোহন করে ভ্রমণের বর্ণনা, সন্ধিচুক্তি শেষে বায়তুল মোকাদ্দাসের বাইরে এসে স্বালাত আদায় করেন, যাতে অনাগত মুসলমানগণ অমুসলিমদের গীর্জা বা উপাসনালয়কে বলপূর্বক মসজিদে রূপান্তরিত করণের দলীলরূপে গ্রহণ করতে না পারে ; কাদেসিয়ার যুদ্ধে সেনাপতি খালেদকে পদচ্যুত করণ, যাতে মুসলমানগণ বীর খালিদের পূজায় আকৃষ্ট হয়ে না পড়ে। মহানবীর ইনতেকালের পর খলীফা নির্বাচনের ব্যাপারে উমরের বজ্রকঠোর ভূমিকা, রাতের অন্ধকারে ছদ্মবেশে প্রজাদের অবস্থা স্বচক্ষে পর্যবেক্ষণের জন্য নগর ভ্রমণ, ক্ষুধার্ত শিশুদের ও মায়ের ঘটনা, মদ্যপানের অপরাধে অভিযুক্ত নিজের পুত্রকে ইসলামী দণ্ডবিধি থেকে নিকৃতি না দেয়া, সবশেষে উমরের শাহাদত লাভ ইত্যাদি ঘটনাবলী উল্লেখপূর্বক কবি নজরুল কাব্যাকারে বর্ণনা করেছেন। ইসলাম পরশপাথরের ন্যায় উহার সংস্পর্শে এসে উমরের মত মহৎ ব্যক্তিত্বের সৃষ্টি হয়েছিল।

ইসলাম সে ত পরশ মানিক তারে কে পেয়েছে খুঁজি[৩৪]
পরশে তাহার সোনা হল যারা তাদেরই মোরা বুঝি
আজ বুঝি কেন বলিয়াছিলেন শেষ পয়গম্বর
মোর পরে যদি নবী হত কেউ হত সে উমর।

ইসলামের বর্তমান দুর্দিনে কবি নজরুল উমরের ন্যায় সুদৃঢ় ব্যক্তিত্বের আগমন কামনা করেছেন।

উমর ফারুক ! আখেরী নবীর ওগো দক্ষিণ বাহু [৩৫]
আহবান নয়, রূপ ধরে এসো, গ্রাসে অন্ধতা রাহু।
ইসলাম রবি জ্যোতি তার আজ দিনেদিনে বিমলিন
সত্যের আলো নিভিয়া জ্বলিছে জোনাকীর আলোক্ষীণ

Dhaka University Institutional Repository

বনী মাখযুম গোত্রের খালিদ বিন ওলীদ (মৃ. ২১ হিঃ / ৬৪২ খৃ.) ৬ষ্ঠ হি /৬২৯ খৃ. সনে ইসলাম গ্রহণ করেন। মক্কা বিজয়ের দিন নবীজীর সাথে অন্যতম সেনাপতি ছিলেন। রিদ্দার যুদ্ধে, পারশ্য ও সিরিয়ায় মুসলিম সৈন্যদলের নেতৃত্ব দেন। ৬৩৩ খৃ. পারশ্যকে, ৬৩৪ খৃ.আজনাদাইন যুদ্ধে রোমবাহিনীকে এবং ৬৩৬ খৃ. ইয়ারমুকের যুদ্ধে পরাস্ত করেন।

'খালেদ' কবিতায় কবি নজরুল মহাবীর খালিদের বীরত্ব ও ঔদার্য ব্যক্ত করেছেন। মুসলিম জগতের দুঃখ দুর্দশা দূরীকরণে খালিদের ন্যায় সাহসী বীরের আগমন কামনা করেছেন। খালিদ অনেক অত্যাচারী শাসককে পরাস্ত করে শোষিত বঞ্চিত মানুষকে মুক্তি দান করেছেন। কবি নজরুল বলেন ঃ- [৩৬]

খালেদ ! খালেদ ! ভাঙিবে না কি ও হাজার বছরী ঘুম
মাজার ধরিয়া ফরিয়াদ করে, বিশ্বের মজলুম
ওলিদের বেটা খালেদ সে বীর যাহার নামের ত্রাসে,
পারস্য রাজ নীল হয়ে উঁঠে ঢলে পড়ে সাকী পাশে
রোম সম্রাট শরাবের জাম হাতে থরথর কাঁপে
ইস্তাম্বুলী বাদশার যত নজুম আয়ু মাপে।

'কামাল পাশা' কবিতায় কবি নজরুল ইসলাম আধুনিক তুরস্কের প্রতিষ্ঠাতা কামাল পাশার তুরস্কের সংস্কার আন্দোলনকে স্বাগত জানিয়েছেন। গ্রীকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে কামালের বিজয়কে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানিয়েছেন। এর দ্বারা ঐতিহ্য বিস্মৃত বাঙালী মুসলমানদেরকে স্বাধীনতার অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। [৩৭]

'আনোয়ার' কবিতায় কবি নজরুল তুর্কী সেনাপতি আনোয়ার পাশার বীরত্বের কথা বর্ণনা করেছেন। [৩৮]

আনোয়ার আনোয়ার
দিলওয়ার তুমি জোর তলোয়ার হানো আর
নেস্ত ও নাবুদকর মারো যত জানোয়ার
যে বলে সে মুসলিম জিভ ধরে টানো তার
বেঈমান জানে শুধু জানটা বাঁচানো সার।

মিস্বরের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতা সা'দ ঝগলুল পাশার মৃত্যুতে (১৯২৭) স্বদেশবাসীর জন্যে তার ত্যাগ ও অবদানের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে 'চিরঞ্জীব জগলুল' কবিতায় ঝগলুলকে মিস্বরবাসীর জন্য বনী ইসরাঈলের মুক্তিদাতা মূসা নবীর সাথে তুলনা করেছেন। [৩৯]

পয়গম্বর ছিলে না ক তুমি পাওনি ঐশী বাণী,
স্বর্গের দূত ছিল না দোসর, ছিলে শস্ত্র পাণি।
তবুও এশিয়া আফ্রিকা গাহে তোমার মহিমা গান,
মনুষ্যত্ব থাকিলে মানুষ সর্বশক্তিমান।

Dhaka University Institutional Repository

'জামালুদ্দীন' শীর্ষক কবিতায়-[৪০] বিশ্ব ইসলামী রেনেসাঁর নেতা প্রখ্যাত পণ্ডিত, সাহিত্যিক, রাজনীতিক সাইয়্যিদ জামালুদ্দীন আফগানীর (১৮৩৮-৯৭) মহৎ গুণাবলী ও কৃতিত্বের বর্ণনা দিয়েছেন। 'উমরের সাম্য, আলীর বীরত্ব', খালিদের সাহসিকতা, মূসা এবং তারিকের ন্যায় দূরদর্শী সেনাপতির সাথে জামালুদ্দীন আফগানীকে তুলনা দিয়েছেন।

উপনিবেশবাদী সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশের বিরুদ্ধে খিলাফত আন্দোলনের নেতা মওলানা মোহাম্মদ আলীর (১৮৭৮-১৯৩১) মৃত্যুতে রচিত কবিতায় নজরুল বলেন ঃ- [৪১]

আধেক হিলাল ছিল আসমানে, আধেক হিলাল দুনিয়ায়
দুনিয়ার চাঁদগেল আসমানে, দুনিয়া অন্ধকারে ছায়।
ছিল না আরবে, ইরানে, তুরানে, ইরাকে, মিসরে, সিরিয়ায়
হিন্দুস্থানে ছিল সে রতন, হারাইয়া গেল সেও হায়
নাই ইসলাম জাহানে গো আজ এমন দ্বীনী সর্দার
ভারতে নাই এমন নিশান বর্দার।

কবি নজরুল ইসলামের ইসলামের জন্য শ্রেষ্ঠতম অবদান বিশ্বমানবের জীবন বিধান আল-কোরআনুল করীমের ত্রিশতম পারা 'আমপারার' মোট ৩৮টি সূরার সরল কাব্যানুবাদ। বাংলা ভাষাভাষী পাঠকগণ যাতে সহজে কোরআন বুঝতে পারেন, মর্মার্থ সহজে কণ্ঠস্থ রাখতে পারেন, সে জন্যেই তার এই প্রয়াস। নির্ভর যোগ্য তাফসীর গ্রন্থসমূহের সহায়তায় এবং প্রখ্যাত আলেমগণ এবং ভাষা বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতদের সম্পাদনায় এ কাব্যানুবাদ কর্মটি সম্পন্ন করেন।

কবি নজরুল তার অসংখ্য লেখায় ইসলামী জীবনাদর্শের জয়গান করেছেন। এর একমাত্র উৎস বিশ্ববিধাতা আল্লাহ, বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এবং বিশ্বমানবের জীবন বিধান আল্-কোরআন। বিশ্বনবীর আদর্শ ও বাণীকে বিশ্ব মানবের মুক্তির মশালরূপে প্রমাণিত করেছেন। রাসূলে করীমের ভক্তরূপে মক্কা মদীনা যিয়ারতের জন্য কা'বা শরীফ এবং নবীজীর রওজা মোবারক যিয়ারতের জন্য উদগ্রীব, কিন্তু সঙ্গতি না থাকায় মরু হাওয়াকে তার সালাম নবীজীর পাক রওজা পর্যন্ত পৌঁছে দেবার আহবান জানিয়েছেন। নবীজীর আদর্শ পুরোপুরি অনুকরণ করতে না পারার জন্য অনুতপ্ত হৃদয়ে নবীজীর নিকট আত্মসমর্পন করেছেন ঃ- [৪২]

তোমার বাণীরে করিনি গ্রহণ, ক্ষমা করো হজরত
ভুলিয়া গিয়াছি তব আদর্শ, তোমার দেখানো পথ।

শেষ বিচার দিবসে হাশরের ময়দানে আল্লাহর ক্ষমা ও অনুকম্পা প্রার্থনা করে বলছেন ঃ- [৪৩]

রোজ হাশরে আল্লাহ আমার করো না বিচার,
বিচার চাহিনা, তোমার দয়া চাহে এ গুনাহগার।

Dhaka University Institutional Repository

অধ:পতিত মুসলিম জাতির দুরাবস্থার প্রতি লক্ষ্যকরে দ্বীন ইসলামকে বিজয়ী ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত করার তওফীক কামনা করেছেন ঃ- [৪৪]

তওফিক দাও খোদা ইসলামে
মুসলিম জাহাঁ পুন: হোক আবাদ
দাও সেই হারানো সালতানাত
দাও সেই বাহু, সেই দিল আজাদ।

ইসলামী জীবন, তৌহীদী জীবন, জেহাদী জীবন, মৃত্যু ও ন্যায়ের জন্য উৎসর্গের জীবন। অন্যায়, অসত্য, অত্যাচরের বিরুদ্ধে জেহাদ এবং পৃথিবীর সকল মানুষে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সাম্য ও শান্তি প্রতিষ্ঠাই ইসলামের কাম্য। ইসলাম, কোরআন, রাসূলের জীবনাদর্শ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই কবি নজরুল তার লেখনী ধারণ করেছেন।

১৯৪০ খৃ. ২৩ ডিসেম্বর কোলকাতা মুসলিম ছাত্র সম্মেলনে প্রদত্ত বাণীতে নজরুল বলেন :- "আমার মন্ত্র - ইয়্যাকা না'বুদু, ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাঈ'ন" - কেবল এক আল্লাহর আমি দাস, অন্য কারুর দাসত্ব আমি স্বীকার করিনা। একমাত্র তারই কাছে শক্তি ভিক্ষা করি। কবি আরো বলেছিলেন - "ইন্না স্বালাতী ওয়া নুসুকী, ওয়া মাহইয়ায়া, ওয়া মামাতী লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন" - আমার সব প্রার্থনা, নামাজ-রোজা, তপস্যা, জীবন মরণ সবকিছুই একমাত্র প্রভু আল্লাহর পবিত্র নামে নিবেদিত। [৪৫]

মিস্বরের আরবী সাহিত্যের কবি হাফিয ইবরাহীম স্বীয় কাব্যে মিস্বর তথা প্রাচ্যের অধিকার বঞ্চিত মুসলিম জনতার আশা আকাঙ্খা, দুঃখ দুর্দশার চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। বিভিন্ন মুসলিম শাসকদের, রাজনৈতিক ব্যক্তিদের, পণ্ডিত মনীষী জ্ঞানীগুণী কবি সাহিত্যিকদের ইসলামী চরিত্র, ইসলাম ও মুসলিমদের মর্যাদা ও গৌরব বৃদ্ধিকরণে তাদের অবদান ইত্যাদি বিষয়কে কেন্দ্র করে কবিতা লিখেছেন। হযরত 'উমরের জীবনের কতিপয় স্মরণীয় ঘটনা, তার ব্যক্তিত্ব ও প্রশাসনিক দক্ষতা, প্রখ্যাত ইসলামী ব্যক্তিত্ব মুফতী মুহাম্মদ 'আব্দুহুর ইসলামী গুণাবলী সম্বলিত কবিতা লিখেছেন। রাসূলে করীমের মদীনায় হিজরতের স্মারক হিজরী নববর্ষকে স্বাগত জানিয়ে কবিতা লিখেছেন। তুর্কী 'উছমানী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা 'উছমানের এবং অন্যান্য তুর্কী খলীফাদের এবং মিস্বরস্থ 'আলী বংশীয় বিভিন্ন শাসক যেমন -'আব্বাস হিলমী, হোসাইন কামিল, এবং বাদশাহ ফুয়াদ -১ এর মহৎ ও ইসলামী গুণাবলীর প্রশংসা করেছেন এবং মুসলিম সমাজের স্বার্থে বিভিন্ন জনহিতকর কার্যাবলীর প্রশংসা করে কবিতা রচনা করেছেন। মিস্বরের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতা সা'দ যগলুল পাশা, মুস্তাফা কামিল, ক্বাসিম আমীন, ধর্মমন্ত্রী আব্দুল হালীম 'আস্বিম পাশা প্রমুখ নেতৃবৃন্দের ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য অবদানের বর্ণনায় কবিতা লিখেছেন। কবি আহমদ শওক্বী, শেকসপিয়ার, ভিক্টর হুগো, টলস্টয়, লর্ড ক্রোমার প্রমুখ কবি সাহিত্যিক, দার্শনিক, প্রশাসকদেরকে উপলক্ষ্য করে কবিতা লিখেছেন, তাদের মহৎ গুণাবলীর প্রশংসা করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

কবি হাফিয বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা ও উহা সমাধানের বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোকদের প্রতি আহবান জানিয়েছেন। যেমন - আর্ত মানবতার সেবায় অনাথ-শিশু আশ্রম প্রতিষ্ঠা, অন্ধকল্যাণ সমিতি, নারী অধিকার প্রতিষ্ঠা আন্দোলন, সমাজ সংস্কার আন্দোলন, মাতৃভাষার উন্নয়নে, দেশ-জাতি-সমাজের উন্নতি অগ্রগতির লক্ষ্যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানোর জন্য আহবান জানিয়েছেন কাব্যে। কবর পূজা, পীরপূজা, দ্রব্য মূল্যের মহার্ঘ ইত্যাদি সামাজিক সমস্যা চিহ্নিত করে তা পরিহার করার জন্য কবিতা লিখেছেন।

আর্ত মানবতার প্রতি সহানুভূতি ব্যক্ত করে দিনশ্ওয়াই হত্যাযজ্ঞ, মাইত গামরের অগ্নিকান্ড, মার্টিঙ্ক অগ্নুৎপাত, মিসসিনার ভূমিকম্প ইত্যাদি কবিতায় লাঞ্ছিত নিপীড়িত জনতার মর্মব্যথা ব্যক্ত হয়েছে। অনুরূপ ভাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, রুশজাপান যুদ্ধ, সূফিয়া মসজিদ ইত্যাদি কবিতায় আর্ত মানবতার করুণ অনুভূতি ব্যক্ত হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদীদের নিপীড়ন, নির্যাতন ও শোষণের বিরুদ্ধে স্বজাতির ক্ষোভও প্রতিবাদ ব্যক্ত হয়েছে হাফিযের বিভিন্ন কবিতায়। অধঃপতিত সমাজের প্রতি লক্ষ্য করে ইসলামকে পুনরুজ্জীবিত করে মুসলিম ঐতিহ্যকে পুন: প্রতিষ্ঠিত করার অনুপ্রেরণা দান করেছেন।

কবি নজরুল ইসলাম যদ্রুপ ইসলাম ও মুসলিম জাতির কল্যাণে বিভিন্ন ইসলামী ব্যক্তিত্ব ও মনীষীদের অবদান লক্ষ্য করে তাদের মাহাত্ম্য বর্ণনা করে কবিতা রচনা করেছেন। তেমনিভাবে কবি হাফিয ইবরাহীম ও বিভিন্ন ইসলামী ব্যক্তিত্ব ও মনীষীদের মহৎকীর্তি ও গুণাবলী পর্যালোচনা করে মুসলিম জাতিকে ঐতিহ্য স্মরণ করিয়ে দিয়ে তা' পুন: প্রতিষ্ঠার অনুপ্রেরণা দিয়েছেন।

কবি নজরুল ইসলাম মুসলিম জাহানের দ্বিতীয় খলীফা 'উমর ফারুকের জীবনের বিভিন্ন ঘটনা উল্লেখ করে কবিতা লিখেছেন ; অনুরূপভাবে কবি হাফিযও 'উমরের (রাঃ) জীবনের বিভিন্ন ঘটনাকে উল্লেখ করে কবিতা রচনা করেছেন। 'উমরের ইসলাম গ্রহণের ঘটনা, রাসূলে করীমের ইনতেকালের পর আবু বকরের খলীফা নির্বাচনের ঘটনা, 'উমর সম্বন্ধে পারস্য সম্রাটের দূতের পর্যবেক্ষণ ও মন্তব্য, জেরুজালেম সফরকালে ভৃত্যের সাথে 'উমরের আচরণ, ক্ষুধার্ত শিশুদের ঘটনা, 'উমরের তাক্বওয়া, খোদাভীতি, অনাড়ম্বর জীবন, শুরা ব্যবস্থা প্রবর্তনে 'উমরের ভূমিকা ও অবদান , কোরাইশ নেতা আবু সুফইয়ান (সিরিয়ার গবর্ণর আমীর মু'আভিয়ার পিতা), সফলবীর যোদ্ধা সেনাপতি খালিদ বিন ওলীদ, মিস্বরের গবর্ণর 'আমর ইবনুল 'আস প্রমুখের সাথে সত্য ও ন্যায়ের স্বার্থে উমরের কঠোর ন্যায়নীতি পূর্ণ আচরণ, শিরক ও বিদ'আতের মূলোৎপাটনের উদ্দেশ্যে বাই'আতুর রিদ্বওয়ানের বৃক্ষ কর্তন ইত্যাদি ঐতিহাসিক ঘটনা সমূহকে ভিত্তি করে 'উমরের জীবনের বিভিন্ন দিক ছন্দের ঝঙ্কারে ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করেছেন। 'উমরের ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে কবি হাফিয বলেন ঃ- [৪৬]

يوم أسلمت عزالحق وارتفعت # عن كاهل الدين أثقال يعانيها

قد كنت أعدى أعاديها فصرت لها # بنعمة اللّهُ حصنا من أعاديها

'উমরের ইসলাম গ্রহণের ফলে সত্যদীন শক্তিশালী হয়। অথচ তিনি ইতিপূর্বে ইসলামের ঘোরতম শত্রু থাকলেও ইসলাম গ্রহণের পর ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে সুদৃঢ় দূর্গ সদৃশ হয়ে যান।

Dhaka University Institutional Repository

নবীজীর ওফাতের পর আবু বকরের খলীফা নির্বাচনের ব্যাপারে 'উমর বাস্তব পদক্ষেপ ও উদ্যোগ গ্রহণ করায় নির্বিঘ্নে জাতীয় সমস্যার সমাধান হয়। কবির ভাষায় ঃ- [৪৭]

بـايـعـت أبـابـكـر فـبـايـعـه # على الخلافة قاصيها ودانـيـهـا

وأطفئت فتنة لو لاك لاستعرت # بين القبائل وانسابت أفاعيها

পারশ্যরাজ্যের দূত খলীফা 'উমরের অনাড়ম্বর নিরাপত্তা প্রহরীহীন জীবন যাপন দেখে বিস্ময়াভিভূত হয়ে অতীব গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক মন্তব্য করেছিল ঃ- [৪৮]

رآه مستغرقا فى نومه ، فرأى # فيه الجلالة فى أسمى معا نيها

وقال قولة حق أصبحت مثلا # وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها

أمنت لما أقمت العدل بينهم # فنمت نوم قرير العين ها نيها

ক্ষুধার্ত শিশুদের ঘটনায় 'উমরের কর্তব্য সচেতনতা ও প্রজাবাৎসল্য ফুটে উঠেছে ঃ- [৪৯]

ومن رآه أمام القدر منبطحا # والنار تأخذ منه وهو يذ كيها

رأى هناك أمير المؤمنين على # حال تروع – لعمر الله – رائيها

'উমরের আপোষহীন কঠোর ব্যক্তিত্বকে সবাই ভয় করতো ঃ- [৫০]

فى الجا هلية والاسلام هيبته # تثنى الخطوب فلا تعدو عواديها

গণতান্ত্রিক 'শূরা' ব্যবস্থা প্রবর্তনে 'উমরের অবদান অপরিসীম। [৫১]

يارافعًا راية الشورى وحارسها # جزاك ربك خيرًا عن محبيها

رأى الجماعة لا تشقى البلاد به *رغم الخلاف ورأى الفرد يشقيها

'উমরের কঠোর ব্যক্তিত্বের নিকট সিরিয়ার প্রতাপশালী গবর্ণর আমীর মু'আভিয়ার পিতা আবু সুফইয়ান এবং মিস্বরের গবর্ণর 'আমর ইবনুল 'আস্বের নতি স্বীকারের ঘটনা সুন্দরভাবে কাব্যরূপদান করেছেন ঃ- [৫২]

تلك قوة النفس لو أرادبها # شم الجبال لما قرت رواسيها

ব্যক্তিপূজা, বস্তুপূজা ইত্যাদি শিরক ও বিদ'আত বন্ধ করনোদ্দেশ্যে মহাবীর খালিদের পদচ্যুতি এবং হোদাইবিয়ার বাই'আতুর রিদ্বওয়ানের বৃক্ষ উৎপাটনে 'উমরের বাস্তব ভূমিকাকে কবি অতি সুন্দরভাবে চিত্রিত করেছেন ঃ- [৫৩]

أتاه أمر أبى حفص فقبله # كما يقبل أى الله تا ليها

تالله لم يتبع فى ابن الوليد هوى# ولا شفى غلة فى الصدر يطو يها

[৫৪]

أزلتها حين غالوا فى الطواف بها # وكان تطوا فهم للدين تشو يها

মোটকথা কবি হাফিয খলীফা 'উমরের ব্যক্তিত্ব, সততা, ন্যায়পরায়ণতা, দূরদর্শিতা, প্রশাসনিক দক্ষতা, দায়িত্ব সচেতনতা, খোদাভীরুতা ইত্যাদি গুণাবলী কাব্যের মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। যাতে বর্তমান ও ভবিষ্যতের মুসলমান ঐ সকল আদর্শ ও মহৎ গুণাবলী অনুকরণে অনুপ্রাণিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

হিজরী বর্ষকে স্বাগত জানিয়ে কবি হাফিয ইবরাহীম বলেন - হিজরীবর্ষ মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন ঘটনা প্রবাহের প্রত্যক্ষ সাক্ষী। তুর্কী, ইরানী, আফগানী, ভারতীয়, আলজিরীয়, তিউনিসীয়, মরক্কো, মিস্বরীয় জাতি সমূহের জাতীয় উন্নতি অগ্রগতি ও স্বাধিকার আন্দোলন ও জাগরণের বাস্তব সাক্ষী হিজরীবর্ষ। হিজরী নববর্ষের আগমনে বিশ্ব মুসলিমের হৃদয়ে ইসলামী রেনেসাঁর শিহরণের সৃষ্টি হয় এবং প্যান ইসলামী আন্দোলনের অনুপ্রেরণা সঞ্চারিত হয়। কবি হাফিয হিজরী বর্ষকে বিশ্ব মুসলিমের ঐক্যের প্রতীক রূপে, প্রেরণার উৎসরূপে অভিহিত করে অতীত ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি পুন:প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়াসী হতে মুসলমানদের প্রতি আহবান জানিয়েছেন। কবি বলেন ঃ- [৫৫]

وفى عالم الاسلام فى كل بقعة # له أثر باق وذكر معطر

ففيه أفاق النائمون وقد أتت # عليهم كأهل الكهف فى النوم أعصر

فما ضاع حق لم ينم أهله # ولا ناله فى العالمين مقصر

মিস্বরের সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব গ্র্যান্ড মুফতী, আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, বিশ্ব ইসলামী আন্দোলনের অন্যতম নেতা শায়খ মুহাম্মদ 'আব্দুহুর প্রজ্ঞা, পাণ্ডিত্য, ধর্মীয় জ্ঞানের গভীরতা, দূরদর্শিতা, অনৈসলামী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর, হযরত 'উমর ও 'আলীর (রা.) ন্যায় মহাজ্ঞানী, নবী ইউসুফের (আ.) ন্যায় তীক্ষ্ণধীর অধিকারী এবং প্রখ্যাত তাবেঈ' আহনাফ বিন কায়সের ন্যায় পরম সহিষ্ণু ধৈর্যশীলতাকে কাব্যরূপ দান করেছেন হাফিয ইবরাহীম। এই মহাপণ্ডিতের গুণাবলী বর্ণনার মাধ্যমে জনগণকে তাঁর মহত আদর্শ সমূহ অনুসরণ করার আহবান জানিয়েছেন। [৫৬]

جردت للفتيا حسام عزيمة # بحديه أياتُ الكتاب المنزل

محوت به فى الدين كل ضلالة # وأثبت ما أثبت غير مضلل

মিস্বরের ধর্মমন্ত্রী 'আব্দুল হালীম 'আস্বিম পাশা আমীরুল হজ্জ এর দায়িত্ব সম্পাদন করায় তাকে স্বাগত জানিয়ে কবি বলেন যে- পবিত্র কা'বার আর্কষণে তিনি অনুপ্রাণিত হয়েছেনঃ-

هزك البيتُ الحرام له # هزة المشتاق للوطن

মিস্বরের স্বাধিকার আন্দোলনের জাতীয়তাবাদী নেতা সা'দ ঝগলুল (১৮৫৭-১৯২৭) এর জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব, মর্যাদা এবং দূরদর্শী প্রজ্ঞার কথা হাফিয একাধিক কবিতায় ব্যক্ত করেছেন। মুসলিম জাতির স্বার্থরক্ষায় স্বৈরাচারী সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে তার অবস্থান ছিল বজ্রকঠোর। সমগ্র মুসলিমবিশ্ব তার মৃত্যুতে শোকাভিভূত। [৫৭]

لك وقفة فى الشرق تعر فها العلا # ويحفها التكبير والتهليل

زلزل بها فى الغرب كل مكابر # ليرى ويعلم ما حواه الغيل

ولأنت أمضى نبلة نرمى بها # فانفذ واقصد فالنبال قليل

অন্য একটি শোকগাথায় কবি বলেন ঃ- [৫৮]

جزع الشرق كله لعظيم # ملأ الشرق كله اعجابا

Dhaka University Institutional Repository

علم الشام والعراق ونجدا # كيف يحمى الحمى اذا الخطب نابا

جمع الحق كله فى كتاب # واستثار الأسود غابا فغابا

يرى الصدق والصراحة دينا # لا يراه المخالفون صوابا

خفت مقام ربك حيا # فتنظر بجنتيه الثوابا

সা'দ ঝগলুল সদাসর্বদা ন্যায়, সত্য ও সুস্পষ্টবাদিতার প্রবক্তা ছিলেন; খোদাভীরু ছিলেন, তাই প্রতিদান স্বরূপ পরকালে দু'টি জান্নাতের অধিকারী হবেন। আল কোরআনের বিধান ঃ-

ولمن خاف مقام ربه جنتان (القرآن- ٥٥ : ٤٦)

অনুরূপভাবে মিস্বরের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অন্যতম নেতা মুস্তাফা কামিল (১৮৭৪-১৯০৮) এর জনকল্যাণকর কার্যাবলীর বর্ণনা করেছেন। ইসলাম বিদ্বেষীদের সমালোচনায় তিনি ছিলেন প্রতিবাদে সোচ্চার ও আপোষহীন এবং খলীফা 'উমরের ন্যায় কঠোর। কা'বা শরীফে ত্বাওয়াফকারীদের সমাগম কিংবা হাশরের ময়দানে বিশ্বমানবের সমবেত হবার ন্যায় তাঁর মৃত্যুতে অসংখ্য লোক সমাগম হয়েছিল।

মিস্বরের 'আলী বংশীয় শাসক খেদিব 'আব্বাস হিল্‌মী (১৮৭৪-১৯১৪), সুলত্বান হোসাইন কামিল (১৮৫৩-১৯১৭), এবং বাদশাহ ফুয়াদ-১ম (১৮৬৮-১৯৩৬) এর ইসলামী মহৎ গুণাবলী, ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য তাদের অবদান মূল্যায়ন করে কবি হাফিয কবিতা রচনা করেছেন।

যেমন-খেদিব 'আব্বাসের মহৎ গুণাবলী ও কীর্তির সমর্থনে বলেন ঃ-

আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহে কুর্দফান /মিস্বর থেকে সিনাই উপত্যকার (মূসা নবীর) 'তুর' পাহাড় পর্যন্ত খেদিবের সাম্রাজ্য সম্প্রসারিত। প্রাচ্যবাসী তার শাসনে উৎফুল্ল ; যেন তারা পুণর্জন্ম লাভ করেছে। তিনি খলীফা 'উমরের ন্যায় গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে শাসন কার্য পরিচালনা করেন।

তাঁর হজ্জব্রত পালনোপলক্ষে হজ্জের যাবতীয় আহকাম ও অনুষ্ঠানাদি যথাযথ সম্পাদনের বর্ণনা দান করেছেন কবি। কা'বাগৃহের ত্বাওয়াফ, স্বাফা ও মারওয়ার মধ্যে 'সাঈ', রুকনে হজরে আসওয়াদে চুম্বন, মিনায় শয়ত্বানের প্রতি প্রস্তর নিক্ষেপ, সর্বোত্তম মানব নবীজীর খেদমতে উপস্থিতি, হজ্জের যাত্রাপথ নিরাপদকরণ, হেজাঝের দরিদ্র অধিবাসীদের মধ্যে বিপুল দান দক্ষিনা প্রদান করে তাদের অভাব ও দারিদ্র মোচন করেছেন। এসব কিছুর একমাত্র উদ্দেশ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধান। কবি বলেন ঃ- [৫৯]

ولاك ربك ملكا فى رعايته # ومده لك فى خصب وعمران

من كردفان الى مصر الى جبل # عليه كلمه موسى بن عمران

*　　*　　*　　*

أمولاى ان الشرق قدلاح نجمه # وآن له بعد الممات نشور

فقف موقف الفاروق وانظر لأمة # اليك بحبات القلوب تشير

Dhaka University Institutional Repository

مشت كعبة الدنيا الى كعبة الهدى # يفيض جلال الملك والدين منهما
تسير الى شمس الهدى فى حفاوة # من العز تحدوها الزواهر أينما
الى خير خلق الله من جاء ناطقا # بآياته انجيل عيسى بن مريما
أمنت للبيت الحرام طريقه # وكان طريق البيت من قبلها دما
فلم تبقيا فوق الجزيرة بائسا # ——————————
فأرضيتما الديان والدين كله # ——————————

মিস্বরীয় সুলত্বান হোসাইন কামিল খলীফা আবুবকর এবং উমরের (রাঃ) ন্যায় প্রজাবৎসল, ন্যায়পরায়ন, দানশীল, ও পরোপকারী শাসক ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে কবি হাফিয বলেন - ৬১

وجدد سيرة العمرين فينا # فانك بيننا لله ظل
وما من مجمع للخير إلا # ومن كفيك سح عليه وبل
وكنت لكل مسكين وقاء # وأهلاً حين لم ينفعه أهل
وكنت لمجلس الشورى حياة # ونبراساً ————
فأسعد نا بنشر العلم واعلم # بأن النقص يعقبه التمام

মিস্বরের সুলতান বাদশাহ ১ম ফুয়াদ খোলাফায়ে রাশেদীনের ন্যায় তাক্বওয়া, ইনস্বাফ, ইহসান, সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ইত্যাদি মহৎ গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন। দীন ইসলামের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করেছেন, জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রসার ঘটিয়েছেন ঃ- ৬২

جددت عهد الراشدين # تقى واحسانا وزهدا
ونرى عليك مخايل الـ # ـخلفاء انصافا ورشدا
جلت صفاتك، كم محو # ت أسى وكم أوريت زندا
وأقمت جامعة بمصـ # ـر تشد أزر العلم شدا

বিশ্ব-মুসলিমের ঐক্যের প্রতীক তুর্কী উছমানী খিলাফত প্রায় সমগ্র মুসলিম-বিশ্বে কায়েম ছিল। তারা ইসলামী সংস্কৃতি ও কালচারের প্রসার ঘটিয়েছেন, ইসলামের প্রভাব প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তুর্কী সুলত্বানদের ইসলামী গুণাবলীর,মহৎ কার্যাবলীর প্রশংসা করে কবি হাফিয বহু কবিতা লিখেছেন। তুর্কী উছমানী খিলাফত এবং উহার প্রতিষ্ঠাতার উদ্দেশ্যে কবি বলেন - আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহে উছমান অক্ষয় ও দীর্ঘস্থায়ী উছমানী খিলাফত কায়েম করেছেন, তার পরবর্তী বংশধরগণ উহাকে আরো সুদৃঢ় ও সম্প্রসারিত করে ইসলামের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করেছেন। কবি বলেন ঃ- ৬৩

لقد مكن الرحمن فى الأرض دولة # لعثمان لاتعفو ولا تتشعب
وقام رجال با لا ما مة بعده # فزادوا على ذاك البناء وطنبوا

Dhaka University Institutional Repository

وردوا على الاسلام عهد شبابه # ومد واله جاها وير جى ويرحب

আল্লাহর করুণা ও শক্তিতে বলীয়ান হয়ে 'উছমান 'উছমানী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন, ইহা প্রকারান্তরে আল-কোরআনের স্বীকৃতি قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء (القرآن ٣ : ٢٦)

মুসলমানের জীবনের যাবতীয় কর্মকাণ্ড একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের উদ্দেশ্যে সম্পাদিত হয়। ঃ-

إن صلاتى ونسكى ومحياى ومما تى لله رب العالمين (القرآن - ٦ : ١٦٢)

এ মহান বাণী প্রতিধ্বনিত হয়েছে 'আব্বাসের উদ্দেশ্যে নিবেদিত হাফিযের নিম্নোক্ত কবিতায় ঃ- [৬৪]

فأ رضيتما الديان والدين كله # لقد رضى الديان والدين عنكما

তুর্কী 'উছমানী সুলতান 'আব্দুল হামীদের (১৮৪২-১৯১৮) বিভিন্ন জনহিতকর ও মহৎ উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন কবিতায়। হজ্জযাত্রীদের সুবিধার্থে মদীনা থেকে দামেশ্‌ক পর্যন্ত রেললাইন স্থাপন করেন, আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হন। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করেন। 'শুরা' ব্যবস্থা সমুন্নত করেন। কবি বলেন ঃ-[৬৫]

فقام بأمر الله حتى ترعرعت # به دوحة الاسلام والشرك مجدب

وقرب بين المسجدين تقربا # الى الملك الأ على فنعم المقرب

*   *   *   *

أرضيت ربك إذ جعلت طريقه # أمنًا وفزت بنعمة الرضوان

جعلت أمر الناس شورى بينهم # وأقمت شرع الواحد الديان

يرعى لموسى والمسيح وأحمد # حق الولاء وحرمة الأ ديان

سبحان من دان القضاء بأمره # ليد الضعيف من القوى الجانى [৬৬]

মিস্বরের শিক্ষামন্ত্রী সোলায়মান আবাযাহর প্রজ্ঞাকে নবী সোলায়মানের (আ.) প্রজ্ঞার সাথে, ডাক্তার আলী ইবরাহীমের চিকিৎসা–জ্ঞানকে লোকমান হাকীমের চিকিৎসা জ্ঞানের সাথে তুলনা করেছেন। কারাগার তত্ত্বাবধায়ক রিফ'আত বেগের ন্যায়পরায়নতাকে কারাবন্দী ইউসুফ নবীর (আঃ) নিকট আকর্ষনীয় বলে বর্ণনা করে কবিতা রচনা করেছেন, যাতে কোরআনে বর্ণিত ইউসুফের (আঃ) কারারুদ্ধ হবার ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে।

আল মুআইয়্যাদ পত্রিকা ও উহার সম্পাদক আলী ইউসুফের পত্রিকার ইসলাম ও মুসলিম জাগরণমূলক ভূমিকাকে, আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত পণ্ডিত সালীম আল্‌-বশরীর ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পাণ্ডিত্য ও অবদানকে, 'উম্মুল ক্বোরা' গ্রন্থের রচয়িতা আল-কাওয়াকিবীর (১৮৪৯-১৯০২) তাক্বওয়া ও প্রজ্ঞার স্বীকৃতি দিয়েছেন কবি হাফিয।

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন মনীষী ও পণ্ডিতদের ছাড়াও বিভিন্ন জনকল্যাণ ও সমাজ সংস্কার মূলক প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার সমাজ কল্যাণ মূলক উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে কবি হাফিয কবিতা রচনা করেছেন। যেমন - অসহায়, অনাথ, ইয়াতীম শিশুদের পরিচর্যা কেন্দ্র, অন্ধকল্যাণ সমিতি, ইসলামী সমাজ কল্যাণ সমিতি, শিক্ষা সম্প্রসারণ প্রকল্প ইত্যাদি মানব কল্যাণধর্মী মহৎ উদ্যোগ সমূহকে স্বাগত জানিয়ে কবিতা লিখেছেন।

دعوة الى الاحسان শীর্ষক কবিতায় পরোপকার ও দানশীলতাকে মহৎ ও পূণ্যকর্ম বলে আখ্যায়িত করেছেন।[৬৭]

أقسم بالله وآلائه # بعرشه باللوح الكرسى

بالخنس الكنس فى سبحها # با لبدر ------

بأن هذا عمل صالح ---# ------

(৮-১১; ১৪)
আল্-কোরআনের আয়াতাংশের অনুকরণে কবি দৃপ্ত শপথ ঘোষণা করেছেন।

শিশু পরিচর্যা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা একটি জনকল্যাণমূলক কাজ। যা' দানকারীকে সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী করে। আল কোরআনে সৎকর্মশীলদের প্রতিদান দশগুণ বলে ঘোষনা করা হয়েছে।

من جاء با لحسنات فله عشر أمثالها (القرآن ٦٠:٦١٦)

করুণাময়ের নিকট এর চাইতেও অধিক প্রতিদানের আশা করা যায় ; তার প্রতিদান অসীম, অফুরন্ত , অসংখ্য ও অকল্পনীয়। কবির ভাষায় ঃ-[৬৮]

خير الصنائع فى الأنام صنيعة # تنبو بحا ملها عن الاذ لال

والمحسنون لهم على احسانهم # يوم الا ثا بة عشرة الأ مثال

وجزاء رب المحسنين يجل عن # عد وعن وزن وعن مكيال

ঝাকাত প্রসঙ্গে কবি উহাকে ইসলামের অন্যতম স্তম্ভ বলে ঘোষণা করেছেন, আল্-কোরআনে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে উহার উল্লেখ করা হয়েছে। স্বালাত এবং স্বিয়ামের পূর্বে ঝাকাত আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের অন্যতম মাধ্যম।[৬৯]

علمنا أن الزكاة سبيل الله # قبل الصلاة قبل الصيام

خصها الله فى الكتاب بذكر # فهى ركن الا ركان فى الاسلام

لو وفى بالزكاة من جمع الدنيا # ما شكا الجوع معدم أوتصدى الآثام

নামাঝ, রোঝা, ঝাকাতকে ইসলামের অবশ্য করণীয় ফরযস্বরূপে ঘোষণা করেছেন। বিত্তশালী ব্যক্তি যথাযথ ঝাকাত আদায় করলে সমাজে কোন অভাবী কিংবা অপরাধী থাকতোনা।

অন্ধকল্যাণ সমিতি শীর্ষক কবিতায় অন্ধদেরকে যথাযথ সহায়তা প্রদানের আহবান জানিয়েছেন কবি। অন্ধরা যথাযথ পৃষ্ঠপোষকতা পেলে তাদের মধ্য থেকে পণ্ডিত, জ্ঞানী, সুসাহিত্যিক, সমালোচকের সৃষ্টি হতে পারবে।[৭০]

إن حق الضرير عند ذوى الأ بـ # صار حق مستوجب التقد يس

Dhaka University Institutional Repository

أكملوا نقصه يكن عبقريا # مثل طه مبرزا فى الطروس

জ্ঞানার্জন করা ইসলামের দৃষ্টিতে অপরিহার্য কর্তব্য। কবি হাফিয নারী শিক্ষা ও উচ্চ শিক্ষা সম্প্রসারণের সমর্থনে কবিতা লিখেছেন। ধন-সম্পদ সংরক্ষণের জন্য অপরিহার্য হচ্ছে জ্ঞান ও উন্নত নৈতিক চরিত্র। কবির ভাষায় ঃ- [৭১]

فاذا رزقت خليقة محمودة # فقد اصطفاك مقسم الأرزاق

والمال ان لم تدخره محصنا # بالعلم كان نهاية الاملاق

والعلم ان لم تكتنفه شمائل # تعليه كان مطية الاخفاق

لا تحسبن العلم ينفع وحده # مالم يتوج ربه بخلاق

নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষ গুরুত্বদান করে কবি হাফিয বলেছেন- নারীগণ ভবিষ্যত প্রজন্মের প্রশিক্ষক। যাদের অবদানে একটি উন্নত সুশিক্ষিত জাতি গড়ে উঠতে পারে। নারীদেরকে পর্দার নামে গৃহকোণে আবদ্ধ করে রাখার, কিংবা তথাকথিত প্রগতির নামে তাদেরকে বাধা বন্ধনহীন ভাবে ছেড়ে দেয়া সমীচীন নয়; বরং নিজেদের মান-সম্ভ্রম রক্ষাকরে নারীজাতি উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করুক-কবি এই অনুপ্রেরণা দিয়েছেন :- [৭২]

الأم مدرسه اذا أعددتها # أعددت شعبا طيب الأعراق

الأم أستاذ الأساتذة الألى # شغلت مأثرهم مدى الأفاق

أنالا أقول دعوا النساء سوافرا # بين الرجال يجلن فى الأسواق

كلا ولا أدعوكم أن تسرفوا # فى الحجب والتضييق والارهاق

আল-কোরআনের ভাষা আরবীর মর্যাদা সমুন্নত রাখার উদ্দেশ্যে ঐ ভাষায় জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চা করার জন্য সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহবান জানিয়েছেন কবি :- [৭৩]

وسعت كتاب الله لفظا وغاية # وما ضقت عن آى به وعظات

فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة # وتنسيق آيات لمخترعات

أنا البحر فى أحشائه الدر كامن # فهل سألوا الغواص عن صدفاتى

মুসলমান জাতির অধঃ পতিত, লাঞ্ছিত অবস্থা অবলোকন করে কবি হাফিয অত্যন্ত মর্মাহত হন। মুসলিম জাতির অতীত ঐতিহ্য ও গৌরব পুনরুদ্ধার করে উহাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে বিশ্বনেতৃত্বের আসনে আসীন হতে সংগ্রাম করার অনুপ্রেরণা দিয়েছেন কবি মুসলিম তরুণদেরকে نشيد الشبان المسلمين কাব্যে :- [৭৪]

أعيدوا مجدنا دنيا ودينا # وذودوا عن تراث المسلمينا

فمن يعنو لغير الله فينا # ونحن بنو الغزاة الفاتحينا

ملكنا الأمر فوق الأرض دهرًا # وخلدنا على الأيام ذكرى

أتى عمر فأنسى عدل كسرى # كذلك كان عهد الراشدينا

Dhaka University Institutional Repository

فلسنا منهم والشرق عانى # إذا لم نكفه عنت الزمان

বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা, লাঞ্ছিত আর্তমানবতার ব্যথায় ব্যথিত হয়ে কবি হাফিয অনেক কবিতা লিখেছেন। সমাজে প্রচলিত অনৈসলামী রুসুম পীর পূজা,কবর পূজা ইত্যাদি কুসংস্কারের সমালোচনা করে কবি হাফিয বলেছেন :- [৭৫]

أحياؤ نا لا يرزقون بدرهم # وبألف آلف ترزق الأموات

يسعى الأنام لها يجرى حولها # بحر النذ ور وتقرأ الآيات

মৃতব্যক্তিদের নিকট কোন কিছু প্রার্থনা করা, তাদের নামে কোন নশ্বর মানত করা ইসলামে সুস্পষ্ট শিরক ও কবীরা গোনাহ।

দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধির ফলে বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা, দুর্নীতি, সন্ত্রাস, অপকর্ম বৃদ্ধি পায়। এর নিন্দায় কবি বলেন :- [৭৬]

عزت السلعة الذ ليلة حتى # بات مسح الحذاء خطبا جساما

أصلحوا أنفسا أضر بها الفقـ #ـر وأحيا بموتها الآ ثاما

কবি হাফিয তার সমকালে বিভিন্ন দেশে বিরাজমান ঔপনিবেশিক শাসন শোষণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন। তাদের বিরুদ্ধে জনতাকে সংগঠিত করেছেন। মিশরের জাতীয় ইসলামী ঐতিহ্য পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য সচেষ্ট হবার আহবান জানিয়েছেন :-[৭৭]

إن مجدى فى الأوليات عريق # من له مثل أوليا تى ومجدى

أى شيئى فى الغرب قد بهر الناس # جمالا ولم يكن منه عندى

نصف قرن إلا قليلا أُعانى # ما يعانى هوانه كل عبد

إننا عند فجر ليل طويل # قد قطعناه بين سهد ووجد

عيد الاستقلال'স্বাধীনতা উৎসব' কবিতায় সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রামে অটল ও সুদৃঢ় থাকার, খোদায়ী বিধান ব্যতীত অন্যকোন বিধান গ্রহণ না করার, 'শূরা' বা পরামর্শ ভিত্তিক শাসন পরিচালনা করার আহবান জানিয়েছেন। শূরা ভিত্তিক জাতীয় ঐক্যের প্রতি আল্লাহর রহমত থাকে এবং বিভ্রান্তিতে পড়ার আশঙ্কা থাকে না। :- [৭৮]

الصبر أعظم عدة # والحق ------- خير سلاح

------- ان قرارنا # فى ظل غير الله غير متاح

الفصل للشورى -- التى # تزع الهوى وترد كل جماح

يد الاله مع الجماعة فا ضربوا # بعصا الجماعة تظفروا بنجاح

কবির মতে- স্বৈরাচারী ইংরেজদের শোষণ নির্যাতনের বিরুদ্ধে, জিহাদ ব্যতীত গত্যন্তর নেই :- [৭৯]

لم يبق فينا من يمنى نفسه # بوداكم فوداد كم أحلام

انا جمعنا للجهاد صفو فنا # سنموت أونحيا ونحن كرام

فليس وراءكم غير التجنى # وليس أمامنا غير الجهاد

বিভিন্ন সামাজিক ঘটনা যেমন- দিনশ্ওয়াই হত্যাযজ্ঞ, মিসসিনার ভূমিকম্প, মার্টিঙ্ক দ্বীপের অগ্নুৎপাত, মাইত গামর- অগ্নিকান্ড, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, ত্রিপলীযুদ্ধ, রুশ-জাপান যুদ্ধ, সূফিয়া মসজিদের ঘটনা ইত্যাদি কবিতায় লাঞ্ছিত মানবতার আর্তনাদ এবং ইসলামের মানবতাবাদী উদার নীতি ব্যক্ত হয়েছে। মিস্সিনার ভূমিকম্পকে খোদায়ী গজব রূপে মানবজাতিকে সতর্ক সংকেত রূপে অভিহিত করেছেন :- [৮০]

غضب الله أم تمردت الأر # ض فأ نحت على بنى الانسان

ليس هذا سبحان ربى ولاذا # ك ولكن طبيعة الأكوان

غليان فى الأرض نفس عنه # ثوران فى البحر والبركان

رب، اين المفر والبحر والبر # على الكيد للورى عا ملان

মার্টিঙ্ক দ্বীপে ভয়ঙ্কর অগ্নুৎপাতে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞের বাপারে পৃথিবীবাসীর দাঙ্গাহাঙ্গামা, রক্তারক্তি, বিভিন্ন অপরাধের দরুন ভূমন্ডল মানুষের প্রতি বৈরী ও ধ্বংসাত্মক হয়ে উঠে। কবি বলেন :- [৮১]

ألبسوك الد ماء فوق الدماء # وأروك العداء بعد العداء

أسخطوها فصا برتهم زمانا # ثم أنحت عليهم با لجزاء

أيها الناس ان يكن ذاك سخط # الأرض ماذا يكون سخط السماء ؟

فا تقوا الأرض والسماء سواء # واتقوا النار فى الثرى والفضاء

মাইত গামর এর অগ্নিকান্ডে বহু সংখ্যক লোকের প্রাণহানি ঘটে, অসংখ্য ঘরবাড়ী, দালান কোঠা বিধ্বস্ত হয়। আগুনের লেলিহান শিখা মানব সভ্যতাকে চুরমার করে ফেলে। এতদুপক্ষে কবি হাফিয লিখেন :- [৮২]

رب ان القضاء أنحى عليهم # فاكشف الكرب واحجب الأ قدارا

ومر النار أن تكف أذاها # ومر الغيث أن يسيل انهمارا

أين طوفان صاحب الفلك يروى # هذه النار ؟ فهى تشكوالأوارا

আগুনের ভীতিপ্রদ শাস্তি থেকে রেহাই পাবার জন্য প্রার্থনা করছেন। বৃষ্টি বা তুফান প্রবাহিত করে অগ্নি নির্বাপিত করার প্রার্থনা করছেন।

'দিনশ্ওয়াই হত্যাযজ্ঞ' কবিতায় নির্যাতিত মানবতার পক্ষে আর্তনাদ করেছেন, স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন।

সূর্যের বর্ণনায় সূর্যপূজারীদেরকে সতর্ক করে দিয়েছেন- সূর্য নিজেকে গ্রহণ থেকে রক্ষা করতে পারে না, তাই উহা পূজ্য হতে পারে না। উহা মহান স্রষ্টার সৃষ্টিমাত্র ; তাই সর্বশক্তিমান স্রষ্টার উপাসনা করাই কর্তব্য। [৮৩]

Dhaka University Institutional Repository

رب أن الناس ضلوا وغووا # ورأوا فى الشمس رأى الخاسرين

نظروا أيا تها مبصرة # فعصوا كلام المر سلين

--------- # أنها خلق سيبلى با لسنين

أإله لم ينزه ذاته # عن كسوف بئس زعم الجاهلين

তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ অথৈ পাথার সমুদ্রের বিশালতা সত্ত্বেও কবি উঁহাকে সর্ব শক্তিমান স্রষ্টার সৃষ্টিজগতের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অণুকণারূপে আখ্যায়িত করেছেন:- [৮৪]

انما أنت ذرة قد حو تها # ذرة فى فضاء ربى تدور

انما أنت قطرة فى اناء # ليس يدرى مداه الا القدير

ইস্তাম্বুলের সূফিয়া মসজিদটি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ক্রুসেডাররা 'উছমানীয়দের দখল থেকে ছিনিয়ে নেবার উপক্রম হলে ইসলামী অনুভূতি নিয়ে কবি কবিতা রচনা করেন, যাতে বিশ্বমুসলিমকে ইসলামী ঐতিহ্য সংরক্ষণের অনুপ্রেরণা দিয়েছেন :- [৮৫]

أيا صوفيا حان التفرق فاذ كرى # عهود كرام فيك صلوا وسلموا

وكيف يذل المسلمون وبينهم # كتابك يتلى كل يوم ويكرم

عصينا وخالفنا فعا قبت عادلا # وحكمت فينا اليوم من ليس يرحم

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ব্যাপক হত্যা, ধ্বংসযজ্ঞ, মানবতার লাঞ্ছনা, গঞ্জনা প্রত্যক্ষ করে কবি হাফিয বিজ্ঞানের অপব্যবহার দেখে মর্মাহত হয়ে, বলেন- আধুনিক বিজ্ঞানের এ মানবতা বিধ্বংসী যুগের চাইতে অজ্ঞতা বা জাহিলিয়াতের যুগই শ্রেয়ঃ ছিল। [৮৬]

إلعلم يذكى نارها وتثيرها # مدنية خرقاء لا تتر فق

إن كان عهد العلم هذا شأنه # فينا فعهد الجاهلية أرفق

কবি হাফিয ইবরাহীমের কাব্যকর্ম পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সমাজের সর্বস্তরের জনগণের অনুভূতি, মুসলিম জনতার আবেগ, কামনা বাসনা, সুখ-দুঃখ, অভাব-অভিযোগকে কেন্দ্র করে অসংখ্য কবিতা লিখেছেন, তাতে জনগণের আবেগ অনুভূতি প্রতিফলিত হয়েছে। তাই তাকে 'জনগণের কবি', 'সমাজের কবি', 'নীলের কবি' রূপে যথার্থ ভাবেই আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে।

কবি নজরুল ইসলাম এবং কবি হাফিয ইবরাহীমের কাব্যকর্মের মধ্যে অনেকটা সাদৃশ্য থাকলেও নজরুলের কাব্যে ইসলামী ভাবধারার পরিধি অনেক ব্যাপক ও উদ্দীপনা সঞ্চারী। কবি নজরুল ইসলাম ইসলামী জীবন বিধানের একটি পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা মুসলিম মনমানসে প্রতিফলিত করতে চেয়েছেন। তাঁর বহু কবিতায় আল্লাহর একত্ববাদ, রাসূলে করীমের জীবনাদর্শ, আখিরাতের স্বীকৃতি রয়েছে। আল্লাহর সার্বভৌমত্বের ঘোষণা করেছেন। নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, কোরবানী ইত্যাদি ইসলামের মৌলিক অনুষ্ঠান সমূহ সম্পর্কে অসংখ্য কবিতা লিখেছেন; ইসলামী জীবন বিধান অনুসরণের আহবান জানিয়েছেন। মহানবীর আদর্শ অনুকরণ

Dhaka University Institutional Repository

করতে, উহা প্রতিষ্ঠিত করতে সর্বাত্মক সংগ্রাম করার অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। অসংখ্য হামদ ও না'ত রচনা করেছেন কবি নজরুল, এতে আল্লাহর এবং রাসূলের সমীপে আত্মসমপর্নের অনুপ্রেরণা দান করেছেন। অনুরূপভাবে আল্-কোরআনের সর্বশেষ অধ্যায় 'আমপারার কাব্যানুবাদ করে বাংলাভাষী সাধারণ জনগণের জন্য আল্-কোরআনের মর্মার্থ বুঝতে সহজসাধ্য করে দিয়েছেন। মহানবীর শানে অগণিত না'ত রচনা ছাড়াও রাসূলে করীমের পয়দায়েশ এবং ইনতেকালকে কেন্দ্র করে 'ফাতেহা-ই-দোয়াজদহম শীর্যক দুটি কবিতা এবং মহানবীর পঁচিশ বছর বয়স পর্যন্ত জীবন ভিত্তিক মহাকাব্যগ্রন্থ 'মরুভাস্কর' রচনা করেছেন, যা' কবি অকালে দুরারোগ্য ব্যধিতে আক্রান্ত হবার দরুন সমাপ্ত করতে সক্ষম হননি। এতদ্ব্যতীত ইসলামী বিধিবিধান, কৃষ্টি সংস্কৃতি, ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য কবিতার মাধ্যমে মুসলমানদের মনে বিপ্লবী চেতনার সঞ্চার করেছেন; অন্যায়, অসত্য, অনাচার, অবিচারকে প্রতিহত করে ন্যায়, সত্যও স্বাধীনতাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য মুসলমানদের মনে জেহাদী অনুপ্রেরণা সঞ্চারিত কররেছেন। এ লক্ষ্য অর্জনে বিভিন্ন মুসলিম মনীষী যেমন-খলীফা 'উমর ফারুক', মহাবীর আলী হায়দর, বীরযোদ্ধা খালিদ, জাতীয়তাবাদী মুসলিম নেতা সা'দ ঝগলুল, মোস্তফা কামাল পাশা, আনোয়ার পাশা, জামালুদ্দীন আফগানী, মওলানা মোহাম্মদ আলী, মহাত্মা মোহসিন প্রমুখের বীরত্বপূর্ণ কীর্তি এবং ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য তাদের অবদানের কথা বর্ণনা করে কবিতার মাধ্যমে ঐতিহ্য বিস্মৃত, অবচেতন মুসলিম জাতিকে ইসলামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার প্রয়াস চালিয়েছেন। তাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করে ইসলামী ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি পুনঃ প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হবার আহবান জানিয়েছেন। তার এরূপ মানসচেতনা গঠনে সহায়ক ভূমিকা পালনে করেছে- এদেশবাসীর উপর সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক বৃটিশদের অমানবিক শোষণ, নির্যাতন নিস্পেষণ; ফলে কবির চেতনা আরো শাণিত হয়েছে। এসব দিক বিবেচনায় কবি নজরুল ইসলামকে বৃটিশ ভারতে পরাধীন বাংলা ভাষাভাষী মুসলমানদের মধ্যে 'ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রদূত' বলা যায়। তার অসংখ্য কবিতা ও গানের আবেদন অদ্যাবধি অম্লান ও অক্ষয় রয়েছে। আজো এদেশীয় মুসলমানদের প্রাণে তা' অনুরণনের সঞ্চার করে। তাই তাঁকে 'বাঙ্গালী' মুসলমান সমাজের কবিরূপে যথার্থ ভাবেই আখ্যায়িত করা যায়।

পক্ষান্তরে আরবী- কবি হাফিয ইবরাহীমের ইসলামী জীবন বিধান ভিত্তিক কবিতা বিস্তর না থাকলে ও বিভিন্ন কবিতায় আনুষঙ্গিক ভাবে স্বালাত, স্বিয়াম, ঝাকাত, হজ্জ, জ্ঞানার্জন, ইত্যাদি ইসলামের মৌলিক বিধান সমূহের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে কবিতা রচনা করেছেন। একত্ববাদ, শিরক, ইবাদত, সদাচরণ, সত্যের সংগ্রামে অবিচল, ইসলামে শুরা ব্যবস্থা এবং ঐক্যবদ্ধ থাকার গুরুত্ব ইত্যাদি ইসলামের মৌলিক বৈশিষ্ট সমূহ সম্পর্কে কবিতায় উল্লেখ করেছেন। ঔপনিবেশিক স্বৈরাচারী, স্বেচ্ছাচারী, সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীর শোষণ নির্যাতনের শিকার স্বজাতির অসহায় ও দুরাবস্থা পরাধীন জাতির হীনমন্য লাঞ্ছিত অপমানিত জীবনের দুর্দশার প্রতি লক্ষ্য করে কবি হাফিযের মনে বিদ্রোহী চেতনা সঞ্চারিত হয়। স্বজাতির উপর ইংরেজদের অত্যাচার, অনাচার, সমগ্র বিশ্বব্যাপী দূর্বলের উপর সবলের নিপীড়ন তথা বিপন্ন মানবতার দুরাবস্থা প্রত্যক্ষ করে কবি হাফিযের মনে বিদ্রোহী চেতনার সৃষ্টি হয়। ইসলামী ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বিস্মৃত মুসলিম জাতির মধ্যে ইসলামী চেতনা পুনরুদ্ধারের জন্য সচেষ্ট হতে আহবান জানিয়েছেন কবি হাফিয। এতদুদ্দেশ্যে আল্লাহ ও রাসূলের বিধান অনুসরণের আহবান জানিয়েছেন কাব্যে। বিভিন্ন ইসলামী ব্যক্তিত্ব যেমন-খলীফা 'উমর ফারুক, মুফতী মুহাম্মদ

Dhaka University Institutional Repository

`আব্দুহ, ধর্মমন্ত্রী `আব্দুল হালীম `আস্বিম পাশা প্রমুখের ইসলামী আদর্শ ভিত্তিক কবিতা রচনা করে মুসলিম জনগণকে উজ্জীবিত করেছেন। বিভিন্ন মুসলিম শাসকদের ইসলাম ও মুসলিমদের জন্য অবদানের কথা উল্লেখ করে ঐতিহ্য বিস্মৃত জাতিকে ঐতিহ্য সচেতন করেছেন।

হিজরী বর্ষের স্বাগতম' শীর্ষক কবিতার মাধ্যমে মুসলিম ঐতিহ্য সম্পর্কে স্বজাতিকে অনুপ্রাণিত করেছেন। বিভিন্ন সামাজিক ঘটনা, দুর্ঘটনা যেমন- দুস্থ অনাথদের সহায়তা, শিক্ষা সম্প্রসারণ, নারীশিক্ষা বিস্তার, নারী অধিকার প্রতিষ্ঠা, ভূমিকম্প, অগ্নুৎপাত, অগ্নিকান্ডের মহাযজ্ঞ, বিশ্বযুদ্ধের মানবতা বিধবংসী প্রভাব ইত্যাদি ব্যাপারে কবি হাফিয ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি, ইসলামের মানবতাবাদী দৃষ্টিকোণ ব্যক্ত করে কবিতা রচনা করেছেন। এক কথায়- সমকালীন মুসলিম সমাজের নিগৃহীত অবস্থা, ইসলামের ঐতিহ্যবিচ্যুতি ইত্যাদি প্রেক্ষাপট কবি হাফিযের কাব্যচেতনায় ব্যাপক অনুপ্রেরণার সৃষ্টি করেছিল; ফলে তিনি মিস্বরীয় তথা আরব মুসলমানদেরকে জাগিয়ে তোলার জন্য, স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত করার জন্য, হৃত ইসলামী ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি পুনরুদ্ধার ও পুন:প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় হতে অনুপ্রাণিত করেছেন। কোন কোন কবিতায় আল্লাহ ও রাসূলের আদর্শ অনুকরণের আহবান রয়েছে, ক্বোরআন- হাদীছের উদ্ধৃতি রয়েছে; কোন কোন কবিতায় অতীতের নবী-রাসূলদের বিভিন্ন ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে। যেমন- আদম, নূহ, ইবরাহীম, ইসহাক, সোলায়মান, মূসা, 'ঈসা (আ.) প্রমুখ নবীদের উল্লেখ করা হয়েছে, যা' ক্বোরআন সমর্থিত। কোন কোন কবিতায় বিভিন্ন মনীষীর আদর্শ ও কীর্তি উপস্থাপনের মাধ্যমে স্বজাতিকে জাতীয়তাবাদী ইসলামী চেতনায় অনুপ্রাণিত করার প্রয়াস চালিয়েছেন। তাঁর কাব্যকর্ম তাঁর স্বজাতির নিকট, স্বদেশবাসীর মধ্যে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে জনপ্রিয়তা অর্জনে সক্ষম হয়েছিল; তাই তিনি شاعر الشعب রূপে জনসমাদৃত হন।

কবি নজরুল ইসলাম এবং কবি হাফিযের পরে শতাধিক বর্ষ অতিক্রান্ত হলেও, বিশ্বমানচিত্রে অনেক পরিবর্তন ঘটলেও বিশ্বের অধিকার-বঞ্চিত মানুষের জন্য, লাঞ্ছিত-নিপীড়িত শোষিত মানবতার জন্য, ঐতিহ্য বিস্মৃত মুসলমানদের জন্য কবিদ্বয়ের কাব্যকর্ম অনুপ্রেরণার উৎসরূপে আজো অম্লান হয়ে রয়েছে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য , অনাগত কালের কবি- সাহিত্যিকদের জন্য দিশারীর ভূমিকা পালন করবে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ:

১. নজরুল রচনাবলী, বা/এ, ঢাকা, ১৯৯৩, ২খ, পৃ. ২২৬

২. " ৩/৫২১

৩. " ৩/৫১৭

৪. " ৩/৪৮৬

৫. " ২/২৩২

৬. " ২/২৩৩

৭. " ৩/৪৩৪

৮. " ৩/৩৯৩

৯. " ৩/২৬

১০. " ৩/৪৬৭

১১. " ৩/৪৬৪,২/২২৩

১২. " ১/৪৫৫-৭

১৩. আ. মুকীত, নজরুল ইসলাম; ইসলামীগান, ই.ফা.বা. ১৯৮৫, ২ সং, পৃ. ৯৫

১৪. নজরুল রচনাবলী, বা/এ. ঢাকা, ১/৩৮।

১৫. " ৩/৪৬৯

১৬. " ৩/৪৬৯

১৭. " ১/২৩৪,২৪৫

১৮. " ২/২২৮

১৯. " ৩/৪৭৮

২০. " ২/২২১

২১. " ২/২২০

২২. " ২/৩২৮

২৩. " ৩/২৪৩

২৪. " ২/২১৯

২৫. " ২/৩২৮

২৬. " ২/২২৩

২৭. আ. হাকিম শেখ, নজরুল সাহিত্যে মানবতা ও ধর্ম. ই.ফা.বা. ১৯৮৭, ৩ সং পৃ. ৫৩।

২৮. নজরুল রচনাবলী, ১/৩১

Dhaka University Institutional Repository

২৯. নজরুল রচনাবলী ১/৩৪
৩০. " ১/৪৪১
৩১. " ১/৪৫৩
৩২. " ৩/৫১৩
৩৩. " ৩/৪৩২
৩৪. " ১/৪৬৮
৩৫. " ১/৪৬৬
৩৬. " ১/৪৩৬
৩৭. " ১/১৮
৩৮. " ১/২৮
৩৯. " ১/৪৬২
৪০. " ৩/৫২৭
৪১. " ৩/৫২৮
৪২. " ৩/৩৭৭
৪৩. " ৩/২৮০
৪৪. " ২/৩৩৫
৪৫. " ৪/১২১
৪৬. দিওয়ান হাফিয ইবরাহীম, আহমদ আমীন সম্পাদিত, ১৯৬৯, বাইরুত, ১খ. পৃ. ৭৯।
৪৭. পূর্বোক্ত" ১/৮০
৪৮. " ১/৯০
৪৯. " ১/৯২
৫০. " ১/৯৪
৫১. " ১/৯১
৫২. " ১/৮৩
৫৩. " ১/৮৪
৫৪. " ১/৯৭
৫৫. " ২/৩৭
৫৬. " ১/৪
৫৭. " ১/১১০

Dhaka University Institutional Repository

৫৮.	পূর্বোক্ত	২/২২৩
৫৯.	"	১/৩০-২
৬০.	"	১/৫১-৫
৬১.	"	১/৬৮
৬২.	"	১/১৪৫
৬৩.	"	২/১৭
৬৪.	"	১/৫০
৬৫.	"	১/১৬
৬৬.	"	১/৪৪
৬৭.	"	১/২৯৬
৬৮.	"	১/২৭৮
৬৯.	"	১/২৮৭
৭০.	"	১/৩০৬
৭১.	"	১/২৮০
৭২.	"	১/২৮২
৭৩.	"	১/২৫৪
৭৪.	"	১/৩১৫
৭৫.	"	১/৩১৮
৭৬.	"	১/৩১৬
৭৭.	"	২/৯১
৭৮.	"	২/১০১
৭৯.	"	২/১০৫, ১০৮
৮০.	"	১/২১৫
৮১.	"	১/২৫২
৮২.	"	১/২৫০
৮৩.	"	১/২০৭
৮৪.	"	২/২২৭
৮৫.	"	২/৮৮
৮৬.	"	২/৮৬

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট

সহায়ক গ্রন্থাবলী

১. আব্দুল কাদির সম্পাদিত-নজরুল রচনাবলী, ১,২,৩,৪ খ. বা/এ, ঢাকা, ১৯৯৩।

২. আ.কাদির, নজরুল পরিচিতি, পাকিস্তান পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৬৮।

৩. আ.কাদির, নজরুল প্রতিভার স্বরূপ, নজরুল ইন্সটিটিউট, ১৯৮৯।

৪. আ.কাদির, যুগ-কবি নজরুল, বা/এ, ১৯৮৬।

৫. রফিকুল ইসলাম, নজরুল জীবনী, ঢা.বি. ১৯৭২।

৬. আব্দুল মান্নান সৈয়দ, নজরুল ইসলাম কবি ও কবিতা , নজরুল একাডেমী ঢাকা, ১৯৭৭।

৭. আ. মান্নান সৈয়দ, নজরুল ইসলাম: কালজ কালোত্তর, বা/এ,ঢাকা,১৯৮৭।

৮. আবুল হোসেন মীর, নজরুল সাহিত্য, ঢাকা, ১৩৭৭।

৯. শাহাবুদ্দীন আহমদ, নজরুল সাহিত্যবিচার, ই-ফা.বা. ঢাকা, ১৯৯৯।

১০. শাহাবুদ্দীন আহমদ, ইসলাম ও নজরুল ইসলাম, ই.ফা.বা, ঢাকা, ১৯৮৭

১১. খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন, যুগস্রষ্টা নজরুল বা/এ, ঢাকা, ১৯৭৮

১২. অশোক কুমার মিত্র, নজরুল প্রতিভা পরিচিতি , বাণী ভবন, ঢাকা, ১৩৭৬।

১৩. মাহফুজুল্লাহ, নজরুল ইসলাম ও আধুনিক বাংলা কবিতা, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৬৮।

১৪. ঐ, বাংলাকাব্যে মুসলিম ঐতিহ্য, ঢাকা, ১৯৬৯।

১৫. আবু তালিব, বাংলা কাব্যে ইসলামী রেনেসাঁ,

১৬. এনামুল হক, বাংলা সাহিত্যে মুসলিম প্রভাব, ঢাকা, ১৯৬৫।

১৭. আতাউর রহমান, কবি নজরুল, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৬৮।

১৮. কাজী আঃ ওদুদ, নজরুল প্রতিভা, ঢাকা, ১৩৮৩।

১৯. মুবাশ্বির আলী নজরুল প্রতিভা স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা, ১৯৬৯।

২০. কাজী দীন মোহাম্মদ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা, ১৯৬৮।

২১. আ. হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ঢা. বি. ১৯৬৬।

২২. কাজী আ. মান্নান, আধুনিক বাংলা কাব্যে মুসলিম সাধনা, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা, ১৯৫৯।

২৩. জুলফিকার হায়দার সূফী, নজরুল জীবনের শেষ অধ্যায়, ঢা.বি. ১৯৬৯।

২৪. মনিরুজ্জামান, নজরুল সমীক্ষণ, আনন্দ প্রকাশন, ঢাকা, ১৩৭৯

২৫. মাহফুজুল্লাহ, নজরুল কাব্যের শিল্পরূপ, নজরুল একাডেমী, ১৯৮০।

২৬. মুজাফফর আহমদ, কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতি কথা, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৭৩।

২৭. সুকুমার সেন, ইসলামী বাংলা সাহিত্য, আনন্দ প্রকাশনী, ১৪০০, ১ সং ।

Dhaka University Institutional Repository

২৮. গোলাম সাকলায়েন, মুসলিম সাহিত্য ও সাহিত্যিক, নওরোজ, ঢাকা, ১৯৬৭।

২৯. এ, কে, এম, আমীনুল ইসলাম, বাংলা সাহিত্যে মুসলিম কবিও কাব্য, ঢাকা, ১৯৬৯।

৩০. হারুন রশীদ, নজরুল সাহিত্যের উৎস, ঢাকা, ১৯৭৮।

৩১. জি, এম হালিম, নজরুল মানস সমীক্ষা, ঢাকা, ১৯৬৮।

৩২. আঃ আজীজ আমান, নজরুল পরিক্রমা, কোলকাতা, ১৩৭৬।

৩৩. আ. ফ. ম. ইসহাক, মুসলিম রেনেসাঁয় নজরুলের অবদান, ই. ফা. বা.-ঢাকা, ১৯৮৭।

৩৪. মজিদ মাহমুদ, নজরুল তৃতীয় বিশ্বের মুখপাত্র, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা, ১৯৯৭।

৩৫. আব্দুল মুকীত চৌধুরী, নজরুল ইসলাম: ইসলামী কবিতা, ই. ফা. বা, ঢাকা, ১৯৮৫।

৩৬. ঐ, নজরুল ইসলাম: ইসলামীগান, ই.ফা.বা, ঢাকা, ১৯৮৫।

৩৭. মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন, সওগাত যুগে নজরুল ইসলাম, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা, ১৯৮৮।

৩৮. হারুন-অর-রশীদ, নজরুল সাহিত্যে ধর্ম, বা/এ, ঢাকা, ১৯৯৬।

৩৯. আতোয়ার রহমান, নজরুল বর্ণালী, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা, ১৯৯৪।

৪০. শেখ আ. হাকীম, নজরুল সাহিত্যে মানবতা ও ধর্ম, ই.ফা.বা. ঢাকা, ১৯৮৭।

৪১. মোশাররফ হোসেন খান সম্পাদিত, বাংলা ভাষাও সাহিত্যে মুসলিম অবদান, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা, ১৯৯৮।

৪২. কান্ডারী হুশিয়ার : নজরুল জন্ম শতবার্ষিকী স্মারক, ১৯৯৯, নজরুল জন্ম শতবার্ষিকী উদযাপন জাতীয় কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত সংকলন, ঢাকা, মে, ১৯৯৯।

৪৩. গোলাম মঈনুদ্দীন, কবি ফররুখ : ঐতিহ্যের নব মূল্যায়ন, ই. ফা. বা. ঢাকা, ১৯৮৫।

৪৪. ড. আনিসুজ্জামান, মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৮৩।

৪৫. শাকি চাকলাদার, জীবন সায়াহ্নের নজরুল, ই. ফা. বা., ঢাকা, ১৯৮৮।

৪৬. শ্রেষ্ঠ নজরুল : নজরুল রচনাবলীর সংকলন, আ. মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত, প্রতীক প্রকাশনী, বাংলা বাজার, ঢাকা, ১৯৯৬।

৪৭. সংসদ বাঙ্গালা অভিধান, বা/এ, ১৯৮৯।

৪৮. Students Favourite Dictionary (Eng-Beng), A.T.Dev. 2000

৪৯. আল-মুনজিদ (আরবী অভিধান), দারুল মাশরিক্ব পাবলিশার্স, লেবানন, ১৯৭৫।

৫০. আহমদ আমীন সম্পাদিত দিওয়ান-হাফিয ইবরাহীম, বাইরুত, ১৯৬৯।

৫১. শওকী দ্বাইফ, আল-ফানু ও মাযাহিবুহু ফিস শে'র আল-'আরবী, দারুল মা'আরিফ, মিস্বর, ১৯৬০।

৫২. Prof. Vatikiotis. Modern history of Egypt. Combridge University Press. London. 1994

৫৩. Marsoot Afaf Lutfi Al-Sayyid. A short history of Modern Egypt, Combridge University Press, 1994.

৫৪. Dr. Shahata E'asa Ibrahim, Al-Oahira, Darul Helal, Egypt, 1958.

৫৫. D. Mustafa Safwat, Misr-al-Mua'sirah, Maktaba Nahdat-al-Misriyyah, Cairo, 1959.

৫৬. Sir Auckland Colvin, Making of Modern Egypt, London, 1906.

৫৭. শওকী দ্বাইফ, দিরাসাত ফিস শি'র আল-আরবী আল্-মু'আস্বির, দারুল মা'আরিফ, মিস্বর, ১৯৫৯।

৫৮. ড. মুস্তাফা ইউনুস, তারীখুল আদবিল আরবী আল-হাদীছ, কায়রো, মিস্বর, ১৯৮০।

৫৯. আহমদ হাসান ঝাইয়্যাত, তারীখুল আদবিল আরবী, মিস্বর, ১৯৮০।

৬০. ড. মুহাম্মদ বিন সা'দ বিন হাসান, হাফিয ইবরাহীম ও নাযারাত ফি শি'রিহি, দারুল রিফাঈ', রিয়াদ্ব, ১৯৮৪।

৬১. ড. ইয়াহইয়া শামী, হাফিয ইবরাহীম : হায়াতুহু ও শে'রুহু, দারুল ফিকর-আল্-আরবী, বৈরুত, লেবানন, ১৯৯৫।

৬২. মুহাম্মদ ইবরাহীম সালীম, হাফিয ইবরাহীম শাই'রুন্নীল, দারু-ত্বালাই', কায়রো, ১৯৯২।

৬৩. ড. আঃ হামীদ জুন্দী, হাফিয ইবরাহীম, শাই'রুন্নীল, দারুল মা'আরিফ, মিস্বর ১৯৬৮।

৬৪. ড. ত্বাহা হোসাইন, হাফিয ও শওকী, মিস্বর, ১৯২৩।

৬৫. আক্কাদ, শু'আরাউ মিস্বর ও বি'আতুহুম ফিল জায়লিল মাদ্বী,

৬৬. হাসান আল সানদাভী, আল-শু'আরউস ছালাছা, কায়রো, ১৯২২।

৬৭. ড. আহমদ আল-হুফী, ওয়াত্বানিয়াতু শওকী, কায়রো, ১৯৭৮।

৬৮. আহমদ কাব্বেশ, তারীখুশ শে'র,-আল-আরবী, আল হাদীছ , কায়রো, ১৯৮২।

৬৯. উমর দাসূকী, ফিল আদবিল হাদীছ, দারুল মা'আরিফ, কায়রো, ১৯৫৩।

৭০. আল-রামন, শু'আরাউল ওয়াত্বানিয়াহ, মিস্বর, ১৯৫৪।

৭১. হাসান কামিল আল-স্বাইরাফী, হাফিয ও শওকী, কায়রো, ১৯৪৮।

৭২. Arberry A. J. Modern Arabic Poetry, London, 1980.

৭৩. Heywood, Modern Arabic Literature, London, 1971.

৭৪. ড. মুস্তাফা ইউনুস, মিন আদবিনাল মু'আস্বির, মিস্বর, ১৯৮০।

৭৫. ড. আনওয়ার জুন্দী, আল শি'র-আল-'আরবী, আল-মু'আস্বির, মিস্বর, ১৯৮০।

৭৬. Badawi, M. M., A Critical Introduction to Modern Arabic Poetry, Oxford University Press, London, 1969.

৭৭. Monah A. Khowry, Poetry & making of Modern Egypt, Leiden, 1971.

৭৮. Mohd. Harun Al-Hilu, হাফিয ইবরাহীম শা'ইরুল কওমিয়াতিল আরাবিয়্যা, কায়রো, ১৯৬৩।

৭৯. GUSTAVUS FLÜGEL, CONCORDANTIE, CORANI ARABICAE, LUZAC & CO. Ltd. 46, Gt. Russel Street. LONDON, W.C.1. نجوم الفرقان في أطراف القرآن

৮০. আল-মু'জামুল মুফাহরাস লি-আলফাযিল কোরআন, মু. ফুয়াদ আব্দুল বাকী, কায়রো, ১৯৯১।